

শ্রীশ্রীগোপালচম্পূঃ ।

(পূর্বচম্পূঃ)

গোড়ায় বৈষ্ণব সম্প্রদায়চার্য্য বর্গোণ বেদবেদান্ত-ষড়্দর্শন-পুরাণ-শকাহ-
শাসন-জ্যোতিষ-কাব্যালঙ্কারচ্ছন্দঃশাস্ত্রাদিপারগামোনেন নিখিল
চতুর্থাংশমিকসাধকবৃন্দৈঃ সেবিতপাদযুগলেন বৈষ্ণব-
সিদ্ধান্তরাজ্যাকর্ণকসেনাপতিনা শ্রীমৎসনাতন-
কৃপাযুগতেন শ্রীবল্লভাশ্রজেন

শ্রীমতা শ্রীজীবগোস্বামিপাদেন

নিখিলসিদ্ধান্তসারভগ্না বিরচিতা ।

শ্রীশ্রীভগবদ্ভ্যন্তানন্দপ্রভুবংশেন বর্দ্ধমান প্রদেশান্তর্গত-

মাণ্ডগ্রামবাস্তবোন

শ্রীবীরচন্দ্রগোস্বামিনা বিরচিতয়া

শকাথবোধিকয়া টীকয়া সমন্বিতা ।

কানীদাজস্বামি-শ্রীগোড়রাজর্ষি-মাননীয় মহারাজ-

শ্রীমণী চন্দ্রচন্দ্রনন্দিমহোদয়স্বাদেশাৎ

শ্রীরাসবিহারিসাঙ্ঘ্যাতীর্থেন

বঙ্গভাষানুদিতা সম্পাদিতা চ ।

কাশিমবাজার,—সত্যরত্ন

শ্রীললিতমোহন চৌধুরী

কর্তৃক মুদ্রিত ।

(ক) শ্রীগোপালচম্পূর

পূর্বচম্পূ-সূচী।

১। প্রথম পূরণে—(গোলোক-নিরূপণ) মঙ্গলাচরণ, মঙ্গলাচরণের ব্যাখ্যা, শ্রীকৃষ্ণশব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ। গোপালম্পূ প্রণয়ন করিবার কারণ বর্ণন।

সামান্যাকারে শ্রীবৃন্দাবনধাম বর্ণন। তন্মধ্যে গোবর্দ্ধন, অরিষ্ট-কুণ্ডল, যমুনা, যমুনাগুলিন ও ভাণ্ডীরবনের বর্ণনা। শ্রীনন্দমহাজের ব্রজমণ্ডল বর্ণন। উক্ত ব্রজমণ্ডলের অপ্রকট বিনাস-স্বরূপ শ্রীগোলোক-ধাম বর্ণন। একটখামের মত এই শ্রীগোলোকেরই ব্যষ্টিক্রমে বর্ণন। পৃঃ ১—৮৫।

২। দ্বিতীয় পূরণে—(গোলোকবিনাস নিত্যলীলা) কথা-প্রস্তাবনা। প্রভাতে শ্রীগোলোক দ্বারে ছন্দুভিনাদ বর্ণনা। সিংহদ্বারস্থিত চন্দ্রমালিকারূঢ় হৃত, মাগধ ও বন্দীগণ-কর্তৃক পুতনারি শ্রীকৃষ্ণের পুতনা-বধাদি লীলা বর্ণনা এবং নৃত্য। তৎকালে শ্রীগোপালের ললনাগণের শ্রীগোপাল-লীলা গান। নিজ নিজ গৃহপ্রাপ্ত রমণ সঙ্গবতী অথচ বিরামে অনভিলাষিনী কৃষ্ণপ্রেমসীগণের প্রাভাতিক গানবশতঃ নিজ নিজ অঙ্গের শৈথিল্য বর্ণনা। তন্মধ্যে সর্বাধিকা শ্রীরাধিকার মুচ্ছা বর্ণনা। তৎপরে চৈতন্তপ্রাপ্ত হইয়া উক্ত শ্রীরাধিকাকর্তৃক শ্রীকৃষ্ণ-গুণসমূহের মুচ্ছাজনকত্ব বর্ণন। উক্ত দিবসে

(ক) পাঠকগণের প্রতি নিবেদন—

পূর্বচম্পূ দুই ভাগে বাধাইলে গ্রন্থ মঙ্গল ও সূচক হইবে। এজন্য ১ম হইতে ২২শ পূরণ পর্যন্ত ১ম ভাগ ও ২৩শ হইতে ৩৩শ পূরণ পর্যন্ত ২য় ভাগ করিবেন। সূচীপত্রও সেইরূপ দুই ভাগে বিভক্ত হইল।

নিবেদক—

শ্রীমদ্রামদাস

শ্রীমতী ব্রজেশ্বরীর আদেশবশতঃ শ্রীরাধিকাপ্রভৃতির গৃহগমন বর্ণনা । শ্রীযশোদাকে প্রণাম । তাঁহার আজ্ঞায় গুরুজনের প্রতি শ্রীরাধিকার প্রণাম । শ্রীললিতাদি সখীগণেরও তাদৃশ প্রণামাদি আচরণ । শ্রীরোহিণী দেবীর আদেশে শ্রীরাধাপ্রভৃতি সখীগণের পাকাদি সদৃশ প্রকাশ করিবার জন্ত রস-বতীতে অর্থাৎ পাকশালায় প্রবেশ । দাসীজনকর্তৃক শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামের গাত্রে তৈলাদি মর্দন ও স্নানাদি কার্য সম্পাদন । তাঁহাদের শ্রীযশোদা-গৃহে প্রবেশ । শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক যশোদা ও রেহিণীর বন্দনা । পৌর্ণমাসী সম্মিলন, শ্রীব্রজবাসিদেগের পৌর্ণমাসী-বন্দনা । ব্রজবাসির প্রতি পৌর্ণমাসীকর্তৃক আশীর্বাদদ্বারা অভিনন্দন । তৎপরে শ্রীমধুমঙ্গল সম্মিলন । শ্রীমদ্ব্রজরাজের সভায় “এই উৎসবে সকলেই উপস্থিত ও মিলিত হইয়াছেন” কোন বালকের মুখে ইহা শ্রবণ করিয়া জননৌষ্যের আজ্ঞায় শ্রীরামকৃষ্ণের রাজসভায় গমন । শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-নক্ষত্র জন্ত উৎসব । মধুমঙ্গলপ্রভৃতি বয়স্য়গণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ পরিহাসপূর্বক ভোজন লীলা । যশোদার নিকট বালকগণকর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের বনগমন বিষয়ে প্রার্থনা । তাহাদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বনগমন । ছুইটী বালকের (মধুকণ্ঠ ও মিত্তিকণ্ঠের) সহিত রত্নচূড়নামক এক জন সূতাচার্য্যকর্তৃক শ্রীব্রজরাজের সভায় শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্দেশে স্তুতিপাঠ । রত্নচূড় ও স্মৃতিনামক তাহার ভগিনীপতির সহিত শ্রীানন্দরাজ ও উপনন্দের আলাপ । স্মৃতি ও যমজ পুলহয় অর্থাৎ মিত্তিকণ্ঠ ও মধুকণ্ঠের পরিচয় গ্রহণ । তাহাদিগের সহিত শ্রীব্রজরাজের আলাপ । তৎপর সভাভঙ্গ হইলে, সকলের স্ব স্ব আবাসে গমন । বয়স্য়গণের সহিত কৃষ্ণ-বলদেবের বনগমন । তথায় মধুমঙ্গলের সহিত পরিহাসলীলা । শ্রীকৃষ্ণের বেণুধ্বনি বর্ণনা । গোপাল ও গোপবালকগণের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহে আগমন । শ্রীকৃষ্ণের ললনাদি ও জনকাদির সহিত সান্ধ্যভোজনের পর সভাগৃহে গমন । তথায় সেই সূতকুমার-দ্বয়ের সহিত স্মৃতি ও রত্নচূড়ের আগমন । সেই মিত্তিকণ্ঠ ও মধুকণ্ঠের সহিত শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়লাপ । তাহাদিগকে শ্রীযশোদার নিকট লইয়া যাওয়া । যশোদাকর্তৃক সূতকুমারদ্বয়ের সৎকার (বালকোচিত খাদ্যাদি প্রদান) । তৎপরে শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে শ্রীরাধার নিকটে লইয়া যান । শ্রীরাধাকে দর্শন-মাত্র সূতকুমারদ্বয়ের প্রেমবশতঃ বিবশ হওয়া । শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক তাহাদের

সুস্থতা সম্পাদন । বালকদ্বয়কে অগ্রে করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গিগণের সহিত বালক-
দ্বয়কে মাতুলগৃহে প্রেরণ করেন । শ্রীকৃষ্ণের মোহন-মন্দিরে প্রবেশপূর্বক
শয়ন ও প্রিয়াগণের সহিত তৎকালোচিত লীলা । পৃ ৮৬—১৬২ ।

৩। তৃতীয় পুরাণে—(কথকের মুখে কথারম্ভ, জন্মনীলা)
শ্রীগোলোকধামস্থিত সভামধ্যে বলদেব শ্রীদামপ্রভৃতি বয়স্ক সহিত শ্রীকৃষ্ণের
অঙ্গসৌষ্ঠব বর্ণনা । যশোদাদি গোপীগণ ও নন্দাদি গোপগণের যথোচিত
স্থানে ইতিহাস শ্রবণের জন্ত উপবেশন । “অহে মধুকণ্ঠ ও স্নিগ্ধকণ্ঠ ! কিছু
বর্ণনা কর” এই বলিয়া সূতকুমারদ্বয়ের প্রতি নন্দাদি গোপগণের জিজ্ঞাসা ।
মধুকণ্ঠকর্তৃক নন্দমহারাজপ্রভৃতির বংশ চরিত্রাদি কথন ।

শ্রীনন্দ ও যশোদাকর্তৃক ভাবিপুত্ররূপ দর্শনের পর পরস্পর নির্জনে
শ্রীদামশীতানুষ্ঠানাদিময় আলাপ । ব্রত-বৎসর পূর্ব হইলে ভগবান্ তাঁহা-
দিগের নিকটে আবির্ভূত হইয়া বরদান করেন । মধুমঙ্গলের সহিত পৌর্ণ-
মাসীর ব্রজে আগমন । সেই দিনেই বসুদেব-প্রেমিতা রোহিণীদেবীর নন্দ-
ভবনে আগমন । “কোনও একটা অপূর্ব বালক কোনও একটা দিবা কুমারীর
জ্যোতিতে নিজদেহকে আবৃত করিয়া এবং ব্রজরাজের হৃদয় হইতে নিজ হৃদয়ে
প্রবেশ করত যেন প্রত্যক্ষরূপে অবস্থিতি করিতেছে” এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়া
নিদ্রাপরা ও তন্দ্রাভিভূতা শ্রীযশোদার উক্ত স্বপ্ন-বৃত্তান্ত কথন । শ্রীবলদেবের
জন্মাদি জাতকর্ম্ম বিবরণ । পৃ ১৬৩—২৪৮ ।

৪। চতুর্থ পুরাণে—(নন্দোৎসব) “যশোদার পুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন”
এই সংবাদ জানাইবার জন্ত রোহিণী-প্রেমিতা কোন একটা বৃদ্ধা গোপীকর্তৃক
গোষ্ঠমধ্যে অস্থিত উপনন্দপ্রভৃতির নিকটে পুত্রোৎপত্তি কথন । উপনন্দের
আদেশে নন্দাদিকর্তৃক উক্ত বৃদ্ধার পতিকে গোষ্ঠস্থ দেহসজ্জা প্রদান । নন্দাদি
গোপগণ গৃহাগত হইয়া যথাবিধি পুত্রের জন্মোৎসব অনুষ্ঠান করেন । গোপ-
গোপীগণ নানাবিধ উপহার হস্তে লইয়া এবং সুরঞ্জিত বহুমূল্য বসন-কুশণে
ভূষিত হইয়া নবপ্রসূত কুমার দর্শনার্থে নন্দালয়ে আগমন করেন । ব্রজরাজ-
কর্তৃক যথাবিধি নান্দীমুখপ্রভৃতি জাতকর্ম্ম সম্পাদন । বেদবেত্তা পুরোহিত
বিগ্ণের সহিত শ্রীনন্দরাজের নিজাস্ত্রপুবে স্তৃতিকাদ্বারে আগমন । শ্রীরোহিণী-
প্রভৃতি ব্রজপুরদ্ধীগণ নন্দরাজের নিকট নিজ নিজ অলঙ্কার লাভের জন্ত

কৌতুকপূর্বক খট্টার উপরিভাগে বালককে বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়া-
ছেন, তৎপরে নন্দরাজ তাঁহাদিগের অভিলষিত বস্ত্রালঙ্কার দানে প্রতিশ্রুত
হইয়া পুত্রমুখ দর্শন করিলেন। নন্দরাজ নিজ ক্রোড়ে বালককে তুলিয়া
লইলে, তদর্শনে যশোদার রোমহর্ষ ও স্তম্ভাদি সাত্বিক ভাবের উদয়। বিপ্রদ্বারা
নন্দকর্তৃক পুত্রের মেধাজনক কৰ্ম্ম সম্পাদন। ব্রজ পুরজীগণের সঙ্গীত। তৈল,
হরিদ্রা, নবনীত ও দধিপ্রভৃতিদ্বারা পরস্পর সেচন ও লেপনপ্রভৃতি উৎসব
ক্রীড়া। দধ্যাদিদ্বারা আপ্লাবিত প্রাঙ্গণকে ক্ষীরসাগররূপে এবং শ্রীনন্দ-
মহারাজকে মন্দরপর্বত রূপে গোপীগণের উৎপ্রেক্ষা। নন্দকর্তৃক ধনাদি দান।
উৎসবাস্ত্রে ঘনুনাঙ্গানাদি সম্পাদন। পৃ০ ২৪২—২৮২।

৫। পঞ্চম পুর্নমে—(পুতনাবধাদি লীলা) বসুদেব-প্রেরিত এক
জন অনুচরকর্তৃক নন্দব্রজে আগমনপূর্বক দেবকীর গর্ভনাশাদি বর্ণন। অষ্টম
গর্ভে উৎপত্তা কন্তার অঙ্গ সৌষ্ঠব বর্ণন। কংসের উদ্দেশে সেই কন্তার পরিকর
সহিত অন্তর্ধান। কংসের সন্তোষার্থে তদুপযুক্ত কর প্রদান বিষয়ে উপদেশ
কথন। সেই দূতের মথুরায় আগমন। শ্রীযশোদার জাতকস্মান বিধানের
বর্ণনা। উপনন্দাদিকে গোকুলরক্ষার ভার দিয়া নন্দরাজের মথুরাগমন ও
কংসরাজকে করদান। নন্দ ও বসুদেবের মিলন। পরস্পরের দ্বেষবিষয়ক
কথোপকথন। বসুদেবের উপদেশে নন্দের পুনশ্চ ব্রজে আগমন। পুতনা-
রাক্ষসীর নন্দভবনে গমনপ্রভৃতি ধ্বষ্টতাди বর্ণন। পুতনাবধ। পৃ০ ২৮৩—৩৩৭।

৬। ষষ্ঠ পুর্নমে—(শকটাসুর বধাদি ও নামকরণ লীলা) নন্দ-
নন্দনের সন্দর্শন বাসনায় বালক, বৃদ্ধ, যুবক; যুবতীপ্রভৃতি ব্রজবাসিগণের
নন্দভবনে আগমন। মাসত্রয়ে অবস্থিত শ্রীনন্দনন্দনের অঙ্গসৌষ্ঠব, কলভাবণ
ও অঙ্কারোহণাদি বর্ণন। ঔথানিক লীলা বর্ণন। শকটভঞ্জন লীলায় শকট
বর্ণন। শকটের অধঃস্থিত বালকের সৌষ্ঠব বর্ণন। শকটাসুরের মোচন।
তাহার মুক্তিতে দেবতাগণের উৎপ্রেক্ষাবাক্য শকটপতনের ধ্বনি
শ্রবণাস্ত্রে গোপগণের পরস্পর প্রশ্নোত্তর। শকট-স্থানে গোপগণ সমাগত
হইয়া বালকগণকে জিজ্ঞাসা করেন। তাহাদের মধ্যে কোন একটা অশ্ফুট-
বাক্য ভোতলা বালকের অপূর্ব বাক্য বর্ণন। সে বাক্যে অনাদর
করত গোপগণকর্তৃক যথাস্থানে শকট রক্ষা। রোহিণীনন্দন রাম ও

যশোদানন্দন কৃষ্ণ পৃথক্ গৃহে ছিলেন, তাঁহাদের একত্র মিলন । বালকদ্বয়কে জনক জননীর পরিচয় প্রদান । নামকরণ কর্তব্য মনে করিয়া তাহা জানাইবার জন্য শ্রীনন্দরাজকর্তৃক শ্রীবাসুদেবের নিকট গোপনভাবে সেবক প্রেরণ । পুত্রদ্বয়ের নামকরণার্থে গর্গাচার্যের প্রতি নন্দভাবে গমনজন্য বাসুদেব-কর্তৃক প্রার্থনা । গর্গের গোকুলে গমন । তৎকর্তৃক রামকৃষ্ণের নামকরণ । রিঙ্গণ লীলা (অর্থাৎ বালকদ্বয়ের হামাগুড়ি) দেখিয়া সঙ্গীত বর্ণন । রামকৃষ্ণের গতি শিক্ষা ও বাক্ শিক্ষা । উভয় ভ্রাতার পরস্পর কথা । বাক্চাপল্য বর্ণন । ভ্রাতৃদ্বয়ের মাতৃবঞ্চনা বর্ণন । পৃ° ৩৩৮—৩২২ ।

৭। সপ্তম পুর্নণে—(তৃণাবর্ত বধ ও মৃদুকর্ণাদি লীলা) মধুকর্ণের আদেশে স্নিগ্ধকণ্ঠকর্তৃক একবর্ষীয় শ্রীকৃষ্ণের জন্ম বিনোদোৎসব বর্ণন । যশোদাকর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের মুখচুষনাদি লালন ক্রিয়া । কংস-প্রেরিত তৃণাবর্তীশ্বরের ব্রজে আগমন ও বধ বর্ণন । তৃণাবর্ত বিনষ্ট হইলে, দেবগণের উৎপ্রেক্ষা বাক্য । শ্রীকৃষ্ণের বাহুক্ষেপণ ও নৃত্যাদি বাল্যলীলা বর্ণন । জন্তুমাণ কৃষ্ণের (হাঁই তুলিতে মুখবাদান কারণে) মুখমধ্যে যশোদাকর্তৃক বিশ্বরূপ দর্শন । যশোদাকর্তৃক নন্দ সমীপে তদ্বৃত্তান্ত বর্ণন । মৃত্তিকা ভক্ষণ লীলা । ফল বিনিয়োগ । (ফল বিক্রয়িণীর কথা) বাল্যলীলাবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের ধেনু ও ছাগশিশুর দোহনাত্মকরণ । গোপীগণকর্তৃক কৃষ্ণের বাল্যলীলাবিষয়ে সঙ্গীত । কৃষ্ণের বাল্য-চাতুর্য্যাদি নানাবিধ লীলা বর্ণন । কৃষ্ণের চৌর্য্যাদি লীলাবিষয়ে ব্রজ-পুরজ্ঞীগণের এবং যশোদার কথোপকথন । পৃ° ৪০০—৪৪৬

৮। অষ্টম পুর্নণে—(যমলার্জুন-ভঞ্জন লীলা) যশোদার দধি-মহন । নিজের পুত্র বিষয়ক গান । দধিমহনকারিণী জননীর নিকট স্নেহোন্মিত কৃষ্ণের গমন । কৃষ্ণকর্তৃক জননীর স্তন্যপান । স্তন্যপানে অতৃপ্ত শিশু ত্যাগ করিয়া চুল্লীর উপরিস্থিত প্রোচ্ছলিত (ওৎলান) হৃদ্য নামাইতে যশোদার গমন । কৃষ্ণকর্তৃক দধিভাণ্ড ভঞ্জন ও জননীর ভয়ে পলায়ন । যষ্টি হস্তে যশোদাকর্তৃক পলায়মান পুত্রের অনুগমন করণ । মাতাপুত্রের পরস্পর কলহ-বিষয়ক বাক্য কথন । যশোদাকর্তৃক কৃষ্ণের বন্ধন । যমলার্জুন ভঞ্জন । নন্দাদি গোপের যমলার্জুন বৃক্ষের পতন কারণে বিচার । নন্দকর্তৃক কৃষ্ণের বন্ধন মোচন । সকলের স্ব স্ব গৃহে আগমন । যশোদাকে হৃৎ ও লজ্জায়

অভিভূতা দেখিয়া রোহিণীকর্তৃক ব্রজনারীদিগের সহিত ব্রজরাজের ক্রোড়স্থিত কৃষ্ণকে আনিবার জ্ঞাত নিজ পুত্র বলরামের প্রেরণ। কৃষ্ণকে না আসিতে দেখিয়া “যশোদা যে পুত্রবদন দর্শনাভাবে দূরবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন” ইহা নন্দের নিকটে ব্রজ মহিলাগণকর্তৃক বর্ণন। গোপীগণ ও নন্দের পরস্পর কথোপকথন শ্রীকৃষ্ণ ও নন্দরাজের প্রশ্ন ও উত্তর। জননীর নিকট কৃষ্ণের গমন। যশোদার বিলাপ। দাম্পত্য কলহের তিন দিন পরে নন্দ যশোদার মিলন। পৃ० ৪৪৭—৪৯১

৯। নবম পুর্নমে—(গোকুল হইতে বৃন্দাবন প্রবেশ লীলা) যমলার্জুন ভঞ্জনবিষয়ে স্নিগ্ধকণ্ঠকর্তৃক ব্রজরাজের নিকট প্রশ্নোত্তর প্রদান। “তোমার দেবরের গৃহে অদ্য কি হইয়াছে” এই কথা নিজ পত্নীকে উপনন্দ জিজ্ঞাসা করিলে, উপনন্দের পত্নী কৃষ্ণের লীলা কীর্তন করেন। যমুনাতীরে বয়স্কগণের সহিত রামকৃষ্ণ ক্রীড়া করিতেছেন, এমন সময়ে যশোদাকর্তৃক প্রেরিতা হইয়া রোহিণী তাহাদিগকে আহ্বান করেন। বালকদ্বয় না আসিলে পর, রোহিণী-প্রেরিতা যশোদাকর্তৃক আহ্বান। রামকৃষ্ণাদির গৃহাগমন। গোকুল ত্যাগ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে বাসের জ্ঞাত যাইবার প্রস্তাব হইলে, নন্দ ও উপনন্দাদিকর্তৃক বৃন্দাবনের মাহাত্ম্য কথন ও পরামর্শ। তথায় সকলের গমন। গোপীগণের কৃষ্ণবিষয়ক সঙ্কীর্তন। যশোদা ও কৃষ্ণের এবং রোহিণী ও বলরামের গমন সময়ে পরস্পর প্রশ্নোত্তর। সকলের শ্রীবৃন্দাবনে প্রবেশ বর্ণন। পৃ० ৪৯২—৫০০।

১০। দশম পুর্নমে—(বৎস বক ও ব্যোমাসুর বধ লীলা) কৃষ্ণ-বলরামের কোমার শোভা বর্ণন। কৃষ্ণের বস্ত্র পরিধান। রামকৃষ্ণের বৎস চারণ। বয়স্কগণের সহিত রামকৃষ্ণের নানাবিধ ক্রীড়া-চাতুর্য্য। দেবগণ-কর্তৃক রামকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি বর্ণনা। যাত্রীগণ গৃহ হইতে ভোজ্য দ্রব্য আনিলে রামকৃষ্ণের ভোজন। কংসকর্তৃক বৎসাসুর প্রেরণ। তদ্বিষয়ে রামকৃষ্ণের পরস্পর প্রশ্নোত্তর। বৎসাসুর বধ। দেবগণকর্তৃক শ্লাঘা বাক্য কথন ও পুষ্পবৃষ্টি। মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণাপূর্ব্বক কংসরাজকর্তৃক বকাসুর প্রেরণ। গোষ্ঠ মধ্যে বকাসুরকে দেখিয়া বালকগণের উৎপ্রেক্ষা। বকাসুর বধ। বকাসুর বধে দেবগণের নৃত্যবাদ্যাদি বর্ণনা। বকের প্রতি কৃষ্ণের অভিপ্রায় উৎপ্রেক্ষা করত দেবগণের উপহাস বাক্য। কৃষ্ণের সহিত বালকগণের

গৃহাগমন । তচ্ছবণে গোপগণের পরম্পর কথোপকথন । কংস-প্রেরিত ব্যোমাসুরের বৃত্তান্ত ও বধ । ব্যোমাসুর বধ দেখিয়া দেবগণ-কর্তৃক পুষ্পবৃষ্টি ও তৎপরে কৃষ্ণাভিপ্রায় বর্ণন । কথাসমাপ্তি । পৃ° ৫৩১—৫৭২ ।

১১। একাদশ পূরণে—(অম্বাসুর বধ ও ব্রহ্মমোহন লীলা) বন ভোজনের দ্রব্যাদি সংগ্রহপূর্বক বনগমন করিলে, শ্রীকৃষ্ণাদি বালকগণের শোভা বর্ণন । নিজ নিজ ভোজ্য দ্রব্যগুলি বস্ত্রবৃক্ষের শাখায় স্থাপন । কৃষ্ণের আদেশে বালকগণের পরম্পর যষ্ট্যাদি অপহরণ । পক্ষীপ্রভৃতির স্বভাব অঙ্গীকার করত নানাবিধ ক্রীড়া । কংসের আদেশে অম্বাসুরের আগমন । অম্বাসুর বধ । দেবগণ-কর্তৃক কৃষ্ণের উপরে পুষ্পবৃষ্টি ও অম্বাসুরের প্রতি উপহাস বাক্য । তৎপরে ভোজনোপযুক্ত স্থান বর্ণনা করত ভোজন সময়োচিত শোভা বর্ণন । তৎপরে ব্রহ্মাকর্তৃক গোবৎসাদি হরণ । ব্রহ্মমোহন । ব্রহ্মার স্বকৃত অপরাধ ভঞ্জন ও স্তবাদি বর্ণন । শ্রীনন্দ ও যশোদামহাক্ষিনী গোপ-গোপী-গণের শ্রীকৃষ্ণ চরিতবিষয়ে সঙ্গীত বর্ণনা । পৃ° ৫৭৩—৬১৪ ।

১২। দ্বাদশ পূরণে—(লগুড় দান ও গোচারণ লীলা) শ্রীকৃষ্ণের পোগণ্ড বয়স প্রকট হইলে শোভা-বিশেষ বর্ণন । যশোদা ও অভিনন্দপত্নীর কথোপকথন । নন্দ, সন্নদপ্রভৃতির পরম্পর কথোপকথন । উপনন্দের আদেশে শুভদিনে (কার্ত্তিকেয় শুক্লাষ্টমীতে) নন্দকর্তৃক কৃষ্ণহস্তে লগুড় প্রদান । (লগুড়—লাঠি বা পাঁচনী) । নিজ পুত্রের কপালে তিলক রচনা করিয়া গোষ্ঠমধ্যে কৃষ্ণরক্ষার জন্ত বলভদ্রপ্রভৃতি বালকগণের প্রতি যশোদার বাক্য । বয়স্ক সহিত কৃষ্ণের গোষ্ঠে গমন । বয়স্ক সহিত গোষ্ঠে বিহারশীল কৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া দেবগণের বর্ণনা । বলদেবকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক বনশোভা বর্ণন । বনবিহারাদি বিবিধ লীলা বর্ণনান্তে গৃহগমন, গোদোহন ও সাক্ষ্যভোজনাদি সমাধানের পর শয়ন । পৃ° ৬১৫—৬৫০ ।

১৩। ত্রয়োদশ পূরণে—গোচারণাদি লীলা বর্ণন । তৎপরে কালিয়দমন লীলা বর্ণন । পৃ° ৬৫১—৭০৪ ।

১৪। চতুর্দশ পূরণে—কৈশোর লীলা বর্ণন প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসৌষ্ঠব বর্ণনা । গর্দভাসুর বিনাশ । দেবগণকর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায়

বর্ণন । কৃষ্ণ ও বলভদ্রের স্বগৃহ গমনাদি শোভা-বিশেষের বর্ণন । শ্রীব্রজেশ্বরী যশোদাকর্তৃক কৃষ্ণের লালন পালন । পৃ• ৭০৫—৭২৬ ।

১৫। পঞ্চদশ পুরাণে—(পূর্বানুরাগ) শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধাগৃহে গমনাদি বিবিধ লীলা বর্ণন । শ্রীরাধার সখীদিগের জন্মবৃত্তান্ত কথা । শ্রীরাধা কৌমার দশা প্রাপ্ত হইলে, কৈশোর বয়সের সূত্রপাত বর্ণন । শ্রীরাধাপ্রভৃতি গোপীগণের বিবাহ প্রস্তাব প্রভৃতি বিবিধ সিদ্ধান্ত ও পূর্বানুরাগ বর্ণন ।

১৬। ষোড়শ পুরাণে—(প্রলম্ব বধ ও দাবানল পান লীলা) বয়স সহিত শ্রীকৃষ্ণের বনগমনাদি বালালীলা বর্ণন । শ্রীবলদেবকর্তৃক প্রলম্বাসুরে বধ । দাবানল পান করত কৃষ্ণকর্তৃক গোপগণ ও গোপগণের রক্ষা । রামকৃষ্ণাদি গোপবালকগণের স্ব স্ব গৃহে গমন । স্ব স্ব পিতা মাতার নিকট সেই লীলা বর্ণন । পৃ• ৮১৪—৮৪৫ ।

১৭। সপ্তদশ পুরাণে—(ঋতু বর্ণনা ও বেণুশিক্ষা লীলা) শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের পরস্পর স্পৃহা বাক্য । প্রাতঃকালে বনগমন সময়ে হাওয়াদি অনুষ্ঠান । সায়াংকালে আগমন সময়ে শ্রীকৃষ্ণের সৌষ্ঠব দর্শনে গোপীদিগের উৎকর্ষা বর্ণন । গৃহ-নিরুদ্ধা শ্রীরাধাদি সখীগণের মানসিক বাথা বর্ণন । বর্ষা-ঋতুর বর্ণনা । গোপীদিগের বিরহবাক্য । কৃষ্ণের দিগ্‌দর্শন কথন । শর-দর্শন । বেণু-শিক্ষা । গোপীদিগের শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক নানাবিধ কথোপকথন । পৃ• ৮৪৬—৮৯৫ ।

১৮। অষ্টাদশ পুরাণে—মীমাংসক জৈমিনি সম্মত অনীশ্বর-বাদে মহেশ্বরযুক্ত নিবারণ করিয়া শ্রীগিরিরাজ গোবর্দ্ধনের মহাত্ম্য বিস্তারের জন্ত শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক গোবর্দ্ধনোৎসব প্রবর্তন । নিজের মানহানি হওয়ায় দেবরাজ ইন্দ্র ক্রোধবশতঃ অতিরূষ্টি করিলে, শ্রীগোবর্দ্ধন গিরি ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের গোকুল রক্ষা । পৃ• ৮৯৬—৯৮৮ ।

১৯। উনবিংশ পুরাণে—(গোবিন্দাভিষেক লীলা) শ্রীকৃষ্ণের অনুষ্ঠিত অদ্ভুত কৰ্ম্ম সকল দর্শন করিয়া গোপগণ বিস্মিত হইলে, তাহাদিগের নিকট নন্দমহারাজ গর্গাচার্য্যের কথিত বিষয়ের উল্লেখপূর্বক ঐশ্বর্য্য বর্ণন করেন । ইন্দ্র ও সুরভিকর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক । বিভিন্ন দেবগণ ছন্দ,

অলঙ্কার ও মুরলীপ্রভৃতি কৃষ্ণকে অর্পণ করেন। শ্রীদামপ্রভৃতি বালকগণ-
কর্তৃক নন্দপ্রভৃতির নিকটে ইন্দ্র ও সুরভিকৃত অভিষেকাদি বর্ণন। শ্রীকৃষ্ণের
যৌবরাজ্যাভিষেক। তথায় ব্রজপুঙ্গুদিগের সহিত সমাগত ব্রজসুন্দরীদিগের
বিবিধ বাক্য। পৃ. ৯৮.—১০৩৪।

২০। বিংশ পুরাণে—(বরুণালয়ে নন্দ মোচন ও গোলোক দর্শন)
বরুণদেবের অমুচর নন্দরাজকে অপহরণপূর্বক বরুণলোকে লইয়া যাইলে
পর, তথায় জলন্তস্তনী বিদ্যাবলে যমুনাঙ্গলে গমনপূর্বক কৃষ্ণকর্তৃক নন্দের
আনয়ন। শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবে গোপদিগের গোলোক দর্শন।
কৃষ্ণ বরুণালয় হইতে সমাগত হইলে, শ্রীরাধাপ্রভৃতির অবস্থা বর্ণন। কৃষ্ণের
প্রতি পৌর্ণমাসী বাক্য। পৃ. ১০৩৫—১০৬৮।

২১। একবিংশ পুরাণে—(কাত্যায়নীব্রত বস্ত্রহরণাদি লীলা)
“কোমারকাল হইতেই কৃষ্ণ আমাদের পতি হউন” এইরূপ বাসনাবতী ও
কৃষ্ণভাববতী ব্রজবালিকাদিগের পতিবিষয়ক প্রার্থনা। বৃন্দাকর্তৃক ব্রজবালা-
দিগের প্রতিমাসসাধ্য যোগমায়ার আরাধনার্থে উপদেশ দান। ব্রজবালাদিগের
পরস্পর পরিহাসপূর্ণ সঙ্গীতরূপে স্ব স্ব অভিপ্রায় কথন। কাত্যায়নীব্রতের
অমুষ্ঠান। ব্রজবালাদিগের প্রতি কৃষ্ণের প্রসন্নতা। তাহাদিগের প্রতি বরদান।
রাধাদি প্রেমসীদিগের ভাবনা ও উদ্বেগ। শ্রীরাধার হস্ত-নিখিত
লিপি বৃন্দা কৃষ্ণকে প্রদান করেন। শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি
শ্রবণ করত শ্রীরাধাপ্রভৃতির তাঁহার নিকটে আগমন। কৃষ্ণকর্তৃক তাঁহাদিগের
প্রত্যাখ্যান (বর্জন)। উভয়ের মিলনবিষয়ে শ্রীকৃষ্ণ, মধুমঙ্গল, পৌর্ণমাসী ও
বৃন্দাপ্রভৃতির পরস্পর কথোপকথন এবং দর্শনপ্রভৃতি। পৃ. ১০৬৯—১১৫৮।

২২। দ্বাবিংশ পুরাণে—(অন্নভিক্ষা) বয়স্ক-বেষ্টিত কৃষ্ণের
বৃন্দাবন গমনের পর বনশোভা বর্ণন। কৃষ্ণ ও বলদেবের প্রতি ক্ষুধার্ত গোপ-
দিগের ক্ষুধা শাস্তি জন্ত প্রার্থনা। কৃষ্ণের আদেশে গোপদিগের যাজ্ঞিক বিপ্রগণ
সমীপে অন্নভিক্ষা। অন্নদানে বিপ্রদিগের অস্বীকার। বিপ্রপত্নীদিগের প্রতি
বালকদিগের অন্ন প্রার্থনা। বিপ্রপত্নীকর্তৃক অন্ন সমর্পণ। অন্নদানে অস্বীকার
বশতঃ বিপ্রদিগের অমুতাপ। পৃ. ১১৫৫—১১৯৫।

২৩। ত্রয়োবিংশ পুরণে—(রাসারম্ভ)। রাসের জ্ঞাত গোপীগণ ও কৃষ্ণের আলাপ। পরস্পর মিলন বর্ণন। পৃ• ১১৯৭—১২৬২।

২৪। চতুর্বিংশ পুরণে—(মিলন ও অন্তর্ধান)। গোপীদিগের সহিত কৃষ্ণের আলিঙ্গনাদি। নানাবিধ রহস্য বিহার। শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান, কাম, প্রেম, আশ্রয়াম, আশ্রয়াম-প্রভৃতি সিদ্ধান্ত। কৃষ্ণবিরহ-কাতরা গোপীগণকর্তৃক বনে বনে ভ্রমণপূর্বক কৃষ্ণাশ্রয়ণ। পৃ• ১২৬৩—১৩৩১।

২৫। পঞ্চবিংশ পুরণে—(গোপীগীত ও কৃষ্ণানুকরণ) গোপীগণ নিরাশ হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে স্তব ও তাঁহার আগমন প্রার্থনা করেন। কৃষ্ণদর্শন লাভ। কৃষ্ণ ও গোপীদিগের স্ব স্ব অলুপ্তিত বর্ণন। পৃ• ১৩৩২—১৩৬৬।

২৬। ষড়্‌বিংশ পুরণে—(রাসনৃত্যাদি)। শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীদিগের গীতনৃত্যাদি বিবিধ লীলা দর্শনের পর, দেবীগণের সংজ্ঞা বর্ণন। কৃষ্ণ প্রবেশের পর আলিঙ্গনাদি ও বিবিধ বাক্য রচনা বর্ণন। পৃ• ১৩৬৭—১৩৯৮।

২৭। সপ্তবিংশ পুরণে—(রাসসমাপ্তি) জলবিহারপ্রভৃতি বিবিধ বাক্যচর্চা বর্ণন। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগোপীদিগের স্ব স্ব ভবনে গমন। পৃ• ১৩৯৯—১৪৩৮।

২৮। অষ্টবিংশ পুরণে—(অধিকাবন যাত্রা)। সমস্ত ব্রজবাসীদিগের অধিকাপতির পূজার জ্ঞাত শিবচতুর্দশীতে অধিকাবনে গমন। কৃষ্ণকর্তৃক সর্পগ্রস্ত নন্দরাজের মোচন। শ্রীকৃষ্ণচরণস্পর্শে সেই সর্পের সর্পদেহ ত্যাগান্তে দিব্যদেহ প্রাপ্তি। সকলের নিজ নিজ গৃহে গমন। পৃ• ১৪৩৯—১৪৫৭।

২৯। উনবিংশ পুরণে—বিবিধ নির্জজন-ক্রীড়া বর্ণন। পৃ• ১৪৫৮—১৫১১।

৩০। ত্রিংশ পুরণে—শঙ্কচূড় বিনাশ। হোরিকাক্রীড়ায় দ্বিতী ও মধুমঙ্গলের পরস্পর পরিহাস বাক্য। গোপীদিগের হোরিকা-বিষয়ক সঙ্গীত। পৃ• ১৫১২—১৫৫৭।

৩১। একত্রিংশ পুরণে—(অরিষ্টবধাদি লীলা)। কংস-প্রেরিত অরিষ্টামুর বধ। অরিষ্টবধে দেবগণকর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায় কীর্তন। বয়স্ক সহিত গোষ্ঠে গমন সময়ে গোপীদিগের সময়োপযোগি নিজ নিজ ভাব-

বিষয়ক সঙ্গীত সমূহের বর্ণনা। কৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া দূতীদিগের ছলপূর্বক পরিহাস বাক্য। দূতীগণের সহিত কৃষ্ণের পরিহাস বাক্য। অশ্রু দিবসীয় গব্যাদি বিক্রয়চ্ছলে ক্রীড়া, বিবাদ ও অশ্রু বিবিধ চরিত্র বর্ণন। পৃ० ১৫৫৮—১৬২৫।

৩২। দ্বাত্রিংশ পুরাণে—(কেশিবধ)। “শ্রীরামকৃষ্ণ বনু-দেবের পুত্র” ইত্যাদিরূপে কংসের নিকটে নারদের কথা। কংসকর্তৃক ব্রজে কেশিদানব প্রেরণ। তাহার উপদ্রবে ব্রজবাসী ভীত হইলে, তাহাদিগকে আশ্বাস দান করত শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক কেশিবধ। কেশিবধে আনন্দিত দেবগণের পুষ্পবৃষ্টি ও কৃষ্ণাভিপ্রায় বর্ণন। ষমুনা-স্নানের পর ব্রজে আগমন। পৃ० ১৬২৬—১৬৪৭।

৩৩। ত্রাত্রিংশ পুরাণে—(পুরলীলার সূচনা)। ব্রজবাসিনী প্রেমসীপ্রভৃতির অমুরাগের বর্ণনা ত্যাগ করাও স্মকঠিন ইত্যাদি বর্ণন। বিমাতা, বনুদেব ও মাতা দেবকীর কষ্ট বর্ণন। ব্রজে অব্যবহিত বাসকরণের উদ্ভাবন। ভাবী কারণ চিন্তা করত কৃষ্ণের নানাবিধ উদ্ভোগ। শ্রীকৃষ্ণ সমীপে নারদের গমন। কৃষ্ণ ও নারদের রূপ বর্ণন। কৃষ্ণ ও নারদের কথোপকথন। চম্পু-গ্রন্থ বাক্যের প্রমাণ। চম্পু-গ্রন্থের প্রণয়নকাল নিরূপণ। পৃ० ১৬৪৮—১৮৫৬।

॥ * ॥ ইতি শ্রীগোপালচম্পূর পূর্বচম্পূ-লিখিত

লীলাদির সূচীপত্র সম্পূর্ণ ॥ * ॥

(১৩১৯। ১৬ই শ্রাবণ)

শ্রীগোপালচম্পুর উত্তরচম্পুত বিষয়ের

সূচীপত্র ।

১। প্রথম পূরণে (ব্রজানুরাগ বিস্তার) মঙ্গলাচরণ । পূতনাবধ হইতে কেশিবধ পর্য্যন্ত লীলার উল্লেখ পূর্ব্বক শ্রীভগবানের নিরতিশয় মাধুর্য্যাপূর্ণ ভগবত্তা বর্ণন । গোলোকধামে শ্রীকৃষ্ণ সহিত সমাসীন নন্দমহারাজের প্রশ্নাভূসারে স্নিগ্ধকণ্ঠের মঙ্গলাচার । তৎপরে কথারম্ভ । শ্রীরাধার সমধিক সৌভাগ্য বর্ণন । শ্রীরাধার প্রেমবিহার প্রভৃতির বর্ণন পূর্ব্বক স্নিগ্ধকণ্ঠের প্রেমজনিত বিবশতা । শ্রীকৃষ্ণ ও তদীয় প্রেমসাবর্ণের সন্মতিশায়ী সৌন্দর্য্য বর্ণন । অন্ত গোপগণের সহিত ভ্রজবধূবর্ণের মিথ্যা বিবাহ প্রকাশ পূর্ব্বক “শ্রীকৃষ্ণের সহিতই যে তাঁহা-দিগের যথার্থ বিবাহ” এই বিষয়ের প্রকটন । মধুমঙ্গলের সহিত শ্রীকৃষ্ণের রাবা-বিষয়ক কথোপকথন । উক্ত বিষয়ে বিশেষ তত্ত্ব জানিবার জন্ত মধুমঙ্গলের প্রেরণ । নবমঙ্গলকালে কলঙ্কাদি শ্রবণ পূর্ব্বক ভীতচিত্তে শ্রীরাধার উদ্দেশে শ্রীকৃষ্ণের বিনাপ । “ব্রাহ্মণগণ শ্রীরাধাদিকে নিরোধ করিয়াছে” ইহা মধুমঙ্গলের নিকট শ্রবণ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা । এই দিনের কথা সমাপ্তি । পৃ: ১—৫২ ।

২। দ্বিতীয় পূরণে (অক্রুরের ক্রুরতা বিস্তার) প্রথমতঃ কংস-বধ বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের নানাবিধ চিন্তা । ব্রজমণ্ডলে দেবর্ষি নারদের আগমন সম্ভাবনা । শ্রীকৃষ্ণের ব্রজগমন বর্ণন । শ্রীকৃষ্ণ ও অক্রুর দুইজনে বনমধ্যে দুইজনকে দেখিয়া পরস্পরের মনে তর্ক । শ্রীরাধাকৃষ্ণের তাৎকালিক শোভা বর্ণন । অক্রুর প্রণাম করিলে পর তাহাকে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের অভ্যুত্থান ও তাহাকে উত্তোলন । শ্রীবলদেব ও শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক অক্রুরকে নিজগৃহে লইয়া গিয়া অভ্যর্থনাদি । নির্জনে পরস্পরের কুশল-প্রশ্ন প্রভৃতি আলাপ । শ্রীনন্দ-মহারাজ প্রভৃতির নিকটে কংসরাজের ধনুর্ঘাণে আহ্বান জ্ঞাপন করণ । মথুরা-গমন বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের সহিত নন্দাদির পরস্পর কথোপকথন । ভাবি-বিরহাশঙ্কায় মোহপ্রাপ্ত সদল ব্রজরাজের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক সাঙ্ঘনি । ঘোষণা দ্বারা

শ্রীকৃষ্ণের ব্রজগমন শ্রুত হইয়া গোপীগণের বিরহাদি নানাভাবের উদয় ও
খেদোক্তি । পৃ: ৫৩—১০০ ।

৩। তৃতীয় পূরণে—(মথুরা প্রস্থান) প্রথমে গণক-বাক্যে নন্দ-
বশোদার ভীতি নিবারণ । নন্দাদির সহিত যৎকালে শ্রীকৃষ্ণ গোকুলে বাস করেন
তৎকালে ব্রজবাসিগণের প্রণয়-বাক্য । শ্রীকৃষ্ণ কৰ্ত্তৃক সাহুনা প্রাপ্ত গোপদিগের
প্রস্থান । শ্রীকৃষ্ণের মথুরা গমন শুনিয়া ব্রজগোপীগণের বিলাপ । শ্রীকৃষ্ণের
এবং তদীয় প্রেয়সীগণের স্বেদজলে বিগলিত কুঙ্কুমরাগ ও নেত্রজলযুক্ত কজ্জল
দ্বারা অঙ্গরাগ রচনা বর্ণন । বিরহবাথিত শ্রীরাধাদির শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক অতীত
চরিত স্মরণ । পৃ: ১০১—১২৮ ।

৪। চতুর্থ পূরণে—(মথুরা প্রবেশ বর্ণন) পথমে অক্রুরের ব্রহ্ম-
তীর্থে মর্জন বৃত্তান্তের স্মৃতি । মথুরা প্রবেশ ও মথুরা বর্ণন । শ্রীকৃষ্ণের মথুরা
প্রবেশ হইলে খেচরীদিগের বাস্তা । শ্রীকৃষ্ণ কৰ্ত্তৃক সপরিবার ব্রজ বধ । তদু-
বায়ের প্রতি অনুগ্ৰহ । সুদামা মালাকারের অভীষ্ট পূরণ । কুঞ্জার দেহের
বক্তৃতা নিবারণ । ধনুভঙ্গ । শকটাবমোচন (সড়িকর নামক) স্থানে গমন-
পূর্বক রামকৃষ্ণের বিশ্রাম । শ্রীরাধার সভাতে কৃষ্ণানুমোদিত কনক ঘরের
(মিন্ধকণ্ঠ ও মধুকণ্ঠ) কুজা বিষয়ক বাস্তা । পৃ: ১২৯—১৮৪ ।

৫। পঞ্চম পূরণে—(কংসবধ) কুবলয়াপাড় হস্তবধ । শ্রীকৃষ্ণের
উদ্দেশ্যে পুরস্ত্রীগণের কথোপকথন । চাগুর মুষ্টিক বধ । কংসবধ । উগ্রসেনের
সহিত রামকৃষ্ণের সম্ভাষণ । শ্রীকৃষ্ণ ও উগ্রসেনের সংবাদ । শ্রীকৃষ্ণ কৰ্ত্তৃক
উগ্রসেনকে রাজমুকুট সমর্পণ । নন্দ ও শ্রীদামাদির প্রতি নিজ নিজ নিবাস গমনের
আদেশ দান । শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম মৃত ব্যক্তিগণের উদ্ধৃতিদৈহিক কার্য্যসম্পাদন পূর্বক
পিতৃভবনে গিয়া পিতামাতাকে নমস্কার করেন । উদ্ধব-সম্মিলন । রাম, কৃষ্ণ ও
উদ্ধব কৰ্ত্তৃক কংস পত্নীগণের নেত্রজল নিবারণ । উগ্রসেনকে সিংহাসন দান ।
রামকৃষ্ণ ও উদ্ধবের সহিত বাসুদেবের নন্দসমীপে গমন । নিজ গৃহে ভোজ-
নের জন্ত নন্দাদির নিমন্ত্রণ । ব্রজবন্দিগণ কৰ্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা । কথা
শেষে শ্রীরাধিকার সভায় মিন্ধকণ্ঠের সংবাদ । পৃ: ১৮৫—২৫৭ ।

৬। ষষ্ঠ পূরণে—(ব্রজরাজের বিদায় জনিত অতিকষ্ট) প্রথমতঃ
যতরাজ সভায় কৃষ্ণ কৰ্ত্তৃক গোকুল গমনের প্রার্থনা । তদ্বিষয়ে পুরবাসি-

দিগের নিষেধ । পশ্চক্রমে শ্রীকৃষ্ণের নন্দ-নন্দন হ্রাদপন
রোকদ্যমান নন্দ কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন পূসক মুখদর্শন । নন্দের প্রতি
কৃষ্ণের প্রবেশ দান । নন্দ ও কৃষ্ণের পরস্পর কথোপকথন । নিজ জননী
শ্রীমশোদার সান্ত্বনার্থে শ্রীদামের হস্তে স্বহস্ত লিখিত পত্রিকা প্রদান । কৃষ্ণের
প্রতি শ্রীদামের কাকুতি । ব্রজে আগমনরূপ মঙ্গলকামনা পূসক ভগবতীর পূজা
করিতে মধুমঙ্গলের প্রতি আদেশ । কৃষ্ণ কর্তৃক আদির পূসক স্তোত্র । কৃষ্ণ ও
সুবলকে নিজালঙ্কার প্রদান । নন্দরাজ প্রভৃতিকে বসুদেব প্রভৃতি যথোচিত
বরণীয় পরিচ্ছদাদি প্রদান করেন । নন্দাদিকে যে অনুজ্ঞা করত বসুদেবদিগের
সহিত কৃষ্ণের পুর-গমন । বনরামের প্রতি নন্দের খেদবাক্য ও ব্রজমণ্ডলে
প্রত্যাগমন । নন্দাদি গোপগণ ব্রজে গমন করিলে পর বলরাম কৃষ্ণের নিকটে
আসিয়া তাহার কণ্ঠ ধারণ পূসক রোদিন করেন । পৃ: ২৫৮—২৯৯ ।

৭। সপ্তম পুরাণে—(ব্রজরাজের ব্রজে প্রবেশ) ব্রজরাজ ব্রজে
প্রবেশ করিবার পূর্বেই বার্তাবহদ্বারা নিজা ব্রজ উপনন্দাদিকে “রামকৃষ্ণ যে
ব্রজে আসিলেন না” এই বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করেন । তৎপরে ব্রজমধ্যে প্রবেশ
করিয়া পাত্রের বিজয়াদি কথন । শ্রীমশোদা নিজপুত্রের অদর্শনে ব্যাকুল
হইলে পর শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক প্রেরিত পত্রিকা প্রদান । উপনন্দ নন্দ
মহাশয়কে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজাগমনের উপায় কীর্তন
করেন । শ্রীকৃষ্ণের নিকট যশোদা ও নন্দের স্ব স্ব খেদ সূচক পত্র প্রেরণ ।
বাসুদেবের প্রতি নন্দের পত্র প্রেরণ । প্রাতঃকালীন কথোপকথনে রামকৃষ্ণের সভায়
স্নিগ্ধকণ্ঠের কথারান্ত । শ্রীকৃষ্ণের আগমন শ্রবণে শ্রীরাধার বিবস্ত্র জ্বালাব অবস্থা
বর্ণন । সুবলকে দেখিয়া শ্রীরাধা ও সখীগণের মুচ্ছা । তাহাদিগের নিকট
সুবল কর্তৃক কৃষ্ণের পত্র প্রদান । শ্রীরাধাদিগের লিখিত পত্রিকা লইয়া শ্রীকৃষ্ণের
উদ্দেশে প্রেরণ । স্নিগ্ধকণ্ঠের কথা সমাপ্ত । পৃ: ৩০০—৩১৫

৮। অষ্টম পুরাণে—(অবন্তী নগরে অধ্যয়ন) প্রথমতঃ ব্রজ
হইতে রোহিণীকে আনিবার জন্ত বসুদেব দেবকীর মন্ত্রণা । ব্রজে দূত
প্রেরণ । ব্রজ হইতে মথুরায় আগমন সময়ে রোহিণীর বিমনস্কতা দর্শনে
তাহার প্রতি ব্রজেশ্বরী যশোদার প্রবেশ বাক্য । রামকৃষ্ণের উপভোগের জন্ত
তাহাদিগের প্রীতিজনক বিবিধ দ্রব্য সমর্পণ । রোহিণী মথুরায় আসিলে তাহার

প্রতি রামকৃষ্ণের অভিবাদন। রামকৃষ্ণের প্রতি রোহিণী অপেক্ষা যশোদা ও নন্দের তপরিমিত স্নেহ-বিশেষ্য শ্রবণ পূর্বক রোহিণীকে বসুদেবাদি পরিহাস বাক্য প্রয়োগ করেন। রামকৃষ্ণের উপনয়ন। অধ্যয়নের জন্ত রামকৃষ্ণের সান্দীপনি গৃহে গমন ও তদীয় বিবরণ। রামকৃষ্ণ কর্তৃক সান্দীপনির বন্দনা। সান্দীপনির সহিত রামকৃষ্ণের স্ব স্ব পরিচয় বিষয়ক কথোপকথন। অবন্তীবাণীর (ছাত্রগণের) নিকট সান্দীপনি কর্তৃক রামকৃষ্ণের প্রশংসা। সান্দীপনি ও তদীয় পত্নীর রামকৃষ্ণ বিষয়ক কথোপকথন। গুরু-পত্নীর আদেশে রামকৃষ্ণ ও ভ্রাতা ছাত্রগণের কাষ্ঠানয়ন ও তদুপস্থিত প্রসঙ্গ বর্ণনা। সান্দীপনি কর্তৃক রামকৃষ্ণের অধ্যয়ন বিষয়ক প্রশংসা। গুরুগৃহে বাস-কালে রাত্রিতে জাগরণে ও স্নেহে তত্রাজ বনরামের নিকট শ্রীকৃষ্ণ রোরুদ্যমান হইয়া ব্রজলতাস্ত কীৰ্ত্তন করেন। শ্রীকৃষ্ণের উল্লিখিত কথা শ্রবণে বলরাম ও যোদন করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণকে সান্ত্বনা পূর্ব বাক্য উপদেশ দেন। তৎপরে হঠ-ভ্রাতায় নিদ্রা। নিদ্রাভঙ্গের পর ব্রজনাগরীগণের উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণের খেদবাক্য। পৃ: ৩১৬-৩৬০।

৯। নবম পুরাণে—(গুরুপুত্রের আনয়ন) উক্ত বিষয় যথা—রামকৃষ্ণের অধ্যয়ন সমাপনের পর সান্দীপনি কর্তৃক তাঁহাদিগের সমাবর্তন। রামকৃষ্ণ গুরুদক্ষিণা প্রদান করিতে চাহিলে পত্নীর কথা মতে জলধিজল-মগ্ন নিজ পুত্র প্রার্থনা। গুরুর আজ্ঞায় রামকৃষ্ণের প্রভাস তীর্থে গমন। রামকৃষ্ণের দর্শনে সমুদ্রের আনন্দ ও আনন্দ-ভর্জিত প্রণাম স্তবাদি। শ্রীকৃষ্ণ ও সমুদ্রের কথোপকথন। শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক পঞ্চজন নামক অশুর বধ পূর্বক শঙ্খ গ্রহণ। যমপুর গমন। শজ্ঞানাদ করিয়া দর্শনদানাদি পূর্বক নরকস্ত সমস্ত পাপির মোচন। শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে যমের প্রণতি ও নিজ ভাগ্যের মাহাত্ম্য ধ্যান ও দীনতা প্রদর্শন। যমের সহিত শ্রীকৃষ্ণের গুরুপুত্র বিষয়ক বিবিধ কথোপকথন। গুরুপুত্র গ্রহণ পূর্বক গুরুগৃহে যাইয়া গুরু ও গুরুপত্নীকে দক্ষিণা স্বরূপে তদীয় পুত্রদান। রামকৃষ্ণের দর্শনার্থে অবন্তীপুরবাসি লোকদিগের আগমন। অবন্তীপতি রাজা রামকৃষ্ণকে নিজ গৃহে লইয়া গিয়া

বহু সম্মান করেন। গুরুদেবের আজ্ঞানুসারে রামকৃষ্ণের মথুরা গমন ও তাহার বিবরণ বর্ণন। শিদ্ধকণ্ঠের কথা সমাপ্তি। গুরুপুত্র সমানয়নরূপ কার্যের জন্ত ব্রজবন্দিগণ কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তব। শ্রীরাধাকৃষ্ণের সভাতে কথকের তদীয় কথা। পৃ: ৩৬১—৩৯৫।

১০। দশম পূরণে—(উদ্ধব সংবাদ) প্রথমে রামকৃষ্ণের নির্জ্ঞন মন্ত্ৰণা। বলরামের আজ্ঞায় রোহিণীর নিকট হইতে ব্রজবাসিদিগের কৃষ্ণবিবরণ শ্রবণ। উদ্ধবের সম্মান। নিজের সংবাদযুক্ত পত্র সহিত ব্রজগমনে আদেশ। উদ্ধবের ব্রজগমন ও ব্রজশোভা দর্শন। নন্দগৃহে যাইয়া নন্দ যশোদাকে সন্তোষ প্রাপ্যপাত পুষ্পক উদ্ধবের অবস্থান। পরিজন দ্বারা নন্দ কর্তৃক উদ্ধবের পরিচর্যা। উদ্ধবের সহিত নন্দের কৃষ্ণ বিষয়ক কথোপকথন। নানাবিধ মনোহর বাক্যে উদ্ধব কর্তৃক নন্দ যশোদার শোকাপনোদন। রাজপথে উদ্ধবকে দেখিয়া ব্রজযুবতিগণের আশঙ্কাপূর্ণ বাক্য। পৃ: ৩৯৬—৪৪৩।

১১। একাদশ পূরণে—(উদ্ধবকে দূতভ্রমে ভ্রমর সম্বন্ধ) রাধাকৃষ্ণের সভায় শিদ্ধ কণ্ঠের কথা। কৃষ্ণতুল্য উদ্ধব দর্শনে গোপীদিগের কৃষ্ণভ্রম ও ভ্রমাপনোদন। উদ্ধবকে কৃষ্ণের বার্তাবহ রূপে জ্ঞান ও তাহার প্রতি গোপীগণের কৃষ্ণবিবরণ জনিত নিম্ন নিজ হৃৎসহ ক্লেশ-বাক্য। তৎপরে পদ্মভ্রমে রাধাচরণে পতনেচ্ছা এক ভ্রমরকে দূত বল্লনা করত তাহার প্রতি সংশয়াপন। শ্রীরাধার বিবিধ চিত্র বল্লনা ও মুচ্ছা। রাধাকৃষ্ণ নিজ নিজ হৃৎ-বাক্য শ্রবণ করিতে থাকিলে কৃষ্ণের প্রতি শিদ্ধকণ্ঠের মানসিক কষ্ট বর্ণনা। পৃ: ৪৪৪—৫০৭।

১২। দ্বাদশ পূরণে—(উদ্ধবের আনন্দ) প্রথমে মুহূর্তকাল শ্রীরাধা মুচ্ছা প্রাপ্ত হইলে তাহার প্রতি সখীদিগের বিলাপ বাক্য। উদ্ধব কর্তৃক কৃষ্ণ ও কৃষ্ণপ্রেমসৌগণ্ডিকের মাহাত্ম্য বর্ণন। গোপীদিগের প্রতি উদ্ধবের কৃষ্ণ-কথিত সংবাদ প্রদান। উদ্ধবের প্রতি শ্রীরাধাদির কৃষ্ণ-বিষয়ক বিবিধ বাক্য। নানাবিধ তত্ত্বোপদেশ দ্বারা উদ্ধব কর্তৃক গোপীগণের সাহসনা। নন্দাদির অহুমোদনে উদ্ধবের মথুরা গমন। উদ্ধবের মথুরা গমনে ব্রজবাসিগণের রোদন। উদ্ধবের আগমনাপেক্ষায় শ্রীকৃষ্ণের চিন্তাচঞ্চল্যাদি। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি উদ্ধব কর্তৃক ব্রজবাসিদিগের অবস্থা বর্ণন। যশোদা প্রদত্ত ভোজ্য সামগ্রী, ও নন্দাদির আহারাদি পাইয়া কৃষ্ণের রোদনাদি। পৃ: ৫০৮—৫৭৭।

১৩। ত্রয়োদশ পূরণে—(জরাসন্ধ বন্ধন) প্রথমে মধুকর্ষ কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের সৈরিন্দ্রী গৃহে গমন বিষয়ক চিন্তা। মথুরা হইতে দুইজন দূতের ব্রজে আগমন। নন্দের নিকটে দূতদ্বয় কর্তৃক মথুরার মঙ্গল কথন। তৎপরে পুনরাগত দূতদ্বয়ের নন্দের প্রতি বাক্য। যথা—জরাসন্ধের আগমন কারণ, তাহার যুদ্ধ, কৃষ্ণ কর্তৃক তাহার বন্ধন ও মোচন, জরাসন্ধের অমৃত্যু এবং স্বর্গতে গমনাদি। কৃষ্ণের প্রতি ব্রজবান্দিগণের জরাসন্ধ বন্ধন বিষয়ক বন্দনা কীর্তন। শ্রীরাধামাধবের সভাতে মধুকর্ষের জরাসন্ধের যুদ্ধাদি বর্ণন। পৃঃ ৫৭৮—৬০৮।

১৪। চতুর্দশ পূরণে—(কালযবন জয়ের বিবরণ) অগ্রজ ও অমুজ প্রভৃতির সহিত নন্দমহারাজের অপুত্র কর্তৃক সমস্ত শক্রনাশ কামনায় স্বস্ত্যয়ন। জরাসন্ধের সংগ্রাম বিবরণ। শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক বিদর্ভ নগরে গমন ও ক্রণকৈশিকের অভিষ্ট পূরণ। জরাসন্ধের নিকন্ধ শুনিতা মথুরায় গমন। দ্বারকাপুরি নির্মাণ। যোগ প্রভাবে দ্বারকাতে যাদবগণকে লইয়া যাওয়া। কালযবন কর্তৃক মথুরা আক্রমণ। মুচুকুন্দের দৃষ্টিতে তাহার নিধন বিবরণ। শ্রীরামকৃষ্ণ কর্তৃক কোটি কোটি সৈন্য দ্বিনাশ। নিজধামে তাহার ধনাদি প্রেরণ। জয়োবিশ্রুতি অশ্বোহিণী সেনাবৃত্ত হইয়া জরাসন্ধের পুনশ্চ মথুরায় আগমন। তাহার ভয়ে ভীতি হইয়াই যেন রামকৃষ্ণের প্রবর্ষণ পরতে আরোহণ। জরাসন্ধ কর্তৃক উক্ত পরর্তের দাহ। রামকৃষ্ণ দৃষ্ট হইয়াছে ভাবিয়া উক্ত স্থান হইতে জরাসন্ধের গমন। রামকৃষ্ণের দ্বারকা গমন। এই পূরণের সমস্ত বিষয় উল্লেখ পূর্বক ব্রজবান্দিগণের শ্রীকৃষ্ণ বন্দনা। রাধামাধবের সভায় মন্ত্রি কণ্ঠের বাক্য। পৃঃ ৬০৯—৬৭৫।

১৫। পঞ্চদশ পূরণে—(শ্রীবলরামের বিবাহ) শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা গমন বিষয়ে নন্দাদির পরস্পর মন্তব্যপূর্ণ বাক্য। প্রসঙ্গে দ্বারকা বর্ণন। দ্বারকাতে ককুদ্ভি মহারাজের আগমন। দ্বারকাপতি কৃষ্ণের সহিত তাহার নিক্ত কন্যার বিবাহ বিষয় বিবরণ। শ্রীবলদেববিবাহ। নন্দাদি ও শ্রীরাধামাধবদিগের নিকটে শ্রীকৃষ্ণের পৃথক পৃথক পত্রাদি প্রেরণ। নন্দাদি ও রাধাদির কৃষ্ণের নিকট পত্রের উত্তর দান। কথকের পূরণ সমাপনের বিবরণ বর্ণন।

১৬। ষোড়শ পূরণে—(কাল্মণীর বিবাহ) ব্রজরাজের সভাতে
মিত্রকণ্ঠের কথারম্ভ। কৃষ্ণের নিকটে কোন এক বিপ্রের আগমন। কৃষ্ণ
কর্তৃক উক্ত বিপ্রের পূজা। আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা। কৃষ্ণের নিকট কাল্মণী
লিখিত পত্র প্রদান। শ্রীকৃষ্ণের অনুপস্থিতিতে বিপ্র কর্তৃক সেই পত্রপাঠ। কৃষ্ণের
বিদর্ভনগরে গমন। তচ্ছু বণে মেহাদীন তা হেতু বিপক্ষছায়া কৃষ্ণের অনিষ্টাশঙ্কায়
তথায় বলরামের গমন। কাল্মণীহরণের প্রবন্ধ বর্ণন। বিপক্ষ পরাজয় পূর্বক
রামকৃষ্ণ কর্তৃক কাল্মণীর বৈরুপা সম্পাদন। কাল্মণীর সহিত রামকৃষ্ণের দ্বারকা
গমন। শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ সময়ে নন্দরাজের অনুমতি আনিবার
জন্তু বসুদেব মহাশয় বৃন্দাবনে দুইজন দূত প্রেরণ করেন।
উক্ত দূতদ্বয়ের নন্দ সমীপে আগমন, প্রণাম, কুশলাদিকথা ও বসুদেব লিখিত
পত্রী প্রদান। সকলের সহিত পরামর্শ পূর্বক নন্দমহারাজ কৃষ্ণের
বিবাহ বিষয়ে অনুমোদন পত্র প্রদান করেন। অতঃপর কৃষ্ণ
কর্তৃক কাল্মণীর পাণিপীড়ন। ব্রজবন্দিতগের শ্রীকৃষ্ণ বন্দনা। শ্রীরাধার
সভাতে মিত্রকণ্ঠ কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ বিষয়ে প্রবন্ধ বর্ণনা। ৬৯৮—৭৬০।

১৭। সপ্তদশ পূরণে—(সপ্তবিবাহ সমাপ্ত) (কাল্মণী ব্যতীত
অষ্ট মহিষীর বিবাহ) প্রথমতঃ মথুরা হইতে সমাগত দূতদ্বয় কর্তৃক নন্দাদি
সমীপে কাল্মণীর পুত্র প্রজ্ঞানের বর্ণন। স্যামন্তকোপাখ্যান। দ্বারকাতে শ্রীকৃষ্ণ
কর্তৃক জাম্ববতীর আনয়ন। সত্রাজিৎকে মণি দান। নিজের ভগ্নাপনোদন
জন্তু সত্রাজিৎ কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের প্রাতঃ নিজ কণ্ঠা সন্তোভামায় প্রদান। ব্রজবন্দি-
গণের কৃষ্ণ বন্দনা। রামকৃষ্ণের হস্তিনাপুর গমন। নিদ্রিত সত্রাজিৎকে বধ করিয়া
শতধন্য কর্তৃক সত্রাজিৎকে মণিহরণ। তৈলদ্রোণীতে শব স্থাপন পূর্বক সত্য-
ভামার কৃষ্ণসমীপে গমন। সত্যভামার সন্তিত রামকৃষ্ণের দ্বারকা গমন। কৃষ্ণ
কর্তৃক শতধন্য বধ। বলরামের মণিলা গমন। রামকৃষ্ণের ইন্দ্রপ্রস্থ গম্ভীর
ও মিদানাদি সময়োচিত কার্য্য সমাধান। বলরামের দ্বারকা গমন। শ্রীকৃষ্ণ
কর্তৃক কালিন্দী গ্রহণ বিষয়ক বিবরণ। পাণ্ডবাদিকে রক্ষা করিয়া কালিন্দীর
সহিত কৃষ্ণের দ্বারকা গমন। সূর্য্যদেবের দ্বারকায় গমন। শ্রীকৃষ্ণের হস্তে
কালিন্দী সমর্পণ। মিত্রবন্দ সত্যভামা ও লক্ষণার পাণি গ্রহণ। শ্রীরাধার

সভাতে মধুকর্তৃক অষ্ট মহিষার নাম গ্রহণাদি পুষ্পক পরিচয় ও বিবিধ বাক্য বর্ণন । পৃঃ ৭৬১—৮৬৮ ।

১৮ ! অষ্টাদশ পুরাণে—(নরকাসুর বধ, পারিজাত হরণ ও যুগপৎ ষোড়শ সহস্র কন্টার পাণি গ্রহণ) প্রথমে হৈন্দ্র দ্বারকা গমন । হৈন্দ্র কর্তৃক কৃষ্ণসমীপে নরকাসুরের দোরাভ্যা বর্ণন । নরকাসুর বধ ও তদ্বিবরণ । পৃথিবী কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণ-স্তব । নরকাসুরের অপহৃত ষোড়শ সহস্র কন্টার শ্রীকৃষ্ণদর্শনে নিজ নিজ বাবহারাদি বিবিধ বাক্য । শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক উক্ত কন্টারদিগের দ্বারকা প্রেরণের বিবরণ । সত্যভামার সহিত শ্রীকৃষ্ণের স্বর্গ গমন, অদিত্যর কুণ্ডল দান, দেব-নির্ঘা-তন পূর্বক পারিজাত-হরণ । রত্নাদি সহিত পারিজাত গ্রহণ পুষ্পক সত্যভামাকে লইয়া দ্বারকায় আগমন । নরকাসুরের অপহৃত কন্টারদিগের পাণি গ্রহণ । ব্রজবন্দিগণের কৃষ্ণ বন্দনা । রাধামাধবের সভাতে রাধাদি সখীগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক দিব্য অলঙ্কারাদি প্রেরণ বিষয়ক কথা বর্ণনা । পৃঃ ৮৬৯—৯১৫ ।

১৯ । উনিবিংশ পুরাণে—(বাণযুদ্ধ) ব্রজরাজের সভায় মধু-কর্ষের কথাবস্ত । কৃষ্ণপুত্র প্রহ্লাদের শম্বরাসুর বিনাশ বিবরণ, রাত্তির সহিত স্বপ্ন গমনাদি বিবরণ । শ্রমস্কৃত মণি লইয়া অক্রুরের কাশীতে পলায়ন ও বাগ দানাদির অনুষ্ঠান । শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক স্বেচ্ছাপূর্বক দ্বারকায় অরিষ্ট (হুল্লুঞ্চ) ঘটনা প্রকাশ ও কাশী হইতে অক্রুরকে আনয়ন । “অক্রুরট মণি ধারণ করুন” এই বণিয়া কৃষ্ণের অঙ্গীকার । অনিরুদ্ধের বাবাহে ক্রান্ত ও কালঙ্গাদি বিনাশ ও তদ্বিবরণ । উষার স্বপ্নযোগে অনিরুদ্ধ দর্শন । উষার সখী চিত্রলেখা কর্তৃক যোগবলে দ্বারকা তটতে অনিরুদ্ধের আনয়ন । উষার সহিত রমণশীল অনি-রুদ্ধকে বাণ বন্ধন করেন । নারদের মুখে বাণ কর্তৃক অনিরুদ্ধের বন্ধন শ্রবণ করতঃ উগ্রসেনের আদেশে দ্বাদশ অক্ষৌহিনী সেনা সমভিব্যাহারে শ্রীকৃষ্ণের বাণাসুরের পুরে গমন । বাণ-বাদবের যুদ্ধ বিবরণ । বাদব কর্তৃক বাণসেন বধ । শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক বৈষ্ণব-জর দ্বারা শৈবজরের পীড়ন । শৈবজর কর্তৃক কৃষ্ণ স্তব । কৃষ্ণ কর্তৃক বাণের বাহুচ্ছেদ । ত্রিশিব কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণ-স্তব । বাণের প্রতি কৃষ্ণের অনুগ্রহ । উষা ও অনিরুদ্ধের সহিত শ্রীকৃষ্ণাদির দ্বারকা গমন । ব্রজরাজ প্রভৃতির সাহসনার জন্ত ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক দূত প্রেরণ । দূতদ্বয় কর্তৃক কৃষ্ণ কথিত সাহসনাপূর্ণ বাক্য কথন । পুরণস্থ বিষয়ের উল্লেখ পূর্বক ব্রজ-

বন্দিদিগের কৃষ্ণস্তব । রাধামাধবের সভায় মধুকর্ষের স্ববল প্রদত্ত পাত্রের মধ্যে করিয়া কৃষ্ণদত্ত সাধ্বনাগজ প্রদান । কথকের কথা সমাপ্ত । পৃ: ২১৬—২১৫ ।

২০। বিংশ পুরাণে—(বলরামের ব্রজাগমনরূপ কামনা পূরণ) শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক বলরামের ব্রজাগমন বিষয়ে নিজের অভিপ্রায় প্রকটন ও গোপগোপী বিষয়ে বিবিধ কথা । ব্রজতবনে গমনের জন্ত বলদেবের আবেশ ও ব্রজানুসারে গোপবেশ ধারণ । নন্দগৃহে যাইয়া নন্দ যশোদার প্রতি বলদেবের অভিবাদন । বলদেবের প্রতি নন্দ যশোদার সাদর সম্ভাষণ ও আশীর্বাদ । নন্দাদি গুরুজন, যশোদাদি গুরুপত্নীজন, বয়স্রগণ, কৃষ্ণের প্রেয়সী ও সখীগণ এবং নিজের প্রেয়সীগণের সহিত যথাসম্ভব পৃথক পৃথক মিলন, অভিবাদন, কুশল প্রশ্ন, সাদরে কথোপকথন । নিজের প্রতি আসক্ত গোপীগণের সহিত গোপকর্তৃক নিশ্চয়ে বিবাহ । যমুনার আকর্ষণ ও মোচন । নিজ প্রেয়সীদিগের সহিত বিহার ও বলদেব-প্রেয়সী ও কৃষ্ণপ্রেয়সীগণের পার্থক্য বোধক সিদ্ধান্ত বাক্য । পৃ: ২১৬—১০২৬ ।

২১। একবিংশ পুরাণে—(পৌণ্ড্রকাদি উদ্ভগুগণের সংগ্রাম শ্রবণে বলরামের দ্বারকা গমন) ব্রজরাজের সভায় মধুকর্ষের কথা রস্তু । মথুরা হইতে সমাগত দূতদ্বয়ের নন্দাদির প্রতি দ্বারকা বৃত্তান্ত কথা । শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক পৌণ্ড্রক ও কালীরাজের বধ । কালীরাজ পুত্র সুদক্ষিণের শ্রীশিবারাধনা । শ্রীশিবের নিকট বর প্রাপ্তি । উক্ত বর-প্রভাবে কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ । শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক সুদক্ষিণের বধ । বলদেবের দ্বারকা গমনে ব্রজবাসিগণের অবস্থা বর্ণনা । বলদেবের সহিত শ্রীকৃষ্ণের ব্রজবিনয়ে কথোপকথন । পৌণ্ড্রক বর্ধাদি উপলক্ষে ব্রজবন্দিগণের কৃষ্ণ স্তব । শ্রীরাধামাধবের সভায় কথকের গুরু শিক্ষাদি বিবিধ বিষয় বর্ণন । পৃ: ১০২৭—১০৬০ ।

২২ । দ্বাবিংশ পূরণে—(দ্বিবিদ বানর বধ ও হস্তিনাপুর ধ্বংস) উদ্ধবের সহিত বলদেবের ব্রজাগমন । আশ্বাস বাক্য দ্বারা ব্রজবাসিগণের কৃষ্ণ-বিরহজনিত ব্যাধির দূরীকরণ । নরকাসুরের বিনাশে ক্রোধ-পরতন্ত্র দ্বিবিদের কৃষ্ণাশ্রিতদেশে উপদ্রব । রৈবতক পক্ষতে নিজ প্রেমসৌগণ্যের সহিত রমণশীল বলরামের নিকটে দ্বিবিদ বানরের আগমন ও কিল্কিলা শব্দকরণ । দ্বিবিদের প্রতি বলদেবপ্রিয়া গোপীগণের পরিহাস । বলদেবের ও দ্বিবিদেয় যুদ্ধ । ভীষ্মাদি কৰ্ত্তৃক সাশ্ব বন্ধন । দুৰ্য্যোধনাদিকে উগ্রসেনের আদেশ বাক্য জানাইবার জন্ত বলদেবের হস্তিনাপুরে গমন । দুৰ্য্যোধনের প্রতি উগ্রসেনের কথিত সাশ্বকে মোচন করিবার আদেশ । সেই আদেশ স্বীকার না করায় বলদেব কৰ্ত্তৃক বমুনা নদীতে হস্তিনাপুর নিক্ষেপ । অহুপায় দেখিয়া লক্ষ্মণা ও সাশ্বকে অগ্রে করিয়া বলদেবের প্রতি কোরবগণের কাকুক্তি । কোরব প্রতি বলদেবের অমু-গ্রহ । পুত্রবধু ও পুত্রের সহিত দ্বারকা গমন । ব্রজবান্দিগণের শ্রীবলরাম বন্দনা । শ্রীরাধামাধবের সভায় কথকের বলদেববিষায়নী কথা ও সমাপ্তি । পৃঃ ১০৬১—১০৮৯ ।

২৩ । ত্রয়োবিংশ পূরণে—(বহু সুখময়ী কুরুক্ষেত্র যাত্রা) শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত সিদ্ধান্তক্রমের উল্লেখ পূর্বক সিদ্ধান্ত স্থাপন । শ্রীমতী ব্রজেশ্বরীর সহিত শ্রীমান্ ব্রজেশ্বরের কুরুক্ষেত্র যাত্রাবিষয়ক মন্তনা । শ্রীব্রজরাজ ও প্রেমসৌগণ্যের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের পত্রিকা প্রেরণ । ব্রজবাসিনীদের কুরুক্ষেত্রে গমন । বসুদেব, বলদেব ও কৃষ্ণের সহিত নন্দাদি ব্রজবাসিদিগের মিলন, কুশল সম্ভাষণ, যথাযোগ্য আশীষাদ, প্রণাম ও আলিঙ্গনাদি । ব্রজেশ্বরীর প্রতি রোহিণী ও দেবকীর প্রশংসাময় বাক্য । ব্রজরমাগণের অবস্থা বর্ণন । শ্রীকৃষ্ণের মিলন । শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রজশূন্দরীদিগের পরস্পর দর্শন ও সেই সেই সন্মোচিত অবস্থা বর্ণন । শ্রীকৃষ্ণ কৰ্ত্তৃক নিজ প্রেমসৌদিগের প্রসন্নতাসাধন, আলিঙ্গন, চুষন, ও সাস্থনা বাক্য । কৃষ্ণ ও কৃষ্ণপ্রেমসৌদিগের পরস্পর কথোপন্য-কথন । গোপীদিগের সহিত কৃষ্ণের বিহার । শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি যাদব-গণের সহিত সমাগত যুধিষ্ঠিরাদির পরস্পর সাদর সম্ভাষণ, আলিঙ্গন, প্রণাম ও কুশল প্রসাদি । পৃ ১০৯০—১১৫০ ।

২৪ । চতুর্বিংশ পূরণে—(ব্রজবাসিদিগের ব্রজ গমন) প্রথমতঃ

স্বর্ষাগ্রহণে সমাগত মুনিদিগের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিনয় বাক্য ও স্ব স্ব মনোগত ভাব প্রকটন । মুনিদিগের প্রতি বসুদেবের কর্তব্যাকর্তব্য বিষয়ক নিবেদন । বসুদেবের প্রশ্ন শুনিয়া নারদ কর্তৃক সেই মুনিদিগের প্রতি বসুদেবের কৃত প্রশ্নের কারণ বর্ণন । মুনিগণ কর্তৃক যজ্ঞকরণে উপদেশ ও তাহার সমাধান । নন্দের প্রতি বসুদেবের খেদপূর্ণ বাক্য । নিজ গৃহে যাইবার জন্ত বসুদেবের নিকট নন্দমহারাজের স্বাভিপ্রায় নিবেদন । রামকৃষ্ণের প্রতি বসুদেব ও নন্দের প্রার্থিত বিষয় বিজ্ঞাপন করেন । শ্রীকৃষ্ণের ব্রজাগমন উল্লেখ করিয়া বসুদেব ও বলরামের কথোপকথন । কৃষ্ণের ব্রজগমন বিষয়ে বসুদেবের তপ্তীকারণ । বলদেব, উদ্ধব ও কৃষ্ণের সহিত নন্দসমীপে গমন পূর্বক বসুদেব কর্তৃক তাঁহার প্রতি যথোপযুক্ত বিবিধ বাক্য কথন । ব্রজগমন সময়ে নন্দাদির অবস্থা বর্ণন । শ্রীরাধিকার সভাতে শ্রীকৃষ্ণ মিলনাদি বিষয়ে স্নিগ্ধকণ্ঠের বিবিধ বাক্য । পূরণ সমাপ্তি । পৃ: ১১৫১—১১৮৯ ।

২৫। পঞ্চবিংশ পুরাণে—(বিশুদ্ধ জ্ঞান সম্পন্ন উদ্ধবের মন্ত্রণা) মধুকণ্ঠের কথারম্ভ । শ্রীরামকৃষ্ণের সমাবর্তনের পর যমপুরী হইতে মৃত পুত্রের আনয়ন এবং গুরুদক্ষিণা প্রদান শ্রবণ করত দেবকী রামকৃষ্ণকে প্রার্থনা করেন যে, কংস শে পুত্র বিনাশ করেন সেই ষড়গর্ভ আনয়ন করিতে হইবে । তাহার আনয়ন ও স্তম্ভ পান । ষড়গর্ভের স্রগ্পপুরে গমন ! দেবকীর ষড়গর্ভের লালনপালন ও স্তম্ভপানাদি দেখিয়া মুনিগণের সঙ্গীত । শশোদার মনোভীষ্ট পুরাণের জন্য ক্রীকৃষ্ণের চিন্তা । গার্হস্থ্য-রীতি অঙ্গীকার পূর্বক শ্রীকৃষ্ণের নিত্যকৃত্যাদি অনুষ্ঠান । জরাসন্ধ কর্তৃক অবরুদ্ধ রাজগণের নিজ মুক্তির জন্ত দূতের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নিবেদন । যুধিষ্ঠিরের রাজত্ব যজ্ঞ বিষয়ে কৃষ্ণ ও নারদের কথোপকথন । উদ্ধব কর্তৃক জরাসন্ধের বিনাশ বিষয়ে মন্ত্রণা দান । শ্রীরাধাধর্মের সভায় মধুকণ্ঠের বাক্য ও সমাপ্তি । পৃ: ১১৯০—১২৩৬ ।

২৬। ষড়বিংশ পুরাণে—(জরাসন্ধ কর্তৃক আবদ্ধ রাজগণের মর্শন) উদ্ধবের মন্ত্রণায় শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রপ্রস্থ গমন । কৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিলে অর্জুনাদির উৎসব । কৃষ্ণের সহিত যুধিষ্ঠিরের রাজ-

সূর্য যজ্ঞ বিষয়ে প্রস্তাব । যজ্ঞে কৃষ্ণের অমুমোদন । দিগ্-
বিজয়ের জন্ত সহদেবাদি প্রেরণ । ভীম ও অর্জুনের সহিত শ্রীকৃষ্ণের গিরিব্রজ
গমনের পর ভীম কর্তৃক জরাসন্ধ বধ । জরাসন্ধের পুত্র সহদেবের রাজ্যাভিষেক ।
কৃষ্ণ কর্তৃক জরাসন্ধের আবদ্ধ নৃপতিগণের মোচন । কৃষ্ণ দর্শনে বন্ধনমুক্ত
নৃপতিগণের আনন্দজনিত ব্যবহার বর্ণন । রাজোচিত ভোজনাদি দ্বারা তাহাদের
সন্তোষ সাধন পূর্বক স্ব স্ব দেশে প্রেরণ । ভীমার্জুনের সহিত শ্রীকৃষ্ণের
ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাগমনাদি । রাধামাধবের সভাতে শ্লিষ্টকণ্ঠের কথা ও সমাপ্তি ।
পৃ: ১২৩৭—১২৮৪ ।

২৭। সপ্তবিংশ পুরাণে—(যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ) ময়দানবের
নির্ম্মিত সভাতে বাদব ও পাণ্ডবগণ উপবেশন করিলে যুধিষ্ঠির কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের
স্তব । কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের পরম্পর কথা । বশিষ্ঠ প্রভৃতি মুনিগণের নিকট যুধিষ্ঠির
কর্তৃক যজ্ঞকরণার্থে প্রার্থনা । যজ্ঞারম্ভে অগ্রপূজা প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক
শিশুপালের শিরশ্ছেদন । যজ্ঞীয় জ্ঞান ও হৃষীকেশনের মানভঙ্গ । নন্দরাজের
নিকট শ্রীকৃষ্ণের পত্রিকা প্রেরণ । বজ্রবাসিদিগের শ্রীকৃষ্ণ বন্দনা । শ্রীরাধা-
মাধবের সভাতে শ্রীরাধা প্রভৃতির নিকটে মধুকণ্ঠের কথা । পূরণ সমাপন ।
পৃ: ১২৮৫—১৩২৩ ।

২৮। অষ্টবিংশ পুরাণে—(সাম্ববধ ও তজ্জনিত আনন্দ) সার
কর্তৃক শ্রীশিবের আরাধনা পূর্বক অভেদ্য যান প্রাপ্তি । প্রহ্লাদাদির সহিত
সাম্বের যুদ্ধাদি বিবরণ । রামকৃষ্ণের দ্বারকা গমন । বহু মায়াবিচক্ষণ সাম্বের
শ্রীকৃষ্ণ সহিত বুদ্ধি । মায়া-নির্ম্মিত বাসুদেব শিরশ্ছেদন-সূচক-মায়া প্রদর্শন ।
শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক সাম্ববধ ও সাম্বের লৌহময় ভবনের চূর্ণীকরণ । লৌহময় সৌভপুর
ও সাম্বের রণভূমিতে পতন হইলে দেবগণের হৃন্দুভিবাদ্য । পূরণসমাপ্তি । ব্রজ-
বন্দিগণের কৃষ্ণবন্দনা । পৃ: ১৩২৪—১৩৫০ ।

২৯। উনত্রিংশ পুরাণে—(ভাবিকথা ও ব্রজযাত্রার স্থচনা)
শ্রীকৃষ্ণের ব্রজাগমন বিষয়ে প্রমাণ নিরূপণ । পূর্ণমাসী ও বৃন্দার
শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক ব্রজাগমন বিষয়ে সিদ্ধান্ত স্থিরী-
করণ । বৃন্দার প্রীতি পূর্ণমাসীর শ্রীকৃষ্ণের ব্রজমণ্ডলে আগমন বিষয়ে নিজের
স্বপ্ন বিবরণ । পৃ: ১৩৫১—১৪৩৫ ।

৩০। ত্রিংশ পূরণে—(ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ কথা) প্রথমে রাজহৃদয়যজ্ঞে দম্ভবক্রের অতুপস্থিতির কারণ নিদ্রারণ। শিশুপালবধ বৃত্তান্ত শ্রবণের পর শিবকে আরাধনা করিয়া হিরণ্যাক্ষের মত শিব হইতে দম্ভবক্রের বর লাভ : কৃষ্ণেব সহিত বুদ্ধ কামনা করিয়া দম্ভবক্রের মথুরায় আগমন। নারদ ও দম্ভবক্রের কথোপকথন। নারদের বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের মথুরায় আগমন ও দম্ভবক্র এবং বিদূরথের বধ। তৎপরে ব্রজাগমন। কৃষ্ণ দর্শনে ব্রজবাসীগণের অবস্থা। যশোদা ও নন্দের প্রতি পৌর্ণমাসীর বাক্য। ব্রজবাসীগণের নিকট শ্রীকৃষ্ণের যথাযোগ্য সাদরসম্ভাষণ, আলিঙ্গন ও অভি-
বাদনাদি। কৃষ্ণের স্নান, অলঙ্কার পরিধান ও ভোজনাদি। ব্রজবাসিদিগের কৃষ্ণ-
বন্দনা। শ্রীরাধার সভাতে মধুকর্ষক কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের ব্রজাগমন বিষয়ে কথা
বর্ণনা। পৃঃ ১৪৩৬—১৪৯৯।

৩১। একত্রিংশ পূরণে—(শ্রীরাধাদির বাধা সমাধান) ব্রজপুরজী-
গণের সহিত বিরাজমান। শ্রীযশোদার ভবনে বয়স্কগণের সহিত কৃষ্ণের গমন।
মাতা পুত্রের ব্যবহার। কৃষ্ণ, নন্দরাজের সভায় গমন করিলে নন্দাদি গোপগণ ও
দেব দ্বিজগণের ব্যবহার বর্ণনা। ব্রজেশ্বরাদি বৃদ্ধগণ, ও তাঁহাদের বয়স্কগণের
সহিত গোদর্শন জন্ত গোস্থানে গমন। কৃষ্ণদর্শনে গোপগণের ব্যবহার। কৃষ্ণের
গোঃগৃহে গমন ও দুগ্ধদোহনাদি। ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ বিরাজমান হইলে দারুক নানা
সারথির চিন্তা। পৌর্ণমাসী ও শ্রীকৃষ্ণের পরস্পর কথা। পৌর্ণমাসীর চিন্তা।
শ্রীরাধা প্রভৃতিকে পৌর্ণমাসীর আশীর্বাদ। বৃন্দা ও পৌর্ণমাসীর পরামর্শ।
শ্রীরাধার নিকট পৌর্ণমাসীর পত্নী প্রেরণ। শ্রীরাধার বাধা সমাধান।
কৃষ্ণের প্রতি পৌর্ণমাসীর বাক্য সমাপ্তি বর্ণনা। ১৫০০—১৫৬০।

৩২। দ্বাত্রিংশ পূরণে—(সমস্ত সমাধান পথের বিস্তার) রথযুক্ত
সারথি দর্শনে নন্দাদি সন্ধিচ্ছিত হইলে শ্রীকৃষ্ণের বাক্য। কৃষ্ণের নিকটে
ব্রজরাজের জন্ত ব্রজবাসিদিগের নিবেদন। রোহিণী, বলদেব, উদ্ধব ও গুণ-শারিক-
দিগকে আনয়ন জন্ত দারুক সারথিকে শ্রীকৃষ্ণের আদেশ। দারুকের দ্বারকা
গমন। রোহিণী, বলরাম ও উদ্ধবের ব্রজে আগমন। তাহাদিগের আগমনে
ব্রজবাসিদিগের আনন্দ বর্ণনা। স্তোক, কৃষ্ণ ও সুবল কর্তৃক বেণু ও শৃঙ্গাদি
প্রদান পূর্বক রথযুক্তের অলঙ্কার সম্পাদন। উদ্ধব দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসীর

প্রতি বলরামের আশীর্বাদ প্রেরণ । শ্রীকৃষ্ণের বিবাহের জন্ত বশোদা ও নন্দে-
র নিকট পৌর্ণমাসীর নিবেদন । বশোদা ও নন্দাদির সহিত ডক্ট্র বিবাহ বিষয়ে
পৌর্ণমাসীর কথোপকথন । ব্রজবাসিগণের বিশ্বাসের জন্ত পৌর্ণমাসী কর্তৃক
বিষ্ণুমায়ার আনয়ন । নন্দাদি ব্রজবাসিজনের নিকট রাধাদির সহিত
শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ বিষয়ে বিষ্ণুমায়ার সম্মতি দান । বিষ্ণুমায়ার
অন্তর্দান । শ্রীরাধাদির বিবাহে অনঙ্গীকার । পৌর্ণমাসীর স্বরণ বশতঃ দুর্কাসা
ঋষির রজে আগমন । ব্রজবাসিজনের প্রতি বিবাহ বিষয়ে দুর্কাসার সম্মতি
দান । শ্রীরাধা প্রভৃতির অগ্নি পরীক্ষা । দুর্কাসার অন্তর্দান । ব্রজ-
রাজভবনে পৌর্ণমাসীর গমন । ব্রজরাজের বংশপরিচয় সন্ধকে নানাবিধ
কথোপকথন । জ্যোতিষিদ্ পণ্ডিত কর্তৃক বিবাহের লগ্ন স্থিরীকরণ । বলদেব
ও কৃষ্ণের তিলক দান । মধুমঙ্গলের বাক্য । পূরণ সমাপ্তি । পৃঃ ১৫৬১—
১৬৩৪ ।

৩৩। ব্রহ্মস্মিংশ পুরাণে—(শ্রীরাধামাধবের অধিবাস) প্রথমে
বলদেবের বিবাহ । লগ্নের পর কৃষ্ণের বিবাহ কার্যের মঙ্গলাচরণ ।
শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিবাহ বিষয়ে গোপীদিগের সঙ্গীত । বরের স্নান ও বেশ রচনাদি
শ্রীরাধা ও তনীয় সখীগণের পরস্পর উত্তর প্ৰত্যুত্তর বিবরণ । শ্রীরাধার অধিবাস
সময়ে সখীগণের সঙ্গীত । শ্রীরাধার স্নান, অঙ্গমার্জন, বসন পরিধান ও বেশ
রচনাদি । মুখদর্শনের জন্ত রাধার হস্তে কোন সখীকর্তৃক দর্পণ দান । সখীর
সহিত শ্রীরাধার বাক্য । শ্রীরাধাকৃষ্ণের অধিবাস বিবরণ ও সমাধান
বর্ণনা । পৃঃ ১৬৩৫—১৬৮০ ।

৩৪। চতুস্মিংশ পুরাণে—(শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিবিধ অলঙ্কার)
প্রথমে বরবধূর ব্যবহার বর্ণনা । রাধা ও কৃষ্ণের স্নান, মঙ্গলাচরণ, বেশরচনা,
প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সৌন্দর্য্য বর্ণন, বিবাহোপযোগী বসন পরিধানাদি ।
পৃঃ ১৬৮১—১৭২৭ ।

৩৫। পঞ্চস্মিংশ পুরাণে—(শ্রীরাধামাধবের বিবাহ নিরীহ)
প্রথমে ব্রজরাজকর্তৃক নান্দীমুখাদি সম্পাদন । বরের বিবাহযাত্রা উপলক্ষে
বিবিধবাদ্য, দেবীগণের পুষ্পবর্ষণ, কৃষ্ণরূপ দর্শনে মোহ, মঙ্গল সঙ্গীত, এবং
বিবাহ সম্বোধিত সমস্ত ব্যাপার নিরূপণ । যক্ষ দেব ও দেবীগণের

দৈহিক অবস্থা দেখিয়া মধুমঙ্গলকর্তৃক তাহাদিগের প্রতি বষ্টি প্রদর্শনাদি বিবিধ পরিহাস। শ্রীকৃষ্ণের আগমন শুনিয়া শ্রীরাধার অবস্থা বর্ণন। বৃষভাসুরকর্তৃক নান্দীমুখাদি কার্য সম্পাদন। বরপক্ষ ও কন্যা পক্ষের পরস্পর মিলন, উপবেশন ও সম্ভাষণাদি। বিমানচারিণী পরিচিত ও অপরিচিত দেবীগণের প্রেমপূর্ণ বাক্য। চন্দ্র শালিকা অর্থাৎ চিলে কোঠায় বিরাজমানা নারীগণের পরিহাসপূর্ণ গালিগালাচি মঙ্গলগান শ্রবণে মধুমঙ্গল কর্তৃক গালিদান ও বিবিধ পরিহাস বাক্য। বরকে অস্ত্রপুত্র আসিতে দেখিয়া পুরবধুবর্গের ব্রতানুষ্ঠান। বৃষভাসুর কর্তৃক ষথাবিধি কন্যা সম্প্রদান। স্ত্রীগণের আচার প্রভৃতি বিবিধ বিবরণ। বধুগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের নিজগৃহে গমন। ব্রজেশ্বরী কর্তৃক নববধুগণের লালন। পূরণ সমাপ্তি বর্ণনা। পৃ: ১৭২৮—১৮০৭।

৩৬। ষট্‌ত্রিংশ পুরাণে—(শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা প্রভৃতির পরস্পর মিলন) প্রথমতঃ শ্রীরাধামাধবের সভাতে মধুকণ্ঠ ও মিত্রকণ্ঠের পুস্তকপত্রক্ৰমে কথারম্ভ। সম্মিলন বাপারে শ্রীকৃষ্ণ ও তদীয় প্রেমসঙ্গীগণের সঙ্কোচাদি ব্যবহার বিবরণ। পৌর্ণমাসীর বাক্যানুসারে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বৃন্দার বাক্য। বৃন্দা ও কৃষ্ণের পরস্পর বাক্য। কৃষ্ণের সহিত রাধিকা প্রভৃতির মিলনের জন্ত বৃন্দা ও পৌর্ণমাসীর উপায় নির্ধারণ পূর্ণ বাক্য। শ্রীকৃষ্ণ ও পৌর্ণমাসীর পরস্পর মিলন বিষয়ক পস্তাব। বৃন্দা কর্তৃক নিজের মনে মনে স্নেহীয়া পঙ্খী ও পরস্নেহীয়া পঙ্খীর ব্যবহার বিষয়ক বাক্য। পৌর্ণমাসীর আদেশানুসারে নারায়ণের আরাধনার জন্ত রাধাদির প্রতি যশোদার আদেশ। মধুমঙ্গলের সহিত শ্রীকৃষ্ণের নিকুঞ্জ গমন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মধুমঙ্গলের পরিহাস বাক্য। শ্রীরাধা প্রভৃতির নিভৃত কুঞ্জে গমন। পৌর্ণমাসীর আদেশে লজ্জিতাস্তঃকরণে শ্রীরাধা প্রভৃতির কুঞ্জ মধ্যে বিরাজিত কৃষ্ণের ভবনে গমন। একাসনে উপবিষ্ট রাধাকৃষ্ণের বর্ণনা ও পূজা। কুণ্ডল হইতে সখীগণের বহির্গমন। রাধানাতথ্য মিলন। সখীগণের প্রাতঃকালীন সঙ্গীত। ললিতা ও বিশাখার সংবাদ। নিজসখী ললিতা বিশাখাদির সঙ্গ বিষয়ে কৃষ্ণের নিকট শ্রীরাধার প্রার্থনা। রাসলীলা, কুঞ্জ ভ্রম ও স্বয়ং গৃহে গমন কৃষ্ণের অন্তিম সঙ্গ। পৃ: ১৮০৮—১৯০৫।

৩৭। সপ্তত্রিংশ পূরণে—(সর্ব মূখসম্পত্তিপূর্ণ শ্রীগোলোক প্রবেশ) প্রথমতঃ ব্রজরাজের নিকটে কালিন্দীর দক্ষিণ পার্শ্বস্থিত ব্রন্দাবনে গমনের জন্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রার্থনা। কৃষ্ণের প্রতি নন্দবাক্য। মধুকণ্ঠের মানসিক ও বাচিক বিবরণ। কৃষ্ণের প্রতি গোপীবাক্য। গোপ ও গোপীগণের গোলোকধাম গমনের জন্ত দাক্ষকের প্রতি রথ সূক্ষ্মজিত করণার্থে শ্রীকৃষ্ণের আদেশ। শ্রীনন্দাদি ব্রজবাসীগণের লখনোহর পূর্বক গোলোক প্রবেশ। গোলোকধাম ও গোলোকধামস্থ সমস্ত পরিকরের গোচারণাদি বিবরণ লীলা নিরূপণ। ব্রজবন্দিতগির কৃষ্ণবন্দনা। রাধাকৃষ্ণসভাতে মধুকণ্ঠের কথা বিস্তার। শ্রীরাধা প্রভৃতির নিকটে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক ধাম বিষয়ক বিবরণ কথন। কৃষ্ণের প্রতি রাধাদির বাক্য। রাধাদির প্রতি শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক ব্রন্দাবন ধামের শোভা, তদ্রূপ প্রাণির স্বয়ং জাত্যুচিত ব্যবহার দর্শনার্থে অন্নমোদনযুক্ত বাক্য। স্ব-প্রেমসার সহিত বগরামের ক্রীড়া। মধুকণ্ঠ ও মিশ্রকণ্ঠের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতির অনুগ্রহ শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিকটে উক্ত কণকঙ্করের বর প্রার্থনা। কতিপয় বন্দিনী সখ্যভাবে আনন্দিত হইয়া পূর্বচম্পুর বর্ণিত কথায় অনুসরণ করতঃ শ্রীরাধাকে বন্দনা করেন। মধুকণ্ঠ ও মিশ্রকণ্ঠের স্বয়ং ভবনে গমন। বলিতাদি সখীগণ পরমানন্দিত হইয়া নিজনিজ অবসর বুঝিয়া শ্রীরাধামাধবের সেবোপযোগী সেই সেই বস্তুর আদান প্রদান দ্বারা শ্রীরাধামাধবের সেবা করেন। শ্রীশ্রীরাধামাধবের দিব্য শব্যায় শয়ন ও মিলনাদি। শ্রীশ্রীগোপালচম্পু গ্রন্থ সমাপ্তির কাল নির্ণয়। গ্রন্থকারের বিজ্ঞপ্তি বর্ণনা। পৃঃ ১২০৬+ ১০৬৫

॥ * ॥ ইতি শ্রীগোপালচম্পু উত্তরচম্পু বিস্বয়ের

সূচীপত্র সম্পূর্ণ ॥ * *

—*:*—

প্রশংসা পত্র।

(৫ই কার্তিক ১৩১৫। বেলা ১০। টা। শ্রীযুক্ত মহারাজের পরামর্শে)
শ্রীগোপালচম্পু মহাগ্রন্থ মুদ্রাক্ষণের পূর্বে কতিপয় বৈষ্ণবাচার্য্য পণ্ডিত মহোদয়-
গণের নিকট ইহার কিয়দংশ অনুবাদ নমুনা স্বরূপ পাঠান হয়, তাঁহারা তদর্শনে
যে স্বাধীন মত স্বহস্তে লিখিয়া দিয়াছেন, তাহা অবিকল উদ্ধৃত হইল :—

১। বর্দ্ধমান, মালকর, মাড়োনিবাসী রামরসায়নাদি প্রণেতা ৮ রঘুনন্দন
গোস্বামি প্রভুপাদের ভ্রাতুষ্পুত্র ও বিবিধ সিদ্ধান্ত-গ্রন্থ-প্রণেতা প্রবীন বৈষ্ণব
শাস্ত্রাধ্যাপক ৮ বীরচন্দ্র গোস্বামি প্রভুপাদের পুত্র বর্দ্ধমানে প্রধান বৈষ্ণব-
শাস্ত্রজ্ঞ শ্রীল শ্রীযুক্ত প্রভুপাদ শ্রীগোপাল গোস্বামি মহোদয়ের স্বকীয় অভিমত—

“শ্রীল শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহারাজ বাহাদুরের আদেশানুসারে শ্রীমান্
রাসবিহারী সাজ্য্যতীর্থের লিখিত শ্রীগোপালচম্পুর বঙ্গানুবাদ আমি অনেক
স্থল মূলের সহিত মিলাইয়া দেখিলাম বঙ্গানুবাদ সুন্দর হইয়াছে এবং বঙ্গানুবাদে
শ্রীশ্রীগোস্বামিপাদ কৃত সিদ্ধান্তের অনুসরণ করা হইয়াছে। ইতি

মাড়োগ্রামনিবাসী—শ্রীগোপাল গোস্বামিনঃ।

২। বর্দ্ধমান শ্রীখণ্ডের উজ্জ্বল শশধর গোর-প্রেমময় ৮ সর্কানন্দ ঠাকুর ও
শ্রীযুক্ত রাখালানন্দ ঠাকুর মহোদয় দ্বয়ের অভিমত—

“শ্রীমান্ রাসবিহারী সাজ্য্যতীর্থকৃত শ্রীশ্রীগোপালচম্পু গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ
দেখিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইলাম। উপযুক্ত পাত্রেরেই তার বিদ্যুস্ত হইয়াছে। এরূপ
দ্রুত গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ না হইলে অনেককেই ইহার রসাস্বাদনে বঞ্চিত থাকিতে
হইত। আশা করি এই বার এই গ্রন্থ সর্বত্র প্রচারিত হইবে। ইতি ১৩১৫।
৩রা পৌষ।

শ্রীসর্বানন্দ ঠাকুর।

শ্রীরাখালানন্দ ঠাকুর। শ্রীখণ্ড।

৩। শ্রীপাট শান্তিপুুরের শেষ রত্ন, ভক্তিবিনয়ের মূর্তিমান অবতার, বৈষ্ণব-
শাস্ত্রাধ্যাপক, শ্রীধাম বৃন্দাবন নিবাসী প্রভুপাদ ৮ রাধিকানাথ গোস্বামি মহোদয়ের
অভিমত—

প্রশংসা পত্র ।

“শ্রীকৃষ্ণঃ শরণং ॥”

“মহাপুত্রয়া তথাজ্ঞান-ধ্বাস্তবিশ্ববৎসিতাস্করাদিত যাচ মহাপুত্র-ভব-ভবিক
সভাসুপ্রাথতঃ “শ্রীগোপালচম্পূ” নামা যোহস্মৎসম্প্রদায়গ্রাহ্যেহিতিদূরবগাহ-
রসজলনিধিরিব বিরা জতে, তস্ত রাজ-রাজ ধর্মরাজসম-মহারাজ শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্রাশ্রিতেন
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকৃপাবৈভববতা শ্রীমতা রাসবিহারিসাঙ্ঘাতীর্থেন কৃতমমুবাদতীর্থ-
মেতন্মহোপকার-কারকমারুণিকানাং তদ্রসজিঘৃক্ষুণামিত্যস্মাকং পরামর্শঃ ॥”

কলিপাবনাবতার শ্রীমদদ্বৈতবংশ-

শ্রীবৃন্দাবনবাসি-

শ্রীরাধিকানাথশর্মাগাম্ ।

৪। শ্রীপাট খড়দহের পূর্ব শশধর, ৬মহেন্দ্রনাথ গোস্বামি প্রভুপাদের
পুত্ররত্ন, বৈষ্ণবশাস্ত্রাধ্যাপক, সুবাগী, কলিকাতা নিবাসী বৈষ্ণব জগতে সুবিখ্যাত
প্রভুপাদ ৬বলাইচাঁদ গোস্বামি ও শ্রীল শ্রীযুক্ত প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামি
মহোদয়ের অভিযত—

“শ্রীশ্রীহারঃ শরণং । কলিকাতা । ২৮ শে আষাঢ় চৈঃ ৪২৪ । কাশীদ্বাজা-
রাধিপতি মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের জয় চউক
অনুকম্পায় অনেক গোড়ীয় বৈষ্ণব এইবার রসভাব-সমুজ্জ্বল শ্রবৈষ্ণব গ্রন্থের
আশ্বাদ পাইবেন । শ্রীমন্নগপ্রভুর কৃপায় মহারাজের সাধু-সঙ্কল্প সংগন্ধ হউক,—

বঙ্গানুবাদ সমেত শ্রীগোপালচম্পূ প্রভৃতি শ্রীগ্রন্থসমূহ গোড়ীয় বৈষ্ণবের
গৃহে গৃহে বিরাজ করিতে থাকুন ।

আমরা শ্রীগোপালচম্পূ গ্রন্থের শ্রীযুক্ত রাসবিহারি সাঙ্ঘাতীর্থ মহাশয়কৃত
বঙ্গানুবাদের আদর্শ স্থানে স্থানে দেখিয়াছি । দেখিয়া বুঝিয়াছি, অনুবাদকের
নানাশাস্ত্রে দৃষ্টি আছে, শ্রীগ্রন্থ সম্পাদনে যোগ্যতাও আছে । তিনি আমাদের
পরামর্শ অনুরূপ কার্য করিলে তাঁহার অনুবাদ উক্ত শ্রীগ্রন্থ পাঠের যথেষ্ট সহায়তা
করিবে, আমরাও যৎপরোনাস্তি প্রীতি অনুভব করিব ।

শ্রীবলাইচাঁদ গোস্বামী ।

শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী । (সিমুলিয়া)

ভূমিকার সূচী ।

- ১। সূচনা
 - ২। শ্রীজীবগোস্বামীর জীবনী ।
 - ৩। টীকাকারের জীবনী ।
 - ৪। শ্রীগোপালচন্দ্রের আদর্শ তথ্য ।
 - ৫। শ্রীকৃষ্ণই পরতত্ত্ব ।
 - ৬। শক্তি ও লীলাতত্ত্ব ।
 - ৭। শব্দ তত্ত্ব ।
 - ৮। চন্দ্রপুত্র গ্রন্থ নাম ।
 - ৯। কবিতা ও গদ্য ।
 - ১০। আচার ব্যবহার ।
 - ১১। স্থানাদির পরিচয় ।
 - ১২। বংশাবলী ও ইতিহাস ।
 - ১৩। পূজাপার্কণ ব্রতাদি ।
 - ১৪। সিদ্ধান্ত সম্পর্ক ।
 - ১৫। দশমস্কন্ধের পুরলীলায় ক্রম ।
 - ১৬। পুরলীলাস্তে ব্রজাগমন ।
 - ১৭। ব্রজে শ্রীরাধাদির বিবাহ ।
 - ১৮। গোলোক প্রবেশ ।
 - ১৯। প্রকট লীলা ও অপ্রকট লীলা এবং স্বকীয়তত্ত্ব ও পরকীয়তত্ত্ব ।
 - ২০। উপসংহার ।
-

ভূমিকা।

১। সুচনা।

প্রাচীন গ্রন্থ প্রকাশের পঞ্চম মহাগ্রন্থ “শ্রীগোপালচম্পুঃ” প্রকাশিত হইল। বৈষ্ণবগ্রন্থের প্রথম প্রকাশক গোলোকগত প্রাতঃস্মরণীয় ৮রামনারায়ণ বিখ্যাত মহাশয় এই গ্রন্থ আরম্ভ করিয়া বলিয়াছিলেন “গ্রন্থ অতি বৃহৎ, সূত্রাঃ এই গ্রন্থ প্রকাশ পর্য্যন্তই আমার জীবনের শেষ কার্য্য জানিবেন। আমি এই পর্য্যন্ত জীবনের আকাঙ্ক্ষা রাখি ইতি।” তাঁহার এই আশঙ্কা ফলবতী হইয়াছিল। পূর্বচম্পুর ৯ম পূরণের কিয়দংশ পর্য্যন্ত প্রকাশ করিয়া আর শেষ করিতে পারেন নাই। তৎপরে তাঁহার দেহান্ত হইলে বিগত ১৩১১ সালের অগ্রহায়ণ মাস হইতে কালীমবাজারের গোড়রাজিষি অনারেবল্ মহারাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহোদয় প্রাচীন গ্রন্থ প্রকাশে হস্তক্ষেপ করেন। ১৩১২ সালে এই গ্রন্থ প্রকাশের কল্পনা হয়। তদবধি ৪ বৎসরে এই গ্রন্থের মূল আদর্শ সংগ্রহ, টীকা সংগ্রহ ও বঙ্গানুবাদ প্রস্তুত হয়। ১৩১৬ সালের প্রারম্ভে রাজধানীর নিজ প্রেসে মুদ্রাঙ্কন আরম্ভ হয়। ১৩১৭ সালের প্রারম্ভে ১ম হইতে ৩য় পূরণ পর্য্যন্ত মুদ্রিত হয়। তৎপরে প্রেসের কার্য্য বাহ্যিক প্রভৃতি নানাবিধ কারণে অসুবিধা ঘটায় শ্রীযুক্ত নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে তাঁহারই দেবকীনন্দন প্রেসে কলিকাতায় মুদ্রিত হইতে আরম্ভ হইয়া নানারূপ বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া বর্তমান ১৩২০ সালে ভাদ্রমাসে ইহার মুদ্রাঙ্কন শেষ হইল। সর্বসাকল্যে ৫ বৎসর সময় এই কার্য্যে অতিবাহিত হইল। ৮বিদ্যারত্ন মহাশয় এই কার্য্য শেষ করিতে পারেন নাই। তাহা শ্রীশ্রীভগবৎ কৃপায়—পৃষ্ঠপোষক শ্রীযুক্ত মহারাজ বাহাদুর সম্পাদক ও এতৎসংলগ্ন অপরাপর ব্যক্তির অপার সৌভাগ্য বশতঃ যে শেষ হইল শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ ও শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ জীউর কৃপা প্রসাদে ইহা আমাদের পরম আশ্লাদের বিষয়। প্রথমতঃ ১৩১৫ সালের ৫ই কার্তিক বেলা ১০। টাতে মহারাজ বাহাদুর এই গ্রন্থ সাহুবাদ ও সটীক প্রকাশার্থে দেশস্থ কতিপয় খ্যাতনামা বৈষ্ণবাচার্য্যের মতামত লইতে আদেশ করেন,

তজ্জগৎ ইহার কিছু কিছু অংশ নানাস্থানে প্রেরিত হয়, সকলেরই নিকটে যথাকালে আমরা অল্পকূল মত প্রাপ্ত হইয়াছি। কেবল প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহোদয়ের নানাস্থানে ভ্রমণাদি বশতঃ মত পাইতে প্রায় ৭৮ মাস অতীত হইয়া যায়। সে সকল মন্তব্য স্থানান্তরে প্রকাশিত হইবে।

এই গ্রন্থ শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর মহাকীর্তি। বৈষ্ণব শাস্ত্রের কথা কি, পুরাণশাস্ত্র ব্যতীত এত বড় গ্রন্থ সংস্কৃত গ্রন্থরাজ্যে সচরাচর দৃষ্ট হয় না। ইহার পূর্বভাগ পূর্বচম্পু, শেষভাগ উত্তরচম্পু। ইহার দুইখানিই বিরাট গ্রন্থ। পূর্বচম্পুতে ৩৩ পুরণ (পরিচ্ছেদ) এবং উত্তরচম্পুতে ৩৭ পুরণ। মোট উভয় চম্পুতে গ্রন্থ ৭০ পুরণে সমাপ্ত। আমাদের মুদ্রিত গ্রন্থের হিসাব এই ৮ পেজী ডিমাই আকারের কাগজে পূর্বচম্পুতে ২৩২ ফর্মায় ১৮৫৬ পৃষ্ঠা এবং উত্তরচম্পু ২৬১ ফর্মায় ২০৮৪ পৃষ্ঠা। মোট উভয় চম্পুতে ৪৯৩ ফর্মায় এবং উভয় চম্পুতে মোট ২৯৪০ পৃষ্ঠা হইল।

টীকাকার ৬বীরচন্দ্র প্রভু।

পূর্বচম্পুর ৩ বিলাসে	১০৭৮০ শ্লোক
উত্তর চম্পুর ৩ বিলাসে	১৬৬৩৬ "
	মোট ২৭৪১৬ "

এই সাতাইস হাজার ৪ শত ১৬টী শ্লোক কল্পনা করিয়াছেন। এই কল্পনাসম্ভবতঃ স্থলবিশেষে এক সংখ্যাকে অনেক গুণ বর্দ্ধিত করিয়াছেন, কারণ গ্রন্থে এমন স্থল অনেক আছে যে ১২১৩ পৃষ্ঠাতেও এক অঙ্ক হইয়াছে। আবার পদ্যভেদে প্রতি শ্লোকে অঙ্ক আছে। গদ্য গুলির অঙ্কর হিসাবে অল্পষ্টপুছন্দের ৩২ অঙ্করে ১ শ্লোক ধরিলে আমাদের বুদ্ধিতে বহুগুণ বর্দ্ধিত হয় অর্থাৎ বৃহৎ বৃহৎ গদ্যকে ৩২ অঙ্করে এক শ্লোক ধরিলে ৪০৫০ হাজার শ্লোক হইতে পারে। আমরা আমাদের মুদ্রিত গ্রন্থে যে অঙ্কপাত দিয়াছি, তাহাতে পূর্বচম্পুতে ৩৮৭৫

উত্তরচম্পুতে ৫৫১৩

৭০৮৮

এই মোট উভয় চম্পুতে সাত হাজার তিন শত অষ্টাশী শ্লোক হয়। এই নির্দিষ্ট অঙ্কে অনেক গুণ বর্দ্ধিত হইতে পারে। অল্পষ্টপুছন্দের হিসাবে অনুমান

৪০।৫০ হাজার। বৃহৎ ছন্দের হিসাবে টীকাকার ৬বীরচন্দ্র প্রভুপাদের কল্পনাটিক হইতে পারে।

পূর্বচম্পূর ১ হইতে ২য় পুরণে গোলোক বিলাস। ৩ হইতে ১৩ পর্য্যন্ত ১০ পুরণে বালাবিলাস। ১৪ হইতে ৩৩ পুরণ এই ১৬ পুরণে কৈশোর বিলাস। উত্তর চম্পূর ১ হইতে ১২ পুরণে প্রথম বিলাস, ইহার নাম উদ্ধবপূর্ণ ব্রজবিলাস। ১৩ হইতে ২১ পর্য্যন্ত ৯ পুরণে দ্বিতীয় বিলাস, ইহার নাম রামপূর্ণ ব্রজবিলাস। ২২ হইতে ৩৭ পর্য্যন্ত ১৬ পুরণে তৃতীয় বিলাস, ইহার নাম কৃষ্ণপূর্ণ ব্রজবিলাস। গ্রন্থকার এইভাবে উভয় চম্পূর ৩টি ৩টি করিয়া ৬টি ভাগ করিয়াছেন। নাম-গুলি সার্থক। ব্রজলীলাতে ৩ অবস্থা। পুরণলীলাতেও তিন প্রকারে ব্রজের শাস্তি সম্পাদন। ইহা এক মহৎ কৌশল। উদ্ধব ও বলরামকে দিয়া প্রথম ও দ্বিতীয় সাত্বনা। শেষে নিজে গিয়া পূর্ণ শাস্তি দান। যাহা হউক আমরা এই বিরাট মহাগ্রন্থের প্রকাশের ৪ খানি আদর্শ প্রাপ্ত হই। এই গ্রন্থের টীকাকার বর্দ্ধমান জেলার কডলাইনের মালকর ষ্টেশনের নিকট মাড়ো নিবাসী ৬বীরচন্দ্র গোস্বামী প্রভুপাদের স্বহস্ত লিখিত একখানি। এইখানি মূলের প্রধান আদর্শ। এখানি তিনি বৃদ্ধবয়সে টীকা সহিত ১৮০২ শকে লিখিয়া শেষ করেন। তদীয় পুত্র শ্রীগোপাল প্রভুর কাছে শুনিয়াছি, তিনি প্রথমে মূল গ্রন্থ লিখিয়া তাহার উপরে ক্ষুদ্র টীকা লেখেন। তৎপরে পৃথক্ টীকা রচনা করেন। ঐ টীকা সম্পূর্ণ হইবার কাল ১৮০২ শকে। যাহা হউক প্রথম এই একখানি। এবং কাটোয়া নিবাসী বৃন্দাবন প্রবাসী ৬গৌরশিরোমণি মহাশয়ের একখানি। দৌলতাবাদ সম্বিহিত নাভিচণ্ডী (লেউহ) গ্রাম নিবাসী শেষে বহরমপুরস্থিত ৬আনন্দনারায়ণ মৈত্র ভাগবত ভূষণ মহাশয়ের একখানি এবং বৃন্দাবনে নাগরাক্ষরে সুদ্রত শ্রীযুক্ত নিতাস্বরূপ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের একখানি। টীকার আদর্শ খানি পুঙ্খানুপুঙ্খ ৬বীরচন্দ্র প্রভুর স্বহস্ত লিখিত। ভাগবতভূষণ মহাশয়ের পুস্তক খানি খণ্ডিত (অসম্পূর্ণ প্রায় ১৫ পুরণ নাই)। উহার চতুঃপার্শ্বে কিছু কিছু সামান্য ব্যাখ্যা, যাহাকে টোলের ভাষায় “বোধ দেওয়া” “উপর পাঠা” বা ক্ষুদ্র টিপ্সনী বলে তাদৃশ ব্যাখ্যা প্রাপ্ত হই। তাহার মধ্যে প্রয়োজনীয় অংশ কিছু কিছু উদ্ধৃত করা হইয়াছে। ৪ খানি গ্রন্থ মধ্যে মাড়োর পুস্তককে মূলে ও অপর তিনখানির পাঠান্তর পাদ টীকাতে (ফুটনোট) ধরা হইয়াছে। এই

পাঠোদ্ধার কার্যে আমার ছাত্র স্নেহাম্পদ শ্রীমান্ কালিদাস চক্রবর্তী গৃহধর শ্রীযুক্ত রামরূপ অধিকারী এবং শ্রদ্ধাভাজন শ্রীমাম্ অনন্তকৃষ্ণ বসু । এই তিন জনে পুস্তক ধরিয়া অনেক সহায়তা করিয়াছেন ।

৬বীরচন্দ্র প্রভুর যোগ্যপুত্র প্রভুপাদ শ্রীশ্রীগোপাল গোস্বামী । কাটোয়ার গঙ্গাবংশ প্রভুপাদ অগ্রজকল্প শ্রীপাদ রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী ও মদীয় সতীর্থ পূজনীয় প্রীতিনিলায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ ভাগবতরত্ন ভাষা, পূজনীয় শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্রনারায়ণ মৈত্র দাদামহাশয় (ভাগবত ভূষণ মহোদয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র) । ইহারা আদর্শ গ্রন্থ দানে মহোপকার সাধন করিয়াছেন । নিত্যধামগত প্রভুপাদ ৬নীলকান্ত গোস্বামী চম্পূর ১খানি টাকার চেষ্টায় ছিলেন, কিন্তু মিলে নাই ।

সংক্ষেপ পরিচয় ।

মাণ্ড—মাড়োগ্রামের পুস্তক ।

আনন্দ—আনন্দনারায়ণ ভাগবতভূষণের পুস্তক ।

বৃন্দাবন—নাগরাক্ষরে বৃন্দাবনের মুদ্রিত পুস্তক ।

পূ—পূর্বচম্পূ ।

উ—উত্তরচম্পূ ।

পূ—পৃষ্ঠা ।

ভা—ভাগবত ।

১০। দশমস্কন্ধ (তৎপরের অঙ্ক অধ্যায় ও শ্লোক ।)

শ্রীহর্ষ কৃত “নৈষদ চরিত” নামক মহাকাব্যে যেমন প্রাত্যেক সর্গের শেষে সমাপ্তি বাক্য (পুস্পিকা) একই প্রকারের দৃষ্ট হয়, শ্রীগোপালচম্পূরও তেমন প্রাত্যেক পুরণের শেষে একটা করিয়া সমাপ্তিবাক্য আছে । তাহাও আবার পূর্বচম্পূর ৩য় পুরণ হইতে । কারণ ২য় পুরণে গোলোকবিলাসরূপ নিত্যলীলা বর্ণন । তাহা প্রকট লীলায় নহে । ঐ সমাপ্তি বাক্য কথকের মুখে উল্লিখিত হইয়াছে । দৃষ্টান্ত স্বরূপ ২টা দেখান গেল ।

মধুকর্ভঃ গ্রাহস্ব

১ । ব্রজেন্দ্র ! সৌহৃদ্যং পুত্রস্তেসদঃ সাদৃত শম্পদঃ ।

জন্মমাত্রাজ্জনলৈণ্যা নন্দনশ্রেণি জন্মদঃ ॥

(পূর্ব ৩১২৪)

ইহার পর পদ্য দ্বারা পূরণ সমাপ্তি যথা—

“ইতি শ্রীগোপালচম্পূমমু কৃত পূরণব্রজবর্তিক শ্রীকৃষ্ণজন্মসম্পন্নয়ং নাম তৃতীয়ং পূরণং ।”

নৈষধের সমাপ্তি বাক্যেই সবিশেষ । ইহার সমাপ্তিতে বাক্যের পরও ২।৪ কথা স্থলবিশেষে দৃষ্ট হয় । এবং শেষের “ইতি শ্রীগোপালচম্পূঃ” বলিয়া যে অংশ লিখিত হইয়াছে তাহাতেও অনুপ্রাসের গৌরব দ্বারা পূরণের মূল তথ্য দেখান হইয়াছে । পদ্যময় সমাপ্তি বাক্যটি কেবল পুরাণোক্ত লীলার সংক্ষেপ নাত্র । ৬র্থ পূরণের শেষ পদ্য যথা—সমাপয়ং শ্চেবাচ ।

২ । “ঈদৃশ স্তনয়োজাত স্তব গোষ্ঠ ক্ষিতীশয় ।

লক্ষ্মীলক্ষ্মিহিতং কুসলং গোষ্ঠং নিন্যে বিনক্ষতাং ॥”

(পূৰ্ণ ৪।৫৬)

এইটী নন্দোৎসবের শেষ কথা । কৃষ্ণজন্মে ব্রজমণ্ডল সৰ্ব সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল । ইহাই ঐ পদ্যে উক্ত হইল । কথক কোথাও নন্দরাজকে, কোথাও ব্রজেশ্বরী যশোদাকে, কোথাও শ্রীরাধাকে সম্বোধন করিয়া ঐ সমাপ্তি পাক্য উচ্চারণ করিয়াছেন । ইহা গ্রন্থের নব বৈচিত্র্য ।

গ্রন্থনাম ব্যাখ্যা ।

“গদ্যপদ্যময়ং কাব্যং চম্পূরিতাভিধীয়তে” গদ্য ও পদ্য যুক্ত কাব্যকে “চম্পূ” কহে । শ্রীগোপালশ্রী গোলোকপতেঃ শ্রীকৃষ্ণশ্রী লীলাপূর্ণা বা লীলাত্মিকা চম্পূঃ—শ্রীগোপালচম্পূঃ । মধ্যপদলোপী কৰ্ম্মধারয়ঃ ।” এই গ্রন্থের রচনার প্রারম্ভে কাদম্বরীর রচনার ভাবানুসরণ দৃষ্ট হয় । লীলাতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব ও ধামতত্ত্ব প্রভৃতি দার্শনিক বিষয়গুলিতেও অনুপ্রাসের দিকে গ্রন্থকারের অধিক লক্ষ্য থাকায় ঐক কাদম্বরীর মত হইতে পারেন নাই । এই গ্রন্থে অসংখ্য ছন্দ ও অলঙ্কার থাকিলেও অনুপ্রাসের সংখ্যা অত্যধিক । তাহাও ১।১১টী ভূমিকাতে, শব্দতত্ত্বে দেখান হইল । পাঠক, গ্রন্থ পাঠকালে তাহা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন ।

এই চম্পূ গ্রন্থে শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধের সমগ্র লীলা অর্থাৎ ব্রজলীলা মথুরালীলা ও দ্বারকালীলা বর্ণিত আছে । কবিকর্ণপুর কৃত আনন্দবৃন্দাবন-চম্পূতে কেবল ব্রজলীলা বর্ণিত আছে । ঐ গ্রন্থ গোপালচম্পূ অপেক্ষা ক্ষুদ্র, প্রায় একচতুর্থাংশ হইবে ।

গোপালচম্পুতে একাধারে কবিত্ব ও দার্শনিকত্ব দেখাইয়া শ্রীজীবগোস্বামী জগতের এক অপূর্ব মহোপকার করিয়াছেন। কত শত মহা চিন্তাশীল যে সকল লীলাতত্ত্ব লইয়া সুসিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই, এই চম্পুতে তৎসমুদয় বিস্তৃত ও সরলভাবে লিখিত হইয়াছে। ইহাতে একদিকে যেমন স্নকবিতা, ছন্দ, অলঙ্কার ও বোধ শাস্ত্রের পাণ্ডিত্য, অত্রদিকে লীলা, ধাম ও ভগবত্তত্ত্ব লইয়া ভেদমনি দার্শনিকতা। ধৃত শ্রীজীবগোস্বামী। এই এক চম্পু গ্রন্থই তাঁহাকে জগতে চিরস্থায়ী করিয়া রাখিয়াছেন।

এই গ্রন্থে যে সকল কঠিন ও অপ্ৰচলিত শব্দের প্রয়োগ আছে, তাহা প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। সমাসবিভ্রাস ও অধিকাংশ দ্রুত শব্দের প্রয়োগ বশতঃ এই গ্রন্থের রচনাকে গোড়ীরাঁতি বলা যাইতে পারে।

“সমাস বহুল গোড়ী” এই কথা ইহার বহুস্থানে দৃষ্ট হয়। বৈদভী ও পাঞ্চালী রীতির যদিও ইহাতে অভাব নাই, তথাপি তাহা প্রধান নহে। গ্রন্থকার এই গ্রন্থের কথা ও কথকের এমন বৈচিত্রী করিয়াছেন, যাহার শ্রবণে কল্পনা-কাব্য কাদম্বরীকেও পরাস্ত করিয়াছে। এই গ্রন্থে কাদম্বরী, উত্তর রামচরিত, নৈষধচরিত, মাঘ, রঘুবংশাদি প্রাচীন কাব্যের এবং শ্রীকৃষ্ণের অনেক গ্রন্থের রচনার অনুসরণ দৃষ্ট হইয়া গাকে। যে সকল লীলা হইয়া গিয়াছে তাহাই গোলোকের রাজভবনের দ্বারদেশে ক্রমের আশ্চর্যগণকে শ্রোতা করিয়া কথকের মুখে বর্ণন করিয়াছেন। ইহার অসংখ্য লীলা মধ্যে মিলনের পুঙ্খ ঘটনা অর্থাৎ সংযোগ, বিরহ ও পুনর্মিলন বড়ই সুন্দর।

প্রত্যেক লীলা বিপুল ভাবে বর্ণন করিয়া প্রত্যেক পুরণের শেষে বা ঘটনার শেষে বন্দীদিগের মুখে সেই সেই লীলা সংক্ষেপে স্তুতিছলে যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে গ্রন্থের মর্ম সংক্ষেপে বুঝিবার এক উপায়; অথচ, বন্দিবাক্যে গায়কের ও লীলার গৌরবও প্রকাশ পাইয়াছে।

স্থল বিশেষে এক এক পুরণে কখন কখন ২৩৪ বারও কথা সমাপন করিয়াছেন। “সমাপন মাহত্ম” এই কথা বারবার দৃষ্ট হয়। একই পুরণে ভিন্ন ভিন্ন লীলার আরম্ভ এবং পরিসমাপ্তি আছে, এজন্ত ঐরূপ ব্যবহার হইয়াছে।

শ্রীগোপালচম্পুর পুঙ্খচম্পুটি সম্যক প্রচলিত সিদ্ধান্তে এবং উত্তর চম্পুটি অপ্ৰচলিত সিদ্ধান্তে পরিপূর্ণ। সুবহু ৩৭ পুরণে পুরলীলা ও ব্রজলীলার এক

মহতী বৈচিত্রী প্রকাশিত হইয়াছে । তন্মধ্যেও আবার ২৯ হইতে শেষ পর্য্যন্ত অত্যাশ্চর্য্য কথার বাহুল্য দৃষ্ট হয়—যথা ২৯ ভাবি ব্রজাগমন সূচনা ৩০ ব্রজাগমন । ৩১—রাধা বাধা সমাধান । ৩২—বিবাহের উদ্‌যোগ । ৩৩—আধ্বাস । ৩৪—অলঙ্কার (এইটী এক মহা কৌতূহলপূর্ণ) । ৩৫ গোষ্ঠ মধো বিবাহ । ৩৬ বাসর মিলন (বাতিষঙ্গ) ও রাম । ৩৭ সর্বসুখপূর্ণ নিত্য গোলোকে প্রবেশ ।

পূর্ব চম্পুর ৩৩ পুরণের দ্বারা উত্তরচম্পুর সংক্ষেপ মর্ম্ম সমস্তই নারদের মুখ দিয়া বর্ণিত হইয়াছে । বোধ হয় যেন গ্রন্থকার পূর্বচম্পু লিখিয়াই গ্রন্থ শেষ করিয়া বিশেষ কারণে আবার উত্তরচম্পু আরম্ভ করেন । পূর্বচম্পুর শেষে সময় তারিখ নিজকথা দেখিয়া এবং ৩৩ পুরণের বর্ণনা দৃষ্টে আমি ঐ অনুমান করিতে অবসর পাইয়াছি । ৩৩ পুরণে অনেক স্থলে “কথাতাং” (বল) ইহার উত্তরে “কথয়িষ্যামি, করিষ্যামি, মার্জ্জয়িষ্যাম” ইত্যাদি বহুতর ভবিষ্যৎ ক্রিয়াপদ প্রযুক্ত হইয়াছে ।

পুরলীলা শেষ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের ব্রজে আগমন, তথায় কৃষ্ণের ২ মাস (অস্ত্রের পক্ষে বহুদিন) অবস্থান, বিবাহ, গোলোক প্রবেশ । এইগুলি পদ্মপুরাণে সুস্পষ্ট বর্ণিত থাকিলেও ভাগবতে সুস্পষ্ট নাই, আভাস মাত্র আছে, তাহা পৃথক ভূমিকাতে লিখিত হইল । অথচ ঐ গুলি বর্ণন করিতে গ্রন্থকারের অত্যন্ত আগ্রহ লক্ষ্য হইয়া থাকে । যাহারা কৃষ্ণগতপ্রাণ, কৃষ্ণ ভিন্ন কিছুই জানেন না, তাঁহাদিগকে সুদীর্ঘ বিরহ-দুঃখে মগ্ন করা কৃষ্ণের কখনই উচিত হয় না । তত্বতঃ “কৃষ্ণ সর্বদা ব্রজে” এ সিদ্ধান্তে তাঁহারা যোগমায়ার প্রভাবে হতজ্ঞান । অথচ ভারহরণ কার্য্যও অবশ্য কর্তব্য এবং নন্দসুতের অংশ যে বাসুদেব তিনি ঐজগ্ৰাই কৃষ্ণদেহে মিলিত হইয়াছেন, সেই ভূভার হরণও ফেলিয়া রাখিবার নহে, এজগ্ৰ তাহা করিতে হইল । এমন অবস্থায় ইহা বহিরঙ্গ ব্যাপার । অন্তর্গত ভাব হইল সুদূর প্রবাস না হইলে সমুদ্রমান্ মিলন হয় না । তথাপি কৃষ্ণ দূরে গিয়া দেখিলেন, ব্রজবাসীরা আমা বাতীত হয়ত গতাস্ব হইতেও পারেন, এজগ্ৰ মধো মধো তাহাদিগকে সন্তর্পিত করা প্রয়োজন । তাই বলিলেন “শীঘ্র আসিব চিন্তা নাই” সুহৃদগণের হিতকার্য্য শত্রুনাশ শেষ করিয়া তোমরা জ্ঞাতি তোমাদিগকে দেখিতে অতি সত্ত্বর আসিব । ইহাতেও চলে না, তাই প্রথমে উদ্ধবকে দিয়া তত্ত্বজ্ঞান

শিক্ষা দিলেন, বলরামকে পাঠাইয়া কতক প্রবোধ দিলেন, তাহাতেও মন মানে না, এজন্ত দৈনিক দূত প্রেরণের ব্যবস্থাও করিলেন। তাহাও সহজ নহে ফগে ফগে ষোড়া ষোড়া দূত আসিয়া থবর দিতেছে, আর ২ জন পথে আসিতেছে, আর ২ জন দ্বারকা ও ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে যাত্রা করিতেছে। ইত্যাদি। সেই দূতও শতযোজনগামী অশ্বরোহী। তাহা দ্বারা জনক জননী ও বয়স্কদের প্রেরিত কত আহাৰ্য্য দ্রব্য লাভ করিতেছেন।

এইরূপে গ্রন্থকার যে গ্রন্থ রচনার প্রণালী করিয়াছেন তাহা অভূতপূৰ্ব্ব অত্যশ্চর্য্য। গণ্ডিত, ভাবুক, রাসিক, জ্ঞানী, ভক্ত ও কবি সকলেরই ইহাতে হৃদয় বিস্ময়রসে আশ্রুত হয়।

শ্রীচম্পূ গ্রন্থের ভূমিকাতে নানাবিধ সিদ্ধান্তের সজ্জিস্ত পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। উহার প্রামাণিকতা বিষয়ে সহজে কাহারও দেখিতে ইচ্ছা হইলে তাহা মূল গ্রন্থ হইতে বাহির করিয়া দেখিতে পারিবেন। এজন্ত অধিকাংশ বিষয়ের জন্তই গ্রন্থের পূরণ শ্লোক প্রভৃতির পরিচয় অঙ্ক দ্বারা বন্ধনী মধ্যে লিখিত হইয়াছে। ভাগবতের অঙ্ক কোথাও ৮রামনারায়ণ বিদ্যারত্নের বৃহৎ গ্রন্থের কোথাও বা বঙ্গবাসীর ভাগবতের দেওয়া হইয়াছে। সম্পূর্ণ ষট্ সঙ্কর্ভ ৮শ্রীমদালাল প্রভু কালকাতায় নাগরাক্ষরে মুদ্রিত করেন, অল্প সম্পূর্ণ দেখা যায় না, এজন্ত উহার প্রাকরণ বাক্য ও পৃষ্ঠাঙ্ক দুই-ই দেওয়া হইয়াছে।

ভূমিকার সূচনা অধিক না করিয়া লেখ্য বিষয়ে মনোযোগ করা গেল। অনেক পাঠক কেবল ভূমিকা পাঠে গ্রন্থ পাঠের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন, তাহাদিগকে বলা যাইতেছে যে, এই গ্রন্থ-মহাসাগর, ক্ষুদ্র ভূমিকারূপ কূপে তাহার কিছুই সম্ভবে না। তবে ভূমিকা লেখা বর্তমান যুগের একটা প্রথা ও ভূমিকাতে গ্রন্থের লিখিত বিষয়ের অনেকটা আভাস পাওয়া যায়, এই উদ্দেশ্যে ভূমিকা লিখিত হইল। ভূমিকা দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে এই মহাগ্রন্থে কিরূপ বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে। ইত্যলং বিস্তরেনতি।

বিনীত—

শ্রীরাসবিহারি সাঙ্খ্যতীর্থ ।

২ । শ্রীজীবগোস্বামীর জীবনী ।

মহামহোপাধ্যায় পূজ্যপাদ শ্রীজীব গোস্বামীপাদেয় পবিত্র জীবনী লিখিবার পূর্বে তাঁহার পূর্বতন বংশের পরিচয় কিঞ্চিৎ বিবৃত করা গেল ।

“সারস্বতাঃ কান্তকুজা গোড়মৈথিলকোংকলাঃ ।

পঞ্চগোড়াঃ ইতিথ্যাতা বিক্যাস্তোত্তরবাসিনঃ ॥

কর্ণাটশৈব তৈলঙ্গা গুজ্জর-রাষ্ট্রবাসিনঃ ।

অক্সাচ দ্রাবিড়াঃ পঞ্চ বিক্য দক্ষিণবাসিনঃ ॥

(শব্দকল্পদ্রুমসূত স্বান্দবচন)

স্কন্দ পুরাণের মতে ব্রাহ্মণের দুই ভাগ । পঞ্চ গোড়ীয় ও পঞ্চ দ্রাবিড়ীয় । সারস্বৎ, কান্তকুজ, গোড়, উৎকল, মৈথিল, ইহার। বিক্র পর্বতের উত্তর ভাগে বাস করেন ; এবং পঞ্চ গোড় আখ্যাপ্রাপ্ত হন । বিক্য পর্বতের দক্ষিণস্থ কর্ণাট, তৈলঙ্গ, গুজরাট, অক্স ও দ্রাবিড় দেশবাসী ব্রাহ্মণগণ পঞ্চ দ্রাবিড় নাম ধারণ করেন । শ্রীজীবগোস্বামী উক্ত পঞ্চ দ্রাবিড়ীর অন্তর্গত কর্ণাট শ্রেণীর ভরদ্বাজ গোত্রীয় বৈদিক ব্রাহ্মণ । শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধের বৈষ্ণব তোষণী টীকার শেষে তাঁহাদিগের যে নিজ পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইরূপ : যথা—

১০০৩ শাকে কর্ণাটদেশে শ্রী সর্ষজ্জ জগদগুরু নামে ভরদ্বাজ গোত্রীয় একজন মহামহিমাবিত মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন । ইনি ১১ বৎসর রাজ্য করিয়া লোকান্তর প্রাপ্ত হইলেন । তৎপরে তাঁহার পুত্র শ্রীমান্ অনিরুদ্ধ কর্ণাট দেশের অধীশ্বর হন । এই অনিরুদ্ধের দুই বিবাহ, তন্মধ্যে প্রথম পত্নীর গর্ভজাত রূপেশ্বর, ইনি প্রবল পরাক্রমে উত্তর দিক্ জয় করেন । দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভজাত হরিহর । যখন অনিরুদ্ধের প্রবল প্রতাপ সেই সময়ে সুপ্রসিদ্ধ গোড়-বাদসাহ (যিনি প্রজামণ্ডলীর দ্বারা “সুখেশ্বর” এই নামে অভিহিত হইয়াছিলেন) দাক্ষিণাত্য প্রদেশে ভ্রমণ করিতে গিয়া মহারাজ অনিরুদ্ধের সহিত মিত্রতা করেন । ১০০৮ শাকে অনিরুদ্ধের লোকান্তর হইলে তাঁহার দুই পুত্র রূপেশ্বর ও হরিহর, রাজ্য লাভের বাসনায় বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া সংগ্রাম উপস্থিত করেন, তাহাতে হরিহর জ্যেষ্ঠ রূপেশ্বরকে বুদ্ধে পরাস্ত করিয়া রাজ্য লাভ করেন এবং “শ্রীমান্ হরিহর” এই নাম প্রাপ্ত হন, বলা আবশ্যক যে কর্ণাটদেশীয় রাজগণ অনেকেই “শ্রীমান্” নামে অভিহিত হইতেন । রূপেশ্বর অমুজ

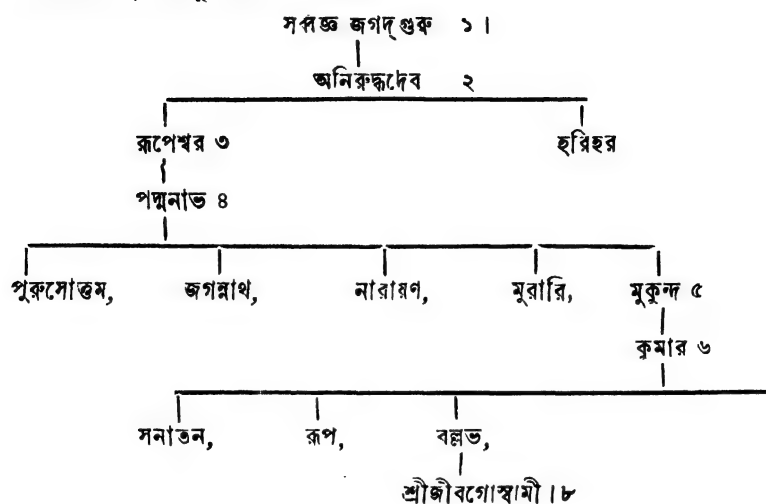
কর্তৃক তাদিত হইয়া ৮জন অখারোহী সৈন্য ও ক্ৰিষ্ণ মূল্যবান বিষয় সহিত রামকেলী নামে পূৰ্ণ পারচিত ও পিতৃ মিত্র গোড়-বাদসাহের আশ্রিত হন (ক) পরিবার ও জ্যেষ্ঠ পুত্র পদ্মনাভ সঙ্গেই ছিল। এই পদ্মনাভ ১৩৩৮ শাকে জন্ম গ্রহণ করেন। রূপেখর নিজ গুণে বাদসাহের মন্ত্রী হইলেন এবং ১৩৫৫ শাকে পরলোক প্রাপ্ত হইলেন। ইহার পর তৎপুত্র পদ্মনাভ বাদসাহের অমুগ্রহে পিতৃপদে স্থাপিত হইলেন। ইহার কিছুকাল পরে তিনি ১৩৭৭ শাকে মন্ত্ৰিহৃত্যোগ করিয়া যখন ভয়ে বাদসাহের অধীন গঙ্গাতীরবর্তী নবহট্ট গ্রামে বাস করতঃ শেষ জীবন হরির অর্চনায় অতিবাহিত করেন। এই নবহট্টগ্রাম বর্তমান হুগলী নগরের পূর্বপারে অবস্থিত এবং নৈহাটী নামে বিখ্যাত।

পদ্মনাভের ১৮টি কন্যা ও ৫ পুত্র হয়। প্রথম পুরুষোত্তম, ২। জগন্নাথ, ৩। নারায়ণ, ৪। মুরারি, ৫। মুকুন্দ, ইনি ১৩৭৭ শাকে বাদসাহের মন্ত্রী হন এবং ১৪০৫ শাকে দেহান্তর প্রাপ্ত হন। এই মুকুন্দের পুত্র কুমার জ্ঞাতিগণের সহিত বিবাদ করিয়া নৈহাটী ত্যাগ করতঃ যশোহর জেলার “চন্দ্র দ্বীপে” ফতোয়াবাদ গ্রামে গিয়া বাস করেন। এই ফতোয়াবাদ চন্দ্রদ্বীপ পরগণার অন্তর্গত, চন্দ্রদ্বীপ জ্বার বর্তমান ফরিদপুর জেলার দক্ষিণ বারিশাল জেলার অন্তর্গত। এখন ইহাকে “বাথরগঞ্জ” বলা হয়। যাহা হোক এই কুমারের অনেকগুলি পুত্র হয়। তন্মধ্যে ৩টি সর্বপ্রধান। অর্থাৎ তৃতীয় সনাতন, ৪র্থ রূপ, ৫ম বল্লভ। জ্যেষ্ঠ সনাতন ১৩৭৮ শাকে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৪০৫ শাকে বাদসাহের মন্ত্ৰিহৃত্যোগ প্রাপ্ত হন ও রামকেলীতে সন্ত্রীক বাস করেন। কনিষ্ঠ বল্লভকে বিশেষ গুণবান দেখিয়া শ্রীমান্ মহাপ্রভু তাঁহার অমুপম নাম রাখেন (খ) সনাতন আদি তিন

(ক) রামকেলী মালদহ জেলার অন্তর্গত ৭০০ অথবা ৮০০ গুট্টাঙ্কে “ভোজগোড়” নামা নরপতির স্থাপিত বলিয়া গোড় নাম হয়। গুড় নিশ্চিত হুরাকে গোড়ী হুরা কহে। তদ্বারা যে সকল তান্ত্রিক শক্তি পূজা করিতেন তাহারা গোড়। তাহাদের দেশ বলিয়া গোড় দেশ। এইরূপ বাখ্যাও কেহ কেহ করিয়া থাকেন। পূর্বে গোড় বলিলে বর্তমান বাঙ্গলা বিহারের অধিকাংশই বুঝাইত, যাহা হোক এই মালদহের রামকেলী সেকালে বঙ্গের রাজধানী ছিল। বল্লভ পুত্র লক্ষণ সেন ইহার লক্ষণাবতী নাম রাখেন। ১৫৭৫ গুট্টাঙ্কের মহামারিতে এই নগর জনশূন্য হইয়া অরণ্যে পরিণত হয়, ইহার ধ্বংসাবশেষে মুর্শিদাবাদ নগর প্রস্তুত হয়। অদ্যাপি গোড়ে প্রাচীন ভগ্নচিহ্ন জাচ্ছালামান।

(খ) গোড়ের গঙ্গাতীরে ইহার গঙ্গালাভ হয় ভক্তি রত্নাকর। ৪৭ পৃঃ।

ভ্রাতা কর্ণাটের আদি রাজ-জগদগুরু হইতে অধস্তন সপ্তম পুরুষ । তাহা নিম্ন লিখিত ধারানুসারে বুঝিতে হইবে । যথা—



এই ধারানুসারে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মূল পুরুষ জগদগুরু হইতে শ্রীজীব-গোস্বামী অধস্তন অষ্টম পুরুষ । সনাতন আদি তিন ভ্রাতা প্রথমতঃ নবহুঁ গ্রামে পিতৃভবনে থাকিয়া সংস্কৃত বিদ্যা শিক্ষা করেন । তাঁহাদিগের অধ্যাপকের নাম সর্বানন্দ বিদ্যাবাচস্পতি । পরমানন্দ ভট্টাচার্য্য, রামভদ্র ভট্টাচার্য্য, ও বাণীনাথ ভট্টাচার্য্য ।

সনাতন ও রূপ অকৃতদার । কেবল বল্লভের বিবাহ হইয়াছিল । এই বল্লভের পুত্রই শ্রীজীব গোস্বামী । শ্রীসনাতন ও রূপ বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্বক ব্রজবাসী হইলে শ্রীজীব মাতার নিকট পিতৃব্যগণের পরিচয় প্রাপ্ত হন । সেই পরিচয় পাইয়া বৈরাগ্যবেশ ধারণ করেন । তাহা পরে বর্ণিত হইবে । এক্ষণে জীবের পাদপদ্ম বন্দনা পূর্বক তাঁহার পবিত্র চরিত্রের বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব ।

শ্রীজীবন্ত পদারবিন্দ মতুলং বন্দামহে সর্বদা ;

বাঙ্ককল্পতরোঃ কুপাদ্রি মনসো দীনৈকবন্ধোঃ প্রভোঃ । ।

শ্রীমদ্রূপ-সনাতনাজিৎ কমনে ভূঙ্গায় মানাশ্বনো,

যেন শ্রীভগবদ্বদ্বিভতেঃ সিদ্ধান্ত আবিস্কৃতঃ ॥

শ্রীজীব গোস্বামির সিদ্ধনাম বিলাসমঞ্জরী । অর্থাৎ শ্রীবৃন্দাবন লীলাতে শ্রীরাধার যুগ মধো ইনি বিলাসমঞ্জরী নামে খ্যাত ছিলেন । এক্ষণে গৌরলীলাতে তাঁহার পবিত্র চরিত্র সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ লিখিত হইতেছে ।

শ্রীজীবগোস্বামির জন্মের কাল নির্ণয় সুস্পষ্টরূপে কোথাও দৃষ্ট হয় না । তবে নানারূপ দেখিয়া শুনিয়া ১৪৫৫ শাকে তাঁহার জন্ম হয় বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন, কেহবা ১৩৮৭ শাকেও জন্মকাল বর্ণন করেন । উক্ত শাকে পৌষ মাসের শুক্ল তৃতীয়ায় (মতান্তরে জ্যৈষ্ঠমাসেও) জন্মকাল ব্যাখ্যা করেন ।

রূপসনাতন অনিচ্ছাসত্ত্বে বাদসার ভয়ে চাকুরী স্বীকার করেন । বাদশা তাহাদিগকে পৃথক্ রাজ্য ভাগ করিয়া দেন । পূর্বে ভূমি দান প্রথা ছিল । বেতনের টাকা কেহ লইত না । এইজন্ত রূপসনাতন দেশস্থ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, আত্মীয়-স্বজনকে গোড়ে আনিয়া বাস করান । ভট্টবাটী গ্রাম এখনও বর্তমান । (ভক্তিরত্নাকর ১৪২, ৪৩ পৃঃ)

পূর্বলিখিত ক্রম ধরিলে বাকুলা-চন্দ্রদ্বীপ, কতোয়াবাদ এবং রামকেলী এই তিনটি স্থানকে শ্রীজীবের বাসস্থলী বলা যায় । উক্ত তিন স্থানের মধো রামকেলীই তাঁহার বাল্য-লীলার নিকেতন । কারণ যৎকালে শ্রীজীবের জ্যৈষ্ঠতাত শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ গোড়ের অধিপতি বাদশাহ হুশেন সাহের মন্ত্রিত্ব করেন, তৎকালে শ্রীজীব বালক । এই বাল্যকালেই শ্রীজীব মাতৃহীন হন । মাতৃহীন শ্রীজীব যখন রামকেলীতে শ্রীরূপসনাতন ও পিতা শ্রীবল্লভ দ্বারা লালিত পালিত, তৎকালে ভগবান্ মহা-প্রভু একবার রামকেলীতে পদার্পণ করেন । মহাপ্রভুর প্রথম দর্শনেই শ্রীজীবের দেহে তিনি শক্তি সঞ্চার করেন । এইজন্ত বালক হইয়াও শ্রীজীব যে সকল প্রেম-বৈভব প্রকট করিতেন, তাহা দেখিয়া লোক সকল তাঁহার দেব-অংশে জন্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করিত । কখনও হান্ত, কখন রোদন, কখনও গড়াগড়ি, কখনও নৃত্য করিতেন । যাহা হোক মহাপ্রভু রামকেলী হইতে নীলাচল যাত্রা করিলেই শ্রীরূপ-সনাতন রাজকর্ষ্য ত্যাগের জন্ত উপায় চিন্তা করেন এবং আত্মীয় লোকজনকে কতোয়াবাদে ও চন্দ্রদ্বীপে পাঠাইয়া দিলেন । শ্রীরূপ ও বল্লভ এই সকল লোক ও দ্রব্যাদি নৌকাযোগে লইয়া গেলেন । শ্রীরূপ ও বল্লভ ধন-সামগ্রী ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, দরিদ্র ও জাতি কুটুম্বকে বণ্টন করিয়া দিলেন এবং গৃহত্যাগ

পূর্বক রূপ ও বল্লভ বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। প্রয়াগে গিয়া মহাপ্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। মহাপ্রভু রূপা করিয়া ছই ভ্রাতাকে বৃন্দাবনে পাঠাইলেন। এদিকে সনাতন ও বাদশাহ দাক্ষিণাত্যে শত্রু জয় করিতে গমন করিলে নিশা-
যোগে পলায়ন করতঃ ক্রমে ক্রমে কাশীতে গিয়া চন্দ্রশেখরের বাটীতে মহা-
প্রভুর দর্শন ও শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া বৃন্দাবন গমন করিলেন। আবার মহাপ্রভুও
নীলাচলে চলিয়া গেলেন। ওদিকে বৃন্দাবন হইতে রূপ ও বল্লভ গোড়দেশের
পথ দিয়া নীলাচল যাত্রা করিলেন। গোড়ের গঙ্গাতীরে আসিলে বল্লভের গঙ্গা
লাভ হইল। রূপ, নীলাচল গিয়া সগল গৌরঙ্গ দর্শনান্তে পুনশ্চ গোড়ীয় পথে
বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। এষ্ট সময়ে রামকেলীতে যাহা কিছু ধন সম্পত্তি ছিল,
তাহার সমস্তই দান করত বৃন্দাবন গমন করিলেন। এই সময়ে শ্রীজীব গোড়ে
ও রামকেলীতে বাস করিতে ছিলেন। পরে জ্যেষ্ঠভাতব্বয়ের আকর্ষণে তিনিও
বৃন্দাবন গমনে উত্তত হইলেন। পূর্বে মাহুবিরহ, তৎপরে পিতৃবিরহ, তৎপরে
জ্যেষ্ঠভাতব্বয়ের বৃন্দাবন গমন। সুতরাং শ্রীজীব আর কি লইয়া গোড়ে থাকি-
বেন। তাহার মনে কিছুই আর ভাগ লাগিল না। এই ভীষণ শোকের সময়ে তিনি
শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থকেই প্রাণের সম্বল বলিয়া স্থির করিয়া লইলেন। এই হৈর্য্যাই
তাঁহার জীবনের উন্নতির মূল। ইতঃপূর্বে তাঁহার বালা-জীবনেও ভক্তি-চিহ্ন
সকল জাজ্জল্যমান হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ-বলদেব মূর্তি ভিন্ন খেলা করিতেন না,
শয়ন কালেও কৃষ্ণ-বলদেব মূর্তিকে বক্ষে রাখিয়া নিদ্রা যাইতেন। যাহা উক
মাতাপ নিকট পিতৃবদ্বয়ের বৈরাগ্য বেশ শুনিয়া সেট বেশ ধারণ করিলেও
নিজ স্বদয়ে বৈরাগ্যের উদয়, শ্রীমদ্ভাগবতের অতুল রূপা, শ্রীজীব বৃন্দাবন যাত্রা
মনে স্থির করিয়া নবদ্বীপে আগমন করিলেন। দয়াময় শ্রীনিত্যানন্দ তাঁহাকে
নবদ্বীপের দ্রষ্টব্য গুণ দেখাইয়া দিলেন। কিয়দ্দিন নবদ্বীপে থাকিয়া তাঁহার
আজ্ঞা ক্রমে কাশী যাত্রা করিলেন। তপাশ সাংগেভোগশিষ্য শ্রীপাদ মধুসূদন
বাচস্পতির নিকট ও অগর কতিপয় প্রধান অধ্যাপকের নিকট পার্শ্বিন ব্যাকরণ
নিরুক্ত মহাভাষ্য, জ্যোতিষ শিক্ষাকর, পুরাণ ও যজ্ঞদর্শন অধ্যয়ন করিলেন। নবীন-
যুবা শ্রীজীবের বুদ্ধির প্রখরতা দর্শনে তদানীন্তন কাশীবাসী বৃন্দাবন চমকিত
হইয়াছিলেন। কাশীতে সমস্ত শাস্ত্রাধ্যয়ন শেষ করিয়া আকুল-প্রাণে বৃন্দাবনে
গমন করিলেন। জ্যেষ্ঠভাত ব্বয়ের নিকট সম্মুখে পালিত ও শ্রীমদ্ভাগবত ও

অপর ভক্তি শাস্ত্রে শিক্ষা প্রাপ্ত হইলেন এবং শ্রীকৃপের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। শ্রীজীবের প্রতিভায় দিগ্‌মণ্ডল আলোকিত হইল। ইহার অসাধারণ বিদ্যা বুদ্ধিতে কত দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াও পরাস্ত হইয়া গিয়াছেন। কথিত আছে—রূপনারায়ণ ও বল্লভভট্ট প্রভৃতি মহামহা পণ্ডিত ইহার নিকট পরাজয় স্বীকার করেন।

একদা বল্লভভট্ট ও রূপনারায়ণ নামে ২ জন পণ্ডিত সমস্ত দিক্‌ জয় করিয়া ব্রজে পরপর ভাবে শ্রীজীবের সহিত বিচারার্থ উপস্থিত হন। এই সময়ে বৃক্ষতল বাসী কন্থাধারী নিরতিমান শ্রীকৃপ বিনা বিচারে তাঁহাকে জয়-পত্নী প্রদান করিয়া যমুনা স্নানে চলিয়া গেলেন। এই ঘটনা শ্রীজীব শ্রবণ পূর্বক নিজ গুরুর অপমান ভাবিয়া উক্ত বল্লভের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হন ও তাহাকে বিচারে পরাস্ত করিয়া জয়-পত্নী কাড়িয়া লয়েন। এই বল্লভই বল্লভী শাখার সৃষ্টিকর্তা। এদিকে যমুনা স্নান হইতে আসিয়া শ্রীকৃপ শুনিলেন যে, শ্রীজীব মহাপণ্ডিতকে পরাজয় করিয়াছে, সুতরাং অমানি-মানদ-ব্রতধারী শ্রীকৃপ মহাকুদ্ধ হইয়া শ্রীজীবকে ভৎসনা করিয়া বলিলেন “তুমি আমার নিকট হইতে দূর হও, দৈত্তব্রত উদাসীন হইয়া একজন মহাপণ্ডিতকে জয় করা উচিত হয় নাই।” শ্রীজীব গুরুর আজ্ঞা পালনার্থে দূর বনে যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিন পর শ্রীপাদ সনাতন শ্রীগুরুর নিকট আসিয়া উক্ত ঘটনা অবগত হইলেন ও শ্রীজীবকে বন হইতে আনয়ন করিলেন। উভয়ের মনোমালিন্য মিটাইয়া দিলেন। শ্রীজীব ক্রমে ব্যোবুদ্ধির সহিত গম্ভীর হইলেন। জিগীষা বৃত্তির হ্রাস হইতে লাগিল। শ্রীসনাতন ও শ্রীকৃপ আত বুদ্ধ হইলে শ্রীজীবই ব্রজ-মণ্ডলে ভক্তশাস্ত্রের অধ্যাপক হইলেন এবং শ্রীরাধাদামোদরের সেবায় মনোযোগ করিলেন। কথিত আছে, শ্রীজীব শ্রীকৃপগোস্বামীর নিকটেই অধিকাংশ ভক্তশাস্ত্র শিক্ষা করেন এবং দীক্ষামন্ত্রও গ্রহণ করেন। (ক)। ভক্তি রত্নাকর গ্রন্থে দেখিতে পাইবে, শ্রীকৃপ গোস্বামী স্বপ্নযোগে এক মূর্তি দর্শন পাইয়া তদনুরূপ মূর্তি নির্মাণ করত শ্রীজীবকে অর্চনা করিতে প্রদান করেন। এই

(ক) শ্রীকৃপের শিষ্য হন শ্রীজীবগোস্বামি।

শ্রীকৃপের ভ্রাতুষ্পুত্র মন্ত শিষ্য হন।

(প্রেমবিলাস)

মূর্তিই শ্রীজীবের প্রসিদ্ধ শ্রীশ্রীরাধাদামোদর । শ্রীজীব বিগ্রহ সেবাকার্য্যে আসক্ত হইলেন । তাহার চিত্তচাক্ষুণ্য দূর হইল ।

শ্রীম্মহাপ্রভুর “তৃণাদপি সুনৌচেন” এই মহাবাক্য শ্রীপাদগোস্বামিগণই প্রতিপালন করিয়া গিয়াছেন ও জগৎকে প্রতিপালন করিতে আদেশ করিয়াছেন । বৃক্ষতলবাসী ছিন্নকস্থা সশূল এবং অদীম দৈত্বের খনি হইলেও শ্রীজীব সৰ্বজন বন্দনীয় ও সৰ্ব বৃধমণ্ডলীর আরাধ্য দেবতা । বিদ্যাবল, ভক্তিবল ও ধর্ম্মবলে তাঁহার ত্রায় কোনও মহাত্মা জন্মিয়াছেন বলিয়া শুনা যায় না । একাধারে অদীম গুণ আমরা একমাত্র শ্রীজীবেরই দেখিতে পাই । অধিক বলা প্রয়োজন নাই একমাত্র হরিনামামৃত ব্যাকরণ, ষট্‌সন্দর্ভ ও সৰ্বসংবাদিনী গ্রন্থ দেখিলেই জানিতে পারা যায় যে, তিনি কত উচ্চ অঙ্গের শাস্ত্রিক ও দার্শনিক ছিলেন । এক কথায় বলিতে গেলে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যের পর এক শ্রীজীব ব্যতীত সৰ্ব্বজ্ঞ পণ্ডিত আর কেহ জন্ম গ্রহণ করেন নাই ইহার মূল পুরুষ যে সৰ্ব্বজ্ঞ জগদগুরু । তাঁহার নাম এই শ্রীজীব দ্বারাই সার্থক হইয়াছে । শ্রীম্মহাপ্রভুর প্রবর্তিত গোড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের রক্ষাকর্ত্তা একমাত্র শ্রীজীব । দৈবকীনন্দন সত্যই বলিয়াছেন ।

“শ্রীজীব গোসাঞি বন্দ সভার সম্মত ।

সিদ্ধান্ত করিয়া য়েঁই রাখিল ভক্তি তত্ত্ব ॥”

(বৈষ্ণব বন্দনা)

শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ, শ্রীজীব এই গোস্বামিত্রয়ের গ্রন্থাদি দর্শনে আমার মনে হয় যে শ্রীসনাতন ও রূপ শ্রীজীবের গুরু হইলেও তিন জনের তিন বিষয়ে শক্তি-সামর্থ্য প্রবল ছিল । এবং সৰ্বশাস্ত্রজ্ঞ হইলেও কোনও এক বিষয়েই লোকের প্রথরতা দৃষ্ট হয় । তাহাতে আমরা বুঝিতে পারি যে, শ্রীসনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র ও উপাসনাকাণ্ডে শ্রীরূপ স্নমধুর কবিত্বপূর্ণ লীলা বর্ণনে এবং শ্রীজীব দার্শনিক পাণ্ডিত্যে সমধিক প্রথরতা লাভ করিয়াছিলেন ।

শ্রীজীব পাণ্ডিত্যের খনি ও মহামহোপাধ্যায় মনীষী হইলেও আপনাকে রূপ ও সনাতনের পাদসেবী কিস্কর বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন এবং উভয়কে বড়ই ভয় করিয়া চলিতেন । “কৃষ্ণদাস অধিকারী” নামে জীবের এক জন শিষ্য ছিলেন । ১৪১১ শাকে সনাতনগোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের বৃহৎতোষণী

নামে টাকা লিখিয়া শেষ করেন। ১৫০৪ শকে জীব সনাতনের আজ্ঞায় রহন্তোষণীকে সংক্ষেপ করিয়া “লক্ষ্মীতোষণী” নাম প্রদান করেন। জীবগোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবতের সমস্ত অংশের “ক্রমসন্দর্ভ” নামে একখানি টাকা প্রস্তুত করেন। রূপ ও সনাতনগোস্বামীর অন্তর্দ্বানের পরও জীবগোস্বামী অনেক দিন বর্জমান ছিলেন, এবং শ্রীনিবাস, নরোত্তম, ও শ্রীমানন্দপ্রভৃতি অনেক ছাত্রকে বৈষ্ণবগ্রন্থ অধ্যয়ন করান। (১)

রূপ সনাতনের অপ্রকট হইলে, জীবগোস্বামী গোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহন, ও রাধাদামোদর এই ৪ সেবা চালাইতেন। শেষে একাকী চারি সেবা চালাইতে অসম্মত হইয়া কৃষ্ণদাস নামক ভক্তকে গোবিন্দদেবের এবং চৈতন্যচরিতামৃত প্রণেতা কৃষ্ণদাস কবিরাজকে মদনমোহনের সেবার অর্পণ করেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ শেষ কালে গোসাঞি দাস পূজারীকে মদনমোহনের ভারার্পণ করেন। চৈতন্যচরিতামৃতে আছে যে,—

“প্রভুর চরণে যবে অজ্ঞা মাগিল।

গোসাঞি দাস পূজারী গলে অজ্ঞামালা দিল।”

এই সময়ে গোসাঞি দাস কেবল পূজারী ছিলেন, শেষে তাঁহাকে সর্বসত্ত্ব প্রদান করেন। পরে ক্রমে ক্রমে তাঁহার অবসানে ঠাকুর রামাইর উপরি সেবার অর্পিত হইয়াছিল।

যাহা হউক শ্রীজীব এইরূপে কিছুকাল রূপ সনাতনের অচর হইয়া জীবন অতিবাহিত করিলেন। এবং নানাবিধ ভক্তিগ্রন্থ প্রকাশ করিলেন। পিতৃব্য দ্বয়ের অন্তর্দ্বানের পর জীব বড়ই মনোজ্ঞাপ্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু অন্তর্দ্বামী ভগবান্ তাঁহার হৃৎ দূর করিবার জন্ত এই সময়ে গোড়দেশ হইতে শ্রীনিবাস ও নরোত্তম ঠাকুর এবং শ্রীমানন্দকে প্রেরণ করিলেন। তাঁহার গ্রাম অমূল্য রত্ন-ত্রয় লাভ করিয়া সে হৃৎ দূর হইল। এবং তাঁহাদিগকে ভক্তিশিক্ষা ও ভক্তিগ্রন্থ অধ্যয়ন করাইয়া কালান্তিপাত করিতে লাগিলেন। যাহা হোক ইহারও শ্রীজীবের গ্রাম জগন্নাথ গুরু লাভ করিয়া কৃতার্থমগ্ন হইলেন। শ্রীজীবগোস্বামীর নিকট নরোত্তমদাস “ঠাকুর মহাশয়” শ্রীনিবাসঠাকুর “আচার্য্য” এবং কৃষ্ণদাস বা শ্রীমানন্দ “প্রভু” উপাধিলাভ করিয়া গোড়দেশে প্রত্যগত হন।

ইহার অনেক দিন পরেও জীবগোস্বামীর সহিত শ্রীনিবাসাদির সংস্কৃত ভাষায় পত্র লেখালেখি চলিত। ঐ সমস্ত সংস্কৃত পত্র ভক্তিরত্নাকর ও কর্ণানন্দ গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। শ্রীনিবাস, শ্রীজীবের রূপাপাত্র ও ছাত্র হইলেও শ্রীজীব শ্রীনিবাসকে সম্মান করিয়া পত্রাদি লিখিতেন। যাহা ইউক যোড়শ শতাব্দীর মধ্যে (১৫০৪ শকাব্দে হস্ত লিপির মতে ১৫৪০ শাকে) পৌষ মাসের শুক্ল পক্ষের দ্বিতীয়াতে মতান্তরে আশ্বিনী শুক্লতৃতীয়াতে ৮৫ বৎসর বয়সে জীবগোস্বামী অপ্রকট হইলেন। বৃন্দাবনের লোচনকুঞ্জে শ্রীজীবের সমাধি বর্তমান আছে। শ্রীজীবগোস্বামির গ্রন্থস্থিতি ২০ বৎসর, বৃন্দাবনস্থিতি ৬৫ বৎসর। ভক্তমালা গ্রন্থে গদাধর পট্টনামক কোন এক ব্যক্তির সাহিত্য জীবের মগন কাহিনী অতিবিস্তৃত ভাবে বর্ণিত আছে। এই গদাধরের অপর কোন পরিচয় পাওয়া যায় না।

জীবগোস্বামী, যে সমস্ত ভক্তিগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন তাহার নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(ভক্তিরত্নাকর ৫৯, ৬০ পৃঃ)

- ১। হরিনামামৃতবাকরণ।
- ২। উক্ত গ্রন্থের সূত্রমাণিকা।
- ৩। ধাতুসংগ্রহ।
- ৪। কৃষ্ণার্চন দীপিকা।
- ৫। গোবিন্দবিবদাবলী।
- ৬। রসামৃতসিক্তর শেখ।
- ৭। মাপব-মহোৎসব (মণিকাব্য)।
- ৮। সঙ্কল্পকল্পরূপ।
- (গোপালচম্পূর সারসংগ্রহ)।
- ৯। ভাবাগমুচকচম্পূ।
- ১০। গোপালতাপনীর টীকা।
- ১১। দিগ্‌সংদর্শন * (ব্রহ্মসংহিতার টীকা)।

* এই নাম লঘুভাষ্যবিশেষের টীকার ১৮ পৃঃ লেখা আছে। ১৫৪০।

ব্রহ্মসংহিতা একশত অধ্যায় বিশিষ্ট। সম্পূর্ণ গ্রন্থ। বৃন্দাবনে রক্ষাচারী (১৫৫২র)

- ১২ । রসামৃতসিকুর টীকা দুর্গমসঙ্গমণী ।
 ১৩ । উজ্জলনৌলমণির টীকা লোচনরোচনী ।
 ১৪ । যোগসার স্তবের টীকা ।
 ১৫ । অগ্নিপুৰাণস্থ গায়ত্রীর ভাষা ।
 ১৬ । পদ্মপুরাণোক্ত শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন ।
 ১৭ । এবং রাধার হস্ত ও পদ চিহ্ন ।
 ১৮ । গোপালচন্দ্র (উত্তর ও পূর্ব দুই ভাগে বিভক্ত) ।
 ১৯ । তত্ত্বসন্দর্ভ ।
 ২০ । ভগবৎসন্দর্ভ ।
 ২১ । পরমাত্মসন্দর্ভ ।
 ২২ । কৃষ্ণসন্দর্ভ ।
 ২৩ । ভক্তিসন্দর্ভ ।
 ২৪ । প্রীতিসন্দর্ভ ।

(ক) ২৫ । সর্বসম্বাদিনী ।

মন্দিরে আছে । মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ কালে কেবল পঞ্চম অধ্যায় মাত্র আনয়ন করেন । জীবগোষামী কেবল তাহারই টীকা করেন । হরিভক্তিবিলাসের ১১ বিলাসে ২৭৯ শ্লোকটী উক্ত পঞ্চম অধ্যায়ের নহে । যথা ব্রহ্মসংহিতায়ঃ বোধায়নং প্রতি শ্রীভগবদুক্তো । এত শ্লোক প্রচলিত একসংহিতায় নাই । যথা—

যন্নাম কীর্তনফলং বিবিধং নিশম্য
 ন শ্রদ্ধধাতি মনুষ্যে যদুতর্থবাদঃ ।
 যো মানুষ্য স্তমিহ দুঃখচয়ে ক্ষিপামি,
 সংসারানোরনিবিদ্যাস্তিনিপীড়িতাঙ্গং ॥

ব্রহ্মসংহিতা যদিও পুন বৃহৎ গ্রন্থ তথাপি সমুহ বৈকল্য প্রাপ্তে কেবল উক্ত ৫ম অধ্যায়ের বচনই উদ্ধৃত দেখা যায় । নিত্যনীলা গোলোক বিষয়ক সিদ্ধান্তগুলির প্রধান প্রমাণ । এই ব্রহ্মসংহিতা হইতেই শ্রীজীবগোষামী গ্রহণ করিয়াছেন ।

(ক) রূপসনাতন কর্তৃক দিগ্বিজয়ী জয়াপরাধবশতঃ যখন জীব দূর বনে বাস করেন, তৎকালে এই সর্বসম্বাদিনী রচিত হয়, (প্রেমবিলাস ২৩ বিঃ) এই গ্রন্থে শুদ্ধ রূপসনাতনের নাম লেখেন নাই । মানসিক দুঃখই ইহার হেতু । ই অপরাধ মাজ্জন হইলে কামসন্দর্ভাদি রচিত হয় ।

২৬ । এবং সপ্তমসন্দর্ভ অর্থাৎ ক্রমসন্দর্ভ ।

ছয় খানি সন্দর্ভকে একখানি ধরিলে সাকুলো ২৬ খানি এবং লঘুতোষণীকে পৃথক্ ধরিলে ২২ খানি হয় ।

অপিচ শ্রীকৃষ্ণ রুচ শুভমালাকে শ্রীজীব সংগ্রহ করেন তাগ লইয়া শ্রীজীব-গোস্বামীর প্রণীত গ্রন্থ ২২ খানি হয় । ষট্‌সন্দর্ভকেও “ভাগবতসন্দর্ভ” বলা যায় । কারণ উহা শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা বিশেষ । এবং ষট্‌সন্দর্ভবও প্রকৃত নাম ভাগবতসন্দর্ভ । যেহেতু উক্ত কয়টি সন্দর্ভে শ্রীমদ্ভাগবতকেই প্রধান উপ-জীব্য করিয়া তাহার সিদ্ধান্ত নিরূপণ পুস্তক তত্ত্ব নিশ্চয় করিয়াছেন । এই খানিকে গোড়ীয় বৈষ্ণবের প্রধান দর্শন বলা যাইতে পারে । কারণ এরূপ পাণ্ডিত্য আর কুত্রাপি দৃষ্টি গোচর হয় না । ইনি ষট্‌সন্দর্ভের গ্রন্থরস্তুে লিখিয়াছেন যে, মাধব সম্প্রদায়ী প্রাচীন বৈষ্ণবগণ প্রথমতঃ স্মৃৎরূপে ইহার সিদ্ধান্তের মূল তথ্যগুলি সংগ্রহ করেন । দাক্ষিণাত্য গোপালভট্ট তাহাকেই মৌমাংসা দ্বারা বিস্তৃত কয়েন অথচ তাহা ক্রমবদ্ধ ছিল না, তৎপরে শ্রীজীবগোস্বামীপাদ দেখিলেন যে, ইহার কোথাও ক্রম আছে, কোথাও নাই এবং কোথাও বা খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে । এই ভাবিয়া শ্রীজীবগোস্বামী উহা যথাক্রমে রচনা বিভাগ পুস্তক পরিপাটীরূপে (গ্রন্থাকারে) লিখিয়া রাখেন । এই বিষয়টি ষট্‌সন্দর্ভের প্রথমে ৪র্থ ও ৫ শ্লোকে দৃষ্ট হয় । এই কারণে ষট্‌সন্দর্ভকে শ্রীপাদ গোপাল ভট্টেরও বলা যাইতে পারে । যাহা হোক, এক্ষণে শেষ কথা বক্তব্য । পূর্বে যে শ্রীনিবাসের কথা বলা হইয়াছে, সেই শ্রীনিবাস আচার্য্য ; নরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীমানন্দ, সনাতন, রূপ এবং জীবগোস্বামীর সমস্ত গ্রন্থ অধ্যয়ন করতঃ গোড় দেশে আনয়ন করেন । তাহা তাঁহাদের চরিতে বিশেষরূপে বিবৃত আছে । যাহা হোক, নরোত্তম এবং শ্রীনিবাস আচার্য্য ও শ্রীমানন্দ প্রভু এই তিন মহাত্মাই গোস্বামিক্রয়ের এবং রঘুনাথদাস গোস্বামীর ভক্তিগ্রন্থ ও ভক্তিমত বঙ্গ ও উৎকল দেশে প্রচার করেন । হাটপত্তন নামক একটি ক্ষুদ্র গ্রামে নরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয় রূপকচ্ছলে ইহা বিশেষ বর্ণিত করিয়াছেন, তাহা এস্থানে উদ্ধৃত হইল ।

যথা—

“প্রভু পাঠাইল তারে শ্রীবৃন্দাবন ।

তাহা যাই কৈল রূপ টাকশাল পত্তন ॥

(ক) “কারুণ্যের হইয়া রূপ অলঙ্কার কৈল”

“সোহাগা মিশ্রিত কৈল রস পরকীয়া”

“পাঁজা করি ঐরূপ গোমাঞি যবে থুইল ।

শ্রীজীবগোমাঞি তাহা গড়ন গড়িল ॥”

“নরোত্তম ঠাকুর আর শ্রীশ্রীনিবাস

অলঙ্কার ঝালাইয়া করিল প্রকাশ ॥”

এই রূপকের অর্থ পূর্ণ বিবরণেই বিবৃত হইয়াছে। সরলার্থ এই যে শ্রীমন্মহাপ্রভু শান্তি সঞ্চার করিয়া গোস্বামিগণকে শ্রীমদ্ভাবনে প্রেরণ করেন তাঁহারা সেই শক্তির বলে যে সকল গ্রন্থ রচনা করেন, শ্রীনিবাস ও নরোত্তম গোড়দেশে সেই শাস্ত্র ও তদীয় মত প্রচার করিয়া দ্বিগুণ হইতে দ্বিগুণতর উজ্জ্বল প্রভায় প্রভাসিত করিয়াছেন। শ্রীজীবের সমস্ত গ্রন্থ মধ্যে শ্রীগোপালচম্পু ব্যতীত আর রহে গ্রন্থ নাই। তাহার পৃথক্ গরিচয় আর দিব্য প্রয়োজন নাই। ইহার পূর্বভাগে ব্রজলীলা উত্তরভাগে পুরলীলা বর্ণিত আছে। এতাদৃশ দার্শনিক বৃহৎ কাব্যগ্রন্থ দৃষ্টি গোচর হয় নাই। শ্রীমদ্ভাগবতই ইহার আদর্শ।

“স জীবাত যশো যন্ত কীৰ্ত্তিযন্ত স জীবতি ।

যশঃকীৰ্ত্তি বিহীনস্ত জীবন্নপি ন জীবতি ॥”

“জীবতি সংকবিতগতিঃ ।”

কালিদাস গিয়াছেন, অভিজ্ঞান শকুন্তল, রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, মেঘদূতাদি অমৃতাম্রমান কাব্যমালা তাঁহাকে চিরজীবিত রাখিয়াছে। ভবভূত শ্রীহর্ষাদি ভারতরত্ন কাব্যগণ গিয়াছেন, উত্তর রামচরিত নৈষধচরিত তাঁহাদিগকে চিরজীবিত করিয়াছে, বতকাল গুণের গৌরব থাকিলে, লিপিনাশা বর্তমান থাকিলে, তাঁহারা সর্ববৃন্দের কণ্ঠে কণ্ঠে শ্রবণে শ্রবণে বাস করিবেন। শ্রীজীবগোস্বামীগণকে আমরা গোড়ীয় বৈষ্ণব হইয়া এই শ্রেণীর চিরজীবিত বলিয়া নিশ্চিত নহি। আমরা ত ওকথা বলবই, তাহার উপর বলব শ্রীভগবান্ যেমন নিত্য অবিনশ্বর, তাঁহার পার্শ্বদ্রুদাদিও সেই মত নিত্য অবিনশ্বর। তাহাদের আবির্ভাব আর তিরোভাব নাই।

“দাসাঃ সখায়াঃ পিতরৌ প্রিয়স্ত চ হরেরিহ ।

সৰ্কে নিত্য মুনিশ্রেষ্ঠ ! তন্তুল্যগুণশালিনঃ ॥”

(পাশ্চ, পাতালখণ্ড ৫২ অঃ)

আমাদের ভক্তিরাজ্যের সেনাপতি শ্রীজীবগোস্বামী দেহত্যাগ করেন নাই, তাঁহাদের দেহ অপ্রাকৃত । দয়া করিয়া প্রপঞ্চ গোচর হইয়া জীবশিক্ষা দিয়া জীব এক্ষণে নিত্য গোলোকে নিত্যদীপ্যপ্রবিষ্ট হইয়া নিজ প্রাপক্লভ শ্রীযশোদানন্দনের সৰ্ব্বাধিক প্রিয়তমা শ্রীভ্রজেশ্বরী শ্রীমতী রাধারানী গণের বিলাসমঞ্জরীরূপে কাস্তসেবায় আনন্দে বিচরণ করিতেছেন । সাধনশীল বৈষ্ণব, প্রেমনেত্রে দেখ, দর্শন পাইবে । আমাদের সে শক্তি নাই, সেইজন্ত বেদ বেদান্ত পুরাণ দর্শন সংহিতা জ্যোতিষ ব্যাকরণ ছন্দঃ অলঙ্কার কাব্যের মহাগুরু, পরপক্ষদমনে সেনানী কান্তিকের ভক্তির চরম প্রেমভক্তি মন্দাকিনীর রাজহংস প্রগাঢ় জ্ঞানভক্তি সাগরের এক মাত্র আশ্রয় তরী শ্রীজীবের চরণ স্মরণ করিয়া তাঁহার শ্রীচরণে অসজ্জা প্রণতি করিয়া তাঁহায় পবিত্র জীবনগাথা এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র প্রবন্ধেই শেষ করিলাম । এই জীবনীতে কেবল জীবন ঘটনার স্থলাংশ লিখিত হইল । গুণগৌরব ও গ্রন্থ সমালোচনা করা হইল না । তাহাতে একখানি পৃথক্ গ্রন্থ হইয়া পড়ে তাহা সুদী পাঠকগণ স্বয়ং দেখিয়া লইবেন ।

শ্রীজীবস্ত পদারবিন্দমুগলং বন্দামহে সৰ্বদা ।

দাঙাকল্পতরোঃ কৃপা দমনসো দীনৈকবাক্যোঃ প্রভোঃ ।

শ্রীমদ্রূপসনাতনাবিন্দুকমলে ভূজায়মানাঙ্গনো

যেন শ্রীভগবন্তুহর্দ্যপিত্তেঃ সিদ্ধান্ত আবিষ্কৃতঃ ॥

নমো নমঃ শ্রীজীবচরণোভ্যো নমঃ ॥

প্রণত—

শ্রীরাঙ্গনিহাজিসাধ্যাতীর্থ ।

৩। টীকাকারের জীবনী।

শব্দার্থবোধিকা টীকার প্রণেতা

শ্রীমন্নিত্যানন্দ বংশীয় ৬বীরচন্দ্রগোস্বামী প্রভুপাদের

সংক্ষিপ্ত চরিত্র।

জন্ম সন ১২১৬। ১লা বৈশাখ।

অগ্রকটক সন ১২৯৩। ১৭ই ভাদ্র।

(জীবনকাল—৭৬ বৎসর ৪ মাস ১৬ দিন ২৥ প্রহর।)

বর্দ্ধমান সহরের দ্বাদশ ক্রোশ দূরে বর্তমান ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেল লাইনের কড লাইনের মানকর ষ্টেশনের অনতিদূরে মাড়ো নামে এক বিখ্যাত গ্রাম আছে। এই গ্রামে বহুদিন হইতে শ্রীমন্নিত্যানন্দ বংশীয় গোস্বামি-প্রভুগণ বাস করিয়া থাকেন। এই বংশের ঈজ্ঞগ রত্ন ৬কিশোরীমোহন গোস্বামী মহাশয় সর্বগুণে ভূষিত। তাঁহার দুই বিবাহ। এক পত্নীর গর্তুজাত ৬রঘুনন্দন গোস্বামী ইহার সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায় বহুতর গ্রন্থ থাকিলেও একমাত্র সপ্তকাণ্ডায়ক “রাম-রসায়ন” গ্রন্থই তাঁহাকে চিরজীবী করিয়া রাখিয়াছে। অপর পত্নীর গর্তুজাত ৬বীরচন্দ্র গোস্বামী। ইনিই শ্রীগোপাল চম্পুর টীকাকার। ইহার অপর গ্রন্থ অনেকগুলি আছে তন্মধ্যে কতিপয় নাম প্রদত্ত হইল। যথা—১। চোদ্যাহারিকা (শ্রীমদ্ভাগবতের পুরুষপক্ষ ভঞ্জন)। ২। সন্দেহভঞ্জিকা (ভাগবতের টীকা)। ৩। ভাবপ্রকাশিকা। ৪। মনোদূত (খণ্ডকব্য)। ৫। কৃষ্ণলীলার্ণব (মহাকাব্য)। ৬। সদাচারদেশিকা। ৭। মাদুর্য্যাকাংশিনী। ৮। গোরলীলা-কথা। ৯। পরতত্ত্ব রত্নাকর (বেদান্ত)। ১০। সম্মতভূষিতা। ১১। ব্রজরমা-পরিণয় (বৃহৎ নাটক)। ১২। ভাবতরঙ্গিনী (দশম স্কন্দের পদ্যানুবাদ—এখানি অনেক দিন হইল কালীপুর কড়িয়ার সেন বাবুরা মূল শ্লোক সহিত মুদ্রিত করিয়াছেন)। ১৩। গদহারিসুধার্ণব (চিকিৎসা গ্রন্থ)। ১৪। জ্যোতিষরত্নাকর (জ্যোতিষ গ্রন্থ)। ১৫। ধাতুপদ্ধতি। ১৬। স্তোত্রার্থদীপিকা (দ্রুতবোধ ব্যাকরণের টীকা)। ১৭। রসিকরঙ্গদ। (শ্রীরূপ গোস্বামিকৃত পদ্মাবলীর টীকা) এখানি ৬রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন মহাশয় মুদ্রিত করিয়াছেন। ১৮। গোরলীলার্ণব (বাঙ্গালা ভাষায়)। ১৯। পাষাণমুদগর (বাঙ্গালা)। আমরা যে তালিকা প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাই প্রকাশ

করিলাম, শুনিয়াছি ৮বীরচন্দ্র প্রভুর আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক আছে । উক্ত প্রভু বীরচন্দ্র ভগবন্তিত্যানন্দ প্রভু হইতে অধস্তন নবম পুরুষ । নিম্নলিখিত তালিকাতে তাহা জ্ঞাত হওয়া যায় । যথা—(পূর্ব নাম পিতা, পর নাম পুত্র) । শ্রী শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ১ । বীরভদ্র ২ । গোপীজনবল্লভ ৩ । রামগোবিন্দ ৪ । রামেশ্বর ৫ । নৃসিংহ দেব ৬ । বলদেব ৭ । কিশোরীমোহন ৮ । বীরচন্দ্র ৯ ।

উল্লিখিত কিশোরীমোহন হইতে এই মাড় বংশের বিস্তার যথা—কিশোরীমোহনের ৭ পুত্র । সঙ্কর্যণ ১ । মধুসূদন ২ । রঘুনন্দন ৩ । রামমোহন ৪ । নারায়ণ ৫ । গোবিন্দ ৬ । বীরচন্দ্র ৭ ।

১ । সঙ্কর্যণের বংশ—৮পরমানন্দ, ৮সুধাকৃষ্ণ, ৮যশোদানন্দন, শ্রীগোপাল ।

২ । মধুসূদনের বংশ—৮প্রাণবল্লভ, ৮গোপীবল্লভ (দুই ভ্রাতা) । প্রাণবল্লভের পুত্র শ্রীবিধুজীবন । গোপীবল্লভের পুত্র ৮পুলিনবিহারী । তৎপুত্র শ্রীললিতমোহন ।

৩ । ৮রঘুনন্দের দুই পুত্র মাধবানন্দ ও জয়গোপাল । মাধবানন্দের পুত্র পুরুষোত্তম, তৎপুত্র বিনোদবিহারী, তৎপুত্র শ্রীযুগলকিশোর ও শ্রীরামকৃষ্ণ । জয়গোপালের পুত্র শ্রীব্রজমোহন ও শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ।

৪ । রামমোহনের পুত্র—শ্রীমসুন্দর তৎপুত্র ৮দেবেন্দ্রনাথ, তৎপুত্র শ্রীব্রজ-
দুলাল ও হৃষীকেশ ।

৫ । নারায়ণের পুত্র শ্রীবলভদ্র, তৎপুত্র শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ও শ্রীনিকুঞ্জ-
বিহারী ।

৬ । গোবিন্দের পুত্র ৮বিষ্ণুচন্দ্র, তৎপুত্র শ্রীজানকীবল্লভ ।

৭ । বীরচন্দ্রের দুই পুত্র ৮হরিপ্রসন্ন ও শ্রীশ্রীপোপাল । ৮হরিপ্রসন্নের পুত্র শ্রীরেবতীরমণ ও শ্রীরাধারমণ । শ্রীশ্রীগোপালের পুত্র শ্রীব্রজমোহন ও শ্রীগোপেন্দ্রমোহন ।

উল্লিখিত ধারার মধ্যে বর্তমানকালে ৮বীরচন্দ্র নন্দন প্রভুপাদ শ্রীগোপাল গোস্বামীই বিখ্যাত পণ্ডিত । সমগ্র বৈষ্ণব গ্রন্থে ইহার প্রগাঢ় জ্ঞান । অধিক কি বর্তমান গোস্বামিসম্প্রদায় মধ্যে ইহার সমকক্ষ বৈষ্ণব শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত বিরল ।

প্রভুপাদ ৮বীরচন্দ্রগোস্বামী মহোদয়ের জীবনীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের অন্তর্ভুক্ত বর্তমান তৎপুত্র প্রভুপাদ শ্রীশ্রীগোপালগোস্বামী মহোদয়কে আমি পত্র লিখিয়াছিলাম। তদন্তরে তিনি যে বিবরণী পাঠাইয়াছেন তাহাই অবিকল প্রকাশ করা গেল। উক্ত বিবরণীর সারোদ্ধার করিলেও চলিত, কিন্তু বাঁহার জীবনী, তাঁহার নিজ পুত্র যে ভাবে যে ভাষাতে লিখিয়াছেন, তাহাও স্থায়ী রাখা সম্ভব, এজন্য তাঁহার কোনও পরিবর্তন না করিয়া অবিকল প্রকাশিত হইল। যথা—

“শ্রীহরিঃ। মাড়গ্রামনিবাসী মহামহোপাধ্যায় শ্রীল শ্রীযুক্ত বীরচন্দ্রগোস্বামী প্রভুপাদের জীবন চরিত্র বর্ণন।

উক্ত প্রভুপাদের পরম পাবিত্র ও পরম রমণীয় অথচ অতীবশোচনীয় জীবন-চরিত্র রচনা বিষয়ে আমরা কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি, কিন্তু তাদৃশ অপ্রাকৃত মহাজনের জীবন চরিত্র বর্ণনাবশ্যে মাদৃশ প্রাকৃত জীবগণের বুদ্ধবৃত্তির বিশেষরূপে স্মৃতি হওয়া নিতান্তই অসম্ভব, যদি অজ্ঞানানু পদংসকারিণী তদীয়কুপাদেবী অস্মদাদির দেহঘটে অনবচ্ছিন্নরূপে আবির্ভূতা হইয়া অন্ধকার পদংস করেন তবেই আমরা অনায়াসে সকলে সফল মনোরথ হইব ইহার আর সন্দেহ নাই।

মহাত্মা বিদ্বদ্ভূত বরিষ্ঠ বিগত ১৭৩১ শকাব্দে (সন ১২১৭) শ্রীশ্রীভগব-মিত্যানন্দবংশাবতংগ বিবিধবিদ্যাবিতরণশীল শ্রীল শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন গোস্বামী প্রভুর পুত্ররূপে বৈশাখ মাসের শুভবাসরে রাত্রি ৪৬ দণ্ড সময়ে জন্ম-গ্রহণ করেন, কিন্তু অতিদ্রুতের বিষয় এই যে, ইনি জন্মগ্রহণ করিয়া পিতৃমুখ দর্শন করিতে পান নাই কারণ ইহার জন্মের ৪ চারি মাস পূর্বেই তিনি পাতাই হাটে (কাটাচার দক্ষিণ পুন্নে) ভাগীরথী নীরে দেহত্যাগ করেন। তৎকালে এই মহাত্মা ৬ মাস গর্ভগত, কেবল ইহার অগ্রজ শ্রীসঙ্কর্ষণ গোস্বামী ও শ্রীমধুসূদন গোস্বামী ও জগদ্বিপ্যাত শ্রীরঘুনন্দন গোস্বামী শ্রীরামমোহন গোস্বামী ও শ্রীনারায়ণ গোস্বামী ও শ্রীগোবিন্দ গোস্বামী এই ছয় জন বর্তমান ছিলেন, ইহাদের মধ্যে পূর্ব ৩ জন ইহার বৈমাত্রেয় অপর ৩ জন স্বমাতৃগতজাত। ইনি জন্মান্ত্রেই অগ্রজগণের :পরম প্রিয়তম হইয়াছিলেন, এবং অগ্রজগণ ১৭৩১ শকাব্দের আশ্বিন মাসের বীরচন্দ্র এই নামকরণ অতি সমারোহে করিয়াছিলেন, পরে ১৭৩৬ শকাব্দে শুভদিনে অগ্রজগণের অধ্যাপক পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত গণেশ বিদ্যালঙ্কার মহাশয় ইহার বিদ্যারম্ভ করান, সেট অবধি উক্ত বিদ্যালঙ্কার মহাশয় মায় টকা ব্যাকরণ

ও সাহিত্য ও ব্যাকরণোপযোগী গ্রন্থ সমুদায় ১৪ বর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে অধ্যাপনা করান, তাহাতে ইনি বিশেষ ব্যাপ্তি লাভ করেন, এমন কি বালাকালাবধি যে যে গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তৎসমুদায় এতৎকাল পর্যন্ত আদ্যন্ত কণ্ঠস্থ ছিল, এতৎকালান্তরে নবম বর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে এই মহাত্মা বেদদীক্ষিত হইয়া প্রতিদিন ত্রিসঙ্কায় বেদবিহিত বৈদিককাণ্ড করণে অনবচ্ছেদে প্রবৃত্ত হইলেন । পাঠকগণ অবশ্যই তাঁহাকে জ্ঞাত থাকিবে, যিনি শ্রীশ্রীমদ্রামায়ন ও শ্রীরাধা-মাধবোদয় ও কৃষ্ণকলীসুধার্ণব ও শ্রীগোবিন্দমহোদয় প্রভৃতি অসংখ্যাসংখ্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, সেই মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতপুঞ্জ-পূজিত স্মৃতিপুত্ৰ শ্রী শ্রীযুক্ত রঘুনন্দন গোস্বামী তিনিই এই মহাত্মাকে তৎপর্যাবধি বেদান্ত ও শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণাদি ও ভক্তি রসামৃতসিন্ধু ও উজ্জল নীলমণি ও হরিভক্তিবিলাস ও গোবিন্দ-ভাষা ও পীঠকভাষা প্রভৃতি নানাগ্রন্থ ১৮ অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম মধ্যেই অধ্যাপনা করাইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার এই শাস্ত্র সমুদায়ে বেরূপ অধিকার হইয়াছিল তাহা এই ক্ষুদ্র লিপিতে লিখিয়া কি জ্ঞাত করিব । তাঁহার সহিত একবার বাহার বিশেষ শাস্ত্রীয় আলোচনা হইয়াছে, তিনিই বিশেষাবগত আছেন । পরে উনবিংশ বয়ঃক্রমে সরগ্রাম নিবাসী ৮বিধরূপ ঠাকুর মহাশয়ের উচিতার সহিত অতি সমারোহে (মহাষটপূর্বক) + তাঁহার উদ্ধাট হয়, তদনন্তর ইনি জ্যোতিষ শাস্ত্র স্মৃতি ও চিকিৎসা শাস্ত্র তন্ত্র ও মন্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিয়া একবিংশতি বর্ষে তত্তৎশাস্ত্র সমুদায়ে সনাধ্যায়ী সহচরগণের সহিত সনাতন মূর্তি শ্রীপুরুষোত্তম দেবের দর্শন নিমিত্তে সানন্দে রথযাত্রোপলক্ষে অলক্ষে যাত্রা করিয়া কতিপয় দীনাঙ্কে দিনান্তসময়ে সকলে সুখে সময় অতিবাহিত করণেচ্ছুক হইয়া এক কুৎসিতকর্ম্মকূলকারী কালকিস্কর সদৃশ পাষণ্ড জনসমূহ সঙ্কলিত গ্রামে উপনীত হইয়াছিলেন, সেই হুয়ায়া দম্ভাদল ইহাদের দেহের সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া সেই শরীরীতে আপনাদের হুস্তিসন্ধি সম্পূর্ণ করণাভিলাষে নীলাজিনাথ দর্শন সম্পূর্ণাভিলাষীদিগের প্রার্থনানুসারে আপাততঃ আবাসজন্ত জনশূন্য গ্রামান্তে একটা অর্গল রহিত আগারে নিয়োগ করেন, তদনুসারে ইহারা শমনালয় সদৃশ সেই ভীমসদনে সদলে সন্নিবেশিত হইয়া দেখিলেন যদ্যপি এই আবাসটি প্রকৃত

+ এই বন্ধুর অংশ শ্রীগোপাল প্রভু লিখিয়া কাটয়া দিয়াছেন ।

বাসোপাযোগী নহে তথাপি আর উপায়ান্তর নাই, কারণ রাত্রি প্রহরাভীত হইল। এইরূপ পরম্পরে কথোপকথন করিতেছেন, এমত সময়ে কতিপয় দম্ভ্য অতি-গোপনভাবে আসিয়া ইহাদের জাগ্রদাবস্থা দর্শন করিয়া তাহার অনতিদূরে অতি-দীর্ঘকায় অস্ত্র দম্ভ্যদিগকে কহে, ভাই! ইহারা এখনও নিদ্রিত হয় নাই, এক্ষণ চল, এই বলিয়া তাহারা চলিয়া গেল। দম্ভ্যগণের এই কথাটি এই মহাত্মার শ্রবণপুটে প্রবেশিত হইবামাত্র সকলকে গবিশেষ অবগত করিবামাত্র সকলেই স্থান হইতে প্রস্থান করিয়া কিয়ৎক্ষণ পরে দেখিলেন নভোমণ্ডলে সেরূপ আর নক্ষত্রজ্বালার জ্যোতি নাই, ক্রমেই ত ঘনচয় ঘন ঘন গর্জ্জন করিয়া ঘোর অন্ধ-কারে চতুর্দিক আচ্ছন্ন করিল, ক্রমেই আবার বিন্দু বিন্দু জলধারাও পতিত হইতে লাগিল, এবং নিরন্তর অশনি নিপাত শব্দে জগৎ গম্ভীত করিল, এবং অন্ধকারে দৃষ্টিপথ রুদ্ধ হইল, কি করেন, মহাবিপদে পতিত হইলেন, আবার দেখিলেন দম্ভ্য-গণ সকলে এক এক মশালের আলোক ধারণ করত গ্রাম হইতে বহির্গত হইয়া তাঁহাদের পূর্বনির্দিষ্ট বাস গৃহাভিমুখে অভিমুখ করিল, তৎকালে ইহারা একটা মাঠে পড়িয়া ইতস্ততঃ করিতেছেন, দৈববশতঃ ঘন ঘন বিদ্যুৎপূঞ্জ প্রভায় একটা বৃহৎ বটবৃক্ষ দৃষ্টিগোচর হইল, সেই স্থানটা গ্রাম হইতে প্রায় এক মাইল রাস্তা হইবে, ইহারা সেই বৃক্ষনামাল কোটরে (ক) সকলে অতি গোপনভাবে রহিলেন, দেখিলেন দম্ভ্যগণ আমাদের অবেষণে এ পর্য্যন্তও ক্ষান্ত হয় নাই, এইরূপে সকলে অতি ধীরে ধীরে চাহিতেছেন, এমত সময়ে সেই দম্ভ্যগণ সেই বৃক্ষের অনতিদূর দিয়া পুনরায় গ্রামাভিমুখে গমন করিল, তৎকালে ইহাদের এই ঘোর বিপদ হইতে মুক্তি পাইবার আশা হইল। যাহা হোক জগন্নাথ দেবের কৃপায় আর তাহারা পুনরাগমন করিল না, ক্রমে রাত্রি তখন প্রায় শেষ হইয়া উঠিল এবং নভোমণ্ডল নিৰ্ম্মল হইবার উপক্রম হইল, জলধারা নিবৃত্তা হইল, তখন দেখিলেন বৃক্ষটি অতি বৃহৎ তাহার চতুর্দিকে নামাল নামিয়া তন্মধ্যবর্তী স্থানটি অতি রমণীয় আশ্রমের স্থায় হইয়াছে। ইহারা ঘোড়শ জন সেই বৃক্ষ কোটরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া জীবন পাইলেন, আর ক্ষণকালও সেখানে থাকিলেন না।

(ক) বটগাছের যে সব শিকড় উপর হইতে নামে উহাকে নামাল কহে। মূর্শিদাবাদে-বওরা কহে।

টাহাদের সেই জীবনদাতা বৃক্ষটাকে অসম্ভ্যাসম্ভা প্রণাম করনানন্তর তথা হইতে পরিভ্রাণ পাইয়া ক্রমে ক্রমে শ্রীশ্রীপুরীতে উপনীত হইলেন, এবং সেস্থানে শ্রীশ্রীমহাপ্রসাদ-ভোজন-বর্দ্ধিত লালসায় দ্বাদশ দিবস বাস করিয়া প্রতিদিন গরুড়স্তম্ভের পশ্চাদ্দেশে সর্বদা অবস্থান করত সম্মুখবর্তী শ্রীশ্রীমন্দিরে সাক্ষাৎ বিরাজমান পূর্ণব্রহ্ম নীলাচলপতি শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবকে দর্শন করত কদাচিত্ অঙ্গের অতিশয় বৈবণ্য, এবং স্তম্ভ এবং কদাচিত্ অক্ষুট বচন এবং অতিকম্প কদাচিত্ রোমাঞ্চ ধারণ করিয়াছিলেন, এবং কদাচিত্ মহাপ্রেমোন্মাদে মত্ত হইয়া উন্নতের ত্রায় ক্ৰটিং হস্ত ক্ৰচির্নৃত্য ক্ৰটিং ক্রন্দন করত ক্ষারতনয়ন-নিরানকরে স্বকীয় দীর্ঘোজ্জল তরুটী স্নাপিত করিয়াছিলেন এবম্বূত এই মহাপুরুষ শ্রীরথযাত্রার দিবসে স্বর্গণের সহিত রথোপরি শ্রীশ্রীবামনদেব দর্শন নিমিত্তে রথায় আগমন করিয়া প্রেমানন্দে সচ্চিদানন্দময় শ্রীমূর্তি মুহুমূহঃ নিরীক্ষণ করত সেই কৃষ্ণানন্দের রথাকর্ষণ নিমিত্তে রথাকর্ষণ রজ্জু করে করিয়া ধারণ করিলেন এমত সময়ে ব্রহ্মকুলোদ্ভবা পঞ্চদশবর্ষবয়স্কা বিধবা একটী নারী এই মহাপুরুষের পাদতলে পতিতা হইয়া নয়নসলিল ধারায় ধরনৌ সিক্ত করিয়া কহিল তাত, আমার জগজ্জনবন্ধু শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করাইয়া আমাকে উদ্ধার কর অদীরার এই কথা শ্রবণ করিয়া অতিকরুণশীল সেই কাতরার করে ধারণ করিয়া উত্তোলন করত জিজ্ঞাসা করিলেন, মা তোমার কি হইয়াছে, তখন সে কহিল, বাবা, তুমি আমার শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবকে দর্শন করাও, ব্রাহ্মণীর পুনঃ প্রার্থনায় এই কথা শ্রবণ করত তৎকারণ সমুদায় পরিশেষে আত্মাতেই অবগত হইয়া করুণ কটাক্ষে তৎপ্রতি নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন মা, ঐ রথোপরি ব্রহ্মমূর্তি এখন তুমি নির্ঝিল্লি দর্শন কর । কিন্তু এই মহাত্মা মহাজনতাহেতুক সেস্থানে আর থাকিতে পারিলেন না, সহচরগণের সহিত আরাট্রিক দর্শন করণানন্তর জীলোকটীর বৃত্তান্ত হেতুবাদ দ্বারা পরস্পর পথিমধ্যে নির্ণয় করিতে করিতে সন্ধ্যার সময় বাসায় আসিয়া উপবেশন করিলেন । এইরূপে সেই পূর্ণাঙ্কেত্রে ক্ষেত্রজাত্রয়ের মহাপ্রসাদ ভোজনাদি করণানন্তর দ্বাদশ দিবসান্তে অন্তকের অন্তকারী সাক্ষাৎ ব্রহ্মজ্ঞানন্দন শ্রীসাক্ষিগোপালের দর্শনাকাজ্জ্বল কটকে যাত্রা করিলেন । সেস্থানে মহানন্দে শ্রীানন্দনন্দনের মুখারবিন্দ দর্শন করিয়া পরদিন প্রভাতে ভবভয়কুলহারী কুলদেব শ্রীশ্রীরাধামাধককে স্মরণ করিয়া তথা হইতে শ্রাবণ মাসের শেষে নির্ঝিল্লি

স্বভবনে উপনীত হইয়া শ্রীকুলদেবকে প্রণাম করণানন্তর পূজাবর্গ পদে প্রণত হইয়া তত্তৎকর্তৃক আশীর্বাদিত হইলেন এবং কনিষ্ঠবর্গের প্রণতি গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে আশীর্বাদ করিলেন । তদনন্তর এই মহাত্মা পরদিন হইতে পূর্বের ত্রায় নিত্যকার্য্য সন্ধ্যাবন্দনাদি ও শ্রীভগবৎপূজা ও শ্রীপুরাণ পাঠাদি সমাপন করত পূর্বপূর্বাধ্যাপিত গ্রন্থ সমুদায় স্বয়ং পর্যালোচনা করিতে এবং অধিজিগাম্য পৃষ্ঠকগণের অধ্যাপনা বিষয়ে নিযুক্ত হইলেন । এইরূপে প্রতিদিন প্রাতঃকালে নিত্যক্রিয়া বৈদিকী সন্ধ্যা তান্ত্রিকী সন্ধ্যা স্তবপাঠ বন্দনাদি সমাপন করত মধ্যাহ্নে পূর্বের ত্রায় নিত্যক্রিয়া করণানন্তর বৃহৎপূজাপদ্ধত্যনুসারে যন্ত্রে শ্রীভগবৎপূজা তদনন্তর শ্রীমহাপ্রসাদ ভোজন করত সায়াহ্নে সায়াহ্ন কার্য্য সমাপন করিতেন এবং বৈষয়িককার্য্য ও নানা গ্রন্থ রচনা ও অপরাপর নানা গ্রন্থ লেখনাদি করিতেন । এবং এই মহাত্মা বিনা মূল্যে ঔষধ বিতরণ করিয়া রোগগ্রস্ত অসম্মা রোগীর রোগ নির্মূল করিতেন, ইহা যে রোগী তাঁহার নিকটস্থ হইয়াছিলেন তাঁহারাই বিশেষরূপে জানেন, এবং ইহা জগৎ মধ্যে প্রায় সর্বত্র বিখ্যাত আছে ইহা বলিলেও অত্যাুক্তি হয় না । এই মহাত্মার সদৃশ অনলস পুরুষ দেখা যায় না । যেহেতু পুরোহিত্যধিত নানা কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়াও এত বিজ্ঞোত্তম অসম্মাসম্মা গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন । যে যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তাহা পশ্চাৎ বর্ণনা করিব (ক) ।

অপর ; এইরূপ এই মহামহোপাধ্যায়ের নানাশাস্ত্রবিষয়গৌ মহতী নিপুণতা শ্রবণ করিয়া মদরংগেমৎ বনয়ারী আবাদস্থ মহারাজাধিরাজ বড়হুজুর বাহাদুর প্রভৃতি ৩ জন মহোদয় শ্রীমদ্ভাগবত ও গোস্বামিশাস্ত্র ও অপরাপর ভক্তিশাস্ত্রসমূহ সর্বদা শ্রবণকাজ্জফায় স্বভবনে অতিসমাদরের সহিত এই মহোদয়কে সমধিবাসিত করেন । ইনিও তৎকালাবধি প্রতিদিন পরমাদরে রাজপুজার্ত হইয়া অতি যৎসহিত ৪৫ পঞ্চচত্বারিংশৎ বর্ষ কালাতিপাত করিয়া মহারাজদিগকে ধর্মোপদেশ করিয়াছেন । মধ্যে ২ একবার করিয়া স্থালয়ে ২৪ মাস (বাস) করিতেন । ইতিপূর্বে সন ১২৭৫ সালে রাজধানী বনয়ারী আবাদ হইতে মধ্যম হুজুর বাহাদুরের সহিত ফাহনমাসে শ্রীশ্রীবৃন্দাবনধাম দর্শনোপলক্ষে গমন করিয়া গয়াক্ষেত্রে গদাধরের পাদপদ্মে পিণ্ড প্রদান করতঃ কৃতান্তের করাল কবল হইতে অনার্সাসে উত্তীর্ণ হইবার আশায় পর্ততস্থ

(ক) গ্রন্থের পরিচয় ও বংশধারা আমরা পূর্বেই লিপিবদ্ধ করিয়াছি ।

শ্রীগোপাল দেবের হস্তে পিণ্ড প্রদান করিয়া, কৃতান্তকারীর পাদকমল কমল-
করে ধারণ করিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, হে ভগবন্! আপনি আমার এই
দেহান্তে স্বদায় হস্তার্পিত এই পিণ্ডটী গদাধরের পাদপদ্মে প্রদান করিয়া এই
অকৃতজ্ঞ মহাপাতকীকে পরিত্রাণ করিবেন। এইরূপ পিড়িপিণ্ড ও ভাবী
ভদ্রাশঙ্কায় আশ্রয়পিণ্ড দান করিয়া শ্রীশ্রীকাশীধামে বিবেকরকে দর্শন এবং
মণিকর্ণিকায় স্নান এবং তথায় ত্রিরাত্র বাস করণানন্তর তথা হইতে গমন করিয়া
প্রয়াগতীর্থে গমন করিয়া ততীর্থে করণীয় কার্য্য সমুদায় সম্পূর্ণ করতঃ সেই
স্থানে ত্রিরাত্র বাস করণানন্তর তথা হইতে গমন করিয়া শ্রীশ্রীরদাবনধামে উপনীত
হয়েন। সে স্থানে প্রায় তিন মাস অবস্থিতি করিয়া শ্রীশ্রীমহাপ্রসাদ ভোজন
এবং প্রতিদিন প্রভাতে পরমপবিত্রকর সেই পরাৎপর পরমানন্দ পরব্রহ্ম
ভগবান্ শ্রীগোপপতি-পুত্রের পাদসরোজরঞ্জে অহুরাগের সহিত সেই সঙ্কীর্ণ
কলেবর রঞ্জিত করিয়া, গোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন এবং শ্রীগোবর্দ্ধনাদি
দর্শন করত পরমানন্দে পুর্ণকিত হইয়া ব্রহ্মপুরবাসী ব্রহ্মবাসিগণের সুমধুর
গানে নিরন্তর অন্তরালের পুঞ্জপরিপূরিত পবিত্র বাটীকা-বহির্দ্বারে দানের শ্রায়
দণ্ডায়মান হইয়া গৃহবাসিগণের নিকটে করপুটে মাধুকরী প্রার্থনা করিয়া স্বীকার
করত আপাততঃ তাৎকালিক স্বকীয় মনোরথ পরিপূর্ণ করিয়া পরিশেষে
স্বীয় আবাসে আগমন করিয়া পুনরার পূর্বের শ্রায় পর দিন হইতে পূর্ব পূর্ব
কার্য্যকরণে প্রবৃত্ত হইলেন।

অপরং কি আশ্চর্য্য আমরা তাহার শ্রীমুখে শ্রবণ করিয়াছি। এই মহাশ্রায়
প্রায় অষ্টতিবর্ষ পর্য্যন্ত বয়ঃক্রম হইয়াছিল, এতৎকাল মধ্যে কেবল ইহার
৩ বার পীড়া হইয়াছিল, একবার সপ্তম বর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে জ্বর, আর একবার ৪০
চত্বারিংশৎ বর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে বনরাজ্যে আবাদে বিমুচিকার পীড়া এবং বিগত
সন ১২৮৪ সালের আখিনে ঐ রাজধানীতে ভয়ানক জ্বর হইয়াছিল। আমরা
মনে করিয়াছিলাম বিদ্বৎকুলচন্দ্র বীরচন্দ্র এইবারেই খসিয়া পড়িলেন,
কিন্তু অসুদাদি চকোরগণের পরম ভাগ্যবশতঃ পুনরার এই ধরামণ্ডল প্রকাশ
করিয়া নিরন্তর সেই নবীন নীরদবর্ণ নন্দনন্দনের লীলাবর্ণনামৃত বর্ষণ করিয়া
অসুদাদি চকোরগণকে জীবিত করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই জ্বর একেবারে
নিবৃত্ত হয় নাই মধ্যে মধ্যে হইতই। একে বৃদ্ধ তাহাতে মধ্যে মধ্যে জ্বর;

ইহাতে সম্প্রতি কিছুদিন অতি দুর্বল হইয়াছিলেন, ফলতঃ এত দুর্বল হইলেও ক্রমশঃ শাস্ত্রালোচনা রুদ্ধ হইয়াছিল, এমন কি প্রায় রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত স্বপ্ন ভোগ দেহে শ্রীশ্রীগোপালচম্পূর চিত্র রচনা করিতেন। ঐ চিত্রকার সম্পূর্ণতত্ত্ব অতি ব্যগ্র হইয়াছিলেন, কিন্তু ক্রমশঃ শরীর শীর্ণ হইতে লাগিল তাহাতেও রচনার ক্ষান্ত নাই। পরিশেষে বিগত ১২৮৮ সালে উক্ত চিত্রকার সম্পূর্ণ করিয়া কহিলেন, আমার এরূপ আশা ছিল না যে, এইরূপ দুর্বল প্রস্থের চিত্রকারিয়া উঠিব কিন্তু তাহাতে অল্প শ্রীশ্রীকুলদেব শ্রীরাধামাধব দেবের কৃপায় কৃতকৃত্য হইলাম, নচেৎ সর্বদা রোগ-সঙ্কুচিত চরমাবস্থায় আমার আশাশ্রিতিকা ইদানীং কি অমৃতময় সম্পূর্ণ ফল ধারণ করিতে পারেন। যাহা হউক আমার চরমাবস্থায় এই চরম কার্যের সম্পূর্ণতালাভে যে প্রকার আনন্দ লাভ করিয়াছি সে প্রকার স্বকৃত কাব্য শাস্ত্র মাধুর্য্য-কাদম্বিনী ১। শ্রীকৃষ্ণলীলারব ২। মনোদূত ৩। ব্রজরম্যপরিণয় নাটক ৪। বেদান্তশাস্ত্রাবলম্বক বৈতবাদ পরতত্ত্ব-নির্ণয় ৫। তট্টীকা ৬। অদ্বৈতবাদ বেদান্ত-সিদ্ধান্ত-সার ৭। পদ্যাবলীর চিত্রিকা ৮। ইত্যাদি (পুস্তক লিখিত গ্রন্থ) রচনা করিয়াও এতাদৃশ আনন্দলাভ করি নাই।

এই মহাত্মা বাল্যকালাবধি স্বধর্ম্মানুগামী ছিলেন, প্রতিদিন বৈদিকী ও তান্ত্রিকী নিত্যক্রিয়া ও শ্রীভগবৎ-পূজা ও শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণাদি পঠ্য অবিচ্ছেদে করিতেন। সম্প্রতি তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীশ্রীগোপাল গোস্বামীর শাস্ত্রজ্ঞাননৈপুণ্য কালাবধি প্রতিদিন প্রাতঃকালে উক্ত গোস্বামীর মুখে শ্রীশ্রীভাগবতের পঞ্চাধ্যায়ী (রাস) ও শ্রীভগবদ্গীতার ১ অধ্যায় শ্রবণ করিতেন। অপরপূর বিহিত কণ্ঠ নিজে করিতেন। এবং সন্ধ্যাকালে তুলসীকাণ্ড-নির্মিত মালাতে প্রায় ২ ঘণ্টা কাল শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-নাম জপ করিতেন। ২০/৩৬

অপরং উক্ত মহাত্ম্যের আত্মীয় ইয়ত্তায় প্রায় আসন্ন কাল জানিয়া শ্রীশ্রীবৃন্দা-বনধামে বাস করিব এই কথা গত সন ১২৯২ সালের আশ্বিনে ব্যক্ত করেন, তাহা তদীয় আত্মবন্ধু সকলে জ্ঞাত হইয়াছিলেন, এতৎ তদীয় ছাত্র সহর ব্রহ্মদেবাদের অন্তর্গত ষাটবন্দরস্থ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র গোস্বামী (ক) যিনি মহারাগী

(ক) এই মহামহোপাধ্যায় নিত্যধামগত শ্রীমদ্বৈত-বংশ ৮কৃষ্ণচন্দ্র গোস্বামী প্রভুপাদই মাদ্রাজ অধম এই শ্রীগোপালচম্পূ প্রস্থের অনুবাদক ও সম্পাদকের অধ্যাপক। ইহার স্বায়

স্বর্ণময়ীর সভাপণ্ডিত ইনি ঐ মহামুভবের ক্রমশঃ শরীরের নীর্ণণাবস্থা পত্রিকাদ্বারায় অবগত হইয়া সন ১২৯২ সালের পৌষ মাসায় এক পত্র লেখেন যে, প্রভুপাদ যদ্যাপ শ্রীশ্রীবৃন্দাবন ধামে বাস করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তবে আর ক্ষণকালও বিলম্ব করিবেন না, তাহাতে উক্ত গোস্বামী যে প্রত্যুত্তর পত্রে লেখেন তুমি এত চিন্তিত হইতেছ কেন, আমার সে স্থানে বাস করিবার সময়ের আরও কিছুদিন বিলম্ব আছে। কিন্তু তৎকালাবধি পূর্বাপেক্ষায় শরীর কিঞ্চৎ সবল হইতে লাগিল, এমন কি ক্রমশঃ প্রায় অন্ধক রোগের উপশম হইয়া উঠিল। এইরূপে সন ১২৯৩ সাল প্রবৃত্ত হইলে পর, শ্রীধাম যাইবার উদ্দেশ্যে করিতে আরম্ভ করিতে লাগিলেন। অগ্রে পুত্রদ্বয়কে শ্রাবণ মাসের ১৬ রোজে বিষম্ববিভাগ করিয়া স্বীয় পত্নীর পারিপোষ জন্ত একটা ডতল করিয়া দিয়া তৎপরদিনে শ্রীশ্রীকুলদেবকে কিঞ্চৎ পকান্নাদি ভোগ দিয়া সেই মহাপ্রসাদ ব্রাহ্মণে বিতরণ করতঃ স্বয়ং কিঞ্চৎ গ্রহণ করিলেন। তদনন্তর ২৪ শে শ্রাবণে প্রাতঃকালে গ্রামস্থ ভদ্র ভদ্র জন সমূহকে আনাঠিয়া তাঁহাদিগের নিকট আশ্রয়ভাব প্রকাশ করিলেন, তাহাতে সকলে কহিলেন, আগামী পরশ্বাবধি আপনকার শ্রীশ্রীকুলদেবের হিন্দো-যাত্রা আরম্ভ হইবে অতএব এই কএক দিন আপনি এখানে থাকিলে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইব। তাহাতে কহিলেন,

ভগবান্ মহাপণ্ডিত দৃষ্টিগোচর হয় নাই। শ্রীমভাগবত মুক্তবোধ, হরিতত্ত্ববিলাস প্রভৃতি গ্রন্থে ইহার আভাস নৈপুণ্য ছিল। কবিতাপূরণ-কাণ্ডে ইনি অত্যন্ত পারগ ছিলেন। যৎকালে ৩৭ রাজীবলোচন যার বাহাদুরের আমলে কাশীর বাজার রাজধানীতে প্রসিদ্ধ বিদুষী রম্যাবাই আসেন তৎকালে ইহার সংস্কৃত কবিতা পুরণের কথা পণ্ডিত সমাজে বহুল বিস্তৃত হয়। অনর্গল সংস্কৃত ভাষায় বিশুদ্ধ কথোপকথন করিতে আমরা ইহার মত দ্বিতীয় ব্যক্তি দেখি নাই। সৈয়দাবাদে ৩ মাণিক্যচন্দ্র চক্রবর্তী মহোদয়ের বাটীতে শ্রীশ্রী ৩৭ হরিশভা ইহারই স্থাপিত। মুক্তবোধ পড়িয়া পার্শ্ববাসী মহাভাষ্যের পণ্ডিতের সঙ্গে বিচারে জয়ী হওয়া এই মহাশয়ের দ্বারাই লক্ষিত হইয়াছে। কাশীবাজার রাজমন্ডাপে এক সংস্কৃত ভাষার কথোপকথনে সমস্ত দার্শনিক পণ্ডিতকে পরাস্ত করিয়া ইনিই খ্যাত লইয়াছিলেন। ইনি নানাবিধ ২৭ বৎসর ইংল ৩৭ ধাম লাভ করেন। ইহার দুই ভ্রাতা শ্রীপূর্ণচন্দ্র গোস্বামী এম্ এ, ও শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র গোস্বামী বর্তমান। আদি বাস নদীয়া খুয়সিদপুর চংলা। ৩ প্রভুপাদের পত্নী এক্ষণে ঘাটবন্দর বাসায় বাসাকরেন। উক্ত চক্রবর্তীর ভবনে কিছু সঞ্চিত ধন আছে তাহার উপসহে জীবিকা চলে পূর্ণ প্রভু কলিকাতায় রিপণ কলেজে প্রফেসারী করেন। তিনিও ৩৭ ধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন।

তোমরা আমাকে আর ক্ষণকাল এখানে থাকিতে অনুরোধ করিবে না, তোমরা সকলে এই বল, আমি যাহা বাসনা করিয়াছি তাহা যেন অচিরে পূর্ণ হয়, এই কথা সকলে শ্রবণ করিয়া আর কিছু বলিলেন না । মহানুভব এই ভাবে আত্মভাবের ভাব অনুভব করিয়া কৃতান্তান্তকারী কুলদেব প্রভুকে প্রণাম করিয়া ২৫ শ্রাবণে বেলা ১টার সময় স্বীয় পত্নী তদীয় কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীগোপাল ও অপরাপর কতিপয় আনুষ্ঠানিকের সহিত শ্রীশ্রীধামে বাসোপলক্ষে স্বীয় আবাস হইতে যাত্রা করিয়া অগ্রে ২৮ রোজে শ্রীশ্রীধাম দর্শনাকাঙ্ক্ষায় শ্রীঅযোধ্যাধামে উপনীত হইলেন, তথায় ত্রিরাত্র বাস করিয়া দর্শন স্পর্শনাদি করতঃ সন্ধ্যা ৩ শ্রাদ্ধ করিয়া ২ ভাদ্রে শ্রীশ্রীমথুরায় প্রবেশাটে শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন । অদ্য আমার ছুট ধাম দর্শনে দেহের অঙ্গের পাপ বিনষ্ট হইল, এই বলিয়া তথায় সেই রাত্রি বাস করিয়া ৩ রোজে বেলা ১ প্রহরের সময় স্বীয় চিরবাঞ্ছিত শ্রীশ্রীবৃন্দাবন ধামে উপনীত হইয়া শ্রীশ্রীভগবন্ শ্রীগোবিন্দ জিউর বহির্দ্বারে আগমন করতঃ দণ্ডের ত্রায় পতিত হইয়া তৎস্থানস্থ রজে বিলুপ্তিকায় হইয়া বাটী মধ্যে প্রবেশ করণানন্তর প্রেমোন্মত্তমনে তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র প্রেম বিকারপ্রাপ্তদেহে, বাতাহত রক্তের ত্রায় হঠাৎ পতিত হইলে প্রেম-মূর্ছার প্রাপ্তানন্তর কিয়ৎক্ষণ পরে বাহ্য চেতনা লাভ করিলে পুত্র পত্নী আনুষ্ঠানিক জন সকল দ্বারা বাসার্থে শ্রীশ্রীঅভিরাম গোপালের কুঞ্জে আনীত হইলে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া পুত্রের প্রতি কহিলেন, আমার চিরবাসনা অদ্য সম্পূর্ণ হইল, তাহাতে শ্রীগোপাল কহিলেন, এই স্থানে কিরূপে জীবিকা নিরবাহ হইবে তাহার ত কোন উপায় করিয়া আইসেন নাই, তাহাতে উত্তর করিলেন আমি ত আর ১২১৪ দিবস জীবিত আছি, তজ্জন্ত তোমাদের চিন্তা কি, এইরূপ শ্রীমুখের বাক্য শ্রবণ করিয়া সকলে শোকসাগরে নিমগ্ন হইলেন । আনুষ্ঠানিকগণের এইরূপ অবস্থা দর্শন করিয়া মহাত্মা পুত্রকে উদ্দেশ্য করিয়া কহিলেন, বাপু আমি ত চিরজীবী নহি, তজ্জন্ত এত দুঃখ করা বৃথা, দেখ যে ব্যক্তি এই নখর দেহকে আত্মজ্ঞান করিয়া অবশস্তাবী মৃত্যু নিবারণের উপায়ান্তর না করে সেই ব্যক্তি মহানুর্ঘ, অতএব বলি, আমি যদিও এই ব্রজ-রজে রঞ্জিত করিয়া এই দেহটী ত্যাগ করিতে পারি তবেই আমাকে মহাভাগ্যবান্ বলিয়া জ্ঞান করিবে এবং

তোমরাও লোকসমাজে পিতৃবিয়োগ পরিচয় দিয়া পরম পবিত্র হইবে, এবং আমার একরূপ অবস্থা ঘটিলে তোমরাও আপনাদিগকে পরম ভাগ্যবান জ্ঞান করিবে, অতএব তোমরা এ সময়ে আমার নিকটে আর কোন শোকসূচক ভাব প্রকাশ করিও না। এইরূপ কথিয়া বিহিত নিত্যকার্য্য সমাধা করিয়া শ্রীশ্রীঅভিরাম গোপালের মহাপ্রসাদ ভোজনাদি করিয়া সে দিন অতিবাহিত করিলেন, তদ্বিনাবধি পূর্বরূপ নিত্য নিত্য ক্রিয়া পূর্বরূপ পুত্র-মুখে শ্রীশ্রীপুরাণাদি পাঠ শ্রবণ এবং শ্রীমূর্তি দর্শন শ্রীরজঃ স্পর্শন মহাপ্রসাদ ভোজন সন্ধ্যাকালে শ্রীহারি নাম জপ তদন্তে স্বকৃত শ্রীশ্রীগৌরলীলার্বণ গ্রন্থের পাঠ শ্রবণ করত সেই স্থানে ৫ দিবস থাকিলেন, কিন্তু এই স্থানটীতে বাস-গৃহ অতি সঙ্কীর্ণ বিধায় তৎস্থানটী দেহত্যাগোপযুক্ত নহে এই বিবেচনায় পুত্রগণ দ্বারা নতদ্ব বাসা অন্বেষণ করা হয়। দেহত্যাগে ফলান্বিত সাহায্যে অবস্থিত শ্রীশ্রীযমুনার কেশিঘাট নিকটবর্ত্তী কলিকাতা নিবাসী পীতাম্বর রাজার কুঞ্জে ৮ রোজে প্রাতঃকালে গমন করতঃ সেই স্থানে অবস্থিতি করিতে এবং পূর্বানুরূপ নিত্য ক্রিয়াদি করিতে লাগিলেন। অপর ঐ ৮ রোজে শ্রীজগন্নাথমৌর ব্রত বরিয়া তৎপর দিবস পারণকালে শ্রীমহাপ্রসাদ গ্রহণপূর্বক পারণ করিলেন। কিন্তু সেই দিবস রাত্রে ভয়ানক জরাক্রান্ত হইয়া ১০ রোজ পর্য্যন্ত বাহুজ্ঞান শূন্যবস্থায় থাকেন। ঐ জর ১১ রোজের প্রত্যুষে পরিত্যাগ হইলে পর, সুন্দর চৈতন্য লাভ করিলেন বটে; কিন্তু সেই দিবস উদরাময় পীড়া হইয়া উঠিল। তজ্জগৎ শরীর অতিশয় ক্লিষ্ট হইতে লাগিল, একরূপ অবস্থা দর্শন করিয়া তদনুগত তৎপুত্র একটী বাঙ্গালী বৈদ্যকে আনাইয়া চিকিৎসা কারণ নিযুক্ত করেন, সেই ৭ দিবস চিকিৎসা করিয়াও রোগোপশম করিতে পারিবে না বিবেচিয়া মহান্নভব আত্ম-পুত্রকে আদেশ করিলেন, বাপু আমার আর সামান্য চিকিৎসায় প্রয়োজন নাই তোমরা কেবল সর্বদা অকালমৃত্যু-নাশক শ্রীগোবিন্দপ্রভৃতিউদ্ভিগের শ্রীচরণামৃত এবং ভবোষধ স্বরূপ শ্রীশ্রীজঃ আমাকে দিতে আরম্ভ কর, তাহাতেই সকল রোগ নিবৃত্ত হইবে। মহাদ্বার এই আজ্ঞা শিরোধার্য্য করতঃ তদাজ্ঞাপালক তৎপুত্র তদ্বিনাবধি প্রীতিভাবে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। তাহাতেই উদরাময় নিবৃত্ত হইল বটে, কিন্তু ১৬ রোজে পুনর্বার জরোদয় হইয়া ক্রমেই বিকার-লক্ষণ-সমূহ উপস্থিত হইল,

কিন্তু তাহাতে বাহ্যস্থিরিত জ্ঞানের কিছুমাত্র হানি হয় নাই। মহাজ্ঞানী আশ্রয় আসন্ন কাল উপস্থিত জ্ঞান করিয়া পুত্রের ও তদনুগের প্রতি ভবভয়হীনী শ্রীশ্রীহরি নাম সর্বদা সঙ্কীৰ্ত্তন এবং শ্রীশ্রীপুরাণ পাঠ করিতে আজ্ঞা করায় পুত্র ও তদনুগগণ তত্তদনুরূপ কার্য্য করিতে লাগিলেন। এই মহাত্মাও স্বয়ং নাম কীৰ্ত্তন, কচিং স্মরণ, কদাচিং পুরাণ পাঠ, পাঠকের সঙ্গে ২।৩ শ্লোক আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। পরে ঐ দিবস বেলা ওটার সময় শয্যায় শয়নাবস্থায় শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের স্তবষ্টক সংস্কৃত পদাচ্ছন্দে স্বয়ং রচনা করিয়া উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিতে করিতে নয়ননীর-নিকরে শয্যা সিক্তা করিয়া পুত্রকে কহিলেন, বাপু এই অষ্টকটি আমার চির কীৰ্ত্তির স্বরূপ বজায় রাখিবে। অষ্টক যথা—

বৃন্দাবনে ষামুনতীরবার্ত্তিনি কুঞ্জে সুরচোস্তনহাটকাবনৌ ।

রত্নালয়ান্তঃপুরযোগপাঠকে রত্নারবিন্দাষ্টদশান্তরস্থিতৌ ॥

সেবাপরাভিলালতাদিভিঃ সদা গোপীভরভাষ্মুখভিঃসুকাং

সংচেষ্টিতৌ হান্তমুখৌ পরস্পরং তৌ স্তৌমি রাধাত্রজরাজনন্দনৌ ॥ ১ ॥ (যুগ্মকম্)

সন্তপ্তচামৌকরমেঘাবর্ণকৌ সন্মাজঃস্তৌ দ্বিভূজৌ সুকেশিনৌ ।

সুনীলহেমছাত্বেলধারিণৌ তৌ স্তৌমি রাধাত্রজরাজনন্দনৌ ॥ ২ ॥

কন্তুরিকাকুঙ্কমচিহ্নাণকৌ রক্তাভিঃপদ্মার্চিতরত্ননুপুরৌ ।

কাঙ্ক্ষীকটীমুদ্রস্বরম্যমধ্যকৌ তৌ স্তৌমি রাধাত্রজরাজনন্দনৌ ॥ ৩ ॥

বক্ষঃস্থলাপূৰ্ণবিচিত্রহংসকৌ কণ্ঠস্তরম্যভরণালিকোস্তুভৌ ।

সুকর্ণিকাকুণ্ডলরাজিকর্ণকৌ তৌ স্তৌমি রাধাত্রজরাজনন্দনৌ ॥ ৪ ॥

কেশুরতাড়াকবিরাজবাহকৌ রত্নাঙ্গদাদ্যাঢ্যককোণি-যুগ্মকৌ ।

রত্নোক্ষিকাজাজিবরাসুলিত্রজৌ তৌ স্তৌমি রাধাত্রজরাজনন্দনৌ ॥ ৫ ॥

নাসাবিরাজমনিহেমচক্রিকা-গজেন্দ্রমুক্তাকলকৌ সুবেশিনৌ ।

ললাটিকাপিঞ্জিতহেমচূড়কৌ তৌ স্তৌমি রাধাত্রজরাজনন্দনৌ ॥ ৬ ॥

ঈশৌ যুবাং ঘোরভবর্ণবাশ্চিরাজ্জায়াম্মুগাগরণাকুণ্ডলমতং ।

মাং রক্ষতং স্বাস্ত্রতভীতিভঞ্জনৌ তৌ স্তৌমি রাধাত্রজরাজনন্দনৌ ॥ ৭ ॥

হৃষ্টেহপরোধিতপি হাতসাধনে ময়ি প্রসাদং কুরুতং কৃপালয়ৌ

দান্তঃ প্রদত্তামিতি মে প্রযাচনং তৌ স্তৌমি রাধাত্রজরাজনন্দনৌ ॥ ৮ ॥

যৌ রাধিকাকৃষ্ণযুগ্মস্থ সুন্দরং রূপামিতং স্তোত্রামদং পঠেদ্মদা ।

তন্মৈত্রদৃশ্যং সনৎ কৃপাবশং দদ্যা জ্জবেনার্থিতমস্ত বাঞ্ছিতং ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীবীরচন্দ্রগোস্বামিবিরচিতঃ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণযুগলস্তবঃ সম্পূৰ্ণঃ ॥

এতদবস্থার সেই রাত্রি প্রভাত হইলে পর পুত্রের মুখে নিয়মিত শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণাদি পাঠ শ্রবণ করিয়া আত্মযজ্ঞিগণের মধ্যে কাহাকে জ্ঞান, কাহাকে ভোজনাদি কাহাকেও আত্ম নিকটে শ্রীশ্রীভগবান্নাম-কীর্তন করিতে আজ্ঞা করায় সেই সেই ব্যক্তিগণ বারংবার তদনুরূপ কার্য্য করিতে করিতে বেলা প্রায় ২ দ্বিতীয়া প্রহর হইয়া উঠিল । তখন সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের সকলের আত্মারাদি হইয়াছে কিনা, সকলেই বলিলেন, সে সকল হইয়াছে । তখন সকলকেই বলিলেন, তবে তোমরা আর বিলম্ব করিতেছ কেন, শীঘ্রই আমাকে শ্রীরজঃ শয্যায় শয়ন করাইয়া দাও এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণ মৃত্তিকায় দ্বাদশাঙ্গে তিলক এবং তনু মৃত্তিকায় ভাবণব নাবিক সেই নন্দনন্দনের নামাবলী সম্বন্ধে লিখিয়া দাও । পুত্র সংগৃহীত রজ আদি থাকায় পুত্রগণ তদাজ্ঞানুসারে সকল কার্য্য করিয়া দিলেন, কিন্তু মহাপ্রসাদ তৎকালে বাসায় উপস্থিত না থাকায় সকলেই অতি ব্যাকুল হইয়া অন্বেষণ করিতেছেন, এমন সময়ে হইয়ার পুত্র ৪ দিন পূর্বে শ্রীগোবিন্দের নিকট যে ভেট করিয়াছিলেন তৎপ্রাপ্ত প্রসাদ লইয়া একটি বৈষ্ণব বৈষ্ণবচূড়ামণির ভাগ্যবশতঃ আসিয়া উপস্থিত হইলে সকলেই অতি বিস্ময় সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া মহানন্দের সহিত সেই ক্ষীর প্রসাদ লইয়া তৎপুত্র তাঁহার শ্রীমুখে প্রদান করিলেন, মহাত্মা তাহা ভোজন করিয়া সকলকে পুত্রের স্নায় ন্যামোচ্চারণ করিতে আদেশ করায় তৎপুত্র তৎ পার্শ্বস্থ হইয়া স্মৃতিষ্ট স্বরে কেবল সেই শমনাস্তকারী কুলদেব শ্রীশ্রীরাধামাধব দেবের স্মমধুর নাম কীর্তন করিতে লাগিলেন । মহাত্মাও তৎ সঙ্গে সঙ্গে এই নামটী আমাকে বড় ভাল লাগিতেছে বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করিতে লাগিলেন এবং তৎ পত্নী প্রভৃতি অন্ত্রান্ত সকলে অতি উচ্চৈঃস্বরে অন্ত্রান্ত নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন বটে কিন্তু নানা জন নানা নামোচ্চারণ উচ্চৈঃস্বরে একেবারে করিলে গোলযোগে ধারণার অসুবিধা হয় এই বিবেচিয়া তাহাদিগকে নিবারণ করিয়া স্বয়ং পুত্র সঙ্গে সঙ্গে পূর্বমত কুলদেব শ্রীরাধামাধব এই নামোচ্চারণ করিতে করিতে ব্রহ্মহুত্র করণারপূর্বক দক্ষিণ ও পশ্চিম স্রীয় হৃদয়ে ধারণ করিয়া বেলা ২২ সন্ধি দ্বিতীয় প্রহর সময়ে সেই সুখময় বৃন্দাবন ধামে চিন্ময় দেহ ধারণপূর্বক স্বেচ্ছায় সেই পাঞ্চভৌতিক দেহ ত্যাগ করত কলিকলুষ-নাশক সেই শ্রীকৃষ্ণের পরিবারস্থ প্রাপ্ত হইয়া সেই চিন্ময় ধামে বাস করিলেন ।

এই মহাভাগ্যবানের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীগোপাল পাঞ্চভৌতিক দেহের যথাবিহিত কার্য্য সমুদায় সম্পন্ন করিয়া দ্বাদশাহে কতিপয় ব্রজবাসী ও বৈষ্ণব ভোজন ও ত্রয়োদশাহে শ্রীগোবর্দ্ধনবাসিদিগের ভোজন এবং চতুর্দশাহে শ্রীরাধাপুণ্ড্রবাসিদিগের ভোজন করাইয়াছিলেন। এবং তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীহারপ্রসন্ন গোস্বামী মুক্তবেণী গঙ্গায় আদ্যাশ্রদ্ধ করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়াছিলেন।

আমরা সেই মহাত্মার জীবনচরিত্র বর্ণন করিতে নিনান্তই অক্ষম, তবে তাঁহার শ্রীমুখে যৎকিঞ্চৎ পূর্ব্ব যাহা শ্রবণ করিয়াছিলাম তাহার কথামাত্র প্রকাশ করিলাম ইতি—

শ্রীগোপালচম্পূর আদর্শ তথ্য ।

গোপালচম্পূর মঙ্গলাচরণের পর, গ্রন্থারম্ভে গ্রন্থকার শ্রীজীবগোস্বামী বলিয়াছেন—

যন্ময়া কৃষ্ণসন্দর্ভে সিদ্ধান্তামৃতমাচিৎ ।

তদেব রম্যতে কাব্যাকৃতিপ্রজ্ঞারসজ্জয়া ॥

অর্থাৎ ঘটসন্দর্ভের (নামাস্তুর ভাগবত সন্দর্ভের) অন্তর্গত চতুর্থ কৃষ্ণ-সন্দর্ভে যে সিদ্ধান্তামৃত সংগ্রহ করিয়াছি তাহাই এই গোপালচম্পূরগ্রন্থে কাব্যরূপ রসজ্জা অর্থাৎ জিহ্বাঘারা আশ্বাদ করিত। তাৎপর্য্য এই যে, কৃষ্ণসন্দর্ভে যাহা দার্শনিক সিদ্ধান্তাকারে লিখিত হইয়াছে তাহাই এইগ্রন্থে কাব্যাকারে বর্ণন করিব।

গ্রন্থকারের এই উক্তি শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণসন্দর্ভের মূল তত্ত্বটী জ্ঞানিতে স্মৃত হই উৎকণ্ঠা হইয়া থাকে এজন্য উক্তকৃষ্ণসন্দর্ভের অতি বিস্তৃত তৎ-কথার অতি সারাংশ এখানে প্রদত্ত হইল।

প্রথম তত্ত্ব-সন্দর্ভে অদ্বয় জ্ঞানরূপ তত্ত্বের বিষয় সামান্যাকারে লক্ষিত হইয়াছে। তৎপরে দ্বিতীয় ভগবৎ-সন্দর্ভে সর্বতত্ত্ব-শিরোমণি ভগবৎ তত্ত্বকে সুসঙ্গোপাঙ্গ সহিত বর্ণন করা হইয়াছে। তৃতীয় পরমাত্মাসন্দর্ভে ভগবৎতত্ত্বের অন্তর্গত পরমাত্মতত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে। এই তিন সন্দর্ভে সমস্ত তত্ত্ব হইতে ভগবানের সর্ব শ্রেষ্ঠতা নিরূপিত হইল, সেই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব এই

চতুর্থ কৃষ্ণ-সন্দর্ভের আলোচ্য। “কৃষ্ণই যে স্বয়ং ভগবান” তাহা এই সন্দর্ভে আলোচ্য। প্রসঙ্গ ক্রমে গোলোকাদি ধাম এবং প্রেমসৌদিগেরও তত্ত্ব মীমাংসা করা হইয়াছে। সুতরাং প্রধানতঃ ইহাতে ৪টি তত্ত্ব সাঙ্গোপাঙ্গভাবে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

১। স্বয়ং ভগবৎতত্ত্ব। ২। ধামতত্ত্ব। ৩। লীলাতত্ত্ব। ৪। প্রেমশীতত্ত্ব। এই ৪টি তত্ত্ব কৃষ্ণ-সন্দর্ভের আলোচ্য।

“এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ং।”

এই মহাবাক্যই কৃষ্ণ-সন্দর্ভের মূল অবলম্বন। সমস্ত অবতার হইতে কৃষ্ণই সর্বশ্রেষ্ঠ অনন্য অবতার অংশ বা কলা। এই প্রসঙ্গে প্রথমতঃ ২১টি অবতারের কথা বলা হইয়াছে যথা— ১। পুরুষাবতার। ২। শূক্লাবতার। ৩। নারদাবতার। ৪। নরনারায়ণাবতার। ৫। কপিলাবতার। ৬। দত্তাত্রেয় অবতার। ৭। যজ্ঞাবতার। ৮। ঋষাবতার। ৯। পৃথু অবতার। ১০। মৎস্যাবতার। ১১। কুর্মাৱতার। ১২। ধনুস্তরী অবতার। ১৩। মোহিনী অবতার। ১৪। নরসিংহাবতার। ১৫। বামন অবতার। ১৬। পরশুরামাবতার। ১৭। বাসাবতার। ১৮। রামচন্দ্রাবতার। ১৯। রামকৃষ্ণাবতার। ২০। বুদ্ধাবতার। ২১। কাল্কি অবতার। এই ২১টি অবতারের বিষয় উল্লেখ করিয়া ঋগ্বেদ, হরি, হংস, পৃথিবী, বিজু, সত্যসেন, বৈকুণ্ঠ, অজিত, সাক্ষভৌম, বিশ্বক্সেন, ধনুসেন, সুধাময়, যোগেশ্বর, বৃহৎভানু এবং শুক্লাদি অবতারের নামোল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন।—

অবতারী হৃদংখ্যো হরেঃ সত্বনির্ধোদ্বিজাঃ।

যথা বিদাগীনঃ কুলাঃ সরসঃ স্তমহশশঃ ॥

অর্থাৎ অপকৃষ্ণ শূত্র সরোবর হইতে যেরূপ অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃত্রিম নদী সকল বহির্গত হইয়া থাকে, সেইরূপ সত্ত্ব গুণের আশ্রয় স্বয়ং ভগবান হইতে অসংখ্য অবতার প্রকাশ পাইয়াছেন। ইত্যাদি কথার পর অংশগত বাক্য সকলের সমাধান, মহাকাল ও কেশাবতারের নিরাস লীলা, গুণ ও পুরুষাবতার পুরস্কারে কৃষ্ণের পূর্ণতা সমস্ত শ্রোতা এবং বক্তার তাহাতেই তাৎপর্য এবং অভ্যাস। মতান্তর খণ্ডন, নামমতিসা, গীতাাদি শাস্ত্রের কৃষ্ণভূগত্য, বলদেবাদের মহাসঙ্কটগত কৃষ্ণে সমস্ত অংশের প্রবেশ। কৃষ্ণরূপই নিতারূপ এবং তাহাতেই

নিত্যস্থিতি। দ্বিভুক্ত সত্ত্বের বিরোধী বাক্যের সমাধান।

উল্লিখিত সিদ্ধান্ত গুলি নানাবিধ শাস্ত্রায় প্রমাণে সুদৃঢ় করা হইয়াছে।

ইহার পর দ্বিতীয় ধামতত্ত্বের বা গোলোকতত্ত্বের প্রসঙ্গে শ্রীবৃন্দাবনাদি ধাম নিত্যই কৃষ্ণের বাসস্থান। গোলোক এবং বৃন্দাবন অভেদ বস্তু। কেবল প্রাকৃত চক্ষুর অগোচর এবং গোচর এইমাত্র ভেদ। গোলোক বৃন্দাবন যে একবস্তু তাহার মূল প্রমাণ। যাদবগণ এবং গোপালগণ তাঁহার নিত্য পার্শ্বদ। বৃন্দাবন বা গোলোকে তাঁহার নিত্য স্থিতি হইলেও অত্র গমনাগমন বিষয়ে সমাধান।

তৃতীয় লীলাতত্ত্ব হইতে প্রকট এবং অপ্রকট ভেদে দুইপ্রকার লীলা বর্ণিত আছে। বিভূত পুরস্কারে উভয় লীলায় তাঁহার অবস্থানের সমাধান। সর্বত্র অবস্থিতি হইলেও গোকুলে তাঁহার অতিশয় প্রকাশ।

৪। চতুর্থ। পট্ট-মহিবীগণ তাঁহারই স্বরূপ শক্তি। পট্ট-মহিষাগণের নামাবলী। সর্বাপেক্ষা গোপাগণের উৎকর্ষ, তদপেক্ষা শ্রীরাধার উৎকর্ষ।

উল্লিখিত সিদ্ধান্ত গুলি কৃষ্ণসন্দর্ভে আলোচিত হইয়াছে। পূর্ষ ও উত্তর ভাগে বিভক্ত সুরূপ গোপালচন্দ্র সমস্ত বর্ণনায় বিষয়ের মূল আদর্শ ঐগুলি, তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল। উহার মধ্যে বহুতর প্রাসঙ্গিক সিদ্ধান্ত আছে। তথাপি সাধারণের উপযোগী ভাবিয়া কয়েকটি স্থল স্থল বিষয়ের নাম মাত্র উল্লেখ করিলাম। যথা—অবতার শব্দের অর্থ। উপাসনার জন্য ভেদ সত্ত্ব ও অভেদ ব্যাখ্যা। তমাল শ্যামল কাস্তি নন্দনন্দনে কৃষ্ণ-শব্দে রুচি বৃদ্ধি। নরাকারেণ স্বয়ং ভগবন্ত রামনাম তারক ও কৃষ্ণনাম পারক। “দেবকীজন্মবাদঃ এবং জন্মাদ্যস্য যতঃ” শ্লোকের কৃষ্ণ পর সুন্দর ব্যাখ্যা। রাধা এবং কৃষ্ণ এক। এবং অত্র শক্তি বর্গ হইতে প্রধান। দম্ভবক্রবধান্তে মথুরাগমন। প্রহ্লাদাদি বাহ্যতত্ত্ব। কৃষ্ণধাম পৃথিবীতে থাকিয়াও পৃথিবীকে স্পর্শ করে নু। ঋক্বেদে ব্রজলীলার সূচনা। বৃন্দাবনপুরাণে মায়া সীতার বৃত্তান্ত। দেবকী পুন্নি হইতে পারেন কিন্তু পুন্নি দেবকী হইতে পারেন না। ধামতত্ত্ব-প্রসঙ্গে কাশীতত্ত্ব। নন্দাদিতত্ত্ব ও জন্মতত্ত্ব। সংযোগে নেত্রসঙ্গিকর্ষ এবং বিরোগে মনের সঙ্গিকর্ষ। অপ্রাকৃত ধামে প্রাকৃত জ্ঞানের সমাধান। কৈশোর ব্যাপি-লীলা বৃন্দাবনে। এবং তাহাই প্রকট। পরকীয় এবং পরস্পর্শরূপ অধর্ম

ময়ত্ব দুই প্রকার। লক্ষ্মী, সীতা, কাল্মষী ও রাধিকাদির নাম যে অত্যন্ত পুরাণে দেবী ভগবতীর সহিত একত্র গণনা করা হইয়াছে, তাহা শক্তিত্ব মাত্র সাধারণ প্রকৃতি অনুসারে বিশেষ প্রকৃতিক্রমে নহে। কারণ—রামতাপনী এবং গোপালতাপনী প্রভৃতি গ্রন্থে লক্ষ্মী, সীতা, কাল্মষী ও রাধা প্রভৃতিকে স্বরূপ শক্তি বলিয়া বর্ণনা করা আছে। ইত্যাদি।

(আকরে দৃষ্টি: কর্তব্য!)

২। শ্রীকৃষ্ণই পরতত্ত্ব।

বৈষ্ণব গ্রন্থের মধ্যে যেগুলি সিদ্ধান্ত গ্রন্থ তাহার মধ্যে সকলেরই চরম লক্ষ্য শ্রীকৃষ্ণের পরতত্ত্ববিষয়ে। “কৃষ্ণস্তত্ত্বং ভগবান্ স্বয়ং” ইহাই বিচক্ষণঃ সমগ্র বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সার। তাহা গ্রন্থালোচনা করিলেই বিচক্ষণ পাঠক জানিতে পারিবেন। তবে সাধারণের সুবোধার্থ অতি সংক্ষেপে ২।৪ কথা লিখিত হইল মাত্র।

১। ব্রহ্ম—সামান্য সত্ত্ব। যেমন সুদূর হইতে (নিরীকর জ্ঞানাত্মক) কোন বস্তুর আভাস দর্শন। এই দেহটী, রেল্থানি যেমন ১টি ব্যক্তির কোশলে চলিতেছে, তদ্রূপ এই বিশ্বস্ত্রের মূলে কোন বস্তু আছে বাহার সত্ত্ব এই বিশ্ব সত্ত্বাবান্। একন্য ব্রহ্মকে স্থলবিশেষে শক্তিও বলা হইয়াছে। (সকলসম্বাদিনী ২২ পৃ: দ্রষ্টব্য)। ভগবন্ত্বেও যে অবস্থায় শক্তি আবিস্কৃত থাকে না অর্থাৎ অনাবিস্কৃত শক্তির দশাই ব্রহ্ম।

২। আত্মা—উক্ততত্ত্ব যখন বিশ্বে পরিচ্ছেদ প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ মহাকাশ ষটাকাশরূপে বা মহাসাগর কূপাদিরূপে যখন পরিচ্ছিন্ন হয় তখন তাহা আত্মা, অন্তর্গামী, ক্ষেত্রজ বা জীব। এই জীব সকল অংশদ্বারা চেতনাচেতন সমগ্রবিশ্ব অনুস্থ্যত।

৩। ভগবান্ রূপ গুণ লীলা প্রভৃতি অথবা সৎ, চিৎ, জ্ঞান বা হ্লাদিনী সন্ধিনী সস্বিং শক্তি অথবা—

জ্ঞানশক্তিবৈশ্বর্য্যাবীৰ্য্যতেজাংসাশেষতঃ ।

ভগবচ্ছবদ্যাচ্যানি বিনা হেতৈর্গুণাদিভিঃ ॥

প্রাকৃত হেয় গুণ বাতীত অপ্রাকৃত জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য্য, বীৰ্য্য, এবং অশেষ তেজঃ সমূহ যাহাতে পরিসমাপ্তি প্রাপ্ত হইতেছে, তাহাই ভগবান্ । অর্থাৎ যথায় সমগ্রশক্তি আবিস্কৃত সেই আবিস্কৃত শক্তিতত্ত্ব অবস্থাই ভগবান্ ।

এক্ষণে কথা এষ্ট যে, পূর্ণশাক্ত ভগবান্ মায়াধীন হইয়া, লীলার আনন্দ জন্ত নন্দের বালক হইয়াছেন । এই সাধারণ সিদ্ধান্ত শ্রীজীব প্রভৃতি গোস্বামিদের সম্মত নহে । উগাতে “নন্দনন্দন স্বয়ং ভগবত্ত্ব” হয়েন না । শ্রীভাগবত, দশম, ১৪ অধ্যায় ৩৫ শ্লোকের টীকা দেখুন । “প্রপঞ্চঃ নিম্প্রপঞ্চোহপি বিড়ম্বয়সি ছুতলে ।” ইহার ব্যাখ্যায় শ্রীধরস্বামী বলিতেছেন “নহি কপটপুত্রদ্বাদিনা ভাদৃশভক্তেরানুগ্ৰহ সম্পদ্যতে ইত্যর্থঃ ।” তেঃষণী বলিতেছেন “নিম্প্রপঞ্চঃ প্রপঞ্চা-স্পৃষ্টলীনোহপি এতৈঃ সহ ভূতলে অবতীৰ্য্য প্রপঞ্চঃ বিড়ম্বয়সি ।” চক্রবর্তী বলেন “প্রকাশে দীপো নাতিশোভতে যথাক্ষকারে । শ্বেতরক্তপাত্রে হীরকরত্নং নাতিশোভতে যথা নীলকাচাদৌ । তথা । চিন্ময়বৈকুণ্ঠে চিন্ময়ী লীলা নাতি-চমৎকারিণী যথা মায়াময়প্রপঞ্চে (ইতি) নরাস্তরবৎ জন্মাদিলীলয়া অনুকূপন্নপি মহাস্তম্বেব উৎকর্ষঃ দর্শয়সি ।” মর্ম্মার্থ—নন্দাদির প্রবলা ভক্তিরূপ স্বর্ণ শোভন করা কপট পুত্রে হইতে পারে না । কৃষ্ণলীলাকে প্রপঞ্চে স্পর্শ করিতে পারে না । অগচ ভক্তসহিত ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া প্রপঞ্চের অনুকরণ করেন নন্দনন্দনত্ব তাঁহার স্বাভাবিক রূপ, উগা সময়ে সময়ে প্রকাশ ও অপ্ৰকাশ হয় মাত্র আগন্তুক নহে । স্বর্ণের বিনিময় পিতল হয় না স্বর্ণই হয় । নন্দের স্বাভাবিক স্বর্ণের পরিশোধ স্বাভাবিক কল্পিত পুত্রদ্বারা কি সম্ভব ? প্রদীপ বিনা লোক শোভা পায় না, অন্ধকারে শোভা পায় । হীরকখণ্ড শ্বেত রক্ত পাত্রে শোভিত হয় না, কিন্তু নীল কাচের পাত্রে শোভিত হয়, তজ্জপ চিন্ময়ী লীলাচিন্ময় বৈকুণ্ঠে শোভা পায় না, কিন্তু মায়াময় প্রপঞ্চলোকে শোভা পায় । ইত্যাদি বাক্যে বুঝা যায় নন্দনন্দনে সকললীলার ও শক্তির পরাকাষ্ঠা । ঐশ্বর্য-তত্ত্বে লৌকিক সংজ্ঞা খাটে না । ষটী ছোট, ষট বড়, এই বড় ছোট তোমার আমার সংজ্ঞা । নন্দের পুত্র তোমার আমার প্রাকৃত চক্ষুতে ছোট, কিন্তু উহাই বড় বা ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ব্রহ্ম আত্মা সব উহার ভিত্তরে । নদী, হ্রদ, কূপই বড় অর্থাৎ কেন্দ্র । মহাসাগর ছোট ।

একটি জলের ক্ষুদ্র প্রস্রবণ অনন্ত নদীর মূল । একটি মাচ্‌বাক্সের কণার অগ্রভাগে সমগ্র বিশ্বধ্বংসকারী দেব হতাশন বাস করিতেছেন । হৃৎকের বিষয় ইহা তোমার আমার চিন্তার বিষয়ীভূত নহে ।

শক্তি ও লীলাতত্ত্ব ।

“আমি আছি” এ জ্ঞান যখন প্রাণিমান্ডলের আছে, তখন ব্রহ্মও আছে । যে আমি আছি তাহা অদৃশ্য অজ্ঞেয় নহে, তাহা প্রকাশমান । আমি আমার শক্তি নহি আমাকে আমি খুব ভাল বাসি, অর্থাৎ আমাতে আমার নিরতিশয় প্রীতি । এই অস্তি, ভাতি, প্রীতি (আছে, প্রকাশ, ভালবাগা) এই তিনটাই ব্রহ্মের স্বরূপ । ইহাই বিষয়ী । বিষয় ভিন্ন বিষয়ীর প্রতীতি হয় না, একজ্ঞ ঐ তিনটির যখন সত্তা হইল, তখন তাহার জ্ঞাত সে কে ? এবং কি রূপ ?” এই জাগতিক ভাবেরও দরকার । রূপও নামাত্মক জগদ্ভাব ব্রহ্মে আরোপিত হইল । (১) অর্থাৎ প্রথম তিনটি ব্রহ্মস্বরূপ, নাম ও রূপ এই দুইটি জগতের স্বরূপ । সংক্ষেপে ব্রহ্মও জগৎ বুঝা গেল । এখন বুঝুন = ঐ সামান্যকারে সত্যই প্রধান ধরা যায় বলিয়া ব্রহ্মের কথা অগ্রে বলিলাম । ঐ ব্রহ্মও ভগবানেরই অন্তর্গত, তাহারই অবস্থান্তরকে ব্রহ্ম বলি । আত্মাও ঐরূপ । তাহা জীবরূপে জগদ্ব্যাপী । বস্তুতঃ তিনি এক, একে তিন । যখন আমরা দয়া, রূপ, গুণ, বিদ্যা, বুদ্ধি, প্রভৃতির চরম-সীমায় বাই, বাহাতে সমস্তগুণাদি পর্যাবসিত হয় তখনই ভগবান্ । আচ্ছা ভগবান্ একাই থাকুন পৃথক হওয়া কেন ? এই কেনর উত্তর লীলাকৈবল্য । “স একত বহু স্যাৎ” । তিনি বহু হইতে ঈক্ষণ করিলেন । এখানে স্বভাব বাদি নিরস্ত (২) । জড়া প্রকৃতিতে ঈক্ষণ সম্ভবে কে ? স্মরণ্য তিনি রূপগুণাদিযুক্ত । কেন ঈক্ষণ ? ইহার উত্তর ঐ লীলাকৈবল্য, তথায় মানববুদ্ধি চলে না, অপ্রাকৃতিরাজ্য

(১) অস্তিত্ত্ববতিপ্রিয়ং রূপং নাম চেত্যংশপঞ্চকং ।

আদ্যত্রয়ং ব্রহ্মরূপং জগদ্রূপং ততোদ্বয়ং ॥ (পঞ্চদশী)

(২) ঈক্ষতে নীলকং । (ব্রহ্মসূত্র)

প্রকৃতির অগোচর। ঐ ভগবানের শক্তি আছে। শক্তি ও শক্তিমানে ভেদ অভেদ বলিয়া দার্শনিকদের চিরন্তন প্রবল তর্ক। দ্রষ্টা ভিন্ন রূপের প্রমাণ কি? আবার রূপ ভিন্ন দ্রষ্টার দর্শনের প্রমাণ কি? এই যখন পরস্পর ওতপ্রোত, তখন শক্তি ছাড়া শক্তিমানের জ্ঞান হয় না, শক্তি মান্ ছাড়াও শক্তির জ্ঞান হয় না। একজ্ঞ ভেদ পক্ষই সবল। চিন্তা যখন চিন্তার স্বাদ জানে না তখন অভেদবাদ দুর্বল। গোঁড়জাতি ও গো এই দুটা হালশকটবাহানদি কার্য্য বশতঃ পৃথক্। উহার ঐ ভেদ যখন লুকায়িত বা ত্যক্ত হয়, তখন এক গোঁড়জাতি। বস্তুতঃ এই যে এক ইহা ভোর করিয়া, মনে এক বলে না। আর কত বলব ভেদবাদ ভিন্ন জগৎ টেকে না। এই গেল যুক্তি। প্রমাণ দেখুন “ইন্দ্রো মায়্যভিঃ পুরুষপ জৈতে” (শ্রুতিঃ) আত্মা মায়্যা দ্বারা বহুরূপ হন। ভাগবত ৬।৪।২৬—৩২ স্বামী দেখুন, শক্তি আছে ও উহাই মীমাংসক স্বভাববাদী প্রভৃতি দার্শনিকদের বিবাদ ক্ষেত্র “যচ্ছক্ত্যো বদতাং বাদিনাং বৈ। বিবাদসংবাদভূবো ভবন্তি।” জগতের বিরুদ্ধ মতকরাও ঐ শক্তির কার্য্য। অসম্ভব দেখুন—তোমার আমার অসম্ভব আর কি বলিব ত্রিকালদর্শী বেদ-বিভাগ-বাদী ভগবান ব্যাস সমাধি করিয়া দেখিলেন=ভগবান্ ও শক্তি। “অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াক্ত তদপাশ্রয়াং” (ভাগবতে ১।৭।৪ এই খানেই ভগবান্ ব্যাস অন্তরঙ্গা শক্তি মায়্যা, বহিরঙ্গা শক্তি মায়্যাকৃত সংসার, ভক্তিবোণ সবই দেখিলেন। এষ্ট অন্তরঙ্গা শক্তিই লীলাভঙ্গের মূল। এই শক্তি, ভগবানের আছে, স্তরাতঃ তিনি লীলাময়। এই লীলাতে কাহারও কিছু বলিবার নাই। পূর্বেই বলিয়াছি উক্ত প্রকৃতির সীমানার বাহিরে। আদি সাধক ব্যাস যাহা নিজের চক্ষে দেখিয়া তোমাকে আমাকে উদ্ধার করিতে লইয়া গিয়াছেন, মন প্রাণ দিয়া শুন, প্রাণ জুড়াইবে, জীবন সফল হইবে। তর্ক করিও না, ইহা তর্কের জিনিষ নহে।

সেই ভগবানের নিত্যসঙ্গ দাস শ্রীজীবগোস্বামী সেই লীলার যে সকল বিশ্লেষণ দেখাইয়াছেন। ভক্তিপুত মনে শুন, পাঠকর। এই পর্য্যন্ত তোমার অধিকার। অধিকার ছাড়িয়া একাল পর্য্য তর্ক করিয়া কেহ বুঝে নাই, কেবল নিজে গোলে পড়িয়া আরও ১০ জনকে গোলে ফেলিয়া দিয়াছেন। তর্কের স্থিতি নাই, ছিল না, থাকিবে না। নচেৎ উহার উপরেও খান কুড়ি দর্শনের জড়াজড়ি হইত না

শক্তি ও লীলার তত্ত্ব আমি কিছুই বলিলাম না, কেবল উহার মূল সূচনাটুকু বলিলাম । সাধারণ পাঠক ইহাতে মোটামুটি বুঝিয়া অগ্রসর হউন । শ্রীজীবের সর্কসম্বাদিনী, তত্ত্বসন্দর্ভ, প্রীতিসন্দর্ভ দেখুন যহল বিস্তার আছে ।

ধামতত্ত্ব ।

“পাদোহস্ত বিশ্বাভূতানি ত্রিপাদশ্রামৃতং দিব”

অমৃতং ক্ষেমমভয়ং ত্রিমূর্ছোহধায়ি মুদ্রসু ॥ (শ্রুতিঃ)

অস্ত্র পাদঃ বিশ্বাভূতানি । অমৃতং ত্রিপাদ . দিব । সকলেই জানেন বিশ্বব নামে কোনও রেখা নাই উহা বুঝিবার জন্ত করিত রেখা । যেমন জ্যামিতি শাস্ত্রে ক, খ, বলিয়া এক একটা স্থল নির্দিষ্ট হয়, সেইরূপ অনন্ত সৌর-মণ্ডল-বেষ্টিত প্রাকৃত জগৎ এবং অপ্রাকৃত জগৎ । এই সকলের সমষ্টিতে এক (চিজ্জড়াঅক) মহাবিরাড় জগৎ । উহার ভাগ হয় না । যদি করিতে হয় তবে ৪টা ভাগ কর । ৪ ভাগ হইলেই এক এক ভাগ এক এক পাদ (৪ ভাগের এক ভাগ) তাহা হইলে বলিব যে ঐ ৪ ভাগের একভাগে দৃশ্যাদৃশ্য বিশ্ব ও ৩ ভাগে অমৃত মোক্ষ মঙ্গল ও আনন্দ ঐ সর্বোপরি । তিন ভাগের শীর্ষদেশে অর্থাৎ সর্বোপরি আনন্দধাম । অর্থাৎ ৩ ভাগ ভগবানের ধাম একভাগে বিশ্ব । যে তিন ভাগ ভগবানের তাহাতে আবার লীলাময়ের নিজ বিহার স্থানটা সকলের কেন্দ্র উহাই পরব্যোম্বাভীত মহাপর বোম । তথায় প্রকৃতি ষাইতে অসমর্থ (ব্রহ্ম-সংহিতা দ্রষ্টব্য) সুতরাং প্রাকৃত চন্দ্রসূর্যাদির ত কথাই নাই ।

“ন তত্র সূর্যো ভাতি নচ চন্দ্রতারকম্ ।

নেমা বিজ্ঞাতো ভাতি কুতোহয়মগ্নিঃ ॥ ইত্যাদি ।”

(এই ভূমিকার স্থানাদির পরিচয়ে ১৫ স্তম্ভে গোলোকের ব্যাপারটা দেখুন) ইত্যাদি ঐ নিজস্থানে গোলোক । আমরা যে বৃন্দাবন দেখি উহাও ঐ গোলোক । বাঃ কি কাণ্ড !!! আমরা প্রাকৃত, ঐ মথুরা-বৃন্দাবনও প্রাকৃত ভৌতিক মাটিতে, তাহা আবার অপ্রাকৃত ! কেমন কথা হইল ? । লীলাময় দয়া করিয়া প্রাকৃত জীবকে দেখাইতে চিৎকে জড়ের মত করিয়া দেখাইতেছেন । নিজেও ঝাংশ হইতেছেন । তবে সামান্ত মানুষ নহে । ঐ নরাকার তাঁহারঃ নিত্য

বিগ্রহ ঐ “গোপালবেশং ব্রহ্ম” নরাকৃতি পরমব্রহ্ম বড় চইয়া ছোট হন নাই। ঐ ছোটটাই বড়। উহা নিত্যরূপ। ছোটর ভিতরে বড় পূরা আছে। এইরূপ কাশী জগন্নাথ প্রভৃতি ভগবদ্ধাম সবই বৃক্খিবেন।

ধামতত্ত্ব গোলোকের কথা মূল গ্রন্থেই আছে তর্ক নিষ্ঠা সাধারণের জ্ঞান মূল ভণ্ডার আভাস দেওয়া গেল মাত্র। ইহাকেই পর্যাাপ্ত মনে করিবেন না। লীলার পুষ্টি সুদূর প্রকাশের পর সমৃদ্ধিমান্ মিলনের জ্ঞান মথুরা, দ্বারকা প্রভৃতি ধামও সেই সেই ধামের লীলা। তত্ত্বতঃ—

“ব্রন্দাবনং পরিভাজ্য স কচিৎনৈব গচ্ছতি”

“যন্তু গোকুলনাম স্যাতত্ত্ব গোলোক বৈভবং ॥”

নন্দনন্দন ও বসুদেবনন্দনের তত্ত্ব পূর্বচম্পুর ৩য় পুরাণে জন্মকথার পাদটীকায় বিবৃত আছে। তাহাও লীলার জ্ঞান। ঐশ্বর্যশক্তি না থাকিলে একা মাধুর্য্য শক্তিতে লীলার পুষ্টি হয় না। সুতরাং নন্দনন্দনে (দ্বিভূজে) বসুদেবনন্দনের (চতুর্ভূজের) অন্তর্ভাব।

ভগবত্ত্বের স্থান যেখানে, তদীয় ধামও পরিকরের স্থানও সেই থানে।

“কর্ম্মচিত্তো লোকঃ ক্ষীয়তে” (শ্রুতিঃ) কর্ম্ম ও কর্ম্মজনিতলোক ক্ষয়শীল। জ্ঞান অক্ষয়। একজ্ঞ ভক্তি ঐ জ্ঞানের অবাস্তুর ব্যাপার। (গীতাশেষে স্বামি-ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। “জ্ঞানবিশেষ এব ভক্তিঃ” এই জ্ঞান নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানাত্মক নহে, উহা ভগবত্ত্বের অনুসন্ধানাত্মক। “ভক্তিরস্ত ভজনং” ভজন, পরিচর্যা, সেবা ইত্যাদিকে ভজন বা ভক্তি বলে, তাহাই উপাসনা। ভগবান্ ভিন্ন অর্থাৎ রূপগুণাদি-বিশিষ্ট বাতীত ভজন হয় না। উহাই চরম উপাসনা। তাহার পরাকাষ্ঠা নিষ্কাম ভাব। তাহার চরমদশা ব্রজ-গোপীতে। একজ্ঞ ব্রজ-বধুবর্গের উপাসনাই চরম উপাসনা। তাহাই গৌরীয় বৈষ্ণবগণ অনুশীলন করেন। শ্রীমদ্ভাগবত ও তদীয় পার্শ্বদগণ তাহার পথপ্রদর্শক। (অলং বাহুল্যে)।

শব্দতত্ত্ব ।

শ্রীগোপালচম্পুগ্রন্থে গ্রন্থকাব অধিকাংশ স্থলে অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। তাহার অধিকাংশই অল্প প্রাসঙ্গ্যের খাতিরে জানিতে হইবে। এই বিরাট মহাগ্রন্থে যত দ্রুত শব্দ আছে তাহার সমগ্র উদ্ধৃত করা সহজ ব্যাপার নহে, এজন্ত দিগ্‌দর্শন স্বরূপ কতিপয় শব্দ ও পদাবলী উদ্ধৃত করিয়া দেখান হইল। দ্রুত শব্দের স্তম্ভে প্রসঙ্গতঃ অপর কবিতাও উদ্ধৃত হইল। যে সকল শব্দ কেহ কদাপি পরিচয় সচরাচর শ্রবণ করেন নাই, এমন শব্দও ইহাতে বহুতর দেখিতে পাইবেন। গ্রন্থকারের বহনশিষ্টা যে কতদূর (বিশেষতঃ যৎকালে মুদ্রিত গ্রন্থ ছিল না, সেই সময়ে) তাহা বেশ বুঝিতে পারিবেন।

১। অবট--

গর্ভ

কুপীটযোনি

আগ্ন

শতকোটি

বস্ত্র

মজ্জ

ঝটিতি

নিমজ্জন

নীরাজন

বরণ

}

আরতি (পৃ, ১০১৭)

ক্লেশটময়ক:

ক্লেশ পাইয়াছিল। (পৃ, ১৩৩৯)

যুবকঃ

যুবঃ পদের উত্তর অক্ প্রত্যয় (পৃ, ১৪৪১)

২। বাবহি: পর্বতঃ বালঃ সাসহিন'তু চাচলিঃ।

বহিরেব যথা বৃষ্টি: পাপতিন' তদন্তরে ॥ (পৃ, ১০৬)

যন্তুলচলপতসাহবহঃ কিঃ। এই স্তত্রের সম্পূর্ণ উদাহরণ।

৩। চোলী বা কপ্তুলি

কাঁচুলী। (পৃ ২৪৩৯)

হিস্বা

হা + জ্জা, ধা × জ্জা = ত্যাগ করিয়া,

হিস্বা

ধারণ করিয়া। (পৃ ২৯৫৮)

৪। পুঙ্গব (পুরুষ জাতীয়) গোক। (পৃ ১২৪৯)

আর্ষভ্য (যন্তুত্যাগোয়া ষাঁড় করিবার উপযুক্ত)

দম্য বৎসতর (দামড়া বাছুর)

জাতককুৎ	যাহার খুঁট উঠিয়াছে ।
পূণককুৎ	যাহার খুঁট পূর্ণ হইয়াছে ।
জাতোক	সদ্যজাত এঁড়ে ।
মহোক	বড় ষাঁড় ।
বৃদ্ধোক	প্রাচীন ষাঁড় ।
যুগ্য	লাজল অথবা গাড়ীর গোক ।
প্রাসঙ্গ্য	গলবদ্ধ দীর্ঘকাষ্ঠ হালে, গাড়ীতে, বা তৈলকারের ঘানিতে ষোড়া গোক ।
শাকট	গাড়ীর গোক ।
প্রষ্টবাট	দোঁয়ান বা জোংলান গোক ।

শ্রীগবী (শ্রীজাতায়) ধেনু । (ঐ)

উপসর্গা	ঋতুমতী ।
সন্ধিনী	বৃষভাক্রান্তা যাহার পাল লওয়া হইয়াছে ।
প্রষ্টোহী	প্রথম গর্ভিনী পলেটী গোক ।
ধেনু	নবপ্রসূতা ।
বন্ধরনী	চিরপ্রসূতা অনেক দিন ধারিয়া যে বিস্বাইতেছে ।
গৃষ্টি	সকুৎ প্রসূতা ।
পরেষ্টক	বহুবৎসা ।
সমাংসবীনা	প্রতিবর্ষে প্রসবকারিণী বছরবিঘ্নান ।
নৈচিকৌ	উত্তমা ধেনু ।
কপিলা	সর্বদা দুগ্ধদাত্রী লক্ষ্মীমতী ধেনু ।
বশা	বক্ষা ।

গোকুর আহ্বানের ও গোচরণাদির নানাবিধ দেশজ শব্দ পুরুচন্দ্র গোস্বামী
জীলাতে ব্যাখ্যাত আছে ।

(গজা, যমুনা, সরস্বতী ইত্যাদি ধেনুর বিশেষ নাম)

৫ । গকরন্দ শব্দের স্থলে মরন্দ । (পূর্ব ২৩৯৫)

ঐকাগারিক—চৌর ।

লোহনঃ—অম্পষ্টবাক্ (তোৎলা) । (পু ৬২৯) ।

কাকপক্ষ—চূড়াকরণের পূর্বতন কেশ (স্বামী, তা; ১০।১৭।৭ কেশগুপ্তিত
তিনটি বেণী বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঐ) ।

১১। “তং বায়কবরনায়কমস্মি বন্দে ।” উত্তর ৪।৪২ অস্মিপদে অহং ।
সাহিত্যদর্পণাদিতে ইহার বহু দৃষ্টান্ত “ইতি স্মরামি নাস্মি দুয়ে” ।

১২। “জগদম্ব! বিচিত্রমত্র কিং” এই শঙ্করাচার্যাকৃত স্তবের মত “শিটে
রামাম্ব! তর্হি” (উত্তর ৮।৫) । অর্থাৎ ভিন্ন অত্র শব্দের সঙ্গে সমাস করিলেও
বহুব্রহ্ম হয় না । “দ্বাচঃ কিং হে অম্বাড়ে হে অম্বালে হে অম্বিকে ।” মুক্ত-
বোধের এই প্রভূদাহরণে তাহা বুঝা যায় ।

১৩। গঙ্গাদাসকৃত ছন্দোমঞ্জরীতে যে সকল ছন্দ পাওয়া যায় না, এমন
ছন্দ বহুতর চম্পূতে দৃষ্ট হয় (উত্তর ১৮।২৪। স্তব দ্রষ্টব্য) ।

১৪। শিশুপাল বধের দ্বিতীয় সর্গে উদ্ধব বলিতেছেন—

সম্প্রত্যাসাম্প্রত্যং বক্তু মুক্তে মুঘলপাণিনা ।

নির্দারিতেহেতু লেখেন থলুত্বা থলু বাচিকং । ২।৭০।

গোপালচম্পূর উত্তর চম্পূর ১২ পুরণে ২২ শ্লোকেও উদ্ধব বলিতেছেন—

অলঙ্কারমলক্কা যত্র শোভা ভবেন্ন হি ।

যো ন বুধ্যত তত্রাপি থলুত্বা থলু বাচিকং ॥

১৫। জুর্তিঃ—জীর্ণতা ইহা অনুগ্রাস প্রিয় গ্রন্থকারের লিখিত মূর্ত্তি শব্দের
খাতিরে বুঝিতে হইবে । (উত্তর ৩২।৭৩) ।

সারণে রথেনানেন যথেষ্ট সর্বসমাধানং স্তাং তথেষ্ট ।

(উত্তর ৩৭।১৫) কি অনুগ্রাস বাহ্য ।

গোলোকই খেতদ্বীপ বা বৃন্দাবন (উত্তর ৩৭।৪৪)

কর্ণন্দী—ভিক্ষু (উত্তর ১৬।৫৩)

বৃকা—হৃদয়ের মধ্যস্থিত মাংস । (উত্তর ৫।৫০)

রোটিকা—কুটি (যন দধিযুক্ত) । (উঃ ৬।২৭)

১৬। তদনেনালমতিবিস্তরেণ মতিহুস্তরেণ । (উত্তর ১২।৮৫)

ং অমুখ্যর স্থানে ম করিয়া মতিবিস্তার হইল, স্মৃতির মতিহস্তর লিখিতে হইল । ইহা অমুখ্যর রক্ষার আগ্রহ ।

১৭। আগামিন্ শব্দ ভবিষ্যৎ কালে অর্থাৎ ভাবী অর্থে । “গম্যাদেবিন্ ভাবে নি” । (উত্তর ২৩৮৮)

অভ্যাগত শব্দে প্রচলিত অর্থে অতিথি । কিন্তু বর্তমান বৈষ্ণব মহলে উহা বিরকৎ বৈষ্ণব অর্থে ব্যবহৃত । চম্পূতে অতিথি অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে । (উত্তর ২৬৫৮)

১৮। যন্তু পদের আতিশয়া—(উত্তর ৩৭১৭৮—১৮৪)

১। বংভগ্যাস্তে, বেত্তিদ্যাস্তে, অশাশ্রুতে, জেগীয়স্তু, জেজীয়স্তু, পেপীয়স্তু, দোধ্যস্তু, অটাত্যস্তু, বোভ্যাস্তু, চেজীয়স্তু, উর্ধোন্যস্তু, জেজীয়স্তু, কোক্যস্তু, সাসদ্যস্তু, জেগিলাস্তু, লোন্যাস্তু, সোম্যাস্তু, চক্ষ্যাস্তু, প্রণরীন্ধ্যাস্তু, প্রপনীপদ্যাস্তু, রোক্যস্তু, চক্ষ্যাস্তু ।

যঙ্ লুগন্ত,—

চংচরোতি, দেদিবোতি, দন্দসোতি, জংহসোতি, অর্থরোতি, চাকরোতি, দেদোতি, চংচুতি, জংহসুতি, জাহোতি, চকুতি, সোসোপ্ত ।

একত্র এইরূপ একাকারের পদ কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় নাই । তটিকায়া, ষাঠা ব্যাকরণের উদাহরণ বলিয়াহ প্রসিদ্ধ তাহাতেও এত নাই ।

১৯। “মনসি বিদধতৌ যং পর্য্যরকঃ সতীযং” (উত্তর ৩৭২১৮)

স্থানং নাস্তি ক্ষণং নাস্তি, নাস্তি দূতী তহুতমা ।

তেনৈব যুবতীনাঞ্চ সতীযমুপজায়তে ॥ (উদ্ভটং)

ইত্যাদি নানা স্থলে সতীয দৃষ্ট হয়, কিন্তু পদটি বিচার্য্য ।

“জাতিস্বাক্ষবিহিতে বস্তুস্ত মানিন্ বর্জে” : (মুক্তবোধঃ) । জাতি ও স্বাক্ষবিহিত ইপ্ প্রত্যয়ান্ত শব্দের মানিন্ ভিন্ন অন্যত্র পুঙ্খাব হয় না ।

সতী শব্দকে জাতি বলিলে পুঙ্খাব হয় না, অন্যত্র হয় । “সতী X যং” এইরূপ পৃথক্ করিবারও উপায় নাই, আর একটা যং রহিয়াছে ।

২০। গোত্র—গোগণ । গোত্র—জাতি । গোত্র=গোরক্ষক ।

(উত্তর ৩৭২৬)

অসত্য ও সত্য শব্দের ব্যবহার—(উ: ১১।১৫। ও ১৭।২৬)

নৈয়ত্য—নিয়তির ভাব (উ: ২৯।৬৯) নৈয়ত্য শব্দ নাটকচন্দ্রিকার শেষ শ্লোকেও দৃষ্ট হয়।

২১। হৃগলীর পশ্চিম দক্ষিণ রাঢ়ে “ছুরিয়ে করে কাঠ, হাতে করে মার, লাঠিয়ে করে তাড়াও” এইরূপ করণ কারকের ব্যবহার চলিত গ্রাম্য ভাষায় দৃষ্ট হয়। উহা ঠিক সংস্কৃতের অনুরূপ। তা ১০২৭।২১ তোষণী দেখুন “ঐরাবতস্ত করণে কৃৎস্না” ঐরাবতের শুণ্ডে করিয়া। এইরূপ সংস্কৃত “কৃৎস্না”, পদের ব্যবহার স্বাবলীর টীকাতে দৃষ্ট হয়। এইরূপ “জ্যোতিন” (ছেদন) ছিঁড়িয়া ফেলা । (ভা: ৪।১৪।১৭ চক্রবর্তী)।

২২। “সৌহৃদ্যং” (উ ৩৭।৬৮) অনেকে বলেন ঐ পদ ব্যাকরণ সিদ্ধ হইলেও ত্রিমুগ্ধসম্মত অর্থাৎ পাণিনি, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলির অনভিপ্রেত ।

২৩। ঠকুর—এই শব্দ চম্পু ভিন্ন অত্রজ গোষ্ঠীন গ্রন্থে এ বাবৎ দেখি নাই। ঠাকুর শ্রেষ্ঠ দেবতা । (উত্তর ৩৭।১৪৮)

২৪। ক্ষত্রিরোচিত বর্ণন শব্দ বলদের উপরেও প্রযুক্ত হইয়াছে, কিন্তু তাহা বড়দারে অনুপ্রাসের খাতিরে—“শ্রীকৃষ্ণাগ্রজন্মা রামবর্মা থলু অস্তা: শর্নার্থং ভবেৎ” (উত্তর ১৫।১৬)

২৫। ঘুরন্তি—অভিগচ্ছন্তি। ঘুর খাতুর প্রয়োগ বিরল।

(উত্তর ১৭।৮)

২৬। দম্পতী শব্দের প্রয়োগ প্রায় দ্বিবাচনে কদাপি বহুবচনেও দৃষ্ট হয়। “দম্পতীন্ অবলোক্য ॥ (উত্তর ৩৬।১৫১)

২৭। ভাষাবন্ধ—কথার ঠিক করা (বিশেষতঃ বিবাহে)। এটা ভাগবত ৩ স্কন্ধে ২২ অঃ ১৭ শ্লোক ব্যাখ্যায় দৃষ্ট হয়। চম্পু-ও আছে।

২৮। ক্ষম শব্দে সমর্থ এই অর্থ বিরল প্রচার, তবে মেদিনী কোষ মতে হইতে পারে। (পূর্ব ১৫।১৪৮ গদ্য ও পাদটীকা দ্রষ্টব্য)

২৯। সতীপতি শব্দে মহাদেবকে ধরা হইয়াছে; অনুপ্রাসের খাতিরে। (পূর্ব ১৯।২০)

৩০। সেবিকা শব্দ (পূর্ব ২৫।৫৮) কেহ কেহ সেবিকা শব্দ মানেন না, সেবকা বলেন। অর্থাৎ প্রবকা চটকা অলকা শব্দের দলে ফেলিতে চান। বস্তুতঃ তাহা নহে।

৩১। কোলীন—লোকাপবাদ ও কুলোৎপন্ন। (পূর্ব ৩৩১৫)

মনোবোগী পাঠক অন্তান্ত বিষয় গ্রহণার্থে জানিতে পারিবেন। দিক্
দর্শনার্থে কতিপয় উক্ত হইল।

বিরুদাবলী ।

(বন্দীগণের স্তবে ধীর, বীর)

শ্রীকৃষ্ণের এক এক লীলার বর্ণনার শেষে বন্দিজন বা অন্তকর্তৃক এক একটা
বৃহৎ স্তব বর্ণনা দৃষ্ট হয়। তাহাতে যে সকল শ্লোক আছে, তাহার শেষে “ধীর,
বীর” আদি শব্দ দৃষ্ট হয়। ঐ শ্লোকের তাৎপর্য জানা নিতান্ত দরকার, এতদ্
তৎসম্বন্ধে কিছু লিখিত হইল। বলা বাহুল্য যে—শ্রীকৃষ্ণগোশ্বামিপাদ-কৃত স্তব-
মালার অন্তর্গত শ্রীগোবিন্দবিরুদাবলী ও তাহার বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত টীকাই
এ সম্বন্ধে একমাত্র অবলম্বন। শ্রীকৃষ্ণ-গোশ্বামিপাদের এই গোবিন্দবিরুদাবলী
রচনা বিষয়ে একটা উপাখ্যান আছে। যথা—কোন এক সময়ে একজন দাক্ষি-
ণাত্য কবি “দেববিরুদাবলী” শ্রীগোবিন্দদাসের নিকট পাঠ করেন, তাহাতে
শ্রীগোবিন্দদেব প্রসন্ন হইয়া নিজ কণ্ঠ হইতে তাহাকে মালা প্রদান করেন। এদিকে
এই ঘটনা অবগত হইয়া শ্রীকৃষ্ণগোশ্বামিপাদের মনে হইল যে, এই দেববিরুদাবলী
পাঠে শ্রীগোবিন্দদাসের মন কিরূপে প্রসন্ন হইবে এইরূপ সন্নিধি চিন্তা হইয়া তিনি
একদা শয়নে রতিয়াছেন, রাত্রিতে শ্রীগোবিন্দদেব তাঁহাকে স্বপ্নযোগে আদেশ
দিলেন যে “তুমিও এইরূপ আমার নামে এক বিরুদাবলী রচনা কর”। শ্রীকৃষ্ণ-
গোশ্বামী এইরূপে শ্রীগোবিন্দদেবের আদেশ পাইয়া তাঁহার নামে “শ্রীগোবিন্দ-
বিরুদাবলী রচনা করেন। পূর্বচম্পুর ২য় পুরণের ২য় গদ্যে যে বিরুদাদি ছন্দের
উল্লেখ আছে, তাহাও এই ব্যাখ্যা হইতেই বুঝিতে হইবে। এই বিরুদাবলী অত্যন্ত
সুকঠ ও ভক্ত হন তবে তিনি ইহার পাঠে অধিকারী। (স্তবমালা ঐ শেষে)

একণ্ঠে সেই বিরুদের সম্বন্ধে ঞ্চি কত বিষয় অতিসংক্ষেপে লিখিত হইল।
বিরুদ ছন্দ পদ্য ও গদ্য উভয়ে হইতে পারে। বিরুদ শব্দের প্রধান অর্থ লতা।

লভাতে যেমন পত্র, পুষ্প, কলিকা মঞ্জরী প্রভৃতি শোভা পাইয়া থাকে। সেইরূপ কাব্যকে বিরুদ্ধাকারে বর্ণন করিতে হইলে তাহাতেও পত্র, পুষ্প, কলিকা, মঞ্জরী প্রভৃতি কল্পনা করিতে হয়। এইরূপ বর্ণনা গ্রন্থের নামকের মধ্যম কোন শ্লোকের উৎকর্ষ বর্ণিত হয় সেই স্থলেই প্রয়োগ করিতে হয়। যথা—

“বিরুদ্ধং কবয়ঃ প্রাহুন্ত গৌৎকর্ষাদিবর্ণনং।

বিরুদ্ধঃ কলিকাচাস্তে ধীঃবীরাদিশব্ভাক্।

অর্থাৎ শ্লোকের উৎকর্ষ বর্ণনাকেই কাবগণ” বিরুদ্ধ বলিয়া থাকেন। এই বিরুদ্ধের যে সমস্ত কলিকা হয়, তাহার নাম ধীর, বীর ইত্যাদি। শ্রীগোপালচম্পুতে “ধীর, বীর, দেব” ভিন্ন দেখা যায় না, কিন্তু গোবিন্দবিরুদ্ধাবলীতে ইহার বহুতরনাম আছে। দিক্‌দর্শনার্থে কতিপয় নাম উদ্ধৃত হইল। যথা—ধীর, বীর, বীরভদ্র, সমগ্র, অচ্যুত, উৎপল, গুণরাত, মাতঙ্গ খেলিত, তিলক, সিতকঞ্জ, পাণ্ডুপেল, ইন্দীবর, অরুণাঙ্কুর, ফুল্লাম্বুজ, চম্পক, বঙ্কল, কুন্দ, বকুলভাসুর, বকুলমঙ্গল (এই গুলি কলিকা বিশেষ)।

মঞ্জরীকেই কোরক কহে, ইহাকেই মহাকলিকাও বলা যায়। উক্ত মঞ্জরী কোরক বা মহাকলিকার প্রভেদ যথা—কুশুম। ভঙ্গ (অর্থাৎ বিরুদ্ধাকারের তরঙ্গ বিশেষ। সেইরূপ তরঙ্গ তিনটি একত্র হইলে তাহাকে ত্রিভঙ্গী কহে। সেই ত্রিভঙ্গীর মধ্যে একটির নাম দণ্ডক। অপর বিদগ্ধত্রিভঙ্গী। মিত্রকলিক। সাপ্তবিভক্তিকা কলিকা (এটি মিশ্রকলিকার দ্বিতীয় প্রভেদ)। অক্ষরময়ী। সৰলমু।

উল্লিখিত নামগুলি বিরুদ্ধের কলিকা, পুষ্প ও মঞ্জরী আদি অর্থে ব্যবহৃত। মূলতঃ বিরুদ্ধাকাব্য শব্দালঙ্কার প্রচুর। ইহাব পাণ্ডিত্য বিস্তৃত অদ্ভুত। অধিকাংশ বাক্যলঙ্কারের ত্রায় চরণের অন্তে মিল থাকে। সমস্ত বিরুদ্ধই পদ্য কিন্তু স্থলবিশেষে গদ্যের ত্রায় বোধ হয়। কোন কলিকাতে বিরুদ্ধহীন হইবে, ছন্দঃশাস্ত্রোক্তগণ, মাত্রা বিরূপ হইবে, কয়টি কলিকার পর মঞ্জরী হইবে। দণ্ডক কাহাকে বলে ইত্যাদি বিষয় এস্থলে বিস্তৃত করিলে খুব বাহুল্য হইয়া পড়ে, এজন্য তাহা লিখিত হইল না। গঙ্গাদাসকৃত ছন্দোমঞ্জরী ও শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দপাদেয় স্তবমালার অন্তর্গত গোবিন্দবিরুদ্ধাবলীর বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত টীকাটি মনোযোগপূর্বক আলোচনা করিলেই জানিতে পারিবেন। আমি কেবল দিগ্‌দর্শন করাইলাম মাত্র। দেব-

বিরুদাবলী, গোবিন্দবিরুদাবলী ভিন্ন, বিরুদমণিমালা নামে এক কাব্য দৃষ্ট হইয়া থাকে । কাব্যরসলোলুপ পাঠক অনুসন্ধান করিবেন । উত্তরচম্পূর তৃতীয় পুরণের ৩য় গদ্যে যে বিরুদাবলীর কথা আছে, তাহাও উক্তমরূপ বৃত্তিতে হইলে শ্রীরূপের স্তবমালায় গোবিন্দ বিরুদাবলীর টীকা আদ্যন্ত অনুসন্ধান কর্তব্য ।

চম্পূর গ্রন্থনাম ।

- ১। শ্রীমদ্ভাগবত ।
- ২। বিষ্ণুপুরাণ ।
- ৩। বরাহপুরাণ ।
- ৪। মনুসংহিতা ।
- ৫। কালিকাপুরাণ । (নরকাসুর বধে)
- ৬। ব্রহ্মসংহিতা ।
- ৭। গৌতমীয়তন্ত্র ।
- ৮। বৃহদ্গৌতমীয়তন্ত্র ।
- ৯। গোপালতাপনী ।
- ১০। হরিশীর্ষপঞ্চরাত্র ।
- ১১। পদ্মপুরাণ ।
- ১২। ভগবদ্গীতা ।
- ১৩। হরিবংশ ।
- ১৪। কাশীখণ্ড ।
- ১৫। গীতগোবিন্দ ।
- ১৬। যমুনাস্তোত্র । (শাক্ত)
- ১৭। উজ্জলনীলমণি ।
- ১৮। পাদ্মোত্তরখণ্ড ।
- ১৯। চাপক্যনীতি ।
- ২০। ললিতমাধব ।

২১। স্বন্দপুরাণ।

২২। খ মানিক্য। (জ্যোতিষ)

২৩। অবন্তীখণ্ড।

২৪। মৃত্যুঞ্জয়সংহিতা।

স্থানানুসন্ধানে এই ২৪ খণ্ড গ্রন্থের নাম প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। বলা বাহুল্য যে একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণেই আদ্যন্ত সর্বত্র বহুল পরিমাণে আছে। এবং ভাগবতোক্ত সমস্ত লীলাই ইহাতে বর্ণিত, গোস্বামিদিগের প্রমাণ স্থলেও ভাগবত ভিন্ন প্রায় দৃষ্ট হয় না, সেরূপ স্থলে ভাগবতের প্রমাণই সর্বত্র, তবে কদাচিৎ কোন বিশেষ প্রমাণ গ্রন্থান্তর হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। পৌনে ষোল আনা ভাগবতের। বক্রী অংশে ১ম ব্রহ্মসংহিতা ২য় বিষ্ণুপুরাণ, ৩য় পদ্মপুরাণ। ইহার পর অপর গ্রন্থাবলীর নাম ধর্তব্য।

কবিতা ও গদ্য।

ইহার কবিতা ও গদ্য সমালোচনার উদ্ধৃত নহে। সে শক্তি আমার নাই, তবে নানা বিষয়ের দিগ্‌দর্শন মাত্র।

১। গোবর্দ্ধন ধারণ প্রসঙ্গে গুরুজনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—

পিতন' কুরু সন্তমং জননি ! নার্ত্তিমা বর্ত্তয়,

প্রশাম্য স্নহদাং ততে মম তু কোহপি নাত্ৰ শ্রমঃ।

যতো গিরিবরঃ শ্রয়ং করুণয়া করে মামকে,

সমুৎপতনলীলয়া স বরিবর্ত্তি তুলপ্রভঃ ॥

(পূ ১৮। ১২৪)

গোবর্দ্ধন ধারণে ইন্দ্রদর্প বিচূর্ণিত হইলে তৎকর্তৃক প্রেরিত দেবধেনু সুরভির গোবিন্দাভিষেক প্রসঙ্গে (বর্ত্তমান গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের গোবিন্দকুণ্ডে) কোন্ দেবতা কোন্ কার্য্য করিয়াছিলেন তাহার বর্ণনা—

অদিতির্মাতৃকৃত্যানি শ্বশুকৃত্যানি পার্শ্বতী।

গরুডান্ ভূত্যকৃত্যানি চাহত্যাঃ স্তমং ববৌ ॥

(পূ, ১৯। ৭৭)

২ । ন'কারের অমুপ্রাস—(গন্ত)

আকর্ণিত-তত্ত্বর্ণ-কর্ণাশ্চ বরবর্ণিত্ত্বম্নিনায়ক স্বাভ্যর্গতম্নিব'র্ণনাস্ত'র্ণমেব পূর্ণতা-
স্বাপাণুঃ । (পৃ ২৫ । ৩৩)

৩ । কাম্বুকের সরস নীরস বোধ নাই—

নীরসা সরসা বেতি বিবিক্তিনাতি কামিনাং ।

পশ্য বংশ্যা মুখং নায়ং পিবন্তু জ্বাতি মাধবঃ ॥

(পৃ ২২ । ৫২)

৪ । অমুরূপ ছইটী শ্লোক, চম্পুও ভটিয় ।

ন তদ্বনং যন্ন বিহারমঙ্গলং

নায়ং বিহারঃ শুভগীতভূমি যঃ ।

গীতং ন তদ্বনং হি বংশিকাকৃতং

বংশী ন সা কৃষ্ণমুখামুগা ন যা ॥ (পৃ ১২ । ৩৮)

ন তজ্জলং যন্ন সূচাক পঙ্কজং

ন পঙ্কজং তদ্যদলীনষট্পদং ।

ন ষট্পদোহসৌ ন জুগুপ্স বঃ কলং

ন শুঞ্জিতং তন্ন জহাব বন্থনঃ ॥ (ভটি ২ । ১৯)

(উভয়েরই বংশস্থবিলছন্দ এবং একাবলী অলঙ্কার)

৫ । অমুপ্রাসের একটী উদাহরণ—

নীহারকুষ্ণাটিকাষটিতত্ত্বমশ্চক্রেবালে প্রচণ্ডমার্ত্তগুণমণ্ডলমিব । যত্র মুরারি-
প্রভাবা চতুরাঃ সুরাঃ সুরারমণ্য মুহুরাদাদাদপি হস্ত ! হস্তকারং চক্ৰুঃ ।

(পূর্ব ১১ । ৩১—৩৬ । ১৩—১১)

৬ । জয়দেব ও সনাতনকৃত গীতগোবিন্দ ও গীতাবলীর মত এই চম্পুতেও
বহুতর জিগদীগান আছে । তাহার একটীর কিয়দংশ যথা—(রাসনৃত্য কালে ।
পূর্ব ২৬ । ৩৫)

জয় জয় সঙ্গুণসার ।

জগতি বিশিষ্টং,

কলয়তু মিষ্টং

গোকুলসদবতার ॥ (ঋৎ)

কমলভবেশ্বর, বৈকুণ্ঠেশ্বর,
 পত্নীচিস্তিত-সেব ।
 রাজসি রাসে, কলিতবিলাসে,
 নিজরমণীভির্দেব ॥ ইত্যাদি ।

এবং—

কুজতি কিল, কোকিলকুল-
 মুজ্জলকলনাং ।
 জৈমিনিরিতি, জৈমিনিরিতি,
 জল্পতি সবিষাদং ।

তথা—

পততি পত্রে, বিচলতি পত্রে
 শঙ্কিতভবহৃৎপথানং ।
 রচয়তি শয়নং, সচকিতনয়নং
 পশ্যতি তব পস্থানং । (ইত্যাদি

প্রাচীন গীত দ্রষ্টব্য)

(পূর্বচম্পুর ২৯ পুরণে বহুতর গান আছে । দৃষ্টি কর্তব্য)

৭। ভাগবত ১০। ৩২ অঃ। ১৬ সংখ্যক “ভজতোহমুভজস্তোকে” এই
 শ্লোকে প্রশ্ন ও উত্তরগুলি সুস্পষ্ট ভাবে চম্পুতে উল্লিখিত হইয়াছে । যথা—
 (পূর্ব ২৫। ৬১। ৬২। ৬৩)

গোপীগণ কহিলেন, অহে চতুর পুরন্দর ! একটা গ্রাহলিকার (হেয়ালীর)
 কলিকা বিস্তার কর ।

কৃষ্ণ বলিলেন—

ভজন্তি ভজতঃ কেচিৎ নাস্ত্রেহস্তানেব কেচন ।
 উভয়াংশচাপরে কেহপি নোভয়ানগতীন্ পরে ॥
 অর্থজ্ঞাঃ কৃতহস্তারো ধার্মিক্য ধর্মগাথিনঃ
 বিমূঢ়পূর্ণমুক্তাশ্চ দয়াবস্তুশ্চ তে ক্রমাৎ ॥

১। ভজতঃ ভজন্তি = অর্থজ্ঞাঃ

২। অভজতঃ ভজন্তি = দয়াবস্তুঃ পিতরশ্চ (ধর্মগাঃ অর্থিনঃ)

৩। ভজতঃ ন ভজন্তি } আত্মারামাঃ আশুকায়াঃ অকৃতজ্ঞাঃ শুক-
অভজতঃ ন ভজন্তি } জ্ঞহঃ । (বিমূঢ়া পূর্ণকামাঃ যুক্তাঃ)

৮। ভাগবতে যেমন দ্বারকাতে যুগপৎ বহুপত্নীর সঙ্গে একই দেহে কৃষ্ণের বিবাহ বর্ণিত আছে ।

চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্ ।

গৃহেষু ষাটসাহস্রিণ্য এক উদাবহং ॥

এইরূপ চম্পূতে (পূর্ব ২৯ । ১৩০) প্রতিরজনীতে অনেক নক্ষত্রের সহিত এক চন্দ্রের মত বহু পত্নীর গৃহে একদা বিহার বর্ণিত আছে । যথা—

রাত্রিং রাত্রিং বসন্ত স্র যত্র তে তত্র নিশ্চিতম্ ।

অভূদমুযু সম্প্রাপ্তিকিঞ্চিদক্ষায়নীষিব ॥

৯। তজ্জিতের ইষ্টপ্রত্যয়ের প্রচুর উদাহরণযুক্ত কবিতা—(পূর্ব । ৩০ । ১৭)
দ্রাবিষ্ট ক্ষেপিষ্ঠ, প্রেষ্ঠবারিষ্ঠহবিষ্ঠবংহিষ্ঠাঃ ।

১০। ব্রজত্যাগ কালে ব্রজের হুঃখ বর্ণনা—

যথাকর্তপ্তো জলবিন্দুরিন্দুন

নিদাষদধ্বং বিপিনং পয়োমুচা ।

বিষাদ্ধিতং বার্তবতা ষিলোকাতে

সঙ্গাতথা স্বধিরহী স্মরা ব্রজঃ ॥

(পূর্ব । ৩৩ । ২২৫ ।

১১। ঋণব্রণ-কলঙ্কানাং কালে লোণো ভবিষ্যতি । (পূর্ব । ৩৩ । ২২)

১২। সপ্তশল্যের পদ্য—(দেবর্ষিনারদবাক্যং)

নৃণো ন হরিসেবিতা ব্যগ্রকৃতী ন হর্ষার্পকঃ

কবিন্ হরিবর্ণকঃ প্রিতগুরুন হর্ষ্যাশ্রিতঃ ।

শুণী ন হরিতৎপরঃ সরসধৌন কৃষ্ণাশ্রয়ঃ

স ন ব্রজরসাহুগঃ স্বহৃদি সপ্ত শল্যানি মে ॥

(পূর্ব । ৩৩ । ১৭৮)

১৩। (সুর = দেবতা = তদালয় । সুরা = মদ্য = তদালয় ।

স্বামর্চন্তি যদা স্বর্গ্যা স্তদা স্বর্গঃ সুরালয়ঃ ।

স্বাং নার্চন্তি যদা স্বর্গ্যা স্তদা স্বর্গঃ সুরালয়ঃ ॥

(পূর্ব । ৩৩ । ১৯০)

১৪ । প্রশ্নোত্তরের পদ্য—

কিং ভয়মূলমদুষ্টং

কিং শরণং শ্রীহরের্ত্তকঃ ।

কিং প্রার্থ্যং তত্ত্বজি:

কিং সৌধ্যং তৎপরপ্রেম ॥

(পৃ ১৩৪২)

১৫ । বিনা যাচ্ঞাং দদানে তু সৰ্ব্বং ব্রজপতৌ তদা ।

কল্পজ্জিহ্বামণ্যাদ্যা স্তেহপ্যাসন্ কৃপণা ইব ॥

(পৃ ১৪৪৫)

১৬ । বচ্ছাতুর বিবিধ রূপ যুক্ত কবিতা (পৃ ১৫৫৮)

অবচমবোচমুবাচ চ,

বচ্মিহি বক্তাস্মি বক্ষ্যাসি ।

উচ্যাসমিদং বচ্যাং,

বচানি নাচেদবক্ষ্যং ন ॥

১৭ । যন্তুস্ত কিপ্রত্যাস্ত পদের বাহুল্য—

বাবহিঃ পৰ্ব্বতং বালঃ সাসহিন্তু চাচলিঃ ।

বহিরেব যথা বৃষ্টিঃ পাপতিনং তদন্তরে ॥ (পৃ ১৯৬)

১৮ । প্রেম থাকিলেই ভয় হয়, চক্ষু থাকিলেই ভাগমন্দ দেখিতে হয়—

বাস্মিন্ প্রেম প্রচুরং

ভয়মপি তস্মিন্ বিভাবাতে প্রচুরং ।

ঈক্ষণবন্তস্তমসা

মুহুরিন্দকারুতিস্ত বীক্ষণ্ডে ॥

(পূর্ব ৯৭)

১৯ । দাতা ও যাচকের সন্তোষসূচক শ্লোক—

যস্মনা ভিক্ষুরান্নাতত্তদাতা দিংসতি স্বয়ং ।

তদা ভাগ্যং কিমধৰ্গ্যং ভিক্ষোদীতুশ্চ কৌশলম্ ॥

(পূর্ব ৬৫৪)

২০ । প্রধানং পুরুষং ব্রহ্ম বদেতব্রহ্মমুচ্যতে ।

অংশাংশং তদ্বিজানীয়াং কৃষ্ণরামাহবয়শ্রভোঃ ॥ (উত্তর ১০।৭৭)

২১ । শ্রীরাধা প্রভৃতির বিবাহ কালে পুরোহিত মহাশয় সুস্পষ্ট মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক কস্তাদান কার্যে নিজের যজমানকে নিয়োগ করিতেছেন ।
পাণি গ্রহণকালে উভয়ে উভয়ের পার্শ্বে কম্পাখ্য সাম্বিক ভাবে আক্রান্ত বরকর্তা রোরুদ্যমাম । কি সুন্দর ভাব—

কম্পগার্জ্জকরেন সাশ্রুজনকস্তম্ভাঃ করং কম্পিতং

কম্পভ্রাজি করে হরৈর্বিদিন্দধে ঘর্হাল্লসল্লোচনঃ ।

তর্হ্যেবাব্বহনব্যভব্যবিভব্যাজিপ্রথাসঞ্জকং

বাদ্যং প্রাহুরভূৎ ভূবি দ্যাবি চ যদ্ বিশ্বাভবাত্তং বভৌ ॥

(উত্তর ৩৫।৬১)

২২ । শ্রীকৃষ্ণ দারুক সারাধাঃ আনীত যে রথে করিয়া সমস্ত ব্রজবাসী
ও ব্রজধামকে গোলোকে লইয়া যাইতেছেন, সেই রথের বর্ণনা—

উৎসর্পজ্জ্যোতিরালীবিভববশতয়া তং রথং তুঙ্কভাজং

চন্দ্রাক্ষা মেনিরে তর্হ্যপরিগততয়া তৎপদোপাসকাশ্চ ।

কৃষ্টু ব্রহ্মহৃদাং প্রাগপি যুরজয়িনা লম্ভিতা গোমিনো বাঃ

তাং বৃন্দারণ্যমধ্যে গতিমিহ স্নগতং তদ্বিদশ্চার্কপশ্চন ॥

(উত্তর ৩৭।৩১)

২৩ । মাথুর বিরহভয়ে ভাত নন্দাদিকে জ্যোতির্বিদ্য সাধনা করিতেছেন—

ভীতিং মা কুরুত ব্রজাঙ্কতিপতী যুগ্মন্তনুরঃ স্কুটং

কংসং ধ্বংসগতং বিধায় ভবিতা ত্রৈলোক্যলক্ষ্মীপতিঃ ।

যদ্বাং কীর্তিকলাপনন্তিতমুখী শর্বাভ্রলোকৌ ভবেদ-

বেদঃ পঞ্চমবেদন্তদ্বসাতঃ সাক্ষিস্বয়ম্প্রভৃতি ॥

(উত্তর ৩৮)

২৪ । কুজার উদ্দেশে ললিতার পরিহাসবাক্য—

“প্রাসাদীয়াত যঃ কুট্যাং পর্য্যাক্ষীয়তি মঞ্চকে ।

তস্ত সন্তোষশীলস্ত কুজিকাপাপসরায়তে ॥ (উত্তর ৪।১০)

২৫। শ্রীরাধা উদ্ধবকে বলিতেছেন, আমি বজ্রময়ী, শ্রীকৃষ্ণ নবীর পুতুল ।

“যথা মাং সহসাবাদী স্তথা স্বং মা তমুদ্ধব ! ।

অহং বজ্রময়ী সাক্ষম্বনীতময়ঃ স তু ॥ (উঃ ১২।৮১)

২৬। শ্রীরাধা উদ্ধব দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে পত্র লিখিতেছেন—

ব্রজশশধরতা ব্রজগা-

স্ত্যাজ্যা ন কলকশঙ্কয়া ভবতা ।

ন শশী কলকতমুম-

প্যাম্মাতি শশকং স্বমাপ্রিতং জাতু ॥

(উঃ ১২।৮৪)

২৭। শ্রোতা ও বক্তার মন এক হইলে কার্য্যসিদ্ধি হয় ইহা শাকুনশাস্ত্রের মত—

শ্রোতৃবক্তেত্রৈকমত্যং যদি শ্রাদ্ধৈবযোগতঃ ।

তদা লিপ্সিতভাবানাং সিদ্ধিঃ শাকুন বিন্মতা ॥

(উত্তর ৩২।২৮)

২৮। অষ্টভূজা বিষ্ণুমায়ী আসিয়া সাতা দৃষ্টান্তে শ্রীরাধার বাধা খণ্ডন করেন—সিদ্ধান্ত সম্পর্কের ১১ দফাতে শ্লোক দেখুন ।

২৯। বিবাহের পূর্বে শ্রীরাধার প্রতিজ্ঞা-পত্র—

বচসি মনসি কায়ে জাগরে স্বপ্নভাবে

শ্লিতিমিহ যদি শ্রাদ্গোপরাজ্যজ্ঞানঃ ।

সপদি খলু তদা স্মদ্বৃর্ত্তিরায়াতু জ্বর্ত্তিঃ

সদসি পশুপপাতুঃ সংপরীক্ষাহতাশে ॥ (উত্তর ৩২।৭০)

শ্রীরামচরিতে সীতার এইরূপ প্রতিজ্ঞা দৃষ্ট হয় ।

বচসি মনসি কায়ে জাগরে স্বপ্নগঙ্গে

যদি মম পতিভাবো রাববাদগুপ্তংসি ।

তদিহ দহ মমাজং পাবকেদং সমগ্রং

স্কৃতহরিতভাজং স্বং হি কশৈকসাকী ॥

(সীতার পরীক্ষা)

৩০। শ্রীকৃষ্ণের বিবাহে মাধব (বৈশাখ) মাসের পূর্ণ মনোরথ গোবল-
লগ্নে ললিতমাধব নাটকের পূর্ণমনোরথ নামক দশম অঙ্কানুসারী সময়ে বিবাহ
স্থির হইয়াছিল—

ললিতমাধব-পূর্ণ-মনোরথঃ

সময়মৈক্যত দৈববিদ্যাং গণঃ ।

ইহ গণাগমনক্ষণ সঙ্গতঃ

বিধিতমেব শুভঃ সমবুধ্যত ॥ (উত্তর ৩২।১০২)

৩১। বহ্নিদগ্ধ দেহে বহ্নির তাপ উপকারী, বিরহ দূর করিতে বিরহই
উপকারী—

অঙ্গস্ত বহ্নিনা তাপস্তস্ত তাপেন শাম্যতি ।

এবং বাসনশাস্ত্যর্থং বাসনং ক্রিয়তে ময়া ॥

ইহা ব্রজে বাইবার বাসনা । (উত্তর ১৮.৬৮)

৩২। গোকুলের বিভিন্ন ভাষাতে বিভিন্ন নাম—

গোকুলপতিরিত্তি গোউরব, ইতি তদ্ গোৱ ইতাপিচ ।

সংস্কৃতজং প্রাকৃতজং, গ্রাম্যজমাখ্যানমকৃতি স্থানং ॥

গোকুলপতিরিত্তি নাম্না, খ্যাতং গোকুলপতেঃ স্থানং ।

পুরুষোত্তম ইতি যদং, পুরুষোত্তমধাম বিখ্যাতং ॥

(উত্তর ২৩।১০—৫১)

৩৩। অগস্তী নগরে গুরু সান্দীপনিকে রামকৃষ্ণ প্রণাম করিতেছেন—

শ্রীমন্মোকুলজবিপ্রবতংসরত্ন

বিদ্যানিধে বিহিতবৈদিকমর্গদর্শন ।

অজ্ঞানদুঃখবিনিবৃত্তক দীনবন্ধো

ত্রায়স্ব নৌ স্বচরণং শরণং প্রপন্নৌ ॥ (উঃ ৮।৪২)

বজ্র ফল উপহার দিয়া ও বসুদেবের পুত্র বলিয়া পরিচয় দিলেন । গুরুদেব
প্রথমে ভিক্ষা করিতে শিক্ষা দিবার জন্ত ছাত্রদিগের সঙ্গে মিলন করাইয়া
দিলেন ।

৩৪। “জরাসন্ধঃ সঙ্গত্যা গতাশ্রমপশ্চাদ্ভ্যঃ তাং ভায়বশাশ্রমিণি ।” এ-
স্থলে মধ্যকার অংশটুকু বৃত্তগন্ধিগদ্য অর্থাৎ পদ্যের মত । এক্ষণ বহুতর
আছে । (উঃ ১৪।৩১)

৩৫। অহুপ্রাসের (ঠে এই বর্ণের) একটি উদাহরণ—

কৃষ্ণং তদ্যুষ্টিনিম্পাতপিষ্টোদঃ কষ্টমাসজন্ ।

আচষ্টনষ্টদর্শশ্রীস্তুষ্টবন্ স্পষ্টমুকরাট ॥ (উঃ ১৭।১৯)

৩৬। শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণচৈতন্ত সনাতন রূপক ।

গোপালচম্পূনাথান্ত ব্রজবল্লভ পাহি মাম্ ॥

এই মঙ্গলাচরণের শ্লোকটি পূর্বচম্পূর ১ম পুরণের প্রথমে পূর্বচম্পূর শেষে।

উত্তর চম্পূর প্রথমপুরণের প্রারম্ভে এবং ২২ পুরণের প্রারম্ভে দৃষ্ট হইয়া থাকে ।

“আদাবস্তে চ মধ্যো চ হরিঃ সর্বত্র গীয়তে ।”

এবং “আদিমধ্যান্তমধ্যানি শাস্ত্রাণি ঝটিতি প্রসিদ্ধানি ভবন্তি” (মুক্তবোধ শতু প্রারম্ভে ভূর্গাদাস) ইত্যাদি নিয়মে অনেক শাস্ত্রের রীতি দেখিয়া বোধ হয় এই যে—বহুমঙ্গলে অনিষ্ট নাশ হয় ও গ্রন্থের শীঘ্র সমাপ্তি হয় । গ্রন্থকারের ইচ্ছামত যে কোন স্থানে তাহা করিয়া দেন । এ কয়টা স্থানেই কেন করিলেন, ইহার উত্তর এই যে—অত্র স্থানে করিলেও প্রশ্ন হইত, তথায় কেন করিলেন । “অশোক বনে সীতা কেন” ইহাও যেমন প্রশ্ন, অত্র বনে থাকিলে প্রশ্ন হইত “এখানে কেন ? এস্থলেও ঐ মীমাংসা । তহাকে “অশোক বানকা গ্রাম” কহে । অতীর্ণ বেহ জ্ঞানে লিখিলে অঙ্গুগীত হইব । (উত্তর ২২।১) টীকাকার ৮বীরচন্দ্র প্রভু বলেন, এই পদ্যটি সিদ্ধ মন্ত্ৰের মত, অর্থাৎ প্রায়ই মনে হইত ।

৩৭। এই গ্রন্থে নানাপ্রকারের চিঠি পত্র লেখা দৃষ্ট হয়, পত্রগুলি প্রায়ই পদ্য ছিন্ন গদ্যে দৃষ্ট হয় না এবং পুরলীলার অর্থাৎ বিশ্লিষ্ট রসেই রচিত হইয়াছে । তন্মধ্যে, উত্তর ২৫।১৫ শ্লোক দেখুন প্রেমসীগগকে শ্রীকৃষ্ণ কতই মনের কপা বলিতেছেন ।

৩৮। কেহ ধর্মকে, কেহ অর্থকে, কেহ কামকে, কেহ বা কৃষ্ণভক্তিকে মোক্ষ বলিয়া থাকেন । গোপগণ কিন্তু ঐ সমস্ত কামদ্বারা কৃষ্ণের মঙ্গল সাধনকেই মোক্ষ বলিয়াছেন—(উত্তর ২৪।৫)

ধর্মং কেচিৎ কেচিদর্থং নিকামং

কামং কেচিন্মোক্ষমপ্যত্র কেচিৎ ।

কেচিৎ কৃষ্ণে ভক্তিং, এতেতু গোপা-

স্তস্মিন্ ভবাং হব্যাকাব্যেযু দধ্যাঃ ॥

(দৈবকার্য্য হবা । পিতৃকার্য্য—কব্য অমরকোষ)

কি সুন্দর নিকাম ভক্তি !!!

৩৯ । বৈকুণ্ঠ্যং মম ভাবদৌদৃশমপি স্নেহাদরগোকসঃ

পৌডাস্তে গৃহিণঃ কথং নু তনয়্যাবিল্লেশজঃঐধর্গটৈবঃ ॥

(অভিজ্ঞানশকুন্তল । ৪র্থ অঙ্ক)

এইটী শকুন্তলার পতিগৃহ যাত্রায় ক'থর বিলপ ।

ভ্রাতরৌশেন রচিতং বৈচিত্র্যং চিত্রমৌক্ষাতে ।

আত্মারামাশ্চ যোক্তাস্তে স্নেহেন গৃহিণশ্চ ন ॥

(উত্তর ২৪।২)

দুইটীই প্রায় এক ভাবের শ্লোক ।

৪০ । স্বার্থপর শব্দ ও স্বার্থপরতা বহু দিন হইতেই চলিয়া আসিতেছে ।

(উত্তর ২৪।২৬)

৪১ । কুরুক্ষেত্র মিলনের পর নন্দবিদায়ে ব্রজবাসীদিগের যে অবস্থা তাহা বর্ণনীয় নহে—

চলনসময়ে ধা যাবস্থা ব্রজেশপুরঃসরঃ-

ব্রজপরিষদামাসীদেষা কথং বত বর্ণ্যতাম্ । (উঃ ২৪।৪৬)

৪২ । চিত্তমুগ্ধ হইলেই বুদ্ধির প্রসার হয় ।

“স্বস্থে হি চিত্তে প্রসরন্ত বুদ্ধয়ঃ ॥” (উঃ ৩০।৫০)

৪৩ । শ্রীরাধাদির অগ্নিপরীক্ষার শ্লোক—(উঃ ২।৭৯)

পরীক্ষায়াং তস্তাং মুনিদহনমহ্যায় বিপত্তৌ-

রমুঃ সাধবীঃ পশুন্ স্বকৃতনয়নাস্তঃস্রবজলাঃ

নিজাশ্রণ্যাবৃথপি সুররিপূর্ব্যাগ্রিতমনাঃ

পুরাসীম্নশ্চিত্তং বিকলয়ন্তি সম্প্রতাপি যতঃ ॥

৪৪ । চুণে জিহ্বা পুড়িলে দমিতেও চুণ বোধ হয়, উদ্ধবের রথ দেখে অক্রুর বলিয়া মনে হইল—

উদ্ধবস্ত রথং দৃষ্ট্বাক্রুরং রামাঃ শশঙ্কিরে ।

চূর্ণেন দগ্ধজিহ্বানাং ভবেত্তদ্রমদং দধি ॥

(উত্তর ১০।৯৬)

৪৫। সনাতন গোস্বামীর গীতাবলী, গীতগোবিন্দ প্রভৃতি গ্রন্থে যেমন গান আছে, চম্পূতেও সেরূপ বহুতর দৃষ্ট হয়। (পূর্ব ১৭৭৮ নং দ্রষ্টব্য)

৪৬। ব্রজবাসীর বিরহে কৃষ্ণের খেদোক্তি কি সুন্দর দেখুন।

(পূর্ব ৩৩২৪ এবং ৩৯)

৪৭। অবন্তীনগরে সান্দীপনি ভবনে যাইবার কালে রামকৃষ্ণের ব্রহ্মচারী বেশ—

ক্ষৌমং বস্ত্রযুগং পবিত্রকময়ং যজ্ঞোপবীতং তথা

মৌব্বীং মেথলিকাবলিং খদিরজং দণ্ডং রুরোশ্চর্ম চ।

ধুত্বা ক্ষত্রিয়তাবিভাবকতয়া সদ্ব্রহ্মচর্য্যাধিতা-

বাচাৰ্য্যস্ত সভাং স্বভাবমুভগৌ সূত্রাসিতৌ জগ্মতুঃ ॥

(উত্তর ৮।৩৭)

৪৮। কৃষ্ণ মথুরা গমন করিলে পূর্বদিক হইতে ১১টী কাককে আসিতে দেখিয়া ও তাহাকে সখীগণের মধ্যে লইয়া গিয়া বর্ণসাদৃশ্য বশতঃ কৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—(কাকদূত প্রভৃতি দূতকাব্যের সূচনা)

দৃষ্ট্বা কক্ষিং কাকমাস্তমৈক্সাং

আশাভাগাং পৃচ্ছতৌ তৎক্রমেণ।

রাধালীনাং মধ্যমাসাদয়ন্তী

লক্ষা প্রাস্তং কৃষ্ণমিত্রস্ত তস্ত ॥ (উত্তর ৭।২০)



আচার ব্যবহার ।

চম্পু লিখিত আচার ব্যবহার বহুতর, তবে মোটামুটি ঙ্গটিকতক দেখান হইবে মাত্র ।

১। পেটের কাপড়ে বেণু সংযোজিত, শিঙা ও বেত্র বগলে, বামহস্তে চিক্কাণ খাদ্যাগ্রাস, অঙ্গুলীর কাঁকে ফল ও বাঞ্জন । এই প্রথা প্রাচীন গোপ-দিগের । পু ১১৫৩ ।

২। গোপগণ যে গোশকট লইয়া দূরে যাতায়াত করিতেছে, তাহাতে গৃহের যাবতীয় উপকরণ সজ্জিত থাকিত । এমন কি গাড়ীর উপরে পাক করিবার পর্য্যন্ত ব্যবস্থা ছিল । তাহা আমরা দেখিতে পাই ।

“রামঃ প্রচসন্নাহ কৃষ্ণ ! পাকাদি-নিত্যকৃত্য সন্নিবেশদেণাধঃপ্রদেশান্ মহাশকটবেশান্ গৃহান্ নিকট এবাতিতঃ পশু ।” (পূর্ব ৯৪০)

বলরাম বলিলেন ‘ভাই কৃষ্ণ ! দেখ আমাদের মহাশকট গুলিই গৃহ, ইহা চলিয়া যাইতেছে অথচ ইহার নিম্নপ্রদেশে পাকাদি নিত্যকার্য্যের ব্যবস্থা আছে । সুতরাং গাড়ীগুলি খুবই বৃহৎ । ৪০ ৫০ মণ বোঝাই বলদের গাড়ী অন্যাপিও পশ্চিমে দৃষ্ট হয় ।

যৎকালে মহাবন হইতে বৃন্দাবনে বাসার্থ যাইতেছেন, তৎকালে বালক কৃষ্ণের প্রতি অগ্রজ বলরামের উক্তি বড়ই সুন্দর ।

৩। মহাবন হইতে বৃন্দাবনে সট্টাকর নামক স্থানে প্রবেশ কালে যমুন নদী পার হইলেন সেতু দ্বারা (পোলে) । সেই সেতুটা কাশ, কুশ, শর, বড় বড় বাঁশ এবং প্লব অর্থাৎ ডোঙ্গা বা ভেলা দ্বারা নির্মিত । এমন কুশল লোকে উহা নিৰ্ম্মাণ করিয়াছিল, যেন রাজপথের মত অবাধে ঐ সেতুতে গমনাগমন হইত । (পরস্পর ডোঙ্গাতে যাড়া দিয়া প্রস্তুত হয়) এই নৌসেতু একটা পূর্ব রীতি । (পূর্ব ৯৫৯)

৪। গো সেবা—

গবাং কণ্ঠস্বনং কুর্য্যাৎ গোগ্রাসং গোপ্রদক্ষিণাং ।

নিতাং গোষু প্রসন্নাসু গোপালোহপি প্রদীদতি ॥

গোকর কণ্ঠ্যন (গা চুলকান), গোগ্রাস, গো প্রদক্ষিণ, কর্তব্য । নিতাই যদি গোক প্রসন্ন হয়েন, তবে গোপাল শ্রীকৃষ্ণও প্রসন্ন হইবেন । (পূর্ব ১৯২৯)

৫ । পুরাকালেও জ্ঞানের জন্য একটা নির্দিষ্ট ঘর থাকিত, তাহা পূর্বচম্পূর ২য় পুরণে ১২০ গদ্যে দৃষ্ট হয় ।

৬ । প্রাচীন কালে রমণীগণ অশ্বারোহণ করিতেন, তাহা রোহিণীর চরিত্রে দৃষ্ট হয়—“বসুদেবেন গ্রহিতা ব্রহ্মহিঃ । বড়বারোহিণী রোহিণী শুভমাজগাম ।” পূর্ব ৩৬১ গদ্যে ইহার প্রমাণ ।

৭ । পুত্রকে বাবা বলিয়া সম্বোধন চম্পুতে দৃষ্ট হয়—“ভো মৎ পিতঃ ।”

(পূর্ব ৭৬৭) ।

৮ । চোরের চাতুরী যেমন মুচ্ছকটীকে দেখা যায় চম্পুতেও তাহার অভাব নাই । পূর্ব ৮২৯ দেখ । কৃষ্ণের চৌর্য্য চাতুরী কেমন ?

৯ । প্রাচীন কালে বুদ্ধগণও গহনা পরিতেন, ইহা নন্দ মহারাজের হাতে ও কাণে গহনা দেখিয়া বেশ বুঝা যায় (পূর্ব ৬৪৬)

উদ্ধবও গহনা পরিতেন । উঃ ১০৩০ ।

১০ । গোপ জাতির গ্রাম ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন করা কি সুন্দর ব্যাপার ! তাহা নন্দের ব্রজ প্রবেশে বেশ বুঝা যায় (পূ ৯৪৮ হইতে)

১১ । প্রাচীন কালে এক সঙ্গে অগচ্চ বিভিন্ন পঙ্ক্তিতে সমস্ত ভদ্র জাতির ভোজন ও পরস্পর কৌতুক বাক্য প্রয়োগ চম্পুতে দৃষ্ট হয় (পূ ২৬৩) উদারনৈতিক দলে অদ্যাপি এ প্রথা চলিতেছে ।

১২ । মাতাকে মাতামহের নামে গালি দেওয়া চির প্রথা । (পূর্ব ৮৩৯)

মা বলিলেন—

“অহো রাজাসি চে'রাণাং”

(বাপু তুমি চোরের রাজা)

কৃষ্ণ বলিলেন—

“চোরা স্বং পতৃগোত্রজাঃ”

(তোমার বাপের বংশের সকলেই চোর)

১৩ । গ্রন্থের অধ্যায়ে আদিত্য ও অন্তে সাধারণ অস্ত্রাস্ত্র গ্রন্থের মত

চম্পুতেও দৃষ্ট হয় তাহা প্রণব পুটত মহামহেশ্বর মত, যেমন প্রাচীন মহেশ্বর আদিতে
অস্ত্রে প্রণব (ওঁ) থাকে । (পূর্ব ২১ শেষ শ্লোকের টীকা দেখ)

১৪। উপাখ্যান, গান ও অভিনয়াদি উৎসব দেখিবার জন্ত পর্দানগান
(লজ্জাশীলা) স্ত্রীগণের বাসবার প্রথা যেমন এক্ষণে আবৃত স্থানে হইয়া থাকে,
পুরাকালেও তেমনি ছিল । (পূর্ব ৩৫)

১৫। ঐ উৎসব দর্শন কালে নব বধূগণ পুরন্দ্রী (গিন্নী) দিগের সেবা ও
শুশ্রূষা করিতেন ইহাও দৃষ্ট হয় (পূর্ব ৩১৩)

১৬। এক্ষণে যেমন সাধারণ সমাজে (মজলিশে) হরবোলা থাকে, তেমনি
প্রাচীন কালে ছিল—তাহাকে “সচ্ছন্দে নানা বাদ্যবাদক” বলে । (পূর্ব ৪৩১)

১৭। বালক ভূমিষ্ঠ হইলে বাগকের পিতৃস্থানীয়গণ বাগকের মাতুলকে
ধরিয়া পরিহাস করিয়া থাকে, এই প্রথা আছে । অর্থাৎ পুত্রোৎসবে উন্নত
হইয়া পিতৃগণ শ্রালককে কষ্ট দিবেন এই ভয়ে বাগকের মাতুলগণ পিতার নিকট
(অর্থাৎ বাগকের মাতামহের) নিকট আশ্রয় লইল । পিতৃগণ ছাড়িবার পাত্র
নহেন, তাহাঃ ছলে বলে শ্রালকগণকে তাহার (অর্থাৎ নিজের স্বপুত্র, ছেলের
মাতামহ ও শ্রালকের পিতার নিকট হইতে সরাইয়া আনিয়া রাজা যেমন রাজস্ব
হরণকারী প্রজাকে দণ্ড দেন, সেইরূপ ছেলের মাতুলগণকে ধরিয়া আনিয়া দধি ও
ঘোলের পক্ষে ডুবাইয়া হৃদয়াক্রম দণ্ড দিতে লাগিল । (ইহা নন্দোৎসব) শিশুর
জন্মে এই শ্রেণীর আমোদ এক্ষণে তেমন দৃষ্টিগোচর হয় না, তবে অসম্ভব নহে
এবং দেশভেদে প্রচলিতও আছে । (পূর্ব ৪৪২)

১৮। গোবরুর সঙ্গে ছাগ পোষণ করার প্রথা পূর্বে ছিল । কৃষ্ণের
গোপালনে তাহা দৃষ্টিগোচর হয় । (পূর্ব ৭৮২)

১৯। “গোপাঃ কাননকরদাঃ” গোপগণের পশুপালন জন্ত কাননই
সম্বল, এজন্য সমস্ত কাননের করাদিতে গোপ মাত্রেই বাধ্য । সুতরাং এক বন
হইতে অগ্নি বনে যাইতে হইলে রাজার আদেশ স্বতই রহিয়াছে বলিয়া পৃথক্
লইতে হয় না । (পূর্ব ৯৩০)

২০। স্তম্ভপায়ী শিশুগণকে সাদা মিছবার সাহিত ধারোক্ষ হৃদয় পান করাইলে
স্বাস্থ্য ভাল থাকে । (পূর্ব ৮৭৭)

২১। কোন বৃক্ষের পত্রে, যেমন তালপত্রে তেরেট, পত্রে বা কদলাপত্রে
অক্ষর লিখিয়া শিশুকে বর্ণ শিক্ষা দেওয়া আতপ্রাচীন প্রথা (পূর্ব ৮৭৭)

২২। শেষ রাত্রিতে প্রদীপ জালিয়া বাস্তব-পূজা ও দর্শনমহন করা পুরাকালে প্রচলিত ছিল। এখনও পল্লীবাসিনী গৃহিণীরা শেষ রাত্রে উঠিয়া অঙ্গন মার্জ্জন গোময় অণু প্রক্ষেপ ও গোলাকারে স্থান মার্জ্জন তাগাতে পুষ্প দান এবং দর্শনমহন করিয়া থাকেন। রৌদ্র উঠিলে দর্শনমহন অসুবিধা, মাখন জন্মে না। (উত্তর ১০।২০। ইহা ভাগবতেও উদ্ধব ব্রজাগমনে আছে)।

২৩। উদ্ধব দর্শনে ব্রজবাসীর কৃষ্ণ ভ্রম হইয়াছিল। অপ্রাণিতে (তমাল বৃক্ষাদিতে) যখন ইহা সম্ভব, তখন উদ্ধবে অসম্ভব কি সে? (উঃ ১১।৬) গোপীর কৃষ্ণ বিরহ সম্যক্ নহে আংশিক। (উঃ ১২।২১)

২৫। মধুসূদন “হরি বল, হরি বল” বলিয়া নাচিতেছেন। এটা সেই কৃষ্ণলীলা কালের রীতি হউক বা না হউক শ্রীজীব গোস্বামীর কালে শ্রীবৃন্দাবনের বৈষ্ণবী রীতি বটে।

“হরিঃ বদ হরিং বদেত্যলমঃ ক্লঃ ক্লঃ নটন” ইত্যাদি।

(উত্তর ৩১।১৫)

২৬। স্বামীকে প্রণয়পত্র দেওয়া পত্নীগণের চরদিনই আছে। কৃষ্ণকে কৃষ্ণিনী লিখিয়াছিলেন। (উত্তর ১৬।৮)

২৭। রাজ কন্তা কৃষ্ণিনী যখন বিবাহের পূর্বে গৌরী পূজা করিতে যান, যখন তাঁহার চতুস্পার্শ্বে কুরুপ সৈনিক লোক শ্রেণী বদ্ধ হইয়া চালাইয়াছিল ইহা দোষবার ও ভাবিবার বিষয়। (উত্তর ১৬।২২)।

২৮। পিস্তৃত ভাণ্ডকে বিবাহ পুরাকালে প্রচলিত ছিল। (শ্রীকৃষ্ণ মিত্রবিন্দা। এই বিবাহ নন্দরাজের অভিপ্রেত। উত্তর ১৭।১২২ ও ১৩৩)

২৯। শ্রীরাধাকে বিবাহ করিতে বৃষভাসুপুরে (বর্ধানে) শ্রীকৃষ্ণের সহিত বরযাত্রীদিগের যাত্রা—অগ্রে বৈজয়ন্তীমালা-যুক্ত পতাকা, নানাবিধ বান্য, নৃত্যকারী নটগণ, যানাক্রুত পুরোহিতগণ ও পূজা ব্যক্তিগণ বরের উভয় পার্শ্বে বরের বরশ্রগণ, তৎপরে অগ্রজ রাম ও শ্রীদাম। শৈব, সূর্য্যব, মেঘ পুষ্প, বলাহক রথের অশ্ব, তদাক্রুত দাক্ষক, নানা সামগ্রী ধারী সহচরবৃন্দ, শিল্পীগণ, কোড়ুকী বিদূষক, স্তম্ভপাঠকগণ, ব্রহ্মা শিবাদি দেবগণ, তৎপরে চারি ঘোড়ার রথে শ্রীকৃষ্ণ, তৎপরে ব্রজবাসী লোক। এইরূপে বরসজ্জা হইয়াছিল)।

উত্তর ৩৫।৬—২।

৩০। পুরবাসিনীগণের বর দর্শন প্রাসাদোপরি। এই প্রথাটি গঙ্গা-
স্রোতের মত পুষ্কধারা চলিয়া আসিতেছে।

৩১। বিবাহবেদীর ৪ কোণে ফলযুক্ত কদলী বৃক্ষ। উপরে চন্দ্রাতপ ও
তাহার ৪ ধারে মুক্তামালা। কুস্তুর মধ্যে প্রদীপ। বিবাহ সভার অগ্রে
নন্দরাজ প্রভৃতি গুরুজন, উভয় পার্শ্বে বলদেব ও উদ্ধব, পশ্চাতে দাক্ষক
সারথি। (উত্তর ৩৫।৩৪—৫)

৩২। জামাতা কৃষ্ণের নিকট স্বস্তুর বৃষভানুরাজের পরিহার—বৎস কৃষ্ণ।
তোমাকে যদিও গুণবতী কন্যা দিলাম, কিন্তু ইহার গুণ আমাদের চক্ষের গোচর
হয় না ; দোষই গোচর হয়, তৎ সমস্ত তুমি ক্ষমা করবে। এই বলিয়া শ্রীদামাদি
পুত্রকে কৃষ্ণের হস্তে বয়স্করূপে দান করিলেন। (শ্রীদাম শ্রীরাধার ভ্রাতা ও
কৃষ্ণের বয়স্ক)। (উত্তর ৩৫।১০০।১০১)

৩৩। বৃষভানুরাজ কাঁদিতে কাঁদিতে দানের পর কন্যাকে উপদেশ দিতে-
ছেন—

পতির মনের অহুগামিনী হইয়া পাতকে, বধুজনের (বৌদিগের) উচিত
কার্য্যদ্বারা শাস্তুরীকে, সুন্দর চরিত্রযুক্ত লজ্জাশীলতা দ্বারা স্বস্তুরকে এবং যশের
দ্বারা সমস্ত সাধারণ লোককে সন্তুষ্ট করবে। আমি আদিক ক বলিব, কৃষ্ণকে
পতি, নন্দ-বশোদাকে স্বস্তুর শাস্তুরী ভাবে অবগত হইয়া পতিভ্রম যুক্ত রাখাল
প্রভৃতিতে ফুৎকার নিক্ষেপ করিগাছ। এইরূপে পিতামহী, মাতামহী, পিসী ও
ভগিনী সকলেই রোরুদ্যমান হইয়া শিক্ষা দিলেন (উত্তর ৩৫।১০২—১০৩)।
কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলে শকুন্তলার প্রতি কথ্যুনির বাক্যও ঠিক এই-
রূপ। মূলের পাদ টীকায় দ্রষ্টব্য।

৩৪। দাম্পত্য ব্যাপারে বয়সাগণ নানা উপহাস করে, মধুমঙ্গলের
চরিত্রই ইহার প্রমাণ। (উত্তর ৩৬।৩৩)

৩৫। কুরুক্ষেত্র হইতে নন্দাদিগোপ গোপীগণ বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন।
কৃষ্ণবিরহে তাহারা কাতর ও পথে শত্রুভয়, এজ্ঞা ভৃত্য ও সৈনিকলোক সঙ্গে
দেওয়া হইল এবং নানাবিধ উপহার প্রদান করা হইল। (উত্তর ২৩।৪৬—৪৯)

৩৬। পুরলীলারশেষে দত্তবক্র বধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রজে আসেন, তখন
গুরুবর্গকে অষ্টাঙ্গদণ্ডবৎ প্রণাম করেন। (উত্তর ৩৭।৪৪)

৩৭। শ্রীরাধার বিবাহ হইলে উভয়ের প্রতি পুণিয়ার বাক্যে কি সুন্দর ছুইটা পদ্য দেখুন ।

- (রাধাং প্রতি) নাম শ্রীমতি রাধিকা তব পিতা ভাষুঃ প্রহঃ কৌন্তিবা
 স্বশ্রনন্দবধূঃ সখী চ ললিতা সাক্ষিঃ বিশাখাদিভিঃ ।
 আরামঃ কিল কৃষ্ণকাননততিঃ কাস্তুঃ স কৃষ্ণঃ সদা,
 নাহং কিঞ্চিদবেদিসং তদপরং নো বেদ্বি বেৎস্যামি চ ॥
- (কৃষ্ণং প্রতি) গোপেশো পিতরো তবাচলমর শ্রীরাধিকা প্রেরসো,
 শ্রীদামা শ্রবলাদয়শ্চ স্নহদো নীলাশ্ববঃ পূর্বজঃ ।
 বেণুর্বাঁদ্যমলকুতিঃ শিখিদ্দলং নন্দীশ্বরো মন্দিরং
 বৃন্দাটবাপি নিষ্কুটঃ পরা তো জানামি নাশ্র্যং প্রভো ! ॥

(উত্তর ৩১।৮০।৩২)

উল্লিখিত শ্লোক ছুইটা ললিতমাধবের ১০ অঙ্কের শেষ শ্লোকের তাৎপর্যে রচিত কথা—

শ্রীরাধা—সবাস্তা মিলিতা নিসর্গমধুরে প্রমাভিরাণীকৃত্য।
 যামীয়ং সমগংস্ত সংস্রববতী স্বশ্রশ্চ গোষ্ঠেশ্বরী ।
 বৃন্দারণ্যানিকুঞ্জধাম্নি ভবতা সঙ্গোহপ্যয়ং রঙ্গবান্
 সংবৃত্তঃ কিমঃ পরং প্রিয়তরং কর্তব্যমত্রাস্তি মে ॥

তথাপীদমস্ত

চিরাদাশামাত্রং ত্বয়ি বিরচয়ন্তঃ স্থিরধিয়ো
 বিদধ্যুর্মে বাসং মধুরিমগভীরে মধুপুরে ।
 দধানঃ কৈশোরে বয়স সখিতাং গোকুলপতে
 প্রপদোথা স্তেযাং পরিচরমবশ্যং নরনয়োঃ ॥

৩৮। রাধামাধব-বিবাহ গোধূলালয়ে । (উত্তর ৩২।১০৩)

যুগপৎ সঙ্গকণ্ঠার বিবাহে মধুমঙ্গলের পরিহাস, ও পূর্ণমাসীর ষথার্থ কথা ।

(উত্তর ৩২।১০৪)

একসঙ্গে কোটিকণ্ঠার বিবাহ (উত্তর ৩৩।৪)

পুন্ডমুখে কণ্ঠা ও পাত্র বসাইয়া অধিবাস (উত্তর ৩৩।৭৪)

বিবাহে গালি দিবার ব্যবস্থা (উত্তর ৩৫।৩৬)

এবং (ঐ ৪৩) পীড়ি, কাপড়, বজ্রহস্ত ও গোক ইত্যাদি যৌতুক দান ।

(উঃ ২৫।৪৬)

৬৯। গোদানের সময় “তুং সবার্গাতু নবাগদহঁতি ।” ইহা ঘাস জলের বরাং মাত্র । গোকুর আদান প্রদানে অদ্যাপি গ্রাম্য ভাষাতে পল্লীগ্রামে “ঘাস জলের বরাং” বলা হইয়া থাকে । (৩৫।৪৮)

৪০। পটগৃহ অর্থাৎ তাম্বুর ব্যবহার দৃষ্ট হয় । কুরুক্ষেত্রের বাসাবাস বিবিধ ভাষাতে নির্মিত (উত্তর ২৩।৩৩)

৪১। নাম সাদৃশ্যে বন্ধুতা হইয়া থাকে । ব্রজের শ্রীদামগোপ ও অবন্তী নগরের শ্রীদামশর্মা, ব্রজের সুদাম ও সুদাম মালাকার, ব্রজের অর্জুন ও ইন্দ্রপ্রস্থের পাণ্ডব অর্জুন । ইহাব প্রকৃষ্ট প্রমাণ ।

তস্মিন্ সতীর্থশতকেসু সমেষু কৃষ্ণঃ

শ্রীদামশর্মাণি যদেষু স্মরচ্ছাতি স্ম ।

গোষ্ঠস্থতল্লিঙ্গসখ্যাবয় ৷ব তেতু-

স্তস্মিন্ যথা কিল সুদামনি চার্জুনেচ ॥

(উত্তর ৮।৬৬)

৪২। সেক্ষাণ্ড, (হাত ধরিয়া সম্ভাষণ) অনেক স্থানে দৃষ্ট হয় । দুইটী দেখুন ভাগবতে (১০।৪৩।১৬)

স্থানাদির পরিচয় ।

বৃন্দাবনলালামৃত ও বর্ধমান ব্রজতত্ত্বের বহু গ্রন্থে পরিচয় আছে, তবে চম্পুর ২।৪টী দেওয়া হইল মাত্র ।

১। শ্রীল নন্দমহারাজের ব্রজ অর্থাৎ গোষ্ঠ বা গোহঁন (একরূপ বাগান-বাড়ী) অষ্টকোশ স্থানব্যাপী ছিল । বস্তুতঃ এই পরিমাণ লৌকিক অর্থাৎ লোকে যেমন ক্রোশের পরিমাণ লইতে পারে সেইরূপ । কিন্তু ভগবদ্ধাম ভগবানের শক্তিতে অনন্ত ও অচিন্ত্য । নচেৎ অনন্তগোপ, গোপী ধেনু, বৎস প্রভৃতির সন্নিবেশ ঐ চক্রোশে অসম্ভব । দৃষ্টান্ত = নন্দগ্রাম ষাট মহাবন প্রভৃতি দূরস্থান সকদা গতিবিধি চলিত । ইহা পদ্মদণ্ডের সঙ্কোচ-প্রকাশের মত ।

পদ্মদল প্রস্ফুটনকালে যেমন মাথাগুলির বিস্তৃত হইয়া পরস্পর দূর হয় আবার মুজগকালে সকল গুলিই একত্র হয়, তদ্রূপ ভগবানের ষাগমায়া প্রভাবে দূরস্থান নিকট হয় আবার নিকটও দূর হয় । (পূর্ব ৯ । ৬৮)

২ । রাসমণ্ডলে কোন গোপী কোনদিকে অবস্থিত তাহার সুস্পষ্ট বর্ণনা (পূর্ব ২৫ । ৪১ পদ্য হইতে দৃষ্টব্য) । এবং ভাগবতে ১০ । ৩২ অঃ । “তং বিলোক্যাগতং প্রেষ্ঠং” এত হইতে “কচিৎ করাঘুজং শৌরে” ইত্যাদি স্থলে কাচিৎ, একা, ইত্যাদি অস্ফুট নামগুলি বৈষ্ণব তোষণীতে পারস্ফুট করিয়া দিগ্‌নরূপণ করিয়াছেন । তাহা দেখিলে বুঝিতে পারিবেন ।

৩ । সমগ্র বৃন্দাবনই “মহাবন্দাবন,” পার্শ্ববর্তী বন সকল “কেলিবৃন্দাবন” নামে কথিত হয় । (পূর্ব ১ । ২৫ । পঞ্চরাত্র)

৪ । যে কদম্ববৃক্ষে আরোহণপূর্বক শ্রীকৃষ্ণ কালয়ত্নে ঋষ্যপ্রদান করেন, সেই বৃক্ষ উক্তত্নদের পূর্বদিগ্‌বর্তী বৈশাখ ম'সের শুক্লাদশীতে তাহার পুষ্প হয় । ইহা তোষণীধৃত বরাহপুরাণের স্থানে দৃষ্ট হয় । (পূ ১৩ । ২২)

৫ । “সট্টৌকর” এক্ষণে “ছটীকরা” নামে বিখ্যাত । কালিয়দহের উত্তর-পশ্চিম কোনে প্রায় ২ক্রোশ ব্যাধান । যমুনার পশ্চিমপারে স্থিত, হঠাৎ পূর্ব-দিকে বেলবন ।

১ । ভাগবত বলেন—

“তত্র চক্রব্রজাবাসং শকটৈরঙ্কচক্রবৎ ।”

(শকটান্ধচক্র)

(ভা ১০ । ১১ । ১৮)

২ । বিষ্ণুপুরাণ বলেন - শকটীবাট ।

৩ । হরিবংশ বলেন—শকটাবর্ত ।

৪ । তোষণী বলেন—সট্টৌকর ।

৫ । গোপালচন্দ্র বলেন—ঐ ।

(তোষণী বলেন ব্রজের ১০ । ২৪ । ৩৩) উক্তরে অর্থাৎ ঈশান কোনে এবং কালিয়ত্নদের নৈঋত্বেকোনে এক ক্রোশ ব্যবধানে ব্রজ, তাহার মধ্যে সট্টৌকর । ইহার বাস এক যোজন । পিতামহদেবমীড়ের প্রদত্ত আদিবাস মহাবন (গোকুল) । উন্নন্দের পরামর্শে রামকৃষ্ণের শ্রীত্যাগে দ্বিতীয়বাস ব্রজ (বৃন্দাবন) । নন্দীশ্বরপূর্বতে বাস তৃতীয় । ইহাই মুখ্য বাসস্থান ।

মহাবন হইতে এইখানে প্রথমে আসিয়া শকট (গাড়ী) দ্বারাই গৃহ নির্মিত হয় । তাহা অর্দ্ধচক্রাকারে গঠিত । পশ্চাদ্ভাগে জ্রব্যাদি স্থাপন, সম্মুখে গবাদির স্থখে যাতায়াত জন্য বিস্তীর্ণ দ্বার ছিল । ইহাই ব্রজ ও অষ্টকোশ ব্যাপক । মহানগরী মথুরার দূরে বলিয়া নির্জন ও তৃণাদি জ্বলন্ত । এই বাসস্থানটিকে চতুঃপার্শ্বে কণ্টিকিনী লতা ও কণ্টকযুক্ত বৃক্ষে বেষ্টিত করা হয় । সজীব বৃক্ষ আনিয়া এই বেড় দেওয়া হয় ।

৬। আদি বরাহে ব্রজমাধ্যম্যো দৃষ্ট হয়, গোবর্দ্ধন পর্বতের অধিষ্ঠাতা হরিদেবেরও উত্তরে এবং কালিয়দমনের দক্ষিণে মৃত্যু হইলে তাহার মুক্তি হয় ।

এস্থানটীও মথুরার নাতিদূরে নির্জন ও মথুরার পশ্চাদ্ভর্তী বলিয়া নিবিড়কাননযুক্ত । ইহাই ব্রজ । ইহার দৈর্ঘ্য দুই যোজন চক্রেণ । ইহার সম্মুখে গিরিরাজগোবর্দ্ধন ছিলেন । মাথুরমণ্ডলের প্রথা যে ঈশান, পূর্ব, অগ্নি ও দক্ষিণ এই চারিটী দিক্ ছাড়া অন্যমুখে গোষ্ঠের দ্বার নিমিলিত হয় । উত্তরকানন, বায়ুকানন ও পশ্চিমকাননে মুখ করিলে শীতবাতাদি সমাগমে দুঃখ হইতে পারে অথচ গোবর্দ্ধনকেও সম্মুখে করিতে হইবে, এমন ক্ষেত্রে ব্রজের দ্বার অর্থাৎ কোনের দিকে ছিল বলিয়া সিদ্ধান্ত হয় । দ্বিতীয় ব্যাস যে ব্রজ, তাহার এইরূপ মৌমাংসা । কিন্তু ব্রজশব্দে বাহ্য ইত্যন্তঃ স্থানান্তরিত হয়, একজ্ঞ গোষ্ঠ, নন্দ নিজের ও গোকুল নামক স্থান যাগ প্রচলিত ভাষায় (গোরই) বলে তাহা এই ব্রজের অন্তর্গত । “ব্রজতি ইত্যন্তঃ গচ্ছতি ইতি ব্রজঃ ।” এই অর্থে মহাবন, গোকুল, বৃন্দাবন, নন্দীশ্বর এই সকল বাস স্থানকেই ব্রজ বলা যাইতে পারে ।

৭। মথুরার দক্ষিণে ধবলনগর, তাহার পশ্চিমে এক পর্বত আছে, তথায় কালযবন প্রবেশ করেন । (উত্তর ১৪।৫২)

৮। ব্রজধাম হইতে দ্বারকা ছয়শত ক্রোশ ইহা বর্তমানকালের ক্রোশ বোধ হয় না । অশ্বারোহী ২ শত দূত সর্বদা দ্বারকা হইতে যাতায়াত করিত । (উত্তর ১৫।২)

৯। যমুনা নদীর দক্ষিণ-পারে বৃন্দাবন । (উত্তর ৩৬।১৬৭)

১০। উত্তর চম্পুর ৩৭ পুরণের ৮৫ শ্লোক হইতে ২২২ শ্লোক পর্য্যন্ত গোলোক বর্ণনা দ্রষ্টব্য । তাহার সারাংশ উদ্ধৃত করিলেও একখানা গ্রন্থ হইরা

পড়ে। আশা আছে রাখানাথ গোলোকবিহারীর কৃপা হইলে তাহা পৃথক্ পুস্তকাকারে বর্ণিত করিব। একটা মোটামুটি চিত্র মাত্র দেওয়া হইল।

১১। “দাঁতহা” দস্তবক্রবধের স্থান। এইখানে ফ্রোড়পত্র ইহা মথুরাতে অবস্থিত। দ্বারকা হইতে আসিয়া দস্তবক্র ও বিদুরককে এখানে বধ করিয়া বিশ্রামঘাটে বিশ্রামপূর্বক ব্রজে গমন করেন। (উত্তর ৩০। ২১)

১২। মথুরার দস্তবক্র বধের পর ব্রজে প্রথমে যে স্থানে গিয়া উপস্থিত হন, কৃষ্ণ আসিতেছেন শুনিয়া যে স্থানে আগাইয়া গিয়া মিলিত হন। সেই স্থানকে “আয়রব” বলে এক্ষণে তাহার নাম “আয়র”। “আয়” এইরব যে স্থানে হয় তাহার নাম আয়রব। (উত্তর ৩০। ৩৬)

হাতিরচ হইতে মথুরা যাইতে যে রেলপথ তাহার শেষ অর্থাৎ মথুরার পূর্ব ষ্টেশন “রায়” এই স্থানকে অনেকে আয়ার কহে। ইহার উচ্চারণ রায়, রায় ইত্যাদি। ইহা ৮৪ ক্রোশ:পরিক্রমার মধ্যে।

১৩। প্রাগজ্যোতিষ অর্থাৎ আসামের মধ্যে কামরূপ নবাবের দুর্গাপুর নামক স্থানে নরকাসুর বাস করিতেন, তাহাকে বধ করিতে কৃষ্ণ গমন করেন। ঐ স্থান সুরনামক অসুর ও নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্রে এবং দুর্গে বেষ্টিত ছিল। (উত্তর ১৮। ২৫, ২৮, ২৯)

১৪। গোকুলের দক্ষিণে গোবদ্ধন, যমুনার তীরবর্তী ঈশানকোনে ভাণ্ডীর-বট। (উত্তর ৩৩। ৭৯)

১৫। গোলোকেবৈ তাত্ত্বিক সংস্থান—যাহার জলে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড-মহাবিক্রুর রোমকূপ দিয়া যাতায়াত করে, তাদৃশ বিরজানদী গোলোকেবৈ চারিধারে পরিখা। এই বিরজার উপরে মহাবৈকুণ্ঠলোক। তাহার উর্দ্ধভাগে গোলোকধাম। বিরাজ, মহাবৈকুণ্ঠ ও গোলোক উর্দ্ধাধোভাগে বিরাজ-মান। এই গোলোকে শ্রীকৃষ্ণদেব লীলাশালী হইয়া সপরিবারে বাস করেন। তাহার বিলাসভূমি পরমাশ্রা, পরব্যোমনাথ এবং নিক্সিশেষে ব্রহ্ম। গোলোক নাথের দ্বিতীয় ব্যূহ যে বলদেব, তাহার বিলাস মহাবৈকুণ্ঠে সঙ্কর্ষণ, তাহার অংশ কারণার্ণবশায়ী, তাহার বিলাস গর্ভোদকশায়ী ব্রহ্মাণ্ডান্তর্যামী প্রহ্লাদাংশ। তাহার বিলাস ক্ষীরোদশায়ী অনিরুদ্ধের অংশ। তাহার বিলাস মূর্তি অন্তর্যামী মৎস্য-কুম্ভাদি অবতার গর্ভোদকশায়ীর বিলাস মূর্তি। দ্বারকা

মথুরা ও বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের নরলীলার আধিক্য ও তারতম্য বশতঃ মথুরার আধিক্য ও তারতম্য আছে । ঐ যে, গোলোকের কথা বলিলাম উহাই প্রপঞ্চ গত হইয়া বৃন্দাবনাদি এবং বিরজাই যমুনা ।

“চতুর্ধাঙ্গাধুরী তস্য ব্রজএব বিরাজতে ।

ঐশ্বর্যাক্রীড়ায়োর্ধেনো স্তথা শ্রীবিগ্রহস্যচ ॥”

(বিখ্যাতী ভাগবতামৃতকণা)

১২ । বংশাবলী ও ইতিহাস ।

এটা ঠিক ধারাবাহিক বংশ ও পুরুষচরিত্র নহে, প্রয়োজনীয় কতিপয় লিখিত হইল ।

১ । শ্রীকৃষ্ণের বংশপরিচয় পুরুষচম্পূর তৃতীয়-পুরণে ১৯ নং গদ্য হইতে বর্ণিত আছে যথা ;—

বেদপুরাণাদি প্রসিদ্ধ বৃষ্ণি বা যদুবংশের শিরোমণিদের মৌচ নামে এক রাজা মথুরায় বাস করেন । তাঁহার প্রথম পত্নী ক্ষত্রিয়া, দ্বিতীয়া পত্নী বৈশ্য্য । ক্ষত্রিয়া পত্নীর গর্ভে শূর, ও বৈশ্য্যাপত্নীর গর্ভে পর্জন্ত জন্মগ্রহণ করেন । এই শূরের পুত্র বসুদেবাদি । পর্জন্তের পুত্র ভজন, উপানন্দ, অভিনন্দ, নন্দ, সন্নন্দ ও নন্দন (১ । ৩ । ২৬) । এই ধারামতে বসুদেব ও নন্দ উভয়েই যাদব বা যদু-বংশীয় । স্তবমালাভাষ্যও ইহাই বলেন । গোবিন্দবিরূদাবলী (৩৮০ পৃঃ) শূর অর্থাৎ শূরসেনকে মথুরার এবং পর্জন্তকে মহাবনে বাসস্থান দেওয়ার হয় । এই মথুরা যদুবংশীয় দিগের এবং মহাবন আভীরগোপ বৈশ্য্যদিগের রাজধানী হয় । (ভাগবত ১০ । ১ । ২৭—৮)

বসুদেব দেবকীকে ও আরও ৬টিকে বিবাহ করেন এবং নন্দ স্মৃগধ-গোপের কন্তা যশোদাকে বিবাহ করেন । বসুদেবের পত্নী ১৮টী (ভাগবত ১ । ১১ । ২৯ টীকা)

বাসুদেবরূপে ভগবান্ দেবকীগর্ভে, শ্রীকৃষ্ণরূপে যশোদাগর্ভে জন্মগ্রহণ করেন । (বিষ্ণুত সিদ্ধান্ত পূর্ব ১৩ পুরণে দ্রষ্টব্য) । উদ্ধব মহাশয় বসুদেবের সহোদর দেবভাগের পুত্র । (উঃ ২ । ৭৮ ।)

কংসের পিতা উগ্রসেন । মাতা পদ্মাবতী । (পূর্ব ১০ । ৬৭)

ভারতভাণ্ডার্য্য গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্য্য এই বংশ পরিচয় সুস্পষ্ট বর্ণন করিয়াছেন । তাহা ষট্‌সন্দর্ভের কৃষ্ণসন্দর্ভে উল্লিখিত আছে (৩৭৮ পৃষ্ঠ ১১৬ বাক্যে)

“তন্মৈ বরঃ সময়৷ সন্নিস্থষ্টঃ সচাস নন্দাখ্য উভাস্য ভাৰ্য্য৷ ।

নান্না যশোদা সচ শূরতাতমুতস্য বৈশ্য্য্য প্ৰভবস্য গোপঃ ॥”

২ । বিবাহের ঘটকালী প্রসঙ্গে । অষ্টমাতার গর্ভে ব্রাহ্মণের ঔরসে বুধ-ভানুপ্রভৃতির উৎপত্তি ইহারা বৈশ্য্য্যভীর । বুধভানুর পিতামহের ভগিনীপতির বংশ হইতে এক বৈশ্য্য্য কন্ত্যাকে দেবমৌঢ় বিবাহ করেন । এই দেবমৌঢ় নন্দ মহারাজের পিতামহ কৃষ্ণের প্রপিতামহ । দেবমৌঢ়ের ঐ বৈশ্য্য্যস্ত্রী দূরসম্পর্কে বুধভানুর পিসী, সুতরাং পর্জন্য পিসতুতোভাই, নন্দ সেই ভাইপো । কৃষ্ণ পৌত্রস্থানীয় । এই ধারামতে শ্রীরাধা নন্দেরও দূর সম্বন্ধে ভগিনী । শোণিত সম্পর্কে বা অল্প সম্বন্ধে দোষ নাই এজন্ত রাধা কৃষ্ণপত্নী । (উত্তর ৩২ । ২০)

৩ । ব্রিহৎকণ্ঠ ও মধুকণ্ঠেব পরিচয় । (ভাগ ১০ । ১২—১০ অঃ) পূর্বচন্দ্র ২ । ৮৮)

পর্ষতরাজ তিমালয়ের মধ্যে অলকা নামে এক যক্ষের রাজধানী আছে । যক্ষরাজ কুবের শিবভক্ত । ইহার দুইটী পুত্র, একের নাম নলকুবর, অপরের নাম মণিগ্রীব ! ইহারা দুই জনেই অত্যন্ত দর্পশালী, মদিরাপানোন্মত্ত হইয়া কোন এক দিন কৈলাস পর্ষতের উপবনে মন্ডাকিনীতে যোষিদ্গণ লইয়া বস্ত্র-চীন হইয়া অর্থাৎ উলঙ্গদেহে জলক্রীড়া করিতেছিলেন । এমন সময়ে দেবর্ষি-নারদ ঐ পথে যাইতেছিলেন, তিনি তাহাদিগকে ঐ অবস্থায় দেখিয়া দয়া পরবশ হইলেন । স্ত্রীগণ লজ্জায় বস্ত্র পরিধান করিলেন, কিন্তু দুই ভ্রাতা নগ্ন হইয়াই রহিল । দেবর্ষি অভিশাপ দিয়া বলিলেন, “ইহারা রাজপুত্র হইয়াও যখন আত্মজ্ঞান শূন্য অতএব ইহারা স্থাবর হউক (বৃক্ষ হউক) প্রাচণ্ড হউক, কিন্তু ইহার আমার অনুগ্রহে স্থিতি থাকিবে । অর্থাৎ দেবপরিমিত শত শত বর্ষ গত হইলে, (ভাগবত ১০ । ১০ । ১৮ টীকা) ব্রজে তাহারা যখন অর্জুনবৃক্ষ হইবে ।

বাহুদেব হরির সান্নিধ্যলাভে মুক্ত হইবে ।” ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জননী কর্তৃক দামবদ্ধ হইয়া উদুখল সহিত প্রসন্ন করিতেছিলেন, হঠাৎ ঐ যমজ বৃক্ষের মধ্য দিয়া গমন করাতে দামের (রজ্জুর) আকর্ষণে ঐ বৃক্ষদ্বয় পতিত হইল। বৃক্ষ হইতে ২টি বালক বর্হির্গত হইয়া ভগবান্কে স্তব করিলেন। ভগবান্ বলিলেন, সমদর্শী সাধু সন্দর্শনে বদ্ধ হয় না তোমরা আমার ভক্ত নারদের সঙ্গত্বে আমাকে প্রাপ্ত হইবে, আমার প্রতি তোমাদের ভক্তি উৎপন্ন হইয়াছে। অতঃপর ভ্রাতৃদ্বয় ভগবান্কে পরিক্রম করতঃ উত্তরাদিকে সাগরতীরে গমন করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। ইহারাই মধুকর্ঠ ও স্নিগ্ধকর্ঠ। স্নিগ্ধকর্ঠ বড় ভাই, মধুকর্ঠ ছোট ভাই। উত্তর ৩৬।২৯ ও ৩০ গদ্যের সম্বোধন দেখিয়া ইহা বেশ বুঝা যায়। স্নিগ্ধকর্ঠ মধুকর্ঠকে ভ্রাতঃ, মধুকর্ঠ স্নিগ্ধকর্ঠকে ভগবান্ বলিতেছেন। পূর্বচম্পূতেও ইহার অনেক স্থলে আভাস আছে। (পূর্ব ২।৩)

শ্রীকৃষ্ণের যখন বালাবস্থা তৎকালে রত্নচূড় নামে একজন সূতাচাষী দুইটি বালককে লইয়া কৃষ্ণদর্শনে নন্দালায়ে আগত হন। রত্নচূড়ের ভগিনী রত্নাবতী তাহারই পুত্র মধুকর্ঠ স্নিগ্ধকর্ঠ। রত্নাবতীর স্বামীর নাম স্মৃতি। বাসস্থান উত্তর সমুদ্রের তীর। ভ্রাতৃদ্বয় যমজ-সন্তান। ভ্রাতৃদ্বয়ের বিন্যা আকস্মিক দৈব-লক্ষ। ভগবান্ দেবর্ষি নারদের কুশাই এই বিদ্যালাত্তের হেতু। বালক দ্বয়ের বিদ্যা এই যে তাঁহারা নারদের রূপায় সমস্ত কৃষ্ণালা গান করিতে শিক্ষা করিয়াছেন (ক) নন্দমহারাজ কোতূহলাবিষ্ট হইয়া তাহাদের মুখে সমস্ত কৃষ্ণালা শ্রবণ করিবার অভিপ্রায়ে তাগদিগকে এক বৎসর ধরিয়া থাকিবার ব্যবস্থা করেন, পৃথক্ বাসা ও এক বৎসরের ভোজ্যসামগ্রী এককালে প্রদান করেন। (খ) সায়ং ও প্রাতঃকালে সমস্ত জীলোক বালকাদি লইয়া অষ্টপুত্রের সম্মুখে কথকের স্থান নির্দিষ্ট হয়। ঐ স্থানের যে পরিপাটি গাছ পূর্বচম্পূর ১ম পুরণে ও ৩৫ গদ্যে প্রসঙ্গিত আছে। নন্দমহারাজের স্ত্রী-পুরুষ নিকশেষে সকলের সহিত সূতকুমার দ্বয় পরিচিত হইয়া শ্রীরাধা ও বিভিন্ন রাজপত্নীদিগের নিকট অলঙ্কারাদি প্রাপ্ত হইয়া কথারম্ভ করিলেন। কথারম্ভের পূর্বে গ্রন্থকার

(ক) সূত পৌরাণিক। বংশকর্ত্তন কার্যই মাগধ। প্রস্তাবানুসারে তুল্যবাক্ ও অমল বৃদ্ধিবাদ। (ভাগবত ১।১১।২১। স্বামীপাদ)। (খ) সন্ধ্যা ও প্রাতঃকালেও পূরণকথা শ্রবণের যোগ্যকাল।

গোলোক বর্ণনা করেন । ৩৭পরে পূর্বচম্পুর ৩য় পুরণের ১৭ শ্লোক হইতে মঙ্গলা-চরণ ও ১৯ শ্লোক হইতে কথারম্ভ হয় ।

বাণভট্টকৃত কাদম্বরীতে যেমন শুকপক্ষীর মুখ দিয়া সমস্ত কথা কীৰ্ত্তিত হয়, তদ্রূপ গোপালচম্পুতে মধুকণ্ঠ ও স্নিগ্ধকণ্ঠের মুখ দিয়া চম্পু কীৰ্ত্তিত হয় ।

৪। মণিহরণের কথা উত্তর চম্পুর ১৭ পুরণে ৪০ হইতে ৬৬ শ্লোকে সংক্ষেপে বর্ণিত আছে ।

৫। উগ্রসেনের মন্তকে শ্রীকৃষ্ণই রাজমুকুট পরাইয়া দিয়াছিলেন । (উ। ৫।১০০)

৬। স্বন্দপুরাণের লিখিত তুলসীবৃত্তান্ত কিঞ্চিৎ কথিত হইয়াছে । যথা—
গোগণের স্থিত, গোপীগণের রতি, গোকুলের বুদ্ধি এবং কংসের নিধন জন্ত তুলসীকে ভগবান্ বিষ্ণু বৃন্দাবনে রোপণ করিয়া তাহার সেবাও করিয়াছিলেন । (উত্তর ১২।১৯—২০)

৭। কালযবন নপুংসক । মহাদেবের বরে গর্গ পুত্রের ঔরসে যবনরাজের পত্নীর গর্ভে ইহার উৎপত্তি, একজ্ঞ ইহার “কালযবন” নাম হয় ও যাদবগণ ইহাকে ভয় করিতেন । (উত্তর ১৪।৪৩)

৮। মাতার প্রেরিত নবনীতাদি ভোজ্য, পিতৃদিগর আভরণ, স্নানদেয় বস্ত্র বস্ত্র, কাস্তাগণের হারাদি, অজ্ঞ জনের অপরাপর দ্রব্য শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় থাকিয়া বাস্পূর্ণ নেত্রে দেখিতেন ।

ব্রজ হইতে দ্বারকা দূর হইলেও দ্রুতগামী অশ্বের ডাকে প্রত্যহ ঘণ্টায় ঘণ্টায় খবরাখবর লওয়া চলিত । (উঃ ১২।১০১)

৯। সান্দীপনির নিকটে বিদ্যাশিক্ষার্থে যাওয়া পূর্বে নন্দাদির অজ্ঞাত ছিল, কারণ দূরদেশ ও ব্রহ্মচর্য্য কষ্টকর । এই সময়ে রামকৃষ্ণের প্রভাব অবগত হইয়া তাঁহার পিসীমাতা নিজগ্রহে লইয়া বান । ইহাতেই বিবাহের সূচনা হয় । পিসীমা রাজাধিদেবী, তাহার কন্যা মিত্রবিন্দ্য । (উত্তর ১৭।১৩৩)

১০। অক্রুরের মাতার নাম গান্ধিনী (উত্তর। ১৯।৩০) পিতার নাম শকক । (তা ১০।৩৮।২৪) ।

১১। কৃষ্ণের ঔরসে কল্লিণীর গর্ভে প্রহ্লাদ জন্মগ্রহণ করেন । তিনি মাতা কল্লিণীর ভ্রাতা যে কল্লী তাঁহার কন্যা কল্মষভীকে অর্থাৎ মাতুল কন্যাকে বিবাহ করেন । এই প্রথা প্রাচীনকালে ছিল, অদ্যাপি কোন কোন দেশে প্রচলিত আছে । (উত্তর ১৯। ৩৪)

১২। যখন বলরাম ব্রজে আসিয়াছিলেন তখন, যমুনাও দ্বারকাপতির নিকট ছিলেন, ব্রজে কেবল জাগরুপে দূরে প্রবাহিতা। এজন্য বলরাম তাহাকে লাজলাঞ্জে আকর্ষণ করেন। (উত্তর। ২০। ৮১—৮৩ এবং ভাগবত ১০। ৬৫—২৫—৩৩।

পূজাপার্বণ ব্রতাদি ।

প্রয়োজনীয় কতিয় বিধের উল্লেখ মাত্র করা হইল ।

১। দীপাবিতা অমাবস্তার পর প্রাতঃকালে প্রতিপদ তিথিতে গোবর্দ্ধন পূজা হয়। শ্রীহরিভক্তি-বিলাসের গোবর্দ্ধন পূজার বিচার দৃষ্টব্য। (পূর্ব। ১৮। ৪৬)

২। রাসলীলার “দৃষ্টং বনং কুমুদিতং রাকেশকররঞ্জিতং।” এই শ্লোকে বৈষ্ণবতোষণী বলেন যে “রাত্রেবয়ং তিথিঃ” এই তিথি রাক্ষ অর্থাৎ পূর্ণিমা (পূর্ণে রাক্ষা নিশাকরে—অর্থাৎ পূর্ণে নিশাকরে রাক্ষ)। (ভাগবত ১০। ২৯। ২)

৩। বেণুশিক্ষা লীলাটি অগ্রহায়ণ মাসে হয়। “ইখং শরৎ স্বরূজনং (ভাগবত ১০। ২। ১) ইত্যুক্তাদিশা—“একবিংশে শারদ্রম্যবৃন্দাবনগতে ভরৌ। তেষুশনমাকর্য গোপীভির্গীতমোধ্যতে।” ইতি ব্রধরশ্বামিলিখিতাদিশাচ। ভাগবতের উক্ত মূল ও স্বামীর লেখন ভজাতে অগ্রহায়ণ মাস প্রতীত হয়। কিন্তু চম্পুতে স্পষ্টই আছে—“শরদি অতিবাহিতায়াঃ মার্গশীর্ষস্ত তাসাং পতিশ্রুতগৃহগমনায় মার্গশীর্ষতামবাপ।” (পূর্ব ১৭। ৭)

৪। বাসন্তী রাসলীলা (পূর্ব ৩১। ১৪৮)

অত্র আগমবাচ্যং—(পূর্ব ৩১। ১৪৭)

বসন্তকুমুমোদ-সুরভীকৃতদিশুখে ।

গোবর্দ্ধনগিরৌ রম্যে স্থিতং রাসরসোৎসুকং ॥

৫। মাঘ মাসের কৃষ্ণ একাদশীতে কেশি দৈত্যবধ । (পূর্ব ৩২।৭)

৬। কার্তিক মাসের শেষার্ধ্বে দামববন্ধন ও যমলার্জুন-ভঞ্জন লীলা হয় ।
(পূর্ব ৮।১)

৭। শ্রাবণ মাসের প্রথমার্ধ্বে শ্রবণা নক্ষত্রে চতুর্দশ মাস গর্ত্তবাসের পর বলদেব ভূমিষ্ঠ হইলেন । (পূর্ব ৩৭০)

৮। চতুর্দশীতে কংস-যজ্ঞ ও কংস-বধ, দ্বয়োদশীতে কৃষ্ণের মথুরা যাত্রা হয় ।
(উত্তর ২।৭২)

৯। পঞ্চম বর্ষ অতীত হইলে পোগণ্ডের প্রারম্ভে কা্তিক মাসের (পূর্ব ১২।৩) শুক্লপক্ষীয় অষ্টমী তিথিতে গোচারণ শিক্ষা দেওয়া হয় । ইহাকেই গোষ্ঠাষ্টমী কহে । (পূর্ব ১২।২৩) ।

১০। দ্বাদশী অর্থাৎ একাদশী ব্রতের ফলে নন্দরাজ কৃষ্ণকে পুত্রলাভ করেন । (পূর্ব ৩৪৮)

১১। বৈবস্বতমহন্তরীয় অষ্টাবিংশ চতুর্বুগে (কালযুগের প্রথমে) ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমীতিথিতে অর্দ্ধরাত্রে রোহিণীনক্ষত্রে শ্রীকৃষ্ণ যোগমায়া সহিত প্রাহুভূত হন । (পূর্ব ৩৭৬) । (তস্বমীমাংসা গ্রন্থে দ্রষ্টব্য)

১২। শ্রী: '১ কৃষ্ণ-জন্মের ১ বর্ষের পর জন্মগ্রহণ করেন । পর বৎসর কৃষ্ণ-জন্মাষ্টমীর পর ভাদ্রের শুক্লাষ্টমীতে মধ্যাহ্নকালে অশুরাধা নক্ষত্রে জন্ম হয় । (পূর্ব ১৫।২০) শ্রীকৃষ্ণ প্রথম যৌবনে ১৭ বর্ষের, শ্রীরাধা ১৬ বর্ষের, ইহা উগাস্ত্র মূর্ত্তি । (স্তবমালাভাষ্য উৎকলিকা বধরী ১৭)

১৪। সিদ্ধান্ত-সম্পর্ক।

(চম্পুর সিদ্ধান্ত-সূচনা)

১। পূর্বচম্পুর ৩৩ পুরণের ২৩২ শ্লোক হইতে ২৬১ শ্লোক পর্য্যন্ত গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা হইতে ব্রজে আগমন বর্ণিত আছে। এতদর্শনে বোধ হয় যেন পূর্বচম্পুতে পুরণীলার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা শেষ করিয়াছিলেন। পুনশ্চ তাহাই উক্তর চম্পুতে বিস্তৃতভাবে বর্ণন করিয়াছেন।

২। উক্ত ৩৩ পুরণের ২৯১ গদ্য হইতে ব্রজমধ্যে বিবাহের প্রস্তাবসূচনা।

৩। শ্রীরাধা প্রভৃতি কৃষ্ণপ্রেমসীদিগের পরগৃহবাসের দৃষ্টান্ত সীতার রাবণগৃহে বাসের ত্রায়। বা, শিশুপালের সহিত কৃষ্ণগীর বিবাহের ত্রায়।

“যথা সীতাদেব্যা দশমুখকুতার্তিসিপদভূং

যথা বা কৃষ্ণগ্যা বিবহনবিধির্চৈদিপকৃতৈ।

তথা রাধাদীনাম্ পরগৃহগতির্থা বত বিপং

কথং তস্তা নিত্যা ত্তিত্তিরভিমতা তস্ত সূহৃদাং।”

(পূর্ব। ৩৩। ৩৮৫)

অর্থঃ। যেমন সীতাদেবীর রাবণকৃত পরগৃহে বাসরূপ অনিষ্ট এবং যেমন কৃষ্ণদেবীর শিশুপাল কৃত অনিষ্ট হইয়াছিল। শ্রীরাধাদি কৃষ্ণপ্রেমসীদিগের সেইরূপ পরগৃহ অর্থাৎ মায়িক পত্যাভাসগণের গৃহবাসরূপ অনিষ্ট কখনই আত্মীয় সহৃদগণের অভিপ্রেত হইতে পারে না।

“যথা সীতা দেব্যা” শ্লোকটি রচনার ভাব প্রাচীন ২খানি কাব্য হইতে গৃহীত বলিয়া বোধ হয়—

“বিনা সীতাদেব্যাঃ কিমবহি ন দুঃখং রঘুপতেঃ।

প্রিয়ানামশে কুৎসং জগদিদমরণং হি ভবতি ॥

(ভবভূতির উত্তররামচরিত)

সীতাং হিহা দশমুখবিপুর্নৈপযমে যদন্তাং

তস্তা এব প্রতিকৃতসখে! যৎকৃতুনাজহার।

বৃত্তস্তেন প্রবলবিষয়প্রাপিণা তেন ভর্তৃঃ

সাদৃর্কারং কথমপি পরিত্যাগদুঃখং বিষেহে ॥

(রঘুবংশশেষে কালিদাস)

৪। ব্রজমধ্যে শ্রীরাধাদির সহিত যে কৃষ্ণাববাহ তাহা বলরামের বিবাহের পর। এবং ঐ কৃষ্ণাদির বিবাহগত প্রভেদ সাধারণে জানিতে পারেন নাই। (পূর্ব। ৩৩৩৪৪ এবং ললিতমাধব ১০ অঙ্ক শেষ) ঐ বিবাহের যুক্তি (ঐ। ৩৫০) এই বিবাহ হইতেই শ্রীলালতনাটকের পূর্বমনোরথ নামক দশমাস্কের বিস্থৃতি।

৫। স্বপ্নে জলপান করিলেও পিপাসু ব্যক্তি যেমন জাগরিত হইয়া জল পানার্থে উৎকণ্ঠিত হয়, সেইরূপ তদ্ব্যংশে কৃষ্ণপ্রয়সীগণ চিরামলিত হইলেও লীলাস্বাদের জন্ত যেন অমলিত হইয়া অতৃপ্তভাব মনে করেন। এই অতৃপ্তিও নিত্য্য, কারণ নাণা নিত্য্য, নিত্য্য বস্তুর অনিত্য্য প্রতীতি বা ভান লীলাশক্তিরই কার্য্য।

এই মর্মে কবিতা! পূর্ব ৩৩৪

৬। শ্রীকৃষ্ণলীলায়াং অনাদিসিদ্ধং শ্রীমদ্ভাগবতমেব মুখ্যং প্রমাণং। ইয়ং কথকস্ত মনঃকথা। পূ ৩৩৩ ৫।

“আরাধ্যো ভগবান্” ইত্যাদি শ্লোকে চ। চৈতন্তশতমঙ্কুশা গ্রন্থে)।

৭। কাব্যপ্রকাশাদি বহু বহু প্রাচীন অলঙ্কার ও কাব্যশাস্ত্রের সাধারণ কবিতাকে স্বমত পোষক করিয়া ধরা আছে। চৈতন্তচরিতামৃত পাঠক তাহা জানেন। ইহার মূল এই চম্পু গ্রন্থ—কেমন ভঙ্গীতে ধরিয়াছেন দেখুন।

“যঃ কৌমারহরঃ স এবহি বরস্তা এব চৈত্রকৃপাঃ”

ইত্যাদ্যপ্যধিগম্ কয়াচিহ্নদিতং গোপালিকাগীরিত।

ভাবোন্মাদজগাননৃত্যধিবশঃ শ্রীশুণ্ডিচাপকর্ম্ম

শ্রীচৈতন্তভূষণং স ভগবানঙ্গীকরিষ্য ত্যদঃ ॥

(পূর্ব ৩৩। ৩৫৭)

৮। পূর্ব চম্পুর ৩য় পুরণে ৬৩ নং গদ্যা হইতে ৯৬ পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ ও দুর্গার জন্ম বিষয়ক বহু সিদ্ধান্ত মীমাংসিত আছে।

৯। ঈশ্বরের উপরে বিপদের ভার দেওয়া ভক্তের পক্ষে উচিত নয়।
(পৃ ৯২৫)

১০। নিজের কোনও পরীক্ষিত বা স্রোমাংসিত বিষয়ে যদি স্বতই অনেকের
সম্মতি হয় তবে তাহা বিশেষ সুখের কারণ হইয়া থাকে (পৃ ৯৩৩)

১১। বশোদা-কন্যা দুর্গা যিনি কংসহস্ত হইতে আকাশ মার্গে চলিয়া যান
তাঁহার ৮টা হস্ত ও আকাশে চলিয়া গেলে সকলেই উন্নত মুখে দর্শন
করিয়াছিল —

শ্যামাষ্টপাণি-পরিবেষ্টিতপার্শ্বযুগ্ম-
চক্রাদিশস্ত্রবলিতা খগসিঃহবাহা ।
দেবাদিভিঃ পরিতুতপ্রসরং প্রভাবা
সটকৈঃ সমুন্নতমুখৈঃ পরিতো ব্যালোকি ॥

(পূর্ষ ৫৩)

১২। নন্দ-গৃহে অগ্রে জন্ম, ৩৭পরে বহুদেবের গৃহে জন্ম হইয়াছিল ।
তত্ত্বকথা পূর্ষ । ৩ পুরণে পাদটীকায় দ্রষ্টব্য । (পূর্ষ ৬৭৫)

১৩। শ্রীকৃষ্ণ অনাদিকাল হইতেই ব্রজবাসির গুণে আবদ্ধ । (পূর্ষ ২০৫৬)

১৪। নন্দ-বশোদা গোপীদের চিরদিনের স্বপ্নের শান্তি ও সেই গৃহে
চিরবাস, কৃষ্ণ জন্মে জন্মে পতি ইহাই গোপীদের প্রার্থনা

ব্রজেশিত্রোঃ সম্বাসঃ পরং স্বপ্নরতানয়োঃ ।

কৃষ্ণ এব পতিভূয়ান্মম জন্মনি জন্মনি ॥

(পূর্ষ ২১৫)

১৫। ঐব ও গজেন্দ্র প্রভৃতিকে মোচন করিতে বৈকুণ্ঠপতি বৈকুণ্ঠ ত্যাগ
করিয়া অন্ত্র গমন করিলেও তাঁহার নিত্য বৈকুণ্ঠস্থিতির ব্যাঘাত হয় না,
সেইরূপ মথুরাদি পুরলীলা দ্বারা নিত্য ব্রজলীলার ব্যাঘাত হইতে পারে না।
(পূর্ষ ৩৩২৪৬)

১৬। শ্রীরাধাদির সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ বহিরঙ্গ জনের অলক্ষ্য বলিয়া
গুপ্ত হইলেও অপ্রামাণিক নহে, পদ্মপুরাণ শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ও আদিবরাহপুরাণে
স্পষ্ট বর্ণিত আছে ।

১৭। নন্দাদির পূজা গ্রহণে ইন্দ্রাদির অযোগ্যতাই ইন্দ্রমথভক্তের মূল

উদ্দেশ্য এবং নরলীলার জড়ই অতিপ্রসিদ্ধ কথ্যবাদ যে খণ্ডন করেন । গোবর্দ্ধন ধারণের পূর্ব সিদ্ধান্ত এইরূপে বৃষ্টিতে হইবে । ভাগবত ১০।২৪।১২ ভাষণী জড়ইবা ।

১৮। মথুরা দেহ ধারণে ভক্তবাৎসল্যই হেতু, এই হেতু ফলসাধনযোগ্য কিন্তু কেবল স্বরূপ যোগ্য নহে । মহাবিপদে নারায়ণ কৃষ্ণ প্রবেশ করতঃ ভক্তকে রক্ষা করেন (ভা ১০।২৫।৫ স্বামী এবং চক্রবর্তী ঐ ১৩)

১৯। উত্তরচম্পূর ২৯ পুরণটি ভাবিনী পুরলীলা ও ব্রজলীলা সিদ্ধান্তের খনি ।

২০। ভাষণী ১০।২৫।১৯ দেখুন । অচিন্ত্যশক্তি বশতঃ সপ্তাহ ব্যাপি বৃষ্টিপাতেও মথুরামণ্ডল মগ্ন হয় নাই, চক্রবর্তী ১০।২৫।২২

২১। বৃন্দাদেবী ভগবানের লীলাশক্তি, পূর্ণমাসী যোগমায়া (উত্তর।২৯।১)

২২। পূর্বচম্পূর ১ম পুরণের গোলোক বর্ণনার সহিত উত্তরচম্পূর ৩৭ পুরণের গোলোক বর্ণনা মিলাইয়া দেখা কর্তব্য ।

২৩। কৃষ্ণের সর্বপ্রকাশার্থে বিয়োগ নাই । কেবল মথুরাদি প্রকাশেই বিয়োগ । কিন্তু প্রেমসীতে তটস্থতা যে যে ক্ষুণ্ণি তাহাতে নিত্যসংযোগ ।
উঃ ১২।২১

২৪। বলরাম ব্রজে আসিয়া যে সকল কল্মাকে বিবাহ করেন তাহা গান্ধর্ব বিধি অনুসারে সম্পন্ন হয় । (উত্তর ২০।৮।১ এই বিবাহ ভাগীর বনের উত্তরে এক নির্জন স্থানে হইয়াছিল (ঐ)

২৫। মথুরা নিকট হইলেও ব্রজবাসীর চত্বের কারণ আছে, যেহেতু ব্রজবাসী আরণ্যক, মাথুরজন রাজধানীস্থিত । যাদব রাজধানীতে থাকিয়া আরণ্যকে মনে স্থান দেওয়া অসম্ভব । ইহাই মাথুর বিরহের হেতু । নচেৎ অতিনিকট মথুরাতে বিরহ কেন, মথুরা অপেক্ষা গোষ্ঠের অনেক স্থান বহুদূর অঞ্চল তাহাতে বিরহ নাই । (উত্তর ২।৮।৮।৮।৮৯ দেখ ।)

২৬। দেশস্বামী কীটের (গুটীপোকার) দৃষ্টান্ত শ্রীজীবও ধরয়াছেন তবে কুমড়া পোকা লইয়া গোল আছে, অনেকে বলেন চিত্তাকরিতা ভিন্নরূপ ধরে না, আরগুলার বকের মাংস খাইয়া তথায় বীজাধান করে । তবে গুটী পোকা প্রসিদ্ধ বটে । (উত্তর । ৪।৪১)

২৭। রামবিরহে দশরথের শ্রায়, মথুরায় কৃষ্ণকে রাখিয়া আসিয়া নন্দরাজের বিরহ হয় (উত্তর ৬।১৫)

২৮। গোপগণ ধেমুগণকে কলদেবতা বলিয়া মানিতেন । (উত্তর ১৬।১৯)

২৯। কৃষ্ণ বিরহে কাতর হইয়া নন্দাদি গোপগণ কৃষ্ণের কাছে থাকিতে চাহিলে তিনি যে উপদেশ দেন তাহা অতীব মনোরম । (উত্তর ৬।২০)

৩০। বিরহাতুর নন্দাদি স্বপ্নবৎ কৃষ্ণ দেখিয়া খাওয়াইতেন ও ধেমুগণকে প্রবোধ দিতেন । (উত্তর ৬।৩০)

৩১। গুরুভক্তি, লোকশিক্ষা, যমালয়ে ভিন্ন দেহে অবস্থান, পুস্তক হইতে পৃথক্ ভাব প্রকাশ । এই গুলিতে অনেক জ্ঞাতব্য আছে । (উত্তর ৯। ৩৩)

৩২। অবস্থানগরে গুরু সান্দীপনিও ভবনে বিদ্যা শিক্ষার্থ যখন শ্রীকৃষ্ণ বলরাম যাত্রা করেন, তখন নন্দাদি গাছা জানিতে পারেন নাই । কারণ গায়ত্র ব্রতের উপনয়নের পর ব্রহ্মচর্য্যপূর্ণক ক্ষত্রিয়োচিত বিদ্যাভ্যাস তাঁহাদিগের অভি-
প্রেত নহে উহা ব্রহ্মসিদ্ধান্ত বিরোধী । (উত্তর । ১০। ২। এবং ২৫। ২)

৩৩। কৃষ্ণবিরহে গোপীদিগের মনে যে সর্বদা কৃষ্ণ চিন্তা তাহাই কৃষ্ণমূর্ত্তি দর্শন, ইহা উদ্ধব, তত্বকথা দিয়া বুঝাইতেছেন “মম স্মৃতিঃ খলু মূর্ত্তিরেব নির্ণয়তাঃ” (উত্তর । ১২। ২৬)। এই স্মৃতি যে মূর্ত্তি তাহা অধিকারভেদে জানিতে হইবে । (উত্তর ১০। ২৪) স্থলশব্দে মূর্ত্তিই স্মৃতি হইয়া থাকে (উত্তর ১০। ৫৯)

৩৪। “মধুপুৰ্ণ্যং আৰ্য্যপুত্রোহধুনাস্তে ।” এই ভাবে গোপীরা ভ্রমরকে বলিতেছেন—নীতি ও স্বভাববশতঃ কৃষ্ণই আমাদের গতি, কৃষ্ণগত যে আমাদের রতি তাহা জন্মাবধি । একজ্ঞ পিতাদিকল্পিত জন পাত নহে (উঃ ১১। ৯৫)

৩৫। কৃষ্ণার্থে সমস্ত ত্যাগপূর্ব্বক বিনা আহারে জীবন ধারণ দৃষ্ট হয়, (উঃ ১২। ১১)

৩৬। ষাঠাদিগের পুত্রকে নিজপুত্রবৎ গোপীগণ পালন করিতেন । (ভাগবত ১০। ২৯ এবং উত্তর ১২। ২০।)

৩৭। লোক, বেদ, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, জ্ঞান ইত্যাদি ত্যাগ করতঃ যাহারা সর্ব্বাঙ্গ হরির উপাসনা করিয়াছেন, সেই গোপাঙ্গনাদিগের উপর যাহারা দোষ দৃষ্টি করে তাহারা নারকী জীব । (উত্তর ১২। ৬০)

৩৮। গোপীপ্ৰীতি ও কুজাপ্ৰীতির সমালোচনা। গোপীর অদর্শনে সৈয়দী-কুজার সংসর্গ। ইহাতে গোপীমহিমাই যে সমধিক, তাহা জানা বাইতেছে।

(উত্তর ১৩।৫)

৩৯। অচিন্ত্যবিদ্যাবলে সমস্ত মথুরাবাসীকে রঞ্জে করিয়া শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা লইয়া গেলেন অথবা কেহই তাহা জানিতে পারিলেন না। “যেন সেই মথুরাতেই আছি” এতরূপ বোধ হইল। (উত্তর ১৪।৪৫)

৪০। মথুরার কংসবধ হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বারকা ও ইন্দ্রপ্রস্থের যাবতীল লীলা ব্রজরাজ দূরগামী ও দ্রুতগামী অথারোহী দূতমুখে সর্বদা শ্রবণ করিতেন। ইহাতে গ্রন্থকারের মহাকৌশল সর্বদা কৃষ্ণ যেন নিকটে আপন এই ভাব জাগরুক রাখাই উদ্দেশ্য। (উত্তর ১৪ পূরণ হইতে দ্রষ্টব্য)।

৪১। পূর্ণিমা যোগমায়া নামী বিশিষ্টা শক্তি, বৃন্দা বৃন্দাবনলীলা। মধুমঙ্গল নারদ, প্রভৃতি। (উত্তর ৩৬।৩০)

৪২। স্বর্গাধিক দ্বারকা হইতেও ভ্রমের মহিমা অধিক (উত্তর ১৫।১২)

৪২। রেবতের নামান্তর ককুদ্বী। ইনি রেবতীর পিতা। ইহাদের উভয়েরই শরীর তাল প্রমাণ। একজন উপবন রক্ষক প্রথমে কৃষ্ণের নিকট এই কত্তার বিবাহ জ্ঞাত প্রস্তাব করেন। (উত্তর ১৫।১৩)। সভালোকে ব্রহ্মাও এই কত্তার বিবাহস্থির করিতে পারেন নাই। (উত্তর ১৫।১৬)।

৪৩। কৃষ্ণ বলিয়াছেন, আমিগোপ, কি ক্ষত্রিয়, তদ্বিশয়ে বিচার আছে। কিন্তু অগ্রজ বলদেব যে ক্ষত্রিয় তদ্বিশয়ে আর বিচার নাই। (টীকৃত) উত্তর

১৫।১৯

৪৪। দ্বারকাতে কৃষ্ণ গোপকত্তা বিবাহ করিলেন, অথবা ক্ষত্রিয়কত্তা বিবাহ করিলেন। এই সন্দেহ নন্দের মনে হইয়াছিল তাহা নন্দের উচ্ছ্বাসবাক্যে বাধ হয় (উত্তর ১৫।২১)

৪৫। ব্রজবাসীর মনের ভাব কৃষ্ণবিরহে আমাদের যে দুঃখ তাহা গণ্য নহে, আমাদের বিরহে কৃষ্ণের যে দুঃখ তাহাই বিশেষ কষ্ট কর। এইভাব ব্রজভিন্ন দুলভ। (উত্তর ১৫।২৫)

৪৬। গোপাঙ্গনা ব্যতীত কন্বিয়াদিকে বিবাহ করা উচিত কিনা ইহাতে কৃষ্ণের সন্দেহ হয়। (উত্তর ১৬।৬)।

৪৭ । বহুদেবাদি কৃষ্ণকে গোপ বলিলে কৃষ্ণ সন্তুষ্ট হন (উত্তর ১৬ । ৫৭)

৪৮ । কৃষ্ণের উপর নন্দ ও বহুদেবের উভয়ের সমান অধিকার ।
(উত্তর ১৬ । ৭৮)

৪৯ । কৃষ্ণগী বিবাহেও নন্দের অমুহুর্তির দরকার হইয়াছিল । (উত্তর
১৬ । ৮৮) ।

৫০ । হস্তিনাপুরেও দূত প্রেরিত হইয়াছিল । (উত্তর ১৭ । ৭০)

৫১ । মহাবৈষ্ণব অক্রুর যে শতধন্বা ও সত্রাজিৎকে বিনাশ করেন, ইহা
হুষ্টবুদ্ধি প্রেরক দৈবের ঘটনা, ইচ্ছা বশতঃ নহে । (উত্তর ১৭ । ৮২)

৫২ । চরণে তৈল দিলে যেমন নেত্রের তৃপ্তি হয়, সেইরূপ কৃষ্ণগীাদির দ্বারা
শ্রীরাধাদির তৃপ্তি বুঝিতে হইবে । (উত্তর ১৭ । ১৮৭)

৫৩ । ব্রজের অষ্টরমণীর সাহিত দ্বারকার অষ্টরমণীর ঈষৎ সাদৃশ্য আছে ।
(উত্তর ১৭ । ১৮৫)

৫৪ । ব্রজলীলাই শ্রীকৃষ্ণের আস্তরিক, পুরলীলা কেবল ঐ লীলার পুষ্টির
জ্ঞাপক, কারণ স্মদূরপ্রবাস না হইলে সমুদ্রমান্থ সন্তোষ হয় না । নিম্নের ৩টা
শ্লোকার্থে লক্ষ্য করিলে ইহা বেশ স্পষ্টদৃশ্য হইবে—

ব্যাকারা নিচিভা ময়া বহুবিধা যুগলবিচ্ছিন্নয়া
কালং ক্ষেপ্তুমখাজনি প্রতিপদং নির্দেদধেদঃ পরং ।
ষাবৎকনমান্বনা বিরচিতং তত্ত্বচিচিত্রং এগাৎ
ছিদ্ভা তত্র সমেমি তাবদসকুৎ প্রাণান্ প্রিয়া রক্ষত ॥
তদেতদপি বহির্দৃষ্ট্যপেক্ষয়ালিখ্যতে । বস্ত্তস্ত—

যদযদত্র কিল রচ্যতে বহি-

স্তস্তদঙ্গ বহিরেব মন্ত্রতাং ।

অন্তরেহহমপি যুগ্মপাঠো,

কেলিমিব কলয়ামো মিথঃ ॥

ইন্দ্রজালমিব বিদ্ধি বাধিকে,

তত্ত্বদাধিবলনং পুনঃ পুনঃ ।

পশ্য কৃষ্ণ ইহ তৃষ্ণগন্তর-

স্বমুখং স্বধবশাগ্নিরীক্ষতে, । (উত্তর : ১৮ । ৭৬—৮০)

৫৫। কৃষ্ণের মনোমধ্যে সম্পূর্ণ মাত্রায় গোপভাব বর্তমান থাকায় দ্বারকায় স্বর্গাধিক ঐশ্বর্য্য, ষোড়শ সহস্র অষ্টরমণী এবং পুত্র পৌত্রাদিও তেমন সুখের কারণ নহে। “রাম সীতাকে লইয়া বনবাস ক্রেশণ্ড সহ্য করেন, শেষে সীতাবিরহে সীতা-প্রতিকৃতি লইয়া জীবন নিকাহ করেন, কিন্তু আমার বিরোগে সে সব কিছুই নাহি” ইত্যাদি কৃষ্ণবাক্যে ব্রজলীলার সর্বাধিক মহাত্ম্য প্রকাশ পাইতেছে। (উত্তর ১৯। ৬৯ এবং ৭৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

৫৬। কৃষ্ণশূণ্ড ব্রজে বলদেব আসিলেও তেমন আনন্দ হইল না। চক্ষু না থাকিলে বিষয় ভোগ যেমন, কৃষ্ণবিনা বলরামও তেমনই জানিবে। (উত্তর ২০। ৪৭)

৫৭। কৃষ্ণ-পত্নীগণকে বলরাম স্নেহ দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন, কারণ কনিষ্ঠ ভ্রাতার পত্নী। (উত্তর ২০। ৬৭)

৫৮। শ্রীকৃষ্ণ বলরাম দ্বারা পত্রপ্রেরণ ও নানাবিধ মৌখিক সাঙ্ঘন্য ব্রজে পাঠাইয়াছিলেন। (উত্তর ২০। ৭১। ইহার প্রমাণ বিষ্ণুপুরাণে আছে—

“সন্দৈশৈঃ সামমধুঠৈঃ প্রেমগটৈরগক্ষিঠৈঃ।

রামেণাশ্বাসিতা গোপাঃ কৃষ্ণস্যাভিমনোহঠৈঃ ॥” (ঐ ৭৪)

৫৯। শ্রীকৃষ্ণের ক্ষুর্তি ব্রজেও দ্বারকাতে এক সঙ্গে হইত। সুতরাং উভয় প্রকাশে উভয় স্থানের গীলা নিকাহ হইত। বিরহ কেবল প্রকটপ্রকাশে। “৭। ৮ দিন পরে আমি আসিতেছি।” এ কথাও ব্রজের প্রতি প্রবল উৎকণ্ঠার প্রমাণ। (২০। ৭৩)

৬০। বলরামের কৃষ্ণহীন ব্রজবিহার শুনিয়া কোনও কোনও মূঢ়গণ সন্দেহ করেন যে, কৃষ্ণপত্নীই কি রামপত্নী। ইহা ভুল। উভয়ের পৃথক পৃথক পত্নী। জাতি হিসাবে সকলের জাতীয় নাম গোপী। যেমন ললিতা, রাধাও গোপী, আবার যশোদাও গোপী। ইত্যাদি সিদ্ধান্ত। (উত্তর ২০। ৮৪—৮৯)

৬১। ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের আসিবার স্থিরতা কৃষ্ণবাক্যেই শত শত স্থানে নিশ্চিত আছে, ১টী দেখুন। (উত্তর ২১। ৪৪)।

৬২। বলরাম বৃন্দাবন হইতে দ্রুত ও ফল লইয়া গিয়া দ্বারকায় কৃষ্ণকে দিলে তিনি তাণ্ড পান ও ভোজন করিলেন ও দেখুগণের নাম স্মরণ করিয়া বলিতে

লাগিলেন । বলরাম একদিনে দ্বারকা গিয়াছিলেন । শত যোজনগামী অশ্ব দ্বারা যাতায়াত চলিত । (উত্তর ২১।৫০)

৬৩ । গোপীগণ শুক-শারীকে নিজের বক্তব্য শিক্ষা দিয়া কৃষ্ণের নিকট দ্বারকায় পাঠাইয়াছিলেন । (উত্তর ২১।৫৫)

৬৪ । কুরুক্ষেত্রে গিয়া ব্রজবাসী ও সকলেই তিন মাস বাস করেন । দীর্ঘ-কাল বাসের পর নন্দমহারাজ প্রাণশতাবধিক রামকৃষ্ণ ও বসুদেবাদি আত্মীয় স্বজনগণকে ত্যাগ করিয়া যাওয়া বড়ই কঠিন, এজন্ত বসুদেবকে ঐ কঠিন কথা বলিতে না পারিয়া উদ্ধব দ্বারা জিজ্ঞাসা করিলেন । (উত্তর ২৪।৩২)

৬৫ । নন্দ বসুদেবের একাত্মতা ইহা বসুদেব বাক্যে স্পষ্ট উল্লিখিত হইতেছে । উত্তর ২৪।৩৯) ।

৬৬ । গায়ত্রী-ব্রত অর্থাৎ উপনয়ন ধারণ করিয়া যখন গুরু গৃহে যান এবং বিদ্যা লাভের পর গুরুপুত্রের প্রার্থনায় প্রভাস তীর্থে গিয়া সমুদ্রে প্রবেশ পূর্বক পঞ্চজন বধানস্তুর পাঞ্চজন্ত্য শস্ত্র গ্রহণ করেন । নারকি জীব উদ্ধার করিয়া মৃত গুরুপুত্রকে সজীব করিয়া আনয়নপূর্বক গুরু-গৃহে আসিয়া প্রদান ও তাঁহাদের আদেশে মথুরায় আগমন করেন । ইহা উত্তর ৮ম ও ৯ম পূরণের কথা । তৎপরে ঐ ব্যাপার শুনিয়া দেবকীও নিজের মৃত ষড়্‌গুপ্ত লাভের কথা বলেন, তৎপরে স্নাতলে গিয়া তাহা আনয়ন করেন । তাহারা দেবকীর স্তন পান্য-নস্তর স্বর্গে গমন করেন । দেবকী ইহা পূর্বে গোপন করেন, কারণ বংশ শুনিয়া কোনও বিপদ ঘটাইবে । ইহা উত্তর ভাগে ২৫।২ বিবৃত আছে ।

৬৭ । রাজস্বয় যজ্ঞে সহদেব কৃষ্ণদ্বৈষিণের মস্তকে পদক্ষেপণ করিতে চাডেন (উত্তর ২৭।৩৭) চৈতন্ত-ভাগবত ও নিত্যানন্দবংশমালায় দেখা যায় ঠাকুর বৃন্দাবন দাস ও গৌর নিত্যানন্দ দ্ব্যেবার মস্তকে পদাঘাত কারিতে চাহিয়াছিলেন ।

৬৮ । ঋত্বিকীর পিতা ভীষ্মক যেমন কৃষ্ণ ভিন্ন অগ্রত্ৰ জামাতৃভাব স্থির কারিয়াছিল, শ্রীরাধার পিতা সেক্ষপ কৃষ্ণ ভিন্ন অগ্রত্ৰ জামাতৃভাব সম্পূর্ণ স্থির করেন নাই । (উত্তর ৩৩।৩৮)

৬৯ । চন্দ্রের গ্রহণ জনিত (রাহুর দ্বারা) কলঙ্ক অন্নক্ষণের অগ্র আনন্দ প্রদান করে, কিন্তু কলঙ্কটী চন্দ্রের দোহে নিত্য আনন্দ দান করে । সেইরূপ

পরগৃহ-বাসরূপ গোপীকলক অন্নকণের, কৃষ্ণগৃহে বাস নিত্যই আনন্দপ্রদ ।
(উঃ ৩১।৭৩)

৭০। মায়াময়ী রাধা ও সত্য রাধা পরাক্রান্তে পৃথক্ হইয়া গিয়াছে ।
(উত্তর ৩২।৬৬) । অর্কচীনা মায়াময়ী রাধাদি স্ব স্ব পতিভবনে, এবং প্রাচীনা
সত্য রাধাদি স্ব স্ব পিতৃভবনে গমন করিয়াছে । (উত্তর ৩২।৬৮) ।

৭১। বৃন্দার মনঃকথা—

(ক) নিজ পত্নীর মিলনে লজ্জা দোষবতী নহে পরপত্নীর মিলনে যে লজ্জা,
তাহা দোষবতী ।

(খ) পরপত্নীরূপ গর্হিত কর্মের যে লজ্জা তাহা ভয়যুক্ত । গোপনীয় কার্যের
জ্ঞাত যে লজ্জা তাহাই প্রকৃত লজ্জা । কিন্তু ইহাতে নিন্দা নাই । যেমন সপত্নী
ব্যবহার । ওঃ!!! চির বৈরাগী গ্রন্থকারের কি পাণ্ডিত্য । ইহা লোকে ও
শাস্ত্রে দেখিয়া শুনিয়া । (উত্তর ৩৬।২২—৩) । ঐ ২৪নং হইতে এই ভায়ের
অনেক কথা দ্রষ্টব্য ।

৭২। বৃহদগোতমীয় তন্ত্রানুসারে ১৬শ উপচারে রাধাম ধবের পূজা আছে ।
পূজাকারিণী পৌর্ণমাসী । (উত্তর ৩৬।৫১—) উক্ত তন্ত্রে কৃষ্ণকে বৈশ্রোচিত
বস্ত্রযুগ্ম দানের ব্যবস্থা আছে । পূজার স্থান নিকুঞ্জ কানন ।

৭৩। সুদীর্ঘ বিরচের পর মিলন হইলে সুখ দূরে যায়, দুঃখের কামা
কাঁদিতেই সময় চলিয়া যায় । এই ভাবটী রাধামাধবের মিলনে গ্রন্থকার বেশ
ফুটাইয়াছেন । (উত্তর । ৩৬।৭৭)

৭৪। রাধা চন্দ্রাবলীর সহিত কৃষ্ণকে মিলাইতে চেষ্টা করেন (ঐ ২২১) :

৭৫। গোলোক প্রবেশ কালে ভাগুর নানা বটবৃক্ষের যেরূপ বর্ণন
আছে তাহা কাদম্বরীর শুকপক্ষীর আশ্রয় বৃক্ষের অনুরূপ ভাবে বর্ণিত
(উত্তর ৩৭।৮৬) ।

৭৬। গোকুলধাম কিরূপ ভাণ দেখ (৩৭।৯২ হইতে ।)

৭৭। কৃষ্ণ যে স্থানেই গমন করুন, তাঁহার গোলোকস্থিতি নিত্য ।
(উত্তর ৩৭।১২৬) প্রকট বিভব ও অপ্রকট বিভবে একরূপে স্থিতি । (ঐ ১৩০)

৭৮। বৃন্দাবনে থাকিয়াই গোলোক প্রবেশ । (উত্তর ৩৭।১৫৮) গোকুল
ও গোলোক এক বস্তু । (ঐ ১৭১)

৭৯। গোলোক প্রবেশকালে যে আশ্চর্য্যজ্ঞান তাহা ভেদজ্ঞানের কারণ নহে। ব্রহ্মহৃদের অসম্পূর্ণ দর্শনই পূর্ণ হইল। কারণ তখন নীষ উত্তোদন করা হইয়াছিল। (উত্তর ৩৭।১৭৬)

৮০। প্রপঞ্চের মধ্যে ব্রজধামে যে পূরুরাগ প্রভৃতি লীলা তাহা অপ্রপঞ্চ গোলোকগত নিত্য লীলারই পুষ্টিকারিণী। (ঐ ১৯১)

৮১। ঔপপঞ্চটী এক বিঘটনা মাত্র। (ঐ ২২৭)

৮২। বিরহ, হুঃখ ও শোকাদি কালে নাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এজন্ত কৃষ্ণের কোশল বিস্তার। (উত্তর ১৪।২—৩)

৮৩। দ্বিভূজরূপের মধ্যে চতুর্ভূজের অন্তর্ভাব। ইহা পূর্বচম্পূর জন্ম-লীলার কথা। (উত্তর ৬।১২)

৮৪। “একাদশ সমা স্তত্র গূঢ়ার্চিঃ সবলোহবসৎ। (ভা ৩।২।২৩) শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে এগার বৎসর প্রকট হইয়া বাস করেন। কিন্তু “সোহপি কৈশোরকবয়ো মানয়ন্ মধুসূদনঃ” পৌগণ্ড বয়ঃক্রম হইলেও কৈশোর ভাব অর্থাৎ ১৫ বৎসরের প্রথম যৌবন ভাব আনয়ন করিয়া ব্রজলীলা করেন। গীতগোবিন্দের ১ম স্কন্ধেও দেখা যায়। রাধাকৃষ্ণ উভয়ে বালক বালিকা।

৮৫। মথুরা যাত্রা হইতে কুরুক্ষেত্র মিলন পর্য্যন্ত গত বিরহ। কুরুক্ষেত্র মিলন হইতে ব্রজগমন ও তথার কৃষ্ণের সহিত পুনর্মিলন পর্য্যন্ত ভাবী বিরহ। (উত্তর ২৩।৮)

৮৬। গোলোক প্রবেশের পর দেখুন রাসলীলা ঠিক প্রপঞ্চ জগতের মত “অনবস্থবৃদ্ধান্তং” নূতন কিছুই নহে। সব সেই পূর্বাভিনীত। (উত্তর ৩৭।১৯২) সেই গম্যাকৃতি রাসস্থল, দলে প্রণয়িনীগণ, মধ্যে শ্রীরাধা। (ঐ ২০৪)

৮৭। (উত্তর ৩৭।২৩৫) প্রবীণ গৃহী শাক হইতে পায়স পর্য্যন্ত নানা রসের নানা সামগ্রী রসবতীতে (রসুই ঘরে) প্রস্তুত করেন, সমস্তই খাইতে দেন, তন্মধ্যে বাহার বাহাতে অধিক কুচি, তাহাকে তাহা অধিক দেওয়া হয়। কৃষ্ণচন্দ্রও নানা রসের সাধকগণের (শাক্ত, সখা, দাস্ত, বাৎসল্য, মধুর রসের ভক্তগণের) জন্ত নানা রস পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। তাৎপর্য্য ভগবান্কে বাবা বল, ভাই বল; জৈশ্বর বল, পুত্র বল, স্বামী বল, বিরোধ নাই। তবে মধুরে সকলেরই পর্য্যবসান, তবে তাহার অধিকারী হুল্লভ। একরূপ অসম্ভব।

কেবল প্রার্থনা মাত্রই সম্বল। এই সম্বল বলিলাম আমাদের গুরুদত্ত মন্ত্রের হিসাবে ও সম্প্রদায়ের হিসাবে। কারণ যুগলমধ্যে যখন দীক্ষা।

যার যেই ভাব হয় সেই সে উত্তম।

বিচার করণে তার আছে তারতম ॥

অর্থাৎ কৃষ্ণ অখিল রসামৃত মূর্তি।

৮৮। গোপীগণ যে, শ্রীকৃষ্ণেরই পত্নী, তবিশেষে প্রমাণ বহুলা। (উত্তর ৩১।৪৩ হইতে)।

৮৮। শ্রীরাধাদির অগ্নিপরীক্ষা হয়, কিন্তু ধন্যাদি কন্যার পরীক্ষা হয় নাই, কারণ তাহারা মায়িক ভাবেও অবিবাহিত। (উত্তর ৩২।৭৯ এবং ঐ ৮৯)

৮৯। শ্রীকৃষ্ণের বিবাহের পর শ্রীদাম প্রভৃতি সুহৃদগণের বিবাহ হয়। “প্রিয়সখা শ্রীকৃষ্ণ যতদিন না ব্রজে আসিবেন, ততদিন আমরা কোমার ধর্ম্মেই থাকিব।” শ্রীদাম প্রভৃতির এইরূপ অভিপ্রায় ছিল, শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় তাহারা সেই নিত্য কোমার দশাতেই বর্তমান ছিলেন। এজন্য পূর্বে বিবাহ হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণ নিজে তাহা সম্পাদন করেন। (উত্তর ৩৪।১৪০) বলরামের বিবাহ সর্বপ্রথমে (পূ ১৫.১৩)

৯০। বিশাখার জন্ম বিশাখা নক্ষত্র হইতে এজন্য তিনি সূর্য্যকন্যা। যমুনাও সূর্য্যকন্যা। যমুনা দ্বারকাতে ছানাক্রমে, বজে সত্যরূপে ইহা বলা হইয়াছে। ব্রজে যিনি গোপকন্যা বিশাখা তাহারই আকার ভেদ দ্বারকাতে যমুনা। (উঃ ৩৫।১৪৫—১৪৭)

৯১। জ্ঞাতী সুহৃদ ও পিতা মাতার ভেদবিচার। বন্ধুতাক্ত শিশুকে যে স্বপুত্রবৎ পালন করে, সেই পিতা মাতা। বহুদেব-দেবকী ও নন্দ-যশোদা। সুহৃদ বাদব, জ্ঞাতী গোপ। (উত্তর ৬।১৬—১৮)

৯২। বজ্রহরণ লীলার নানা জাতীয় অবিবাহিত কুমারীগণ যমুনায় কৃষ্ণপতি কামনায় গমন করেন। (পূর্ব ২১।১—এবং তোষণী দ্রষ্টব্য)

৯৩। পূর্বচম্পূর ২১ সুরণের বজ্রহরণ লীলার “কাত্যায়ণীর” পূজাটি ভাগবত ১০। ২২। ৪ ঐ “কাত্যায়নি মহামায়ের।” শ্লোকের তোষণী সারার্থ-দর্শনী দেখিয়া মীমাংসা করিতে হয়। যিনি গোপীপূজা তিনি একানংশানারী কৃষ্ণের ভগিনী। ভগবানের মহাশক্তি যোগমায়া ও চিহ্নক্তি অন্তরাত্মা’ কিন্তু

বহিরঙ্গাঙ্গজ্ঞাননৌ দুর্গা নহেন । যে মন্ত্র কৃষ্ণরূপ পতিদাতা, তাহার অধিষ্ঠাত্রী কৃষ্ণাস্তরঙ্গা শক্তি ভিন্ন হইতে পারে না । (এই সিদ্ধান্তটী বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থের প্রমাণানুসারে লিখিত, স্বকপোল-কল্পিত নহে) ।

৯৪ । কৃষ্ণের কোশলে ব্রজবাসিগণ তীর্থ যাত্রায় গমন করেন । (পূর্ব ২৯ । ১২৭) । স-সখী রাধা এবং কৃষ্ণও ঐ সঙ্গে তীর্থে যান । তৎকালে কৃষ্ণ ১ দিন কোতুক করিয়া বৈদ্যপত্নী হইয়া জীবেশ ধারণ করেন ও রাধার নাড়ী-পরীক্ষাচ্ছলে বক্ষঃস্পর্শ করেন । (পূর্ব ২৯ । ১৩৭)

৯৫ । পূর্বচম্পূর ৩১ পুরণে কতিপয় স্বেচ্ছাময়ী লীলার বর্ণনা আছে । তন্মধ্যে দান, নৌকাখণ্ড, বসন্তরাস প্রধান দান (পৃ ৩১৯০) । ইহা ঘাটের মাণ্ডল আদায় । নৌকাখণ্ড (পৃ ৩১ । ৯৯) । বাগম্বী রাসলীলা (পূর্ব ৩১ । ১১২) এই রাস গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের অন্তরালে হইয়াছিল ।

৯৬ । বৈশাখ হইতে বর্ষাপর্ষ্যঃ কুরুক্ষেত্রলীলা । (পূর্ব ৩৩ । ২২৯) ভাগবত বলেন (১০ । ৮৪ । ৬৬)

“নন্দস্ত সখ্যঃ প্রিয়কৃতং প্রেমা গোবিন্দরাময়োঃ ।

অদ্য য ইতি মাসাঃস্ত্রীন্ যত্ৰতির্মানিতোহবসৎ ॥”

বহুদেবের প্রীতিতে ও রামকৃষ্ণের প্রেমে অদ্য কলা করিয়া নন্দমহারাজ ৩ মাস কুরুক্ষেত্রে বাস করেন । তৎপরে মৈত্ৰাণি সহিত নানাদ্রব্য সমভি-
ব্যাহায়ে ব্রজযাত্রা করেন । “ততঃ কাটমঃ পূর্য্যমাণঃ সত্রজঃ সহবান্ধবঃ” (ভাগবত

১০ । ৮৪ । ৬৭)

৯৭ । উপনন্দ বলিয়াছিলেন—শত্রুরমন কর্ত্ত্বা, এজ্ঞা পুরগমন উপযুক্ত । এই বলিয়া মথুরাযাত্রার আদেশ দেন । এই উপনন্দের আজ্ঞাই পুরলীলার মূল । (উত্তর ২ । ৭১)

৯৮ । কৃষ্ণের বয়স্কমধ্যে নানা জাতি, শূদ্রাদি প্রভৃতিও ছিলেন (উত্তর ৬ । ৩২)

৯৯ । কৃষ্ণবিরহে রাধা তমালকে আলিঙ্গন করেন । (উত্তর ৬ । ৫১)

“কৃষ্ণভ্রমে তমালেকের করে আলিঙ্গন” এই সকল ভাবের মূল ।

১০০ । দম্ভবক্র বধই শেষ শত্রুবধ । এই শত্রুবধের পূর্বেই শ্রীকৃষ্ণ অস্ত্র-
ত্যাগ করেন । (উত্তর ২৯ । ২৩—২৪)

১০১। মোশলজীলা (মুশলঃ কুলনাশনঃ) ইহা মায়িক (কৃষ্ণসন্দর্ভ
১৮১ বাক্য ৪৩৩ পৃ)

১০২। সমস্ত লীলার বর্ষ-গণনা। (ঐ) শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের ৩ বর্ষের
কনিষ্ঠ। (ঐ)।

১০৩। “অরেন্দ্রবন্দাবনে রম্যো মোহনসুমনারতঃ” ইত্যাদি কৃষ্ণাখ্যান মৃত্যু-
ঞ্জয় সংকীর্ণায় লিখিত (উত্তর ২৯। ৩২)

১০৪। গোবর্দ্ধন গিরিরাজের অন্ধাংশ কৃষ্ণ উত্তোলন করেন (তোষণী
ভাগবত ১০। ২৫। ১২)।

১০৫। কালযবন মথুরাদি ব্রজধামকে ও উৎপাদিত করিবে, এজ্ঞ ব্রজ-
বাসীর হিতের জ্ঞানই দারকারূপ সুদূর স্থানে দুর্গবেষ্টিত পুরীর প্রয়োজন হইয়া-
ছিল। (উত্তর ১৪। ৪৪)

১০৬। ইন্দ্রপ্রেরিতা সুরভি যখন গোবর্দ্ধন পর্বতের গোবিন্দকূণ্ডে
গোবিন্দাভিলেখ করেন তৎকালে নন্দাদি উপস্থিত ছিলেন, অত্রে তাহা দেখিতে
পায় নাহ। (ভাগবত ১০। ২৭। ২৩ তোষণী)।

১০৭। ব্রজবাসীর পুষ্কর ও কুরুক্ষেত্রে উপহারপ্রাপ্ত ধন, সমস্তই যখন
কৃষ্ণ না না শত্রুবধে উদাত তখন না জানি কি অমঙ্গল ঘটে, এই জ্ঞাত কৃষ্ণের
মঙ্গলার্থে নিয়ত যজ্ঞাহুষ্ঠান করায় নষ্ট হইয়া যায়। (উত্তর ৩০। ৫৯—৬০)

১০৮। পুরলীলার পূর্বে কৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার বিবাহ হইলে (প্রকট-
ভাবে) ব্রজবাসীরা ও বুধভাগু প্রভৃতি কৃষ্ণাবরহে অত্যন্ত কাতর হইলেন। এজ্ঞ
বসুদেবের ও গর্গের পরামর্শে পূর্বে বিবাহ হইয়া নাহ। (উত্তর ৩২। ৭১)।

১০৯। সান্দীপনির নিকট নিজের দীনতা জ্ঞাপন করা, আত্মগোপনার্থে
উৎকৃষ্ট উপহার না দিয়া দূরদেশজ বস্ত্রফল উপহার দিয়া ছিলেন। (উত্তর
৮। ৪৩)

১১০। সুরভির অভিষেককালে মহাদেব শ্রীকৃষ্ণকে মুরলী প্রদান করেন।
(পূর্ব ১২। ১১২)।

১১১। “নাক্ষত্রৈরর্চয়েদ্বিসুং ন কেতক্যা মহেশ্বরং।” এই যে নিবেদন,
তাহা বিস্মৃপূজাপর। নতুবা “গোপাশ্চ সন্নেহমপূজয়ন মুদা। দধ্যাক্ষভাষ্টিঃ।”
এই যে, দধি, অক্ষত (আতপ চাউল) ও জলদ্বারা পূজা তাহা শ্রীকৃষ্ণপর। ইহা

এক মত। এবং “অক্ষতান্ত্রিককালকারে নহু পূজায়াং” ত্রিলোকদানে অক্ষতের চূর্ণ লাগে পূজায় নহে। ইহা অন্য মত। (পূর্ব ১৮। ১৮৩)

১১২। রাসের অন্তর্ধানের পর মিলনের সময়ে “কাচিং কাচিং” বলিয়া অনেক গোপীর নাম অস্পষ্ট আছে। (পূর্ব ২৫—২৯ পূরণ)। ঐ গুলিতে রাধা, ললিতা, বিশাখা, চন্দ্রাবলী, শৈব্যা, পদ্মা ইত্যাদি রূপে সেবার ও অবস্থানের স্থান অনুসারে বুঝিতে হইবে। ইহাই ভোষণীতেও বিবৃত আছে। গ্রন্থকার শ্রীজীবগোস্বামিপাদ শুকদেবের গুপ্ত কথা বিষ্ণুপুরাণাদির প্রমাণে ব্যক্ত করিয়া নিজে মহাভীত হইয়াছিলেন। (উত্তর ৩৭। ২৩৮)

১১৩। যা বাস্তবং বস্তু আব্রণোতি অবাস্তবং বস্তু এব দর্শয়তি সা মায়া। যা হু বাস্তববস্তুনাপি মধ্যে কিমপি আব্রণোতি কিমপি দর্শয়তি সা যোগমায়া। ইতি মায়াযোগমায়য়োভেদঃ। (ভাগবত ১০। ১৩। ৫২। বিখ্যাত চক্রবর্তী)।

যিনি সত্যবস্তুর আবরণপূরক অসত্য বস্তু দেখান তিনি মায়া। কিন্তু যিনি সত্য বস্তুর মধ্যে কিছু আবরণ করেন, কিছু দেখান, তিনি যোগমায়া।

১৫। দশম স্কন্ধের পুরলীলার ক্রম।

নভঃ পতন্ত্যাহ্নসমং পতত্রিণঃ

তথা সমং বিষ্ণুগতিং বিপশ্চিতঃ ॥ (ভা ১। ১৮। ২৩)

পক্ষী যৈছে আকাশের শেষ নাহি পায়।

যতদূর শক্তি তার তত উড়ি যায় ॥ (ঠাকুর বৃন্দাবন দাস)

শ্রীমদ্ভাগবতীয় দশম স্কন্ধের লীলার ক্রম, ব্রজাগমন ও বিবাহ, গোলোক প্রবেশ, স্বকীয়তত্ত্ব ও পরকীয়তত্ত্ব এইগুলি বিবিধ সিদ্ধান্তপূর্ণ ও হৃক্লহ। সুতরাং মাদৃশ ব্যক্তির ঐগুলি লিখিতে যে কতদূর ক্ষমতা, তাহা ঐ উপরে উদ্ধৃত প্রাচীন বাক্যদ্বয়ে বুঝিতে হইবে। তবে মনের আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি মাত্রই ফল। যদি কোন শ্রদ্ধালু তত্ত্বজিজ্ঞাসু পাঠকের কিঞ্চিৎ উপকারও হয়, ইহা অবাঞ্ছিত ফল।

দম্ভবক্রবধের পর শ্রীকৃষ্ণ যে ব্রজে আগমন করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে কিছু ক্রমবৈপরীত্য ও নানাবিধ আলোচনা পূর্বচম্পূর উনত্রিংশ পুরণে এবং শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ৭৮ অধ্যায়ের ৬ ও ৭ শ্লোকের বৈষ্ণবতোষণী ও বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর টীকাতে এবং কৃষ্ণসন্দর্ভে দৃষ্ট হয় । এতদ্ব্যতীত সেই সেই স্থলের সিদ্ধান্তগুলির এবং উক্ত ২৯ পুরণের সারসংগ্রহ করিয়া কতিপয় বিষয় লিখিত হইল । ইহার মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতের ভূভারহরণাখ্যিকা লীলার ক্রম এইরূপ—

১। পৌণ্ড্রকবধ । (ভাগবত ১০। ৬৬)

২। যুধিষ্ঠিরের রাজসূর্যযজ্ঞ ও শিশুপালবধ । (ভাগবত ১০। ৭৩)

৩। শাস্ত্রবধ ও তদীয় সৌভদনগর ধ্বংস । (ভাগবত ১০। ৭৭)

৪। দম্ভবক্রবধ ও বিদূরকবধ । (ভাগবত ১০। ৭৮)

৫। সূর্য্যগ্রহণকালে কুরুক্ষেত্র যাত্রা । (ভাগবত ১০। ৮২)

বৈষ্ণব তোষণীধৃত লীলার ক্রম যাহা পরে লিখিত হইল, তাহাই প্রকৃত প্রস্তাবে ঘটয়াছিল । উপরি লিখিত ভাগবতোক্ত লীলার ক্রম প্রকৃত নহে । এ বিষয়ে তোষণীকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ভাগবতবক্তা শুকদেব পরিক্ষীণ মহারাজের প্রতি হরিলীলা কীর্ত্তন করিতে করিতে সময় সময় প্রেমোচ্ছ্বাস বশতঃ মুচ্ছিত হইয়া পড়িতেন, এবং মহারাজ পরীক্ষিণ শ্রীকৃষ্ণের বিষয় তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিলে কষ্টেস্থিতে তাঁহার বাহুজ্ঞান হইত । এই প্রকারে অভিপ্রেত কথা বলিতে কখনও তাঁহার শক্তি হইত কখনও বা হইত না । এই জন্যই লীলার ক্রমবৈপরীত্য দৃষ্ট হইয়া থাকে । তদ্বিষয়ের শ্লোকটি এই—

“ইথং স্ম পৃষ্ঠঃ স তু বাদরায়নি-

স্তৎস্মারিতানন্তজুতাখিলেন্দ্রিয়ঃ ।

কৃচ্ছ্রাৎ পুনল'ক্ৰবহির্দৃশিঃ শটেনঃ,

প্রত্যাহ তং ভাগবতোত্তমোত্তম ! ॥” (ভাগবত । ১০। ১২। ৪৪)

এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীধরস্বামী লিখিয়া যান যে, “কথঞ্চিৎ লক্ৰবহির্দৃষ্টিঃ ।” অর্থাৎ অতিকষ্টে তাঁহার বাহুজ্ঞান হইত । তোষণীকার বলেন যে, শুকদেবের কৃষ্ণপ্রেমের আতিশয়াবশতঃ একমাত্র কৃষ্ণভক্তি অন্ত বিষয়ের স্মৃতি হইত না, সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তি লীন হইয়া যাইত, ইহাকে প্রেমোদমোহ বিষয়ক অমুভবযুক্ত “প্রলয়” নামক দশা বলা যাঠিতে পারে । এই অবস্থার তাঁহার প্রেমবিকারে দেহ-

কম্পিত ও পুলকিত হইত । তৎপরে পরীক্ষিতের প্রশ্ন শুনিয়া বাহ্যজ্ঞান লাভ করিতেন । বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বলেন যে, শুকদেব অজ্ঞান হইলে পর, নারদ এবং বাস প্রভৃতি মুনিগণ উচ্চৈঃস্বরে ভগবানের নাম কীর্তন করিয়া শুকদেবকে চেতন করিতেন । সুতরাং এই কারণেই শ্রীমদ্ভাগবতে পুরলীলা সম্বন্ধে ক্রমভঙ্গ দোষ ঘটিয়াছে । প্রকৃত পক্ষে পুরলীলার ক্রম এইরূপ যথা—(ভাগবত ১০ । ৭৮ । ৬ । এবং কৃষ্ণসন্দর্ভ ১৭৪ বাক্য ৪২২ পুরণে)

১ । সূর্যাগ্রহণে কুরুক্ষেত্রযাত্রা

২ । রাজসূয়সভা ও শিশুপালবধ ।

৩ । পাশকক্রৌড়া ।

৪ । পাণ্ডবদ্বিগের বনগমন ।

৫ । এই বনগমন সময়ে শাব্ববধ দন্তবক্রবধ এবং শ্রীকৃষ্ণের ব্রজে অ'গমন ।

৬ । গাণ্ডবগণ বন হইতে প্রত্যাগত হইলে, বলদেবের তীর্থযাত্রা ।

বলদেবের তীর্থযাত্রার উদ্দেশ্য এই যে, ভারতযুদ্ধে দুর্যোধন প্রভৃতি কৌরবগণের প্রতি তাঁহার অত্যন্ত অগুগ্রহ থাকায় সেই পক্ষ অবলম্বন করা সম্ভব, অথচ পাণ্ডবগণ শ্রীকৃষ্ণের সেবক আশ্রয় ও নিতাদাস । সে পক্ষ অবলম্বন করিলে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়কাৰ্য্য সাধন করা হয়, দুর্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করিলে শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছার বিরুদ্ধ কাৰ্য্য করা হয় । সুতরাং তিনি কোন পক্ষই অবলম্বন না করিয়া তীর্থযাত্রা গমন করিলেন । ইহাতে কোন পক্ষই অবলম্বন করা হইল না । ভারত যুদ্ধের অবসান হইল । সাক্ষাৎ ভগবান যে পক্ষে সেই পাণ্ডবপক্ষেরই জয় হইল । বলরাম নির্লিপ্ত হইয়া থাকিলেন ।

তোষণীকার আরও বলেন যে, দন্তবক্রবধের পূর্বেই সূর্যাগ্রহণ ও কুরুক্ষেত্র যাত্রা হইয়াছিল এ কথা অনেক দূরে এবং পরে বলা হইবে । যেহেতু তীর্থযাত্রা হইতে শ্রীবলদেব কুরুক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলে ভারতযুদ্ধে সমস্ত কুরুবংশধ্বংস হইলে দুর্যোধনের বধ হয়, তাহার পর কুরুক্ষেত্র যাত্রাতে ভীষ্ম এবং দ্রোণ প্রভৃতি সমাগত হন ।

সূর্যাগ্রহণে যে কুরুক্ষেত্রযাত্রা হয় তাহা কংসবধের অধিক বৎসর পরে নহে । কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই ঘটিয়াছিল । কারণ কংসবধের পরেই বসুদেব কুন্তীকে বালিয়াছিলেন যে, “হে ভাগিনি ! আমরা কংসতাপে তাপিত হইয়া

নানা দিকে ধাবিত হইয়াছিলাম। এক্ষণে অমুকুলদৈববশতঃ স্থান প্রাপ্ত হইয়াছি।” এবং এই সময়ে দ্রোণদৌ, কৃষ্ণানী প্রভৃতি কৃষ্ণ-পত্নীগণকে প্রথম দর্শন করিয়া তাহাদিগের বিবাহ বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। এদিকে আবার শ্রীকৃষ্ণ যে অল্পকাল মধ্যে ব্রজে আগমন করিবেন, একথাও তাহাতে সঙ্গত হয়।

১৬। পুরলীলান্তে ব্রজাগমন।

পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে সুস্পষ্টভাবে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজে আগমন উল্লিখিত আছে, তাহার মন্ত্য যণা—শ্রীকৃষ্ণ গোপবেশ ধারণপূর্বক রমণীয় সুখবিলাসে দুই মাস কাল বৃন্দাবনে প্রকটভাবে বাস করেন। নন্দগোপাদি যশোদা ও কুন্তিকাদি এবং শ্রীদাম সুদামাদির সহিত মিলিত হইয়া অধিক কি বৃন্দাবনের পশু পক্ষী প্রভৃতির সহিতও পূর্ক্সাপেক্ষা অধিক সুন্দররূপ ধারণপূর্বক দুইমাস বৃন্দাবনে প্রকটভাবে বাস করেন। এই মায়ায় তাহার ভাব ও স্নেহাদি পূর্ক্সাপেক্ষা অধিকরূপ প্রকাশ পায়। ইহার কারণ চাই প্রকার, প্রথমতঃ গোলোকলীলা দেবলীলা, ব্রজের লীলা নরলীলা। সেই নরলীলার সৌন্দর্য্য অধিক হওয়াই সঙ্গত। দ্বিতীয়তঃ সুদীর্ঘ বিরহের পর শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য সমাধক রূপেই প্রকাশিত হইয়াছিল। যেহেতু বহু যত্নের সঞ্চিত ধন হারাইলে পর, ভীষণ ব্যাকুলতা উপস্থিত হয়। এবং তাহা ভাগ্যক্রমে পুনশ্চ হস্তগত হইলে, তাহার আদর পূর্ক্সাপেক্ষা অধিক হইয়া থাকে। ইহা সাধারণ জড়বস্তুরও নিয়ম। ভগবান চিন্ময় ও অবিনশ্বর অথচ ভাবগ্রাহী ভক্তের ইচ্ছানুসারে তাঁহাকে চলিতে হয়। সুতরাং ব্রজবাসীদিগের প্রবল উৎকণ্ঠার পর তাঁহাকে তদনুরূপ রূপসম্পন্ন হইতে হইয়াছিল।

শ্রীকৃষ্ণের পুরলীলার পর ব্রজাগমন সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথমস্কন্ধে বর্ণিত আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ ভারতযুদ্ধের পর ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে যখন দ্বারকায় আগমন করেন তৎকালে পথে নানা দেশ ভ্রমণান্তে দ্বারকায় উপস্থিত হন। এবং সেই ভ্রমণ সময়ে মথুরা প্রদেশে আসিয়াছিলেন। সেই শ্লোকটী এই—

কুরুজঙ্গলপাঞ্চালান্ শূর্য্যেনান্ সযামুনান্। (ভাগবত। ১। ১০। ৩৪)

এই শ্লোকের টীকাতে শ্রীজীবগোস্বামী বাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে শূরসেন দেশ অর্থাৎ মথুরা অঞ্চলের শ্রীবৃন্দাবন বুঝায়। কেবল মথুরায় তৎকালে কেহই নাই। কারণ দ্বারকায় সকলকেই লইয়া গিয়াছেন।

এস্থলে শূরসেন বলিতে যে মথুরা প্রদেশ বুঝায় তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে অবগত হওয়া যায়, বসুদেবের পিতা শূর অথবা শূরসেন। যেমন ভীম ও ভীমসেন বলিতে একই ব্যক্তিকে বুঝায়, তেমনি শূর ও শূরসেন একটি শব্দ। এই জন্ম শৌরি বলিতে বসুদেবও বুঝাইয়া থাকে। “ততশ্চ শৌরিভগবৎপ্রচোদিতঃ।”

(ভাগবত ১০।৩।৪৭)

উল্লিখিত শূরসেন মথুরার রাজা এবং তিনি দেবমোচের ক্ষত্রিয় পত্নীর গর্ভজাত সন্তান। আর অসবর্ণা বৈশ্যপত্নীর গর্ভজাত সন্তান পর্জঙ্ঘ। ইনি নন্দমহারাজের পিতা। শূর মথুরায় ও পর্জঙ্ঘ মহাবনে রাজা হয়েন। এই বিষয় গোপালচম্পূর পূর্বচম্পূতে এবং কৃষ্ণসম্বর্ভে উক্ত আছে ইতিহাসতবে বুঝান হইয়াছে। ঐ উক্তি আবার মধ্বাচার্য্য লিখিত ভারত তাত্পর্য্যের অনুসারিণী ভাগবতেও ইহার প্রমাণ আছে—

শূরসেনো বহুপতিমথুরামাবসন্ পুরীং।

মাথুরান্ শূরসেনাংশ্চ বিষন্নান্ বুভুজে পুরা।

রাজধানী ততঃ সাত্বৎ সর্ব্ববাদবভূজ্ঞাং ॥ (ভাগবত ১০।১২৭)

মাথুরা ও শূরসেন দেশ বলিতে সমস্ত মাথুরাঞ্চল বা বৃন্দাবনকেই বুঝাইয়া থাকে। মহাবন তাহার একটি অন্তর্গত ভাগমাত্র। সুতরাং দ্বারকা গমনকালে ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে বহু দেশ যুরিয়া দ্বারকায় গিয়াছিলেন। দ্বারকা গমনকালে যে সকল দেশের নাম আছে অর্থাৎ কুরুঞ্জল, পাঞ্চাল, মৎস্ত্র, সারস্বত, মরুধর্ম, সৌবীর, আতীর, আনর্ত ইত্যাদি (ভাগবত ১।১১।৩৪) দেশগুলির মধ্যে সমস্তগুলিই সরল পথে নহে, কতিপয় দেশ বক্রপথেও পতিত হয়। বিশেষতঃ ইন্দ্রপ্রস্থের কুরুপাণ্ডবের বিরটি কাণ্ডকারখানা শেষ করিয়া তাহার নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া যাওয়াই যুক্তি সঙ্গত হয়। ভাগবতে ব্রজাগমন সম্বন্ধে যে সকল প্রমাণ আছে, তাহার ক্ষুদ্র তালিকা এই—

১। কুরুঞ্জলপাঞ্চালান্ শূরসেনান্ সমামুনান্। (ভাগবত ১।১০।৩৪। সমামুন বলিতে মাথুরা প্রদেশ হয়)

২। বহ্যযুক্তাপসসার ভো ভবান্

কুরুন্ মধুন্ বাথ সুহৃদ্দিদৃক্ষরা ॥ (ভাগবত ১। ১১। ৯)

৩। তাস্তথা তপ্যতৌর্বাণ্য স্বপ্রস্থানে যদুত্তমঃ।

সাস্বধামাস সপ্রেমৈরায়ান্ত ইতি দোত্যকৈঃ। (ভাগ ১০। ৩৯। ৩৫)।

৪। যাত যুগং ব্রজং তাত বয়ঞ্চ স্নেহদুঃখতান্।

জাতীন বো দ্রষ্টুমেষ্যামো বিধায় সুহৃদাং সুখং ॥ (ভা ১০ ৪৬ ২৩)।

৫। হত্বা কংসং রজমধ্যে প্রতাপং সর্বসাত্বতাং।

যদাহ বঃ সমাগত্য কৃষ্ণঃ সত্যং করোতি তৎ ॥ (ভা ১০। ৪৬। ৩৫)।

৬। আগমিষ্যত্যদৌর্ধ্বেণ কালেন ব্রজমচ্যুতঃ।

প্রিয়ং বিধাস্ততে পিত্রৌর্ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ ॥ (ভা ১০ ৪৬। ৩৪)।

ভাগবতের ১। ১১। ৩০ শ্লোকে টীকাকারের তাৎপর্য ও মূলের ভাবে জানা যায় যে, যখন ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে দ্বারকায় কৃষ্ণগমন করিলেন, তখন সুস্থচিত্ত অঙ্গহীন পরমানন্দে পল্লীগণ লইয়া বিরাজমান। দস্তবক্রবধাস্তে অঙ্গহীন হইয়া, ব্রজে আসিয়া রাধাদিকে বিবাহ করিয়া তৎপরে দ্বারকাগমন না হইলে ঐ অবস্থা ঘটিতে পারে না। প্রথমস্কন্ধের ১১ অধ্যায়ের শেষাংশে ঐ সুখবিহারের বর্ণনা দৃষ্ট হয়।

ভগবান্ সত্যসঙ্কল্প। পরমেষ্ঠ্র নিষ্ঠা ক্রীতি বলেন ভগবান্ “সত্যসঙ্কল্প” ভাগবতও বলেন “সত্যব্রতঃ, সত্যপরং ত্রিসত্যঃ”। “ঈশ্বরানাং বচঃ সত্যং”। এই সকল প্রমাণে জানিতে পারি যে, পুরগমনকালে ভগবান্ বলিলেন, আমি আসিব। ৪ তোমরা ব্রজে যাও আমি সুহৃদগণের সুখ অর্থাৎ অরাতিবধ শেষ করিয়া তোমরা জ্ঞাতী তোমাদিগকে দেখিতে আসিব। ৫ কংসবধের পর কৃষ্ণ যাহা বলিয়াছেন, তাহা তিনি আসিয়া সত্য কারবেন। ৬ অল্পকালে ব্রজে আসিয়া পিতামাতার প্রীতিবিধান করিবেন। প্রথমবার ১। ২ নম্বর শ্লোক দ্বারকায় নিকট আনন্ত দেশের প্রজাদিগের ভক্তি। শেষগুলি যাহা বলা হইল, সে সকল কি মিথ্যা কথা হইতে পারে। তাহা হইলে ব্যাঙ্গ ও শ্লোকদেব এবং বেদব্যাঙ্গকেও মিথ্যাদোষে দূষিত করিতে হয়। অতএব কৃষ্ণ পুরলীলাস্তে ব্রজে আসিয়াছিলেন, তাহাতে অসন্দেহ নাই। তবে ভাগবত আভাবে তাহা পদ্মপুরাণে সুস্পষ্টবাক্যে প্রকাশ করিয়াছেন। যিনি অজুঁর এবং কুজার

মত বিহরজ ভক্তের গৃহে গিয়া নিজ সঙ্কল্প সত্য করিয়াছেন, তিনি যে চিরকালের স্নেহপরাধন কৃষ্ণকপ্ৰাণ ব্রজবাসাদিগের কামনা ও নিজের বাক্য সম্পূর্ণ করিবেন না, ইহা হইতেই পারে না। আনন্ডবাসী প্রজাগণ বলিতেছেন (উদ্ধৃত ২য় শ্লোকের সম্পূর্ণ অর্থ) “হে পদ্মপলাশলোচন কৃষ্ণ ! আপনি যখন সুহৃদগণের দর্শনার্থে মধুদেশে (মথুরাখণ্ডে) গমন করেন, তখন আমরা সূর্য্যাবহীন প্রাণীর জায় বহুকষ্টে জীবন ধারণ করিয়াছি” । এখানে সুহৃদ বলিতে ব্রজবাসী ব্যতীত কেহই নহে, কারণ তখন মথুরা রাজধানী জলশূন্য “মধুপুরঃ শূন্যমেবাবলোক্য (উত্তর ১৪।৬৯। ভাগ ১। ১১।৮ ক্রমসন্দর্ভ ও চক্রবর্তী)।” ইহা পূর্বেই ভগবান বোণ প্রভাবে মথুরার সমস্ত লোককে তাহাদের অজ্ঞাতসারে দ্বারকায় লইয়া গিয়াছেন ।

“তত্র যোগপ্রভাবেণ নীতঃ সর্বজনঃ হরেঃ ।”

এখানে “সর্বজন” বলিতে মথুরাবাসী সকলকেই বুঝিতে হইবে। সুতরাং দস্তবক্রবধের পূর্বে ব্রজে আগমন সম্ভব হইতেছে। ইহা ভাগবতের নানা বাক্যের স্বরস্য (ভাবার্থে) ও পদ্মপুরাণীয় সুস্পষ্ট বাক্যে প্রমাণিত হইতেছে। “বিধায় সুহৃদাং সুখং” পাণ্ডব ও বনুদেব প্রভৃতির সুখ বলিতে তাহাদিগের শত্রুনাশ। অথচ তৎকালে অস্ত্র শত্রু কেহই নাই, কেবল তখন দস্তবক্রই শেষ শত্রু। তাহারও যখন বিনাশ হইবে, তখন ব্রজবাসীরা নিশ্চিন্ত মনে এক্ষণে “কৃষ্ণকে দোষিতে পাইব” বলিয়া বিপুল আশ্বাস প্রাপ্ত হইল। এবং এই সময়েই কৃষ্ণ ব্রজে আসিলেন।

দস্তবক্র-বধের পর যে কৃষ্ণ ব্রজে আগমন করেন, তাহা লিখিত হইবে এক্ষণে এই দস্তবক্রবধের সময় ও স্থান সম্বন্ধে চম্পূর মর্শ্য লইয়া সংক্ষেপে কতিপয় বিষয় লেখা যাউতেছে—

শিশুপাল, শালু ও পৌণ্ড্রক বধের শেষে এবং রাজসূয়যজ্ঞের পর শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থে অবস্থিতি করিতেছেন, তথা প্রথমে কুরুষ দেশাধিপতি দস্তবক্র অবগত হইয়া, ঐ দেশ হইতে কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধার্থে মথুরায় যাত্রা করেন। কৃষ্ণ থাকিলেন ইন্দ্রপ্রস্থে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে তথায় না গিয়া মথুরায় যাইবার কারণ এই,—নারদ ইত্যংক্বে দস্তবক্রকে জানাইয়াছিলেন যে— “শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে দ্বারকায় আসিতেছিলেন, কিন্তু দ্বারকায় প্রবেশ না করিয়াই পৌণ্ড্রক বধ করেন,

এবং শত্রুবধ শেষ হওয়ার শীঘ্রই মথুরা হইয়া ব্রজে আসিবেন। কারণ, অল্প-কালের মধ্যে ব্রজে আসা পূর্ব হইতে স্থির আছে—“আগমিষ্যাদৌৰ্ঘণ্য কালেন ব্রজমুচ্যতে।” (ভাগবত ১০।৪৬।৩৪)।

দম্ভবক্রের মথুরায় আসার হই কারণ। ১। ইতঃপূর্বে উদ্ধবের মন্ত্রণায় শ্রীকৃষ্ণ কেবল গদা লইয়া জরাসন্ধকে বধ করেন এবং কৃষ্ণের সঙ্কল্প যে দম্ভবক্র-বধের পর শত্রু নিশেষ করিয়া অস্ত্রত্যাগ করিবেন, সূত্রায় এই অবস্থায় একাকী কৃষ্ণকে বধ করা সহজ। ২। দ্বারকায় যদি যাওয়া যায়, তবে তথায় গদাযুদ্ধ-বিশারদ বলদেব ও ভীম প্রভৃতি বর্তমান, ইহাতে বিশেষ ভয়ের সম্ভাবনা। সূত্রায় কৃষ্ণের বিনাশ কামনায় দম্ভবক্র নারদের উপদেশমত মথুরাতে কৃষ্ণের সমাগম অবশ্যই হইবে ভাবিয়া মথুরাতেই উপস্থিত হইলেন। (নারদ কি চতুর ও দয়ালু, দম্ভবক্রকে কৃষ্ণহস্তে মারিয়া সদগতি দিতে হইবে, কৃষ্ণকেও ব্রজে আনিতে হইবে)। ইহা নারদের হৃদয়ভাব।

এদিকে শ্রীকৃষ্ণ অতি দূর দ্বারকা হইতে পৌণ্ড্রিক বধের পর দেখিলেন যে দম্ভবক্র আমাদের বিনাশ করিতে এবং মথুরায় উপদ্রব করিতে মথুরায় উপস্থিত হইয়াছেন, সূত্রায় মথুরা হইতে দ্বারকা সূদূর হইলেও মনোজবী রথে আরোহণ পূর্বক তৎক্ষণাৎ অর্থাৎ দম্ভবক্রের মথুরায় উপস্থিত হওয়া মাত্রই মথুরায় আগমন পূর্বক তাহার সহিত একদিন একরাতি চন্দ্রযুদ্ধের পর তাহাকে বিনাশ করিলেন। যে স্থানে দম্ভবক্র বধ হয়, তাহার নাম “দতিহা” বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। শ্রীভাগবতের ১০।৭৮ অধ্যায়ে আছে যে, শিশুপাল, শাব্ব ও পৌণ্ড্রিকের বধ শুনিয়া দম্ভবক্র কৃষ্ণের বিনাশার্থে গদা লইয়া একাকী আগমন করেন এবং কৃষ্ণ রথ হইতে নামিয়া তাহাকে ও তৎপরে তাহার ভ্রাতা বিদূরককে বধ করেন। পদ্মপুরাণ বলেন যে—দম্ভবক্র শিশুপালের বিনাশ শুনিয়া মথুরায় গমন করিলে, কৃষ্ণ তাহা শুনিয়া রথারোহণ পূর্বক মথুরায় গিয়া তাহার বধ করেন।

একটু সরলভাবে ঐ কথাগুলি দেখান যাইতেছে—প্রকৃত পক্ষে শিশুপালবধ যখন ইন্দ্রপ্রস্থে রাজস্থর যজ্ঞে হইয়াছিল, তখন দম্ভবক্র ইন্দ্রপ্রস্থেই যাইতেছিলেন, কিন্তু হৃৎপ্রতিবশতঃ ভাবিলেন যে জরাসন্ধ-বধার্থে গদামাত্রধারী ও একাকী কৃষ্ণকে মারিব এই ভাবিয়া মথুরায় উপদ্রব

করিতে মথুরায় গমন করিলেন। তৎপরে নারদের উপদেশে জানিলেন যে—
কৃষ্ণ দ্বারকায় উপস্থিত ও শাবকে বধ করিয়াছেন, তখন মথুরা হইতে দ্বারকাভি-
মুখে যাত্রা করিতেছেন, এমতকালে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাতে পাকিয়াই দিবাচক্ষে
তাহাকে দেখিয়া মনোজবীরণে চড়িয়া তৎক্ষণাৎ মথুরায় আগমন পূর্বক দস্ত-
বক্রকে বধ করিলেন।

উল্লিখিত প্রকারে নারদের উপদেশ দ্বারা বিক্রম ঘটনার সঙ্গতি তৎক্ষণাৎ
“কল্পভেদ” ব্যবস্থা করা এখানে উচিত হয় না। অর্থাৎ ইন্দ্রপস্থ হইতে শ্রীকৃষ্ণ
যে দ্বারকায় গেলেন, তাহা এক কল্পের কথা। শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা হইতে মথুরায়
আসিয়া দস্তবক্র বধ করেন, ইহা অপর কল্পের কথা। এইরূপ সিদ্ধান্ত করা
এখানে প্রয়োজনীয় হয় না। এক্ষণে প্রকৃত প্রস্তাব অনুসরণীয়।

দস্তবক্র বধের জন্ত শ্রীকৃষ্ণ যখন আগমন করেন, তাহাও পূর্বে ব্রজবাসিগণ
কল্পক্ষেত্র হইতে আসিয়া দুই মাস বাবৎ কৃষ্ণের প্রাণীকায় মথুরায় বহির্ভাগে
কিঞ্চিৎ দূরে যমুনার উত্তরপারে আশ্রয় করিতেছিলেন। কারণ বহুদূর দ্বারকা
হইতে মথুরা আসিতে কৃষ্ণের দুই মাস সময় লাগিতে পারে এবং কৃষ্ণবিরহে
তাঁহাদের কৃষ্ণহীন ব্রজে গমন অভ্যস্ত কষ্টকর হইয়াছিল, একারণে তাঁহারা
কৃষ্ণবিরহিত ব্রজে গিয়া কৃষ্ণহীন ভবা দি দর্শনে অসমর্থ হইয়া ঐ দুঃখের নিদান
ব্রজদর্শন ত্যাগ করতঃ যমুনার উত্তর পাড়ে গিয়া বাস করেন। (কৃষ্ণসন্দর্ভ
১০৫ বাক্যে ৪০৫ পৃঃ)। ব্রজবাসিগণের ধারণা হইল এইরূপ। এদিকে কৃষ্ণ
মনোজবী রণে জগন্নাথেরই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। (কিন্তু তাঁহারা যোগমায়া-
প্রভাবে ২ মাস সময়কে একক্ষণ বলিয়া বুঝিতে পারিলেন)। শ্রীকৃষ্ণ ঐশ্বর্যা-
বলে রথ সহিত যমুনা উত্তীর্ণ হইয়া নন্দাদির সহিত ঐস্থানে মিলিত হইলেন।
রথ সহিত যমুনা পার তত্ত্বা অসম্ভব নহে, কারণ যিনি শুকপুত্রকে যমপুরী হইতে
রণে করিয়া সমুদ্র পার হইয়া আনয়ন করিয়াছিলেন, তাঁহার ঐশ্বর্য স্বঃসিদ্ধ।
(তোষণীর মর্ম্ম)। ব্রজা গোবৎস ভ্রমে করিলে, বালকগণ কৃষ্ণবিরহে
“ক্ষণাৎ মেনেরেহুত্বকাঃ” জগৎকালকে এক ক্ষণ মনে করিয়াছিলেন। ইহা
যেমন ঐ ২ মাস কালও তাহার বিপরীত অর্থাৎ জগৎকালকে ২ মাস মনে করা
বুঝিতে হইবে। বস্তুতঃ এইভাবে তাঁহাদের তৎকালে সম্ভব। তাঁহারা কৃষ্ণ-
বিরহে ক্রটি পরিমিত সময়কে যুগ বলিয়া মনে করিতে পারেন। “ক্রটি যুগায়তে

স্বামিপুত্রতাং”। (ভাঃ ১০।২৮) গোলোক বর্ণন ও উদ্ধব সংবাদ মিল করিয়া দেখিলে, এ সম্বন্ধে বিবৃত হইতে পারে। (তোষণী)। যাহা হউক মথুরায় আসিয়া যখন দ্রুপদ বধ হইল, তখনই ব্রজবাসীরা নিশ্চিন্ত ও আশ্বাস প্রাপ্ত হইল। যদুবংশীয় মুহূদেবের কার্য্য যে মুখ অর্থাৎ শত্রুগণের নিঃশেষ সাধন, তাহা যখন হইয়া গেল সুতরাং এই সময়টাই নন্দাদিজ্ঞাতদর্শন পুরুষসঙ্কল্পের অনুগত—অর্থাৎ

“জাতীন বো দ্রষ্টুমেষ্যামো বিধায় মুহূদাং মুখং ।” (ভাঃ ১০.৪৬।২৩)

এই পূর্ব সঙ্কল্পের অনুগত।

ভাগবতে ব্রজাগমন স্পষ্টভাবে নাই কেন ?

এক্ষণে আপত্তি হইতে পারে যে, ভাগবতে অতিসঙ্ক্ষেপে এবং পদ্যপুরণে উত্তরখণ্ডে সুস্পষ্টভাবে ব্রজাগমন বর্ণিত আছে। কিন্তু অজ্ঞাত পুরণেও কৃষ্ণ-লালা প্রসঙ্গে তাহার উল্লেখ নাই কেন ? এ সম্বন্ধে গোপালচন্দ্র বলেন যে—
“শ্রীমদ্ভাগবত আধীন, নিজের গুচুতম বিষয় স্পষ্টতঃ ব্যক্ত করিতে ইচ্ছা করেন না। বিশেষতঃ যাহারা নিজেকে গোকুলবাসী বলিয়া মনে করেন, সেই সকল অস্বমুখ ভক্তের উৎকর্ষা বুদ্ধি এবং উদাসীন বহিমুখ ভক্তের বুদ্ধিকে আচ্ছাদন করাই, এইরূপ গোপনের উদ্দেশ্য।” (চন্দ্র উত্তর ২৯।২৭)। কৃষ্ণসদর্ভের এই মত। (১৮১ বাক্য ৪৩৩ পৃঃ)। এইরূপ গোপনের অন্তর্গত তাৎপর্য্য যথা—

বৈষ্ণবতোষণী মতে—

“পরোক্ষবাদা ঋষয়ঃ পরোক্ষস্ত মম প্রিয়ং ।”

ঋষিগণ প্রায় প্রোক্ষবাদী এবং পরোক্ষবাদই ভগবানের প্রিয়। বহিমুখ জনের কাছে তাদৃশ গোপনীয় লীলা অর্থাৎ দ্বারকাস্থিত রাজমহিষীগণকে ত্যাগ করিয়া গোপীগণের সান্নিধ্য বিলাস ও তদন্তে গোলোক প্রবেশ লীলা গোপন রাখা প্রয়োজন। এজন্য তাহা পরোক্ষবাদে অর্থাৎ অসাক্ষাৎ ভাবে ভাগবতে বর্ণন

করিয়াছেন। বাঁহারা অমুরাগী অন্তর্মুখ ভক্ত (ক) তাঁহারা কৃষ্ণবরণে অত্যন্ত ও প্রবল ভাবে উৎকণ্ঠিত হইবেন, তাহাতে অমুরাগ বৃদ্ধি পাইবে; সুতরাং অমুরাগ বৃদ্ধির জন্যই প্রত্যক্ষ বা সাক্ষাৎভাবে মহাবিগণ কৃষ্ণের ব্রজাগমন বর্ণন করেন নাই (খ)। অনেক পুরাণে যাহা অতি গূঢ়ভাবে উক্ত আছে, তাহাকে একত্র করিয়া বলিলেই প্রামাণিক হয়। ব্রহ্মমোহনে ব্রহ্মাকে মুক্ত করা অর্থাৎ বাল্যকালে ঐশ্বর্য্য অনাবৃত রাখা, মৃত্তিকা ভক্ষণে বাৎসল্য রসে ঐশ্বর্য্য আবৃত রাখা এবং বস্ত্রহরণে মনোরথ পূরণের আশ্বাস দেওয়া, ইত্যাদি লীলাতে জানা যায় যে—বহিমুখ ভক্ত ব্রহ্মার নিকট মধুর বালাভাব গোপন করিয়া ঐশ্বর্য্য-প্রকটন এবং অন্তর্মুখ ভক্ত যশোদার কাছে ঐশ্বর্য্য দূরে রাখিয়া মাধুর্য্য প্রকাশ বস্ত্রহরণে আশ্বাস দ্বারা অমুরাগ বৃদ্ধি। ইহা ভিন্ন উক্ত কারণে অজ্ঞ হেতু নাই।

অপর কারণ এই যে—ব্রজবাসী বন্ধুগণকে শ্রীকৃষ্ণ সশরীরে বৈকুণ্ঠে লইয়া গেলেন, আর দ্বারকাবাসী যদুবংশীয় রাজগণের “মুশলং কুলনাশনং” এই

/(ক) ভাগবত ১০।২৩।২৬ শ্লোকের বৈষ্ণবভাষণীতে দৃষ্ট হয় যে—কৃষ্ণভক্ত দুই প্রকার। তটস্থ ও লীলাস্তঃপাতী। তটস্থ যথা—ভগবান্ পরোক্ হইলেও তাহার পারমৈশ্বর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক শৈলী, দারুময়ী, ধাতুময়ী, লেপ্যা (পটাদি), লেপ্যা (পুস্তকাদি) সৈকত্রী (বালুকা বা মুথরী) মনোময়ী (মানসী), মণিময়ী (প্রস্তরনির্মিতা) এই অষ্টবিধ প্রতিমার মধ্যে কোমল একটীর অর্চনা করতঃ, জ্ঞানসত্ত্বে অথবা অজ্ঞানসত্ত্বে ব্রাহ্মণদিগণের চরণসেবা ও চরণোদক পান প্রভৃতি নিজভক্তি বিষয়ে পরোক্‌বাদকে (জন্মান্তরীন ফলকে) অনুমোদন করেন, ইহারাই তটস্থ বা বহিমুখ ভক্ত।

লীলাস্তঃপাতী ভক্ত দুই প্রকার। দেবাদিগণ এক, ব্রাহ্মণ নর ও পিতৃাদি এক। এতদ্ব্যতীত দেবাদিগণ কেবল পারমৈশ্বর্য্য দ্বারাই ব্যবহার করেন। ব্রাহ্মণ, নর ও পিতৃাদিগণ বাহ্যে নিজ মধ্যাহ্নার ব্যবহার হয় এরূপ নরলীলাকে অবলম্বন করিয়া থাকেন। সুতরাং ব্রাহ্মণ-পিতৃাদিগণ লীলাস্তঃপাতী ও নরলীলার ব্যবহারকারী অতএব ইহার কৃপাসিদ্ধ। “লীলাসিদ্ধা যজ্ঞপত্নী-বৈয়োচনি-শুকাদয়ঃ”।

/(খ) এইরূপে লীলার যখন এতঃ গোপনীয় অবস্থা; সুতরাং শ্রীজীবগোবিন্দী ঐ লীলার বিশ্লেষণ করিয়া অত্যন্ত ভীতচিত্তে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন—

“বদেতন্তু ময়া ক্ষুদ্রভরণে তরলারিং।

ক্ষমতাং তৎক্ষমাশীলঃ শ্রীমান্ গোকুলবল্লভঃ।

(কৃষ্ণসন্দর্ভে ১৩১ বাহ্যে ৪৩৩ পৃঃ)

মৌশল লীলার দ্বারা ছরবস্থা ঘটাইলেন । এইরূপ চিন্তা করিয়া পরীক্ষিত রাজার মনে কষ্ট হইবে, কারণ যহবংশের উপরই তাঁহার আশ্রয়তা বোধ আছে । এইরূপ বিবেচনা করিয়াই ত্রিকালদর্শী শ্রীশুকদেব পদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ডে লিখিত ব্রজাগমন লীলটিতে শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লেখ পূর্বক পরীক্ষিতকে প্রবণ করান নাই । (ভাঃ ১০।৭৮।৬৭) ।

উল্লিখিত বহু প্রমাণে জ'না গেল যে—পরোক্ষভাবে কার্য্য করাই ভগবানের প্রিয় এবং সর্বত্র প্রসিদ্ধ প্রজাগণকে শুকদেব যে পূর্বের মথুরালালা কালে স্মৃচনা করিয়াও পরে তাহা ব্যক্ত করিলেন না । তাহাতে পরোক্ষভাবে সিদ্ধান্তকেই স্মৃদুত করিলেন, ইহা বুঝিতে হইবে ।

১৭ । ব্রজে শ্রীরাধাদির বিবাহ ।

শ্রীকৃষ্ণ দস্তবক্রবধান্তে ব্রজে আসিয়া ২ মাস অবস্থিতি করেন । তৎপরে গোলোক প্রবেশ হয় । এই ২ মাস কালকে কৃষ্ণসঙ্গে সুখানন্দে ও যোগমায়া প্রভাবে ব্রজবাসীরা বহুদিন বলিয়া মনে করিয়াছিলেন (চম্পূর, উত্তর, ৩৭ । ৩০) এই অবস্থিতিও বিবাহবিলাস প্রভৃতি সমস্তই প্রকটলীলা, কেহ গেন এমন মনে না করেন যে, ২ মাস বাস ও বিবাহাদি, কেহ দেখিতে পারে নাই । উহা সর্ব-সমক্ষে নিব্বাহিত হইয়াছিল । সে সকল বিবাহ, তাহার উদ্‌যোগ, অনুষ্ঠান, পরীক্ষা দ্বারা রাধা বাধাসমাদান, উভয়বংশ কীৰ্ত্তন, অধিবাস, অলঙ্কার বিবাহসজ্জা ইত্যাদি ব্যাপার মূলচম্পূগ্রন্থের উত্তর ভাগের শেষাংশে ৩১ হইতে ৩৭ পর্য্যন্ত ৭ পূরণে অতিসুন্দর ও বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে, তাহা গ্রহপাঠে অবগত হইবেন, কেবল উহা হইতে সিদ্ধান্তাংশ কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া দেখান হইল । প্রকট ও অপ্রকট, স্বকীয়া ও পরকীয়া তত্ত্ববিচারে বিবাহের তথ্য পরে বর্ণিত হইবে সুতরাং এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিম্নয়োজন । তবে সিদ্ধান্তের সারাংশ হুচি এই—

১ । সাধারণকে বিশ্বাস জন্মাইবার জন্ত এবং লোকান্তে স্বকীয় ভাবকে লোকে দেখাইবার জন্ত মায়িক মিথ্যা বিবাহ নিরাস করার জন্ত সীতাদেবীর মত দুঃস্বাদা খাওয়ার কল্পিত মায়াবাহিতে শ্রীরাধা প্রভৃতির পরীক্ষা ।

২। শ্রীরাধাদির পাতিব্রতামূলক প্রতিজ্ঞা পাঠ।

৩। নিত্যস্বকীয় স্বতঃসিদ্ধ পত্নীর যে বিবাহ তাহা কেবল বহিরঙ্গ জনের প্রতীতি জন্ম। কারণ নিত্য লীলার মর্ম্ম সকলে জানেন না।

৪। যোগমায়া মায়াদ্বারা অস্ত্রমূর্ত্তি নির্মাণ করাইয়া সেই মায়িক রাধাদির সহিত অভিমুখ্য বিবাহ দেন সেই মিথ্যা বুঝাইয়া তিনিই বিবাহ দেন।

এই সকল অন্তর্গত তত্ত্ব সাধারণে অবগত নহে একান্ত সাধারণ প্রতীতি জন্মানই বিবাহের হেতু।

বিবাহ প্রভৃতি কার্য্য শেষ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ গোলোক প্রবেশ অর্থাৎ নিত্য লীলায় প্রবেশ করেন। দস্তবক্রবধের পর ও গোলোক প্রবেশের পূর্বপর্য্যন্ত দুই মাস কাল (ভগবানের লীলা ভক্তের জন্ম সূতরাং ভিন্ন ভিন্ন ভক্ত ভিন্ন ভিন্ন প্রতীতি করিলেন।

১। নন্দনন্দন চিরদিন ব্রজবাসী, ব্রজে আছেন। তিনি সেইখানেই ছিলেন, থাকিলেন, থাকিবেন।

২। ব্রজার প্রার্থনায় ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণ আসিয়া নন্দনন্দনে মিশিয়াছিলেন, ভূভার ভরণ শেষ করিয়া তিনি নন্দনন্দন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দ্বারকায় গিয়া প্রভাসে মোশল লীলা দেখাইয়া বৈকুণ্ঠে গেলেন।

৩। নন্দনন্দন ব্রজে (গোলোকে) নিত্যস্বকীয় প্রেমসী লইয়া লীলারত হইয়া থাকিলেন।

১৮। গোলোক-প্রবেশ।

দস্তবক্রবধের পর শ্রীকৃষ্ণ দুইমাস কাল শ্রীরূদ্দাবনে সম্পূর্ণ প্রকটভাবে বাস করেন। এবং বিবাহাদি দাম্পত্যলীলা সম্পাদনপূর্ব্বক সমস্ত সামঞ্জস্য করিয়া গোলোক প্রবেশ করিলেন। এই সামঞ্জস্যের বিষয় গোপালচম্পূর উত্তরভাগে বিশেষরূপ মীমাংসিত আছে। এই গোলোকে প্রবেশ নন্দমহারাজের সম্পূর্ণ আদেশ ছিল। তিনি বলিয়াছিলেন,—শত্রু কংস একবার তোমাকে লইয়া গিয়া ব্রজপুর শূন্য করিয়াছে। এবার যখন তোমাকে পাইয়াছি তখন ব্রজবাসী বাতাত অস্ত্রে বাহাতে না জানিতে পারে, একপভাবে থাকিতে হইবে, অর্থাৎ ব্রজপার্ষদ

ব্যতীত অস্ত্রের অলঙ্কা হইয়া ব্রজে থাকিতে হইবে। ইহাই গোলোক প্রবেশের মূল তথ্য। (উত্তর ৩৭। ৩) অযোধ্যাধিপতি রামচন্দ্র বৈকুণ্ঠ গমন করিবার পর সমস্ত অযোধ্যাবাসীরা যেমন সশরীরে বৈকুণ্ঠলাভ করিয়াছিলেন, ব্রজবাসীদের গোলোক প্রবেশও সেইরূপ সশরীরে হইয়াছিল (ভাগবত ১০। ৭৮। ৭ বিম্বনাথ চক্রবর্তীর টীকা) শ্রীকৃষ্ণ যে মনোগামীরূপে আরোহণ করাইয়া সমস্ত ব্রজমণ্ডল সহিত গোলোক প্রবেশ করাইয়াছিলেন, সেই রথ সারথি দারুক বৈকুণ্ঠ চটতে আনয়ন করিয়াছিলেন। এই রথ ধানিও ভগবানের শক্তিতে পরিপূর্ণ। সেই রথে আরোহণ করিয়া ব্রজবাসীগণ দেখিলেন যে, আমরা যেমন ভাবে ছিলাম সেইরূপ ভাবেই আছি, যমুনা, গোবর্দ্ধন, বন, উপবন, গোষ্ঠ এবং গৃহও গৃহদ্বার প্রভৃতি ব্রজের সমস্ত বস্তু যথা-যথ ভাবে অবস্থিত আছে, তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই, তবে শ্রীকৃষ্ণের আদেশ বশতঃ অতিমাত্র আরোহণ করায় কোন কোন বিষয়কে আশ্চর্য্যরূপে অস্বভাব করা হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে যোগমায়ার প্রভাবে ভয়াদির সঞ্চার হয় নাই। আশ্চর্য্য ইহাই যে,—বহুকালপূর্বে নন্দমহারাজের পিতা পর্জন্ম লোকান্তরিত হইলেও তাঁহাকে ঐ রথের মধ্যে সজীবভাবে দেখা গিয়া ছিল। এইরূপ আরও অনেক ব্যক্তি দৃষ্টিগোচর হইয়াছিলেন। (উত্তর ৩৭ পুরণ শেষ ভাগ দ্রষ্টব্য)

ব্রজের প্রত্যেক বস্তু প্রপঞ্চমধ্যে ব্যক্ত ও অব্যক্ত ভাবে বর্তমান, গোপগণ গোলোক প্রবেশের পূর্বে ব্যক্তভাব দর্শন করিলেন। রথোপরি শীঘ্রাকর্ষণ বশতঃ অনেক বস্তু দৃষ্টিগোচরও হইল না। অপূর্ণ দর্শনগুলি অব্যক্ত অবস্থার কার্য্য। সুতরাং তাহাকে অজ্ঞাপা বসিয়া ভাবনা করা উচিত নহে। (উত্তর ৩৭। ১১)

যাহা হউক শ্রীকৃষ্ণ প্রকটভাবে ব্রজে বিহার করতঃ প্রাপঞ্চিক লোকের চক্ষু হইতে ব্রজলীলাকে তিরোচিত রাখিয়া বন্ধুবর্গের সহিত গোলোকে প্রবেশ করিলেন। ব্রজবাসিগণের দুইটি প্রকাশ এক প্রকাশে সকলে একত্র হইয়া ব্রজবিহারান্তে বৈকুণ্ঠ প্রবেশ আর একটি পূর্ণতম প্রকাশে গোলোক গমন। দ্বিতীয় পূর্ণতম প্রকাশে প্রাপঞ্চিক লোকের অদৃশ্য হইয়া ব্রজমধ্যেই নিত্যবিহার করিতে লাগিলেন। আর একটি পূর্ণ প্রকাশে রথাক্রম হইয়া দ্বারকায় গমন করিলেন। এখানে ভক্তের অধিকার ভেদে দৃষ্টির তারতম্য আছে। মথুরার লোক দেখিলেন যে, কৃষ্ণ দত্তবক্র বধ করিয়া ব্রজবাসী পিতৃাদির সহিত দ্বারকায়

যাইতেছে না, ব্রজবাসীগণ দেখিলেন যে, অকস্মাৎ আমরা কোথায় যাইতেছি ।

যোগ প্রভাবেই কৃষ্ণ এষ্ট অলৌকিক কার্য সম্পাদন করিয়াছিলেন । কারণ তিনি যোগেশ্বর অর্থাৎ যোগমায়ার অধীশ্বর বহির্মুখ ব্যক্তির অজ্ঞাতগারে এই গোলোক প্রবেশ নির্দ্ধারিত হইল ।

এক্ষণে বিচার্য্য এই যে, বৃন্দাবন হইতে যে, গোলোকে লইয়া গেলেন, সেই গোলোক বৃন্দাবন হইতে পৃথক বস্তু নহে । কেবল প্রকট ও অপ্রকটাবস্থা মাত্র । প্রকট অর্থাৎ মায়াময় প্রপঞ্চ, অপ্রকট অর্থাৎ মায়াতীত অপ্রপঞ্চ ; এই মাত্র ভেদ । বৃন্দাবনলীলা প্রপঞ্চগত, তাহা সর্বজনের গোচর এবং ইহা প্রত্যেক বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ চতুষ্রুগের দ্বাপরের অবসানে প্রকট হইয়া থাকে । অপ্রপঞ্চ লীলা সাধারণের অগোচর । কেবল নিত্যসিদ্ধ ভগবতপার্ষদগণ এবং ভদ্ভাবাক্রান্ত সাধকগণ প্রেমেন্দ্রে দেখিতে পাইয়া থাকেন । যেমন অন্যান্যি সেই গোলকলীলা হইতেছে, কিন্তু আমরা দেখিতে পাইতেছি না । এইরূপ সিদ্ধান্ত দ্বারা নিত্যলীলার ব্যাবৃত্ত হয় না । এবিষয়ে অর্থাৎ বৃন্দাবনই যে গোলোক তদ্বিষয়ে বহুতর শাস্ত্রীয় প্রমাণ আছে । বাহ্যভায়ে তাহা উদ্ধৃত হইল না । তবে একটি মাত্র এই যে—“যত্নং গোকুলনাম শ্রীং, তত্নং গোকুল-বৈভবং ।” (ভাগবতামৃত)

যৎকালে ব্রহ্মহৃদে গোপগণ মগ্ন হইলেন, তৎকালে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে শীঘ্র আকর্ষণ করায় গোলোকবৈভব নন্দাদির সমাক্ষ দর্শন হয় নাই, এই জন্য অনেক পুরাতন বস্তুকে নূতন ভাবে গোলোক প্রবেশ কালে দেখান হইল । ইহা গোলোক প্রবেশের এক উদ্দেশ্য (উত্তর ৩৭।৫।১১) এই নূতন দর্শন যেমন গতাধিপর্ষাস্ত সজীব দর্শন । আমরা গোকুলেই আছি, ইহা পুরাতন দর্শন ।

আর এক যুক্তি এই যে, গৃহকোনে থাকিয়া যদি মধু লাভ করা যায়, তবে মধুর জন্ত কে পর্বতে গমন করে ? ।

“অর্কেচেন্দ্ৰধু বিন্দিত কিমর্থং পর্বতং ব্রজেৎ ।

ইষ্টস্বার্থস্ত সংসিদ্ধৌ কো বিদ্বান্ ব্রহ্মাচরেৎ ॥”

অতরাং বৃন্দাবনে থাকিয়াই যদি গোলোক পাণ্ডি হয়, তবে দূরবর্তী পৃথক স্থানে গোলোকের কল্পনা করা যুক্তি বিরুদ্ধ । অতএব এই ব্রজমধ্যেই গোলোক

ধাম বুঝিতে হইবে। বৃহৎ বাটীর মধ্যে যেমন কোন নির্দিষ্ট স্থানে গৃহস্বামী বাস করেন, ব্রজমধ্যে গোলোক ঠিক সেইরূপ।

এক্ষণে বক্তব্য এই যে, ব্রজট যদি গোলোক হইল, তবে রথারোহণপূর্বক তাহাদিগকে লইয়া যাওয়ার উদ্দেশ্য কি? এস্থলে বৈষ্ণবভোষণীকার মীমাংসা করেন যে, উল্লিখিত প্রকারে রথে করিয়া গোলোক প্রাপ্তি করাইলে, দেবাদি ঐশ্বর্যজ্ঞানপ্রধান ভক্তগণের প্রতি মহিমা প্রদর্শন করান হইবে। অর্থাৎ প্রেমপূর্ণ ব্রজবাসীদিগের নরনীরার তাৎপর্য্য বিষয়ে যাঁহারা অনভিজ্ঞ, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য বিষয়ই যাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য, তাঁহাদের সমক্ষে ঐশ্বর্য্যপূর্ণ ভাবে ব্রজবাসীকে গোলোকে প্রবেশ না করাইলে, বিভিন্ন অধিকার সম্পন্ন ভক্তগণের বিভিন্ন ভাবের সামঞ্জস্য হইতে পারে না। অর্থাৎ দেবগণ ইহাই দেখুন যে, ব্রজবাসীগণ শ্রীকৃষ্ণকে যে সর্বাস্তঃকরণে ভজিয়াছিলেন, তাঁহাদের সঙ্গতি হইল। অর্থাৎ তাঁহারা কোন অলক্ষ্যস্থানে চালায়া গেলেন। আপিচ, সেই রথখানি মনের মত আশ্রয় দ্রুতগামী, অতি বৃহৎ ও মহাজ্যোতিমান। তাহাতে সমস্ত ব্রজমণ্ডলের সংস্থান হইয়াছিল। সেই রথ কোন ভক্তের দৃষ্ট, কোন ভক্তের অদৃষ্ট (উত্তর ৩৭:১৯) ইহার তাৎপর্য্য এই যে, উল্লিখিত দেবাদি ভক্তগণ পর্য্যন্তও সেই রথের গতিক লক্ষ্য করিতে না পারিয়া, বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলেন। তাহারা মনে করিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ সন্দীপনি মূনির নিকট বহু বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছেন, ইহাও সেই বিদ্যার মহিমা (উত্তর ৩৭:৫) এই সকল সিদ্ধান্তভিন্ন রথের দ্বারা গোলোক প্রাপ্তির অল্প ব্যাখ্যা হইতে পারে না। করিলেও তাহা অসঙ্গত হইবে, ইহা ভোষণীকারের অভিপ্রায়। (ভাগবত ১০:৭৮)

এস্থলে আরও কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে যে, গোলোকধাম ব্রজবাসীদিগের নিতাই প্রাপ্ত রহিয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ পুনশ্চ ব্রজে আসিয়া সেই নিত্য প্রাপ্ত গোলোককে পুনঃ প্রাপ্ত না করাইলে, সমস্ত লোকের অমুরাগ এবং উদ্ধবের দ্বারা ব্রজবাসীদিগের উৎকর্ষার সূচনা প্রভৃতি লীলা বিফল ও বিরস হইয়া যায়। অর্থাৎ উদ্ধবের বাক্যে তাঁহাদিগের যে উৎকর্ষা হইয়াছিল, সেইরূপ ভাবে শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিত্যলীলা না হইলে, লীলার সফলতা থাকে না। এবং সেই লীলার প্রতি জনগণের অমুরাগও হইতে পারে না। বিশেষতঃ কুরুক্ষেত্রযাত্রাতে

শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে বলিয়াছিলেন যে, “আমার প্রতি তোমাদিগের যে ভক্তি ও প্রীতি আছে, তাহাতে তোমাদিগের মুক্তি হইবে, সেই মুক্তিবশতঃ তোমরা আমাকে প্রাপ্ত হইবে।” ব্রজবাসিনগণের সাহিত পুনশ্চ সাক্ষাৎকার লাভ করা এই উক্তির কারণ। এবং ঐ উক্তিটা সাধকচরী (১) গোপীগণের প্রতি বৃদ্ধিতে হইবে। নতুবা নিত্য সিদ্ধ গোপীগণের প্রতি এ কথা বলা সম্ভব হইতে পারে না। আরও এক কথা এই যে, বগদামের সাহিত আমি মথুরায় গমন করিলে, “আমার বিষ্ময়ে গোপীগণ কাতরা হইয়া, আমা ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পান নাই।” ইত্যাদি কৃষ্ণবাক্যগুলি নিত্যসিদ্ধ গোপীগণের প্রতিই বৃদ্ধিতে হইবে।

১৯। প্রকট লীলা ও অপ্রকট লীলা

এবং

স্বকীয়া তত্ত্ব ও পরকীয়া তত্ত্ব ।

“প্রপঞ্চগোচরেন সা লীলা প্রকটা য়ত ।

অন্তথাহ প্রকটা ভাস্তি তাদৃশস্তদগোচরাঃ ॥

সদানন্তঃ স্বপ্রকাশলীলাভিচ্চ স দীর্ঘাতি ।

তত্রৈকেণ প্রকাশেন কদাচিৎসঙ্গদন্তরে ।

সদৈব স্বপরীবারৈর্জগাদি কুরুতে হারঃ ॥

(লঘু ভাগবতামৃতম্)

গোলোকের অভিন্ন বৃন্দাবন যখন প্রপঞ্চের গোচররূপে প্রত্যক্ষমান হয়, তখন তথায় প্রাকৃত জনগণের গোচররূপে যে লীলা করেন, তাহা প্রকট। প্রাকৃত জনগণের অগোচরে অগত প্রাকৃত জনতুল্য যে লীলা তাহা অপ্রকট। ব্রজভূমির অপ্রকট প্রকাশে শ্রীকৃষ্ণ অনন্ত নিজকণ প্রকাশ করিয়া অবিস্ফেদে

(১) দণ্ডকারণ্যে মুণিগণ রামরূপে মুগ্ধ হইয়া, আশ্রয়স্থানে আশ্রয় প্রাপ্ত হওয়ার সঙ্গে আসিয়া তাঁহারা কৃষ্ণপ্রিয় হইয়াছিলেন। ইহাদিগকে সাধকচরী কহে। (তোষণীপুত করিবঃ)

নানাবিধ লীলা করিয়া শোভিত হয়েন। আবার কদাচিৎ অর্থাৎ বৈবশ্বত-
মহন্তরীয় অষ্টাবিংশ চতুর্ভুগে দ্বাপরের অবসান হইলে, জগতের অন্তর্গতরূপে
প্রতীয়মান হইয়া, উক্ত ব্রজধামে এক প্রকাশ দ্বারা জন্মাদি লীলা প্রকট করিয়া
থাকেন। উল্লিখিত উভয় লীলা মধ্যে অপ্রকট লীলাতে ব্রজরমাগণ স্বকীয়া
প্রেমসী, প্রকট লীলাতে ব্রজরমাগণ মায়াকল্পিত কেবল প্রতীতিমাত্র পরোচা
বলিয়া ঔপত্য ভাবনিবন্ধন পরকীয়া প্রেমসী। ইহা কেবল রমোল্লাসের
জন্মই হইয়া থাকে। শ্রীমদভাগবতের শ্রীশুকপ্রোক্ত রাস ও বস্ত্রহরণাদি লীলা
অপর মধুর লীলা এই পরকীয়া লীলামূলক বৃত্তিতে হইবে। অপ্রকট দাম্পত্য-
ভাবময়ী স্বকীয়া নিত্য প্রেমসী। কারণ পদ্মপুরাণে আছে যে,—

“গোগোপগোপীকাসঙ্গে যত্র ক্রৌড়তি কংসহা।

এই প্রমাণানুসারেই শ্রীরূপ গোস্বামী উজ্জ্বল নীলমণিতে বলিয়াছেন—

“হরেলীলাবিশেষস্ত প্রকটস্থানুসারতঃ।

বর্ণিতা বিরহাবস্থা গোষ্ঠবামদ্রবামসৌ।

বৃন্দারণ্যে বিহরতা সদা রাসাদিবিভ্রমৈঃ।

হরিণা ব্রজদেবীনাং বিরহো নাস্তি কহিচিৎ” ॥

তাৎপর্য্য প্রকটস্থানুসারেই বিরহাদি বর্ণিত, অপ্রকট লীলাতে গোপীদিগের সহিত
ক্ষণকালও বিরহ হইতে পারে না, সুতরাং তাহাদিগের অপর গোপের সহিত
বিবাহ হইয়া যে পরোচা ঔপত্য ভাব তাহা মায়াকল্পিত। ইহা চম্পূগ্রন্থে
শ্রীজীবগোস্বামিপাদ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তবে স্বকীয়া লীলাতেও রসের
চমৎকারিতা প্রভৃতি সম্পাদন জন্ম সঙ্কোচ ও লজ্জা ভয় প্রভৃতি থাকিবে।
(উত্তর ৩৭।১৯২)। কিন্তু তাহার রূপান্তর হইবে। স্বকীয়া লজ্জা ভয়
প্রশংসনীয়, পরকীয়া লজ্জা ভয় বাহিরে নিন্দনীয়, রস পৃষ্টিতে প্রশংসনীয়।
(উত্তর ৬৬।২২—২৩)

উক্ত বিচারে ইহাই স্থির হইল যে, প্রপঞ্চগত ও প্রপঞ্চাতীত ভেদে লীলা
দ্বিবিধ। জন্মাদি ও অনুরবধাদি প্রকটের কার্য্য—

জন্মাদিলীলাসুরনাশ-লীলা

লোকং বিনা নহঁত এব শোভাং।

মন্ত্রোপাসনাময় ও ঐরসিক ভেদে অপ্রকটও দ্বিবিধ। কদম্বতল বা রত্ন-

সিংহাসনে স্থিতা ধ্যানগম্যা মূর্তি এক এক স্থানে স্থিতা, ইহা কামনাত্মক প্রয়োগময়ী বা ভক্তের ইচ্ছামুসারিণী মূর্তি । বৎসাদি সহিত বিহারময়ী মূর্তিই স্বারসিকী । মন্ত্রোপাসনাময়ীও স্বারসিকী এই উভয় মূর্তিতেই ব্রজরাজ প্রভৃতির সহিত সম্বন্ধ থাকে । কৃষ্ণকে এক স্থানে স্থির মনে করিয়া চিন্তা, আর তিনি আপন গৌলামত যথেষ্ট বিচরণ প্রভৃতি করিতেছেন, এইরূপে চিন্তা, ইহাই উক্ত ভেদদ্বয়ের সরলার্থ । (কৃষ্ণসন্দর্ভে বিস্তৃতি দ্রষ্টব্য) । পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ডের ৫২ অধ্যায়ে এই নিত্যলীলা সম্বন্ধে যাহা বর্ণিত আছে, সেই প্রমাণ উদ্ধৃত হইল—

“দাসাঃ সখায়াঃ পিতরৌ প্রিয়স্ত চ হরেরিরহ ।

সক্রে নিত্যা মুনিশ্রেষ্ঠ তত্ত্বাশুগণালিনঃ ।

যথা প্রকটলীলায়াং পুরাণেষু প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ।

তথা ঐ নিত্যালীলায়াং সন্তি বৃন্দাবনে ভূবি ।

গমনাগমনং নিত্যং কুরোতি বনগোষ্ঠীয়াঃ ।

গোচারণং বয়শ্চৈশ্চ বিনাসুরবিষাতনং ।

পরকীয়াভিমানিশ্চ তথা তস্ত প্রিয়া জনাঃ ।

প্রচ্ছন্নেনৈব ভাবেন রময়ন্তি নিজং প্রিয়ং ॥”

তাৎপর্য—সর্বপ্রিয় কৃষ্ণের দাস, সখা, পিতা, মাতা, সকলেই নিত্য ও কৃষ্ণত্বলাশুগণশালী । প্রকটলীলায় যেমন, অপ্রকট লীলাতেও তেমনি, বৃন্দাবন ভূমিতে বন ও গোষ্ঠে গমনাগমন এবং অসুরবধাদি ব্যতীত, গোচারণ লীলা করিয়া থাকেন । কৃষ্ণপ্রেমসীগণ ঐ বৃন্দাবনে পরকীয়াভিমান সম্পন্ন হইয়া প্রচ্ছন্নভাবেই নিজ কাম্যের সহিত রমণ করিয়া থাকেন । (এই প্রমাণে চহাও বুঝিতে হইবে যে, গোচারণকালে যে কংস-প্রেরিত অসুরবধাদি তাহা বাসুদেবের কার্য্য) ।

প্রকট লীলাতে যে শ্রীকৃষ্ণের লীলা ও রূপ, তাহাও নিত্য, তবে প্রপঞ্চগোচর এইমাত্র ভেদ । নচেৎ ভাগবতের (১০।১৬।১) “কৌড়া মাহুযরূপিণঃ” এখানে মাহুযরূপ শব্দের উত্তর যে নিত্য যোগে “ভূমি নিন্দাপ্রশংসায়াম্ নিত্যযোগে-তিশায়নে” এত সূত্রে ইন্ প্রত্যয় । এইরূপ ব্যাখ্যা অসম্ভব হইয়া পড়ে । ঐ মাহুযরূপ যে কপট রূপ নহে; তাহা “প্রপঞ্চং নিম্প্রপঞ্চোহপি বিড়ম্বয়সি

ভূতলে।” এই ব্রহ্মস্বত্বিতে “নহি কপটপুত্রস্বাদিনা তাদৃশভক্তেরানুগাৎ সম্পদ্যতে” অর্থাৎ কপট পুত্রস্বাদি দ্বারা নন্দাদির তাদৃশ নিকপট ভক্তির স্বর্ণ শোধ হয় না। এই স্বামিপাদের ব্যাখ্যাতে প্রমাণিত আছে।

শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ-কৃত স্তবমালায় “স্বয়মুৎপ্রেষিতলীলা” নামক স্তবের ১০ শ্লোকে “নহি হ্র্ষ্যশসা রচয়াদবলাং” হে কৃষ্ণ! আমি কুলীন কণ্ঠা, আমাকে হ্র্ষ্যশে মলিন করিও না। শ্রীরাধার এই উক্তি প্রসঙ্গে স্তবমালায় ভাষ্যকার বলদেব বিদ্যাভূষণ মহোদয় কি বলিতেছেন দেখুন। (ভাষ্যের (মর্যাদাবাদ দেওয়া গেল)। অগ্নি ও তাহার দাহিকা শক্তির তায় শক্তি ও শক্তিমদ্বারা নিত্যসিদ্ধ শ্রীরাধাকৃষ্ণের যে দাম্পত্য তাহা নিত্য সিদ্ধ। তাহার এই ঔপপত্য লীলা কেন? ইহার উত্তর তিনি পরমেশ্বর প্রেচ্ছানয়, তাঁহার নিয়ন্তা কেহই নাহি, যাহার ভয়ে তাঁহাকে নিত্য দাম্পত্যেই থাকিতে হইবে। আপত্তি—যদি বল তিনি কস্মাদীন কস্মদোষে ঔপপত্য ঘটয়িছে। উত্তর—ঈশ্বর কস্মের নিয়ন্তা তিনি কস্মাদীন নহেন, ইহা সন্দেহান্তে প্রসিদ্ধ। যদি বল ঔপপত্য লীলাতে সাধারণ জনের মনোনিবেশ হইবে অর্থাৎ তাহারা ঐ পথে লীলাতে প্রাণী হইয়া কৃতার্থ হইবে। (বস্তু শক্তি বুদ্ধিকে অপেক্ষা কবে না—ঔপপত্য ভাবে নিবেশ হইলেও তদ্ব্যতীত দাম্পত্য প্রেম প্রাপ্ত হইবে)। উত্তর—কৃষ্ণ বলিয়াছেন “ন পারয়েহং” আমি গোপীদিগের স্বর্ণ শোধিতে অসমর্থ। এখানে তাঁহার নিজ ইচ্ছারই প্রাধান্য বুঝা যাইতেছে। অর্থাৎ নিজের ইচ্ছাবশত তিনি স্বর্ণী লীলাশক্তি তাঁহাকে ঐরূপ করিয়া থাকে। সুতরাং সাধারণের মনো নিবেশ ঔপপত্য বশতঃ নহে; ভগবৎসৌন্দর্য্য বশতই মনোনিবেশ হয়। যদি বল ভগবানের প্রবল উৎকর্ষাকে পরিপুষ্ট করিতে তিনি এই ঔপপত্য স্বীকার করেন। উত্তর—তিনি নিত্য পুষ্ট, তাঁহার অপরিপুষ্টতা অসম্ভব। কোনও উপায়ে তাঁহার পুষ্টতা হইতে পারে না।

(তবে লীলা বৈচিত্র্যবশতঃ বিস্তৃত কণ্ঠমণির মত পুষ্টিকে অপুষ্ট ভাবিয়া তাহার পুষ্টতা হইতে পারে ও হয়।) সুতরাং চরম সিদ্ধান্ত সেই পূর্ব উত্তর, অর্থাৎ তিনি পরমেশ্বর, তাঁহার পরমৈশ্বর্য্যবশতই ঔপপত্য। পরমেশ্বরের নিয়ন্তা বা পরিচালক কেহই নাই তিনি পরমেশ্বর। শক্তি ও শক্তিমানের ভেদাভেদরূপ। তাঁহার ঔপপত্যটি দাম্পত্যভাবে যে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। অর্থাৎ

প্রকট ব্রজলীলায় উপপত্তা হইলেও উহার ভিতরে দাম্পত্যভাব লুক্কায়িত রহিয়াছে। সর্বদা যাহা প্রকাশ তাহা নিত্য, সর্বদা যাহা প্রকাশ নহে তাহা অনিত্য। অনিত্য বলিতে আগন্তুক জাগতিক বস্তুর মত নশ্বর নহে, প্রকাশ ও অপ্রকাশ ধরিয়া নিত্যানিত্য ব্যবহার। বৈবশ্বত মনস্তত্ত্বীয় অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের দ্বাপরাবসানে অর্থাৎ বহুদিনের পর পরকীয়া লীলা ব্রজ ভূমিতে প্রকাশমান হইয়া থাকে। অতঃ সময়ে তাহা লোকলোচনের অগোচরে বিরাজমান স্তবরাং পরকীয়া অনিত্য। উক্ত প্রকার দ্বাপরাবসানকাল চিরদিন হয় না, একত্রে ঐ কাল ব্যতীত সর্বদা কেবল স্বকীয়া কেবল নিত্য লীলা, কেবল গোলক বিলাস। এক্ষণে অস্বাদুশ মানব সেই পরকীয়া, লীলা দর্শন করিতে পারিতেছে না কেন? তাহার উত্তর—ঐ সিন্ধু ভক্তগণ প্রেমচক্ষে কেবল সেই ভাব দেখিতে পাইয়া থাকেন; আমার যখন ঐ দ্বাপরের অবসান হইবে বৈবশ্বত মনস্তত্ত্ব অসিবে তখন সেই পরকীয়া লীলা হইবে, এক্ষণে তা'দৃশ দ্বাপরাবসান পর্যন্ত সেই নিত্যলীলা সেই স্বকীয়া লীলা বিরাজমান, ইহাও বুঝিতে হইবে যে, যখন সেই পরকীয়া ভাব আসিবে তখনও সেই দাম্পত্য প্রসূর থাকিবে, বহি-রঙ্গ জন লক্ষ্য করিতে পারিবে না। স্তবমালার উপরিলিখিত বিচার এবং বলিত মাধবের দশমাস্কের শেষভাগ দেখুন। শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরাধা বলিতেছেন, আমরা বহিরঙ্গজনের অলক্ষ্য হইয়া স্বশ্রী গোষ্ঠেধরী স্বস্তুর নন্দমহারাজের ভবনে তোমার সহিত বিহার করিব।

শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপত্নী গোপীদিগের সহিত যে আত্মের বিনাহ হইয়াছিল সে বিবাহ মায়িক ইহার বহুতর প্রমাণ আছে, তাহা মূল চম্পূগৃহ পার্শ্বে অবগত হইবেন, সামান্য দিগদশন মাএ করা হইল। পূর্ব চম্পূর ১৫ পৃঃ ৪৪ গাথে পৌর্ণমাসী ও বৃন্দার বাক্য দেখুন, যোগমায়া পৌর্ণমাসী বলিতেছেন, আমি মায়া দ্বারা অপর মূর্তি নির্মাণ করতঃ প্রতিবন্ধ ঘটাইয়াছি। “কদাচিত্ত উপপতিত্ব ব্যবহারস্ত মায়িক এব” (পূর্ব ১৫।২।) অপ্রকট নিত্য লীলাতে নিত্য গোলোকে স্বকীয়া প্রেমসৌর সহিত নিত্যবিলাস হইয়া থাকে (পূর্ব ১৫।৫০।) “লঘুস্বমত্র বৎপ্রোক্তং”। “নেষ্ঠ্যদগ্নিনীমাসে” ইত্যাদি শ্লোকের ব্যাখ্যা দেখুন (পূর্ব ১৫।৫৪।) রসোৎকর্ষের বাসনাবশতই গোপীকে অবতারণিত করেন। এবং নিত্য স্বকীয়াতে রসময় মহোৎকর্ষের জন্যই মায়াবশত পরোঢ়া ব্যবহার হইয়া

থাকে। ললিতমাধবে শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীজীব গোস্বামী প্রভৃতির মূল সিদ্ধান্ত অবগত না হইয়া অদূরদর্শী ও একদেশদর্শী ব্যক্তি ঐ সিদ্ধান্তের অর্থতা কল্পনা করেন। তাহা শাস্ত্র ও বুক্তি বিরুদ্ধ। “পরকীয়া অনিত্য মায়িক” এই কথায় ঐ সকল লোক ক্ষিপ্ত হইয়া পড়েন ও স্বকীয়া ও পরকীয়াতে কি কি অবস্থায় নিত্যানিত্য মায়িক ব্যবহার, তাহার তথ্য দেখিতে হইলে, গোস্বামিপাদাদিগের অপরাপর গ্রন্থের নাম আর কি করিব, কেবল সন্দর্ভ ও শ্রীগোপাল চন্দ্র প্রধানতঃ আলোচ্য। যাহারা ঐ সকল সিদ্ধান্ত শাস্ত্রের মধ্যে সম্পূর্ণ প্রবেশ করিতে পারেন না, তাহাদের পুঙ্খোক্ত ব্যবহার কেবল ধুষ্টতা মাত্র।

পরের বিবাহিতা পত্নীতে রসাস্বাদকে পরকীয়া ভাব কহে। মূলে ঐ বিবাহই যখন মায়িক ও যোগমায়ার কল্পিত, তখন ঐ ভাব যে মায়িক তাগতে আর অগ্রমাত্র সন্দেহ নাই। (ভাগবত ১০ম, রাসের ৩৩ অধ্যায়ের শেষ “নাস্বয়ং খলু কৃষ্ণায়” এই শ্লোকের তোষণী এবং (উত্তর চন্দ্র ১৭৪ দ্রষ্টব্য)। শ্রীরাধা প্রভৃতি নিজেই পূর্ব স্বস্তর ও পূর্ব বিবাহকে মিথ্যা বলিয়াছেন। ইহার স্থল অনেক। ঐ পূর্ব বিবাহ স্বপ্নদৃষ্টের মত (উত্তর ১৭৪)। শ্রীকৃষ্ণই প্রকৃত পতি এবং জন্মে জন্মে পতি, পিতাদির কল্পিত পতি পতি নছেন (উত্তর ১১১৫) “বল্লব্যো মে সদান্মুখাঃ।” ইত্যাদি স্থল (উত্তর ১২১১। ও (১১। ৬৪) এই সকল স্থল দেখুন। আবার শ্রীজীব গোস্বামীর ভাবাংশে পরকীয়ার গৌরব করিয়াছেন, তাহাও দেখুন (উত্তর ৩১৬৮)।

বহুদান দাসের বাঙ্গলা কণনন্দ নামক গ্রন্থের ৫ম নির্যাসে আছে “চন্দ্র বাহিরে স্বকীয়া, ভিতরে পরকীয়া” কথাটা শব্দাংশে ঠিক, কারণ তত্ত্বতঃ তাহা নহে, পরকীয়ার ভিতরেই স্বকীয় ভাব বর্ত্তমান। লেখকের তাৎপর্য্যাংশ সত্য, কারণ শ্রীজীব গোস্বামী যখন স্বকীয় লীলাতেও পরকীয়ার ভাব অনেক রাখিয়াছেন ও লীলার বৈচিত্রী অংশে গৌরব করিয়াছেন, তখন কথাটা সত্যই বটে। তবে কেহ যেন ইহা শ্রীজীবের সকলোপ-কল্পিত বলিয়া অপরাধে পাড়বেন না। কৃষ্ণ-সন্দর্ভ ও চন্দ্র দেখুন। সমস্ত প্রাচীন আর্থ প্রমাণে সিদ্ধান্তসৌধের মূল ভিত্তি সুদৃঢ়। শ্রীজীব হালকা কথা বলেন না বা শুকনো জমীর উপর হইতে ভিত্তি প্রস্তুত করেন নাই। সিদ্ধান্তসৌধের মূল বহু দূরে নামিয়াছে।

নিত্য লীলাতে স্বকীয়া, একট অনিত্য লীলাতে পরকীয়া, এবং তাহারই

বিস্তৃতি ব্রজলীলাতে, অধিক কি সর্কারাধ্য পঞ্চম বেদ শ্রীমদ্ভাগবতই ঐ অনিত্য পরকীয়া ভাবময় বর্ণনাতে পরিপূর্ণ। তাই বলিয়া নিতা স্বকীয়া অলৌক কল্পনা নহে। অবস্থাভেদে যখন দুইটিই থাকে, তখন ইহা লইয়া পরকীয়াবাদী স্বকীয়া বাদী বলিয়া শাস্ত্র বৈষ্ণবের ইদানীন্তন অজ্ঞতামূলক বিবাদের মত বিবাদের কোনই কারণ দৃষ্ট হয় না।

শ্রীরাধার বিবাহ হইয়াছে, অভিসারে শ্রীরাধার লজ্জা হইতেছে, সখী বলিলেন সে কি ? স্বামীর কাছে যাইবা, উহাও স্বতঃসিদ্ধ, মাতাও কত্নাকে জামাতার ঘরে পাঠাইয়া দেন। শ্রীরাধা বলিলেন, না গজ্জা সঙ্কোচই আমাদের লালার মাধুরী। (চোরা প্রেম বড় মধুর, চোরিত দ্রব্যের স্বাদ অধিক)। উত্তর ৩৭। ১৯২। দেখুন গোলোক প্রবেশের পরেও রাস-লীলা হইতেছে, প্রপঞ্চ জগতে যে সকল বৃত্তান্ত ঘটিয়াছে, সেইরূপই পুনশ্চ অমুষ্টিত হইতেছে, সেই ভয়, সেই সঙ্কোচ, সমান। লীলার পুষ্টিজ্ঞ পরকীয়া স্মৃতি ভাব যখন সন্ধানই থাকবে, তখন বাহার পত্নী সেই পুনশ্চ গ্রহণ করেন মাত্র, তখন পরকীয়ার মাধুরী থাকিয়াই গেল।

উত্থাদি কারণে পরকীয়াকে রসোৎকর্ষের পারিপাট্যস্থাপন ও স্বকীয়াকে স্বতঃসিদ্ধ নিত্যাপস্তার স্থাপন করাই চম্পুর মূল তথ্য তাগতি অহুসরণীয়।

উত্তর চম্পুর ৩৬। ৩, ৪, ৫, শ্লোক দেখুন, শান্তডী ব্রজেশ্বরী যশোদা শ্রীরাধাক্ষেত্রের শয়নার্থে শয্যা রচনা করিতেছেন। তাহাতে রাধিকার কত লজ্জা ও সঙ্কোচ। সঙ্কোচের শত শত কারণ দূর হইলেও তাহা দেখা যাইতেছে, (উত্তর ৩৬। ১)

এখানে আর এক নবীন লোকদিগের নবীন আপত্তি দেখুন—মুর্শিদাবাদের নবাব মুর্শিদ কুলী খাঁর দরবারে এক বৈষ্ণবগণের মধুরোপাসনা বিষয়ক বিবাদ মিটিয়াছিল। (ক) তাহার এক পক্ষে কৃষ্ণদেব শর্মা প্রভৃতি অল্প পক্ষে ঠাকুর রাধা

(ক) বর্তমানকালে প্রজার বিষয় বিচার লইয়া রাজদ্বারে উপস্থিত হইলে, প্রজার কত শত লালনা উপস্থিত হয়, দরবারে ফল হয় বা না হয়। কিন্তু বাহার সঙ্গে হিন্দুর ধর্ম্মাংশে কোনই সম্পর্ক নাই, সেই মুশলমানের দরবারে ধর্ম্ম মীমাংসা, বিশেষতঃ হিন্দু অবাস্তব বৈষ্ণব, তাহার মধ্যে এজোপাসক, তদ্ব্যতীত মধুরোপাসনার অতি গূঢ় বিষয় নিষ্পত্তি করিতে নবাব বাহাদুর মনোযোগী হইলেন, ইহাতে তাহাদের ধর্ম্মপ্রাণতা যে অতীব প্রশংসনীয় তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

মোহন, প্রথম পক্ষ বৃন্দাবন হইতে বঙ্গদেশে আগমন করেন, রাধামোহন মানিহাটি নিবাসী শ্রীনিবাস আচার্য্য বংশীয় তিনি উহার মত খণ্ডনে দণ্ডায়মান হইলেন । একপক্ষ স্বকীয়া বাদে অপর পক্ষ পরকীয়াবাদে, শেষে পরকীয়ার পক্ষের জয় হয় । এই বিষয়ে একখানি প্রাচীন দলিল আছে । তাহাতে শাস্ত্রীয় বিচার নাই কেবল রায় মাত্র লেখা আছে । উহার নকল বহু স্থানে পাওয়া যায় । আমি কাটায়া, নগরে প্রভূপাদ শ্রীযুক্ত রাধিকা প্রসাদ গোস্বামীর নিকট উহা প্রাপ্ত হইয়া, নকল করিয়া লই । তাহাতে বঙ্গদেশের বহু পণ্ডিতের স্বাক্ষর আছে, অনেক কার্য্য ও মৌলবীর পর্য্যন্ত নাম দেখা যায় । এই খানি দর্শন করিয়া অনেকে লাক্ষাইয়া উঠেন, এইত স্বকীয়ার পরাজয় ও পরকীয়ার জয় । কিন্তু প্রকৃত ঘটনা না জানাই, এই লক্ষ্যনের ভেতু । স্বর্গীয় প্রভূপাদ ৮রাধিকানাথ ও কাতপয় ব্রজগামী আচার্য্যগণের নিকট উহার ইতিহাস শুনা গিয়াছে বৃন্দাবনে নিম্বার্ক সম্প্রদায়ী কতিপয় পণ্ডিত প্রকট লীলাতেই স্বকীয়াবাদ মানিয়া থাকেন । তাঁহারা শ্রীমন্ত'-গ-বতের লীলার অনুসরণ না করিয়া ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের শ্রীকৃষ্ণ জন্ম খণ্ডে যে শ্রীরাধার বিবাহ বর্ণনা আছে, তাহার অনুসারে ব্রজলীলাতেই স্বকীয়াভাবে উপাসক তাহাদের সহিত গোড়ীয় বৈষ্ণবদের উহা লইয়া বিবাদ হয় । বস্তুতঃ তত্রাংশে বখন প্রকটে পরকীয়া ভাব তখন অপ্রকট লীলায় স্বকীয়া উপাসনার প্রবর্তন প্রকটে হইতেই পারে না, তবে শ্রীসম্প্রদায়ী বৈকুণ্ঠনাথের উপাসকগণ লক্ষ্মী-নারায়ণের উপাসনা করেন, তাহাদের স্বকীয়াবাদ ব্রজের বাহিরে । উহাদের সঙ্গে কোনই বিবাদ নাই । প্রকট লীলাতে স্বকীয়াবাদ প্রবর্তন যুক্তি ও শাস্ত্র বিরুদ্ধ তাহাতে পরকীয়া পক্ষের জয় হওয়াই ঠিক হইয়াছে । (খ)

এক্ষণে বক্তব্য এই যে প্রকট লীলাতে তাবার বিবাহ কেন ? ঐ দিনাহ বহিঃঙ্গ জনকে শিক্ষা দান জন্য, এবং শ্রীরাধাদির মায়িক পতি যে প্রকৃত নহে, উহাদের মায়িকত্ব সম্পাদনই ঐ প্রকট বিবাহের উদ্দেশ্য । ঐ বিবাহে সাধারণের চিন্তাসঙ্কোচ দূর হইয়াছে । নচেৎ নিত্য স্বকীয়া পত্নীর আবার বিবাহ কেন ?

শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন (উত্তর ১৮।৭৬, ৭৭, ৭৮) যোড়শ সহস্র কল্পা-বিবাহাদি

(গ) আর এক কথা ঐ দলিলে দৃষ্ট হয় যে শিষ্যদিগের দ্বারা যে আয় হয় ঐ আয় সম্বন্ধের কথাও অর্থাৎ তত্ত্ব মীমাংসাতে আর্থিক সম্পর্কও রহিয়াছে । উহার মূলে শিষ্যাধিকার লইয়া কোনও গোল যে ছিল না, তাহা বলা যায় না ।

বত কিছু বাপ্যার ঘটাইলাম, তে রাধে ! সমস্তই তোমার প্রতিক্রপ অর্থাৎ সমস্তই তোমার তুল্যবৃত্তি রচনা করিয়া, সেই সেই রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছি । বস্তুতঃ ইহা বহির্দৃষ্টি অপেক্ষায় জানিব, অন্তরে তোমাতে আমাতে কেলিবিলাস নিত্যই করিতেছি । এই সকল প্রমাণে দেখা যাইতেছে যে, প্রকট লীলাতে মহিষী স্বরূপা স্বকীয়াও হুঁকল, পরকীয়া ভাব সবল । সুতরাং চম্পূ গ্রন্থের আদ্যন্ত অনুসন্ধান করিলে যথা হয় তাহাই বহুনন্দন দাস কর্ণানন্দে বলিয়াছেন । শ্রীজীব গোস্বামী পরকীয়াকে বখন সুন্দরভাবে স্থান দিচ্ছিলেন, তখন উহাতে সন্দেহ বা বিবাদ কিছুই নাই ।

এক্ষণে পরকীয়া ভাবের মূল তত্ত্ব সম্বন্ধে উজ্জ্বল নীলমণি হইতে ও তাহার বাধ্যাদি হইতে একজন অসাধারণ বিচক্ষণ গণ্ডিতের মতে কিঞ্চিৎ লিপিত হইল ।

“যাচমিথোদলভতা ; যত্র প্রচ্ছন্নকামুকত্বঞ্চ ।

বহু বার্ষ্যতে যতঃ ত্বলু সা পরমা মনুপ্রশ্ন রাশিঃ ।”

পরম্পরের যে দলভতা যথায় প্রচ্ছন্ন কামুকতা, ও বহু বহু নিবারণ হয়, তাহাই পরমা রক্তি ইচ্ছাওই পরকীয়া ভাবের উৎকর্ষ ।

ঐশ্বর্য্য প্রতীতির অভাব যদি অজ্ঞান পূরক হয় তাহা ভ্রম, উহা বন্ধের হেতু । ঐশ্বর্য্য প্রতীতির অভাব প্রেম পারবশ্ত্র নিবন্ধন হইলে, মোক্ষের হেতু হয় । পরকীয়া যে মায়িক বলিয়া বহু স্থানে উল্লেখ আছে, সমস্ত মায়াপদ অন্তরঙ্গ স্বরূপ শক্তি পর; কিন্তু বহিরঙ্গ মায়াপর নহে “কয়্যাপি মায়য়া পরদানতয়া তত্র ব্যবহারঃ” (উত্তর ১২।১২১) । ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম খণ্ডানুযায়ী যে বিবাত ভাঙা লোক দৃষ্টিতে স্বকীয়ত্ব বোধক । অভিমত্যা (আয়ান বা রাখাল) গোপের সহিত যে বিবাত উপাসনার অঙ্গীভূত পরকীয়া তত্ত্বের সম্পাদন জন্ম । শ্রীকৃষ্ণ সৰ্বদা দৃষ্টি গোচর নহেন, একজ্ঞ আরোপিত যে অনিত্যত্ব তাহা যোগ মায়ার বলে । উহা উপাধিক শব্দও ব্যবহৃত হইতে পারে । অভিমত্যা গোপের ব্যবহৃত রাধা অন্তরঙ্গ মায়ার রচিত । ভগবৎপত্নীতে যে তাহার নিজপত্নী বোধ ইহা ঠিক মায়িক, ঐ গোপের ঐ ভাব চিন্তন ভ্রমগ্রস্ত । রজ্জু সর্পবৎ আগন্তুক ভ্রম নহে । কৰ্ম্মভোগের প্রয়োজক ভ্রম বহিরঙ্গ মায়ার কৃত । অভিমত্যা আত্মাতে ঐ ভ্রমের জননী অন্তরঙ্গ যোগমায়া । এই পরকীয়া লীলা

ঘটাদিবৎ অনিত্য নহে, কিন্তু সর্বদা দৃষ্টিগোচর নয় বলিয়া, তজ্জপ ব্যবহার মাত্র, ঘটাদির অনিত্যত্ব বাস্তবিক, লীলার অনিত্য গোণ (অগ্রধান) কারণ লীলা নিত্য। অনাদিকাল হইতে ভগবৎ সত্ত্বা যুক্ত যে নিত্য পার্শ্ব, তাহাদের স্বকীয়া ভাব। কারণ তথায় কৃষ্ণ ভিন্ন অপরবাক্তর সত্ত্বার যোগ্যতা নাই। সাধন সিদ্ধ ফলে যে পরকীয়া ভাব তাহা গোণ, কারণ আত্ম পদার্থের উপর কল্পিত যে ধর্ম তাহা অবিনাশী হয় না বিনাশীই হয়।

এক্ষণে কৃষ্ণলীলা অস্বাদূশ ব্যক্তির গোচর হইতেছে না, এ জন্ত অনিত্য নহে, তাহা অজ্ঞ বিদ্যে বা বিশ্বের অন্তরালে হইতেছে, তথাপি যে অনিত্য ব্যবহার তাহা বিশ্বের একাংশে, সন্নাংশে নহে। অব্যাপি অপর বিশ্বের লীলা চরম শরীরী ভাগ্যবান সাধন সিদ্ধ ভক্ত প্রত্যক্ষ করিতেছেন। এই সাধন সিদ্ধের দেহ প্রায় প্রারম্ভ কাম্যধীন অর্থাৎ উহার ঐ দেহ মাত্রই শেষ কর্মকল।

পাদোহস্ত বিখ্যাত্তান ইদাদস্তামৃতং দিব।

অমৃতং হেব মৃতয়ঃ ত্রিমূদ্ধোহদ্যায়মূর্ত্তয় ॥

ভগবানের যে বিভূতি তাহার ভাগ কল্পনা করিলে বলিতে হয় যে, ১৬ ভাগ তাহার একপক্ষে অর্থাৎ ৪ ভাগে দৃশ্যদৃশ্য বিশ্ব। “অজ্ঞ বৎ ত্রিপদ অমৃতং তন্ত দিব মহাশরীরীক্ষে স্থিতঃ পাদভূতঃ বিশ্বস্ত মৃতং (বিকারায় বা প্রাকৃতঃ) অর্থ তৎ অমৃতং অবিকারে অপ্রাকৃতঃ। তদাব্যবস্ট মহাশরীরীক্ষে অপ্রাকৃতঃ। বিশ্বকাশস্ত প্রাকৃতঃ বিকারি চৌত ফলবলকল্পাং।

এই উপনিষদ্ বাক্যে জানা যায় ভগবদ্ধাম অপ্রাকৃত জগতে স্থিত। তাহা প্রাকৃত বিশ্ব হইতে অতি বিরাট। বিশ্ব হইতে ত্রিগুণিত বৃন্দারতন সেই অপ্রাকৃত তত্ত্ব ও দামাদি যখন বিশ্বের গোচর হয়, তখন নিত্য হইয়াও অনিত্যবৎ প্রভীত হয়েন।

কৃষ্ণের লীলা যখন অন্তরঙ্গ স্বরূপ শক্তির কার্য্য তখন তথায় অপর এই ভেদ হইতে পারে না। পরস্ব স্ব উপচারিক তাহা লীলামাধুর্য্য পুষ্টির জন্ত। পূর্ণ না হইলে পশ্চিম হয় না, পশ্চিম না হইলে পূর্ণ হয় না, তেমনি স্ব ও পর বুঝিতে হইবে।

“বাচ মিথো” হইতে এই পর্য্যন্ত সিদ্ধান্তগুলি পূজনীয়চরণ শ্রীযুক্ত দামোদর গোস্বামিপাদ নিজমুখে বলিয়াছেন ও লেখাইয়া দিয়াছেন। তিনি বৃন্দাবনের

৮রাগরমণবাটার ৮গোপীলালগোস্বামীর পুত্র । বর্তমানে ইহার তুলা ষড়দর্শনাদি ভাগবতাদি জ্যোতিষগান্ধার্বাদি ও ভক্তিশাস্ত্রাদিতে পণ্ডিত নাই । তিনি ষড়দর্শনাচার্য্য উপাধি ভূষিত । গত ১৩১৮ সালে আষাঢ় মাসে বহুবমপুরে ৮রাগনারায়ণ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের বাটীতে এই সিদ্ধান্ত তিনি উপদেশ করেন ।

পাঠকগণ ! ভাগবত ১০ । ৩৩ । ৩৩—৩৬ দেখিয়া পূর্বোক্ত স্তবমালার ভাষ্যকারের সিদ্ধান্ত মোমাংসা করুন । সর্বনিয়ন্তা ভগবানের মঙ্গল অমঙ্গল বা বন্ধ মোক্ষ নাই । তিনি অদৃষ্টের নিয়ন্তা । বালকবৎ চায়াতুলা নিজ প্রতিমূর্ত্তির সহিত ক্রীড়াতে ধর্ম্মাধর্ম্ম স্পর্শও নাই । নরলীলাতে গোপীগণ নরাভিমানী । কৃষ্ণের অগ্র স্বজন ও আর্ষ্যপথ ত্যাগ অধর্ম্ম নহে । লৌকিক দৃষ্টিতে অধর্ম্মবৎ প্রতীত হইলেও আর্ষ্যপথ ত্যাগ অধর্ম্ম নহে । (ভাগবত ১১ । ১২ । ১৩) । বোপদেব স্বকৃত মুখ্যবোধের কারক প্রকরণে গোপীকে ইষ্টদান করা যে অধর্ম্ম অর্থাৎ ধর্ম্মশাস্ত্রের বিরুদ্ধাচার বলিয়াছেন, তাহা লোকদৃষ্টি অপেক্ষায় তত্ত্বদৃষ্টিতে নহে । “সংদানোভেহধর্ম্মে নিতাং ।” এই স্থানে বোপদেবের মত দ্রষ্টব্য । তৎকৃত ভাগবতীয় হরিলীলা মুক্তাফল যাহা হেমাদ্রি রাজের আদেশে প্রণয়ন করেন, তাহাতে তত্ত্বব্যাখ্যা আছে । আরও দেখুন বিপ্লবস্তরসে শ্রীরাধাকে “প্রোষিতভর্তৃকা” বলা হইয়াছে, কিন্তু “প্রোষিতজায়া” বলা হয় নাই । একজন প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য মহোদয়ের স্বাদীনচিন্তা প্রসূত মত দেখুন, তাহা শাস্ত্রাহুগত । পরকীয়া রস সম্বন্ধে সর্গীয় প্রভুপাদ ৮রাধিকানাথগোস্বামী তাহার প্রকাশিত প্রেমভক্তি চক্রিকার ভূমিকাতে ৪৪ । ৪৫ পৃষ্ঠে বলিয়াছেন—

(মর্ম্মানুবাদ)

“শ্রীরাধা মনে করেন আমি এক জনের স্ত্রী বটে কিন্তু শ্রীকৃষ্ণেরই পরমপ্রেমসী। শ্রীকৃষ্ণও মনে করেন ইহাদের অগ্রপতি আছেন, কিন্তু আমিই পরমপ্রেম । উভয়নিষ্ঠ এই ভাব একরূপ ভ্রম । এই ভ্রম বান্ধবদিগের মনেও ছিল ঐ ভ্রম অনাদিসিদ্ধান্ত যোগমায়ার কল্পিত, কিন্তু অজ্ঞানরূপিনী মায়ার কল্পিত নহে । সুতরাং কুলধর্ম্মাদির নাশ ও পরদার বিমর্ষণ বলিয়া মনে ভ্রম হয় মাত্র, বস্তুতঃ শক্তি ও শক্তিমান্থ যখন নিত্য, ঐ ভ্রমদ্বারা আনন্দময় শ্রীকৃষ্ণেরই অমুভব হয়” ইত্যাদি ।

পরকীয়াভাবে অতিরসের উল্লেখ ।

অজবিনা ইহার অগ্রজ নহে বাস । (চৈতন্তচরিতামৃত)

ব্রজবিনা গোলোকে বাস নাহি মতা, কিন্তু পরকীয়ার ধর্ম্মাভাব আছে।

এই প্রকট প্রকাশ অর্থাৎ ব্রজদিলোকে আবির্ভাব বাতীত জন্মাদি ও অমৃত-বধাদি নিত্য গোলোক লীলায় শোভা পায় না। ইহার আনন্দরূপান চম্পুতে মহাকবি পুরোদাস কবিকর্ণপুর বলিয়াছেন—

“জন্মাদলীলাঙ্গুরনামলীলা

লোকং বিনা নারহিত এব শোভাং।”

দশমের ২২ অধ্যায়ে বজ্রহরণের প্রারম্ভে বিবাহিতা ও অবিবাহিতার প্রভেদ বর্ণনা দেখুন, তোষণীকার বলিতেছেন—“লীলাশক্তি মায়াদ্বারা মিথ্যাবিবাহের স্তাণ করাইয়াছেন, তাহাদের পিতৃগণও তাহাতে ভ্রান্ত হইয়াছিলেন। ব্রজবাসীর প্রাণ, আশ্রয়, ধন, জন, সমস্তই যখন কৃষ্ণার্থে তখন গোপীর ত কথাই নাহ, কৃষ্ণাশ্রয় তাহারও জীবন রক্ষা করিয়াছেন। কৃষ্ণ ভিন্ন অল্প পতি সংসর্গ সুদূর পরাহত।

প্রকট ও অপ্রকট দশটি যখন স্বকীয়া পরকীয়া সিদ্ধান্তের মূলস্থান, তখন তৎসম্বন্ধে চরম বিচার আরম্ভ করা যাউক—

প্রথমতঃ প্রকট ও অপ্রকট দুইটা তত্ত্বঃ অভেদ (এক)। শ্রীকৃষ্ণ ও তদীয় ধাম এবং পরিকর প্রভৃতি সকলেরই ঐ দুই অবস্থা। শ্রীকৃষ্ণও যেমন প্রকট ও অপ্রকট। বৃন্দাবনাদিও তদ্রূপ প্রকট ও অপ্রকট। বৃন্দাবনের অপ্রকট অবস্থাই গোলোক। তথায় নিত্য প্রেমসাগরের সহিত লীলা হয়। পরকীয়া প্রকট আছে বলিয়া সাপেক্ষ জ্ঞান বশতঃ ঐ গোলোক লীলাকে স্বকীয়া বলিব। যেমন ২। ৩ ভ্রাতা থাকিলেই জ্যেষ্ঠ মধ্যম কনিষ্ঠ ব্যবহার হয়, কিন্তু এক ভ্রাতার ঐ ব্যবহার নাই। প্রকট অবস্থার নাম ব্রজ বা বৃন্দাবন তথায় পরকীয়া লীলা হইয়া থাকে। এই সকল সিদ্ধান্ত কৃষ্ণসন্দর্ভে অতিসুন্দর বিবচিত হইয়াছে। তাহারই সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাইতেছে—

নদী সকল সাগরে প্রবিষ্ট হইলে, সেই নদীর জল থাকে বটে, কিন্তু এমন মিশিয়া যায় যে, তাহা চিনিয়া লওয়া কঠিন। তবে সুধর্ম্মী মনীষিগণ তাহা জানিতে পারেন। অথবা মূনিগণ সমাধি অর্থাৎ কেবল শুদ্ধ আত্মমাত্র ক্ষুণ্ণিতে (শুদ্ধ জীবাত্মাতে) মগ্ন হইয়া অন্তর্জগতে বিচরণ করেন তখন বাহু-স্বাতি থাকে না। অথচ তাহাদেরই বর্তমান থাকিয়া অজ্ঞাত লোকের প্রত্যক্ষ হইতে থাকে ;

ইহা যেমন, সেইরূপ, এক বস্তুর ২টি অবস্থা ১ । জলে জল মিশ্রিত বাওয়া । ২ । অন্তর্জগতে মিশ্রিত বাহ্যদেহের অস্তিত্ব থাকা । অপ্রকট প্রকটও ঠিক এই-রূপ । ব্যক্ত অবস্থাই যে প্রকটলীলা, এট বিস্ময়টী শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে ১২ অধ্যায়ে ১২ শ্লোকে সুন্দর মীমাংসিত হইয়াছে—

“তা নাবিদন্ মযানুশঙ্গবদ

দ্বয়ঃ স্বমাত্মানমদন্তোদয়ং । (অদঃ তথা ইদং)

যথা সমাধৌ মুনয়োহন্ধিতোয়ে

নদাঃ প্রবিষ্টা তব নামরূপে ॥”

ভাবার্থ পূর্বেই বলা হইল ।

“অদঃ” অপ্রকটলীলাত্বেন অভিমতং বা । তথা “ইদং” প্রকটলীলাভূগতত্বেন অভিমতং বা । যথা স্তাৎ তথা “নাবিদন্” (ইতি কৃষ্ণসন্দর্ভ ১৭৪ বাক্য ।

৪২২ পৃ)

ইদমশ্বক প্রত্যক্ষবাচী, অদমশ্বক বিপ্রকৃষ্ট বা দূর বাচী । (সাহিত্যদর্পণ

৭ম পরিচ্ছেদ)

এই শ্লোকের বৈষম্য তোষণীতে প্রকট ও অপ্রকট অবস্থা উপরে লিখিত ভাবে বুঝান হইয়াছে । কোন এক সময়ে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজ আগমন করিলে পর গোপ গোপীগণের সহিত মিলন হইলে তাঁহারা “মহামোদন” ভাবের প্রকাশক সংযোগ দ্বারা আসক্তচিত্ত হইয়া তাঁহারা আমাকে (কৃষ্ণকে) দুই প্রকারে (অদঃ ইদং) অর্থাৎ অপ্রকট (অপরের দৃঢ়ভাবে) এবং প্রকট অর্থাৎ সাক্ষাৎ ভাবে প্রাপ্ত হইলেন । কিন্তু এই ভেদ তাহারা জানিতে পারেন নাই । অথচ আমাকে কিরূপ ভাবে পাইয়াছিলেন তাহা দেখুন—

“২৭কামা রমণং জারম্ভস্বরূপবিদোহবলাঃ ।

ব্রহ্ম মাং পরমং প্রাপুঃ সঙ্গাচ্ছতসহস্রশঃ ॥” (ভা ১১ । ১২ । ১৩)

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—আমার অংশস্বরূপ নিত্যপ্রেমসীগণ এবং তাঁহাদের সঙ্গজ্ঞে অন্ত্রান্ত সাধনসিদ্ধ শত-সহস্র গোপীগণ, আমি সাধারণ প্রপঞ্চ বা লৌকিক দৃষ্টিতে উপপত্তিরূপে প্রতীয়মান হইলেও আমার স্বরূপ যে অপ্রতিসিদ্ধ নরাকৃতি পরমব্রহ্ম তাহাকেই রমণ ভাবে প্রাপ্ত হইয়াছেন ! “যে যেমন ভাবে আমাকে ভজে, আমি তাহার নিকট সেই রূপেই উপস্থিত হই” এই প্রতিজ্ঞাবশতঃ আমি রমণ-

রূপে প্রতীত হইয়া থাকি। বস্তুতঃ ইহা ভগবদ্গীতার সাধারণী প্রতিজ্ঞা হইলেও এখানে সুসঙ্গতই হইয়াছে। আমার প্রকৃতস্বরূপ “গোপীরমণ।” অগচ্ জারবৎ (উপপত্তিরূপে) প্রতীয়মান আমাতে সেই রমণ ভাব চিন্তা করায় তাহারাই আমার প্রকৃত স্বরূপজ্ঞানে অভিজ্ঞ, সুতরাং তাহাদের দ্বারা আমার স্বরূপজ্ঞ আর কেহই নাই। “ন বিদ্যাস্তে স্বরূপবিদো যাত্নাঃ” অর্থাৎ যাহা অপেক্ষা আমার স্বরূপবেত্তা আর দ্বিতীয় নাই। বেদান্তশাস্ত্রে দীপপ্রভার দীপপ্রাপ্তিকে সংবাদী ভ্রম, এবং দীপপ্রভার মণিপ্রাপ্তিকে বিসংবাদী ভ্রম কহে। সেইরূপ পরমতত্ত্বে জারবুদ্ধি, আর জারে জারবুদ্ধি এখানে সিদ্ধান্তানুযায়ী হয় না, কারণ তাহাতে জারত্ববোধক পরকীয়া ভাবটী সাধারণ ভ্রমকোটিতে পতিত হয়। বস্তুতঃ এখানে পরমতত্ত্বে যে জারবুদ্ধি তাহা লীলার সৌষ্টব্য। লীলা যখন নিত্য তখন তাহার সকল দশাটী নিত্য। স্থাভূতে (মুঢ়োগাছে) পুরুষভ্রমের মত এই জারভ্রম প্রকৃতপক্ষে মিথ্যা নয়, কারণ জারত্ব বোধটী ঐ নিত্যলীলারই অঙ্গ। ইত্যাদি ‘রমণ বশতঃ এক অন্তরঙ্গ স্বরূপ শক্তিরই প্রকট ও অপ্রকট লীলাভেদে এবং প্রপঞ্চগত গোলোকে (বৃন্দাবনে) ও প্রপঞ্চাতীত গোলোকে যথাক্রমে পরকীয়া স্বকীয়া ভাবই গোষ্ঠাস্বামিপাদগণের সিদ্ধান্তসম্মত। “অনেকজন্মসিদ্ধান্নাং গোপীনাং পতির্যেব বা।” এস্থলে “কদ্ধাচিহ্নপতিত্বভাবস্ত মায়িক এবৈতার্থঃ। কৃষ্ণপতিহ বটেন, তবে কখনও যে উপপত্তি ভাব হয় তাহা মায়িক। একথা পূর্বে বলা হইয়াছে। (পূর্বচম্পূ ১৫। ৪২)

সুতরাং রমণগত প্রেমদ্বারা তাহারা আমাকে যেভাবে (নরাকৃতি ব্রহ্মভাবে) পাইয়াছেন, তাহাটী আমার পরমস্বরূপ। নিরীক্শেষ ব্রহ্ম পরমস্বরূপ নহে।

“শত সহস্র অবলা গোপবালাগণ আমার স্বরূপ বিষয়ে অভিজ্ঞ হইলেও এবং আমার সঙ্গবশতঃ আমাকে জারভাবে ভঞ্জিয়াও আমার পরমব্রহ্ম নিরীক্শেষ ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে।” (ক)

এই যথাক্রম অর্থটী গোষ্ঠাস্বামিসিদ্ধান্তের বিরোধী প্রকৃত সিদ্ধান্ত পূর্বে বলা হইল। “মুনিগণ যোগিগণ, এবং কুদ্রাদি দেবগণও আমার সেই স্বরূপ জানিতে পারেন নাই, গোপীগণ আমার যেমন রূপ জানিয়াছিলেন।” ইত্যাদি আদিপুরাণ

(ক) যেমন প্রদীপকে মণি বলিয়া ধরিলেও হাতপুড়ে, সন্দেহকে বিষ বলিয়া পাইলেও মিষ্টতার অনুভব হয়, অর্থাৎ বস্তুশক্তি বুঝকে অপেক্ষা করে না। সেইরূপ যুগ্মে।

প্রভৃতি অর্ধবাক্যে গোপীগণই শ্রীকৃষ্ণের পরতত্ত্ব বিষয়ে অভিজ্ঞ । ইহা প্রমাণিত হইল । সুতরাং পরতত্ত্ব জারত্ব বোধটী প্রকৃত বস্তুজ্ঞানের বাধক না হইয়া সাধক হইল । “মৎস্বরূপবিদোহবলাঃ” এই অবলা-শব্দটী দ্বারা গোপীদিগের উপর শ্রীকৃষ্ণের অপার কারুণ্য প্রকাশ পাইতেছে । এক্ষণে পূর্বপ্রস্তাব স্মর্তব্য ।

বৃন্দাবন প্রকটলীলার স্থল, এই বৃন্দাবনেই প্রপঞ্চানুসারে পরকীয়া সারলীলার আশ্রয় হয়, ইহাও লীলাশক্তির কার্য্য । (পূর্ব ১। ৩৯, ৪০) এই লীলা প্রপঞ্চজনের যেমন আশ্রয়ণীয়া তেমন নিতালীলা নহে । প্রপঞ্চানুসারিণী পরকীয়া লীলাতে আবিষ্ট হইয়া নিতালীলাতে প্রবেশ কর্তব্য । অর্থাৎ পরকীয়া-ভজনে স্বকীয়া-লাভ প্রমাণিত হইতেছে । এই সিদ্ধান্ত দ্বারা পূর্বোক্ত নবাব দরবারে যে বিচার হয় তাহার এবং যদুনন্দন দাসের কথারও মর্ম্ম উদ্ঘাটিত হইল, অর্থাৎ পরকীয়াই প্রথম আশ্রয়ণীয়া তাহার সিদ্ধি সেই স্বকীয়াতে ।

উল্লিখিত প্রপঞ্চগত বৃন্দাবন যখন প্রপঞ্চাতীত বা লোকলোচনের অগোচর হইয়া অবস্থিতি করেন, তখনও সেই বৃন্দাবনই অপ্রকট নিতালীলার স্থান হয়েন । এই কারণেই প্রপঞ্চ বৃন্দাবন মহাপবিত্র তীর্থ হইয়াছেন । এবং এই কারণেই শ্রীবলদেব তীর্থযাত্রা-প্রসঙ্গে যমুনার উত্তর তীরে উক্ত বৃন্দাবনে আগমন করেন । (কৃষ্ণসন্দর্ভ ১৭৫ বাক্য ৪২৫ পৃ) ।

কৃষ্ণসন্দর্ভ-বৃত্ত পদ্যপুরণের উত্তরখণ্ডের বাক্য দেখা যায় যে—শ্রীকৃষ্ণ নন্দাদি ব্রজবাসীকে নিরাময় নিজস্থান প্রদান করত স্বর্গীয় দেবগণ কর্তৃক স্তুত হইয়া দ্বারকায় প্রবেশ করেন । এখানে “নিরাময়” শব্দে আধি ব্যাধি প্রভৃতি প্রাপঞ্চিক দোষস্পর্শ শূন্য এবং যথায় আর যে পুনশ্চ বিরহ হইবে, এইরূপ আশঙ্কাও নাই । ঐ স্থানেই গোলোক বুঝিতে হইবে । ঐ স্থানেই শ্রীগোপাল রাধানাথের নিত্য বিহারের নিজস্থান । নন্দাদিকে বৃন্দাবনরূপী গোলোকধাম দান করিয়াই যদুগণের সতিত সম্মিতি হইতে অপর এক প্রকাশ মূর্ত্তিতে দ্বারকায় গমন করেন । বৈকুণ্ঠ গমন, দ্বারকা গমন ও গোলোক গমনও যে কিরূপ অবস্থায় ও ভক্তের অধিকার ভেদে তাহা পুণে বর্ণিত হইয়াছে । অলং পিষ্ট-পেষণেন ।

আমি এই খানেই বিরাট শ্রীগোপালচম্পু গ্রন্থের ভূমিকা শেষ করিলাম । ভূমিকাটী বৃহৎ, একত্র সমগ্র কথার ধারণা করিবার সুবিধার্থে, তাহার একটা উপসংহার প্রদান করা গেল —

উপসংহার ।

১। শ্রীজীবগোত্রমিহাদ বালাজীবনেই শ্রীমন্নহাশ্রুত শক্তি লাভ ও মাতার নিকট পিতৃব্যাহারের বৈরাগ্য গুনিয়া নিজেও বৈরাগ্য বেশ ধারণ করেন, অসাধারণ পাণ্ডিত্যশ্রুতি তিনি বৈষ্ণব জগতে জাজ্ঞ্যমান । শ্রীগোপালচন্দ্র, ষট্‌সন্দর্ভ, সর্বসম্বাদিনী, সাধকমহোৎসব, হরিনামামৃত প্রভৃতি গ্রন্থরাশি তাহার উজ্জল দৃষ্টান্ত । বিবিধ রস, ভাব, ছন্দ, অলঙ্কার, দ্রুহ শব্দমালা, নানাবিধ সিদ্ধান্ত রত্ন, নানা প্রকারের রচনা নৈপুণ্য, দশমস্কন্ধের আদ্যন্ত লীলাসুসরণ, পুরলীলা স্বকীর পরকীর তত্ত্ব, ব্রজাগমন, গোলোক প্রবেশ ইত্যাদি অত্যাদরনীর তত্ত্বরাজিতে শ্রীগোপালচন্দ্র বৈষ্ণব জগতের শীর্ষস্থানীয় গ্রন্থ । রামরসারনাদি গ্রন্থ প্রণেতা ৮রঘুনন্দন প্রভুর ভ্রাতা ৮বীরচন্দ্র প্রভুও বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া দেশ বিখ্যাত ও শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর বংশের উজ্জল শশধর ও তদীয় কুপাসিদ্ধ গ্রন্থ প্রণয়নে সিদ্ধহস্ত । এই প্রভুপাদ ইহার শব্দার্থবোধিকা টীকা করিয়া দ্রুহ গ্রন্থকে সরল করিয়া দিয়াছেন ।

২। “কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ং” এই কৃষ্ণসন্দর্ভের মূল আদর্শ । লীলাবতার হইতে কৃষ্ণই শ্রেষ্ঠ । তাহার বৈদিক ও ভাগবতীয় প্রমাণ । ধাম, লীলা, প্রেমসী, প্রকট অপ্রকট অবস্থা, নরাকার পরব্রহ্মের তত্ত্বতঃ শ্রেষ্ঠতা । শ্রীকৃষ্ণই সর্বতত্ত্বের শিরোমণি, নন্দনন্দন শ্রীরাধানাথই সর্বতত্ত্বের ধনি । আত্মার অস্তিত্ব শক্তি ও শক্তিমানের পার্থক্য ভেদবাদ সিদ্ধান্ত । ত্রিপাদ বিভূতিই অপ্রাকৃত ভগবদ্ধাম, উপায়ের মধ্যে ভক্তি ও তাহার চরম সীমা ভগবৎপ্রেমসী সমূহে ।

৩। এই চন্দ্রুতে কুপীটবোনি, ডোরী, চোলী, গোটব, লকুটী, কুশাখী ইত্যাদি দ্রুহ শব্দবিস্তার । ব্যাকরণের পত্যায়ভেদে দৃষ্টান্তবাহুলা, বিরূপা-বলীর বিবিধ প্রভেদ, প্রধানতঃ ভাগবত ভিন্ন আরও ২৪২৫ খানা প্রামাণিক “ধর্মাদিক্য” প্রভৃতি গ্রন্থের প্রমাণ । গৌরী-রীতি সম্পন্ন হইলেও প্রসাদ ও বৈদর্ভী-রীতির বহুল কবিতা, সিদ্ধান্তপূর্ণ সরল কবিতা । সমাজ-নীতি ও সিদ্ধান্তপূর্ণ কবিতা, রঘুবংশ, উত্তররামচরিত ও শিশুপালবধাদি প্রাচীন কাব্যের ভাবানুগত কত কবিতা ।

৪। গোপবালকের স্বভাব, গোপদিগের সমস্ত গৃহস্থালী ও পরিবারবর্গ লইয়া স্থানান্তরে বৃহৎ গোষানে গমন, নোসেতুনির্মাণ, গোসেবা, পৃথক্ স্নানগৃহ: জীগণের অখারোহণ, চোরের চাতুরী, বৃদ্ধগণেরও গহনা ধারণ, বিভিন্ন জাতীয় স্ত্রীদের এক সঙ্গে কোতুকপূর্ণ ভোজন, মাতামহের সঙ্গে কোতুক, উৎসবাদি দর্শনে পর্দানশীন স্ত্রীলোকদের বসিবার ব্যবস্থা, গিল্লিদের গিল্লিপণা, জন্মোৎসবের আনন্দ ও কোতুক, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, শেখরাভ্রে গৃহিণীদের উত্থান, প্রদীপ জালিয়া গোময় লেপন, দধিমস্থন, পিতৃষমা ও মাতুল-কস্তুর সহিত বিবাহ, বিবাহে কথা স্থির (ভাষাবন্ধ), বংশকীর্ত্তন, দানান্তে কস্তুর প্রতি উপদেশ, বয়স্যদের উপহাস, গোদান, নামসাদৃশ্যে বদ্ধতা, হাতে হাত দিয়া সম্ভাষণ। এগুলি আচার ব্যবহারের প্রধান আলোচ্য।

৫। বৃন্দাবন বা গোলোকের লৌকিক প্রমাণ ৮ ক্রোশ, অলৌকিক প্রমাণ অচিন্ত্য, রাসমণ্ডলের দিঙ্নিরূপণ, কালিয়দহের কদম্বতরুর বৃত্তান্ত, ছটাকরা, চ দহিহা, আয়র্ ইত্যাদি স্থান, ব্রজ মথুরা বৃন্দাবনের সংস্থান, গোলোকের সংক্ষিপ্ত চিত্র ইত্যাদি স্থানপরিচয়ের আলোচ্য।

৬। দেবমীঢ় রাজার ঔরসে ক্ষত্রিয়ার গতে শূরবৎ পুত্র বসুদেব, অসবর্ণা বৈশ্যার গর্ভে পর্জন্ত, তৎপুত্র নন্দাদি, অক্রুর ও উদ্ধবের পরিচয়, বৃষভাসুর বৈশ্যাতীরতা। নলকুবর মণিগ্রীব পরজন্মে ষমলাজুন তাহারাই স্নিগ্ধকণ্ঠ ও মধুকণ্ঠ ইহার উত্তরসাগরের তীরবাসী। বিদেশী কথকের বার্ষিক ভোগ্য আহাৰ্য্য ও বাসদান। কথা শুনিবার স্থান ও সময়নির্ণয়।

৭। দীপাধিতার পর গুরুপ্রতিপদের প্রাতঃকালে গিরিরাজ গোবর্দ্ধন পূজা। ঋকতিথিই রাসতিথি। অগ্রহায়ণে বেণু-শিক্ষা। বাসন্তী রাস, কার্ত্তিকান্তে দামবন্ধন, শ্রাবণের প্রথমাঙ্গে বলদেব-জন্ম। জন্মোদশীতে মথুরাযাত্রা চতুর্দশীতে কংসবধ। বৈবস্বত মন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশ চতুর্ঘূর্ণ দ্বাপরাবসানে ভাদ্রকৃষ্ণাষ্টমীর অর্দ্ধরাত্রে কৃষ্ণজন্ম। তৎপরবৎসরে ভাদ্র শুক্লাষ্টমীতে মধ্যাহ্নে রাধার জন্ম। রাধা ১৬, কৃষ্ণ ১৭ বর্ষের (ইহাই উপাত্ত মূর্ত্তি)।

৮। ত্রিরাধার পাতিব্রত, যশোদা-কস্তা যোগমায়া মূর্ত্তি অষ্টভূজা, নন্দনন্দন ও বসুদেবনন্দন তত্ত্ব, ধামাস্তুর গমনে নিত্যবৃন্দাবন বাস, নন্দ-পূজা লইতে ইন্দ্রের যোগ্যতাভাব, ভক্তবাৎসল্যই নরদেহধারণের হেতু, রামপত্নী ও কৃষ্ণপত্নী,

গায়ত্রীত্রত ও দূরে বিদ্যালান্ত ব্রজবাসীর অলক্ষ্যে নিজপত্নী ও পরপত্নীতে লজ্জার প্রভেদ, ব্রজোপাসনাতেও গোপকৃষ্ণের উপবীত, ব্রজ এবং গোলোকেও পূর্বরাগ, প্রথম ব্রজবাস ১১ বৎসর, শ্রীকৃষ্ণ নিখিল রসের আধার; কৃষ্ণ ও বন্ধুগণের বিবাহ, বস্ত্রধরণে কুমারী ও উট্টার ভেদ । কৃষ্ণপত্নিদাতা “কাত্যায়নি মহামায়ে” মজ্জের দেবতা পূর্ণ অন্তরঙ্গা যোগমায়া যিনি কৃষ্ণভগিনী একানংশা ; বাহিরকা মায়া নহেন । উপনন্দের আদেশে পুরলীলা, কৃষ্ণের সহিত প্রথমে রাধাদির বিবাহ না হওয়ার হেতু গর্গমুক্তি । রাসান্তে কাচিংকরাক্কুং ; ইত্যাকার বিভিন্ন প্রেমসীর নাম ব্যাখ্যা । মায়া যোগমায়ায় ভেদ ইত্যাদি ১৩টী সিদ্ধান্ত ক্ষুদ্রাকারে সিদ্ধান্তসম্পর্কে উক্ত আছে ।

৯ । শ্রীকৃষ্ণের লীলায় প্রবিষ্টচেতা শুকদেবের বাহু স্মৃতি সময়ে সময়ে লোপ পাইয়া লীলাবর্ণনে ক্রমভঙ্গ হইত । একজ্ঞ ভাগবতোক্ত ক্রম ছাড়িয়া ভোষণীর ক্রমই ইতিহাস প্রসিদ্ধ । শ্রীকৃষ্ণ পুরলীলাস্তে মথুরায় দস্তবক্রবধের পর ব্রজে আগমন করেন । ইহা ভাগবতে আভাবে বর্ণন আছে, তাহার ভটী প্রমাণ প্রদর্শন কৃষ্ণবিনাশার্থে দস্তবক্র করুণ দেশ হইতে ইন্দ্রপ্রস্থে না গিয়া মথুরায় আসেন, কারণ কৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে দ্বারকা যাত্রা করিয়া, তথায় না গিয়া দ্বারকার নিকটে, শাশ্বতধামে মথুরায় আসিবেন, এ কথা নারদমুখে দস্তবক্র অবগত হইলেন । কৃষ্ণও তাহা দিব্যচক্ষে জানিতে পারিয়া মনোজবী রথে সূদূর দ্বারকাপ্রান্ত হইতে স্বরায় মথুরার পরপারে আসিয়া দস্তবক্রবধান্তে ঐ স্থানে ব্রজবাসীর সহিত মিলিত হন । ব্রজবাসীরা কুরুক্ষেত্র হইতে আসিয়া কৃষ্ণহীন ব্রজে না গিয়া ঐ স্থানেই অবস্থিত ছিলেন । এই সময়ে মথুরা জনশূন্য কারণ সকলকেই কৃষ্ণ ইতঃপূর্বে যোগবলে দ্বারকায় লইয়া গিয়াছিলেন ।

১০ । ইহার পর লীলার মৰ্ম্মানভিজ্ঞ লোকদিগের প্রত্যয় জন্মাইতে শ্রীরাধা প্রভৃতির পাতিব্রতধর্ম, তাঁহাদের প্রতিজ্ঞাপত্নী ও দুর্কাসার অগ্নিপরীক্ষার স্থির করিয়া বিবাহ করেন । আশ্বীয়াগণ সকলেই পুণ্যবিবাহকে ভ্রম বলিয়া আসিয়াছেন । বিবাহান্তে মিলন ও স্বকীয়া হইলেও পরকীয়া-মূলত লজ্জা-দির অনুসরণ ।

১১ । নিজের পক্ষে ২৫বাস ব্রজবাসীর পক্ষে বহুদিন ব্রজে প্রকট, তৎপরে গোলোক-প্রবেশ অর্থাৎ অপ্রকট নিত্য লীলাতে প্রবেশ । প্রকট ও অপ্রকট-

ভাবে বৃন্দাবন ও গোলোক এক । তথাপি গোলোক প্রবেশের হেতু প্রদর্শন ভক্তের অধিকারের ভেদ, ভিন্ন ভিন্ন ভক্ত দেখিলেন সকলকে লইয়া দ্বারকা, বৈকুণ্ঠ বা গোলোক গেলেন । ব্রজবাসীরা দেখিলেন, আমরা সেই ব্রজে আছি, কিন্তু কেহ কেহ আশ্চর্য্যানুভব করিলেন । সাধারণে দেখুন যে, নিষ্কপট ব্রজবাসী ভক্ত কৃষ্ণ ভজিয়া সদগতি পাইল । ইহাই প্রবেশের অবান্তর হেতু । পাছে কংস আবার হরণ করেন এইরূপ নন্দাদির উপদেশই প্রচ্ছন্ন অর্থাৎ অপ্রকটভাবে গোলোকে বাস করিবার পক্ষে মূল হেতু । নন্দনন্দন শ্রীরাধানাথ চিরকাল ব্রজে থাকিলেন, ব্রজার প্রার্থনায় সনাগত বাসুদেব (ক্ষীরোদশায়ী) ভগবান্ নন্দনন্দন হইতে পৃথক্ হইয়া প্রভাণে মুখল-লীলা করিয়া প্রস্থান করিলেন ।

১২ । প্রকট ও অপ্রকট অবস্থাই স্বকীয়া পরকীয়ার সিদ্ধান্ত । প্রপঞ্চা-
করণ প্রকট ও স্বীয়ভাবে থাকাই অপ্রকট অর্থাৎ প্রপঞ্চাতীত ত্রিপাদবিভূতিই ভগবদ্ধাম । তাহা প্রপঞ্চ বিশ্ব হইতে অতি বিরাট । কর্ম্মাধীন হইয়া পরকীয়া নহে, কিন্তু স্বেচ্ছাময় হরির পারমৈশ্বর্য্য বশতই পরকীয়া শরীর মাত্রই বাহাদের শেষ কর্ম্মফল এমত চরমশরীরী সিদ্ধ ভক্ত প্রেমচক্ষে ঐ নিত্যলীলা দেখিতে পারেন । পরকীয়া যে মায়িক তাহার ২ ভাগ শ্রীরাধানির প্রতি অভিমুখ্য প্রভৃতি অপর পতির নিজ পত্নীবোধ, ইহা বহিরঙ্গমায়ার কার্য্য, গোপীগত ঐ পর-
পত্নী বোধ যোগমায়ার কল্পিত । কৃষ্ণই গোপীদের জন্মে জন্মে পতি, ইহার বহু প্রমাণ । কৃষ্ণপতিলাভার্থে যে কাত্যায়নীর পূজা উহা একানংশা কৃষ্ণভগিনী, বহিরঙ্গা মায়ী নহেন । পরম্পরের মনে ছল'ভতা জ্ঞানই পরকীয়ার মূল উদ্দেশ্য । ঐ অবস্থায় কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য থাকিলেও তাহার প্রতীত্যভাব যদি প্রেমবশত নিবন্ধন হয়, তাহা মোক্ষজনক, উহা অজ্ঞান পুরুষ হইলেই বন্ধের হেতু হয় । জন্ম ও অমরবধাদি প্রপঞ্চ লীলার কার্য্য । গোষ্ঠলীলা গমনাগমন স্বেচ্ছাবিহার ইত্যাদি নিত্য লীলার কার্য্য, তাহা প্রকট অপ্রকটে সমান । বোপদেবের পরকীয়া গোপীতে অশ্রম ব্যাখ্যা লোক দৃষ্টি মূলক, বস্তুতঃ নহে । ভাগবতীয় ১১।১২।১২ পদ্যে “অদঃ ইদম্” এই পদদ্বারা প্রকট ও অপ্রকট ব্যাখ্যা । কৃষ্ণকামনায় জারজ বোধই নরাকৃতি পরব্রহ্মাভের হেতু এজন্ত গোপী আশঙ্কা কৃষ্ণের স্বরূপবেত্তা আর কেহই নাই । প্রপঞ্চ জগতে প্রকটলীলা অর্থাৎ পরকীয়াভাবে ভজন করিয়া সিদ্ধিলাভ স্বকীয়াতে হইবে । নির্বিশেষ পরম্পর ব্যাখ্যা ঐ পদ্যে সম্ভব নহে,

মুর্শিদকুলীখাঁর দরবারে পরকীরার জয় ও কর্ণানলের লিখিত “স্বকীরার অন্তরে
পরকীরার” ইহার মর্মোদঘাটন । একটি ব্রজে স্বকীরার নহে সত্য ও নিত্য
স্বকীরাতেও লীলামধুরীর পারিপাট্যের জন্ত পরকীরার ভাব সুলভ লজ্জা
সকোচাদি ভাব অমুসরণীয় ইত্যাদি ।

কাশীধামর রাজধানীর
প্রাচীন গ্রন্থ প্রকাশ কার্যালয় ।
রাজাগঞ্জ । পোঃ খাগড়া ।
১৩২০।৪৪। আশ্বিন । রাত্রি ৯।০টা..

শ্রীরাধানাথপদাজে ভক্তিভূমিদেহতু কী
শ্রীশ্রীব্রজরমাপদ দান্তাভিলাষী
ভক্তিহীন, শ্রীরামবিহারিসাধ্যাতীর্থ
সম্পাদক ও অনুবাদক ।

শ্রীশ্রীনাথঃ

শরণং ।

গোপালচম্পূঃ ।

পূর্বচম্পূঃ ।



প্রথমং পুরণং ।

মঙ্গলাচরণং ।

শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণচৈতন্য সসনাতনরূপক ।

গোপাল-রঘুনাথাপ্ত-ব্রজবল্লভ পাহি মাং ॥ ১ ॥

নমঃ শ্রীকৃষ্ণায় ।

বৃন্দাবনে বিহরতোর্বিবিধৈর্বিনোদৈঃ, শ্রীদাসমিত্রগুরুবৃন্দমুদং বিধাজোঃ ।

বৃন্দাসমং ললিতয়া চ বিশাখয়া চ, সংসেবামুর্স্তিযুগয়োচ্চরণে প্রপদ্যো । ১ ॥

ভগবন্তং শ্রীলগোরং তথা শ্রীলগুরুদ্বয়ং ।

ভজ্যে যতঃ স্বেষ্টসিদ্ধিবিঘ্ননাশনপূর্বকং । ২ ॥

শ্রীরাধামাধবপ্রেমভক্তিগীষুববর্ষিণী ।

গোপালচম্পূর্নাম্নয়েং জীয়াদভূতচক্রমাঃ । ৩ ॥

যেয়ং চম্পূষ্ময়ী নৃপাং সেব্য্য চেক্ষীল্লিরৈঃ সদা ।

সর্বার্থদা ভবৈল্লৈবং সা স্তাৎ সর্বার্থনাশিনী । ৪ ॥

হে শ্রীকৃষ্ণ ! হে কৃষ্ণচৈতন্য ! সসনাতনসহিত রূপ ! হে গোপাল !
হে রঘুনাথ ! হে আপ্তব্রজবল্লভ ! আমাদের রক্ষা করুন ॥ ১ ॥

অথ মঙ্গলাচরণব্যাখ্যা ॥

তদেতদন্তর্মহসা সহসা বিলিখ্য তদিদমুল্লিখ্যতে । কিমিদং
মদিষ্টদেবস্ত মদ্বিষ্টদয়শিষ্টতন্তুসমুদায়স্ত বা ক্রমতঃ স্মরণ-
মাবিভূতং, কিংবা কেবলগদিষ্টদেবস্ত, কিংবা তদ্বিশিষ্টস্ত ।

রাধামাধব-সন্তুজ্জীবং জীবগতীহিতং ।

ষড়্দর্শনমতাজীবং জীবোহং তং সদা ভজে । ৫ ॥

অথ দুর্গমশার্থচম্পুঃ মর্থপ্রতীতয়ে ।

সভ্যবুলপ্রমোদায় চেহ যত্নো বিধীয়তে । ৬ ॥

গোপালচম্পুঃ অথ পূর্বভাগ-দুর্গহশকার্থ-সজ্জিগ্নব্যাখ্যাং ।

শ্রীবীরচন্দ্রঃ কুরুতে প্রযত্নান্নিধায় চিত্তেতু সরাধমাধবং । ৭ ॥

অজ্ঞানান্দিগন্তৈকল্যাণিধামি যদসঙ্গতং ।

সাধবঃ কৃপয়া পূর্ণান্তুচ্ছোধয়ন্ত তান্মমঃ ॥ ৮ ॥

অণেহ স্বপ্রমাণভূতে সর্বশাস্ত্রবেদিনা ভ্রমাদিষড়্দোষরাহিত্যেন মহাপুরুষতাং গতেন তেন
লিখিতে তন্তুপ্রামাণ্যায়মরাদিকোষাদিঃ প্রায়ো নোথাপ্যতে, কেবলং শকার্থে লিখিযতে । যদি
কেষাঞ্চিদপি তত্র তত্রাশঙ্কা স্তান্তদামরকোষ-মেদিনী-শকাবুধিপ্রভৃতি-কোষা নিরীক্ষণীয়ান্তেনৈবা-
নিরাস্তত্বেতি ॥

পূর্বচম্পুঃ ত্রয়প্রিংশংপূরণং সমুদীরিতং ।

তত্রাদিপূরণে প্রোক্তং শ্রীগোলোকনিরুপণং ॥

অথ তত্রাদৌ গ্রন্থকৃৎসলমাচরতি শ্রীকৃষ্ণত্যাগি । এতদ্ব্যাখ্যানন্ত গ্রন্থকৃতা স্বয়মেব বিহিতং ॥

শ্রীকৃষ্ণেতি পদ্যস্ত অর্থভেদং তন্ত্বেণ দর্শয়তি তদেতদিত্যাদিগদ্যেন । অন্তর্মহসা অন্তরানলেন ।
মদবিষ্টদয়শিষ্টতন্তুসমুদায়স্ত—ময়া অশিষ্টা দয়া যেযাং তাদৃশাঃ শিষ্টাশ্চ তন্তুজ্ঞানন্তেযাং সমুদায়স্ত ।
বাশকল্কার্থঃ । তদ্বিশিষ্টস্ত মদিষ্টেত্যাদিলক্ষণসমুদায়বিশিষ্টস্ত ।

গ্রন্থকর্তা শ্রীজীবগোন্ধামীর গ্রন্থারম্ভ-কালে নিজ মনে একরূপ তেজ বা
মহানন্দ উপস্থিত হওয়ায় সহসা মঙ্গলাচরণের পথটী লিখিয়া নিজেই তাহার অর্থের
উল্লেখ করিতেছেন—এই পথটীতে আমার ইষ্টদেবের এবং আমি যাহাদিগের দয়ার
অন্বেষণ করিয়া থাকি, সেই ইষ্টদেবের শিষ্ট ভক্তগণের, কিংবা কেবল মদীয়
ইষ্টদেবের, অথবা ভক্তগণসহিত ইষ্টদেবের স্মরণ ক্রমে ক্রমে আবিস্কৃত হইল ?
এখানে ইষ্টদেব শব্দে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে বুঝিতে হইবে ।

আং আং তন্ত্রতন্ত্রয়মপি স্বতন্ত্রতয়াবিভূতং * ।

তত্র প্রথমং তাবৎ প্রথমতঃ প্রথয়ামি—

অত্র শ্রীপদগন্যদন্যদপি কথঞ্চিদনুষ্ঠুপ্ছন্দঃ-পরচ্ছন্দতয়া
পূর্বত্রে চ পরপরত্রে চ যত্রে যত্র ন দত্তং তত্র চ সঙ্কাতব্যঃ ॥ ২ ॥

যথা—হে শ্রীকৃষ্ণ নাম্নাতিথ্য সর্বমুদ্বৃত্ত্য । হে শ্রীকৃষ্ণ-
চৈতন্য সর্ববিশ্বদকীৰ্ত্তন্য । হে মহিতশ্রীসনাতনসহিত শ্রীরূপ-
নাগধেয় সম্মুদ্বৃত্ত্যাধেয় । হে শ্রীগোপালভট্টাখ্য প্রবুদ্ধভট্টা-
রকতাসমুদ্বৃত্ত্য । হে শ্রীরঘুনাথদাস নামধামতয়াতিপ্রসিদ্ধ পরম-

আং আং ইতি স্মরণে । অন্যদপি শ্লোকগ্রাধিতাং পৃথগপি । পরচ্ছন্দতয়া অনুষ্টুপ্ছন্দো-
বধীনতয়া ॥ ২ ॥

তত্রতঃশ্রীপদস্য সর্বত্রাভীষ্টে সম্বন্ধঃ দর্শয়তি যথেষ্টাদিনা ।

“আং আং অর্থাৎ স্মরণ হইল, স্মরণ হইল” পৃথগীতে অনেকের উদ্দেশে একবাক্য-
দ্বারা তিনটী অর্থই স্বতন্ত্ররূপে আবির্ভূত হইয়াছে, অর্থাৎ প্রথমপক্ষে ইষ্টদেব ও
ইষ্টদেবভক্ত । দ্বিতীয়পক্ষে কেবল ইষ্টদেব । তৃতীয়পক্ষে ভক্তসহিত ইষ্টদেব ।

তন্মধ্যে প্রথমই প্রথমার্থ (ইষ্টদেব ও ইষ্টদেবভক্তের পক্ষ) প্রকাশ করা যাই-
তেছে—মঙ্গলাচরণের পৃথগী অনুষ্টুপ্ ছন্দের অধীন, এজ্ঞ আমাকেও ঐ ছন্দের
অধীন হইতে হইয়াছে, সুতরাং পূর্বে ও পরে যে যে স্থলে “শ্রী”পদের প্রয়োগ
করা হয় নাই, সেই সেই ও অজ্ঞা স্থলে “শ্রী”পদের প্রয়োগ করিতে হইবে,
অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, শ্রীসনাতনরূপক, শ্রীগোপাল ইত্যাদি ॥ ২ ॥

যথা—হে শ্রীকৃষ্ণ ! আপনি কেবল নামদ্বারাই অতিথ্যগণের সর্বশ্রেষ্ঠ । হে
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ! আপনি সর্বস্বথ প্রদ ব্যক্তিগণের কীর্ত্তনযোগ্য অথবা সর্বমঙ্গলময়
শ্রীভগবন্নামকীর্ত্তনের একমাত্র জনক । হে পূজ্যাত্ম শ্রীসনাতনসহিত শ্রীরূপ !
হে শ্রীগোপালভট্ট ! আপনারা পূজ্যতাগুণে সমৃদ্ধিসম্পন্ন ও মদীয়মস্তকাধেয় ।
হে শ্রীরঘুনাথদাস ! আপনি নাম ও ধামে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ও পরমভক্তিভরে

আবির্ভূতমিত্যত্র লভ্যতে ইতি পাঠান্তরং ।

ভক্তিভরাবিক্ত । হে তেষামাপুত্রজতাসিদ্ধবর্গন-সৎকর্ণগর্ভাভরণ
শ্রীভৃগুর্ভাদিসংজ্ঞাধিকরণ । হে শ্রীবল্লভ প্রাগ্ভবীয়দুর্লভস্বকৃত-
সম্বীয়মান মদীয়শরণ পিতৃচরণ । কিংবা । হে শ্রীরঘুনাথ-
স্মাপ্তান্ ব্রজত্যানুব্রজতীতি তন্তয়া সর্ববল্লভ শ্রীবল্লভ ! মাং
পাহি নিজচরণচ্ছায়য়া মৎপ্রতিপালকতামায়াহি ॥

অথ দ্বিতীয়মপি প্রতীয়মানং নির্ণায়মি—

শ্রীকৃষ্ণেতি । শ্রীরত্র রাধা, এষা হি শ্রীপ্রধানতয়া সাধয়িম্য-
মাণতয়াং নিরাবাধা । তদনন্তরকৃষ্ণশব্দশ্চাত্র শব্দব্রহ্মগূঢ়-
পরব্রহ্ম-নন্দনন্দন-বাচকতয়াং রূঢ়ঃ, তেন হে শ্রীরাধাথ্যস্বরূপ-
শক্তিযুক্ত কৃষ্ণেত্যর্থশ্চ নির্বূঢ়ঃ ।

পরমভক্তিভরাবিক্তেত্যত্র আবিক্তত্বং যুক্তত্বং । সম্বীয়মানেতি সংযুজ্যমানেনার্থঃ । শ্রীরঘুনাথস্ম
শ্রীরামচন্দ্রস্ত । প্রতীয়মানং প্রতীতিবিষয়ং করোমীত্যর্থঃ । নিরাবাধা বাধাশূন্যা । নির্বূঢ়ো নিম্পন্নঃ ।

সংযুক্ত । হে শ্রীভৃগুর্ভাদিসংজ্ঞাপ্রয় অর্থাৎ শ্রীভৃগুর্ভগোশ্বামিন্ 'ও লোকনাথ !
যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণাদির আপ্তগণ বলিয়া প্রসিদ্ধভাবে বর্ণিত, তাদৃশ সজ্জনগণ
আপনাকে কর্ণকূহরের আভরণরূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন, অর্থাৎ আপনার নাম
শ্রবণ করেন । হে পিতৃপাদ শ্রীবল্লভ ! আমার জন্মান্তরীয় দুর্লভ পুণ্যফলে
আপনাকে একমাত্র আশ্রয়স্বরূপে লাভ করিয়াছি ! কিংবা রঘুনাথের যে সকল
আপ্তগণ, আপনি তাঁহাদের অঙ্গগমনশীল ও সর্ববল্লভ, আমাকে রক্ষা করুন বা
নিজচরণের ছায়াদানে রক্ষাকর্তা হউন ।

অনন্তর দ্বিতীয়পক্ষ অর্থাৎ কেবল ইষ্টদেবের স্বরণকে জ্ঞানগোচর করিতে-
ছেন—“শ্রীকৃষ্ণ !” এস্থলে “শ্রী” শব্দে রাধা, কারণ এই শ্রীরাধাকে শ্রী অর্থাৎ
লক্ষ্মীগণের প্রধান বলিয়া সাধনা করা যাইবে, তদ্বিশেষে কোন বাধা হইবে না ।
তদনন্তর এই স্থানে কৃষ্ণশব্দও শব্দব্রহ্ম-বেদবিষয়ে গূঢ় পরমব্রহ্ম যে নন্দনন্দন
তাঁহারই বাচক বলিয়া প্রসিদ্ধ, সেই কারণে “রাধানামক স্বরূপশক্তিযুক্ত কৃষ্ণ !”
এই অর্থই শ্রীপদসম্বিত কৃষ্ণপদে নিম্পন্ন হইতেছে ।

কৃষেতি—

কৃষিভূবাচকঃ শব্দো গণচ নির্বৃতিবাচকঃ ।

তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে ॥

ইতি প্রমাণস্তাতচরঃ কৃষ্ণশব্দস্তত্র যোগপুরস্কৃতরুচিভিত্তয়া
তৎপরঃ । ভুরিতি—ভাবকিবস্তুতাকরঃ, সচায়াং ভাবশব্দবদ্-

ভাবকিবস্তুতাকরঃ ভাবকিবস্তুতা আকরঃ কারণঃ যন্ত যদা ভাবকিবস্তুতা ক্রিয়ত ইতি

কৃষ্ণশব্দের ব্যুৎপত্তি যথা—কৃষি বা কৃষ্ ধাতু ভূবাচক, গপ্রত্যয় আনন্দ-
বাচক । এই উভয়ের ঐক্যই পরমব্রহ্ম এবং সেই জ্ঞানই তাঁহাকে (কৃষ্ × গ)
“কৃষ্ণ” এই শব্দে উল্লেখ করা যায় । এইরূপ প্রমাণদ্বারা পূর্বের “কৃষ্ণ” শব্দ
বিদিত হইয়াছে, কিন্তু এখানে “কৃষ্ণ” শব্দ * যোগরূঢ় বলিয়া বিখ্যাত ও

* ধ্বনিশব্দে নাদব্রহ্ম । ঐ নাদ প্রথমতঃ সূলাধার হইতে উৎপন্ন হইয়া পরা নাম প্রাপ্ত
হয়, পরে ক্রমশঃ হৃদয়গত ও পশ্চাৎ নামে বুদ্ধিযুক্ত হইয়া মধ্যমা নামে এবং কণ্ঠগত হইয়া
বৈখরী নামে অভিহিত হয় । রোদনপ্রবৃত্ত বালকের নাসামধ্যস্থিত স্রুমা নাড়ীদ্বারা বন্ধ
হইয়া ঐ নাদ অনুভূত হয় । এইরূপে পবনপ্রেরিত হইয়া বর্ণসমুদয় শব্দাকারে সাধারণের
প্রত্যক্ষ বিষয় হইয়া থাকে ।

ঐ শব্দ প্রথমতঃ দ্বিবিধ । বর্ণাস্তক ও ধ্বন্যাস্তক । কৃষ্ণ, বৃক্ষ ইত্যাদি বর্ণাস্তক ।
পটং বনং খাঁ টুং খন্ ইত্যাদি ধ্বন্যাস্তক । বর্ণাস্তক শব্দ আবার ত্রিবিধ । রূঢ়, যোগরূঢ়,
যৌগিক । যাহা ব্যুৎপত্তির অপেক্ষা করে না স্বতই একটা অর্থ প্রকাশ করে তাহা রূঢ়,
যেমন কুশল, মগুপ ইত্যাদি । যাহা ব্যুৎপত্তিরও অপেক্ষা করে এবং স্বতঃসিদ্ধতাও অপেক্ষা
করে তাহা যোগরূঢ় যেমন পঙ্কজ, মনসিজ ইত্যাদি । যাহা কেবল ব্যুৎপত্তিকেই অপেক্ষা করে
তাহা যৌগিক, যেমন পাচক পাঠক ইত্যাদি । পুরুষক্ষে নিপুণ ও গৃহ অর্থ, কিন্তু কুশচ্ছেদন-
কর্তা ও মগুপানকর্তা নহে । দ্বিতীয়পক্ষে পদ্য অর্থ, তাহা পদ্যে জন্মে সত্য, কিন্তু শৈবালাদিকে
বুঝায় না । তৃতীয়পক্ষে যে পাক করে সেই পাচক, যে পাঠ করে সেই পাঠক অল্প ব্যক্তিকে এ
শব্দে বুঝাইবে না । কুশলাদি শব্দ প্রসিদ্ধার্থ বলিয়া রূঢ় । পঙ্কজাদি পদ্যে জন্মে এই অংশে
যোগ (প্রকৃতিপ্রত্যয়ের সম্বন্ধ), অপর বস্তু বুঝায় না, এই অংশে রূঢ় স্বতরাং যৌগিক । পাঠ-
জ্ঞানই পাঠক অল্প কারণে নহে বা অল্প জ্ঞানও নহে, স্বতরাং এস্থলে কেবল প্রকৃতিপ্রত্যয়ের
যোগজনিত অর্থই প্রতীত হওয়ার যৌগিক হইল ।

ধাত্বর্থমাত্রতাধরঃ, ধাত্বর্থশ্চাত্মাকর্ষণং, তদেব স্মৃটমাপ্তমনসা-
মাকর্ষণং, ততশ্চ ভিন্নপদার্থতয়াবগতয়োদ'য়িতয়োরিব তয়ো-
রৈক্যং যোগ এবৈতি তদযুক্ত আনন্দঃ সর্বাকর্ষকানন্দ ইত্যর্থ
এবানন্দঃ । পরং ব্রহ্মৈতি-নরাকৃতি পরং ব্রহ্মৈতি হি প্রসিদ্ধিঃ ।
যোগপুরস্কৃত-রূঢ়তোগূঢ়তয়াপি শ্রীনন্দনন্দনগেব বক্তি তচ্ছবদ-
শক্তিরিতি ব্যক্তিসিদ্ধিঃ, তদেতদভিধীয়তে চাভিধীয়ত ইতি,

দয়িতমোরিতি । দয়িতা চ দয়িতশ্চ তয়োরৈক্যং যথাযোগ এবোচ্যতে তৎসেত্বার্থঃ । যোগ
এবৈতি । ভবতেরর্থঃ সর্বধাত্বার্থানুগত ইতি জ্ঞায়াৎ কর্ণাশ্রয়ো য় আনন্দ ইতি ।

তচ্ছবদশক্তিঃ কৃষ্ণশব্দশক্তিঃ । ব্যক্তিসিদ্ধিঃ কৃষ্ণব্যক্তিসিদ্ধিঃ * বিশেষার্থপ্রাকটাসিদ্ধিঃ

নন্দনন্দনবাচক বলিয়া প্রসিদ্ধ । “কৃষ্ণশব্দ ভূবাচক” এই স্থানে ভূপদটী
ভূধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে কিপ্ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন । অতএব “ভূ” শব্দ “ভাব”
শব্দের মত কেবল ধাতুর অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে । ধাতুর অর্থও এস্থলে
কেবল আকর্ষণ, ঐ আকর্ষণশব্দ প্রকাশভাবে আপ্তজনের জ্ঞায় বিশ্বস্তচেতা
ব্যক্তিগণের চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া থাকে । তৎপর—স্বী ও পুরুষ যেমন ভিন্ন
পদার্থরূপে অবগত হয়, সেইরূপ “আকর্ষণ ও আনন্দ ভিন্ন পদার্থ বলিয়া বিখ্যাত ।
এই উভয়ের ঐক্য বা যোগ ঘটিয়া থাকে । ঐ ঐক্যযুক্ত আনন্দই সর্বাকর্ষক
আনন্দ । ফলিতার্থ এই যে—শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা পৃথক্ রূপে আপাততঃ প্রতীত
হইলেও এক পদার্থ । যেমন শক্তিমান্ ও শক্তি । শ্রীরাধা আনন্দ বা হ্লাদিনী
শক্তি, শ্রীকৃষ্ণ আকর্ষক উভয়ে দুই হইলেও এক । এই ঐক্য-যোগ নিত্যসিদ্ধ,
লীলার জগ্ পৃথক্ ভাবমাত্র । এই অর্থটী উৎকৃষ্ট । পরব্রহ্মশব্দের অর্থ
নরাকৃতি পরমব্রহ্ম বলিয়াই প্রসিদ্ধ । যোগরূঢ়তারূপে সংসৃষ্ট বলিয়া তৎ-শব্দের
শক্তিধারা কেবল “শ্রীনন্দনন্দন” এই ব্যক্তি বা মূর্ত্তিই সিদ্ধ হয় । অথবা ব্যক্তি

প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণশব্দ যোগরূঢ় অর্থাৎ পুরুষের মত । সর্বচিন্তাকর্ষী আনন্দময় এই অংশে
যোগ । পরম ব্রহ্ম বা নন্দনন্দনবাচী এই অংশে

* ব্যক্তিঃ ব্যঞ্জন শক্তিঃ । ইতি টীকাস্তরং ।

তস্মাদেব তদীয়স্বভাববিশেষভাবনার্থমেব পুনরুক্তিরিয়ং যুক্তিং
যুনক্তি । (ক)

চৈতন্যেতি—হে সর্বপ্রকাশক সঙ্গততয়া সর্বপ্রায়স্বরূপ
তদ্রূপতা চ বিপশ্চিস্তিরবগতা । “সচ্চিদানন্দরূপায় কৃষ্ণায়-
ক্লিষ্টকল্পণে” ইতি তাপনীয়নান্দীনিশমনাং, “ত্বয়োব নিত্য-
সুখবোধতনাবনন্তে” ইতি শ্রীভাগবতীয়ব্রহ্মস্তুবনিগমনাচ্চ । (খ)

সসনাতনরূপকেতি—হে সনাতনেন সদাতনেন স্বস্বরূপ-
মনুভবস্তুরপি স্থনিক্রুপণস্বরূপেণ রূপেণ সহ বর্তমান তেন

জাতিতে শেষ ইতি কশ্চিৎ । তদেব নরাকৃতি পরং একৈব কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে ইতি । স্থনিক্রুপণ-
স্বরূপেণ স্থত্বনিক্রুপণেনৈব স্বরূপেণ । তেনেতি তাদৃশরূপেণ স্বভক্ত্যা বিভক্তানাং খ্যাতানাং চিত্তং ।

অর্থাৎ বাঞ্ছনা শক্তিতেই “শ্রীনন্দনন্দন” এই অর্থ সিদ্ধ হইয়া থাকে । এইরূপে
বিশেষার্থের প্রকটনও সিদ্ধ হইয়াছে বুঝিতে হইবে । এই অর্থই “কৃষ্ণ ইত্যভি-
ধীয়তে” এই বাক্যে প্রকাশ পাইতেছে । অতএব তদীয় স্বভাববিশেষের চিন্তা-
জগ্ৰহই “কৃষ্ণ কৃষ্ণ” এইরূপ পুনরুক্তি যুক্তিসঙ্গত হইতেছে (ক) ।

চৈতন্যশব্দের ব্যুৎপত্তি যথা—হে চৈতন্য ! অর্থাৎ হে সর্বপ্রকাশক ! আপনি
সংস্বরূপে সকলের আশ্রয়স্বরূপ । আপনার সেই সংস্বরূপ পণ্ডিতেরাই অবগত ।
অপিচ গোপালতাপনীগ্ৰন্থের নান্দী অর্থাৎ মঙ্গলাচরণপাঠেও শ্রুত হইতেছে যে,
“কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দরূপী এবং তাঁহার কার্গ্য অক্লিষ্ট অর্থাৎ অবিঘ্না, অস্মিতা, রাগ,
বেষ ও অভিনিবেশনামক পঞ্চক্লেশযুক্ত নহে ।” শ্রীমদ্ভাগবতীয় ব্রহ্মস্তুতিতেও
অবগত হওয়া যায় যে, “আপনি নিত্যসুখ এবং জ্ঞানরূপশরীরধারী ও অনন্ত (খ) ।

সসনাতনরূপক, এই শব্দের ব্যুৎপত্তি যথা—যেসকল সনকাদি ঋষি আপনার
স্বরূপ অনুভব করিয়া থাকেন এবং তাঁহারাও আপনার যে সুন্দর রূপ নিক্রুপণ
করিয়াছেন আপনি সেই সনাতন ও সুন্দররূপধারী । ইহাই সধোদনপদের
অর্থ এবং এই কারণেই আপনি নিত্যভক্তিদ্বারা বিখ্যাত ব্যক্তিগণের চিত্তকে
নিজাঙ্গুগত করিয়া থাকেন ।

স্বভক্তিবিহিত-চিত্তমনুবর্তমান । গোপালরঘুনাথাপ্তব্রজবল্লভেতি—
 গোপালেষু যে রঘবো লঘবো * যে চ নাথ মুখ্য ইতি বিখ্যাত-
 গাথাস্তৈরাপ্তস্য ব্রজস্য বল্লবতল্লজব্রজস্য বল্লভ । কিংবা গোপা-
 লানাং লঘুরিচ্চঃ স চ নাথশ্চ যন্তস্য সম্বোধনং । ত্রিষ্মিচ্চৈহ্নে
 লঘুরিতি নানার্থবর্গলক্ষণবোধনং । আপ্তব্রজবল্লভেতি—আপ্ত-
 ব্রজানাং স্বজনসমূহানাং বল্লভ পরেষামলভ্যসংপ্রভ । (গ)

অথ তৃতীয়মপি সম্ভূতীকরবাণি—

হে শ্রীকৃষ্ণেতি—শ্রীরত্র চ পরমপ্রেয়সীষু শ্রেয়সী রাধা,
 ততস্তদযুক্ততয়া মধুরলীলায়ামসঙ্কীর্ণ হে কৃষ্ণচৈতন্যাখ্য ভক্তাব-
 তার তাদাত্ম্যাপন্নতয়াবতীর্ণ । হে সনাতনরূপাভ্যাং পরমানুরক্ত-

বল্লবতল্লজব্রজস্য প্রশস্তবল্লবসমূহস্য । অসঙ্কীর্ণ সাবকাশ ॥ ৩ ॥

গোপালরঘুনাথাপ্তব্রজবল্লভ এই পদের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ যথা—গোপাল-
 দিগের মধ্যে যাহারা লঘু এবং প্রধান অথবা বিখ্যাতকীর্তিসম্পন্ন তাঁহারা যে
 ব্রজকে লাভ করিয়াছেন, আপনি সেই ব্রজবাসীগোপগণের শ্রেষ্ঠ । ইহা সম্বোধন
 পদের অর্থ । পক্ষান্তরে যিনি গোপগণের ইষ্ট, কনিষ্ঠ অথচ নাথ তাঁহারও সম্বোধন
 বলা যাইতে পারে । লঘুশব্দ ইষ্ট ও অল্পার্থে ত্রিলিঙ্গ ইহা অমরকোষের নানার্থ-
 বর্গ হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায় । আপ্তব্রজবল্লভ অর্থাৎ আপনি স্বজনবর্গের প্রিয়,
 আপনার প্রভা মনোহারিণী ও অপরের অলভ্য । ইহাও ঐ সম্বোধন পদের
 অর্থ । (গ)

একণে তৃতীয় পক্ষ অর্থাৎ ভক্তসহিত ইষ্টদেবপক্ষের আরম্ভ করা যাইতেছে—
 হে শ্রীকৃষ্ণ ! এই স্থলে শ্রীশব্দ পরমপ্রেয়সীগণের মধ্যে শ্রেয়স্করী যে শ্রীরাধা সেই
 অর্থেই ব্যবহৃত । তিনি রাধিকায়ুক্ত বলিয়া কেবল মধুররসের আশ্বাদনকারী ।
 হে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ! আপনি ভক্তাবতার বলিয়া তদাত্ম্য অর্থাৎ ভক্তস্বরূপে

* “রলগৌরৈকং” অর্থাৎ র ও ল স্থলবিশেষে এক বলিয়া গণ্য হয় । এই নিয়মে রঘুশব্দে
 লঘু অর্থও হইবে ।

স্বভক্তাভ্যাং * সহ বিদ্যমান । হে গোপালরঘুনাথ্যভ্যাং তত্ত-
নামভ্যামপি স্বভক্তাভ্যাংাপ্তঃ প্রাপ্তো যো ব্রজস্তু বল্লভতয়া
স সৰ্বদা বিদ্যমান । মাং পাহি মৎপালকতাং যাহীতি ॥ ৩ ॥

অথ গ্রন্থসূচনা ॥

তদেবং মঙ্গলং সংগমস্য কার্যং বিচার্যতে—

যশ্ময়া কৃষ্ণসন্দর্ভে সিদ্ধান্তামৃতমাচিৎ ।

তদেব রম্যতে কাব্যকৃতিপ্রজ্ঞারসজয়া ॥

যদর্থং মঙ্গলাচারঃ কৃত্ত্বদধনা কাব্যং বিচারয়িতুং প্রবর্ততে তদেবমিত্যাदिना । আচিৎ
সংগৃহীতং । কাব্যকৃতিপ্রজ্ঞারসজয়া কাব্যকৃতিনো যা প্রজ্ঞা বুদ্ধিঃ সৈব রসজ্ঞা জিহ্বা তয়া + ।

অবতীর্ণ অথবা ভক্তভাভিমানী হইয়া এই সংসারে অভিব্যক্ত । আপনি
পরমানন্দরক্ত ও অত্যন্তভক্ত সনাতন ও রূপের সহিত বিদ্যমান । গোপাল ও রঘুনাথ
এই দুইজন আপনার পরমভক্ত এবং এই দুইজন যে ব্রজধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন
আপনি সেই ব্রজের বল্লভরূপে সর্বত্র বিদ্যমান । হে প্রভো ! আপনি আমাকে
রক্ষা করুন অর্থাৎ রক্ষাকর্ত্ত্বকে বর্ত্তমান হউন ॥ ৩ ॥

অথ গ্রন্থ-সূচনা ।

এইরূপে মঙ্গলাচরণসমাপ্তির পর এক্ষণে কার্যের বিচার কর্তব্য, অর্থাৎ
যে জন্ম মঙ্গলাচরণ করা হইল সম্প্রতি সেই কার্যের বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া
যাইতেছে—

আমি কৃষ্ণসন্দর্ভে যে সিদ্ধান্তামৃত সংগ্রহ করিয়াছি, এই গ্রন্থের কাব্যনির্মাণ-
বুদ্ধিপূর্ণিণী জিহ্বাবারা সেই অমৃতেরই আশ্বাদ করিব । তাৎপর্য্য এই যে—
দার্শনিক গ্রন্থ ষট্‌সন্দর্ভের (নামান্তর ভাগবতসন্দর্ভের) মধ্যে চতুর্থ কৃষ্ণসন্দর্ভে
দর্শনশাস্ত্রের নিয়মে যে কৃষ্ণতত্ত্ব আলোচনা করা হইয়াছে, এই গোপালচম্পু গ্রন্থে
সেই কৃষ্ণতত্ত্বই কাব্যাকারে বর্ণন করিব ।

* স্বভক্ত-স্বয়ংকৃত স্বভক্তিতে পাঠান্তরং ।

† কাব্যকৃতি নো প্রজ্ঞা ইতি টীকান্তরং ।

সোহিং কান্যস্ত লক্ষ্যেণ মনো নির্মামি তাদৃশং ।

তন্মহাস্তো যদীক্ষেরংস্তদা হেন্নি চিতো মণিঃ ॥ ৪ ॥

পূর্বোত্তরতয়া চম্পূদ্বয়ী সেয়ং ত্রয়ী ত্রয়ী ।

পৃথক্ পৃথগ্ গ্রন্থতুল্যা যথেষ্টং সন্তিরীক্ষ্যতাং ॥ ৫ ॥

শ্রীগোপালগণানাং, গোপালানাং প্রমোদায় ।

ভনতু সমস্তাদেষা, নান্না গোপালচম্পূর্ষা ॥ ৬ ॥

লক্ষ্যেণ সিদ্ধান্তায়তেন । তাদৃশং রসজ্ঞাসদৃশং । তদ্বিত্তি সিদ্ধান্তায়তং ॥ ৪ ॥

তৎ সিদ্ধান্তায়তং চম্পূদ্বয়ীরূপেণ কলিতমিতাহ পূর্বোত্তরতয়েতি । তত্র পূর্বাতু গোলোক-
বালা-কৈশোর-লীলাময়ী, উত্তরা তু প্রথমবিলাস-দ্বিতীয়বিলাস-তৃতীয়বিলাসময়ী জ্ঞেয়া ॥ ৫ ॥

শ্রীগোপালগণানাং শ্রীগোপালঃ শ্রীকৃষ্ণস্তেন গণ্যন্তে যে তেষাং গোপালানাং শ্রীনন্দাদীনাম্ ॥ ৬ ॥

অপিচ সেই আমি সিদ্ধান্তায়তজ্বলে মনকেও সেইরূপ অর্থাৎ জিহ্বাতুলা
করিতেছি, সংকাবেোর কৃতী অর্থাৎ বিবেচক পণ্ডিতগণ যদি এই সিদ্ধান্তায়ত
দর্শন করেন, তাহা হইলেই উজ্জলমণি স্ববর্ণখচিত হইল, অর্থাৎ স্ববর্ণখচিত মণি
যেমন লোকলোচনকে আশ্চর্যান্বিত করিয়া থাকে, এই কাব্যও পণ্ডিতগণের
দৃষ্টিকে সেইরূপ করিতে সমর্থ হইবে ॥ ৪ ॥

এই সেই পূর্ব ও পরনির্দিষ্ট দুইখানি চম্পূ তিন তিন অবয়বে বিভক্ত হইয়া
পৃথক্ পৃথক্ গ্রন্থের তুলা হইয়া আছে । তন্মধ্যে পূর্বচম্পূতে গোলোকলীলা-
বালালীলা ও কৈশোরলীলা বর্ণিত আছে এবং উত্তরচম্পূতে প্রথমবিলাস, দ্বিতীয়-
বিলাস ও তৃতীয়বিলাস কথিত হইয়াছে, অর্থাৎ উভয়ভাগে তিন তিন করিয়া
ছয়টি খণ্ড আছে । এক্ষণে পণ্ডিতগণ যদৃচ্ছাক্রমে সেই ষটখণ্ডযুক্ত চম্পূ
নিরীক্ষণ করুন ॥ ৫ ॥

শ্রীগোপালগণ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ বাহাদিগের গান করিয়া থাকেন সেই সকল
শ্রীনন্দমহারাজ-প্রভৃতি গোপগণের সম্যক্ আনন্দবর্দ্ধনের জন্ত এই গোপালচম্পূ
বিদ্যমান হউক ॥ ৬ ॥

যদ্যপি চিরমন্তুর্দ্ধা, জাতা শ্রীগোকুলস্থানাং ।

তদপি মহাশ্রুতং তেষাং, ব্যুৎসন্নমুহঃ পুরঃ স্মুরনু জয়তি ॥৭

অথ গ্রন্থারম্ভঃ ॥

অস্তি কিল বৃন্দাবনাভিধেয়ং * ভাগধেয়মিব স্তু ভগং বনমবনী-
দেব্যাঃ । যদহো বনমপ্যবনায় কল্পতে সকললোকস্ম, প্রসঙ্গ-
মাত্রতঃ পবমানমপি তত্র ক্ষিপ্তপ্রতাপতঃ পবমানতামপ্যতি-

নহু গোপালানাং প্রমোদায়তুক্তং তেতু খন্ শ্রীকৃষ্ণেন সহ অন্তর্দানমাগতাঃ কথং তেষাং
প্রমোদস্তব্রাহ্ম যদ্যপীত্যাদি । মহাশ্রুতং শ্রীকৃষ্ণসনাতনাদিষু । অতন্তেষাং নিত্যতয়া বর্তমানত্বাৎ
প্রমোদো ভবত্যেব ॥ ৭ ॥

যত্র স শ্রীগোপালো বিহরতি তদ্ধামধরূপং নিরূপয়িতুং প্রকৃত্তে অস্তীত্যাদিনা । বনমপ্য-
বনায় অত্র বিরোধাত্মকঃ, প্রকৃত্তে তু রক্ষণায় । পবমানং পুতকারকং । তত্র পবমানহে । পুনঃ
পবমানং বায়ুং ।

বর্তপি শ্রীগোকুলবাসী ব্যক্তিগণ বহুকাল হইল শ্রীকৃষ্ণের সহিত অন্তর্হিত
হইয়াছেন, তথাপি শ্রীনিবদ প্রভৃতি গোকুলবাসী জনগণ শ্রীকৃষ্ণ ও সনাতন প্রভৃতি
ভক্তগণের সম্মুখে প্রকাশ পাইয়া জয়যুক্ত হইল । গোকুলবাসী গোপগণ তদ্ব্যয়-
সারে নিতাই বিগ্ৰহমান আছেন, স্তুরাং তাঁহাদের প্রমোদলাভ অবশ্যস্তাবী ॥ ৭ ॥

অথ গ্রন্থারম্ভ ।

যে স্থানে শ্রীগোপালদেব বিহার করিয়া থাকেন, এক্ষণে সেই ধামের স্বরূপ-
নিরূপণ করিবার জন্ত গ্রন্থকার উপক্রম করিতেছেন—

বৃন্দাবননামে এক চিরপ্রসিদ্ধ বন আছে । ঐ বন যেন ধরাদেবীর সর্বপ্রিয়
সৌভাগ্যস্বরূপ । ইহা বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় যে, ঐ বন সকললোকের “অবন”
(যাহা বন নহে তাহার জন্ত) অথবা “অবন” অর্থাৎ রক্ষার নিমিত্ত নির্মিত
হইয়াছে । ঐ বন প্রসঙ্গক্রমে পবিত্রতাকারক হইলেও ঐ পবিত্রীকরণবিষয়ে
সহরতানির্জন প্রতাপবশতঃ পবমান অর্থাৎ দ্রুতগামী প্রতাপে বায়ুধর্ম্মকেও

* বৃন্দাবনাভিধেয়মিত্যত্র বৃন্দাবননামধেয়ং, শিবকনমিত্যত্র নির্বাকনমপি পাঠঃ ।

ক্রামতি । পরমত্রিবিবর্গদানে নিরগলমপি সর্বদাপবর্গবর্গমপবর্জ-
য়তি, মুক্তিসম্বন্ধসম্বন্ধগন্ধমপি স্বগুণৈর্বন্ধনির্বন্ধনিবন্ধনং ভবতি ।
সদা সদাবলীশস্য * ভক্তিপ্রদমপি কদাপি ন দদাতি তদ্ভক্তিং ।
ব্রহ্মণাঅনি যদনঞ্চিতমপি মত্বা জন্ম বাঞ্ছিতং তেন তৎ পরমঞ্চিতং
মতমিতি নিজহিতমহিত মহিমারম্ভমুপলভয়তি † । তদেবং গহন-
চর্য্যাপর্য্যাকুলতয়া বিরোধালঙ্কারবদ্বিরুদ্ধায়মানমপ্যর্থমনুরুদ্ধ-

অপবর্জয়তি দদাতি । মুক্তিসম্বন্ধসম্বন্ধগন্ধমিতি । মুক্তিং সম্বন্ধে ইতি মুক্তিসম্বন্ধস্তথাভূতঃ
সম্বন্ধগন্ধো যন্ত সঃ । বন্ধনির্বন্ধনিবন্ধনং বন্ধে নির্বন্ধ আগ্রহঃ, প্রকৃতে তু বন্ধাভাবঃ, বন্ধশব্দস্য-
সন্ধিার্থঃ । তদ্ভক্তিং ভক্তিভঙ্গং । ব্রহ্মণা অনঞ্চিতমপি অঞ্চিতং মতমিতি বিরোধঃ । প্রকৃতে
তু অনঞ্চিতং অপ্রাপ্তং অঞ্চিতং পূজিতং । অঙ্ গতিপূজনয়োৰ্ধাতুঃ । আত্মনি বৃন্দাবনে ।

অতিক্রম করিয়া থাকেন । পরম ত্রিবিবর্গ যে ধর্ম্ম অর্থ কাম তাহার দানে নিরগল
অর্থাৎ বাধাশূণ্য হইলেও ঐ বৃন্দাবন সর্বদা অপবর্গসমূহ দান করিয়া থাকেন । বৃন্দা-
বনবাসির পক্ষে নির্বাণমুক্তি বিবন্ধ, বৃন্দাবনের লেশমাত্র সর্বন্ধে মুক্তির সন্ধান
হইলেও ঐ বৃন্দাবন স্বীয় গুণাশিদ্ধারা তাহাকে বন্ধন করিবার জন্ত আগ্রহ প্রকাশ
করিয়া স্বয়ং তদ্বিষয়ের কারণ হইয়া থাকেন, অথবা নির্বন্ধন অর্থাৎ অনাসক্ত
থাকেন । প্রকৃত প্রস্তাবে বন্ধনের আগ্রহে নির্বন্ধন অর্থাৎ বন্ধনের অভাব
দেখাইয়া থাকেন । এই বৃন্দাবন সর্বদা সজ্জনমাত্র ব্যক্তিগণের ভক্তিপ্রদ হইলেও
কদাপি ভক্তিভঙ্গ দান করেন না : ব্রহ্মা বৃন্দাবনে জগৎগ্রহণ করা “অনঞ্চিত”
অর্থাৎ অপ্রাপ্ত ভাবিয়াও যে বাঞ্ছা করিয়াছেন, সেইজন্ত বৃন্দাবন “পরমঞ্চিত”
অর্থাৎ অত্যন্তপূজিত বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন । এই কারণে বৃন্দাবন হিতকর
ও পূজনীয় স্বীয় মহিমার উপক্রম জানাইয়া থাকেন । অতএব এইরূপে গহনচর্য্য
অর্থাৎ হৃৎকোষস্বরূপে অবস্থিতিহেতু যেরূপ আকুলভাব ঘটিয়াছে তাহাতে বৃন্দাবন
বিরোধনামক ‡ অলঙ্কারের দ্বারা বিরুদ্ধ অর্থকেও অমুর্ভূতি করিয়া শেষে পরিণত

* সদাবলীশস্য সৎসমূহানামীশস্য ।

† মহিতেতি কচিরাতি ।

‡ জাতি, গুণ, ক্রিয়া, দ্রব্য এই কয়টির মধ্যে যদি পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের বিরোধ-প্রতীতি
হয় তাহাকে বিরোধ অলঙ্কার কহে । যাহা বন তাহা অবন হইতে পারে না এবং যাহা অঞ্চি

তয়া পর্যবেশনতঃ পরিণময়তি । তস্মিন্ কবী নামকবিতায়ামপি
কবিতা সম্ভাবিতা ভবিতা । তস্মিন্নেব চ পরমোদারসারতাব-
গম্যতে । তদ্বি তদ্বিততয়া মুহুরবতীর্ণশ্চ সর্বস্ত্যাপ্যানন্দনশ্চ
শ্রীমন্মন্দনন্দনশ্চ সর্বগানন্দপর্ব সর্বদা পর্বতি ॥ ৮ ॥

অস্তি চেহ শ্রীশুকস্ত্যপি স্মৃচমৎকারকারণং পদ্যং ।

বৃন্দাবনং গোবর্দ্ধনং যমুনাপুলিনানি চ ।

বীক্ষ্যাসৌভুতমা প্রীতীরামকেশবয়োৰূপৈতি * ॥ ৯ ॥

উপলভ্যতি জ্ঞাপয়তি । অনুবৃদ্ধতয়া ইষ্টতয়া । অকবিতায়াং কাব্যরহিতায়ামপি । পরমোদার-
সারতা উদারো মহান্ । তদ্বীতি পরমোদারসারত্বং । পর্বতি পুরয়তি ॥ ৮ ॥

নগদা বৃন্দাবনত্যা তাত্ত্বিকিং প্রমাণং তত্রাহ স্বস্তীত্যাदि । স্মরণং ॥ ৯ ॥

করিয়া থাকেন । সেই বৃন্দাবনে কবিদগের বাহা কবিতার বিষয় নহে তাহাতেও
কবিতার সম্ভাবনা হইবে । সেই বৃন্দাবনেই পরম মহত্ব এবং সারভাগ জ্ঞানা গিয়া
থাকে । নিশ্চয়ই বৃন্দাবনের হিতকররূপে বারবার অবতীর্ণ ও সকলেরই
খানন্দজনক শ্রীমান্ নন্দনন্দনের সমস্ত আনন্দোৎসবকে ঐ বৃন্দাবন সর্বদাই
পরিপূর্ণ করিয়া থাকেন ॥ ৮ ॥

এই বিষয়ে শ্রীশুকদেবেরও স্মৃচ মৎকারজনক কবিতা দেখা যায় । যথা—
শুকদেব কহিলেন, হে মহারাজ ! বৃন্দাবন, গোবর্দ্ধনগিরি এবং যমুনাপুলিন
দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম দুই ভ্রাতার সমধিক প্রীতি হইয়াছিল ॥ ৯ ॥

তাহা অনধিত হইতে পারে না, এই অংশে বিরোধের প্রতিতি । অবনশদে রক্ষা এবং অনধিত
শব্দে অপ্রাপ্ত । ইত্যাদি ভিন্নার্থদ্বারা ঐ বিরোধ খণ্ডিত হয় । এইরূপ সর্বত্রই বুঝিতে
হইবে । টীকাতে “বিরোধভাসঃ” পদ আছে, কিঞ্চিৎ কোন আদর্শ মূলে উহা নাই ।

* রামকেশবয়োঁরিত্যত্র রামমাধবয়োঁরিত্যপি পাঠঃ ।

দ্বারকা হইতে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম রথে আগমন করিলে পর অর্থাৎ দ্বারকালীলার পর
বৃন্দাবন, গোবর্দ্ধন ও যমুনাপুলিন দেখিয়া ভ্রাতাদের প্রীতিসংকার হয় । এই মীমাংসা উত্তরচন্দ্রপুটে
যথাস্থানে উক্ত আছে ॥ ৯ ॥

তত্র গোবর্দ্ধনস্ত পুরস্তাদেব প্রস্তুয়ন্তে—

যদেগোকুলেশ্বর ইতি প্রথিতিঃ * পুরাণে

কৃষ্ণস্ত তদ্রুচতি গোকুলগম্য ধাম ।

গোবাসতা চ কিল গোকুলতানিদানং

গোবর্দ্ধনস্তদ্বিহ সর্গনিধানমেব ॥ ১০ ॥

তত্র চায়ং বিশেষঃ—

ত্রিজগতি মানসগঙ্গা, গোবর্দ্ধনংপি বিভিন্দতীতি বিদিতা ।

অহমিহ মন্যে কৃষ্ণ-স্নেহজধারা তদন্তরং বিশতি ॥ ১১ ॥

কিঞ্চ—তস্মিন্ শ্রীহরিরাদয়োযুগলিতং যদ্ভাতি কুণ্ডরং

সংসঙ্গেন পরস্পরং পরিমলান্মন্যে তয়োস্তন্মিষং ।

তত্রাপি শ্রীকৃষ্ণবিহারস্থানানাং প্রাধান্যং লিখতি তত্রোক্তাদিনা ॥ ১০ ॥

তত্র গোবর্দ্ধনে বিশেষস্থানং লিখতি ত্রিজগতীতি ॥ ১১ ॥

তত্র চ রাধাশ্রামকুণ্ডয়োঃ স্বরূপং বর্ণয়তি তস্মিন্মিতি । পরিমলাদিতি । বিমর্দনং পরিমল

শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থানমধ্যে প্রথমেই গোবর্দ্ধনপর্বতের বিষয় কথিত হইতেছে—

যে গোকুলের ঈশ্বর বলিয়া যাহার পুরাণে খ্যাতি আছে, সেই গোকুলই শ্রীকৃষ্ণের বাসস্থান । গোগণ ঐ স্থানে বাস করেন বলিয়া গোকুলশব্দের অর্থ নির্বাচিত হইয়াছে অর্থাৎ গোগণ বাস করেন বলিয়াই গোকুল এই নাম বিখ্যাত । কিন্তু গোবর্দ্ধনপর্বত সকলবিষয়েরই আশ্রয়স্বরূপ ॥ ১০ ॥

তন্মধ্যে বিশেষ এই যে—মানসগঙ্গা গোবর্দ্ধনপর্বতকে ভেদ করিয়াছেন বলিয়াই ত্রিভুবনে বিদিত, কিন্তু আমি এস্থলে বিবেচনা করি যে, শ্রীকৃষ্ণের স্নেহ-জনিত ধারাই গোবর্দ্ধনমধ্যে মানস-গঙ্গারূপে প্রবেশ করিতেছেন ॥ ১১ ॥

অপিচ, সেই গোবর্দ্ধনপর্বতে শ্রীরাধাকৃষ্ণের যে সম্মিলিত কুণ্ডরং (শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্রামকুণ্ড) শোভা পাইতেছেন তাঁহাদের পরস্পর সঙ্গ ও পরস্পর পরিমলহেতু

* প্রথিতস্থলে প্রথিতঃ ইতি পাঠান্তরং ।

প্রেমাসীৎ প্রকটং যতঃ স্বসনকৈঃ কম্পাশ্বিতং জাড্যযুগ্-
ভক্তার্দ্ৰস্থিতিকুচ তদ্বনরসাকারং দরীদৃশ্যতে ॥ ১২ ॥

যমুনায়াঞ্চায়মতিশয়ঃ—

স্নানজাতমুকুতান্ন কেবলাৎ, স্ফূর্তিদা মুররিপোরবেঃ স্ততা ।
বীৰ্ণগাদপি যতো বিভর্তি সা, শ্যামধাম-বরমাধুরীধুরাৎ ॥ ১৩ ॥

তস্মাৎশোৎপ্রেক্ষন্তে—

স্বস্নিগ্ধবৃন্দবিষয়াপ্রিয়তামাহ্না
শ্বেদাংশ এব কিমু কৃষ্ণতনোবিসারী ।
বৃন্দস্য কৃষ্ণবিষয়াপ্রিয়তৈব কিংবা
তদ্ভাবভাবিতগতির্ভবতি স্ম কৃষ্ণা ॥ ১৪ ॥

ইত্যম্বঃ । তদ্বনরসাকারং তৎ প্রেম ঘনরসাকারং জলাকারং ॥ ১২ ॥

যমুনাঃ সৌভাগ্যমতিমহদিতি দর্শয়তি যমুনায়াং ত্যাদিনা । শ্যামধামেত্যত্র ধাম দ্বিট্ ॥ ১৩ ॥

তস্মাৎশোভাৎ কারণমুদ্ভাবয়তি তস্মাৎশোভাৎ । বৃন্দমোহ্যত্র তাৎপর্যাৎ সমাসগর্ভস্থ-স্বস্নিগ্ধপদং
যোজ্যং ॥ ১৪ ॥

এই বোধ হয় যে, কুণ্ডলয়ুগ্মে ত্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমই প্রকটিত হইয়াছে, কারণ ঐ
কুণ্ডলয়ুগ্ম বায়ুসমূহে কম্পিত, জড়তায়ুক্ত ও ভক্তসদৃশে আর্দ্ৰভাবের স্থিতিকারী
হওয়ায় ঘনরস অর্থাৎ জলরূপে সেই প্রেমই দৃষ্ট হইতেছে ॥ ১২ ॥

কিন্তু যমুনার ইহাই আতিশয়া যে, সূর্য্যানন্দিনী যমুনা কেবল মুরারির স্নানজনিত
পূণ্যফলেই যে মানবগণের আনন্দদায়িনী এরূপ নহেন, পরন্তু তাঁহার দর্শনেও ঐ
যমুনা ত্রীকৃষ্ণের শ্রামবণ দেহকান্তির উৎকৃষ্ট মাধুরীসার ধারণ করিতেছেন,
অর্থাৎ শ্রামরূপ দেখিয়াই যেন শ্রামপ্রভা ধারণ করিতেছেন ॥ ১৩ ॥

যমুনার এইরূপ হইবার কারণবিষয়ে পশ্চিৎগণ উৎপ্রেক্ষা করিয়া থাকেন—

ত্রীকৃষ্ণের যে সকল স্বজনগণ আছেন, এবং তাঁহাদের প্রতি ত্রীকৃষ্ণের যে
প্রীতিমহিমা আছে, সেই কারণেই কি ত্রীকৃষ্ণস্বরূপী হইতে প্রসারিত স্বর্ণকণ
যমুনাক্রমে নির্গত হইল ? কিংবা নিজস্ব স্বজনগণের যে ত্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেম

পুলিনানি চ তন্ত্ৰা মহাপ্ৰেমোল্লাসগাবিক্ষুব্ধান্তি ।

তথাহি—

অদ্যাপি যানি দিবুধানবলোকমাত্ৰাং

পুষ্পন্তি কৃষ্ণকুতরাসরসং দিভাব্য ।

তান্য়ত্র কিং * বররসায়ন দিব্যচূর্ণৈ-

রভ্যাসতঃ স্বপুলিনানি চিনোতি সৌরী ॥ ১৫ ॥

ভাণ্ডীরস্ত স নো মনো ব্যাকুলয়তি, তথাহি—

তস্যাঃ পুলিনানাং রম্যতাং বর্ণয়তি পুলিনানি চেতি । সৌরী যমুনা ॥ ১৫ ॥

আছে তাহার মহিমাদ্বারাই অর্থাৎ সেই ভাবনা করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণবিস্ময়ক মধুরস্বভাব উৎপন্ন হওয়ায় যমুনা কৃষ্ণা অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণা হইলেন ? ॥ ১৪ ॥

যমুনার পুলিনসমূহও মহাপ্ৰেমোল্লাস প্রকটিত করিতেছেন—

দেখ, যে পুলিনপ্রদেশ অত্ৰাপি শ্রীকৃষ্ণবিরচিত রাসলীলাকে বিশেষরূপে প্রকাশ করিয়া কেবল দর্শনদ্বারাই দেবগণকে রক্ষা করিয়া থাকেন, সূর্য্যাতনয়া যমুনাদেবী নিজনিবাসে সেই নিজ পুলিনপ্রদেশকে বালুকাচূর্ণরূপে এখানে বর্ধিত করিতেছে। অপিচ, ঐ বালুকাচূর্ণও সাধারণ নহে। লোকের মনকে অলৌকিক বা অস্বাভাবিক চূর্ণদ্বারা যেমন কোন বিষয়ে অনুরক্ত বা বগীভূত করা হয়, এই যমুনার বালুকাচূর্ণও কি সেইরূপ ভাবুক দর্শকের মনকে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে অনুরাগদগ্ধ করিয়া থাকে ? সুতরাং পুলিনবালুকা দিব্যচূর্ণের সমান ॥ ১৫ ॥

আর সেই ভাণ্ডীরবৃক্ষও আমাদিগের মনকে ব্যাকুল করিতেছে—

* চূর্ণৈঃ ইত্যত্র চূর্ণানি ইতি পাঠান্তরঃ ।

বর্তমান কালে যেমন শ্রেণীবিশেষের মধ্যে “খুলোপড়া”ও সন্ন্যাসিগণের “ভাইপড়া” প্রচলিত আছে, ৫ শত বৎসর পূর্বে শ্রীজীবগোপায়াও তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং উক্ত প্রথাটি নিতান্ত আধুনিক নহে।

ভাণ্ডীরস্য ক্ষুটমধিহরি প্রেম কিং বর্ণনীয়ং

সান্তর্দধানং স্থিতবতি হরৌ বাচমন্তর্দধে যঃ ।

যাস্তু স্বাংশেন চ বিষয়তামত্র গোবর্দ্ধনাদ্য।

লোকে স্নিগ্ধাঃ চরচয়িতুমিদং ন ক্ষমঃ স্মামিতীব ॥ ১৬ ॥

অহো প্রেমগাষ্ঠীৰ্য্যমশ্যুপশ্য বৃন্দাবনস্য । যতঃ—

কুত্র কুত্রচিদগস্য দন্ততঃ, স্তম্ভমেতি তদিদং হরৈর্বনং ।

প্রায়শ্চলদলস্য কম্পতামক্ষুরস্য পুলকানি সর্বতঃ ॥ ১৭ ॥

আবিব্রজতি চ তস্মিন্ ব্রজবাসিজনব্রজে ব্রজরাজতনুজে

ভাণ্ডীরবটস্য তু শ্রীকৃষ্ণে প্রেমধিক্যং বর্ণয়তি ভাণ্ডীরেতি । বিষয়তাং প্রাকট্যং ॥ ১৬ ॥

অধুনা বৃন্দাবনস্য ভাবং বর্ণয়তি অহো ইত্যাদিনা । অগস্য দন্ততঃ পর্কতচ্ছলাং । এতচ্চ উৎপ্রেক্ষাদোতকং । চলদলস্য অশ্বখস্য । দন্তত ইত্যস্যাত্র পরত্র চ সম্বন্ধঃ করণীয়ঃ । এবং সর্বত্র এতি-ক্রিয়াসম্বন্ধঃ ॥ ১৭ ॥

অধুনা ব্রজস্য মহিষং বর্ণয়িতুং প্রক্রমতে আবিব্রজত্যাাদিনা ।

দেখ, শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে ভাণ্ডীরের প্রেম প্রকাশে আর কি বর্ণন করিব, কারণ শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইয়া অবস্থান করিলে ভাণ্ডীর বৃক্ষ ভাবিলেন যে “এই জগতে গোবর্দ্ধন প্রভৃতি স্নিগ্ধ পদার্থসকল স্ব স্ব অংশে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের প্রত্যক্ষ হইয়া অবস্থিতি করুক, কিন্তু আমি তাঁহাদের মত স্বীয় অংশে অর্থাৎ প্রকটদেহ ধারণ করিয়া এই জগতে অবস্থান করিতে সমর্থ নহি” এইরূপ ভাবিয়াই যেন ভাণ্ডীর অন্তর্হিত হইয়াছেন ॥ ১৬ ॥

আহা ! এই বৃন্দাবনের প্রেমগাষ্ঠীর্গ অবলোকন কর । কারণ—

কোথাও স্থিরদল অর্থাৎ পর্কতের ছলে শ্রীকৃষ্ণের সেই বৃন্দাবন স্তম্ভিত হইতেছেন, কোথাও বা চলদল অর্থাৎ অশ্বখবৃক্ষের ছলে কম্পনস্বভাব প্রাপ্ত হইতেছেন, এবং কোথাও বা অক্ষুরের ছলে সর্বতোভাবে রোমাঞ্চসকল ধারণ করিতেছেন ॥ ১৭ ॥

একণে ব্রজ-মহিমা বর্ণিত হইতেছে—

সেই ব্রজরাজ-কুমার শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাসিজনগণের সহিত পরিবৃত হইয়া

কিং কিং বা তদ্ব্যঞ্জিজিষয়া নাবিব্রজতি । তচ্চ যুক্তমেবোৎ-
পশ্যামঃ । ব্রজপদং হি সর্বসমীচীনসমুহমুহয়তি ॥ ১৮ ॥

অস্তু চেহ শ্রীভাগবতীয়ং পদ্যং—

তত আরভ্য নন্দস্য ব্রজঃ সর্বসমুদ্ভিমান্ ।

হরেনিবাসাভ্রগুণৈরমাক্রীড়মভূম্পেতি ॥ ১৯ ॥

তেষামাবির্ভাবশ্চ পদ্মপুরাণসন্দর্ভানুসারেণ প্রতিকল্পমনস-
স্বথকল্পকসম্পদ্বদন্ত-দন্তবক্রবধান্তে সর্বতোহপ্যেকান্তে কান্তে
যত্র প্রবেশন্ত্য নির্দেশঃ প্রথয়িষ্যতে । তস্মাস্তবজন-মনঃ-কায়-

তদ্ব্যঞ্জিজিষয়া আবির্ভাব্যঙ্গনেচ্ছয়া ॥ ১৮ ॥

তত্র চ প্রমাণং দর্শয়তি অন্তীত্যাদিনা ॥ ১৯ ॥

তেষামিতি । তেষাং গোবর্দ্ধন-মানসগঙ্গা-রাধাকুণ্ড-শ্রামকুণ্ড-যমুনা-তংগুলিন-ভাণ্ডীরবট-বৃন্দাবন-
জ্ঞানাং । আবির্ভাবো ভূতলে প্রাকট্যাং । অনল্পমধিকং স্বখনমূহরূপং সম্পদ্বত্ৰ তদ্বদন্তং বাক্যং

আবির্ভূত হইলে তাঁহার আবির্ভাবকে স্মৃচনা করিতে ইচ্ছা করিয়া কোন্ কোন্
বস্ত্র না আবির্ভূত হইয়া থাকে ? বস্ত্রতঃ এ বিষয়টী আমরা উপযুক্ত গোধ করিয়া
দর্শন করিতেছি, কারণ ব্রজপদটী শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত সমীচীন বিষয়ের স্মৃচনা করিয়া
থাকে ॥ ১৮ ॥

এই বিষয়ে শ্রীভাগবতীয় (১০ । ৫ । ১৮) পত্রও বর্তমান আছে । শুকদেব
কহিলেন হে রাজন ! ঐ সময় হইতে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের জন্মকাল হইতে গোপরাজ
নন্দের ব্রজপুরী সমস্ত সমৃদ্ধিতে পারিপূর্ণ হইয়াছিল, অধিকন্তু ঐ পুরী ভগবান্ হরির
নিবাসস্থান হওয়াতে নিজগুণে মহালক্ষ্মী দেবীর বিহারভূমি হইয়া উঠিল ॥ ১৯ ॥

এই ব্রজের মধ্যে গোবর্দ্ধন, মানসগঙ্গা, রাধাকুণ্ড, শ্রামকুণ্ড, যমুনা, যমুনা-
গুলিন, ভাণ্ডীরবট, বৃন্দাবন এবং ব্রজ এই সকলের ভূতলে আবির্ভাব হইয়াছিল ।
পদ্মপুরাণোক্ত সন্দর্ভানুসারে প্রত্যেক কল্পেই এইরূপ ঘটয়া থাকে । অনল্প স্বথপূর্ণ
দন্তবক্র-বধান্তে সর্বশ্রেষ্ঠ মনোহর ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ প্রবেশ করিয়াছিলেন, ইহা নি

নিকায়স্পর্শবিরহিতাদ্বারাহাদি-সঙ্কীৰ্ত্তিতপ্রবরকীর্ত্তিকদম্ব-কদম্বা-
দিময়াং পাদ্মস্কান্দাদিগতাসঙ্কীর্ণবর্ণাকর্ণিত-তত্তৎসনাতনশীলতা-
রাম-সরাম-গোগোপগোপাললীলানিধানান্দ্বন্দ্বাবনশ্চৈব বৈভব-
বিশেষাদশেষঃ ভবতি । প্রকৃতিস্থিতিমতীতো হি যঃ ॥ ২০ ॥

বৃহদগৌতমীয়স্থ-শ্রীকৃষ্ণবচনেতু তত্তৎসঙ্কেপার্থ-

নিষ্কেপঃ প্রেক্ষাতে—

ইদং বৃন্দাবনং রম্যং মম ধামৈব কেবলং ।

অত্র যে পশবঃ পক্ষিমৃগাঃ কীটানরামরাঃ ।

যদ্যস চাসৌ দম্বকদম্বাভিযয়াং পাদ্মস্কান্দাদিগতেষু অসঙ্কীর্ণবর্ণেষু আকর্ণিতয়া তত্তৎসনাতনশীলতয়া
রামো রমণীয়ঃ রামগোগোপৈঃ সহিতশ্চ যোগোপালসুতস্ত লীলানিধানাং । বৈভববিশেষাং
প্রকাশবিশেষাং । য আবির্ভাবঃ প্রকৃতিস্থিতিং প্রকৃতিমধ্যাদামতীতঃ অতিক্রান্তবান্ ॥ ২০ ॥

উক্তেষু পাদ্মস্কান্দাদিপুৰাণমূলতাং প্রদৰ্শ্য আগমসম্মতিং দর্শয়তি বৃহদিত্যাদিনা । তত্তদ্বিত্তি

হইবে । উক্ত বৃন্দাবনের বৈভববিশেষ প্রকাশ পাইলে তথায় সংসারের সমস্ত
লোকের মন এবং শরীরসমূহের স্পর্শমাত্রও ঘটে না, বরাহ প্রভৃতি পুরাণে যাহার
প্রবর কীর্ত্তিরাশি কীর্ত্তিত হইয়াছে, সেই কদম্বাদি বৃক্ষে ঐ বৈভব পরিপূর্ণ । পদ্ম
ও স্কন্দাদি পুরাণগত যে সকল বিষয় স্পষ্টাক্ষরে ক্রত হইতেছে, সেই সেই নিত্য-
সিদ্ধ স্বভাববশতঃ যিনি রমণীয় এবং বলরাম, গো ও গোপগণ সহিত বিজ্ঞান, সেই
গোপালের লীলাস্থান বৃন্দাবনের ঐশ্বর্য্যাবিশেষ অসীম বলিয়া গণ্য এবং যে আবির্ভাব
প্রাকৃতিক নিয়মকেও অতিক্রম করিয়াছে ॥ ২০ ॥

বৃহদগৌতমীয় তন্ত্রস্থিত শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতে পদ্ম ও স্কন্দপুরাণাদি বাক্যের যে
সঙ্ক্ষিপ্ত অর্থ গ্রস্ত হইয়াছে, তাহা দেখান যাইতেছে যথা—এই বৃন্দাবন পরম রম-
ণীয় এবং ইহা কেবল আমারই আবাসস্থান । এই বৃন্দাবনে যে সকল পশু, পক্ষী,
মৃগ, কীট, মানব এবং অমরগণ বাস করেন তাঁহারা আমারই অধিষ্ঠানে বাস করেন

যে বসন্তি মমাধিষ্ঠে য়তা যাস্তি মমালয়ং ।

অত্র যা গোপকন্যাশ্চ নিবসন্তি মমালয়ে ।

যোগিন্দ্ৰস্তা ময়া নিত্যং মম সেবাপরায়ণাঃ ।

পঞ্চযোজনমেবাস্তি বনং মে দেহরূপকং ।

কালিন্দীয়ং স্নুমুন্নাখ্যা পরমামৃতবাহিনী ।

অত্র দেবাশ্চ ভূতানি বর্তন্তে সূক্ষ্মরূপতঃ ।

সর্বদেবময়শ্চাহং ন ত্যজামি বনং কচিৎ ।

আবির্ভাবস্তিরোভাবো ভবেন্মোহত্র যুগে যুগে ।

তেজোময়মিদং রম্যমদৃশ্যং চৰ্ম্মচক্ষুশেতি ॥ ২১ ॥

যং খলু বৈভববিশেষং সর্বসারেণ যথাস্থানং প্রকাশয়িষ্যমাণ-
ব্যাখ্যাবিশেষাবতारेण শ্রীমদ্ভাগবতানুসারেণ গোপানাং স্বং

পান্ধাদীনাম সঙ্ক্ৰপার্ৱস্ত নিক্ৰপঃ । মম অধিষ্ঠে অধিষ্ঠানে । যোগিন্দ্ৰঃ সংযোগিন্দ্ৰঃ । সূক্ষ্মরূপতঃ
অপ্রাকৃতরূপতঃ । তেজোময়ং শুদ্ধস্বরূপং ॥ ২১ ॥

এবং তাঁহাদের দেহান্ত হইলে তাঁহারা আমার আলয়ে গমন করেন । এই বৃন্দাবনে
যে সকল গোপকন্যা বাস করেন, তাঁহারা আমার সহিত সংযুক্ত হইয়া নিতাই
আমার সেবাপরায়ণা হইয়াছেন । এই বৃন্দাবন পঞ্চযোজন অর্থাৎ বিশতি
কোশ বিস্তীর্ণ এবং আমার দেহস্বরূপ । এই যমুনা স্নুমুন্না নামধারিণী এবং সর্ব-
দাই ইহাতে পরমামৃত প্রবাহিত হয় । এই স্থানে দেব ও জীবগণ অলৌকিক
বা অপ্রাকৃত দেহ ধারণ করিয়া বিজ্ঞমান আছেন । আমি সমস্তদেবতাস্বরূপ,
এজ্ঞ কখনও আমি এই বন ত্যাগ করি না । এই স্থানে প্রত্যেক যুগে আমার
আবির্ভাব ও তিরোভাব ঘটিয়া থাকে । এই রমণীয় বৃন্দাবন তেজোময় অর্থাৎ
শুদ্ধস্বরূপ সূত্রাং ইহা চৰ্ম্মচক্ষুর অপ্রচর ॥ ২১ ॥

বৃন্দাবনের বৈভববিশেষ সকল প্রকার সারভাগে পরিপূর্ণ । যথাস্থানে ইহার
বিশেষ ব্যাখ্যা প্রকাশভাবে অবতারণিত হইবে । শ্রীমদ্ভাগবতের মতানুসারে স্বয়ং

লোকং বরুণালয়াদাগতঃ করুণাবরুণালয়ঃ স্বয়ং ভগবানক্রুরায়
বৈকুণ্ঠবিশেষলক্ষণ-স্ববৈভবব্যঞ্জনয়া সুখপ্রদে ব্রহ্মহৃদে মজ্জনে
তস্মাদ্ভ্যুজ্জনে চ তজ্জনকৌতুকজননাদনন্তরং ছন্দস্তুয়মানৈ-
নাত্মনাবিত্রো বিচিত্রমাত্রৈব বৃন্দাবনে তদীয়নরলীলাবেশেন সাধা-
রণম্মন্ত্রেভ্যস্তেভ্যঃ সন্দর্শয়ামাস । যং প্রতি সম্প্রত্যপি প্রপদ্যমানা
বিদ্বাংসশ্চেতসাপি সাক্ষাদিব তল্লীলাঃ প্রতিপদ্যন্তে । যং পরি
হরিবংশে গোবিন্দাভিষেকসম্পাদংশে মহেন্দ্রঃ[১] শ্রীমদ্রাজেন্দ্র-
তনুজতনুবদ্যাপকতাং সত্যং প্রত্যায়য়ামাস । যং পুনর্বৃন্দা-
বনস্থ-সমস্তসমভ্যর্গগপি তত্তদ্বর্ণনানুসারেণ কোচং প্রকৃত্যাবরণতঃ

করুণাবরুণালয়ঃ কৃপাসাগরঃ । অক্রুরেণ তৃপ্তো বৈকুণ্ঠবিশেষাদিবৈভবো যত্র তস্মিন্ । আশ্র-
নেতি সহার্থে তৃতীয়া । তেভ্যো গোপেভ্যঃ । যং প্রতি বৈভববিশেষং প্রতি বিদ্বাংসো ভক্তি-
রসিকা বিদ্বাংস ইতি পরত্রাপি যোজ্যং । যমিতি যং লক্ষীকৃত্য । হরিবংশে ইতি । তথাচ ।

কৃপাসিন্ধু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, বরুণলোক হইতে গোপগণের স্বীয় লোকে অর্থাৎ বৃন্দা-
বনে আগমন করিয়া অক্রুরকে যেখানে বৈকুণ্ঠবিশেষরূপ নিজবৈভবের অনন্ত
ঐশ্বর্য্য দর্শন করাইয়াছিলেন স্ততরাং অক্রুরের সুখপ্রদ সেই ব্রহ্মহৃদে মজ্জন
ও উন্মজ্জন দ্বারা ব্রজবাসিন্ধুগণের কৌতুক উৎপন্ন হয় এবং তৎকালে তিনি
স্বয়ং রক্ষকরূপে আশ্চর্য্যভাবে ছন্দোদ্বারা সংস্কৃত হয়েন । এই বৃন্দাবনেই নর-
লীলার বেশ ধারণ করার যে সকল গোপ তাঁহাকে সাধারণ মানব বলিয়া বোধ
করিতেন, তাঁহাদিগকেও তিনি বিচিত্রভাবে বৃন্দাবন-বৈভব পরিদর্শন করাইয়া
ছিলেন । যে বৈভবের প্রতি ভক্তিরসবেত্তা পণ্ডিতগণ প্রপন্ন হইয়া তত্তৎ লীলা-
সকল এখনও মনে মনে প্রত্যক্ষরূপে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । সেই বৈভবকে লক্ষ্য
করিয়া হরিবংশগ্রন্থে উক্ত আছে যে—গোবিন্দাভিষেকের ঐশ্বর্য্য্যশে সুরপতি
ইন্দ্র শ্রীমান্ ব্রজরাজপুত্রের শরীরের মত সর্ব্ববাপকতা শক্তিকে যথার্থরূপে জ্ঞান-
গোচর করিয়াছিলেন, প্রাকৃতিক পদার্থসকলের নিকটবর্ত্তী হইলেও সেই সেই
পদার্থের বর্ণনানুসারে উহাকে প্রাকৃতিক আবরণ* হইতে ভিন্ন এবং পরমাকালের

* প্রাকৃতিক আবরণ বধা—জীবনীয়তা বিরাট পুরুষ, তাঁহার প্রথম আবরণ পৃথিবী বা

পারং পরমবিয়দূর্দ্ধং নির্বর্ণয়ন্তি । অতএব লীলানুরূপরূপতয়া
ভূমানম্ভূমানঞ্চ প্রপদ্যন্তে যদুময়ঃ । এষ এব শেষনির্দিশেষতয়া
ব্রহ্মসাক্ষাৎকারাকারতয়াচ ব্রহ্মসংহিতাদিসু বৃংহিতং বৃহন্তি-

স্বর্গাদূর্দ্ধং একলোকো ব্রহ্মবিগ্গণসেবিতঃ । তন্ত্রোপরি গবাং লোকঃ সাধ্যান্তং পালয়ন্তি হি ।
স হি সর্গগতঃ কৃষ্ণ মহাকাশগতো মহান্ । উপর্যুপরি তত্রাপি গতিত্ত্বং তপোময়ী । সতু
লোকস্থয়া কৃষ্ণ সৌদমানঃ কৃতাস্তনঃ । যুতো যুতিমতা বীর নিয়তোপত্ৰবান্ গবামিতি সঙ্কেপঃ ।
এতস্তার্থস্ত্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে দৃষ্টঃ । সত্যং যথাখ্যং । সমভ্যর্থং নিকটং । ভূমানং ব্যাপকং ।
শেষনির্দিশেষতয়া “ভবানেকঃ শিবাতে শেষসংজ্ঞঃ” ইতিবৎ প্রয়োগঃ । বৃংহিতমিতি ক্রিয়া-
বিশেষণং ।

উক্তস্থিত বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন । অতএব বৃন্দাবনে লীলার অনুরূপ রূপ
বর্তমান থাকায় উহার ভূমিসকল ব্যাপক এবং অব্যাপক দুই ভাবই প্রাপ্ত হইয়া
থাকেন । * অনন্ত হইতে এই বৈভবের কোন প্রভেদ না থাকায়, এবং ব্রহ্ম-
সাক্ষাৎকারের মত ঐ বৈভবের অবস্থা হওয়ায়, ব্রহ্মসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে মহাঅগণ

পদ । দ্বিতীয় আবরণ জল বা রস । তৃতীয় আবরণ অগ্নি বা রূপ । চতুর্থ আবরণ বায়ু বা স্পর্শ ।
পঞ্চম আবরণ আকাশ বা শব্দ । ষষ্ঠ আবরণ অহঙ্কার বা ক্রিয়াশক্তি । সপ্তম আবরণ মহৎ বা
বুদ্ধিতত্ত্ব । অষ্টম আবরণ ত্রিগুণায়িকা প্রকৃতি । এই আট আবরণের বাহিরে পরমাত্মা, তিনি
নিরাবরণ । (শ্রীমদ্ভাগবত ২ । ২ । ২২ । ২৩ এবং ২ । ১ । ২৫ তথা ৩ । ২৬ । ৪৭ । ৪৯ এবং
২ । ১০ । ৬৩ এই সকল স্থানে বিস্তৃত ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) ।

* শ্রীকৃষ্ণের ধাম, লীলা ও লীলোপকরণ সমস্তই তাঁহার স্বরূপ, সুতরাং অচিন্ত্যপ্রভাব
সম্পন্ন, ইহা গোপামিপাদদিগের মীমাংসিত সিদ্ধান্ত । যথা—

“শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুংসবঃ কল্পতরবো-দ্ভ্রমা ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী তোরমমৃতং”
“দিদানলং জ্যোতিঃ” ইত্যাদি ব্রহ্মসংহিতাবাক্যে, এবং “অবিচিন্ত্যপ্রভাবঃ ধামশ্চ সময়শ্চ ।
কৃষ্ণলীলানুসারেণ লীলাখ্যা শক্তিরেব সা । তেষাং পরিকরণাঞ্চ তং তং ভাবং বিভাষয়েৎ”
ইত্যাদি ভাগবতায়ত্নের বাক্যদ্বারা উক্ত সিদ্ধান্ত দৃঢ়ীকৃতই আছে । একান্ত শ্রীবৃন্দাবনের
প্রকৃতিতাদি অবস্থা শ্রীকৃষ্ণের সমান ।

বর্ণয়ামাসে। তত্র চ প্রকটাপ্রকটপ্রকাশময়স্য বৃন্দাবনস্য
বহুবিশেষসংস্থানতয়া বহুবিশেষাশ্রুততয়া প্রকটপ্রকাশময়বৈভব-
বিশেষ এব সম্প্রতি বর্ণনীয়ঃ সচ গোবিন্দপ্রধান এবৈতি স্ববিব-
ক্ষিতহিতা ব্রহ্মসংহিতানুসংহিতা ক্রিয়তে, তদ্বচনানি তু বোধ-
ক্রমায় ক্রমগতক্রম্যানুক্রম্যন্তে ॥ ২২ ॥

যথা—ভজে শ্বেতদ্বীপং তগহমিহ গোলোক ইতি যং

বিদন্তস্তে সন্তঃ স্মৃতিপিরলচারাঃ কতিপয়ে।

ব্রহ্মসংহিতানুসংহিতা ব্রহ্মসংহিতায়াং সম্বন্ধাঃ শ্লোকাঃ ॥ ২২ ॥

তানি ব্রহ্মসংহিতাবাক্যানি লিখতি যথেষ্টাদিন।

ইহাকে মহং বলিয়াই কীর্তন করিয়াছেন। তন্মধ্যে এই বৃন্দাবনের * প্রকট,
অপ্রকট ও প্রকাশময় নানাবিধ সংস্থান আছে, এজন্ত নানাবিধ শাস্ত্রে যে বৃন্দা-
বনের কথা শ্রুত হইয়া থাকে সম্প্রতি সেই বৃন্দাবনের অপ্রকট ও প্রকাশময় বৈভব-
বিশেষই বর্ণিত হইতেছে। সেই অপ্রকট ও প্রকাশময় বৈভববিশেষের মধ্যে
গোকুলই প্রধান। ঐ বৃন্দাবনের বৈভববিশেষদ্বারা যাহা বলিতে অভিপ্রায় করা
হইয়াছে এবং যাহা হিতকর সেই ব্রহ্মসংহিতাগ্রন্থোক্ত শ্লোকাবলী এখানে উল্লিখিত
হইতেছে। কিন্তু উক্ত গ্রন্থের শ্লোকাবলী বোধপ্রণালীর সুবিধার জন্ত ক্রমান্বয়ে
অতিক্রম করিয়া অর্থাৎ ক্রমভঙ্গভাবেই বিবৃত হইবে ॥ ২১ ॥

যথা, বিখ্যাত পণ্ডিতগণ এই জগতে যাহাকে গোলোক বলিয়া থাকেন, সরো-
বরহ পদ্মের মস্ত অঙ্গসম্পর্বিহীন সেই শ্বেতদ্বীপকে আমি ভজনা করি। বস্তুতঃ একরূপ
গোলোকতত্ত্ব পণ্ডিতের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প এবং ভূতলে বিরলপ্রচার। যে

* যাহা প্রপঞ্চের (বাহু জগতের) অগোচর তাহাই প্রকট, এই অবস্থাতে গোকুল, মথুরা
ও দ্বারকাদিতে গমনাগমন হইয়া থাকে। (১)

যাহা প্রপঞ্চের অগোচর কিন্তু গোলোকাখ্য বৃন্দাবনে গোচর বা অবস্থিত তাহাই অপ্রকট। (২)

একরূপে, একমুর্তিতে এবং একই সময়ে একপ্রকারে যে অনেকস্থানে প্রপঞ্চের গোচরতা

ত্রিঃ কাস্তাঃ কাস্তাঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবো
 ত্রম্না ভূমিশ্চিস্তামণিগণময়ী তৌয়মমৃতং ॥
 কথা গানং নাট্যং গমনমপি বংশী প্রিয়সখী
 চিদানন্দং জ্যোতিঃ পরমপি তদাস্বাদ্যমপি চ ।
 স যত্র ক্ষীরাক্ষিঃ সরতি সুরভীভ্যশ্চ স্মহা-
 মিমেষাৰ্দ্ধাখ্যোহপি ব্রজতি নহি যত্রোপি সময়ঃ ॥

ক্ষীরাক্ষিঃ সরতিতি তদীয়বংশীধ্বন্যাধ্যাবেশাদিতি ভাবঃ ।

গোলোকে কাস্তাগণ লক্ষ্মী ও ব্রজসুন্দরীস্বরূপা, কাস্ত পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ, বৃক্ষশ্রেণীই
 কল্পতরু, তত্রত্য ভূমি চিস্তামণি রত্নরাশিতে পরিপূর্ণ এবং তথায় সুস্বাদু অমৃতই
 পানীয় জল। তথায় পরস্পরের কথাই সঙ্গীত, গমনকার্য্যই নাট্যক্রিয়া, সর্বত্র
 শ্রীকৃষ্ণের সুখাবস্থান ব্যঞ্জিকা বংশীই প্রিয়সখী, অধিক কি চন্দ্রসুৰ্য্যাদি জ্যোতির্ষয়
 পদার্থও চিদানন্দরূপে প্রকাশমান, কেবল তাহাই নহে, এই জ্যোতির্ষয় পরমবস্তু
 তত্রত্য লোকদিগের সৰ্ব্বদাই উপভোগ্য অর্থাৎ এইস্থানে চন্দ্র সূর্য্য একসঙ্গে উদ্ভিত
 হইলেন, এবং পূর্ণচন্দ্র সৰ্ব্বদাই বর্তমান থাকেন, এই ধাম তমের পর বা তমোগুণ-
 দ্বারা অসংস্পৃষ্ট। যথায় বংশীধ্বনির আবেশে নানাবিধ সুরভি (ধেতু) হইতে
 অতিবিশাল ক্ষীরসমুদ্র নিঃসৃত হইয়া থাকে, যথায় ভগবদাবেশবশতঃ অর্দ্ধনিমেষ
 সময়ও বিদিত হয় না, তাৎপর্য্য এই যে, গোলোকবাসী জনগণ মায়াজনিত করাল
 কালবিক্রম জানিতে পারেন না ।

তাহাই প্রকাশ। এই প্রকাশ ভিন্ন নহে কিন্তু সৰ্ব্বাংশেই তাঁহার স্বরূপ। যেমন দ্বারকাতে
 ঘোড়শসহস্র অষ্ট মহিষের গৃহে একদা একমুর্ত্তিতে ও একরূপে সকলের পাণিগ্রহণ ।(৩)

গোলোকপ্রসঙ্গে প্রপঞ্চের অগোচরীভূত যে অপ্রকটপ্রকাশবস্থা তাহাই বর্ণিত হইতেছে।
 ইহা শ্রীকৃষ্ণ এবং তদীয় লীলার সমস্ত উপকরণাদিতেও বৃষ্টিতে হইবে। ঘটসম্পর্কের চতুর্ধ
 কৃষ্ণসম্পর্কে ধামতত্ত্বের প্রসঙ্গে এ সব কথা মীমাংসিত আছে ।

কিঞ্চ । ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ ইতু্যপক্রম্যাহ—
 সহস্রপত্রং কমলং গোকুলাখ্যং মহৎ পদং ।
 তৎকর্ণিকারং তদ্ধাম তদনন্তাংশসম্ভবং ।
 তৎকিঙ্কলসুদংশানাং তৎপত্রাণি শ্রিয়ামপি ।
 চতুরস্রং তৎপরিতঃ শ্বেতদ্বীপাখ্যমদ্ভুতং ।

গোকুলাখ্যং গোপাবাসমিত্যর্থঃ । মহৎ পদং—মহৎ সর্কোৎকৃষ্টং পদং,

মহতঃ শ্রীকৃষ্ণাখ্যস্ত মহাভগবতো বা পদং মহাবৈকুণ্ঠরূপমিত্যর্থঃ । তদনন্তাংশসম্ভবং—তস্ত
 স্বরূপমাহ তদिति । তস্তানন্তস্ত বলদেবত্যাংশেন জ্যোতির্বিভাগবিশেষণ সম্ভবঃ সদাবিভাবো
 যন্ত তৎ । তথা তদ্বৈকুণ্ঠতদপি বোধ্যতে, অনন্তোহংশো যন্ত বলদেবত্যাপি সম্ভবো নিবাসো যত্র
 তদिति তত্রত্যটীকা । তৎকিঙ্কলসুদংশানাং—কিঙ্কলঃ শিখরাবলিবলিতপ্রাচীরপঙ্ক্তয় ইত্যর্থঃ ।
 তত্তু তদংশানাং তস্মিন্নংশা দায়া বিদ্যন্তে যেষাং তেষাং পরমপ্রেমভাজাং সজ্জাতীয়ানাং ধামে-
 ত্যর্থঃ । তৎপত্রাণি অতএব তস্ত কমলস্ত পত্রাণি, শ্রিয়াং তৎপ্রেয়সীরূপাণাং শ্রীরাধাদীনাম্
 উপবনরূপাণি ধামানীত্যর্থঃ । চতুরস্রমিতি । অথ গোকুলস্তাবরণস্তাহ চতুরস্রমিতি চতুর্ভিঃ ।

অপিচ, “ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ” এই স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া বলিতেছেন
 যথা—গোপদিগের এবং মহাভগবান্ স্বয়ঃ শ্রীকৃষ্ণের আবাসস্বরূপ উক্ত সর্কোৎকৃষ্ট
 স্থানটী গোকুলনামে অথবা মহাবৈকুণ্ঠনামে বিখ্যাত । ঐ স্থান পদ্মপুষ্পের
 জায়, এবং শ্রীকৃষ্ণই ঐ পদ্মের কর্ণিকার, উহা নন্দযশোদা প্রভৃতির সহিত বাস
 করিবার জন্ত শ্রীকৃষ্ণের মহৎ অন্তঃপুররূপে শোভা পাইয়া থাকেন । অনন্ত
 বলরামের জ্যোতির্ময় বিশিষ্ট বিভাগের দ্বারা ঐ পদ্মের আবির্ভাব হইয়া থাকে
 এবং বলরাম ঐ স্থানে সর্বদা বাস করিয়া থাকেন । শ্রীকৃষ্ণের উপরি যাহাদিগের
 অংশ বা দায়াধিকার আছে, সেই সকল পরমপ্রেমভাজন সজ্জাতীয় ব্যক্তিগণ
 উহার কেশর এবং ঐ কেশরই তাঁহাদের ধামস্বরূপ । অতএব ঐ পদ্মের পত্রসকল
 তাঁহার পরমপ্রেয়সী শ্রীরাধাদি গোপসুন্দরীগণের উপবনস্বরূপ অথবা বিহার-
 স্থান । এই কারণে পদ্মের কেশর ও পত্রগুলিকেও শ্রীকৃষ্ণের অংশ বলিয়া
 জানিতে হইবে । উল্লিখিত গোকুলের বাহিরে চারিদিকের আবরণস্বরূপ চতু-
 কোণাক্ষক শ্বেতদ্বীপ নামে এক অদ্ভুত স্থান আছে, উহার চারিটী কোণ বাসুদেব,

চতুরশ্ৰং চতুৰ্ভুজৈশ্চতুৰ্দ্ধাম চতুঃকৃতং ।
 চতুৰ্ভিঃ পুরুষার্থৈশ্চ চতুৰ্ভিহেতুভিব্ৰতং ।
 শূলৈর্দশভিরানন্ধমূৰ্দ্ধাধো দিগ্দিগ্দিগ্ চ
 অষ্টভিনিধিভিজুষ্টিগম্ভিঃ সিদ্ধিভিস্তথা ।
 মনুৰূপৈশ্চ দশভির্দিক্পালৈঃ পরিতো ব্রতং ।
 শ্যামৈর্গৌরৈশ্চ রক্তৈশ্চ শুক্লৈশ্চ পার্শ্বদর্ঘভৈঃ
 শোভিতং শক্তিভিস্তাভিরম্ভুতাভিঃ সমন্ততঃ ॥

তন্ত গোকুলন্ত বহিঃ সর্বতশ্চতুরশ্ৰং চতুর্কোণায়কং স্থলমেব যেতদ্বীপাখ্যং । তদেতদ্বপলক্ষণং
 গোকুলাখ্যেত্যর্থঃ । তচ্চতুরশ্ৰং । চতুৰ্ভুজৈশ্চতুৰ্দ্ধাম শ্রীবাসুদেবাদিচতুষ্টয়ন্ত । চতুঃকৃতং চতুর্ধা
 বিভক্তং চতুৰ্দ্ধাম । হেতুভিস্তৎপুরুষার্থসাধনৈঃ সামাদয়শ্চহারো বেদান্তিরিত্যর্থঃ । মহাপদ্মশ
 পদ্মশ শম্ভো মকরকচ্ছপো । মূকুন্দঃ কুন্দো নীলশ্চ নিধয়োহষ্টৌ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ । স্বমমম্মান্নৈকৈ-
 দিক্পালৈরিন্নাদিভিঃ ॥ ২৩ ॥

সর্কষণ, প্রহ্লাদ ও অনিরুদ্ধ এই চতুৰ্ভূহ দ্বারা চারিভাগে বিভক্ত, ধর্ম, অর্থ, কাম
 ও মোক্ষ এই চারি পুরুষার্থদ্বারা এবং উক্ত পুরুষার্থচতুষ্টয়ের সাধনভূত সামাদি
 চারি বেদ দ্বারা গোকুল পরিবেষ্টিত । উদ্ধ, অধঃ, পূর্বাদি চারিটা দিক্ ও অগ্নাদি
 চারিটা বিদিক্ৰূপী দশবিধ শূলদ্বারা গোকুল নিবদ্ধ । পদ্ম, মহাপদ্ম, শম্ভা, মকর,
 কচ্ছপ, মূকুন্দ, কুন্দ ও নীল এই অষ্টবিধ নিধি এবং অগ্নিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি,
 প্রাকাম্য, মহিমা, ঐশিষ, বশিষ্ঠ ও কামাবশাম্বি এই অষ্টবিধ সিদ্ধিদ্বারা ঐ
 গোকুল পরিবেষ্টিত । অপিচ স্ব স্ব মন্ত্ৰের প্রতিপাশ্ব বা অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ইন্দ্র,
 বহুি, পিতৃপতি (যম), নৈঋৎ, বরুণ, বায়ু, কুবের ও ঈশান এই দশবিধ দিক্পালগণ
 দ্বারা ঐ গোকুলের দশ দিক্ সর্কদা সুরক্ষিত । শ্রাম, গৌর, রক্ত ও শুক্লবর্ণ
 চারি প্রকার শ্রেষ্ঠ পারিষদরূপী সামাদি চারি বেদদ্বারা ঐ গোকুল সুশোভিত
 এবং বিমলাপ্রভৃতি অদ্ভুত শক্তিগণদ্বারা ঐ গোকুলের চারি দিক্ সর্কদা সুরক্ষিত
 হইয়া রহিয়াছে ।

অপিচ—

চিস্তামণিপ্রকরসদ্ব্যস্ত কল্পবৃক্ষ-

লক্ষাবৃত্তেব সুরভীরভিপালয়ন্তং ।

লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানং

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি । ইত্যাদি ॥ ২৩ ॥

বৃহদ্বামনে—

রত্নধাতুময়ঃ শ্রীমান্ যত্র গোবর্দ্ধনো গিরিঃ ।

রত্নবন্ধোভয়তটা কালিন্দী সরিতাং বরা ॥

ইত্যাদি চান্দ্র ॥ ২৪ ॥

তদেতদনুসারেণ প্রথমং তাবৎ কাব্যস্ত নিধানং বস্তুমাত্রং
সপ্রমাণং প্রকাশ্যতে চিত্রস্ত ফলকমিব ॥ ২৫ ॥

তত্র বৃহদ্বামনবাক্যং প্রমাণয়তি বৃহদিত্যাদিনা ॥ ২৪ ॥

তদেবং প্রমাণজাতং প্রদর্শ্য গ্রন্থমারম্ভতে তদেতদিত্যাদিনা । ফলকমাধারং বস্তুপ্রভৃতি ॥ ২৫ ॥

অপিচ—উক্ত গোকূলে চিস্তামণিনামক রত্নরাশি দ্বারা যে সকল গৃহ নির্মিত
আছে, সেই সকল গৃহ লক্ষ লক্ষ মনোহর কল্পবৃক্ষে পরিবেষ্টিত এবং ঐ সকল
গৃহে যিনি কামধেনুগণকে সর্বতোভাবে পালন করিতেছেন ও শতসহস্র মহালক্ষ্মী
অর্থাৎ গোপাঙ্গনাগণ অতিশয় সম্ভ্রমসহকারে যাহার সেবাকার্য্যে তৎপর আছেন,
আমি সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি । ইত্যাদি ॥ ২৩ ॥

বৃহদ্বামন পুরাণেও উক্ত আছে যে— যথায় শ্রীমান্ গোবর্দ্ধন পর্বত বিরাজ-
মান এবং এই পর্বতে রত্নময় ধাতুসকল বিद्यমান আছে । নদীপ্রবরা কালিন্দ-
নন্দিনী যমুনার উভয় তট যথায় রত্নদ্বারা নিবদ্ধ । ইহা অত্র স্থানেও উক্ত
হইয়াছে ॥ ২৪ ॥

চিত্রফলকে বা চিত্রপটরূপ আধারে যেমন নানারূপ চিত্রকে বিস্তৃত করা হয়
সেইরূপ উল্লিখিত প্রমাণপুঞ্জের দ্বারা কাব্যের অধার যে শ্রীবৃন্দাবন তাহাতে
সকল বস্তুকে প্রমাণের সহিত প্রকাশ করা যাইতেছে ॥ ২৫ ॥

তথাহি—যস্য খলু লোকস্য গোলোকতয়া গোপোপাবাস-
রূপস্য শ্বেতদ্বীপতয়া চানন্তস্পৃশ্যপারমশুদ্ধতাসমুদ্বুদ্ধস্বরূপস্য
তাদৃশজ্ঞানময়কতিপয়মাত্রপ্রমেয়গাত্রতয়া তত্তৎপরমতা মতা
পরমগোলোকঃ পরমশ্বেতদ্বীপ ইতি ॥ ২৬ ॥

তদেব চ যুক্তযুক্তং ভবতি ।

যত্র হি—স্বচ্ছন্দতানন্দপ্রদবহুবচনার্থা গোপীপদার্থাঃ শ্রিয়ঃ
শ্রয়ন্তে নান্যবৈকুণ্ঠভদ্রদেবচনার্থতাকুণ্ঠাঃ । তাঙ্গাং তৎপদা-
র্থতা চ তন্মহাবাগর্থসারাকর্ষয়ন্তে মহামন্ত্রে বল্লবীবল্লভতয়া তস্য
জপমুপাদিশন্তীতি সিধ্যতি ॥ ২৭ ॥

তস্ত গোলোকশ্বেতদ্বীপনামহে যুক্তিং দর্শয়তি তথাহিত্যাদিনা । গাত্রং স্বরূপং ॥ ২৬ ॥

তদ্বিধদর্শনং মন্যার্থমূলকমিতি লিখতি তদেব চেতি । স্বচ্ছন্দতারূপো য আনন্দস্তৎপ্রদঃ
যদ্বহুবচনং জনশব্দেনোক্তং তদার্থাঃ । তাঙ্গাং শ্রিয়াং তৎপদার্থতা গোপীপদার্থতা । ব্রহ্মসংহিতা-
দীনাং তন্মহাবাগর্থসারস্ত্রীকৃষ্ণস্ত ॥ ২৭ ॥

ইহা নিশ্চয়ই জানিবেন যে, পূর্বে যে লোকের কথা বলা হইল, উহার নাম
গোলোক । এই কারণে উহা গো এবং গোপগণের আবাসস্বরূপ, এবং এই
গোলোকে যে শ্বেতদ্বীপ বলিয়া নির্দেশ করাতে ইহার স্বরূপ পরমশুদ্ধতা দ্বারা
উদ্বোধিত, ঐ শুদ্ধতা অণ্ণের স্পর্শযোগ্যও হইতে পারে না । যাহারা শুদ্ধসত্ত্ব-
সম্পন্ন এবং যাহারা জ্ঞানবান্, এইরূপ কতিপয় লোকেই কেবল গোলোকের স্বরূপ
অবগত হইয়া থাকেন । ইহাতেই গোলোকের পরম মহত্ত্ব স্বীকৃত হইয়া থাকে ।
অতএব এই পরমগোলোকের নামই পরমশ্বেতদ্বীপ ॥ ২৬ ॥

অতএব ইহা সমুচিতভাবেই উক্ত হইয়াছে যে, যথায় স্বেচ্ছাবিহার বা স্বচ্ছ-
ন্দতারূপ আনন্দদায়ক ও বহুবচনবাচক অর্থাৎ বহুসংখ্যক গোপীপদার্থ ত্রিদিগকে
আশ্রয় করিয়া থাকেন অর্থাৎ সমস্ত লক্ষ্মীবর্গকে নিজের অন্তর্ভূত করিয়া থাকেন
এবং তাহার অস্ত্র বৈকুণ্ঠের দ্বারা একবচনের অর্থে কুণ্ঠিত নহেন অর্থাৎ তাহার
বহু । সেই মহাবাক্যার্থের সারভাগ ত্রীকৃষ্ণকে আকর্ষণ করিবার যন্ত্রস্বরূপ

অত্র ন কেবলং তস্য দ্বিবর্ণপদস্য বৃত্তাবেব রুচিমবলম্ব্যমহে
অপি তু ধ্যানেহপি, কিন্তু নায়ং শ্রিয়োহ্জেতি শুকানুবাদঃ
সামান্যলক্ষ্মীবিজয়ং ব্যনক্তি, লক্ষ্মীসহস্রেতি বিরিক্তিবাণী লক্ষ্মী-
বিশেষত্বমুরীকরোতি । যস্মাদত্রে * কুরুপাণ্ডবশব্দবদযথাবসরং
খণ্ডাখণ্ডবাচকতা মতা ॥ ২৮ ॥

তস্য শ্রীশব্দস্য গোপীরূপপদস্য ধ্যানে রুচিমারোহণং ॥ ২৮

গৌতমীয়তন্ত্রস্থিত (“গোপীজনবল্লভার স্বাহা” এই দশাক্ষরী) মহামন্ত্রে গোপী-
জনের বল্লভরূপে ত্রীকৃষ্ণের জপ ঋষিগণ উপদেশ দিয়া থাকেন । অতএব সেই
সকল পূর্বোক্ত শ্রীপদবাচাই যে গোপীপদার্থ, ইহা সিক্ত হইল ॥ ২৭ ॥

এই স্থানে আমরা কেবল যে শ্রীশব্দ অর্থাৎ গোপীরূপ দ্বিবর্ণপদের বৃত্তিবিষয়ে
(শাব্দবোধবিষয়ে) রুচি বা প্রসিক্তি অবলম্বন করিয়া থাকি এরূপ নহে, ধ্যানেও
আমরা গোপীরূপ পদার্থের অধিরোহণ স্বীকার করি । কিন্তু ‘নায়ং শ্রিয়োহ্জেতি’
অর্থাৎ “গোপীগণের ত্রায় লক্ষ্মীগণ এই প্রসন্নতা লাভ করিতে পারেন নাই” ।
দশমস্কন্ধের ৪৭ অধ্যায়ে ৫৩ শ্লোকে শ্রীশুকদেবের এইরূপ অম্ববাদবাক্য শ্রী
(সামান্য লক্ষ্মীর) উৎকর্ষ প্রকাশ করে, কিন্তু “লক্ষ্মীসহস্রশতসম্মমসেবাঃমানঃ”
অর্থাৎ শতসহস্র সংখ্যক লক্ষ্মীগণ সম্মমসহকারে যাহার সেবাকার্য্য সম্পাদন
করেন” এই ব্রহ্মসংহিতোক্ত ব্রহ্মবাক্য সহস্র লক্ষ্মীর উৎকর্ষ প্রকাশ করিয়া থাকে,
এই বাক্যটি বিশেষ লক্ষ্মীভাবের প্রমাণ করিয়া দিতেছে । কারণ, এই স্থানে কুরু-
পাণ্ডবশব্দের ত্রায় যথাসময়ে অখণ্ডবাচকতা এবং খণ্ডবাচকতা স্বীকৃত হই-
য়াছে * ॥ ২৮ ॥

* কৌরব বা কুরু শব্দটি অখণ্ড অর্থাৎ পূর্ণতাবোধক । পাণ্ডব শব্দটি খণ্ড অর্থাৎ
অপূর্ণতাবোধক । আপেক্ষিক মূল পুরুষ কুরুরাজ, তাহার বংশেই যুধিষ্ঠিরাদির পিতা পাণ্ডুরাজের
উৎপত্তি, তাহার পুত্রগণ বসন্তঃ কৌরব ও পাণ্ডব উভয় নামেই খ্যাত হইতে পারেন, তথাপি
নান। কারণে উভয় দলকে পৃথক করার জন্ত এবং পাণ্ডুর গৌরবস্থচনার্থে যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবনামে
আর দুর্যোধনাদি কৌরবনামে খ্যাত । কৌরব বলিলে কুরু হইতে দুর্যোধনাদির পিতা
হুতরাষ্ট্র বা তৎপুত্রগণকে এবং যুধিষ্ঠিরাদিকেও বুঝায়, হুতরাঃ শ্রীশব্দ অখণ্ডবোধক আর পাণ্ডব
বলিলে সেই কুরুবংশের একাংশ যে পাণ্ডু তাহারই পুত্রগণকে বুঝায় হুতরাঃ খণ্ডবোধক ।

তদেবং সতি

তত্রাপি রাধা পরমেতি পাদ্ম-স্কান্দাদিবারাহবিম্বিত্রমাংস্ত্রে ।

গোবিন্দবৃন্দাবননাম তস্ত্রে হপ্যভাষি যন্তঃ কথমন্তথাংস্ত্রাং ॥

লক্ষ্মীরভিতঃ স্ত্রিতমা, গোপ্যো লক্ষ্মীতমাঃ প্রথিতাঃ ।

রাধা গোপিতমা চেদন্ত্যাঃ কা বা সমা রামা ॥ ২৯ ॥

তদেবস্বিধানাং তাসামপি সর্বাসামেক এব রমণস্ততএব
গোকুলধামা গোবিন্দনামা প্রত্যেকমেকামেকাং রমাং রময়তাং
রমারমণনাম্নাং পুরুপুরুষাণাং পরমঃ ॥ ৩০ ॥

রাধায়াঃ পরমঃ ঋষিবাক্যেন ব্যঞ্জয়তি তদেবমিত্যাदि गद्येन पद्याभ्याम् । तस्त्रे बृहद्गोत-
मीरे । स्त्रितमा ग्रीष्म श्रेष्ठा ॥ २९ ॥

এবস্বিধানাং গোপীনাং রমণেভ্যে শ্রীকৃষ্ণস্তাপি পরমঃ ব্যঞ্জয়তি তদেবমিত্যাदिना । सर्प-
गोपीरमणयेन ॥ ३० ॥

অত এব যদি এইরূপ স্থির হইল, তাহা হইলেই শ্রীরাধা পরমা বলিয়া বিখ্যাত ।
বস্তুতঃ ইহা পদ্মপুরাণ, স্কন্ধপুরাণ ও বরাহপুরাণাদির অর্থযুক্ত মন্ত্রপুরাণের বাক্যে
প্রতিপাদিত আছে । এবং বৃহদ্গোতমীয়তন্ত্রশাস্ত্রেও যে গোবিন্দ এবং বৃন্দাবনের
নাম কথিত হইয়াছে, তাহার কিরূপে অর্থ হইবে ॥

চারিদিকে অবস্থিত স্ত্রীগণের মধ্যে প্রধান লক্ষ্মীদেবী বিরাজমান । গোপীগণ
প্রধান লক্ষ্মী বলিয়া বিখ্যাত । এবং যদি শ্রীরাধা সেই গোপীদিগের মধ্যে প্রধান
হয়েন, তাহা হইলে কোন্ রমণীই বা এই শ্রীরাধার সমান হইতে পারেন ? ॥ ২৯ ॥

অত এব এই প্রকার পূর্বোক্ত গোপীগণের তিনিই একমাত্র রমণ । সেই
কারণেই তাঁহার ধাম গোকুল এবং নাম গোবিন্দ । যে সকল রমারমণ নামে
পুরুষ আছেন এবং যাহারা প্রত্যেক রমার মধ্যে এক এক রমাতে রমণ করিয়া
ধাকেন, তাঁহাদের মধ্যে সেই গোবিন্দ পরমপুরুষ ॥ ৩০ ॥

এইরূপ “নায়ঃ প্রিয়োহঙ্গ” হুলে শ্রী শঙ্কর ঋষিবাক্য বলিয়া একাংশ্বরূপ সামান্ত লক্ষ্মীগণকে
বুঝাইতেছে “লক্ষ্মীসহস্রশতসম্বন্ধমসেব্যমানং” এখানে লক্ষ্মীশব্দ সমসানুসারে সামান্ত অসামান্ত
সমস্ত লক্ষ্মীবর্গকে বুঝাইতেছে স্তত্রাং অণ্ডবোধক ।

যন্তু মধ্যে মায়য়া প্রত্যায়িতমোপপত্যং তৎ খল্বাস্তবত্বাৎ*
পরস্তাদবধবস্তমিতি শ্রী-পরমপুরুষশব্দাভ্যাং প্রমিতং, কথায়ান্ত
প্রমাণবিশেষগ্রন্থনয়া প্রথয়িষ্যামঃ ॥ ৩১ ॥

এবং শির্কঃ শ্রীরামোহপ্যতিদির্কঃ ॥ ৩২ ॥

কিঞ্চ—অশেষা এব চ তরবঃ কল্পতরবঃ সঙ্কল্পদানবলাৎ
কেবলান্নতু মান্যতা বস্তুসামান্য-বিশেষাভেদ্যুচ জাত্যা কল্পতর-
বস্ত বিলক্ষণতয়া কৃতলক্ষণা এব ॥ ৩৩ ॥

নতু রমণঃ খলু পাণিগ্রহীতা পতিরেব তন্ম কথমোপপত্যং ক্রয়তে তত্রাহ যদ্বিতি ॥ ৩১ ॥

নতু, বলাবনং গোবর্দ্ধনং যমুনা পুলিনানি চ । বাঙ্কাসীদ্রুতমা প্রীতীরামকেশবরোবৃপ ।
ইত্যুক্তং, তদা কথং রামস্ত স্বরূপং ন নির্ণয়তে ইতি বিভাব্যাহ এবমিতি । রামস্ত কৃষ্ণবিলাসত্বাৎ
তেন তৎস্বরূপো নির্দিষ্ট ইতি । শিষ্টঃ অবশিষ্টঃ ॥ ৩২ ॥

অথাধুনা বলাবনতরুণামুৎকর্ষং নির্দিশতি কিকোতাদিনা । মাস্ততয়া হেতুনা বস্তুসামান্যাদ
যো বিশেষস্ত্বাৎ । গুণৈঃ প্রতীতেতু কৃতলক্ষণাহতলক্ষণাবিত্যমরঃ ॥ ৩৩ ॥

যদি বল রমণশব্দে পাণিগ্রহীতা পতিকেই বোধ করায়, তবে কি হেতু
উপপত্ত্য ভাব শুনা যাইতেছে ? এই আশঙ্কার সমাধান করতঃ কহিতেছেন—
মধ্যে অর্থাৎ অবতারসময়ে মায়াদ্বারা যে উপপত্তিভাবের প্রতীতি হয় তাহা অবাস্তব
অর্থাৎ মিথ্যা হেতু পরে অবধবস্ত (বিনষ্ট) হইবে । শ্রী এবং পরমপুরুষ শব্দদ্বারা
এই বাক্য অনুমিত হইয়াছে । কিন্তু আমরা কথার মধ্যে (উত্তরচন্দ্র ৩১ । ৩২
পূরণে) বিশেষরূপ প্রমাণবাক্য সংগ্রহপূর্বক তাহা বিস্তার করিব ॥ ৩১ ॥

অবশিষ্ট শ্রীবলরামও এই প্রকার অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের বিলাসমূর্তি, স্তুতরাং
শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছেন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপবর্ণনেই তাঁহারও
স্বরূপ উক্ত হইল বলিয়া পৃথক্ উল্লিখিত হইল না ॥ ৩২ ॥

অপিচ—তথায় যে সমস্ত বৃক্ষ আছে তাহার সকলেই কল্পতরু, অত্যাশ্র বনে
যে রূপ বৃক্ষ আছে, ইহাঁরাও সেইরূপ, ইত্যাকার সামান্যভাবে ইহাঁদের সম্মান নহে,

* অবাস্তবত্বাৎ ইত্যপি পাঠঃ । সচ “অবাস্তবত্বাৎ পরস্তাদবধবস্তং” ইত্যনুপ্রাসবিরোধি-
তয়া বসিদ্ধান্তবিরোধিতয়াচ ন তাদৃক্ সঙ্গচ্ছতে ।

কিঞ্চ—আদর্শনিভ-স্বচ্ছবিভব-নানাদর্শস্পর্শাদিময়-ভূমিকা-
ভূমিশ্চ কান্তেব* কান্তেব* স্তিস্থিষ্টিকারিণী চিন্তামণীয়তে ॥ ৩৪ ॥

আস্তাং তাবদুত্তরমুত্তরমুত্তারতম্যরম্যতাগম্যমহিমা গৃহাদিমু
মহাচিন্তামণিময়ী, যস্মাস্তদুদ্ভিমান্তদুদ্ভিদশ্চ তদীয়শোভামান্মন্যু-
স্তাবয়ন্তি, যত্র চ—

দৃষ্টিশ্রবণময়াতাস্তদেগাচরিতাশ্চ জাতিরূপাভ্যাং ।

নগ-মৃগ-পক্ষিবেশেষাস্তদ্রত্যানাঞ্চ চিত্রমাদধতি ॥ ৩৫ ॥

বৃন্দাবনভূমেরপি মহোৎকর্ষঃ বর্ণয়তি কিঞ্চ—আদর্শেতি । দর্শো দর্শনং । ভূমিকা রচনা ।
শোভায়া অভিলাষস্য চ ॥ ৩৪ ॥

তত্রাপি বিশেষঃ দর্শয়তি আস্তামিত্যাদিনা । মহাচিন্তামণিময়ী ভূমিরিতি শেষঃ । দৃষ্টীত্যাदि ।
প্রতিদিনং নিত্যানুতনভবেন চিত্রং আশ্চর্য্যং ॥ ৩৫ ॥

কিন্তু ইহাঁরা সঙ্কলিত বস্তুমাত্রের প্রদানে সমর্থ কেবল এই জগুই মাথ । আর
যে সকল বৃক্ষজাতিতে কলতরু আছে তাহাঁরা বিলক্ষণতাহেতু কৃতলক্ষণ অর্থাৎ
বিশেষ বিশেষ গুণদ্বারা সর্বত্র বিখ্যাত ॥ ৩৩ ॥

আরও দেখ, বৃন্দাবনের ভূমি সকলও দর্পণতুলা নির্মল ঐশ্বর্য্যে ও নানাবিধ
দর্শন স্পর্শন প্রভৃতি কার্য্যের রচনাস্বরূপ ইহঁরা এবং রমণীর মত অভিলাষবৃষ্টির
সৃষ্টি করিয়া চিন্তামণিরত্নের গ্রাম কার্য্য করিতেছে ॥ ৩৪ ॥

বৃন্দাবনে যে সকল গৃহ প্রভৃতি স্থান আছে, তাহার ভূমি মহাচিন্তামণিরত্নে
ব্যাপ্ত ও সূশোভিত এবং ঐ ভূমির কমণীয় ভাবের তারতম্য এবং মহিমা বুদ্ধির
অগম্য, ক্রমে ক্রমে লক্ষ্য করিয়াও মহিমা জানা নিতান্ত দুর্লভ, অতএব তাদৃশ
ভূমির কথা হৃগিত থাকিল । কারণ, বৃন্দাবনসমূহ তরুগুণাদি উদ্ভিদ সকল
বৃন্দাবনে নিজ নিজ উৎপত্তিভূমির শোভা আত্মাতে প্রকাশ করিয়া থাকেন ॥

যে স্থানে পর্বত, বৃক্ষ এবং বিশিষ্ট বিহঙ্গগণ দৃষ্টি এবং শ্রবণপথের অগোচর
হইলেও কেবলমাত্র জাতি এবং রূপের দ্বারা দৃষ্টি ও শ্রুতির গোচর হইয়া বৃন্দাবন
বাসি ব্যক্তিদিগের প্রতিদিন নিত্যানুতনভাবে আশ্চর্য্য দেখাইয়া থাকেন ॥ ৩৫ ॥

* কান্তেব কান্তে: ইত্যপি পাঠঃ । তথা সতি দীপ্তে: অথবা অভিলাষস্য ইত্যর্থঃ ।

কিঞ্চ—তোমমপ্যমৃতায়তে কিমুতামৃতং । কিঞ্চ-কথাপি
যথা গানং তথা কর্ণয়োঃ পানকায়তে কিমুত স্বয়মেব গানং ।
কিঞ্চ—গগনমপি নৃত্যচাতুরীধুরীগতামুরাকরোতি নৃত্যং পুনরভী-
বাদৃত্যং ॥ ৩৬ ॥

কিঞ্চ—বংশী যথা কংসারাতেরাশু সুখবিলাসং শংসন্তী
সহায়তয়াচ লসন্তীচ প্রিয়সখীয়তে ন তদ্বদন্তো ধন্তোহপি জনঃ
সম্ভবতি ॥ ৩৭ ॥

কিঞ্চ—চিদানন্দ এব কেবলং * স্বরূপানতিরিক্তশক্তিব্যক্তি-

অধুনা তত্রত্যতোয়াদীনং বৈলক্ষণ্যং বর্ণয়তি কিঞ্চৈত্যাदिना ॥ ৩৬ ॥

অধুনা তত্ত্ব বংশীঃ সৌভাগ্যং বর্ণয়তি কিঞ্চ বংশী যথৈত্যাदिना ॥ ৩৭ ॥

তত্ত্ব ধারম্ভাদৃশে কারণমুদ্ভাবয়তি কিঞ্চৈতি । চিদানন্দং জ্যোতিঃ পরমিহ সমাখ্যায়মপিত
ইত্যস্য পরং কেবলং চিদানন্দলক্ষণং বস্তু ইহ জ্যোতিঃ প্রকাশকমপি স্যাৎ তথা তেষাং তত্র-

আরও দেখ, বৃন্দাবনে জলও অমৃতের মত, সুতরাং অমৃতের কথা আর কি
বলিব ? আরও দেখ, কথাও যখন বৃন্দাবনে সঙ্গীতের কার্য্য করে এবং
কর্ণবৃগলে খণ্ডমরীচাদিসঙ্গীলনে অভূতপূৰ্ণ পানকরসের মত হইয়া থাকে, তখন
স্বয়ং সঙ্গীতের কথা আর কি বলিব ? আরও দেখ, গগনকার্য্যও যে স্থানে
নৃত্যচাতুরীর পরাকাষ্ঠা প্রকাশ করিয়া থাকে, তথায় স্বয়ং নৃত্য যে অত্যন্ত
আদরগীয়া হইবে তাহার আর কথা কি ? ॥ ৩৬ ॥

আরও দেখ, যে স্থানে কংসরিপু শ্রীকৃষ্ণের বংশী আশু সুখবিলাস প্রকাশ
পূৰ্ণক সহায়রূপে শোভা পাইয়া প্রিয়সখীর হৃদয় বিত্তমান আছেন, সুতরাং
ইহার মত অন্য আর কোন জনই ধন্ত নহে ॥ ৩৭ ॥

আরও দেখ, তথায় কেবল চিদানন্দনামক এক পরমজ্যোতিঃপদার্থ নিজস্বরূপ
হইতে অভিন্না যে শক্তি তাহার প্রকাশবলে বস্তুবিশেষরূপে প্রকটিত হইয়া

* "এব কেবলং" ইত্যংশঃ কাটোয়াহু ৩গৌরশিরোমণিপুস্তকে নাস্তি ।

বশাদ্ব্যক্তিবিশেষতয়া ব্যক্তীভবন্ গোকুলশব্দ-বল-লব্ধ-লোকব-
ল্লীলাকৈবল্য-কলনায় পুষ্পবদাদিলক্ষণপ্রকাশকতয়া তত্ত্ব-
প্রকাশ্যপুষ্পাদিলক্ষণাস্বাদ্যতয়াচ প্রকাশতে । নতু মর্ত্য-
লোকবদ্বিপরীতপরিণতিরীতিপরীততয়া বীভৎসিতব্যদ্রব্যতামা-
পদ্যতে ॥ ৩৮ ॥

স্থানাস্বাদ্যমপি কেবলং চিদানন্দলক্ষণং বস্ত্বেব স্যাৎ ইত্যমুখং বিবৃণোতি চিদিত্যাদিনা ।
ব্যক্তিঃ প্রাকট্যৎ । ব্যক্তীভবন্ প্রকটীভবন্ । কৈবল্যকলনায়—কেবল এব কৈবল্যং, কেবলন্ত কুহ-
নকে কুংস একে নিগদ্যতে ইতি কোষাৎ । লোকবল্লীলাসমুদায়সম্পাদনায় । জ্যোতিঃশব্দোক্তচন্দ্র-
সূর্যাদিলক্ষণপ্রকাশকতয়া তত্ত্বংপ্রকাশ্যং যৎপুষ্পাদি কুমুদপদ্মপুষ্পাদি তদ্রূপং যদাস্বাদ্যং তত্ত্বতয়াচ ।
পরীততা ব্যাপ্ততা ॥ ৩৮ ॥

গোকুলশব্দের শক্তিলব্ধ কেবলমাত্র সাধারণ লোকের মত লীলারচনা করিবার জন্ত,
জ্যোতিঃশব্দোক্ত চন্দ্রসূর্যাদির লক্ষণ প্রকাশ করাতে, তত্ত্বং প্রকাশযোগ্য কুমুদ,
পদ্মপুষ্প প্রভৃতির লক্ষণদ্বারা আশ্বাদনযোগ্য হইয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে । কিন্তু
মর্ত্যলোকের মত বিপরীত পরিণামের প্রণালীদ্বারা ব্যাপ্ত থাকিয়া বীভৎসরসাস্বাদ
দ্রব্যরূপে পরিণত হয় না ॥

তাৎপর্য—যেমন জ্যোতিঃপদার্থের পুঞ্জীভূত তেজ সূর্য চন্দ্রাদি ও তাহাদের
দ্বারা প্রকাশ্য পুষ্পাদি সাধারণের গ্রাহ্য বা আশ্বাদ্য হয়, কিন্তু মূল জ্যোতিকে
সর্বসাধারণে গ্রহণ করিতে পারে না, সেই মত যিনি স্বয়ং চিদানন্দস্বরূপ হইয়াও
নিজের স্বরূপশক্তির প্রাকট্য হওয়ায় সাধারণ জনের মত প্রকাশ হইয়াছেন এবং
চিদ্রূপ গোকুলে বাহার বৈভব সেই গোকুলও সাধারণ গোকুল হইয়াছেন, তথা
সেই গোকুলশব্দের সামর্থ্যবশতই যিনি সাধারণ গোকুলের মত কেবল লীলা-
প্রকটন করিতেছেন, ইহাতেই সকলের পক্ষে তিনি গোচর হইয়াছেন অর্থাৎ
সকলে সেই লীলারসের আশ্বাদ করিতে অধিকারী হইয়াছেন । অপিচ বৃন্দাবনস্থিত
পুষ্পাদি পদার্থও ভৌতিক নিয়মাক্রান্ত নহে, উহাও অবিচিন্ত্য প্রভাবসম্পন্ন ॥ ৩৮ ॥

তথাচ হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে পঞ্চতত্ত্বনিরূপণে বৈকুণ্ঠস্থ-দ্রব্যতত্ত্ব-
নিরূপিণঃ ।

গন্ধরূপং স্বাদরূপং দ্রব্যং পুষ্পাদিকঞ্চ যৎ ।

রসবদ্ব্যৌতিকং দ্রব্যমত্র স্মাদ্রসরূপকং ॥

হেয়াংশানামভাবাচ্চ রসরূপং ভবেচ্চ তৎ ।

ত্বগ্বীজকৈব হেয়াংশং কঠিনাংশঞ্চ যন্তবেৎ ।

তৎসর্বং ভৌতিকং বিদ্ধি নহি ভূতময়ং হি তৎ ॥

ইত্যাদি ॥ ৩৯ ॥

তথাপি—প্রপঞ্চঃ নিশ্চাপঞ্চোহপি বিড়ম্বয়সি ভূতলে ।

প্রপন্নজনতানন্দসন্দোহং প্রথিতুং প্রভো ॥

ইতি ব্রহ্মবচনানুসারেণ কৃতপ্রপঞ্চানুকারে লীলাসারে তস্মৈ

তত্র ঋষিবাক্যং প্রমাণয়তি তথাচেতি । ভূতঃ সত্যশ্চ ॥ ৩৯ ॥

নমু তথাব্রহ্মরূপে কঞ্চ প্রকটে তন্মোপলভাতে তত্রাহ তথাগীতি ॥ ৪০ ॥

এজ্ঞাই হয়শীর্ষপঞ্চরাত্র গ্রন্থে পঞ্চতত্ত্ব নিরূপণে বৈকুণ্ঠস্থিত দ্রব্যতত্ত্ব নিরূপিত
হইয়াছে যথা—গন্ধরূপ হইলেও স্বাদরূপে বিখ্যাত বলিয়া যে পুষ্পপ্রভৃতি দ্রব্য
আছে, তথা রসগুরু ভৌতিকদ্রব্য হইলেও এই স্থানে কেবল রসরূপ হইয়া থাকে ।
এই ধামে কোন বস্তুই হয় বা পরিত্যজ্য অংশ নাই সুতরাং অত্রতা বস্তুসকল
কেবল রসরূপ । ফলের যেমন স্বক (চৌকা) ও বীজ (আঁঠি) প্রভৃতি কঠিনাংশকে
হেয়াংশ কহে । বস্তুতঃ এ সমস্তকেই পাঞ্চভৌতিক বস্তু বলিয়া জানিবে, কিন্তু
অত্রতা ধামের ফলপুষ্পাদি সেরূপ পাঞ্চভৌতিক নহে, উহা ভূত (সত্য) রসময়
অর্থাৎ আনন্দ বা চিন্ময়স্বরূপ ॥ ৩৯ ॥

তাহা হইলেও (দশমস্কন্ধের ১৪ অধ্যায়ে ৩৫ শ্লোকে ব্রহ্মবাক্যে উক্ত আছে যে)
হে ভগবন্ ! আপনি বস্তুতঃ নিশ্চাপঞ্চ, কেবল ভক্তজনের আনন্দসমূহ বিস্তারের
কল্প এইরূপ প্রপঞ্চ (জড় জগৎ) বিস্তার করিতেছেন ।

এই ব্রহ্মার বাক্যের অনুসারে প্রপঞ্চ অর্থাৎ সাধারণ সংসারের অনুকারী

তৎপ্রপন্নজনস্তচ যথাবেশঃ স্যাৎ, ন তথা নিত্যাকারেহীতি
লভ্যতে ॥ ৪০ ॥

ততঃ পূর্বত্র তস্ত তস্ত চাবেশঃ পরত্রচ প্রবেশঃ স্যাৎ ॥ ৪১ ॥

ততশ্চ তদিচ্ছাবশালীলাশক্তিঃ পরত্রচ প্রায়স্তৎপ্রায়ং সর্বং
ব্যক্তীকরোতীতি বিবেক্তব্যং ॥ ৪২ ॥

কিঞ্চ—মুরজিমুরলীকলীখুরলীচ স্বমাধুরীপ্রদুগ্ধমুগ্ধস্বরভি-
দুগ্ধানাং স্বরভীণামুধোগিরিতঃ সরিতঃ প্রসারয়ন্তী পারিতঃ
পরিখায়মাণং ক্ষীরবারিধিং বিস্ফারয়তি । তত্র কামধেনুতয়া

অথ শ্রীকৃষ্ণস্ত প্রপঞ্চজনস্তচ একটাপ্রকটলীলয়োর্ভাবভেদং দর্শয়তি তত ইত্যাদিনা ।
পূর্বত্র কৃতপ্রপঞ্চাকারে । তস্ত তস্ত কৃষ্ণস্ত প্রপন্নজনস্তচ । পরত্রচ নিত্যাকারে ॥ ৪১ ॥

ননু একটাপ্রকটলীলয়োঃ সর্বংশে তুল্যতা কিম্বা কশিষিভেদোহপ্যন্তি ইতি শঙ্কাং নিরা-
সয়িতুমাহ ততশ্চেত্যাদিনা । পরত্রচ নিত্যাকারে ॥ ৪২ ॥

পূর্বত্রোখাপিতায়াং ব্রহ্মসংহিতায়াং, স যত্র ক্ষীরাক্ষিঃ সরতি স্বরভীভ্যশ্চেত্যুক্তং তত্র
কারণং সম্ভবয়তি কিঞ্চৈত্যাদিনা । মুরজিতো মুরল্যা বা কলী অল্লাবাক্তমধুরধ্বনিঃ তস্তাঃ খুরলী

সারপূর্ণ লীলাকার্য্যে তাঁহার এবং তদীয় আশ্রিত জনগণের বেক্রপ আবেশ হইয়া
থাকে, নিত্যাকার লীলাসারেও সেক্রপ হয় না, ইহাই লাভ হইতেছে ॥ ৪০ ॥

অতএব প্রপঞ্চের অনুকরণে শ্রীকৃষ্ণের এবং আশ্রিতজনের আবেশ ও নিত্যা-
কারে প্রবেশ হইয়া থাকে ॥ ৪১ ॥

সুতরাং তদীয় ইচ্ছানুসারে লীলাশক্তি প্রপঞ্চসদৃশ সকল বস্তুকেই যে নিত্যা-
কারে প্রায়শঃ প্রকটিত করিয়া থাকেন, এইরূপ বিবেচনা করিতে হইবে ॥ ৪২ ॥

অপিচ, শ্রীকৃষ্ণের মুরলীর যে কলী অর্থাৎ অল্লাবাক্ত মধুরধ্বনি, তাঁহার
যে খুরলী অর্থাৎ অভ্যাস তাঁহার স্বীয় মাধুরীদ্বারা মধুর অপেক্ষাও মধুর ও সুগন্ধ
দুগ্ধস্বরূপকারিণী স্বরভিসকলের উৎস অর্থাৎ স্তনরূপ পর্বত হইতে নদী বিস্তার
করিয়া সকলদিকে পরিবার ছায়া ক্ষীরসমুদ্রকে বিস্তার করিতেছে । অপর

নিকামমেব স্মুবতীনাং ক্ষীরবাহিতাপি প্রাচুর্য্যেণৈব পর্য্যবসা-
য্যতে ॥ ৪৩ ॥

ততো নানারসা অপি তা নদ্যঃ প্রতিপদ্যন্তে বিদ্যা-বিস্তিঃ ॥ ৪৪

কিঞ্চ—যত্রচ তৎ কৈশোরানুরূপাৰ্দ্ধবার্দ্ধকযৌবন-নবযৌব-
নাদিবয়স এব তৎপিতৃভ্রাতৃসখিপ্ৰভৃতয়ন্তে নিখিলবর্গা নান্যামব-
স্থামাশ্রিতা ভবন্তি ॥ ৪৫ ॥

অন্যচ্চ—যস্ম চ গোলোকস্ম মধ্যমধ্যাস্ম স্মুটতরানেকসহস্র-

অভ্যাসঃ । কলেতি পাঠঃ স্মৃষ্ট । প্রহৃৎ ক্রিয়তঃ । হ্রস্তি হ্রস্তগন্ধি । ক্ষীরবাহিতা ক্ষীরবহন-
লীলত্বং ॥ ৪৩ ॥

কামধেনবঃ খলু নানারসান্ হৃহস্তি ক্ষীরন্ত নিকামমেব, অতঃ ক্ষীরকৈর্জাতঃ । এবং নানা-
রসক্ষরণেন নানা নদ্যো জাতা ইত্যাহ তত ইত্যাদিনা ॥ ৪৪ ॥

ননু ত্রীকৃষ্ণস্ত পরিকরণাং গোপাদীনাং অন্তজীবৎ যদাববিকারত্বমাসীৎ, কিম্বা ত্রীকৃষ্ণ-
প্রাকট্যানন্তরং তত্তদবস্থাস্থ স্থিতা আসন্ ইত্যশঙ্ক্যাং সিদ্ধান্তং সঙ্গময়তি কিকোত্যাদিনা । তৎ
কৃষ্ণস্ত নিত্যকৈশোরবৎ ॥ ৪৫ ॥

ননু সহস্রপত্রং কমলং গোকুলাখ্যং মহৎ পদমিত্যুক্তং তন্ত স্বরূপং কিমিত্যপেক্ষান্নামাহ
অশ্চেত্যাদিনা ॥ ৪৬ ॥

তথ্যং যে সকল ধেনু আছে, তাহারা সকলেই কামধেনু । এই কারণে তাহাদের
যথেষ্ট পরিমাণে দুগ্ধক্ষরণ হইয়া থাকে এবং তাহাতেই তাহাদের ক্ষীরবাহিনী
শক্তি প্রচুর পরিমাণেই পরিণত হইয়া রহিয়াছে ॥ ৪৩ ॥

এই অন্তই পণ্ডিতগণ সেই সকল নদীকে নানারসবাহিনী বলিয়া প্রতিপন্ন
করিয়াছেন ॥ ৪৪ ॥

অপিচ, যে স্থানে ত্রীকৃষ্ণের নিত্য কৈশোরের অনুরূপ অর্দ্ধবার্দ্ধক্য যৌবন ও
নব যৌবনাদি বয়ঃক্রমযুক্ত ত্রীকৃষ্ণের পিতা, ভ্রাতা ও সখা প্রভৃতি নিখিল
বান্ধববর্গ অন্ত অবস্থাকে আশ্রয় করেন না, অর্থাৎ বাহ্যর যে অবস্থা তাঁহারই সেই
অবস্থা নিত্যই রহিয়াছে তাহার পরিবর্তন হয় না ॥ ৪৫ ॥

আরও দেখ, যে গোলোকে মধ্যপ্রদেশে তিনি উপবেশন করিয়া সম্যক

পত্নীপরিচিতমজ্জস্রমেব খল্লমলং মহামণিকমলং গোকুলনামতয়া
নিজরূপং নিরূপয়তি । গোপোপাবাসব্রজরূপব্রজ এবাহ-
মস্মীতি ॥ ৪৬ ॥

স্থায়বিশ্বস্তমেব খল্লিদং রুঢ়ির্যোগমপহরতীতি । যথা জলজ-
শব্দেনাপ্লব্যমাত্রং নোচ্যতে কিন্তু কমলগেব, রুঢ়িতামেব খল্লাখ্যা-
গ্রহণমাবিকরোতি ॥ ৪৭ ॥

শ্রীশুকদেবেনাপ্যেতদপেক্ষয়োক্তং “ভগবান্ গোকুলেশ্বরঃ”
ইতি বরট্ প্রত্যয়ঃ খল্লত্র শীলার্থতাপরঃ । তদেব চাম্মাতং
“গোকুলং বনবৈকুণ্ঠং” ইতি ॥ ৪৮ ॥

নহ গোকুলস্ত কথং ব্রজরূপং তত্রাহ স্থায়বিশ্বস্তমিতি । তত্র হেতুং নির্দিশতি রুঢ়িতেতি ।
অপহ ভবমপ্লব্যং গোকুলনাম ॥ ৪৭ ॥

ব্রজস্ত গোকুলাভেদং প্রমাণয়তি শ্রীশুকেত্যাदिना ॥ ৪৮ ॥

প্রকৃতিত ও বহুসহস্রপত্রপরিবাপ্ত বিমল মহামণিরূপ কমলকে “গোকুল” এই নাম
দিয়া প্রসিদ্ধ নিজরূপই নিরূপণ করিয়া থাকেন এবং বলিয়া থাকেন, “গো এবং
গোপদিগের আবাসসমূহরূপ যে ব্রজভূমি তাহা আমি, অর্থাৎ আমাতে ও গোবাস
ও গোপাবাসরূপ গোলোকে কোন ভেদ নাই” ॥ ৪৬ ॥

এই গোকুলস্থ নিশ্চয়ই স্থানানুসারে উপগুপ্ত হইয়াছে । যেহেতু, রুঢ়ি-অর্থ
যোগার্থকে অপহরণ করিয়া থাকে । যেমন জলজ শব্দে জলজাত বস্তুমাত্রকে
বুঝায় না, কিন্তু কেবল কমলকেই বুঝায় । নিশ্চয়ই জানিবে যে, পদার্থের নাম-
গ্রহণ কেবল রুঢ়িভাবেই আবিষ্কার করিয়া থাকে । প্রকৃতার্থেও—এস্থলে গোকুল-
শব্দে গোসমূহ না বুঝাইয়া ব্রজধামকেই বুঝাইয়া থাকে ॥ ৪৭ ॥

দশমস্কন্ধের ১০ অধ্যায়ের ৩৪ শ্লোকে শ্রীশুকদেবও এইরূপ অর্থ অপেক্ষা করিয়া
বলিয়াছেন যে, “ভগবান্ গোকুলেশ্বরঃ” ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোকুলের ঈশ্বর । এই
স্থানে ঈশ ধাতুর উত্তর নিশ্চয়ই শীলার্থে বরট্ প্রত্যয় হইয়াছে । এইরূপ বাক্য,
বেদেও উক্ত আছে যে, “গোকুলই বনবৈকুণ্ঠ” অর্থাৎ বনমধ্যে গোকুল বৈকুণ্ঠ ॥ ৪৮ ॥

অথ শ্রীমদ্রজরাজতনুজতাশীললীলশ্চ মহাভগবতস্তদীয়কর্ণি-
কামধ্যমধিকৃত্য নানাবর্ণধামতয়া নিব্বর্ণিতমণিময়মহাধামনিকাম-
মুদ্রাজতে । যদেব স্বয়মনস্তাংশসমুত্তমিতি স্ফুটমনস্তথা
প্রকাশতে ।

যস্মিন্ কেশরবিসরান্, প্রাচীরাজান্ সমস্ততঃ সময়া ।

সদয়া দায়াদায়াঃ, দোপাসীনা বসন্তি গোপালাঃ ॥

গোকুলতাবলতস্তদপি সম্বলতে । তথাহি—

অংশা ভাগা দায়ান্তিক্রিতযোগেন দায়বস্তুশ্চ ।

তৎ কিল জাতেভাগা বকজিতি তে সন্তি দায়বস্তুশ্চ ॥

কেশরবিসরানিতি হাদিভাদ্বিতীয়া । সময়া নিকটে । দায়াদা ইব আচরন্তি যে তে
দায়াদায়াঃ । গোকুলতেত্যত্র গোপজাতিবোচ্যতে ।

অনন্তর শ্রীমান্ রজরাজের পুত্রস্বভাবসম্পন্ন মহাভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোকুল-
নামক কমলের কর্ণিকার মধ্য অধিকার করিয়া নানাবিধ বর্ণের আশ্রয়স্বরূপ
হওয়াতে পূর্বদৃষ্ট মণিময় মহাগৃহ যথেষ্ট পরিমাণে প্রকাশ পাইতেছে এবং তাহা
স্বয়ং অনন্তর অংশসমুৎপন্ন বলিয়া প্রকাশে অনন্ত ভাগে প্রকাশ পাইয়া থাকে ।

যে গৃহে প্রাচীরের অঙ্গস্বরূপ কেশরসমূহের নিকটে চারিদিকেই উপাসক
ব্রাহ্মণগণের সহিত দয়াযুক্ত দায়াদায় অর্থাৎ জাতিস্বরূপ গোপালগণ বাস
করিতেছেন । গোকুলতাশব্দের বলে তাহাও সম্ভব হইয়া থাকে—

দেখ, অংশ বা ভাগসকলকে দায় বলে । দায় শব্দের উত্তর তদ্ধিত (অর্শ
অন্তচ্) প্রত্যয় করিয়া দায়পদ সিদ্ধ হইয়াছে, স্তত্রাং দায়শব্দে “দায়বান্” এই
অর্থ হইতেছে । অতএব নিশ্চয়ই গোপজাতির সেই সকল ভাগ বকাস্বরূপ হইয়া
শ্রীকৃষ্ণের উপর বিত্তমান আছে, তাহাতেই তাঁহার “দায়বস্তুঃ” বা অংশবিশিষ্ট ।
অথবা “তাহাতে অংশ আছে যাহাদের” এইরূপ বাক্যে বহুব্রীহি সমাস স্বীকার

তস্মিন্নংশো যেষামিতি বা গম্যো বহুব্রীহিঃ ।

ব্রীহিনিভন্তং প্রেমা তেষাং বৃত্তৌ তদাশ্রয়ো যুক্তঃ ॥ ৪৯ ॥

তদেবমেবাং তজ্জাতিত্বমেবোক্তং শ্রীশুকেন ।

“এবং ককুদ্দিনং হত্বা স্তুয়মানঃ স্বজাতিভিঃ ।

বিবেশ গোষ্ঠং সবলো গোপীনাং নয়নোৎসবঃ ॥” ইতি ॥ ৫০ ॥

পত্রাণি তত্র কমলে কমলালয়ানা-

মংশেন কেলিবিপিনানি ভবন্তি যেষু ।

চিন্তামণিপ্রকর-সদ্যহ কল্পবৃক্ষ-

লক্ষাবৃতেষু নিভৃতং রমতে মুকুন্দঃ ॥ ৫১ ॥

তস্মিন বকজিতি । ব্রীহির্জীবনহেতুর্ধাত্বাদি । বৃত্তৌ জীবনোপারে ॥ ৪৯ ॥

গোপানাং শ্রীকৃষ্ণজাতিভে প্রমাণং দর্শয়তি তদেবমিত্যাদিনা ॥ ৫০ ॥

ব্রহ্মসংহিতায়াং গোকুলকমলস্ত সহস্রপত্রতা উক্তা তত্চাঃ সাকল্যং দর্শয়তি পত্রাণীত্যাদিনা ।
নিভৃতং নতু সর্করবৃক্ষঃ সন্ ॥ ৫১ ॥

করিতে হইবে । ব্রীহি অর্থাৎ ধাঙ্গাদি যেমন মানবের জীবনের হেতু, সেইরূপ
শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেম গোপালদিগের জীবনের হেতু, এজন্ত দানাদ গোপালগণের
“দানাদ” এই পদের সমাসে বহুব্রীহি সমাসের আশ্রয় লওয়াই উপযুক্ত ॥ ৪৯ ॥

অতএব শ্রীশুকদেবও এইরূপে এই সকল আত্মীয়বর্গকে শ্রীকৃষ্ণের সমান
জাতিরূপেই বর্ণন করিয়াছেন ।

১০ স্বন্ধের ৩৬ অধ্যায়ে ১৪ শ্লোকে শুকদেব কহিলেন, যথা—হে রাজন্ !
শ্রীকৃষ্ণ এই প্রকারে ককুদ্দী অর্থাৎ বৃষরূপী অরিষ্টাসুরকে বিনাশ করিয়া সজ্জাতি
গোপগণ কর্তৃক পরিস্ফুট হইলেন এবং তিনি গোপীদিগের মূর্তিমান্ নয়নোৎসব
হইয়া বলদেবের সহিত গোকূলে প্রবেশ করিলেন ॥ ৫০ ॥

সেই গোকূললক্ষ্য কামলপুষ্পের পত্রসকল লক্ষ্মীস্বরূপা গোপীদিগের স্বয়ং
অংশবারা কেলিবন হইয়া রহিয়াছে । লক্ষ লক্ষ কল্পবৃক্ষ পরিবেষ্টিত ও চিন্তামণি-
ব্রহ্মাণি-বিনির্মিত বহুসংখ্যক গৃহের মধ্যে অপরের অদৃশ্য বা নিভৃতভাবে শ্রীকৃষ্ণ
বিহার করিয়া থাকেন ॥ ৫১ ॥

তত্রাধিরাজ্যং কিল রাধিকামনু
প্রভং প্রিয়েণেতি পুরাণবিশ্রুতং ।

অহন্ত মন্ত্রে পুনরুক্তমেব তদ—

গুণেন তস্তাঃ সচ যদ্বশং গতঃ ॥ ৫২ ॥

ইহ চ পূর্বে যদেব শ্রীপরমপুরুষ-শব্দাভ্যামধ্যবসিতং তদেবা-
ধ্যবসীয়তে । তাস্মৈ কেবলাস্মৈ ব্রজরাজসুতবধূভাবস্য লক্ষ্যপ্রসি-
দ্ধিতাং বিনা ব্রজকমলসকলপত্রাবল্যাধিপত্যং ন প্রসিধ্যতীতি ॥ ৫৩

অথ কিঞ্চিংকুঞ্চিতকমলপত্রবদুন্নতপার্শ্বদ্বয়াবয়বতয়া বাহ-

ননু শ্রীকৃষ্ণস্য গোকুললেখরহং প্রতিপাদিতং তৎ কথং সম্বন্ধে তত্রীয়াধারাস্তনীখরবর্ণনাং
ইতি বিভাব্য সম্বয়তি তত্রাধিরাজ্যমিত্যাदिना । প্রভং প্রদত্তং ॥ ৫২ ॥

ব্রহ্মসংহিতায়াং শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষ ইতি যদ্ব্যক্তং তত্ত্বং যুক্ত্যপি সাধয়তি
ইহ চ ইত্যাদিনা ॥ ৫৩ ॥

তস্তা ধামঃ অশ্রুপূরীবৎ সংস্থানং বর্ণয়তি অথৈত্যাদিনা । কিঞ্চিংকুঞ্চিতেতি । ঈষৎকুঞ্চিত-
পদ্মপত্রবদুন্নতং যৎ পার্শ্বদ্বয়ং তদেবাবয়বং যেষাং তদ্ব্যবস্থায় । বাহির্দুর্ভাগং শূন্যমুক্ততায় যস্য

সেই গোকুলমধ্যে অতিপূর্বে প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকাকে লক্ষ্য করিয়া
যে তাঁহার রাজ্যস্বত্ব দান করিয়াছিলেন, ইহা পুরাণে প্রসিদ্ধ আছে । কিন্তু,
সেই শ্রীরাধিকার গুণে শ্রীকৃষ্ণই যখন বণীভূত হইয়া রহিয়াছেন, তখন আমি ঐ
পুরাণকথাকে নিচয়ই পুনরুক্ত্যদোষে দূষিত বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকি ॥ ৫২ ॥

এই প্রকরণে ইতঃপূর্বে ব্রহ্মসংহিতার অরুসারে শ্রীশব্দ এবং পরমপুরুষ শব্দ-
দ্বারা যে মায়িক ঔপপত্ত্য নিরাকরণপূর্বক স্বাপত্যভাব নিশ্চিত হইয়াছে, তাহাই
এখানে স্থিরীকৃত হইতেছে । ব্রজরাজসুত শ্রীকৃষ্ণের বধূভাব যদি ঐ সমস্ত রমণী-
গণের মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ না করিত, তাহা হইলে বজের সমস্ত কমলপত্ররাশির
উপর আধিপত্য প্রকাশ সফল হইতে পারিত না ॥ ৫৩ ॥

পূর্বে যে গোকুলরূপী গোলোকের উপবনসমূহের উল্লেখ করা হইয়াছে, সম্প্রতি
তাঁহার অবয়বসম্বিবেশ বর্ণিত হইতেছে । গোকুল একটা পদ্মের মত, উহার পত্র-

দুর্ল্লভশৃঙ্গমণিময়ালবালশোভামত্ৰাণাং পত্ৰাণামন্তরালেষু কেশ-
রাদবতীর্ণানি বিস্তীর্ণানি পৃথক্ পৃথগুপনিষ্করাণি বিরাজন্তে ।
তেষামগ্রিমসন্ধিষু স্ফুটমধিমধ্যমধ্যস্তমস্তেশগোষ্ঠানি গোষ্ঠানি
বিভ্রাজন্তে, যত এব তৎপর্যন্তস্ত তস্ত গোকুলতাবকলিতা ॥৫৪॥

এবদুতঃ যৎ মণিময়মালবালং তস্ত শোভিব অমরং আধারো যেষাং তেষাং । উপনিষ্করাণি
সংসরণপথাঃ । ঘটাপথঃ সংসরণঃ তৎ পুরস্তোপনিষ্করমিত্যমরঃ । অধ্যস্তানি সমস্তানি
ঈশগোষ্ঠানি রাজগোষ্ঠানি যত্র তানি ॥ ৫৪ ॥

গুলি উপবনস্বরূপ । বিকসিত পদ্ম কিঞ্চিং সঙ্কুচিত হইলে তাহার পত্রগুলির
প্রান্তভাগ যেমন ঈষৎ উন্নত দৃষ্ট হয়, সেইরূপ উপবনের চতুঃপার্শ্বে মণিনির্মিত
আলবাল সকল শোভিত থাকায় উপবনাবলী অপরের তুল্য হইয়াছে । বিভিন্ন
পত্র সকলের মধ্যে যে অবকাশ আছে তথায় এক একটা বিস্তীর্ণ * রাজপথ
মধ্যস্থিত কেশরস্বরূপ কৃষ্ণভবন হইতে নির্গত হইয়া শোভা পাইতেছে, উল্লিখিত
পঙ্কজস্বরূপ বিভিন্ন উপবনের প্রান্তভাগ পরস্পর সংলগ্নভাবে বিরাজমান । ঐ প্রান্ত-
ভাগে গোস্থান সকল শোভা পাইতেছে, ঐ গোস্থানের মধ্যে গোপগণ ও গোপে-
শ্বর নন্দমহারাজ অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন । যেহেতু ঐ পন্থের সেই স্থান পর্য্যন্তই
গোকুল নামে অভিহিত হইয়াছে ॥ ৫৪ ॥

* নগরের যে পথ দিয়া গজাদি বৃহৎ বৃহৎ জন্তুসকল সাবকাশ ভাবে গমনাগমন করিতে পারে
তাহার নাম ঘটাপথ, উপনিষ্কর বা রাজপথ । গোলোকধামটি অষ্টদল পদ্মের মত । কেশর হইতে
শেষ পত্র পর্য্যন্ত ৮টি ভাগ । ইহার কেশরে শ্রীকৃষ্ণের স্থান, তাহার অতিনিকটের পরবর্তী দল-
শ্রেণীতে শ্রীরাধাদি প্রেরণী ও অষ্টনারিকার স্থান । তাহার পর দলে বন্ধুবর্গের স্থান । তাহার
পর দলে রক্ত পত্রক প্রভৃতি দাসবর্গের স্থান, তাহার পর দলে বশোদা রোহিণী প্রভৃতি মাতৃ-
বর্গের স্থান, তাহার পর দলে নন্দ উপনন্দাদি ও পর্জ্ঞাদি পিতৃপিতামহাদির স্থান, তাহার পর
বৃদ্ধগণের সম্মুখে গোপগণের স্থান । (গোলোকের বাসপরিপাটী এইরূপ আনিতে হইবে । পরে ৯৮
সংখ্যক পদ্যেও ইহার আভাস আছে) ।

তত্রাপি দোহসময়ং সময়। সমেন

গৌবন্দপালবলয়েন নিবিশ্য পশ্যন্ ।

চিস্তামগিপ্রচিতসদ্বস্ত কল্পশাখি-

পদ্মাবতেষু সুরভীরভিপাতি কৃষ্ণঃ ॥ ৫৫ ॥

যন্ত চ সমীপগানামালয়রূপস্য কমলস্য সর্বতশ্চতুরত্ৰং ভবতি,
তদিদং সৰ্বং বৃন্দাবনমিতি বদন্তি, তদ্বহিরন্তরং সমস্তদীপায়মানঃ
স মহাদ্বীপায়মানঃ পরমসুবেশঃ সর্বশ্চ দেশঃ শ্বেতদ্বীপ ইত্যা-
চক্ষতে গোলোক ইতি চ । যন্ত বহির্ভাগঃ সাগরবদপারিচ্ছেদ্য-
স্তত্র বিগতশোক। ধারিত্রিনিভবিচিত্রলোকাঃ সলোকা বিদ্যন্তে ।
পত্রস্থিতানি তু বনানি কেলিবৃন্দাবনানীতি ভগন্তি ॥ ৫৬ ॥

তেষু গোষ্ঠেষু শ্রীকৃষ্ণস্য সুরভীগণপালনকীড়াং বর্ণয়তি তত্রাপিতি শ্লোকেন । দোহসময়স্ত
মধ্যে । সময়ান্তিকমধ্যায়োরিতি নানার্থাৎ । সময়েন তুল্যেন । পদ্মবদোহস্য সংখ্যাবাচী ॥ ৫৫ ॥

তন্ত গোবুলস্য বৃন্দাবননামতাং শ্বেতদ্বীপনামতাং গোলোকনামতাঞ্চ নির্দিশতি যন্ত
চেত্যাदिना । যন্ত শ্রীকৃষ্ণস্য । বস্তিত্যাदि अगमः । धारित्रहं धरित्रौत्तवः ॥ ৫৬ ॥

সেই স্থানেও শ্রীকৃষ্ণ সমবয়স্ক গোবৃন্দপালনকারী গোপগণের সহিত গোষ্ঠমধ্যে
প্রবেশ করিয়া দোহনসময়ে পদ্মসংখ্যক কল্পবৃক্ষপরিবৃত চিস্তামগিনির্মিত ভবন-
সমূহে সুরভীদিগকে পর্যবেক্ষণ ও প্রতিপালন করেন ॥ ৫৫ ॥

বৃন্দাবন, গোলোক ও শ্বেতদ্বীপ, গোবুলেরই যে এই তিন নাম, তাহা নির্দিষ্ট
হইতেছে । যে সকল গোপ শ্রীকৃষ্ণের নিকট হুঁ তাঁহাদিগের আলয়রূপ পদ্মের
চতুর্পার্শ্বে যে চতুষ্কোণ স্থল আছে, পণ্ডিতগণ সেই সমস্ত স্থলকেই বৃন্দাবন বলিয়া
থাকেন, ঐ বৃন্দাবনের বহির্ভাগ ও অভ্যন্তরভাগকে দীপের আয় প্রকাশ করিয়া
মহাদ্বীপত্বা পরমসুন্দর স্থলসকল শ্বেতদ্বীপ ও গোলোকশব্দে কথিত হয়েন ।
সেই বৃন্দাবনের যে বহির্ভাগ সমুদ্রের আয় পরিচ্ছিন্নরহিত, সেই স্থানে যে সকল
লোক আছেন তাঁহাদের শোক নাই, তাঁহারা পার্থিব অর্গাং পৃথিবীসংক্রীয় সংসারি-
লোকদিগের আয় প্রতীয়মান হইলেও সকলেই যেন অশ্রু বৈকুণ্ঠবাসি লোকসকলের
মত । আর পণ্ডিতেরা পত্রস্থিত বনসকলকে কেলিবৃন্দাবন বলিয়া থাকেন ॥ ৫৬ ॥

যথোক্তঃ পঞ্চরাত্রে—

মহাবৃন্দাবনং তত্র কেলিবৃন্দাবনামি চ ॥ ইতি ॥ ৫৭ ॥

অথ চতুরশ্রমনু কমলাং পতয়ালুতয়া পরিতঃ অবন্তী মধু-
ধারাঃ পিবন্ত ইব পুনরপরতৎপানায় বমন্ত ইবচ দক্ষিণপশ্চি-
ময়োঃ সর্বতঃ পর্বতষট্পদা দৃশ্যন্তে । যত্র চ তত্রাপি মহামণি-
ময়কূটঘনঃ শ্রীগোবর্দ্ধনঃ কুটীভূতমহানিধিবদধর্মমানন্দগর্বঃ
সর্বাধিপতেরপ্যাবির্ভাবয়তি ॥ ৫৮ ॥

শ্রীগোবর্দ্ধননামা চায়াং রমণীয়মণিশিলাভিঃ সমাসনমাসনং ১ ।

তত্র তত্র প্রমাণং দর্শয়তি যথোক্তমিত্যাदिना ॥ ৫৭ ॥

ননু কমলাং মধুধারাঃ ক্ষরতীতি প্রসিদ্ধং, এতৎকমলাং ততা মধুধারাঃ কিংরূপা ইত্য-
পেক্ষায়ামাহ অথৈত্যাदिगदोन। পর্বতা এব ষট্পদা ভ্রমরাঃ । অবন্তীনদীঃ । সর্বাধিপতে:
শ্রীকৃষ্ণস্তাপি ॥ ৫৮ ॥

গোবর্দ্ধনশ্চ শ্রীকৃষ্ণভক্তবর্ধ্যঃ বর্ণয়তি শ্রীত্যাदिमहागदोन। সমাসनमাসनमित्या

নারদপঞ্চরাত্রে উক্ত হইয়াছে যে—সেই স্থানে মহাবৃন্দাবন এবং কেলি-
বৃন্দাবনসকল অৱস্থিত আছেন ॥ ৫৭ ॥

অনন্তর বৃন্দাবনের দক্ষিণ এবং পশ্চিমভাগে সকল স্থানেই পর্বতরূপ ভ্রমর-
দিগকে দেখিতে পাওয়া যায় । সেই গোকুলকমল হইতে বহির্গত হইয়া চারি
দিকে মধুধারাবাহিনী যে সমস্ত নদী প্রবাহিত হইতেছে, ঐ সকল পর্বতরূপ
মধুকরগণ সেই সকল নদীদিগকে যেন মধুধারার ত্রায় পান করিতেছে এবং অপর
লোকেও তাহা পান করিবে বলিয়া যেন তাহারা মধুধারা-বাহিনী নদীদিগকে
উদ্গিরণ করিতেছে । যে চতুষ্কোণে ঐ সকল পর্বতের মধ্যে মহামণিময় স্থল
শিখরাবলীদ্বারা নিবিড় হইয়া শ্রীগোবর্দ্ধনপর্বত রাণীকৃত মহামণির ত্রায় সর্বাধিপতি
শ্রীকৃষ্ণেরও অতিশয় আনন্দগর্ষ উৎপাদন করিতেছেন ॥ ৫৮ ॥

এই হরিদাসশ্রেষ্ঠ শ্রীগোবর্দ্ধননামক পর্বত নানাবিধ উপচারে যেপ্রকারে
শ্রীকৃষ্ণপূজা করিয়া থাকেন তাহা বর্ণিত হইতেছে - রমণীয় মণিশিলাদ্বারা সম আসন

খগাবলিকলিতকাকলীভিঃ স্বাগতং স্বাগতং ২ । শ্রামাকদূর্বাঙ্জ-
বিষ্ণুক্রান্তা-পর্য্যগাক্রান্তাতিব্যঙ্নিকরীতিমিষ্পাদ্যং পাদ্যং ৩ ।
চক্ষুঃগচরণমৃদুদক্ষতদর্ভানস্তাক্ষুরৈঃ সমর্ঘ্যমর্ঘ্যং ৪ । তীর-
সনীড়জাতলবঙ্গককোলসঙ্গতপল্ললৈরলম্ব্যচমনীয়মাচমনীয়ং ৫ । নব-
নবনবপ্রসূতগবী-নবীন-স্নুত-ক্ষীরপরিণত-দধিতৎপ্রসূতস্বতশবল-
নৈস্তরুপহৃতমধুপর্কং মধুপর্কং ৬ । শিখরশেখরশিলাসরপ্রধর-
ধারাপাতৈরনুকৃতস্পনপরিচর্যাশ্রীতিমজ্জনং মজ্জনং ৭ । দুকূল-
বদনুকূলসংল্লয়স্বর্ণবর্ণবৃক্ষবিশেষবন্ধলৈঃ কলিতসুখবসনং বসনং ৮ ।

হরিং পরিকলয়ন্তিত্যাদিনাবয়ঃ । সমাগান্ততেহত্রেতি সমাসনং । স্বাগতং সুখেনাজাতং স্বাগতং
সুখেন আগতং । নিষ্করীতিঃ কলো নিষ্করো নিষ্করী ভাভিঃ । অনস্তাক্ষুরৈঃ অনস্তা দুর্বা তস্তা
অক্ষুরৈঃ সমর্ঘ্যং স্থলভং আচমনীয়ং আচমনায় হিতং আচমনীয়ং জলং । শবলনৈবিকিতি বিশ্লে-
ষণে তৃতীয়া । তরুপহৃতমধুপর্কং তরুভিরুপহৃতং বদনু তেন পর্কঃ সম্পর্কো ব্যস্ততং । অস্নু-
কৃতাঃ স্পনপরিচর্যাঃ শ্রীতিমন্তো ভক্তা যত্র তৎ । কলিতসুখবসনং কৃতসুখাচ্ছাদনং ।
বতাবানুবন্ধগন্ধমৃগশিলাশতগন্ধিতহরিচন্দনগৌরগৈরিকৈঃ—বতাবোহমুখকঃ কারণং বস্ত্র-

অর্থাৎ উপবেশন স্থান, ১ । পক্ষিগণের মধুরসদ্বারা স্বাগত অর্থাৎ সুখবশতঃ
জাত স্বাগত ২ । শ্রামাক (শ্রামাধান) দুর্বা, পদ্ম ও বিষ্ণুক্রান্তা (অপরাজিতা)
সহিত সকল দিকে ক্ষরিত ও বক্রীকৃত নিষ্করের জলদ্বারা নিষ্পন্ন পাদ্য ৩ । ইত্যন্ততঃ
গমনশীল মৃগের চরণপাতে অবনত অথচ অক্ষত, কুশাক্ষুর ও দুর্বাঙ্কুরদ্বারা স্থলত
অর্থাৎ ৪ । তীরসমীপে সমুদ্রত লবঙ্গ ও ককোল অর্থাৎ কোশকল বা কাঁকলামূল
কুণ্ড-জলদ্বারা আচমনযোগ্য আচমনীয় জল ৫ ; নূতন নূতন নবপ্রসূত গেষু-
গণের ক্ষরিত ক্ষীর হইতে রূপান্তরিত দধি এবং দধিজনিত ঘৃতমিশ্রিত বৃক্ষদণ্ড
মধুসংযুক্ত মধুপর্ক ৬ । শ্রীতিমান্ ভক্তজনে যেমন শ্রীতিসহকারে শ্রীকৃষ্ণকে
মজ্জন (স্নান) করাইয়া থাকেন, শৃঙ্গাগ্র শিলা হইতে ক্ষরিত প্রধর ধারা-পাত-
দ্বারা (স্নান করাইতে বেরূপ পরিচর্যা যেরূপ সেই ভাবে) ঐ ভক্তজনের
অনুকরণে প্রদত্ত মজ্জন বা স্নানীয় জল ৭ । পট্টবস্ত্রের স্পর্শ প্রিয়স্পর্শ ও পরিপাটীমূল
স্বর্ণবর্ণ ভূজাদি বৃক্ষবিশেষের বন্ধলদ্বারা কলিত সুখবসন অর্থাৎ সুখাচ্ছাদন

স্বভাবানুবন্ধ-গন্ধ-সুগন্ধ-শিলাশত-পরিণতহরিচন্দনগৌরগৈরিকৈ-
 শ্চর্চাতিশয়ং চর্চাতিশয়ং ৯ । প্রফুল্লমালমালতীলতাদিভিনন্দিত-
 স্তমনসঃ স্তমনসঃ ১০ । গব্যাকুরব্যাহতিজাত্যগুরুদারুধূমৈর্ব্যা-
 হতসর্বধূপং ধূপং ১১ । দিবাপি বিদ্যোতি-মণিনিকরজ্যোতির্ভিঃ
 সর্বসম্পদুদীপং দীপং ১২ । মঞ্জুলগুঞ্জাপিষ্টাদিবিষ্টোলীবাঙ্কিত-
 নির্মাণৈঃ কৃতস্তম্যভরণমাভরণং ১৩ । অভিলাষানুকূল-ফল-
 মূল-বলয়ৈঃ সর্বস্তম্যসমাহারমাহারঃ ১৪ । পুষ্পবাসিতশীতলজল-
 বলয়িতপুনরাচমনমনু * বিমলপরিমলাতুলতুলসিকাপল্লবাদি-
 ভিমুখবাসনং মুখবাসনং ১৫ । মরুতুচ্চলক্ষ্যুটুপুষ্পসম্পচ্চম্পক-

তাদৃশো গন্ধো বাসঃ তাঙ্গাঃ শোভনগন্ধশিলানাং শতং তেন সহ পরিণতা মিলিতা যে
 হরিচন্দনগৌরগৈরিকৈঃ । চর্চাতিশয়ং—চর্চাঃ সামান্যচর্চা অতিশেতে উল্লভ্য বর্ততে তাদৃশং
 চর্চাধিকং তং চর্চাতিশয়ং । প্রফুল্লমালমালতীলতাদিভিঃ—প্রফুল্ল মাল্য শ্রেণী বাসঃ
 মাল্যোতি পাঠ্য নষ্টঃ । মালাং পুষ্পং তাস্য তা মালতীলতাদয়শ্চেতি তাভিঃ নন্দিতস্তমনসঃ
 নন্দিতদেবান্ । ব্যাহতসর্বধূপং—ব্যাহতঃ সর্বধূপঃ সর্বদস্তাপো যেন তং । বিষ্টোলী-
 বাঙ্কিতনির্মাণৈঃ—বিষ্টোলী গুচ্ছঃ তস্যা বাঙ্কিতনির্মাণৈঃ । কৃতস্তম্যভরণং ভরণং পোষণং, কৃতং
 স্তম্যভাঃ পরমশোভায়া ভরণং পোষণং যেন তদাভরণং । মুখবাসনং, আমোদী মুখবাসনঃ ।

বসন ৮ । স্বভাবসিদ্ধগন্ধে সুগন্ধ ও শিলাশতমিলিত হরিচন্দন, হরিताल ও
 গৈরিকাদিহারা সামান্য গন্ধাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গন্ধ ৯ । প্রফুল্ল মালতীলতাদিহারা
 নন্দিতস্তমনস অর্থাৎ দেবগণের আক্লাদদায়ক স্তমনস (পুষ্প) ১০ । গোগণের
 খুরভয় জাতী (জায়ফল) অগুরু ও দেবদারু ধূমদ্বারা ব্যাহতসর্বধূম অর্থাৎ সমস্ত
 সস্তাপনাশক ধূপ ১১ । দিবসেও সমুজ্জল মণিসমূহের জ্যোতির্দ্বারা সর্বসম্পদ-
 প্রকাশক দীপ ১২ । মনোহর গুঞ্জা, ময়ূরপুচ্ছ ও পুষ্পগুচ্ছে অভিলষিত বস্তুর
 নির্মাণদ্বারা বাহ্যর শোভা বর্ধিত হয় এরূপ আভরণ ১৩ । অভিলাষযোগ্য
 ফলমূলসমূহদ্বারা সর্বস্তম্যের একত্র মিলনরূপ আহার ১৪ । পশ্চাৎ পুষ্পবাসিত
 শীতলজলসংস্পৃষ্ট পুনরাচমনের পর বিমল ও তুলনারহিত গন্ধযুক্ত তুলসীপত্রদ্বারা

* পুষ্পাদি আচমনমুপযুক্তঃ পাঠঃ মাদোগ্রামহ ৬বীরচন্দ্রগোষামিত্যভ্যোঃ পুস্তকে নাস্তি ।

দীপাবল্য। স্ফুটমারাত্তিকমারাত্তিকং- ১৬। ঘনকশলয়বলয়-
সঙ্কলবকুলমুখ-শাখিনিকরৈঃ শোভাস্তরতমাতপত্রমাতপত্রং ১৭।
মলয়মরুতলবচলংপল্লববিশালশালৈর্নন্দিতভব্যজনং ব্যজনং ১৮।
নিজস্বরবিবেকিনাং কেকিনামনেকাঙ্গকেকাভিঃ কলিলাস্ত্রং
লাস্ত্রং ১৯। হরিবেগুধনিভ্রমকৌচক-কলক্রমকৃতাকর্ষবনিতাস্থিত-
শয্যায়মান-পুষ্পপাতপর্যায়ৈঃ কৃতসর্বাতিশয়নং শয়নং ২০।
কাকলী-কলিল-কলকোকিলকুলৈর্লক্সঙ্গানং গানমপি ২১।

পরত্র মুখং বাসয়তীতি তৎ। আরাত্তিকমারাত্তিকং রাত্রিপর্যায়ং। আরাত্তিকং প্রসিদ্ধং।
শোভাস্তরতমাতপত্রমাতপত্রং—শোভাস্তরতমং শোভাবিশেষশ্রেষ্ঠং অতস্তি গচ্ছন্তি পত্রাণি যত্র
তৎ। আতপত্রং ছত্রং। কেকাভিস্থিতাত্র সহার্থে তৃতীয়া। কলিলং ব্যাপ্তমাত্রং যত্র তৎ লাস্ত্রং
নর্তনং। হরিবেগুধনিভ্রমকৌচকেতি—হরিবেগুধনিভ্রমো যেন এবভূতো যঃ কৌচক-কলক্রমঃ
সমদ্বয়শ্চ মধুরধ্বনিপরিপাটী তেন কৃত আকর্ষ আকর্ষণং যানং তান্তিরম্বিতা মিলিতা বা শয্যা
তদ্বিব আচরন্তি যে পুষ্পপাতপর্যায়ঃ পুষ্পপাতনিক্ষেপাভিঃ। লক্সঙ্গানং লক্সঙ্গমনং। গাঙ্
গতো ধাতুঃ। তৎ গানং ॥ ৫২ ॥

মুখবাসন তাৎপর্য ১৫। বায়ুভরে চঞ্চল ও প্রফুল্ল পুষ্প সম্পদযুক্ত চম্পকরূপ দীপশ্রেণী
দ্বারা রাত্রিপর্যায় আরাত্তিক (আরতি) ১৬। নিবিড় পল্লবাবলীসম্পন্ন বকুল
প্রভৃতি বৃক্ষনিকরদ্বারা যাহার অত্যুত্তম শোভাবিশেষ হইয়াছে, তাদৃশ পত্রযুক্ত
আতপত্র ১৭। মলয়পবনবশে দ্বিষৎ চঞ্চল পল্লববিশিষ্ট বৃহৎ শালবৃক্ষদ্বারা ভবাজনের
আহ্লাদক ব্যজন-১৮। যাহাদিগের নিজস্ব কেকারব সর্বত্র বিখ্যাত সেই কেকা-
ভিঃ মধুরগণ যে মুখবাদান-করিয়। ইহা দীর্ঘ পুতাদিভেদে অনেকাঙ্গ কেকারব
করিতে করিতে নৃত্য করিতেছে তাহাই শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিজনক নৃত্য ১৯। কৌচক-
(রবকারি বংশ) গণের কলধ্বনি ঋতিপথে শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের মুরলীরব-ভ্রমে
সমাগত রমণীগণের সহিত রমণীয় শয্যার ছায়া পতিত পুষ্পের ক্রমপরিপাট্যদ্বারা
সমস্ত অতিক্রমকারী অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ যে শয্যা তাহাই শয্যা ২০। শয্যাগমনের পর
নিদ্রার আবেশ হয়, তৎকালে স্তমধুর স্বপ্নস্বরের গানই উপযুক্ত, এজন্য হরিদাস
বর্ষ গিরিরাজ স্তমধুর অক্ষুট শব্দকারী ও কলধ্বনিকারী কোকিলগণের শব্দদ্বারা

হরিং পরিকলয়ন্ পূর্বপূর্বসিদ্ধনিজহরিদাসবর্ষাতাং পর্যাপন্ন-
মাস্তে ॥ ৫৯ ॥

কৃতহরিদাসবর্ষাসঙ্গা মানসগঙ্গাচ সর্বসুখস্বেমনি কৃষ্ণ-
প্রেমণি মানসদ্রবময়ীতি কিল তন্মামতয়া তাং বর্ণয়ন্তি উপ-
শ্লোকয়ন্তি চ ॥ ৬০ ॥

স্বপ্নেনাঘজিৎশ-বামনপদ-স্পর্শেন গঙ্গা সদা

সর্ব্বাঘপ্রশমন্যভূদপি শিবস্তা রুঢ়মূর্ধাজনি ।

স্বেনৈবাঘজিতা সদা বিহরতা ব্রহ্মেশলক্ষীজয়ি-

প্রাশস্ত্যেন সহ ব্রজেন মিলিতা গঙ্গাপরা কিং পুনঃ ॥ ৬১ ॥

এতাদৃশশ্রীগোবর্দ্ধনসঙ্গেন মানসগঙ্গায়া অপি স্বরূপং বর্ণয়তি কৃতেত্যাदि গদ্যেন ॥ ৬০

ভাষীরথ্যাঃ সকাশাদস্তা মহিমাতিশয়ং সমুক্তিকং লিখতি অগ্নেনেতি শ্লোকেন ॥ ৬১ ।

সেইরূপ সমন্বোচিত গানেরও ব্যবস্থা করিয়াছেন, সেই গানের কর্ত্তা বহু বহু
কোকিল হইলেও সঙ্গতির (সঙ্গতের) অভাব নাই ২১ । শ্রীগোবর্দ্ধন এইরূপে
শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে পাণ্ড অর্ঘ্য প্রভৃতি পূজার উপকরণ সকল সমর্পণ করিয়া পূর্ব-
পূর্বসিদ্ধ নিজের হরিদাসবর্ষাতা অর্থাৎ হরিদাসসকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ
করিয়া বর্ত্তমান আছেন ॥ ৫৯ ॥

অপর, হরিদাসবর্ষা গোবর্দ্ধনের সঙ্গপ্রাপ্ত হইয়া মানসগঙ্গার মন নিশ্চয়ই
সর্ব্বসুখাশ্রয় শ্রীকৃষ্ণপ্রেমেই দ্রবীভূত হইয়াছে, তন্নিমিত্ত পণ্ডিতগণ তাঁহাকে
“মানসগঙ্গা” নামে বর্ণন এবং শ্লোকদ্বারা স্তব করিয়া থাকেন ॥ ৬০ ॥

যখন অবাশুরজয়ী শ্রীকৃষ্ণের অংশাবতার শ্রীবামনদেবের অল্পমাত্র চরণ-
স্পর্শ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীগঙ্গাদেবী সর্ব্বপাপবিনাশিনী এবং শ্রীশিবশিবে আকৃষ্টা
হইয়াছেন, তখন বিধি, শিব ও লক্ষ্মীবিজয়ী ও প্রশস্ত ব্রজবাসিন্যের সহিত
সর্ব্বদা বিহারী সর্ব্বপাপহারী স্বয়ং অবজয়ী শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিতা মানসগঙ্গা
যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহা আর কি বলিব ? ॥ ৬১ ॥

অথ যত্রাপ্যন্তরপূর্বয়োঃ কশ্যানন্দব্রজরূপস্ত ব্রজশ্যালিন্দা-
দদূরভবেতি কিল কালিন্দীতি নাম্নী যমুনা বিলসতি ॥ ৬২ ॥

যা খলু—কদাচিদ্ধারাভিবহতি হরিরত্নদ্রবনিভা

কদাচিৎ স্তব্ধাঙ্গী স্ফুরতি হরিরত্নক্ষিতিরিব ।

ক্রমাৎসেগৌ তস্মিন্ন নদতি নদত্বকর্তনয়।

জলস্থলোঃ শস্য প্রসবতি হরেঃ সেবনবিধৌ ॥ ৬৩ ॥

পশ্যন্তী জলজেষ্ণু ঘনরসাবর্তশ্রুতিঃ শৃণুতী

জিহ্বন্তী বাযনাসিকা তরলদোরালিঙ্গনং কুর্বতী ।

জলন্তীব চ হংসচক্রবদনা নীরাত্মনা কৃষ্ণভাগ্-

যা কৃষ্ণা নত সাথ কৌদৃগসকৃদেব্যাত্মনা চেষ্টতে ॥ ৬৪ ॥

অধুনা শ্রীযমুনায়া মহিমানং লিপিতুং প্রকৃত্যে অথৈতাদি গদ্যেন । কশ্য অনির্কচনীয়স্য ।
যস্যোতি বা পাঠঃ ॥ ৬২ ॥

এতস্য মহিহে কারণং সম্পাদয়তি যা খলু তাদিনা । ক্রমাদিতি পরিপাট্যেত্যর্থঃ ॥ ৬৩ ॥

যমুনা খলু দ্বিরূপা জলময়ী দেবীরাূপা চ । তয়োদ্বয়োরপি শ্রীকৃষ্ণভক্তহেন মহিহং লিপতি
পশ্যন্তীতি পদ্যেন । চক্রং সমূহো চক্রবাকো বা । কৃষ্ণভাক্—যা কৃষ্ণা নীরাত্মনা কৃষ্ণভাক্ চেষ্টতে
সা দেব্যাত্মনা কৌদৃক্ চেষ্টতে তন্ন জায়ত ইত্যর্থঃ ॥ ৬৪ ॥

অপিচ বৃন্দাবনের উত্তর ও পূর্ব দিকে কোন এক অনির্কচনীয় আনন্দরাশি-
রূপ ব্রজধামের অঙ্গণের সমীপে প্রবাহিতা হইয়া কালিন্দীনাম্নী যমুনা
বিলাস করিতেছেন ॥ ৬২ ॥

যে যমুনা কখন কখন স্রোতোদ্বারা গলিত নীলকান্তমণির ত্রায় শোভা বহন,
কখন কখন হরিদ্বর্ণ রত্নভূমির ত্রায় স্থিরভাব প্রাপ্ত হইয়া মুরলীর মধুর ধ্বনি
হইলে তাহার শ্রবণ এবং সেকরূপ ধ্বনি না হইলে নিজেই ধ্বনি করিয়া থাকেন, এইরূপে
সেই স্বর্গাতনয়া জল ও স্থলে শ্রীহরির সেবনবিষয়ে মঙ্গল প্রসব করিতেছেন ॥ ৬৩ ॥

শ্রীযমুনা প্রকুল্লকমলরূপ নেত্র দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের রূপমাধুরী দর্শন, জলের ঘূর্ণারূপ
শ্রুতিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের লীলামৃত-শ্রবণ, মংগুরূপ নাসিকাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ

যত্র চ সৰ্বত্র সরাংসি চৈবমুৎপ্ৰেক্ষ্যন্তে—

ব্রজবিপিনবিভাগে নিশ্চলো যন্ত বাসঃ

স্বয়ময়মপরেষাং পোষকো জংজনীতি ।

কলয় বরসরাংসি শ্রোতসাগরে বৃন্দৈ-

বিদধতি যমুনাদ্বীপিনীঃ স্মৃতিতোয়াঃ ॥ ৬৫ ॥

যত্র চ—কাশিচং পঙ্কজকৈরবাবলিলসংশ্রোতস্বতীপ্রান্তগ।

নানাপুষ্পবনীবিরাজদবনীমধ্যস্থিতাঃ কাশ্চন ।

অধুনা গোবিন্দসরোবরাদীনঃ তত্র স্থিতিং সদা শ্রোতঃশালিহক বর্ণয়তি যত্র চেত্যাদিনাঃ ।
তদ্রূপতাং পরিচায়য়তি ব্রজেতি শ্লোকেন । যস্যোতি সামান্যদ্বারপুংসক ইমেক ইক । দ্বীপিনী-
নদীঃ ॥ ৬৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণাদীনঃ সুপদায়িত্বেন তত্রত্যভূমীৰ্ণয়তি যত্র চ কাশ্চিদিতি শ্লোকেন ।

আত্মাণ, তরঙ্গরূপ বাহুদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আলিঙ্গন, হৃৎসদল বা চক্রবাকরূপ
বদনদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রহস্যবাক্য প্রয়োগ করিতেছেন, কি আশ্চর্য্য ! এই
প্রকারে জলরূপিণী যমুনা যখন শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতেছেন, তখন দেবমুহুরিতে বা
যমুনাস্থিত অধিষ্ঠাত্রীরূপে যে কেমন সেবা করেন, তাহা জ্ঞানগোচরই হয় না ॥৬৪॥

সর্বত্র বর্তমান গোবিন্দসরোবর প্রভৃতি যমুনাতে এইভাবে উৎপ্রেক্ষিত হইয়া
থাকে, যথা—

হে বান্ধবগণ ! দর্শন কর, ব্রজবিপিনে যাহার নিশ্চল বাস তিনি স্নগ-
অন্তের পোষক হইয়া থাকেন, ইহা মনোমধ্যে অবধারণ করিয়াই সরোবর
সকল শ্রোতের জলরাশিদ্বারা যমুনা দ্বীপগণকে বিস্তার করিতেছে ॥ ৬৫ ॥

ঐ যমুনার পার্শ্বস্থ ভূমি দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে এক ভাগে প্রদূর
কমল ও কৈরবপুষ্প সমৃদ্ধদ্বারা সুপ্রকাশিত নদীগণ এবং অত্র ভাগে বহুবিধ
পুষ্পবৃক্ষসংযুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অরণ্যসকল শোভা পাইতেছে, এই দ্বিতীয় খণ্ডই

কেকাবল্লভিমংকুহুমধুরিতাঃ কান্তাস্চৰ্চাচিতি।

নাসাদৃক্শ্রবসস্ফুটোহপি স্তম্ভদা রাসাঙ্কিতা ভূময়ঃ ॥ ৬৬ ॥

কিঞ্চ—ভাণ্ডীরস্তরগণিপদং সমুন্নতে ন

প্রয়াতঃ পরমিহ কিন্তু বিহৃতেশ্চ ।

তচ্ছাখাঃ পরিবিহরন্নবারপারে

কালিন্দ্যা মুহুরাভিযাতি গোপসজ্জাঃ ॥ ৬৭ ॥

তথা—কচিৎ সদ্রাভাসপ্রকটবলদংকোটরঘটঃ

কচিৎ পল্যঙ্কাতপ্রথিতপৃথুশাখাস্থতমঃ ।

কচিদোলাতুল্যগ্রথিতলতিকাপালিবর্ণিতঃ

সদাহমৌ ভাণ্ডীরঃ কমিন হরিকেলিং ন তনুতে ॥ ৬৮ ॥

কান্তাস্চৰ্চাচিতি কান্তানামঙ্গানং চৰ্চা পরিপাটি তয়া ব্যাখ্যাঃ । নাসাদৃক্শ্রবস ইতি
প্রাণ্যস্বাদেককং । স্তম্ভদা অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণস্য ॥ ৬৬ ॥

অধুনা ভাণ্ডীরবটন্যায়ামবিস্তারো বর্ণয়তি কিঞ্চ ভাণ্ডীর ইতি পদ্যেন । অব্যবপারে
অর্পাচি তীরে ॥ ৬৭ ॥

অথ তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য ক্রীড়োপকরণং বর্ণয়তি তথা কচিদিতি প্রোক্তেন ॥ ৬৮ ॥

মগ্নের কেকারবে, ভ্রমরের ঝঙ্কারে ও কোকিলের কুহুমরে অতি সুমধুর এবং
রমণীদিগের চন্দনাদি অঙ্গরাগ দ্বারা ব্যাপ্ত ও রাসলীলার চিহ্নদ্বারা অঙ্কিত হইয়া
নাসিকা, নয়ন, শ্রবণ ও ত্রিগুণিয়ারও আনন্দ প্রদান করিতেছে ॥ ৬৬ ॥

অপিচ. ভাণ্ডীরবট উর্দ্ধদিগে সমুন্নত হইয়াও তরগি অর্থাৎ সূর্য্যদেবের নিকটে
গমন করেন নাই, কিন্তু পার্শ্বদেশের বিস্তৃতিদ্বারা যমুনাতে তরগি অর্থাৎ নৌকাপদ
প্রাপ্ত হইয়াছেন । অর্থাৎ গোপগণ বিহার করিতে করিতে ঐ ভাণ্ডীরের শাখা-
সকলকে আশ্রয় করিয়া কালিন্দীর পরপারে বারম্বার গমন করিয়া থাকেন ॥ ৬৭ ॥

তথা কোনও অঙ্গে গৃহতুলা অত্যুত্তম কোটরসমূহ প্রকট করিয়া, কোন
অঙ্গে পর্য্যঙ্কসদৃশ সুখতম স্থল শাখা বিস্তার করিয়া এবং কোন অঙ্গে দোলাতুলা
গ্রথিত লতাশ্রেণী সম্বলিত হইয়া এই ভাণ্ডীরবট হরির কোন কেলিকে না
সর্পিদা বিস্তার করিতেছেন ? ॥ ৬৮ ॥

তদুদীচীমনুদেশঃ, প্রথয়তি সৌখ্যানি রামঘট্টাখ্যঃ ।

যত্র চ রামং কুর্স্বন, সুখয়তি রামঃ সরামতামঞ্চন ॥ ৬৯ ॥

অথ তস্য লোকস্য লোকপালৈর্বরণীয়ানি বিমানচারিণাং
বরাণ্যাবরণানি স্রববজ্রানি বরীভূতানি । যত্র চ—বাসুদেবাদি-
সংস্কৃতং স্বয়মেব চতুর্ভূতহরন্দং লোকপালায়মানং সেনাব্যুহতামুর-
রৌচরৌকরীতি । তত্র তু পুরুষার্থাদয়ঃ কে বরাকাঃ ? ॥ ৭০ ॥

তদেবং সতি গোলোকনাগায়ং লোকঃ পরমমান্যঃ সামান্য-
তয়াপি কেন বর্ণ্যতাং । যঃ খল্বমৃতসিদ্ধুরিত্যমৃতাক্ষসঃ । যশসঃ

নবত্র রামঘট্টঃ প্রয়তে তত্রাহ তদুদীচীমধিতি । অনু লক্ষীকৃত্য । রামং ক্রীড়াং । রামতাং
রমণীয়তাং । যদ্বা । সরামতাং রামসহভাবং ॥ ৬৯ ॥

অধুনা গোলোকস্য সংস্খাভেদমাবরণদেবতাদিকঞ্চ লিখিতি অথৈতাদি পদ্যেন ॥ ৭০ ॥

ততস্তস্যানির্লচনীয়তা নানারূপাস্পদতা চ সঙ্গচ্ছতে ইতি প্রতিপাদয়তি তদেবমিত্যাদি
পদ্যেন । সামান্ততয়াপি কিমূত বিশেষণ ।

ভাগীরথের উত্তরদিকে রামঘট্টনামক প্রদেশ সুখসমূহ বিস্তার করিতেছে ।
যে স্থানে ক্রীড়াকারী বলরাম সরামতা অর্থাৎ রমণীয় শোভাবিশিষ্ট হইয়া সুখামু-
ভব করিয়া থাকেন ॥ ৬৯ ॥

অনন্তর সেই গোলোকের স্রববজ্র অর্থাৎ আকাশমণ্ডলে লোকপালদিগের
মধ্যবর্তী পূজনীয় ও পরমশ্রেষ্ঠ আবরণদেবতাগণ বিমানচারী হইয়া অতিশয়রূপে
বর্তমান হইয়া রহিয়াছেন । যে স্থানে বাসুদেবাদিনামক চতুর্ভূতহরন্দ নিজেই
লোকপালের আয় হইয়া সেনাসমূহের কার্য সম্যক স্বীকার করিতেছেন, সেই
গোলোকে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ রূপ পুরুষার্থ চতুষ্টয়ের কথা আর কি বলিব ?
তাহারা ত অতিক্রুদ্র পদার্থ ॥ ৭০ ॥

এইরূপ হওয়ায়, এই গোলোকনামক লোক পরমমান্য, সামান্যরূপেই বা কোন
ব্যক্তি তাহার বর্ণন করিতে সক্ষম হইবে ? যাহাকে দেবগণ অমৃতসিদ্ধ, কবিগণ

সবয়া ইতি কবয়ঃ । নৈচিঞ্জৌধস্মাকৃতিরিতি বিশ্বকস্মাণঃ । আন-
ন্দানাং ব্রহ্মসাক্ষাদিতি ব্রহ্মানুভবিনঃ । প্রেমা স্বয়ং ব্যক্ত ইতি
ভগবদ্বক্তা মন্যন্তে, ইত্যনেকগতপরামুর্চ্ছিতয়া দৃষ্টিঃ ॥ ৭১ ॥

কিঞ্চ—

কিং তেজঃ কিংনু চিত্রং কিমুত নটকলা কিস্তরাং কোহপি লোকঃ
কিস্বা প্রেমা প্রকামং * প্রকটিতস্ববপুর্গঃ শুকেন প্রগীতঃ ।

ইথং তল্লোকপালপ্রমুখাদিবিষদাং সংহতিস্তুর্কয়ন্তী

তস্মিন্ গোবিন্দধাম্নি প্রাতিদিনময়তে সস্ত্রগঞ্চ ভ্রমঞ্চ ॥ ৭২ ॥

তদেবং বুদ্ধিপদ্ধতিমপ্যতীতবানসৌ লোকঃ প্রসভং বুদ্ধি-
মধ্যমধ্যারোহতি ॥ ৭৩ ॥

সবয়াঃ তুলাঃ ॥ ৭১ ॥

অতঃপুস্য কিমপি বৈভবং বর্ণয়তি কিঞ্চ কিং তেজ ইত্যাদি পদ্যেন । নটকলা নাট্যশিল্পঃ ।
যঃ অর্থাৎ এজজনানাং ॥ ৭২ ॥

অথ তসৌবমনরূপণীয়তাং প্রপঞ্চ্য বুদ্ধিমার্গাপ্রাপ্যতয়া চিন্তামধ্যপ্রবেশিতাং বর্ণয়ত
তদেবমিত্যাদি পদ্যেন । বুদ্ধিপদ্ধতিং বুদ্ধিমার্গং ॥ ৭৩ ॥

যশের তুলা, বিশ্বকস্মগণ আশ্চর্য্যরূপ, ব্রহ্মানুভবী জ্ঞানিগণ সর্বানন্দ মধ্যে ব্রহ্ম-
সাক্ষাৎকার এবং ভগবদ্বক্তৃগণ “প্রেমের স্বয়ং প্রকাশ হইয়াছে” এই বলিয়া অনেক
প্রকারে ও পরামর্শে দর্শন করিয়া থাকেন ॥ ৭১ ॥

অপিচ, এ কি তেজ, কিম্বা চিত্র, অথবা নটকলা অর্থাৎ নটশিল্প, কিম্বা কোন
লোক, অথবা যে প্রেম শুকদেবকর্তৃক কীর্তিত হইয়াছে, সেই প্রেমই কি সুন্দর
শরীর প্রকটন করিয়াছেন, এই বলিয়া গোলোকস্থিত লোকপালপ্রভৃতি দেবগণ
বিতর্ক করিয়া গোবিন্দধামে প্রতিদিন আবেগ ও ভ্রান্তি প্রাপ্ত হইতেছেন ॥ ৭২ ॥

অতএব এইরূপে গোলোকধাম বুদ্ধিপথ অতিক্রম করিলেও সহসা বুদ্ধির
মধ্যস্থানে আরোহণ করিতেছেন ॥ ৭৩ ॥

* কিম্বা প্রেমা স সাক্ষাদিহ কলিতবপুঃ । ইতি পাঠান্তরঃ ।

যতঃ—যে যে প্রীতিং দদতি বিষয়া যে চ তত্তদ্বিদূরা-

স্তেষুংকণা মম নহি কদাপ্যত্র সত্যং করোগি ।

কৃষ্ণে স্নেহং বত বিতনুতে যশ্চ যত্রোপি কৃষ্ণঃ

শশ্বল্লোকঃ সতু সরভসং মাং দিদৃক্ষুং করোতি ॥ ৭৪ ॥

যস্তাকর্ণনম্যাপূৰ্ণমমিতব্রজাণ্ডকোটিব্রজে

বৈকুণ্ঠেষপি বাঞ্ছিতং কিমপরং যল্লালসা শ্রীরপি ।

গোলোকে সতু বান্ধবাগ্রিমতয়া শিভ্রাজতে সৰ্ঙ্গদা

যেষাং তন্মধুরিন্মি হন্তু মম হৃদয়জ্জন্মলুঃ সজ্জতি ॥ ৭৫ ॥

হন্তু কিং করবাণি মহসৈবারক্কাবানেতদ্বর্ণনং । নির্দাহন্তু ন

পশ্যামি ॥ ৭৬ ॥

তস্য চিত্তপ্রবেশিতাকাব্যং দ্যোতয়তি যতো মে মে ইত্যাদি পদ্যেন ॥ ৭৪ ॥

তামেব চিত্তপ্রবেশিতামুদঘাটয়তি যস্যোতি পদ্যেন । যস্য শ্রীকৃষ্ণস্য ॥ ৭৫ ॥

শ্রীগোলোকস্য শরূপবর্ণনমতিদ্বঃসাধ্যমিতি বিভাব্য স্য যথা সঙ্কোচো জাতঃ, গ্রন্থকৃতঃ
শরমেব তং ক্ষুটীকরোতি হন্তেত্যাদি পদ্যেন ॥ ৭৬ ॥

কারণ, বে বে বিষয় প্রীতি প্রদান করিয়া থাকে এবং যে সকল বিষয় তত্ত্ব-
পদার্থের দ্রবভী অর্থাৎ প্রীতিপদ হয় না, সেই সকল পদার্থে আমার যে কখনই
উৎকণ্ঠা হয় নাই, ইহা আমি সত্য করিয়া বলিতেছি । আহা ! যে লোক শ্রীকৃষ্ণের
প্রতি স্নেহ বিস্তার করেন এবং শ্রীকৃষ্ণ ও যাঁহার পতি নিরন্তর স্নেহ প্রকাশ করিয়া
থাকেন, সেই গোলোকধাম হঠাৎ আমাকে নিরন্তর দর্শনবিষয়ে অভিলাষী করি-
তেছেন ॥ ৭৪ ॥

অপিচ, কোটি কোটি ব্রজাণ্ডে ও বৈকুণ্ঠসমূহে যাঁহার নাম শ্রবণ ও অতিবাঞ্ছ-
নীয়, অধিক আর কি বলিব ? যাঁহার শ্রবণে লক্ষ্মীদেবী ও লালসা প্রকাশ করিয়া
থাকেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ গোলোকধামে গোপগণের প্রধান বান্ধবরূপে সৰ্ঙ্গদা বিরাজ
করিতেছেন, কি আশ্চর্য্য ! তাঁহার মাধুর্য্যে আমার হৃদয় নিমগ্ন হইয়া বারম্বার
আসক্ত হইতেছে ॥ ৭৫ ॥

হায় ! আমি কি করি ? হঠাৎ এই স্বরূপ বর্ণন করিতে আরম্ভ করিয়াছি.

যতঃ—প্রথমতশ্চতুরস্রপরিহরিচরিতচারুতাপ্রণিধান এবৈ-
দৃশতা দৃশ্যতে । যথা—

গবাং ক্ষেপশ্চারং প্রতি সখিভিরাক্রৌড়পরতা ।

মুহুস্তাসাং দূরে গগনমনু সম্ভালনবিধিঃ ।

তদাহ্বানং তাসু ক্রমমনু বিসৃষ্টিঃ সবয়সাং

পুনঃ ক্রৌড়াবেশঃ স্মৃতিপদতয়া ক্ষোভয়তি নঃ ॥ ৭৭ ॥

তত্রাপি—কচাপি কৃষ্ণরামৌ তৌ করবন্ধকরৌ মিথঃ ।

হসন্তৌ হাসয়ন্তৌ চ কুর্বাতে চিত্তমাকুলং ॥ ৭৮ ॥

তং দশর্ষতি যত হতি গদোন । চতুরশ্রণ যথাযোগোন পরি সঙ্গতোভাবেন যং হরিচরিতং
তস্য যা চারুতা পরিপাটি তন্যঃ প্রণিধানে । গবাং ক্ষেপঃ গোগায় প্রেরণং । তানাং গবাং ।
সবয়সাং সর্পানাং ॥ ৭৭ ॥

বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণরাময়োঃ ক্রৌড়া চিত্তমতীব ক্ষোভয়তীতি লিখতি তত্রাপিত্যাди পদ্যেন ॥ ৭৮ ॥

কিন্তু কিরূপে যে ইহার নিম্নাহ হইবে, তাহার উপায় কিছুই দেখিতে পাইতেছি
না ॥ ৭৬ ॥

যে হেতু প্রথমাবধি যথাযোগ্য ও সন্দোভম শ্রীহরিচরিত্রের পরিপাটিতে
প্রণিধান করিতেই আমার এতাদৃশ আসক্তি দৃষ্ট হইতেছে ।—

যথা—প্রথমতঃ চারণের নিমিত্ত গোষ্ঠ হইতে গোগণের পেরণ, তদনন্তর
সখাদিগের সহিত বারবার ক্রৌড়া করণ, তৎপরে গোগণের দূরদেশে গমন, পশ্চাৎ
গোগণের সম্ভালন অর্থাৎ অবলোকনবিধি, তৎপরে দৃগত গোগণের আহ্বান,
তাহার পর গোগণ অতি দূরদেশে গমন করিল তাহাদিগের আনয়ন বিষয়ে
সখাদিগের প্রেরণ এবং তৎপরে পুনর্বার বহুবিধ ক্রৌড়া । এইরূপে লীলাসকল
স্মৃতিপথে উদ্ভিত হইয়া আমাদিগকে ক্ষুব্ধ করিতেছে ॥ ৭৭ ॥

ঐ গোষ্ঠে কোন সময়ে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম পরস্পর হস্ত ধারণপূর্বক হাস্য
করিয়া ও অপরকে হাস্য করাইয়া আমার চিত্ত আকুল করিতেছেন ॥ ৭৮ ॥

কিঞ্চ—বৃক্ষানঙ্কুরয়ন্ত বিজ্ঞতদশামদ্রৌময়ন্ত দ্রতঃ

স্তুভ্জাশ্চাসি লম্ভয়ন্ত সরিতাং কিংবা প্রতীচীনতাং ।

বেণুধ্বানঘটা যতোহতিনিকটাঃ কস্মাদকস্মাদ্বলাং

কর্ণাভ্যর্গগতা ইব স্ফুটময়ূন্ ধুম্বন্তি তদ্ব্যায়িনঃ ॥ ৭৯ ॥

যতস্তদনুভবিনাং স্তম্বন্ত মনসি স্ফুরদপি ন বক্তুমীশ্র্যতে ॥ ৮০ ॥

যস্মিন্ হরির্যতি বিহারহেতোস্তস্মিন্মুদা ফুল্লতি চেৎ কুঠোহপি ।

ন তত্র পৃচ্ছা নচ বক্তৃতা তন্ন পৃচ্ছ্যমেতন্নচ বাধ্যমাস্তি ॥ ৮১ ॥

তত্রাপি বেণুবাদনপরিপাটী তচ্চিত্তনপরজনান্ অতীব ক্ষোভয়তীত্যাহ কিঞ্চেত্যাদিনা ॥ ৭৯ ॥

ননু তৎ কিং বেণুধ্বনিশ্রবণে তেষাং স্তম্বং জাতং ন বা, যদি স্তম্বং জায়তে তৎ কীদৃশং, ইতি বর্ণনাপেক্ষায়ামাহ তদনুভবিনামিতি গদোন ॥ ৮০ ॥

তৎস্তম্ববর্ণনে সামর্থ্যাভাবে হেতুং বর্ণয়তি যস্মিন্নিতি পদোন । হরিরিত্যত্র বেণুবাদনপর-
ইতি শেষঃ । কুঠো বৃক্ষঃ ॥ ৮১ ॥

অপিচ, বেণুধ্বনির পরিপাটী বৃক্ষ সকলকে অঙ্কুরিত করুক, পর্বতসকলকে শীঘ্র আদ্রীভূত করুক এবং নদীসকলের জলকে স্তম্বিত অথবা পশ্চিম বা উজান-
গামী করুক, কিন্তু কি জন্ত সে অতিনিকটবর্তী হইয়া এবং বলপূর্বক কর্ণমধ্যে
প্রবিষ্ট হইয়া কৃষ্ণাধানকারী ভক্তগণকে কম্পিত করিতেছেন ? ॥ ৭৯ ॥

যদি বল, বেণুধ্বনিশ্রবণে তাঁহাদিগের স্তম্ব জন্মে কি না ? যদি স্তম্ব জন্মে
তবে সেই স্তম্ব কি প্রকার ? এই অপেক্ষায় কহিতেছেন—বেণুরব অনুভবকারী
ভক্তগণের মনোমধ্যে স্তম্বক্ষৃতি হইলেও তাহা বলিতে সক্ষম হওয়া যায় না ॥ ৮০ ॥
যে হেতু—

বেণুবাদনতৎপর শ্রীকৃষ্ণ বিহারনিমিত্ত যে স্থানে গমন করেন তথায় বৃক্ষও
যদি আহ্লাদে প্রফুল্লিত হইয়া থাকে, তখন এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা নাই এবং বক্তৃতাও
নাই, কারণ ইহা জিজ্ঞাস্ত ও নহে, তথা বলিবার বিষয়ও নহে ॥ ৮১ ॥

ইদঞ্চ সৃজনমতিমতীবার্হতি—

গায়ন্তি তত্র ধ্বলাঃ পরিপালয়ন্তঃ

পারাবতীং মধুরাগবতীমুদাত্রাঃ ।

জন্মাদিকৃষ্ণচারতানি চিরং গতানি

স্মৃত্বা যতঃ সপদি মুহ্যতি সর্গ এব ॥ ২৮ ॥

অহো কুতঃ কুতো বা মনঃ সংযমনীয়ং । যতো গোষ্ঠানিচ
তানি দ্রষ্টুং মনঃ প্রসভমুৎকণ্ঠয়ন্তি ॥ ৮৩ ॥

যথা—বিরাজৎকন্তুরীত্যাতিপরিমলৈর্গোময়ময়-

স্মরুচ্চূর্ণৈঃ সদ্মপ্রতিকৃতিবপুর্ভিস্তরুবরৈঃ ।

অধুনা শ্রীকৃষ্ণসখীনাং চরিত্রং বর্ণয়তি ইদমিত্যাদিনা । গায়ন্তি গোপা ইতি শেষঃ । পারাবতীঃ
গোপগীতিং ॥ ৮২ ॥

অহো ইতি স্রগমং । মনঃসংযমনাভাবে হেতুং বর্ণয়তি যত ইত্যাদিনা ॥ ৮৩ ॥

মনস উৎকণ্ঠায়াং কারণানি নির্দিশতি যথা বিরাজৎকন্তুরীতি পদ্যেন । বিরাজৎকন্তুরীতি

এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণের সখাদিগের চরিত্র বর্ণন পূর্বক কহিতেছেন—ইহাও সৃজন-
সকলেন্স বৃত্তিকে সমাক্রুপে আকর্ষণ করিতেছে, যে হেতু সেই গোষ্ঠে
শ্রীকৃষ্ণের বয়স্ববর্ণ গোচারণ করিতে করিতে সজলনয়নে স্রমধুর রাগসহকারে
পারাবতী অর্থাৎ গোপগীতি গান করিতেছেন, আর তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা
হইতে পুরাতন চরিত্রসকল স্মরণ করিয়া তৎক্ষণাৎ মোহগ্রস্ত হইতেছেন ॥ ৮২ ॥

হায় ! কি কি উপায়েই বা মনকে সংযত করিব ? যে হেতু গোষ্ঠস্থান জুলি
অঙ্গীর মনকে দর্শননিমিত্ত হঠাৎ উৎকণ্ঠিত করিতেছে ॥ ৮৩ ॥

উৎকণ্ঠ কন্তুরীর ছাতি ও পরিমলের মত স্নন্দর অত্যধিক গোময়চূর্ণে বৃক্ষ-
সকল বেষ্টিত থাকায় তাহারা গোপগৃহের ছায় শোভা পাইতেছে, এইরূপ

ଦିବା ନୂତ୍ନବର୍ଣ୍ଣମୈନିଶି ସ୍ବରଭିଜିହିତଃ ସ୍ବରଭିଭିଃ
 ସମନ୍ତାଦ୍ଗୋଷ୍ଠାନି ପ୍ରତିମତି ଦିଶାନ୍ତ ସ୍ମୃତିଶତଂ ॥ ୮୪ ॥

ସନ୍ଧ୍ୟାୟୋଷ୍ଠ—

ବଂସାନ୍ମୋଚୟତାଂ ଧନାନି ଛୁହତାଂ ଛୁହ୍ନାନି ସଞ୍ଜିହ୍ବତାଂ
 ଗାଃ ସନ୍ତାଳୟତାଂ ଗୃହାନ୍ ପ୍ରାଚଳତାଂ କୃଷ୍ଣଂ ପୁରଃ କୁର୍ଦତାଂ ।
 ତଲ୍ଲୀଳାଃ ପରିଗାୟତାଂ ପୁଲକିତାଗନ୍ତ୍ରାଣି ଚାତନ୍ବତାଂ
 ଗୋପାନାଂ ବତ ବ୍ରହ୍ମସ୍ପତିତମଦଂ ଗଚ୍ଛିତ୍ତମାକ୍ରାମତି ॥ ୮୫ ॥

ସଦା ଚେତାନି ରାଜବର୍ତ୍ତାନି ତଂକୀର୍ତ୍ତନଚତୁରାଶିବ ପ୍ରସଭଂ ଗଚ୍ଛିତ୍ତ-
 ମାକର୍ଷନ୍ତି ॥ ୮୬ ॥

ଏବ ଛାତିଃ ପରିମଳନ୍ତ ସେଷାଂ ତୈଃ ସ୍ବରଭିଜିହିତଃ । ସ୍ବରଭିର୍ଗୋଷ୍ଠାତିମାତା । ପ୍ରତିମାତିଃ
 ମତିଂ ମତିଂ ପ୍ରତି ॥ ୮୪ ॥

ଅଧୁନା ସର୍ବେଷାଂ ଗୋପାନାଂ ବ୍ରତଂ ବର୍ଣ୍ଣୟତି ବଂସାନିତ୍ୟାଦି ଶ୍ଳୋକେନ । ଧନାନି ଗାଃ । ଧନ
 ରଞ୍ଜୟମିତ୍ୟାଦିବଂ । ଧନଂ ଗୋଧନବ୍ରତଯୋରିତି ସେଦିନୀ । ପୁଲକିତାଂ ପୁଲକବିଶିଷ୍ଟତାଂ । ଅଗ୍ନାଂ
 ଅଗ୍ନିଂ । ବ୍ରତଂ ଚରିତଂ । ଉଚ୍ଛିତମଦଂ ଉଽ ଅଧିକଞ୍ଚିତୋ ମନୋ ହର୍ଷୋ ଯତ୍ର ତଦ୍ବ୍ୟଥା ଯାତଂ ॥ ୮୫ ॥

ତତ୍ର ତ୍ୟାଗାର୍ଗଃ ଖଲୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାମସଞ୍ଜୀର୍ତ୍ତନସ୍ଥାନାନୀବ ପ୍ରତୀୟନ୍ତେ ଇତି ଦର୍ଶୟତି ସଦେତି ଗଦ୍ୟେନ ॥ ୮୬ ॥

ବନ୍ଧୁରାଜ୍ଞୀ ଦ୍ବାରା ଏବଂ ଦିବାଭାଗେ ନବ ନବ ବଂସଗଣେ ତଥା ରାତ୍ରିରେ ସ୍ବରଭୀ ଅର୍ଥାଂ
 ଗୋମାତା କାମଦେହୁର ଜୟକାରି ସ୍ବରଭି (ଗାଭୀ) ସମୂହେ ଗୋଷ୍ଠିସକଳ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାକାର
 ପ୍ରାପ୍ତ୍ୟେକେର ବୁଦ୍ଧିରେ ଶତ ଶତ ପ୍ରକାର ସ୍ମୃତି ଜାଗାହିୟା ଦିତେଛି ॥ ୮୪ ॥

ହୁଏ ସନ୍ଧ୍ୟାୟ ଅର୍ଥାଂ ପ୍ରାତଃକାଳେ ଓ ସାନ୍ଧ୍ୟକାଳେ, “ବଂସଗଣକେ ମୋଚନ କର ଅର୍ଥାଂ
 ଛାଡ଼ିଯା ଦାଓ, ଗାଭୀଗଣକେ ଦୋହନ କର, ଛୁହ୍ନସକଳ ସଞ୍ଜିହ୍ବ କର, ଗୋସକଳକେ ଦେହ,
 ଗୃହେର ପ୍ରତି ଗମନ କର, କୃଷ୍ଣକେ ଅଗ୍ରେ କର, କୃଷ୍ଣଲୀଳା ଗାନ କର ଏବଂ ପୁଲକସମନ୍ବିତ
 ଅଗ୍ନି ବିସ୍ତାର କର.” ଗୋପଗଣେର ଅତ୍ୟନ୍ତ ହର୍ଷବିଶିଷ୍ଟ ଏହିରୂପ ଦୈନନ୍ଦିନ ଚରିତ୍ର ଆମାର
 ଚିତ୍ରକେ ଆକ୍ରମଣ କରିତେଛି ॥ ୮୫ ॥

ଏହି ଅପିଚିତ୍ର ଯେ ସ୍ଥାନେ ସର୍ବଦା କୃଷ୍ଣାମସଞ୍ଜୀର୍ତ୍ତନ ହୁଅନ୍ତା ଥାକେ ସେହିରୂପ ଅଗ୍ନିଗଣେର ମତ
 ଏହି ସକଳ ରାଜପଥ ସର୍ବଦାହି ବଳପୂର୍ବକ ଆମାର ଚିତ୍ରକେ ଆକର୍ଷଣ କରିତେଛି ॥ ୮୬ ॥

তথাহি—রামঃ কৃষ্ণঃ কৃষ্ণরামৌ চ কৃষ্ণঃ

কৃষ্ণঃ কৃষ্ণঃ কৃষ্ণ ইত্যেয জল্পঃ ।

যাতায়াতং কুর্ব্বাং সর্বদাপি

স্বৈরালাপে শ্রয়তে তত্র তত্র ॥ ৮৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণপ্রমদানাং প্রমদানাং প্রমদবনপাত্রাণি পত্রাণিতু বর্ণ্য-
মানানি কবীনাং পত্রপামেন বিভ্রতি, যতস্তত্র ত্র্যং সর্বমেব চিত্র-
মিতি দুস্ত্রত্যাযতাং প্রাপ্নোতি ॥ ৮৮ ॥

যেষু হি—কচিদাঙ্গাঃ সদ্ব্যভ্রমকররুচস্তৈরবয়বৈঃ

কচিচ্চিত্রৈঃ সদ্ব্যভ্রপি তুলিতগুঞ্জানি শতশঃ ।

তদ্রূপতাং বর্ণয়তি তথাহি রামঃ কৃষ্ণ ইত্যাদি পদোন ॥ ৮৭ ॥

সহস্রদলকমলস্য তস্য পত্রাণি শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীনাং মস্তঃপুরুষোচিতবনানীতি । তানি বর্ণয়তি
শ্রীকৃষ্ণেত্যাদিনা । প্রমদানাং প্রকৃষ্টমদানাং প্রমদবনমস্তঃপুরুষোচিতবনং তদাপ্রাণি । অপত্রপাং
লজ্জাং । দুস্ত্রত্যাযতাং দুর্লভতাং ॥ ৮৮ ॥

তস্য সর্বস্য বিচিত্রতাং বর্ণয়তি কচিচ্চিতি শ্লোকেন ।

কারণ । “রাম, কৃষ্ণ, কৃষ্ণরাম, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ” এইরূপ সুস্পষ্ট
বাক্যাঙ্গুলি যাতায়াতকারী বক্তৃতিতেই আলাপ করিতেছেন এবং সেই সেই
পেছালাপ রাজপথে সততই শ্রুত হইতেছে ॥ ৮৭ ॥

প্রেয়সীদিগের অস্তঃপুরুষোচিত উপবন বর্ণন করিতেছেন—সর্বোৎকৃষ্ট কৃষ্ণ-
প্রেয়সী প্রমদাদিগের প্রমদবন অর্থাৎ অস্তঃপুরুষোচিত উপবনস্বরূপ কমলপত্রসকল
কবিগণ কর্তৃক বর্ণ্যমান হইয়া তাহাদিগের লজ্জাকে ধারণ করিতেছে অর্থাৎ কবি-
গণ তৎসমুদায় বর্ণন করিতে সমর্থ হইতেছেন না, যে হেতু সেই স্থানের সমস্ত
বস্তুই আশ্চর্য্য, অতিকষ্টে তাহা পতীতির বিষয় হইয়া থাকে ॥ ৮৮ ॥

যে সকল কমলদলে কোন স্থানে গুঞ্জালতাগণ বিচিত্র নিজ অবয়বদ্বারা
“গৃহসমূহ” বলিয়া ভ্রান্তি জনাইয়া দিতেছে, কোন স্থানে শত শত গৃহাবলীও গুঞ্জা-
কৃষ্ণের তুলা হইয়াছে, কোন স্থানে জলসকল প্রফুল্লকমলাবৃত এবং স্থলসকল

জলানি ক্রাপ্যদ্যৎকমলবলিতানি প্রতিপদং
 স্থলান্যপ্যেতং ক্রাপ্যথ কিমিব কিং নির্ণয়পদং ॥ ৮৯ ॥
 সখীনাং সারণ্যত্রিদেশ-সুদৃশাং গানবলনাং
 মুক্তঃ প্রোদ্যামুচ্ছাঁং মধু-মধুর-রাগ-প্রণয়িনীং ।
 হরিপ্রেমমার্ভঙ্গীপ্রথমচরিতাং শৃণুতি জনে
 স্তথং বা দুঃখং বেত্যথকলয়িতুং কঃ প্রভবতি ॥ ৯০ ॥
 কচিদগানং সূক্ষ্মং কচিদপিচ তৌর্য্যাত্রিককলা
 কচিৎ প্রেম্না গোষ্ঠী কচিদপি মহাকেলিকলহঃ ।

কিং নির্ণয়পদং কস্য নির্ণয়স্থানং ॥ ৮৯ ॥

অথ গোপীনাং ভাববর্ণনেষুপি বিচিত্রতাং প্রতিপাদয়তি সখীমামিতি পদ্যেন । সারণ্যত্রিদেশ-
 সুদৃশাং বনদেবীসহিতানামিতিার্থঃ । হরিপ্রেমমার্ভঙ্গীপ্রথমচরিতাং—হরিপ্রেমমার্ভঙ্গীগাং প্রথমচরিতাঃ
 পূর্বরাগাদিকং যত্র তাং ॥ ৯০ ॥

শ্রীকৃষ্ণস্য গোপিকাভিঃ সহ তাদৃশবিহারচিন্তনে কবিরচয়িত্বং মুহূর্ত্তীতি বর্ণয়তি কচিদিত্যাদি
 পদ্যেন ॥ ৯১ ॥

স্থলকমলে আবৃত হইয়া ক্ষণে ক্ষণে শোভা পাইতেছে, অতএব কোন্ বস্তু কি
 উপমারূপে নির্ণয়যোগ্য হইবে ? ॥ ৮৯ ॥

অনন্তর গোপীদিগের ভাববর্ণনাতেও বিচিত্রতা প্রতিপাদন করিতেছেন—
 যাহাতে শ্রীকৃষ্ণবিশ্বক পেমজঙ্ঘ কাতরা স্ত্রীদিগের প্রথম চরিত্র অর্থাৎ পূর্বরাগাদি
 বর্ণিত হইয়াছে. বনদেবীর সহিত সখীদিগের মধু অপেক্ষা মধুর-রাগ-প্রকাশিনী
 তাদৃশ মুকুন্দাবিশিষ্ট * গানরচনা শ্রবণ করিয়া জনসকলের স্তম্ভ হয়, কি দুঃখ হয়,
 তাহা নিশ্চয় করিতে কোন্ ব্যক্তি সমর্থ হইবে ? ॥ ৯০ ॥

তৎপরে গোপিকাদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ বিহার চিন্তায় কবিদিগের
 চিত্ত বিমূঢ় হইয়া পড়ে, এই বিষয়বর্ণনাপূর্বক কহিতেছেন—কোন স্থানে হৃদয়সরে
 গান, কোন স্থানে তৌর্য্যাত্রিক অর্থাৎ নৃত্য গীত বাস্ত, কোন স্থানে প্রেমসহকারে

* শিবাদ, ধবত, গাকার, বড়জ, মধ্যম, ধৈবত, পঞ্চম এই সপ্তস্বরের যথাক্রমে যে
 আরোহ ও অবরোহ (জিল ও খাদ) তাহাকে মুচ্ছাঁনা কহে ।

ইতি স্ফারং তাভিঃ প্রণয়ময়সারং বিহরণং
 হরেৰ্ধ্যায়মানা ভবতি কবিচিন্তং মূল্লরপি ॥ ৯১ ॥
 প্রেমা কামতি তৎক্রিয়া কলহতি স্তম্ভাদিভাবাবলী
 সখ্যাং সংস্তুবতি * শ্রুতঞ্চ পরিতঃ সৰ্ব্বশ্রুতং লজ্জতি ।
 ইথ কেলিকলাকলাপকলিতং বৃন্দাবনাস্তবরণে
 দম্পত্যোচ্চারিতং বিচারপদবীমুদ্রয় বিভ্রাজতে ॥ ৯২ ॥

শ্রীগোপীগণকুসুমোদম্পত্যোন্মোহরচরিতং বর্ণয়তি প্রেমতি । কামতি কামবদাচরতি ।
 প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমং প্রথামিত্যাধেঃ । সংস্তুবতি সংস্তুবঃ পরিচয়স্তং করোতী-
 ত্যর্থঃ । আয়-লুগন্তস্য স্বরূপং । শ্রুতং এবঞ্চ সৰ্ব্বশ্রুতং সৰ্ব্বেষাং এবণগোচরং ॥ ৯২ ॥

গোষ্ঠী (সভা) এবং কোন স্থানে মহান্ কেলিকলহ, এইরূপে সখীগণের সহিত
 শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়পদার্থের সারভূত বিহারকে ধ্যান করিয়া কবিদিগের চিত্তও
 মুহুমুহঃ নানাভাবে পরিপূর্ণ হইতেছে ॥ ৯১ ॥

অনন্তর শ্রীগোপীগণ ও শ্রীকৃষ্ণরূপ দম্পতির মনোহর চরিত বর্ণন করতঃ
 কহিতেছেন—প্রেম কামের গায় আচরণ করিতেছে +, প্রেমক্রিয়া কলহের
 গায় আচরণ করিতেছে, স্তম্ভপ্ৰতি ভাবশ্রেণী সখীগণের প্রতি সংস্তুব অর্থাৎ
 পরিচয় পাইতেছে এবং লীলাকথা শ্রবণগোচর হইলে অত্যাশ্চর্য বৈষয়িক কথার
 শ্রবণকে অতিক্রম করিতেছে, অর্থাৎ নিয়ত শ্রীকৃষ্ণের লীলাশ্রবণ হওয়ায় বৈষয়িক-
 বার্তা শ্রবণের অবকাশই হইতেছে না, এইরূপে বৃন্দাবনের অন্তর্বর্ণে দম্পতি
 অর্থাৎ শ্রীগোপীগণ ও শ্রীকৃষ্ণের সৰ্ব্ববিলাসসম্বলিত চরিত্রাবলী বিচারপদবীকে
 পরিচয় করিয়া অর্থাৎ বাক্যাতীত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে ॥ ৯২ ॥

* সংস্তুবতি ইত্যত্র সঞ্চরতি ইতি পাঠান্তরং ।

। লোহ ও যর্ষে যেমন প্রভেদ, কাম ও প্রেমে এইরূপ প্রভেদ । বস্তুতঃ অঙ্গের কাছে
 হই সমান । প্রাকৃত কামাক্ত জীব ভগবৎপ্রেমের মূল; জানিতে না পারিয়া তাহাতে কামভাব
 বাধ করিয়া নিজেই অপরাধগ্রস্ত হয়, কিন্তু ভগবানের তাহাতে কিছুই যায় আসেনা ।
 গাণীদিগের প্রেম বিলাসচাতুরীর অল্প কামরূপে প্রতিভাত হয়, বস্তুতঃ তাহা নিকষিত হেম ।
 এই কারণেই উদ্ধবাদি শাস্ত্র ভক্তগণও ব্রজের প্রেমকে অন্বে অন্বে বাসনা করিয়াছিলেন ।
 (ভাগবত । দশমে ৪৭ অঃ । ৬১ শ্লোক)

অকুষ্ঠামুৎকষ্ঠাং বহতু হরিরাসু প্রতিপদং

হরাবপ্যেতা যদ্যতিমিলনসৌখ্যং বিজয়তে ।

অহো যস্মাদস্মিন্নিরূপধি সখীবৃন্দমুভয়-

প্রকৃষ্টোৎকৃষ্টিত্বং বিশতি তদিদং হন্ত কিমিব ॥ ৯৩ ॥

অপি সুন্দরতাং প্রতি তাঃ, সুন্দরতাং কিল বহন্তি গোপালাঃ ।

যস্মিন্দূষণভূষণ,-ভূষণকৃষ্ণে নিভূষণায়ন্তে ॥ ৯৪ ॥

তয়োদ্বয়োঃ পরস্পরপ্রীতিং তত্র তত্র চ সখীনাং ভাবং বর্ণয়তি অকুষ্ঠামিগ্যাদি পদ্যেন ।
ব্যতিমিলনসৌখ্যং পরস্পরমিলনস্থং । অস্মিন্ তয়োদ্বয়প্রীতিমিলনসৌখ্যে । উভয়পদমত্র উভয়োৎ-
কষ্ঠাপরং । ততশ্চ উভয়োহরিতংপ্রিয়য়োব্যতিমিলনসৌখ্যাবিষয়া উৎকষ্ঠা তস্তাপি সকাশাং
প্রকৃষ্টা উৎকষ্ঠা অন্ত্যন্ত তৎ বিশতি প্রামোদীভাষাঃ । তদিদং কারণং অর্থান্নিরূপধি প্রেম হন্ত
আশ্চর্য্যং কিমিব কীদৃগিব নিরূপমমিত্যর্থঃ ॥ ৯৩ ॥

গোপীনাং সৌন্দর্য্যং বর্ণয়তি অপীত্যাদি পদ্যেন । নিদূষণভূষণ-ভূষণকৃষ্ণে দোষরহিতানি
ভূষণানি ভূষয়তি যঃ কৃষ্ণস্তস্মিন্ ॥ ৯৪ ॥

তংপরে শ্রীরাধাকৃষ্ণের পরস্পর প্রীতি এবং সেই সেই স্থানে সখীদিগের ভাব
বর্ণনপূর্বক কহিতেছেন.—শ্রীকৃষ্ণ এই প্রেমসীগণের প্রতি অত্যাৎকষ্ঠা বহন করেন
করুন এবং প্রেমসীগণও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অতিশয় উৎকষ্ঠা বহন করেন করুন,
ইহাতে আশ্চর্য্য নাই, যেহেতু পরস্পরের মিলনস্থখ পরস্পরে বিরাজ করিতেছে,
কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সহিত পরস্পরমিলনস্থখে নিরূপধি অর্থাৎ আত্মসুখবিহীন সখীগণ,
উভয়গত উৎকষ্ঠাই পাপ হইতেছেন । অর্থাৎ “কান্তের জন্ত কান্তার ও কান্তার
জন্ত কান্তের” এইরূপ পৃথক পৃথক উৎকষ্ঠা স্বতঃসিদ্ধ, কিন্তু এখানে ইহাই আশ্চর্য্য
যে, উভয়নিষ্ঠ প্রবল উৎকষ্ঠা একাধারেই প্রকাশ পাইতেছে । সুতরাং এই কৃষ্ণ-
প্রেম যে কেমন, তাহা বলা যায় না, উহা নিরূপম ॥ ৯৩ ॥

গোপীদিগের সৌন্দর্য্যের কথা আর কি বর্ণন করিব ? গোপীগণ সর্বতোভাবে
সুন্দর পদার্থেরও সৌন্দর্য্য বহন করিতেছেন, যে হেতু নির্দোষ ভূষণেরও ভূষণস্বরূপ
শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপীগণ বিশিষ্টভূষণের গায় শোভা প্রকাশ করিতেছেন ॥ ৯৪ ॥

ন ভজতি লক্ষ্মীস্তু লনামিতি কিং স্তুতয়ে ঘটেত রাধায়াঃ ।
 যা লক্ষ্মীমপি জেত্রোঃ, স্বরূচা গোপীঃ পৃথক্ কুরুতে ॥ ৯৫ ॥
 * তস্মাদসাম্প্রতা আসাং প্রত্যয় মদ্বিধা যথাস্বং বর্ণয়িতুং
 কিমুত নির্বর্ণয়িতুং ॥ ৯৬ ॥

রথ্যা দিচ্ছবিজিষ্ণুরত্নধরণিক্ষৌণীকহান্তগত-
 প্রাসাদস্থিতসিংহপীঠঃ হংসি চ্ছিন্নান্যদৃষ্টিত্বিষি ।
 স্পষ্টোজ্যায়দৃশি প্রকীর্তক-বিকীরণালীহিতালীহিতাং
 রাধামাধবমাধুরীপরস্বধা তৃষ্ণাং মুখা যচ্ছতি ॥ ৯৭ ॥

তত্রাপি শ্রীরাধায়াঃ পরমবিচিত্রং সৌন্দর্যং বর্ণয়তি ন ভজতীতি পদ্যেন ॥ ৯৫ ॥
 অতঃ কবিরাঙ্গাং রূপবর্ণনে অসামর্থ্যং ব্যঞ্জয়তি তস্মাদিত্যাদিনা । আসাং গোপীনাং যথাস্বং
 যথাস্বং যথাস্বরূপং প্রত্যয় বিস্তাযা বর্ণয়িতুং মদ্বিধা অসাম্প্রতা অযোগ্যা ইত্যর্থঃ । নির্বর্ণয়িতুং
 দ্রষ্টুং । নির্বর্ণনস্ত নিধানং দর্শনালোকনেক্ষণমিত্যমরাৎ ॥ ৯৬ ॥
 তস্য নির্বর্ণনে অযোগ্যতাং ব্যঞ্জয়িতুং রাধামাধবয়োর্মাদুর্যং বর্ণয়তি রথাদীত্যাदि পদ্যেন ।
 সিংহপীঠমহসি সিংহাসনোৎকৃষ্টে । প্রকীর্তক-বিকীরণালীহিতালীহিতা প্রকীর্তকেন্দ্রায়ৈবিকীরণমলী-
 নামীহিতং যান্তিস্তাভিরালাভিবৃত্তা রাধামাধবয়োর্মাদুরী এব বরস্বধা সা তৃষ্ণাং মুখা দদাতি ।
 তৎপ্রাপ্ত্যসম্ভবাৎ তৃষ্ণাদানেন মুখা পীড়য়তীত্যর্থঃ । দান দানে । যদ্বা । রাধামাধবমাধুরী মুখা
 বিখ্যাত্ত্বাত বরস্বধামাদুরীমাযচ্ছতি । উপরময়তীত্যর্থঃ । যমু উপরমে ধাতুঃ ॥ ৯৭ ॥

তাহাতে আবার শ্রীরাধিকার পরম বিচিত্র সৌন্দর্য্য বর্ণনপূর্ব্বক কহিতেছেন—
 শ্রীলক্ষ্মীদেবী শ্রীরাধার তুলনাকে ভজনা করিতে পারেন না, ইহা কি শ্রীরাধার
 স্তুতিবিষয়ে ঘটনা হয়? কারণ, যে শ্রীরাধা স্বীয় কান্তি দ্বারা লক্ষ্মীবিজয়িনী গোপী-
 দিগকে পৃথক্ করিয়া দিতেছেন ॥ ৯৫ ॥

অতএব অসাদৃশ্য ব্যক্তিগণ বিস্তারপূর্ব্বক এই সকল গোপিকাদিগের স্বরূপ
 বর্ণনেও যখন অতি অযোগ্য, তখন তাঁহাদিগের দর্শনবিষয়ের আর কথা কি?
 অর্থাৎ তাঁহাদিগের দর্শন ত কোন ক্রমেই সম্ভব নহে ॥ ৯৬ ॥

অনন্তর গোপীগণের দর্শনবিষয়ে অযোগ্যতা প্রকাশ করিবার নিমিত্ত

* তস্মাদসাম্প্রত্যতু সাম্প্রত্য মদ্বিধায় স্বং বর্ণয়িতুং । ইতি পাঠান্তরং ।

তদেবমানন্দসত্রপত্রাদিস্থিতানামুপরি সান্দ্রশাখাভিরলক্ষ্য-
তলানামনল্পকল্প-বৃক্ষলক্ষাণামধিমধ্যং রাজসমাজ-বিরাজমানাং
বর্ণিতমঞ্জুকিঞ্জল্ককর্ণিকামধিবসতঃ সদা লসতঃ সপরিবারবার-
হুরভীপালভূপালকুমারশ্চ তশ্চ সর্বচিন্তা তীতচিন্তাগণিগয়মক্ষামং
সপ্তকক্ষারামং ধাম নিকামং ধাম বিস্তারয়ন্তেত্রাণি বিস্তারয়তি ।

এবং শ্রীকৃষ্ণস্য লীলাপরিকরণাং স্বরূপাদিকং শ্রীকৃষ্ণে প্রেমাতিশয়ক নিরূপ্য ধাম
নিকপয়িতুং প্রকৃতমে তদেবমিত্যাদি পদ্যেন । আমন্দসত্রপত্রাদিস্থিতানাং আমন্দসা
নত্রং সদা দানং যেষু তানিচ তানি পত্রাণিতি । সত্রমাজ্ঞাদানে যজ্ঞে সদা দানে ধমেতপি
চেত্যমরঃ । রাজসমাজবিরাজমানাঃ রাজসমাজবং শোভমানাঃ । সপরিবারবারহুরভীপাল
ভূপালকুমারস্য পরিবারসমূহেন সহ বর্তমানো যো গোপালরাজকুমারস্তস্য । ধাম নিকামঃ ধাম
অতিশয়তেজঃ নেত্রাণি বিস্তারয়তি বিশ্বয়ঃ জয়য়তীতি ভাবঃ । তথাচ লোকোত্তরাখবীক্ষাদে

শ্রীরাধামাধবের মাধুর্য্য বর্ণন করতঃ কহিতেছেন—সূর্য্যাদির কান্তিবিজয়িরহময়
ধরণীতলে বৃক্ষগণের মধ্যবর্তী সুরমা ভবনে মহাসিংহাসনে যিনি অবস্থিত আছেন,
যাঁহার কান্তি অগ্নের অগোচর. কেবল পরমাত্মীয় জনবৃন্দের নেত্রে সুস্পষ্টরূপে
প্রতীয়মান হয় এবং যাঁহার চতুর্দিক স্বেচ্ছাচারী চামরদ্বারা অঙ্গগুরুকৃত ভ্রমর-
সকলকে নিবারণ করিতেছেন, সেই সিংহাসনোপবিষ্ট শ্রীরাধামাধব যে মাধুরীমুখা
বিকিরণ করিতেছেন, সেই মাধুরীমুখা আমার তৃষ্ণাকে বৃথা বন্ধি করিতেছে
অর্থাৎ লুপ্ত করিতেছে ॥ ৯৭ ॥

সম্প্রতি শ্রীকৃষ্ণের ধাম নিরূপণ করিতেছেন—অতএব সর্বদা আনন্দপ্রদ
গোকুলরূপ কমলপত্রের আদিস্থিত, উপরি নিবিড়শাখাসমূহদ্বারা যাহার মূলদেশ
অলক্ষ্য, সেইরূপ উচ্চতর লক্ষ লক্ষ কল্পবৃক্ষের মধ্যভাগে যেন রাজসভার ত্রায়
সুশোভিত, নানাবর্ণে বিচিত্র ও মনোহর কিঞ্জল্কবিশিষ্ট কর্ণিকা আছে, সেই
কর্ণিকার মধ্যস্থলে যিনি সপরিবারবর্গে অধিষ্ঠান করতঃ সর্বদা দৈদীপ্যমান, সেই
গোপরাজ-নন্দকুমারের সর্বজনচিন্তাতীত, চিন্তামণিময়, বৃহৎ সপ্তকক্ষাযুক্ত মনোহর
ধাম (সপ্তপ্রকোষ্ঠ গোলাকার বাটী) অতিশয় তেজ বিস্তার করিয়া নেত্রসকলের

তত্রচ ভাসমানং তদাবাসগভিতঃ সততমুপপরাদ্ধে গণনীয়ানাং
সজাতীয়ানামদ্বিতীয়া বসতিঃ । দেয়মভিন্নিহ বন্দিভিঃ সন্দি-
হতে ॥ ৯৮ ॥

অজং তদালিন্সিতুমজবন্ধো বন্ধুগায়ো কিং পরিবেশ এষঃ ।

গোপালয়ানাং বলয়াবলির্বা গোপেশাবেশ্মাভিত এবমাস্ত ॥

ইতি ॥ ৯৯ ॥

তদ্বাসিনস্তেবং স্তুয়ন্তে—

অর্থাঃ সর্বজনার্থনাগতিগতাঃ কাগা নিকামাগ্রমা

ধর্ম্মাঃ কস্মৈবেদধর্ম্মগহিতা মোক্ষাশ্চ মোক্ষাতিগাঃ ।

বিশ্বশক্তিবিভূতিঃ । অত্র স্থানেইবিস্তারদাধিক্তিপুলকাদয় ইতি । উপপরাদ্ধে পরাদ্ধ-
সংযোগ্যপরি ॥ ৯৮ ॥

তৎসন্দেহকারণমুটঙ্কয়তি অভ্যমিতি । অজবন্ধো স্তূয়্য বন্ধুঃ সহচরঃ । কিংবা স্তূয়্য এষ
পরিধিঃ । বলয়াবলিবলয়াকারা শ্রেণী ॥ ৯৯ ॥

অথ তদ্বাসিনাং পরমোৎকণ্ঠ বর্ণয়িতুং প্রবর্ততে তদেতাদিনা । তাৎশোৎকণ্ঠসাধকং হেতু-
বিশ্বয় জগ্গাইয়া দিতেছে । সেই কর্ণিকামধ্যে শ্রীকৃষ্ণ প্রকাশ পাইতেছেন, উক্ত
বাসস্থানের সকল দিকেই সতত পরাদ্ধসংখ্যার উপরিগণিত সজাতীয়দিগের যে
অদ্বিতীয় পুরী আছে, তাহা অতিস্নেহবৃত্ত বন্দিগণকর্তৃক এইরূপে সন্দেহাস্পদ
হইতেছে ॥ ৯৮ ॥

সন্দেহ যথা—নন্দমহারাজের ভবনের চতুর্দিকে অগ্ৰাণ্ণ ভবন গোলাকার ভাবে
অবস্থিত আছে, ইহাতে বোধ হইতেছে যেন, গো কুলপদ্মকে আলিঙ্গন করিবার
জগুই কি সৃগাদেবের নিকটস্থ বলিয়া তদীয় বন্ধুরূপ এই পরিঘটি আসিয়াছে ?
অথবা ইহা প্রকৃতই গোলাকার ভবন ? অর্থাৎ উল্লিখিত ভবনগুলি কি সৃগা-
পরিধি ? কিংবা বস্তুতই গোলাকার ভবন ? ইহার স্থিরতা হইতেছে না ॥ ৯৯ ॥

ঐ বন্দিগণ গো কুলবাসিদিগকে এইরূপে স্তব করিয়া থাকেন যথা—অর্থ সকল
সর্বজনের প্রার্থনাকে অতিক্রম করিয়া, কাম সকল স্নেহচার অগ্রবর্তী হইয়া,
ধর্ম্মসমুদায় কস্মৈনিপুণ জনাচারিত বেদধর্ম্মে উজ্জলিত হইয়া এবং মোক্ষসকল

তেষাং তত্র বসন্তি সেবকতয়া কৃষ্ণায় তৃষ্ণাজুষ্ণাং
যদ্ধামার্থহুহুংপ্রিয়াত্ননয়প্রাণাশয়াস্তৎকৃতে ॥ ১০০ ॥

নেত্রং শ্রোত্রং চিত্তমপ্যানুদত্ত-

তুচ্ছং যস্মিন্ ভাতি কৃষ্ণং বিনা তু ।

ঘোষে তাস্মিংশ্চক্ষুষশ্চক্ষুরেবং

শ্রোতৌ বার্তা পশ্য দৃশ্যা বিভাতি ॥ ১০১ ॥

বিভ্রাজন্তে সূত্রসঞ্চারবিদ্যা

পাঞ্চাল্যঃ কিং বিশ্ববিস্মায়নায় ।

কিংবা গোপাঃ স্বাস্তরে কৃষ্ণভাটৈ-

র্বদ্ধাঃ সন্তুস্তত্র তত্র ভ্রগন্তি ॥ ১০২ ॥

নির্দিশতি অর্থা ইত্যাদি পদ্যেন । তেষাং গোপানাং ॥ ১০০ ॥

ঘোষবাসিনাং নেত্রাদীনাং শ্রীকৃষ্ণকপরতাং নির্দিশতি নেত্রমিত্যাদি পদ্যেন ॥ ১০১ ॥

গোপানাং তত্র তত্র শ্রীকৃষ্ণকপরতয়েবেতি নির্দিশতি বিভ্রাজন্তে ইত্যাদি পদ্যেন ॥ ১০২ ॥

মোক্শের অতিগ অর্থ্যাং মুখার্থ পরিত্যাগ করিয়া, যে ব্রজবাসিগণ শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত সকল তৃষ্ণাকেই সেবন করিতেছেন, তাঁহাদিগের দাসরূপে গোকুলে বাস করিতেছেন অর্থ্যাং ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই পুরুষার্থচতুষ্টয় কৃষ্ণগতপ্রাণ গোপদিগের সেবকরূপে বর্তমান আছেন, যে হেতু গোপগণের গৃহ, ধন, সুহৃৎ, প্রিয়, আত্মা, তনয়, প্রাণ ও আশয় ইত্যাদি সমস্তই শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত হইয়াছে ॥ ১০০ ॥

নেত্র, শ্রোত্র, চিত্র ও অত্যাণ ইন্দ্রিয়সকল যে গোকুলে শ্রীকৃষ্ণ বাতিরেকে তুচ্ছভাবে প্রকাশ পায় অর্থ্যাং কৃষ্ণ ব্যতীত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গের কোনই কার্য হয় না, যেহেতু কৃষ্ণই সকলের চক্ষুর চক্ষু । সুতরাং দেখ সেই গোকুলে “চক্ষুষশ্চক্ষুঃ” অর্থ্যাং “চক্ষুর চক্ষু” এই ঐতিসংগিনী বার্তা মৃতিমতী হইয়া প্রকাশ পাইতেছে ॥ ১০১ ॥

বিশ্বকে বিস্ময়ান্বিত করিবার জন্তই কি সূত্রসঞ্চার বিদ্যা পাঞ্চালী অর্থ্যাং

কিঞ্চ—

পিতায়ং মাতেয়ং পিতৃসহজবর্গঃ স্বয়মসৌ

তথৈবান্যে চান্যপ্রথিতহিতসম্বন্ধমহিতাঃ ।

ব্রজে খ্যাতির্যৈষা বকরিপুগণে ভাতি খলু তাং

কচিত্তুল্যং প্রেমা পথিকমনু শব্দদ্রময়তি ॥ ১০৩ ॥

অথান্যদপি কিমপি বিভাব্য সম্ভাব্যতে । তদ্যদি সতামনু-
ভবমপ্যনুভবিতা তদা ভব্যমেব খলু ভব্যং, নচেন্নব্যকাব্যাতা
ন ব্যভিচারিতা । অথবা তথাপি যৎ কিঞ্চিদপি তেষাং ব্যক্তি-
ত্বাদেবোতি সর্বমক্ষিতমেব মন্যামহে ॥ ১০৪ ॥

ব্রজবাসিনাং ভাবঃ সমানবাসনেষু সাধকেষু সঙ্গরতীতি । কিঞ্চ । পিতায়মিত্যাদি পদ্যেন ।
তুল্যং পথিকং সমানবাসনং শ্রীকৃষ্ণে পুত্রাদিভাববগুং তাং পিত্রাদিসম্বন্ধমহিতাং খ্যাতিং ভ্রময়তি
প্রাপয়তি ॥ ১০৩ ॥

অধুনা প্রারম্ভিতস্ত কাব্যস্ত সতামাদরণীয়ত্বং চিন্তনং বিধন্তে অঙ্গদগীত্যাদিনা । বিভাব্য
সম্ভব্য । ভব্যমেব কুশলমেব ভাবীত্যর্থঃ । নচেন্ন সতামনুভবাবিষয়ত্বং নব্যকাব্যাতা ন ব্যভি-
চারিতা অপি তু ব্যভিচারিতৈব । অতো নাদরণীয়ত্বৈব সত্যং । তদ্ব্যখ্যিসংগো জনতাষবিদ্বদ্ব ইতি
বিভাব্যাহ অর্থোতি । স্বগমঃ ॥ ১০৪ ॥

প্রতিমা এই ধামে শোভা পাইতেছে ? অথবা গোপগণ নিজ অন্তরে শ্রীকৃষ্ণগত
ভাবসুত্রদ্বারা বদ্ধ হইয়া সেই সেই স্থলে ভ্রমণ করিতেছেন ? ॥ ১০২ ॥

অপিচ, ইনি পিতা, ইনি মাতা, ইনি স্বয়ং পিতার সহোদরবর্গ এবং পরস্পরের
সহিত বিস্তৃত হিতসম্বন্ধদ্বারা সম্মানিত অগ্রান্ত ব্যক্তিগণ । এইরূপে ব্রজমণ্ডলে
শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে ব্রজবাসীদিগের আত্মীয় বলিয়া মহনীয় খ্যাতি আছে, সেই
কৃষ্ণপরিবারগণের প্রেম কৃষ্ণপ্রেমের পথিক অর্থাৎ বাৎসল্যভাবময় সিদ্ধভক্ত-
দিগকে তাঁহাদিগের অভিলাষানুসারে ঐ খ্যাতি নিরন্তর অর্পণ করিতেছেন ॥ ১০৩ ॥

অনন্তর আরও কিছু চিন্তা করিয়া সম্ভাবনার বিষয় করা যাইতেছে । তাহা
যদি সং সকলের অনুভবের বিষয় হয় তবেই মঙ্গল হইবে, তাহা না হইলে নূতন
কাব্যের ব্যভিচার হইবে না কি ? অর্থাৎ অবশ্যই বিফল হইবে, অথবা এই কাব্য

তত্ত্ব সস্তাবনং যথা—অথ গোপাবাসাভ্যন্তরে তাদৃশামেব
সভ্যানাং লভ্যা সভাবল্লরূপলভ্যতে । যত্র ভূরিবৈচিত্রীধুরাণি
মহাগোপুরাণি পুরাণীব* বিরাজন্তে যেমাং পস্থানঃ কিঙ্কল-বলজ-
পর্য্যন্তাঃ সমস্তাদ্বিভ্রাজন্তে । যত্র চ পরস্পরমভিমুখাঃ স্তমুখা
মহান্তস্তে গৃহা মিথঃ পৃথুলশোভালোকস্পৃহা ই১ বিমৃশ্য দৃশ্যন্তে ।
যত্র চ সিংহসংহননানাং পুরুষসিংহানাং নিশ্চলাজ্রীণি মহা-
সিংহাসনানি বিচিত্রতয়া নেত্রাণাং পরিবৃংহণতামংহন্তি । যত্র চ
পরাবরকক্ষ্যাবাসিলোকলক্ষাণি সমমেব সমক্ষাণি সন্তি মিথঃ
সুখশতানি বর্ষন্তি । যত্র চ একত্রাসীনানামন্যত্রাপি রূপককান

তৎ সস্তাবনং সয়মুন্মটিয়তি অপেত্যাঙ্গিনা । ভূরিবৈচিত্রীধুরাণি বহুবৈচিত্রীণাং বাহকানি ।
মহাগোপুরাণি মহাপুরদ্বারাণি । কিঙ্কলবলজপদ্মাঃ ৩২পদ্মকেশররূপং পূর্বারং বলজং তৎ-
সীমাঃ । সিংহসংহননানাং । বরাস্করপোপেতো যঃ সিংহসংহননোহপি স ইতামরঃ । পরি-
বৃংহণতাং সমুদ্রিং অংহন্তি গচ্ছন্তি । পরাবরকক্ষ্যাবাসিলোকলক্ষাণি প্রথমদ্বিতীয়রূপাঃ
যদিও সামান্য হোক, কিন্তু তাহা যদি সাধুদিগের বাঞ্ছিত হয় তবে সকলই অঙ্কি-
অর্থাৎ উত্তম হইবে ইহাই আমি বোধ করিতেছি ॥ ১০৪ ॥

সেই সস্তাবনা যথা—তৎপরে গোপদিগের আবাসমধ্যে তাদৃশ সভাগণেরই
যোগ্য সভাশ্রেণী উপলব্ধ হইতেছে । যে স্থানে দীর্ঘ পুরদ্বারসকল বহুবিধ বৈচিত্রী-
পূর্ণ হইয়া যেন মহানগরের গায় বিরাজ করিতেছে । যাহাদের পথ সকল
সেই পদ্মকেশররূপ পুরদ্বারের সীমারূপ হইয়া চারিদিকে বিরাজ করিতেছে ।
যে স্থানে সুন্দর ও দীর্ঘাকৃতি গৃহসকল পরস্পর সম্মুখবর্তী হইয়া পরস্পর অভ্যাস
শোভাদর্শনের জগুই যেন অভিলাষী হইয়া রহিয়াছে । যে স্থানে সিংহাকৃতি ভীষণ-
বয়বসম্পন্ন শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ বিত্তমান আছেন এবং তাহাদের নিশ্চল চরণগুগল,যাহাতে
নিহিত রহিয়াছে, সেই সকল মহাসিংহাসন, বিচিত্র ভাবে দর্শকগণের নেত্রসমূহে
মহাসমুদ্রির ভাব প্রদান করিতেছে । যে স্থানে পর ও অপর অর্থাৎ প্রথম এবং দ্বিতীয়
কক্ষ্যানিবাসী লক্ষ লক্ষ লোক একসঙ্গেই নেত্রগোচর হইয়া পরস্পর শত শত সুখ

* পুরাণীব ইতি পাঠঃ শাড়াগ্রন্থে নাস্তি ।

ইব প্রতিরূপাণি রূপাণি প্রতীয়ন্তে, নচ তানি কেবলানি, অপি তু
প্রতিধ্বনয়ন্ত ধ্বনিকাব্য ইব ধ্বনিতয়া বিভাব্যন্তে । যতঃ
স্বচ্ছান্তঃকরণা মহান্তঃ খলু পরগুণান্তরাণ্যপ্যযচ্ছন্তীতি প্রথিতিঃ
প্রথীয়সী । যদা চ তথা প্রতীয়ন্তে বিভাব্যন্তে চ তদা হ্যাগ-
ন্তুকা নানাজনান্ততক্রপাণাং জানানাঃ পরিতঃ পরিহস্যন্তে ।
যত্র চ কুত্রাপি যদা সদা পরমানন্দশ্রুদ-সন্দোহ-দোহন-কান্তি-
কন্দলৌলস্তিতম্বতন্দ্রঃ শ্রীমমন্দকুলচন্দ্রঃ স্বয়মালোকস্তম্বা লোক-
চক্ষুশ্চকোর-বার-পারণামাপূরয়তি । তদাত্ত্বংসবানামপি মহা-
নুৎসবঃ স্ফুরতি ॥ ১০৫ ॥

কক্ষায়া দ্বারাণি তদ্বাসিনাং লোকানাং লক্ষাণি । প্রথীয়সী ভূয়সী । ততক্রপাণাং ততক্রপৈঃ
প্রবর্তমানানাং উত্থাঃ । করণে যষ্ঠা । দোহনং পূরণং । বারপারণাং---বারঃ সমুহন্ত
পারণাং তৃপ্তিঃ ॥ ১০৫ ॥

বর্ণন করিয়া থাকে । যে স্থানে একত্র উপবিষ্ট জনসকলের রূপরাশি রূপককাব্যের
আয় অল্পস্থলে প্রতিরূপ ছলে পতীত হইতেছে । কেবল যে তাঁহাদের প্রতিবিম্ব-
রূপ স্বরূপ প্রতীয়মান হয়, তাহাই নহে, কিন্তু তাঁহাদের প্রতিধ্বনি সকল, অলঙ্কার
শাস্ত্রোক্ত ধ্বনি কাব্যের মত, ধ্বনির স্বরূপ বলিয়া অতুভূত হইতেছে অর্থাৎ
শরীরের প্রতিবিম্বের মত শব্দেরও প্রতিবিম্ব বা প্রতিধ্বনি প্রুত হইতেছে । ধ্বনি
কাব্যেও এক ধ্বনি হইতে অল্প ধ্বনির উৎপত্তি হইয়া থাকে । কারণ, যে সমস্ত
মহাস্বগণের অন্তঃকরণ নিশ্চল, তাঁহারা নিশ্চয়ই পরগুণসকল আপনাতে গ্রহণ
করেন এই খাতিরী সর্বত্রই প্রসিক্ত আছে ! অর্থাৎ সাধুদিগের নিশ্চলহৃদয়ে
যেমন পরের গুণ প্রতিফলিত হয় সেহরূপ মর্ম্মময়গুহে লোকদিগের
প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হইতেছে । কিন্তু যখন তাঁহাদিগকে ঐরূপ বলিয়া
জানিতে এবং ভাবিতে পারা যায় অর্থাৎ রূপের প্রতিবিম্ব ও ধ্বনির প্রতি-
ধ্বনি প্রকাশ পায়, তখন নিশ্চয়ই নানাবিধ আগন্তুকজনগণ ঐ প্রতিবিম্বের
নিকট সত্যাবোধে উপস্থিত হইলে তথায় চারিদিকে উপস্থিত অবস্থাভিজ্ঞ লোক-

অথ সভাবলয়মন্তরা চ কক্ষ্যাপঞ্চকতয়া লঙ্কাবোধঃ সর্ব-
 চিন্তাবরোধঃ সতু ব্রজনৃপাবরোধঃ সমুদ্ভাজতে । তমেব হি
 সহ মাতরপিতরাদিবৃন্দঃ শ্রীগোবিন্দঃ স্বয়মাবসতি । যত্র সভা-
 বলয়ান্তরন্তঃ পারিতঃ পরীতাশ্চতশ্চোইপ্যন্তঃ পৃথগবরোধলক্ষাঃ
 কক্ষ্যা লক্ষ্যন্তে , অন্যা চ পঞ্চগৌ ধন্যা সর্বমধ্যালঙ্কৃত্যসতয়া যত্র
 চিত্রায়তে । যন্তাঙ্ক মহাপ্রাঙ্গণসঙ্গিতাং প্রতীচীগনু স্বান্তরঙ্গ-
 মঙ্গনমঙ্গনং পরিতো নিকায়ানাং নিকায়ঃ সর্বতোইপি শ্রেয়শ্চ
 শ্রীমদ্র জনরদেবশ্রেয়শ্চ সমাশ্রীয়তে । উদীচীগনু স্থখমযুখ-

তত্র ব্রজরাজবাসস্থানং নিরূপয়তি অথৈত্যানি গদোন । কক্ষ্যা ইন্দ্রাদিপ্রকোষ্ঠঃ । ব্রজনৃপা-
 বরোধঃ ব্রজরাজস্ত গৃহং । নিকায়ানাং নিকায়ঃ গৃহাণাং সমূহঃ । শ্রেয়শ্চা শ্রীযশোদয়া ।

দিগের নিকট তাহারা পরিহাসাম্পদ হইয়া থাকে । যে কোন স্থানে যখন শ্রীমান
 নন্দকুলের চন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ বিত্তমান থাকেন, তাহার দেহকান্তি দেখিলে সর্বদা
 পরমানন্দনির্ব্বরের প্রবাহ পরিপূরিত হইয়া উঠে, এবং তাহার কান্তিপ্রবাহ
 দেখিযামাত্র সুখসিক্ত উথলিয়া উঠে । তিনি স্বয়ং দর্শনসুখা প্রদানে জনগণের
 নেত্রচকোরদিগকে পারণা অর্থাৎ তৃপ্তি দ্বারা পরিপূর্ণ করেন, কিন্তু তত্তৎসময়ে
 উৎসবসমুদয়েরও মহোৎসব প্রকাশ পাইয়া থাকে ॥ ১০৫ ॥

অতঃপর সভাশ্রেণীর মধ্যে ব্রজরাজের অন্তঃপুর বিরাজমান আছে, এই অন্তঃ-
 পুর সর্বজনের মনোহর ও সকলে ইহাকে পঞ্চম প্রকোষ্ঠ বলিয়া জানিয়া থাকেন ।
 শ্রীকৃষ্ণ মাতা পিতা প্রভৃতি সমস্ত আত্মীয়ার্গের সহিত, সেই অন্তঃপুরেই স্বয়ং বাস
 করিয়া থাকেন । যে স্থানে সভাশ্রেণীর মধ্যে মধ্যে চারিদিকে পরিব্যাপ্ত যে চারিট
 কক্ষ্যা আছে তাহা সংখ্যাতে চারিটী হইলেও, মধ্যে লক্ষ অন্তঃপুরসমবেত কক্ষ্যার
 মত লক্ষিত হইয়া থাকে । অত্র আর একটা সর্বোৎকৃষ্ট পঞ্চমকক্ষ্যা সকলের
 মধ্যে নিহিত হইয়া যে স্থানে বৈচিহ্নী উৎপাদন করিতেছে । ঐ পঞ্চমকক্ষ্যা
 মহাপ্রাঙ্গণে পরিপূর্ণ আছে । ইহার পশ্চিমদিকে স্বীয় অন্তরঙ্গস্বরূপ প্রত্যেক
 প্রাঙ্গণের চারিদিকে গৃহসমূহ বিত্তমান রহিয়াছে । সর্বাপেক্ষা মঙ্গলদায়িনী শ্রীব্রজ-

রোহিণী। রোহিণী, প্রাচীম্নু সমস্তকৃতসেবেন শ্রীব্রজনর-
দেবেন, অবাচীম্নু স্বজনসভাজনভোজনাপবর্জনপ্রয়োজন-
সামগ্র্য। ॥ ১০৬ ॥

অথ তদ্বহির্বহিরন্তঃপুরপ্রযুক্তবিভাগপ্রচুরাণাং পরমসম্ভৃৎজন-
পুন্টানাং চতুর্দশীনাঞ্চ কক্ষ্যাণাং পশ্চাৎপশ্চিম-পশ্চিমাদি-ককুভাং
শুভাং রীতিমণলস্য সকলশর্মদৃশ্বরী শ্রীমদ্রজেশ্বরী । রামঘটাভি-
রামঃ শ্রীমদ্রজরামঃ সর্বলোকগতিঃ সচ গোবর্দ্ধনানন্দনঃ শ্রীমদ্র-
ব্রজাধিপতিনন্দনঃ পতিরতীব রাজতে ॥ ১০৭ ॥

অপবর্জনং দানং ॥ ১০৬ ॥

তত্র বিশেষঃ বর্ণয়তি অধেতাদি গদোন । পশ্চাৎ পূর্বম্ভিন । শাস্ত্রে, বৃক্ষবদ্যাবস্তেতি-
দ্বায়াৎ ॥ ১০৭ ॥

রাজের পেয়সী যশোদাদেবী ঐসকল গৃহে অবস্থান করিয়া থাকেন । তাহার
উত্তরদিকে রোহিণীদেবী যেন আনন্দকিরণাঙ্কুর বা অভিনব আনন্দদ্বারা আক্রান্তা
হইয়া গৃহসমূহ অলগ্নন করিয়া আছেন । তাহার পূর্বদিকে সর্বজনপূজ্য শ্রীব্রজরাজ
গৃহসকল আশ্রয় করিয়া বিত্তমান আছেন । এবং তাহার দক্ষিণদিকে আত্মীয়বর্গের
সম্মান, ভোজন এবং দানের সামগ্ৰীদ্বারা গৃহ সকল পরিপূর্ণ আছে ॥ ১০৬ ॥

অনন্তর তাহার বাহিরে যে চত্বরবয়বা কক্ষ্যা বিত্তমান আছে । ঐ সকল
কক্ষ্যা নানাবিধ বাহু এবং অন্তঃপুর (সদর ও মফস্বল) বিভাগে পরিপূর্ণ এবং
পরমসম্ভৃৎ জনসমূহে পরিপুষ্ট আছে । ঐ চতুর্দশ কক্ষ্যা, পূর্ব ও পশ্চিমাদি দিক্
নিশ্চয় করিয়া দিতেছে । ঐ সকল শুভরীতিসম্পন্ন কক্ষ্যা অবলগ্নন করিয়া সকল
শুভদর্শনকারিণী শ্রীমতী ব্রজেশ্বরী বিত্তমান আছেন । উত্তরদিকে * রামঘট
স্থলে ক্রীড়াকারী শ্রীবলরাম বিরাজ করিতেছেন । পূর্বদিকে ভবনবাসি সকল-
লোকের একমাত্র গতি অর্থাৎ তদ্বাবধায়ক শ্রীমদ্রজাধিপতি বাস করিতেছেন
এবং যেস্থানে দক্ষিণদিকে গোবর্দ্ধনপর্বতের আনন্দদায়ী শ্রীমান্ নন্দনন্দন পতি
বা অধ্যাক্ষরূপে সম্যক্ বিরাজ করিতেছেন ॥ ১০৭ ॥

* রামঘট যে উত্তর দিকে অবস্থিত তাহা ইতঃপূর্বে ৬৯ এবং ১০৬ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে ।

তত্র চাহরহরবিরহ-রহঃকেলি-কলিততৃষ্ণয়ো। রামকৃষ্ণয়ো-
বিখ্যাততত্ত্বমামস্ত কক্ষ্যাদয়ধামস্ত পরমরমাগণশ্রেয়সীনাং শ্রেয়সী-
নামাবাসপ্রাসাদাবলিরুদ্ভাসতে ॥ ১০৮ ॥

যত্র চাবেশনমনু সাবেশং নানাকলাকলাপং কলয়ন্তীনামা-
লীনাং নিজনিজযুথবরুথপায়াঃ পরমাপূর্ব-পূর্বানুরাগাদিকথা-
নিকায়ং গায়ন্তীনাং মধু-মধুরকাকলীকুলানি তত্রকীয়াং সর্বং
তর্কন্তুমাত্রীকুর্বন্তি । কিম্বৎ বহুকন্টস্কটতয়া মিথুনীভূতং
তত্ত্বমিথুনং ॥ ১০৯ ॥

অথ শ্রীরামকৃষ্ণায়রম্যঃপূরং বর্ণয়তি অত্র চেত্যাদি গদ্যান । অবিরহরহঃকেলিকলিত-
তৃষ্ণাঃ বিচ্ছেদরহিতা বা নির্জনকেলিসুখাঃ গৃহীতাভিলাষাঃ । কক্ষ্যাদয়ধামস্ত সভাবলয়-
মন্তরা পঞ্চানাং কক্ষ্যাণাং মধ্যে তৃতীয়-চতুর্থরূপং যৎ কক্ষ্যাদয়ঃ তেহু ॥ ১০৮ ॥

তত্রত্যানাং সগীনাং ভাবঃ বর্ণয়তি যত্র চেত্যাদিনা । আবেশনং শিল্পশালাঃ অন্তঃ সাবেশং
যথা স্রাবণা তপস্বং তরুপযাপ্তং । বহুকন্টস্কটতয়া বহবঃ কষ্টাঃ স্তম্ভাঃ যত্র তদ্ভাবতয়া । তত্ত্বমিথুনং
রামমিথুনং কৃষ্ণমিথুনং ॥ ১০৯ ॥

তথায় অহরহঃ বিরহরহিত রহঃকেলিতে তৃষ্ণায়ুক্ত শ্রীরামকৃষ্ণের স্ব স্ব নামে
বিখ্যাত কক্ষ্যারূপ ধামদ্বয়ে অর্থাৎ সভামণ্ডলের মধ্যবর্তী পঞ্চকক্ষ্যার তৃতীয় ও
চতুর্থ কক্ষ্যাতে পরমলক্ষ্মীগণের শ্রেষ্ঠা প্রেমসীগণের আবাসস্বরূপ গৃহশ্রেণী প্রকাশ
পাইতেছে ॥ ১০৮ ॥

এই কক্ষ্যাদ্বয়ে এক শিল্পশালা আছে । ঐ শিল্পশালায় সখীগণ আবেশের
সহিত নানাবিধ শিল্পকলা রচনা করিতেছেন । এবং তাঁহারা নিজ নিজ যুথ-
সামিনীর পরমাশ্রয়সঙ্গলিত পূর্বানুরাগাদির কথাসকল গান করিতেছেন ।
ঐ সকল গায়িকা সখীগণের মধু অপেক্ষাও সুমধুর কাকলী অর্থাৎ মধুর অথচ
অক্ষুট ধ্বনিসমূহ তরুপগাস্ত তত্রত্য সমস্ত বস্তুকে ও যখন আর্দ্র করিতেছেন, তখন
তাঁহারা যে বহুতর কষ্টস্রষ্টে মিথুনীভাবপ্রাপ্ত মিথুনদ্বয়কে অর্থাৎ রাম ও রামপত্নী
এবং কৃষ্ণ ও কৃষ্ণপত্নীগণকে যে আর্দ্র করিবেন, ইহা বিচিত্র নহে ॥ ১০৯ ॥

তয়োদ্বয়োরানবরণতয়া লক্ষ্যে যে চান্দ্ৰতরে কক্ষ্যে তে রাম-
কৃষ্ণয়োৰ্যথাহরিতং বহিরবহিরূপবেশমদেশরূপে ভবতঃ । যথা-
নিকটতটেমতয়োরভিমুখানি সৰ্ব্বতঃ স্তথানি তয়োৰ্মধ্যময়ো-
দ্ব্যঁরাণ্যধিযান্তি ॥ ১১০ ॥

এষা চ সপ্তকক্ষ্যাতুলচাতুরাধুরীণা পুরী প্রত্যন্তরকক্ষ্যমেক-
ভূম-দ্বিভূমতাদিপ্রকারেণাধিকভূমিকারচনাভিরূচ্যতররীতিকায়াঃ
সমানমানগৃহস্বস্ববীথিকায়। ধারিণী গোলোকধরণী লোকহারিণী

তত্রাপি চ বৈশিষ্ট্যং বর্ণয়তি তথোরিতাদি গদ্যেন । যথোক্তি । নিকটতটমনতিক্রময়া ।
তয়োদ্বয়চতুর্থয়োঃ অগ্রতরে । সমাবলয়মন্তরা পঞ্চানাং কক্ষ্যাণাং মধ্যো । প্রথমদ্বিতীয়রূপে
তয়োৰ্মধ্যময়োঃ তত্র তত্র তয়োৰ্জপতিযশোদাখণ্ডয়োঃ ॥ ১১০ ॥

তত্র শোভাবিশেষং নির্দেশতি এষা চেত্যাदि गदनेन । सप्तकक्षाति मध्याकक्ष्या सह सप्त-
मद्वयं । गोलोकेति गोलोकधरणी जनानां मनोहारिणी ॥ १११ ॥

সেই তৃতীয় ও চতুর্থ কক্ষ্যাদ্বয়ের আবরণস্বরূপ যে অগ্রতর পঞ্চম ও দ্বিতীয়
কক্ষ্য আছে, সেই কক্ষ্যাদ্বয় শ্রীরামকৃষ্ণের “যথাহরিত” অর্থাৎ উদরে শ্রীরামের ও
দক্ষিণে শ্রীকৃষ্ণের সদর ও মফস্বলের উপবেশনস্থান হইয়াছে । পূর্বোক্ত কক্ষ্য-
দ্বয়ের সম্মুখস্থ দারসকল মধ্যবর্তী শ্রীনন্দ ও শ্রীযশোদার গৃহখণ্ডের দ্বারপর্গাস্ত
বর্তমান আছে ॥ ১১০ ॥

সপ্তকক্ষ্যাসুসজ্জিত, এই পুরী অপূর্ণ কোশলে নির্মিত হইয়াছে । মধ্য-
কক্ষ্য লইয়াই সপ্তকক্ষ্য ঘটিয়াছে । এক ব্যক্তিই ভিন্ন ভিন্ন বেশ ধারণ করিলে
তাহার যেমন ভিন্ন ভিন্ন শোভা হয়, সেইরূপ প্রত্যেক কক্ষ্যার অভ্যন্তরে এক-
তল, দ্বিতল ও ত্রিতল গৃহগুলি যেন একই ধরনের ভিন্ন ভিন্ন বেশ । গোলোকের
ধরা এই প্রকারের সমপরিমাণ গৃহসকলকে বক্ষে ধারণ করিয়া গোলোকবাসি-
সকল লোকের মনকে হরণ করিতেছে । তথায় যে সমস্ত গৃহশ্রেণী বিद्यমান
আছে, সেই সকল গৃহশ্রেণী মণিময় ভিত্তিতে সজ্জিত হইয়া দুই ভাগে বিভক্ত
হইয়াছে অর্থাৎ প্রত্যেক ভবনেরই ভিত্তিগুলি মণিময়, সুতরাং ঐ মণিময় ভিত্তিতে
পতিগৃহেরই পরস্পর প্রতিবিম্ব পতিত হইয়াছে, এজগৎ ভবন নিজে এক হইলেও

ভবতি । তত্র সৰ্বাস্তু গৃহলেখামণিভিত্তিসম্বন্ধমধ্যরেখালক-
দ্বৈবিধ্যা সমস্তাভূভয়তঃ স্থিতদ্বারতয়া পরস্পরসম্মুখতাশোভা-
নন্দিতদিগন্তাঃ কৈমুত্যাশাদয়ন্তি ॥ ১১১ ॥

যত্র চ সৰ্বমধ্যমাবরোধস্তাধিমধ্যং বৃহৎপ্রাঙ্গণমধিকৃত্যা-
খণ্ডপুটেভেদনমুকুটভঙ্গিলঙ্গিমং নিঃশ্রেণী-শ্রেণিমিত্রাস্তঃশ্বভ্রশুভ্র-
লঘুলঘুদ্বারস্থখারোহসঞ্চারমের্বাকারচাব্বঙ্গকুটিমাছুপরি পরিতঃ
স্তম্ভবারসঙ্গতনগরমেকং সৰ্ববতশ্চলৎপতাকমবলোক্যতে ॥ ১১২ ॥

যদা চ তস্য সৰ্বককুদমুদক্ষিতস্য ধিষ্যস্য পুরুপরি চাল-

তত্র চ সভাগৃহং বর্ণয়তি যত্র চেত্যাदि गद्येन । अणुपुटेति । अणुस्त पुटेभेदनस्त
पुरुष मुकुटेष्टेव या भ्रिपुष्टया लक्षिमं शुभ्ररं । निःश्रेणीति । निःश्रेणिवृद्धिरोहिणी । सञ्चारो
गतिः । मेरुकायेति सुमेरुसदृशे तार्थः । कुट्टिमं गृहं ॥ ११२ ॥

तस्मिन् श्रीकण्वर्द्धने उक्तमं वर्णयति यदा चेत्त्यादि गद्येन । सप्तककुदं सक्ततः ककुदं

অপরের গতিবিষয়ে মণিময়ভিত্তিরূপ নিজ দেহে ধারণ করিয়া যেন ছই হইয়াছে ।
অপিচ সকল গৃহেরই চারিদিকে উভয়পার্শ্বে দ্বার থাকাতে পরস্পর পরস্পরের সম্মুখে
উপস্থিত হইয়া একপ শোভা বিস্তার করিতেছে যে, সেই শোভায় যখন দৃষ্টিগল
আনন্দিত হইতেছে তখন তাহা দেখিয়া সকলেই “ইহা কি” বলিয়া মুগ্ধ না হইবে
কেন ? অপিচ ইহাতেই গৃহসমূহের আতিশয়া ও প্রকাশ পাইতেছে ॥ ১১১ ॥

গোলোকের সৰ্বমধ্যস্থল অধিকার করিয়া একটা গৃহ প্রকাশ পাইতেছে,
সেই গৃহটী সমুদায় গোলোকনগরীর মুকুটরূপ ও মনোহর । তন্মধ্যে সোপান-
শ্রেণীবদ্ধ অন্তর্দ্বারী ছিদের উর্দ্ধভাগস্থিত দীপ্তিমান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বারগুলি গমন-
বিষয়ে আনন্দ দান করিতেছে । এবং মেরুসদৃশ উচ্চ ও মনোহর শৃঙ্গবিশিষ্ট
গৃহের উর্দ্ধভাগে চতুঃপার্শ্বস্থিত স্তম্ভসমূহে আন্দোল্যমান পতাকাসকল দৃষ্ট
হইতেছে ॥ ১১২ ॥

যে স্থান সর্বপ্রকারেই প্রাধান্যবদ্ধ সেইরূপ স্থানের উপরিভাগে প্রভূত

করিসুতয়া শ্রীকৃষ্ণঃ স্রয়ং বর্জিসুভবতি তদা সর্বজিসুতদুপরি-
চারসুজিসুনীলমণিরিব কং বা তল্লোকভবিসুলোকং কান্তিকন্দ-
লৌভিন পুষাতি ॥ ১১৩ ॥

যা চেয়ং কর্ণিকায়ামুপরিপুরী তদধস্তাদন্যাপি সমস্তাদন্তি,
কিন্তু সা প্রতিকৃষ্ণকান্তাদামন্যেব নিজাঙ্গণনিভ-পত্রপঙ্ক্তি-
সীমন্তেব চাবস্ত্রিতদ্বারগণেতি পরেষামজ্ঞাতা দ্যুর্মণিগণিগণসমু-
জ্জ্বলালয়কলাপা বাতানীত-স্ফজাত-পুষ্পজাত-পরিমল-সম্পাতা
নির্জ্জ্বলতা জনিত-স্বৈরতানারত-রতিপ্রদা শয্যা সনচ্ছত্রেচামরাদি-
প্রাধাঙ্গমুদ্যতত্বা। প্রাধাঙ্গে রাজলিঙ্গেচ এবাঙ্গে ককুদো দিয়ামিত্যমরঃ। পুরুপরি পুরু অধিকং
উপরি জিহ্বনীলমণিরঞ্জনীলমণিঃ ন পুষাতি। নঞ শিরশ্চালনে। অপি তু সর্বং
লোকং পুষাতি, পুষ্টীকরণেন শ্রীকৃষ্ণকান্তেবাপকঃ ২২ ত্রৈলোক্যভবিসুলোকং চ হসতিশায়িত্বঞ্চ
প্রসিদ্ধং ॥ ১১৩ ॥

তদেবং কেবলম্ শ্রীকৃষ্ণস্ত বিহারস্থানানি নিরূপ্য তৎকালস্থানং রহস্তস্থানানি নিরূপয়িতুং
প্রাৰ্থতে যা চেয়মিত্যাদি গদ্যেন। তেষু চ আভিঃ সহ শ্রীকৃষ্ণে বিহারন্ মহানন্দঃ কান্তে তিতি চ
বর্ণয়তি। পরিমলসম্পাতা পরিমলসংযুক্তা।

অলঙ্কাররূপ শ্রীকৃষ্ণ স্রয়ং যখন বর্জমান হয়েন. তখন তিনি সর্ববিজয়ী অথচ
ঠাঁহার উপরি সঞ্চরমাণ সর্বপ্রভাবিজয়ী নীলকান্ত মণির মত দৈহিক প্রভাসমূহ-
দ্বারা গোলোকস্থিত কোন্ লোককে না পালন করেন? অর্থাৎ তিনি
সকলকেই পালন করিয়া থাকেন ॥ ১১৩ ॥

অপিচ, এই কর্ণিকার উপরিভাগে যে গুরী আছে, তাহার অধোভাগে অত্র এক
পুরী সর্বতোভাবে বর্জমান। কিন্তু সেই পুরী প্রত্যেক কৃষ্ণপ্রেমসীগণের মনোহর
ধাম এবং শ্রীকৃষ্ণের যেন অঙ্গতুল্য। সেই শিখাঙ্গরূপ পত্রপঙ্ক্তির সীমা-
ভাগেই দ্বারসকল বদ্ধ বলিয়া অগ্ৰাণ্ড সকলেরই তাহা অজ্ঞাত। সেই
পুরীর গৃহসমূহ স্বর্গাসদৃশ রত্নরাশিদ্বারা সমুজ্জল। পবনদেব সুন্দর পুষ্পরাশির
পরিমলদ্বারা আনন্দন করিয়া তথায় মন্দ মন্দ বিচরণ করিতেছেন। নির্জ্জ্বল
বলিয়া লোকের মনে তথায় যেরূপ স্বাধীনতা জন্মে. সেই স্বাধীনতাদ্বারা অবিরত
গীতি উৎপন্ন হইতেছে। শয্যা, আসন, ছত্র এবং চামরাদি সামগ্রীর সম্যক ও

সামগ্রী সম্যগ্রীতিবহুশতী প্রীতিদা নানাক্রীড়াভাণ্ড-মণ্ডলমণ্ডিতা
খণ্ডমণ্ডপা তত্ত্বেচ্চৈকাধিষ্ঠান-নর-মৃগ-পক্ষিপ্ৰতিকৃতিলক্ষাবলক্ষিতা
প্রেয়সীষু বিদক্তপ্রদেশবিশেষা শোমালয়ায়তে । যত্রতেন পথা
যথাবৎ প্রেয়সীনামানন্দনঃ শ্রীমামন্দনন্দনস্তত্র পত্রসমুদ্যুদ্যান-
বৃন্দগমুভিরনুবৃন্দমতীব নন্দতি । তস্মাদুদ্যানাদন্তর্দ্বারেণ চতুরশ্রঃ
প্রতুদ্যানগপি বিন্দতি ॥ ১১৪ ॥

এ৭ শ্রীবলরামস্য রামঘট্টাখ্য-নিজক্রীড়াবনগমনঞ্চ তলবজ্র-
নৈব বর্ততে, 'কন্তু সজ্জিগুতয়া নিহিতেন পত্রাবলিপৰ্য্যন্তালবাল-
পিহিতেন মন্তব্যং ॥ ১১৫ ॥

অন্তর্দ্বারেণ প্রচ্ছন্নদ্বারেণ ॥ ১১৪ ॥

তদেব শ্রীকৃষ্ণস্ত তৎপ্রেয়সীনাঞ্চ স্থানাদিকং নিরূপা শ্রীরামস্তাপি তথা বর্ণয়তি এবমিত্যাदि
গদ্যেন । মৃগমং ॥ ১১৫ ॥

বহুশত রীতিদ্বারা ঐ নগরী প্রীতি পদান করিতেছে । তথায় মণ্ডপসকল নানা-
বিধ ক্রীড়ার সামগ্রীদ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া আছে । সেই সেই চেষ্টার আধারস্বরূপ
বা বহুবিধ চেষ্টাশীল লক্ষ লক্ষ মানব, পশু এবং পক্ষির প্রতিমূর্ত্তি অর্থাৎ ছবি-
দ্বারা সেই পুরী সুশোভিত আছে । ঐ পুরীর মধ্যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বিশেষ বিশেষ
প্রদেশে প্রেয়সীদিগকে বহুবিধ গৃহ বিভাগ করিয়া দিয়াছেন, সুতরাং তাহা
যেন অনন্তভবনের মত প্রকাশ পাউতেছে । যে স্থানের পথ-দিয়া প্রেয়সী
সকলের আনন্দপ্রদ শ্রীমান্ নন্দনন্দন প্রেয়সীগণ সহ পত্রস্থ বনশ্রেণীতে গমন
করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন, সেই উদ্যান হইতে প্রচ্ছন্নদ্বার দিয়া চতুরশ্র
(চতুষ্কোণ) স্থানে ও প্রত্যেক উদ্যানেই গমন করেন । পত্রের কর্ণিকারের চতুঃ-
পার্শ্বে যেরূপ পত্র থাকে, ক্রমঃ প্রেয়সীদিগের ভবনের পার্শ্বেও সেইরূপ পত্রের মত
বনশ্রেণী বিরাজমান আছে, ইহা বুঝিতে হইবে ॥ ১১৪ ॥

এইরূপে শ্রীবলরামের রামঘট্ট নামক স্বকীয় ক্রীড়াবনের মধ্যে গমনকার্গাও
তলস্থিত পথদ্বারাই সংঘটিত হয় । সজ্জিগুভাবে নিহিত পত্রসমূহ পর্যাঙ্ক আলবাল
দ্বারা আচ্ছাদিত তলপথদ্বারাই যে তাঁহার তথায় গমন হয়, ইহা স্বীকার করিতে

তামেতামুপরিগতাং শ্রীমদব্রজেশ্বরপুরীং পরি তু শ্লোকাঃ
পরিগীয়ন্তে ॥ ১১৬ ॥

যন্তাং পতাকা যদুবাতকম্পিতা, নানামুখীভাবমিতাঃ পুনঃ পুনঃ ।
সৌরভ্যমায়াতি যদা যতস্তদা, বিবৃত্য পশ্চন্তি দিশামমৃমিব ॥
নিত্যং সুধাধামজ-ধামসঙ্গতঃ, পূর্ণাঙ্গতামঙ্গলসঙ্গতিং গতাঃ ।

অধুনা শ্রীগোলোকপুৰ্ণাঃ পরিপাটিং নবভিঃ শ্লোকৈরুপনিবন্ধুঃ প্রক্রমতে তামেতামিত্যাদি
গদ্যেন । পরি লক্ষ্যীকৃত্য । অন্তঃ স্ফুৰং ॥ ১১৬ ॥

তান শ্লোকান্ বৰ্ণয়তি যন্তামিত্যাদিকান্ । যন্তাং পুৰ্ণাং । বিবৃত্য পশ্চন্তীত্যমেন যাসাঃ
দৃগুৎপ্রেক্ষাতে । দিশামিতি দিশাং মধ্যে যতো দিশঃ সৌরভ্যমায়াতি অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণস্য । তদা
অমৃং দিশং ॥

হইবে । কৃষ্ণকান্তাগণের ভবনের পার্শ্বে যে উপবনশ্রেণী আছে, তথায় কৃষ্ণ ও
তদীয় কান্তাগণ সর্বদা বিচরণ করেন, এজন্ত বলরামকে রামঘাটে যাইতে হইলে
ঐ উপবনের মধ্য দিয়াই যাইতে হয়, কিন্তু তাঁহার গমন কেহ জানিতে পারেন
না, বলরাম এবং কৃষ্ণ ও নিজ নিজ পত্নীগণকে দেখিতে পান না, কারণ উপবনের
নিম্নভাগে বলরামের পথটী এমনভাবে গঠিত যে, তাহার উভয় পার্শ্বে উচ্চ বাধ
(আলবাল) নির্মিত আছে * ॥ ১১৫ ॥

পূর্বে যে শ্রীমদব্রজেশ্বরের পুরীর সংস্থান বর্ণিত হইল, তাহার প্রতি লক্ষ্য
করিয়া পণ্ডিতগণ এইরূপ শ্লোকাবলী কীর্তন করিয়া থাকেন । যথা— ॥ ১১৬ ॥

যে পুরীতে পতাকাসকল যদুপবনে সঞ্চালিত হইয়া পুনঃ পুনঃ নানামুখ
হইয়া থাকে, পরে সমস্তদিকের মধ্যে যে দিক্ হইতে যখন কৃষ্ণাবসৌরভ আসিয়া
উপস্থিত হয়, তখন পতাকাসকল দিক্‌সকলের মধ্যে সেই দিকেই যেন দর্শন
করিতে থাকে ॥

অপিচ, যে স্থানে নিত্যই চন্দ্রজাতকিরণের সঙ্গহেতু সম্পূর্ণ মঙ্গল প্রাপ্ত হইয়া

* জ্যোষ্ঠ ত্রাতার পক্ষে কনিষ্ঠ ত্রাতার পত্নীগণকে বা তাঁহাদিগের শয়নকক্ষাদিকে দেখা
গায়তঃ ও যুক্তিতঃ নিষিদ্ধ । শ্রীবলরাম জ্যোষ্ঠ, শ্রীকৃষ্ণ কনিষ্ঠ, এই অন্তই উভয়ের গৃহ ও গৃহগমন-
পথের রীতি এইরূপ পৃথক্ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে ।

যত্রাপি কুম্ভা বিধুকাস্তমস্তবাঃ, কূটান্তরন্তমুকুটা ইব স্থিতাঃ ॥
 যত্রাশ্বিতা স্বচ্ছতয়া বিভাতয়া, হীরাদিরত্নচ্ছদিরালিরীক্ষ্যতে ।
 বিশ্বচ্ছলাকৃষ্ণনভস্থতেজসাং, সাযুজ্যভূমির্নিভুরাত্মনামিব ॥
 ময়ূর-পারাবত-কোকিলাদ্যা, বসান্ত যশ্রান্ত বিনাপি যত্নং ।
 শব্দায়মানা বিপিনস্য তৈর্ষে, বিবাদসম্মাদবদাচরন্তি ॥
 বিচিত্ররত্নাবলিচিত্রচর্চিতা, সৌবর্ণভিত্তিঃ পরিতশ্চকাসতী ।
 গোপালবালাদ্যাবিলাসমাধুরীঃ, সাক্ষাদিবালক্ষ্যতে শিশুনপি ॥
 বিস্তারিতোৎসঙ্গনিভৈরালিন্দৈঃ, শ্লিষ্যন্তি কৃষ্ণং ভবনানি নিত্যং

কূটান্তরন্তরিত । কূটঃ শৃঙ্গঃ অএবরোধস্ত উচ্চভাগস্তত্র কলশাকারো রচনাবিশেষো
 মুকুটতয়াৎপ্রেক্ষ্যতে । হীরাদীতি । হীরাদিরত্নময়ানাঃ ছদিষাঃ ছদানাঃ আলিঃ শেলী ।
 কৃতঃ সৈবস্ত্রাকারা তরাহ সাযুজ্যোতি । আশ্রনাঃ জীবানাঃ বিভূঃ পরমায়্যা সাযুজ্যভূমিঃ ।
 গোপালঃ শ্রীকৃষ্ণঃ ।

চন্দ্রকাস্তমগিনির্মিত কস্তসকল শৈলশৃঙ্গসদৃশ উচ্চ অন্তর্গতের মুকুটের ত্রায়
 অবস্থিত আছে ॥

যে পুরীতে নির্মল ও স্তপ্রকাশ হীরকাদি রত্ননির্মিত ছাদগুলি বিশ্বচ্ছলে
 আরুণ্ড গগনমণ্ডলস্থিত চন্দ্রসূর্য্যাদি জ্যোতির্ময় পদার্থসকলের সাযুজ্যভূমি বা
 মোক্ষরূপে দৃষ্ট হইতেছে । যেমন জীবাত্মগণের সাযুজ্যভূমি পরমায়্যা ॥

যে পুরীতে ময়ূর, পারাবত এবং কোকিল প্রভৃতি বিহঙ্গকুল বিনা যত্নে বাস
 করিয়া ও বনবাসী ময়ূর কোকিলাদির সহিত শব্দ করিয়া যেন বিবাদ ও সম্বাদের
 ত্রায় আচরণ করিতেছে ॥

যে স্থানে সূবর্ণময় ভিত্তি বিচিত্ররত্নচর্চিত চিত্রদ্বারা চর্চিত হইয়া চারিদিকে
 শোভা বিস্তার করত অত্রাণ্ড শিশুদিগকে শ্রীকৃষ্ণের বালা প্রভৃতি বিলাসমাধুরী
 যেন সাক্ষাতের ত্রায় দর্শন করাইতেছে ॥

যে স্থানে গৃহসকল বিস্তৃত ক্রোড়তুলা অলিন্দ অর্থাৎ বহির্দ্বারের প্রকোষ্ঠ
 সমূহদ্বারা নিতাই শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিতেছে এবং যে সকল গৃহমধ্যে ভক্তগণ

যেষাং সদান্তর্নিবসন্তি তে তন্তুস্তা অমী তাদৃশতাং ব্রজন্তি ॥
 প্রাঙ্গণানি মণিদর্পণচ্ছবীন্মূলসন্তি সদনাবলীমনু ।
 যেষু নূতনবধূর্বকাস্তু কং, ত্রীড়নত্রবদনাপি নীকতে ॥
 চন্দ্রকাস্তমণিবন্ধভূতলে, পল্ললানিচ লসন্তি সর্বদাঃ ।
 রাধিকাদিমুখকান্তিকন্দলী, যানি পূরয়াতি হন্ত সর্বদা ॥
 লোকঃ শ্রীনাথলোকপ্রতিরুচিবিজয়ী কাননং শ্রীম্পূহাজি-
 দ্রাসঃ শ্রীরাজধানীনিখিলশুভরুচাং বাসিনস্তে তএব ।
 ভোক্তা কৃষ্ণঃ স ভোগ্যঃ প্রণয়গধুরিমা শশ্বদিত্যেবমস্মিন্
 প্রত্যেকং সর্বমন্তঃকরণমতিগতং কস্তদন্তং লভেত ॥ ১১৭ ॥

অমী গৃহাঃ । চন্দ্রকাস্তমণিদ্রবেণ পল্ললজলবাতল্যাং তেন চ শ্রীরাধিকাদিমুখেষু চন্দ্র-
 মারোপিতং । শ্রীনাথঃ পরব্যোমনাথস্তস্য লোকঃ বৈকুণ্ঠলোকস্তস্ত কান্তিবিজয়ী ॥ ১১৭ ॥

নিরন্তর বাস করেন, সেই এই গৃহসমুদায় ভক্তভাবে প্রাপ্ত হইয়াছে অর্থাৎ
 ভক্তের গ্রাম গৃহসকলও শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিতেছে ॥

গৃহশ্রীবীকে লক্ষ্য করিয়া মণিময়-দর্পণপ্রভ পাঙ্গণসকল শোভা পাইতেছে ।
 ঐ সকল পাঙ্গণে নববধু লজ্জায় নতমুখী হইয়াও বকাসুরনিহস্তা শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন
 করিতেছেন ॥

চন্দ্রকাস্তমণিসংযুক্ত ভূমিতলের সকলপার্শ্বে ক্ষুদ্রক্ষুদ্র সরোবরসকল শোভাকে
 পাইতেছে । আহা ! শ্রীরাধিকাপ্রভৃতি পেময়সীগণের মুখপ্রভার পবাহ ঐ সকল
 ক্ষুদ্র সরোবরদিগকে সর্বদা পরিপূর্ণ করিতেছে ॥

এই গোলোকলোক শ্রীনাথলোকে অর্থাৎ বৈকুণ্ঠলোকে সকল শোভা
 পরাজয় করিতেছে, কানন অর্থাৎ বৃন্দাবন লক্ষ্মীর অভিলাষকে জয় করিয়াছে অর্থাৎ
 লক্ষ্মী বৃন্দাবনকে বাঞ্ছা করিয়াও প্রাপ্ত হয়েন নাই । এখানে শ্রীরাজধানী অর্থাৎ
 বৈকুণ্ঠলোকে অখিল মঙ্গলময়ী শোভার বাস হইয়াছে । গোলোকবাসিগণ
 গোলোকবাসির গ্রাম স্ব প্রসিদ্ধ, ইহার অণু উপমা নাই । শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত বিষয়ের

তৎপ্রেমশর্মাণাং সর্বাতিশয়িধর্মতায়ামহমপি মর্ম্মবেত্তা ॥১১৮॥

যতঃ—হ'রগোপক্ষৌণীপতিমিথুনমন্ত্রে চ বিবুধা-

ন নঃ ক্রুরং চিত্তং মুচুলয়িতুমীশা লবমপি ।

অহো তেষাং প্রেমা বিলসতি হরৌ যন্তু বলবান্

হারেব। যন্তেষু দ্রুতয়তি সএব প্রতিপদং ॥ ১১৯ ॥

অতঃ সর্বতঃ ক্ষেমাণাং সএব প্রেমা সর্বত্র স্ফুরতি ॥১২০॥

তদেবঃ শ্রীগোলোকস্ত শোভাদিকং বর্ণয়িত্বা শ্রীকৃষ্ণস্ত তৎপরিকরণাঞ্চ প্রেমমুখাতিশয়ং
বর্ণয়িত্বং প্রক্রমতে তদিত্যাদি গদ্যেন । অহমপি অতিকঠিনোহপি ॥ ১১৮ ॥

তং কাঞ্চোদ দর্শয়তি হরিরিত্যাদি শ্লোকেন ॥ ১১৯ ॥

তস্ত প্রেমো মহিমাং বর্ণয়িত্বং প্রক্রমতে অত ইত্যাদি গদ্যেন । সকলতোভাবেন মঙ্গলানাং মধো
স এব প্রেমা সপতঃ স্ফুরতি মঙ্গলাতিশয়ঃ সন প্রকাশতে ইত্যর্থঃ ॥ ১২০ ॥

ভোক্তা এবং তাঁহার সেই প্রেমমাধুরীই সর্বদা উপভোগ্য বস্তু । এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের
উপর প্রত্যেক সমস্ত পদার্থই অন্তঃকরণ অতিক্রম করিয়াছে, অতএব কে তাহার
অন্ত পাইতে পারে ? ॥ ১১৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণের পরিকরণগণের প্রেমমুখের ধর্ম্ম সর্বাতিশায়ী হইলেও
আমিও সেই বিষয়ের মর্ম্মজ্ঞ হইয়াছি অর্থাৎ সর্বাতিশায়ী বিষয়ের বর্ণনায় মাদৃশ
অতিকঠিন লোকও প্রবৃত্ত হইয়াছে ॥ ১১৮ ॥

যে হেতু শ্রীকৃষ্ণ, গোপরাজ নন্দ, রজেশ্বরী যশোদা এবং অজ্ঞাত দেবগণও
আমাদিগের কঠিন হৃদয়কে অল্পমাত্রাও কোমল করিতে সমর্থ নহেন, কিন্তু
শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদিগের এবং তাঁহাদিগের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের যে বলবান্ প্রেম
আছে, সেই প্রেমই সর্বদা আমাদিগের কঠিন মনকে আর্দ্র করিতেছেন ॥ ১১৯ ॥

অতএব জগতে সকল পদার্থে যে সকল মঙ্গল আছে, তাহাদের মধো সেই
প্রেমই কেবল সকল স্থানে অতিশয় মঙ্গলরূপে বিরাজ করিতেছেন ॥ ১২০ ॥

তথাহি—

হরিঃ প্রেমা সাক্ষাদিব ভবতি কিংবা ব্রজজন-

স্তয়োরেকস্মিংশ্চ ক্ষুরতি সতি শব্দঃ ক্ষুরতি নঃ ।

ইদং বারং বারং বিধি-শিব-স্বরসি-প্রভৃতয়ঃ

ক্ষুটং কর্তুং শক্তিঃ দধাত নতরাং যৎ কিয়দপি ॥ ১২১ ॥

সতু পরমাশ্চর্য্যার্থ্যঃ । যতঃ—

তদীয়ানাং প্রেমা বদপি কৃতিচর্য্যাতিগম্য-

স্তথাপ্যুচ্চৈর্হেতুর্ভবতি হরিসাহায়কান্দধৌ ।

তস্ত স্বরূপস্ত দুর্লভ্যতাং ব্যঞ্জয়তি হরিরিতি । ব্রজজনবিষয়কো যঃ হরেঃ প্রেমা স হরিঃ সাক্ষাদবিভূত ইব কিংবা হরিবিষয়কো যো ব্রজনস্য প্রেমা স ব্রজজনঃ সাক্ষাদবিভূত ইব ভবতীত্যুভয়োঃ পরস্পরবিষয়কপ্রেমরূপত্বেনাবিভূতত্বঃ সংশয়েনোৎপ্রেক্ষিতং । তত্র হেতুমাহ তয়োৱিতি । বার্থে চকারঃ । ততশ্চ তয়োৱভয়োর্মধ্যে একস্মিন্ হরৌ বা ব্রজনে বা শব্দং সমগ্রং ক্ষুরতি সতি স প্রকৃষ্টভাবঃ প্রেমা নোহস্মাকং ক্ষুরতীতি । ননু স্থল্লাভবেন সংশয়-নিবাসপূদকমেতন্নিশ্চয়তাং তত্রাহ ইদমিতি । অপিশব্দঃ সর্বত্র যোজনীয়ঃ । ততশ্চ যদ্যস্মাৎ একশিবনারদপ্রভৃত্যেহপি বারং বারং পুনঃ পুনরপি অর্থাৎ প্রণিদধতোহপি অদ্যপি ইদং কিয়দপি অল্পমপি ক্ষুটং কর্তুং শক্তিঃ সামর্থ্যং নতরাং দধতি নৈব ধারয়ন্তীত্যর্থঃ । তস্মাদস্মাকন্ত কা বার্তোতি শ্রীমতাং গ্রন্থকুচরণানাং দেন্দ্রাহকোহভিপ্রায়ঃ ॥ ১২১ ॥

তস্ত পরমাশ্চর্য্যরূপতাং বর্ণয়তি সতিচর্য্যাৎ । তদীয়ানাং ব্রজজনানাং শ্রীকৃষ্ণভক্তানাং বা । কৃতিচর্য্যোতি করণব্যাপারাতীতস্বরূপঃ সাধ্য ইত্যর্থঃ ॥ ১২২ ॥

দেখ, শ্রীকৃষ্ণই কি সাক্ষাৎ প্রেমমূর্তি ধারণ করিয়াছেন ? অথবা ব্রজজনই কি সাক্ষাৎ প্রেমশরীরে আবিভূত হইয়াছেন ? কি আশ্চর্য্য এই উভয়ের অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ও ভক্তজন ইহাদের মধ্যে একমাত্র ক্ষুণ্ণ হইলে আমাদের সমক্ষে সেই প্রেম নিত্যই ক্ষুণ্ণি প্রাপ্ত হয় । বিধি, শিব এবং দেবর্ষি নারদ প্রভৃতি মুনিগণ এই প্রেমপদার্থকে বারংবার প্রকাশ করিতে উদ্যত হইয়াও কিঞ্চিৎ প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়া নাই ॥ ১২১ ॥

কিন্তু সেই প্রেম পরম আশ্চর্য্য । কারণ, যদিচ ব্রজজনের প্রেম ইন্দ্রিয়-

জগৎকার্যে যদ্বচ্ছ্রুতিমত-পরব্রহ্ম নিতরা-
 মচিন্ত্যো যো ভাবঃ সাহি নহি বিতর্কঃ দিম্বহতে ॥ ১২২ ॥
 যস্মাদেবং স এব চিন্তমাকর্ষতি তস্মাৎ ॥ ১২৩ ॥
 স্তাত্মা কৰ্ম্ম স্বয়মুত পরাৎ কৃষ্ণতৃষ্ণানুকূলঃ
 তস্মিন্নন্তু দীহিরপি সদা গোপরাজাবরোধে ।
 যাতায়াতঃ মুহুরতিতরাং কুর্দতামাদৃতানা-
 মপ্যুৎকর্থাচলিতমনসাং মানসং ভাবগাহে ॥ ১২৪ ॥
 তত্রত্যানাং সমূহাবলোকনন্ত পরমপরমাদ্রুতং ॥ ১২৫ ॥

যস্মাদিতি শ্রুগমঃ ॥ ১২৩ ॥

তস্য চিন্তাকর্ষণঃ ব্যঞ্জয়ন্থানাং তদগ্রহঃ ব্যঞ্জয়তি জ্ঞানত্যাগাদি পদোদয়ঃ । ইহে চেষ্টে ॥ ১২২ ॥
 তদ্রহস্যানাং সন্দেহাৎ সয়ং প্রকাশো বর্ততে ইতি ব্যঞ্জয়িতুমাহ তদ্রহস্যানামিতি পদোদয়ঃ ॥ ১২৩ ॥

ব্যাপারের অতিরিক্ত অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় সুখস্বরূপ, তথাপি তাহা কৃষ্ণ পাইবার সাহায্যবিষয়ে প্রবল কারণ হইয়া থাকে । যেদ্রুপ বেদ প্রসিদ্ধ পরব্রহ্ম জগদ্রুপ কার্যের প্রতি কারণ । ইহাতে গ্রায় এই যে, যে ভাব চিন্তার অগম্য, তাহা কখনও মিথ্যা তর্ককে সহ করেন না অর্থাৎ অচিন্ত্য ভাব তর্কের অগোচর ॥ ১২২ ॥

ইহা যখন এইরূপ, তখন নিশ্চয়ই সেই পেম আমার চিত্তকে আকর্ষণ করিতেছে ॥ ১২৩ ॥

যাহাতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অধিক তৃষ্ণা হয়, সেইরূপ অনুকূল কৰ্ম্ম, প্রথমে স্বয়ং অথবা পরের নিকট হইতে জানিতে হইবে । গোপরাজের অন্তঃপুরে সর্বদা বাহিরে এবং ভিতরে যাহারা বারবার যাতায়াত করিয়া থাকেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে দেখিব বলিয়া যাহাদের চিত্ত উৎকর্ষায় নিরতিশয় চঞ্চল হইয়া থাকে, আমি সেই সমস্ত আদরণীয় গোপগণের মানসিক ভাব ইচ্ছা করি ॥ ১২৪ ॥

কিন্তু গোলোকবাসী সমস্তলোকের দর্শন অত্যন্ত আশ্চর্যজনক ॥ ১২৫ ॥

তথাহি—

উদঘূর্ণন্তে * প্রিয়পরিজনাঃ স্নিগ্ধভাবা যথাস্থং

গোপাক্ষৌণিপতিমনুগতাস্তৃণ্য চাত্ত্বদ্বিতীয়াং ।

যৌ প্রেমাখ্যপ্রবলরসনাবন্তিতৌ কৃষ্ণকান্তি-

জ্যোতিশ্চক্রে রাশিশিতনু যে চ নক্ষত্রসজ্জাঃ ॥ ১২৬ ॥

গানন্তু প্রতিগণং সাধারণমপি কক্ষিদ্ধিশেষং বহতি ।

যথা—জন্মাদ্যর্ভকতাপ্রথা প্রবয়সাং গদ্যোদভং প্রায়শঃ

পৌগণ্ডাদিষু নির্জরাদিবিজিতিঃ প্রায়ঃ স্নহ্নমাণ্ডলে ।

কালিয়াদিষু দুর্জনেষাপি কৃপা ভক্তব্রজেহনল্পশঃ

প্রায়োদ্যুতরাগকেলিরভিতঃ কান্তাগণে গীয়তে ॥ ১২৭ ॥

তং দর্শয়তি তথাহি উদঘূর্ণন্তে ইতি পদোদ্য। উদঘূর্ণন্তে কৃষ্ণপ্রেমাধীনতয়োৎপত্তিং
এমতীতি প্রিয়পরিজনানাং প্রেমাতিশয়ঃ সদাভূতচেষ্টাঃ সৃচিতা। আত্মদ্বিতীয়াং পক্ষীং ।
বদনাং রজ্জুঃ ॥ ১২৬ ॥

ধ্বনা গানস্য বেশিষ্ঠ্যং বর্ণয়িতুং প্রকৃত্যে গানবৃত্তিঃ পদোদ্য। তদ্ব্যঞ্জয়তি যথা জন্মাদ্যাদি
পদোদ্য। প্রবয়স্যাং বুদ্ধানাং ॥ ১২৭ ॥

দেখ। গোপরাজ শ্রীনন্দ এবং তাঁহার নিজের দ্বিতীয় আত্মা বা পত্নী শ্রীমতীশোদা
এই উভয়ের যথাযোগ্য অচ্যুত ও স্নিগ্ধভাব-যুক্ত প্রিয়জনসকল নক্ষত্রসমূহরূপে
এবং শ্রীনন্দ ও যশোদা রবি শশি নদীরূপে পেমনামক পবন রজ্জুদ্বারা বদ্ধ
হইয়া শ্রীকৃষ্ণের কান্তিরূপ জ্যোতিশ্চক্রে উদঘূর্ণিত অর্থাৎ ইতস্ততঃ ভ্রমণ
করিতেছেন ॥ ১২৬ ॥

অপিচ, তাঁহাদিগের সঙ্গীত সাধারণ হইলেও কোন এক বিশেষ ভাবে বহন
করিতেছে, যথা—

ধ্বগণের সভায় শ্রীকৃষ্ণের জন্ম প্রভৃতি বালালীলা। স্নহ্নসভায় পৌগণ্ডাদি-
বয়সে কৃত দেবগণের বিজয়লীলা। ভক্তগণের সভায় কাণিয়প্রভৃতি দুর্জনেসকলের

তত্র চ—

সঙ্গানে চেষ্টজতি মুরাজিহুত্ৰমাত্রং বিমোহং

শাস্তাশাস্ত্যাপ্যনুগতিমিয়াত্ৰিহি ন প্রেক্ষকাণাং ।

শান্তিদীপ্ত্যং সহচরদশা বৎসলত্বং তথান্য-

ভাস্মিন্ গচ্ছেৎ কথমথ বদ* ক্ষীরবার্বৎ পরীক্ষাং ॥১২৮॥

হস্ত পাদ্যদ্বয়মিদমলোলে মনসি উদ্বুয় তদেবান্দোলয়তি, যথা—

মাতর্মাতর্জননি মম তদেহি দেহীতি শব্দৈ-

বৎসায়ুগ্মন স্ত ত বদাসি কিং প্রাণলাল্যোতি চাত্রেঃ ।

সঙ্গানে ইতি সমাগু গানে । প্রেক্ষকাণাং দর্শকানাং বিমোহদশারাহিত্যে সচেতনানা-
মিতিার্থঃ । সহচরদশাং সখ্যাং । অশ্রুৎ মধুরং । ভাস্মিন্ সঙ্গানে বিমোহং বৎসলত্বং । ক্ষীর
বার্বৎ পরীক্ষাং যথা মিলি ত্রয়োঃ ক্ষীরনীরয়োঃ পরীক্ষা ন ভবতি তথা পঙ্করসাপ্রয়াণাং তত্র
বিমোহঃ কণং পরীক্ষাং বদেতিার্থঃ ॥ ১২৮ ॥

অথ বৎসল্যরসপরিপাটিঃ বর্ণয়িতুং প্রকৃত্যে হস্তত্যাদিনা । তদেব মন এব চঞ্চলয়তি ॥

তদ্ব সয়ং কবিবাক্যং যথা মাতরিত । মাতরিতাদাবধিকপদানাং গুণদ্বয়েব নতু দুইত্বং ।

প্রতি অসৃষ্টিত বহু রূপারূপ লীলা এবং প্রেমসীদিগের সভায় প্রায় অদ্ভুত পূর্ণ-
রাগাদি লীলাসকল সর্বতোভাবে গীত হইতেছে ॥ ১২৭ ॥

তত্ৰাধো সঙ্গীতকালে শ্রীকৃষ্ণের শাস্ত্র ও দাসাদি সাধারণ ভক্তমাত্রেরই যখন
মোহপাপ হইতেছেন এবং সেই মোহে তাঁহাদের স্মৃতি হইতেছে কি অল্প
হইতেছে, দর্শকবৃন্দ তাহার অমুমান করিতে পারেন না, স্মৃতিরঃ বল দেখি
দর্শকদিগের হৃদয়ে শাস্ত্র, দাস্ত্র, সখ্যা, বৎসল্য ও মধুররস মিলিত হৃৎকলের তায়
তখন কিরূপে পৃথক্ পরীক্ষা প্রাপ্ত হইবে ? ॥ ১২৮ ॥

অহো ! এই বক্ষ্যমাণ দুইটী পঙ্ক অচঞ্চল মনে উদ্ভিত হইয়া সেই মনকেই
চঞ্চল করিতেছে—

যথা—“হে মাতঃ ! হে মাতঃ ! হে জননি ! আমাকে সেই নবনীতাদি
প্রদান করুন প্রদান করুন ।” এইরূপ শব্দদ্বারা এবং “হে বৎস ! হে আয়ুগ্মন !
হে স্ত ত ! হে প্রাণাধিক ! কি বলিতেছ” এইরূপ আর্দ্র বাক্যদ্বারা কেমন নানাবিধ

* গচ্ছেদেমাং হপি কথমিহ ইতি, পরীক্ষাং ইত্যত্র বিবেকং ইতি চ পাঠঃ ।

নানালাপপ্রণয়বলিতা মাং বলাং স্নেহমুদ্রা

তস্মিন্ গোষ্ঠে স্মরয়তিতরাং তৌ সবিদ্রৌকুনারৌ ॥১২৯॥

গেহেশি ! ত্বং চরিতস্কৃত্য হস্ত বৎসস্বদগ্রে

বস্ত্রি প্লাতি প্রথর্যতি রুচিং যাচতে জাহসীতি ।

অর্দ্ধাদেবং স্থগিতবচনং স্নেহপূরাদ্রোহেশং

ধ্যায়দ্বন্তিং বত ন লভতে গম্মনো বংভ্রমীতি ॥ ১৩০ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীগোপালচম্পু নু গোলোকরূপ-নিরূপণং
প্রথমং পূরণং ॥ * ॥ ১ ॥ * ॥

তাঃশব্দে। তাঃশোক্তিপ্রত্যাভিভায়াং তদীয়হর্ষসংভিন্নস্নেহাতিশয়সূচনাং । ইত্যালম্বারিকাণা-
মাশয়ঃ । তদেহি তন্নবনীতাদি । সবিদ্রৌকুনারৌ মাতাপুত্রৌ ॥ ১২৯ ॥

তত্র শ্রীধররাজবাক্যং বর্ণয়তি গেহেশীতি পদোদ্যম । চরিতস্কৃত্যমেব হস্ত বৎসেত্যাদে-
হেতুঃ । জাহসীতি পুনঃ পুনঃ হস্ত হস্তি চ । অর্দ্ধাদিতি এতাদৃশা বৎসব্যাপার। যম ন
সম্ভীতি শেষঃ পূরণীয়ঃ ॥ ১৩০ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীভগবদ্ভক্ত্যানন্দ-বংশাবতংস-বিশ্ববিখ্যাত-শ্রীকিশোরীমোহনগোবিন্দাঙ্কজ-শ্রীবীর-
চন্দ্রগোবিন্দমিবিরচিতায়াং শ্রীগোপালচম্পুসজ্জিগুটীকায়াম্ শকাব্দবোধিকায়াং প্রথমং পূরণং ॥ * ॥

আলাপ এবং প্রণয়সংযুক্ত স্নেহমুদ্রা সেই গোষ্ঠস্থলে মাতা ও পুত্রকে (অর্থাৎ
যশোদা ও শ্রীকৃষ্ণকে) স্মরণ করাইতেছে ? ॥ ১২৯ ॥

নন্দ বাক্য যথা—“হে গৃহেষ্ঠরি ! যশোদে ! তুমি পূর্বজন্মে কত কত না পুণ্য
করিয়াছিলে । আহা কি স্মৃথের বিষয় ! বৎস কৃষ্ণ তোমার অগ্রে সকল কথাই
বলিয়া থাকে, ভোজন করে, নিজের অভিলাষ প্রকাশ করে, নবনীতাদি খাচ্চা
করে এবং পুনঃ পুনঃ হাশ্ব করিয়া থাকে”, এইরূপ স্নেহপবাহযুক্ত অর্দ্ধবাক্য
বলিতে বলিতে নন্দরাজের বাক্য স্তগিত হইল, সেই স্তগিতবাক্য নন্দকে ধ্যান
করতঃ আমার মন কিছুতেই স্থির হইতেছে না, পুনঃ পুনঃ ভ্রাস্ত হইতেছে ॥ ১৩০ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীগোপালচম্পু কাব্যে গোলোকনিরূপণ-নামক প্রথম পূরণে
শ্রীবৈষ্ণবজনদাস্তাভিলাষী শ্রীরাধাবিহারিসাঙ্ঘাতীর্ণলিখিত বঙ্গানুবাদ সম্পূর্ণ ॥ * ॥

অথ দ্বিতীয়ং পূরণং ।

শ্রীগোলোকবিলাসঃ ।

(তত্র নিতালীলা)

অথ কথাপ্রথনায় গ্রন্থনিমিত্তমভ্যর্থতে ॥ ১ ॥

স্বভজন-লসন্যাস-সন্মানদ-জন্মাদিলীলাভব্যায় ভুব্যাপির্ভাব-
তস্য তস্য নিজত্রজলোকচক্রস্য দন্তবক্রং হৃৎবতা শ্রীভগবতা তত্র
বিগতসর্পশোকে গোলোকে পুনরপি সংশ্লেষঃ সাদিতঃ । ইতি
চম্পূদ্বয়স্য প্রতিসম্পূর্ত্তি-লক্ষ্যমাণ-সপ্রমাণকথা-লক্ষ্যতয়া বিবিক্ত-

শ্রীগোপালপূর্বচম্পূ। দ্বিতীয়ে পূরণে হরেঃ ।

বর্ণ্যতে শ্রীলগোলোকবিলাসস্য বিকাশনং ॥ ০ ॥

গ্রন্থা নিতালীলাং বর্ণয়ি ত্ভুমারভতে অথৈতাদিগদ্যেন ॥ ১ ॥

অথ শ্ৰীভক্তজনবিনোদায় জন্মাদিলীলামঃকুপত। ভগবত। সহ তন্তুলীলাপরিকরস্য সন্মিলনঃ
বর্ণয়িত্বং প্রকমতে শ্ৰীভক্তজনেতাদিগদ্যেন। শ্ৰীভক্তসন্মানদস্য শ্রীভগবতো জন্মাদিলীলানাং ভবি
তব্যার্থমিত্যর্থঃ। ভব্যায় উপপত্তয়ে। হৃৎবতা নাশং কুপত। প্রতিসম্পূর্ত্তি। প্রতি-
সম্পূর্ত্তৌ বক্ষ্যমাণা সপ্রমাণকথা লক্ষ্যা যত্র তদ্ব্যবস্থা। বিবিক্তঃ রহস্যঃ ॥

অনন্তর নিতালীলাবর্ণনময়ী কথার বিস্তার নিমিত্ত এই দ্বিতীয় পূরণের রচনা
আরম্ভ হইতেছে ॥ ১ ॥

শ্রীকৃষ্ণকে ভজন করিবার জগৎ বাঁহাদের হৃদয় উল্লসিত হইয়াছে, সেই সদ-
গণের মানদায়ক অর্থাৎ আনন্দপ্রদ জন্মপভতি লীলাসকলের প্রকাশনিমিত্ত
শ্রীকৃষ্ণ দম্ববরকে বধ করিয়া বজ্রবাসি-সজনবর্গকে ভূতলে আবির্ভূত করতঃ
সর্পশোক-বিবিক্তিত অর্থাৎ সর্পদা আনন্দপূর্ণ গোলোকধামে (পুরলীলার পর)
পূনর্মিলন সম্পাদন করেন। এইরূপে পূর্ব ও উত্তরচম্পুর প্রত্যেক পূরণে ভাবি-
প্রামাণিক কথা লক্ষ্য হইবে বলিয়া, তাহাই স্পষ্টরূপে বর্ণিত হইবে ॥

মেব ব্যক্তকরিষ্যতে । সিদ্ধে তত্র তু সংশ্লেষে কুত্রাপি রাত্রি-
বিশেষে শেষে গোলাকাবন্দনহেতুদ্বারি হারি তুন্দুভিবন্দনমুন্নাদ ।
নাদবিশেষমিষণানন্দমেবেদমুজ্জগারেতি মত্বা লোকোহপ্যুজ্জ-
জাগার । নচ স এ১ কেবলঃ কিন্তু কৃষ্ণাবলোকতৃষ্ণয়া সহ, যথা
কমলসমুৎঃ পরিমলধারয়া ॥

অথ নিজনিজবৃন্দিনঃ সুমাগধবন্দিনঃ শ্রীমন্নরাজপুর-
ণিরাজমানবৃংহতসিংহদ্বারি সর্বোৎকৃষ্টং বিন্দমানাং চন্দ্রশালিকা-
মধিরুহ নূতনানি পুতনাদি-দন্তবক্রান্ততুর্ক্বাক্ষিত্রাচারচক্রবধ-
সম্বন্ধানি নিরুদাদিচ্ছন্দাংসি স্বচ্ছন্দতয়া নটন্ত ইবাপর্য্যন্তং পঠন্তঃ

গোলোকাবন্দনহেতুদ্বারি গোলোকাদিত্য জেল্লাদ্বারে । হারি মনোহারি রমাং । মিষণ
ছিলেন । উজ্জাগার জাগরিতো বভূব । নিজনিজবৃন্দিনঃ স্বপথবিশিষ্টাঃ । বৃংহতং সমুজ্জং ।
চন্দ্রশালিকাঃ প্রানাদোপরি গৃহং । শকারিচক্রং তন্ত্রশক্রবৃন্দং । বিরদাদিচ্ছন্দাংসীতি । গদ্যপদ্য
মধ্য রাজস্বত্ববিরুবমুচ্যতে, তদাদিচ্ছন্দাংসি । অপব্যস্তং নিঃসীমং ॥

এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের পুনরার সম্মিলন ঘটিলে কোন এক
রাত্রিশেষে গোণোকের অধিষ্ঠায় মহারাজ শ্রীমন্দের দ্বারদেশে মনোহার তুন্দুভিবন্দন
ধ্বনিত হইয়া উঠিল । এই তুই তুন্দুভি শব্দবিশেষকালে যেন আনন্দই উদ্গিরণ
করিয়াছে, ইহা বোধ করিয়া লোকসকলও জাগরিত হইয়াছিল । কেবল যে
তাঁহাই ঘটিয়াছিল একরূপ নহে, কিন্তু যে রূপে কমলসমুৎ পরিমলধারার সহিত
প্রকৃতি হইয়, সেইরূপ লোকসকলও শ্রীকৃষ্ণকে দেখিব মনে করিয়া উল্লসিতভাবে
জাগিয়া উঠিল ॥

অনন্তর সূত, মাগধ এবং বন্দিপ্রভৃতি স্বতিপাঠকসকল নিজ নিজ দলে
মিলিত হইয়া শ্রীমান্ নন্দরাজের নগরে স্তম্ভোভিত অথচ সমৃদ্ধিশালি-সিংহদ্বারে
সমাপেক্ষা অধিক উচ্চ অট্টালিকার উপরিস্থিত গৃহে আরোহণ করিয়া পুতনাদি
এব দন্তবক্রপর্ণ্যন্ত তুষ্টবুদ্ধি ইন্দ্রশক্র অম্বরসমূহের বধলীলাসংযুক্ত নূতন নূতন

সমস্তাদেব জনসন্দোহমানন্দদোহং লভয়ামাস্থঃ । সানুরাগাবলি-
বিভাগ-লঙ্গিম-সঙ্গীতসঙ্গি-তল্লালীকথাকুলমপ্যাকলয়ামাস্থঃ ॥ ২ ॥

তদা মুহুরপি হরেরবদানগানতো লব্ধতোষ-পোষা ঘোষাধি-
পতি-দম্পতিমুখাঃ পরমসুখাদতিশস্ত-বস্ত্রালঙ্কারভারঃ তেভ্যঃ স্বয়-
মৌহয়া বিহাপয়ামাস্থঃ, কিন্তু ভ্রবণেহপি তৃপ্তি ন কল্পিতমব্যপ ।
কথং না তত্রাবশ্যমেব বশনীয়। সাতিঃ সাতিমাঈদতু, তদমুচ
সমুদ্ভূতপ্রেমরসরাশির্জবারিরাশিঃ স্বয়মেব নিজ-নিজ-হৃদয়ঙ্গম-

আনন্দদোহং সুখপূরং । লঙ্গিমং হৃদয়ং ॥ ২ ॥

তদা চ শ্রী জয়াজাদীনঃ ভাবদখলিতং কাব্যং বর্ণয়তি তদেত্যাদিনা গদ্যেন । অবদানগান-
গানতঃ । অবদানং কণ্ঠ বৃত্তমিত্যমরঃ । বিহাপয়ামাস্থঃ অপিতবন্তঃ । কল্পিতং সম্পূর্ণতাঃ
বশনীয়। কাম্য। সাতির্দানং সাতিমবদানং প্রাপ্তোক্ত। সাতির্দানাবদানয়োরিত্যমরঃ । এজবারি-
রাশিঃ জসমুদ্রঃ ॥

গতপশ্চময়ী রাজস্বতীরূপ বিহদ প্রভৃতি ছন্দঃসকল যেন নাচিতে নাচিতে স্বচ্ছন্দে
ও অসৌমভাবে পাঠ করিতে লাগিল এবং তাঁহারা চারিদিকেই সমস্ত লোকদিগকে
আনন্দ প্রবাহে নিমগ্ন করিল । অবশেষে তাঁহারা অমরত্ব হইয়া বহুবিধ রাগের
বিভাগবরা মনোহর সঙ্গীতসমুদ্ভূত শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথাসকল লোকদিগকে শ্রবণ
করাইয়াছিল ॥ ২ ॥

তৎকালে গোপেশ্বর এবং যশোদা প্রভৃতি গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের পূর্বকৃত
লীলাগান শ্রবণ করিয়া অতিশয় সন্তোষপূর্ণ হইলেন এবং পরমসুখে ঐ সকল
স্বতীপাঠক বন্দিগকে স্বেচ্ছামুসারে অতি প্রশস্ত রাশিরাশি বস্ত্র ও অলঙ্কার
প্রদান করিলেন, কিন্তু ঐ সকল গান শ্রবণ করিয়াও তাঁহারা পরিতৃপ্তি
লাভ করিলেন না । আর কি প্রকারেই বা তাঁহাদের অভিলষিত দান কার্যের
সমাপন হইবে? অতএব দানের কথায় কোন প্রয়োজন নাই । তৎপরে
যাহাতে প্রেমরসসকল উৎপন্ন হইয়াছিল সেই ব্রজসমুদ্র স্বয়ংই নিজ নিজ

ব্রজমঙ্গল-শ্যামলাঙ্গসঙ্গানতরঙ্গসজ্জগঙ্গিতয়া নিশ্চবিস্ময়কারিতাং
সঙ্গতবান্ । তত্র চ, গীয়মানতয়া সন্নিধীয়মানশ্চ তদীয়যশস্চন্দ্র-
মসঃ সগতামনুৰ্মিণীমহে ॥ ৩ ॥

যদাতু শ্রীলগোপাললীলাগানাগ্রাহিলা। গ্রাহিলা। গাতুমারন্ধা-
স্তদা সর্পিএব সতৃষ্ণাস্তৃষ্ণীমাসন্, কৃষ্ণমুরলীকাকলীমনু কোকিলা-
ইব । যদেব গানং বৈদক্ষীদিক্ষকক্ষণাদিবাক্সারালঙ্কৃত-মস্থাননির্ঘোষঃ
স্বরতালাদিদানমিব কুর্দাণঃ অপোষং পূপোষ ॥ ৪ ॥

তদেবং সতি সর্বিভঃ সারেনং সপ্রনাণবর্ণ্যতব্যানুসারেণাপ-

শ্যামলাঙ্গসঙ্গানং কৃষ্ণস্য সমাগ্নীতিং । বিশ্বচমৎকারিভেন তাদৃশতরঙ্গসজ্জাতিশয়ঃ
গচিৎ । সন্নিধীয়মানস্য গোচরীক্রিয়মাণস্য ॥ ৩ ॥

তদেবং সূতমাগধবল্লিনাং গানপরিপাটাং বর্ণবিদ্যা তত্রতামহিলানাং গানবৈচিত্র্যং বর্ণয়তি
যদেত্যাদিগদ্যেন । আগ্রাহিলা আগ্রহবিশিষ্টা মহিলাঃ স্ত্রিয়ঃ । গানমিতি কর্ণপদং । দিক্ষং
সদ্যক্ষং । মস্থানো দধিমস্থদণ্ডঃ । অপোষঃ আস্থনা পৃষ্টমিব ধেনু পূপোষেত্যর্থঃ । স্বাস্থ্যাস্থ্য-
বন্ধুবিভবাচকাং করণাদ্ গতাংপুষং, ইতি চণম্ প্রত্যয়ঃ ॥ ৪ ॥

এবং সামান্যমহিলানাং গানবৈদক্ষীং বর্ণয়িত্বা অধুন। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমসীমাং সর্পিভিঃ কলিতাং

হৃদয়ঙ্গম ব্রজমঙ্গল শ্যামলাঙ্গ শ্রীকৃষ্ণের উৎকৃষ্ট গানরূপ তরঙ্গরাশির সহিত সমবেত
হইয়া বিশ্বকে বিমোহিত করিয়াছিল । তথায় শ্রীকৃষ্ণের যে গেয় যশ গোচরীভূত
হইয়াছিল, আমরা চন্দ্রমার সহিত সেই যশের সাদৃশ্য অনুমান করিয়া থাকি ॥ ৩ ॥

কিন্তু যখন সাধারণ ব্রজরমণীগণ আগ্রহসহকারে শ্রীল গোপালের লীলা-
কথা গান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিয়া যেমন
কোকিলাগণ মৌনাবলম্বন করে, সেইরূপ সকলেই সতৃষ্ণমনে তৃষ্ণীভূত হইয়া
রহিলেন, এবং কক্ষগাদির নৈপুণ্যপূর্ণ ধ্বনিশোভিত দধিমস্থনের শব্দ নিজে পৃষ্ট
হইয়া যে গানকে স্বরতালাদি দান করিয়াই যেন পরিপূষ্ট করিয়াছিল ॥ ৪ ॥

এইরূপ ঘটিলে, যাহার বিষয় প্রমাণসহকারে বর্ণিত হইবে এবং যাহা সর্ব-
পেক্ষা শ্রেষ্ঠ, স্মৃতরাং তদনুসারে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমসী ব্রজরমণীদিগের শ্রীকৃষ্ণাভীত অগ্র

গতাপরপতিভ্রমাঃ সৰ্বা এব ব্রজরমা মারবাণদলিতমশ্মাগন্তদেক-
সেবাধর্ম্যেযু নিজনিজহর্ম্যেযু সগমেব লঙ্কাগমনং তমেকমেব
রমণং রমণতাং গময়মানা ন বিরাম্যচ্ছন্তীতি সখীভিরেব
প্রাভাতিকরাগয়গান-নশ্ৰুণা তস্মাদুপরময়ামাসিরে ॥ ৫ ॥

তচ্চ ন সহসা কিন্তু ক্রমশঃ । তথাহি—

বাহু বিল্লখিতৌ ল্লখীকৃতমুরো বক্ত্রং দর-চ্যাবিতং
তল্লাতুখিতমেকদা নিনিগয়েনালম্ব্য যত্নান্মুহঃ ।

গানপরিপাটাঃ বর্ণয়তি তদেবমিত্যাদিগদোন । অপগতাপরপতিভ্রমাঃ অপগতঃ শ্রীকৃষ্ণাদপরঃ
পতিরिति ভ্রমো যাসাং তাঃ । মারবাণদলিতমশ্মাগঃ প্রেমরূপকন্দর্পবাণবিদারিতমশ্মাগঃ ।
তদেকমেব শ্রীকৃষ্ণৈকসেবাঃ রমণেতি । ক্রীড়াকটুতাং প্রাপয়মাণা ইত্যর্থঃ । তস্মাদুপরময়া-
মাসিরে রমণাত্মপরতা বভূবুঃ ॥ ৫ ॥

তদ্রূপরমণরীতিঃ বর্ণয়তি স্চেত্যানািনাঃ । তচ্চ উপরমণং ।

পতিভ্রম অপগত হইয়াছিল । প্রেমরূপ কামবাণে তাঁহাদের মর্ম্মস্থল বিদলিত
হইয়াছিল, তাঁহার। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেরই সেবারূপ পরিচর্যার অন্ধান করিতেন ।
ঐ সকল ব্রজমহিলাদিগের স্ব স্ব অট্টালিকা শ্রীকৃষ্ণের সেবারূপ ধর্ম্মে পরিপূর্ণ
থাকাতে শ্রীকৃষ্ণ এককালে সেই সমুদায় হর্য্যাতলে আগমন করিতেন । তাঁহার।
হর্য্যাগত সেই একমাত্র পতি শ্রীকৃষ্ণের সহিত রমণ করিয়া সেই রমণবিষয়ে বিরত
হইতেন না । তখন তাঁহাদিগের সখীগণ পাতঃকালোচিত রাগপূর্ণ সঙ্গীতকৌতুকে
সেই রমণকাণ্ড হইতে তাঁহাদিগকে বিরত করিতেন ॥ ৫ ॥

সেই কাণ্ড সহসা হয় নাই, কিন্তু ক্রমশঃ ঘটয়াছিল । দেখ, শ্রীকৃষ্ণ এবং
তাঁহার প্রেমসীগণ সর্ব্বাগ্রে বাহুবন্ধ শিথিল, তদনন্তর বক্ষঃস্থল শিথিল, তৎপরে
অঙ্গে অঙ্গে বদন অণনত করিয়াছিলেন এবং শয্যা হইতে উত্থিত হইয়াছিলেন ।
একদা দিনিময়পূর্ব্বক সময়ে পরস্পরকে অবলম্বন করিয়া বারবার স্পর্শস্বত্বের

যাভ্যাং স্পর্শস্থখাগ্রহোহপি দমিতস্তাভ্যাং হরিপ্রিয়সী-
 ব্যক্তিভ্যাং বত সোঢ়মত্রে সহসাক্রষ্টং ন দৃষ্টিং মিথঃ ॥ ৬ ॥
 হন্ত তাস্থ চ সর্বাধিকা যা খলু রাধিকা সা খলু তদারম্ভ-
 সম্ভবাদেব প্রায়শঃ সর্পিদা মুচ্ছামুচ্ছতি ॥ ৭ ॥

যত্র চ ।—পূর্বানুরাগগলিতাং মম লম্বনেহপি
 লোকাপবাদদলিতামথ মদ্বিযুক্তৌ ।
 দাবানলজ্বলিতজাতিবনৌসদৃশা-
 মেতাং কথং কথমহং বত সাস্তুয়ামি ॥

হরিপ্রিয়সীব্যক্তিভ্যাং শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়সীভ্যাং । সোঢ়মিতি ভাবে তঃ সহনং নৃ। যাভ্যামিতি
 দমিতক্রিয়াপযাস্তং সর্বত্র কর্তৃপদং ॥ ৬ ॥

তত্রাপি শ্রীরাধায়াঃ প্রেমবৈশিষ্ট্যং বর্ণয়তি হস্তেত্যাदि গদ্যেন । তদারম্ভসম্ভবাৎ তাদৃশ-
 গানারম্ভাদেব । মুচ্ছতি প্রাণোতি ॥ ৭ ॥

মুচ্ছাং প্রাপ্তায়াং তস্তাং শ্রীকৃষ্ণ প্রেমকৃতবৈয়গ্র্যং বর্ণয়তি যত্র চেত্যাदिনা গদ্যেন ।
 যত্র মুচ্ছায়াং । পূর্বানুরাগগলিতামিতি পূর্বানুরাগস্ত অগ্নিহং ধ্বনিতং । লম্বনেহপি প্রাপ্তাবপি ।
 লোকাপবাদদলিতামিতি এতেন লোকাপবাদস্ত প্রচণ্ডতাপহং ধ্বনিতং । জাতিবনৌজাতি-
 পুপলতাবনসমুহঃ । কথং কথমিতি বীপ্সায়াং অধিকপদস্য গুণহং খেলাতিশয়সূচনাৎ ।

আগ্রহণে দমন করিয়াছিলেন (প্রেমসীগণ শ্রীকৃষ্ণের এবং শ্রীকৃষ্ণ প্রেমসীগণের
 শিথিল হস্তধারণাদি কার্য সম্পাদন করেন । ইহাই এস্থলে বিনিময় বৃত্তিতে
 হইবে) । কিন্তু হায় ! সহসা পরস্পরের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিতে কাহারও সামর্থ্য
 হয় নাই ॥ ৬ ॥

অহো ! শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসীগণমধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা যে শ্রীরাধিকা, তিনি তাদৃশ
 গানের আরম্ভমাত্রেই প্রায় সর্বদা মুচ্ছিতা হইয়া থাকেন ॥ ৭ ॥

অপিচ, যে শ্রীরাধিকার উপর শ্রীকৃষ্ণ সর্বদা এইরূপ চিন্তা করিতেন যে,
 “আমার অগ্নিতুল্য পূর্বানুরাগে শ্রীরাধিকা গালত হইয়া থাকেন, আমাকে
 পাইলেও প্রচণ্ড লোকাপবাদ ভয়ে অতিশয় ক্রিষ্টা হইবেন এবং যদি ইহাঁর সহিত
 আমার বিচ্ছেদ ঘটে, তাহা হইলে ইনি জাতিপুস্পবনের মত দাবানলে প্রজ্বলিত
 হইবেন । অতএব হায় ! কি প্রকারে আমি ইহাঁকে সান্ত্বনা করি ?”

ইতি সদা ভাবয়ন্তঃ সম্প্রতি চাতিব্যগ্রীভবন্তঃ ব্রজযুবরাজঃ
প্রতি সমাস্বাসনয়া দিশ্বাসনয়া চ তাং ব্যবহিতাং কুর্দাণাঃ
প্রাণতুল্যাঃ পরমাল্যস্তদীয়তাম্বুলোদারাদিসম্বলনয়া চেতনা-
মালম্বয়ন্তি ॥ ৮ ॥

সমস্তাদপি সাস্ত্রিতামথ পৃচ্ছন্তি চ হন্ত কেয়ং তব রীতি-
রীতি ॥ ৯ ॥

সা পুনঃ সাস্ত্রমাশ্রাবয়তি ॥ ১০ ॥

ন মূর্খধীরস্মি ন বা ছুরাগ্রহা

শারীরভোগেষু নবাতিলালসা ।*

ব্যবহিতাঃ চিন্তামিতার্থঃ । পরমাণ্যঃ পরমসখ্যঃ শ্রীললিতাদয়ঃ । সম্বলনয়া চর্কণেন ॥ ৮ ॥

তদনন্তরং কিং ব্রজমভূদিত্যাকাঙ্ক্ষামাহ সমস্তাদিতি গদ্যেন । সাস্ত্রিতং অর্থাৎ
শ্রীরাধাং ॥ ৯ ॥

সখীনঃ জিজ্ঞাসানপ্তরং শ্রীরাধা বদাহ তদ্বর্ণয়তি সেত্যাদিনা । সাস্ত্রং অশ্রণে রোদনেন
সহ বর্তমানং যথা স্তাৎ ॥ ১০ ॥

তাচ্ছবণং নির্দেশতি ন মূর্খেভ্যাদি পদ্যেন বর্ণমিত্যেতেন গদ্যেনচ । ন মূর্খধীরিত্যত্রায়ঃ
ভাবঃ । অন্য প্রাণপতের্মবুরাদিগমনবশাৎ পুনর্বয়স্য সহ নায়ে দীর্ঘো বিয়োগঃ কিস্তুধুনা কাল-

এইরূপে ব্রজরাজকুমার সর্পদা ভাবনা করিয়া অত্যন্ত বাগ্র হইতেছিলেন।
কিন্তু এক্ষণে তাঁহার বাগ্রতা দূর হইল । প্রাণতুলা ললিতা প্রভৃতি সখীগণ
শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রিত করিবার জন্ত বিধাস দেখাইয়া সেই চিন্তা দূর করত শ্রীকৃষ্ণের
চর্চিত তাম্বুলাদি পিয়বস্তু দিয়া শ্রীরাধার চৈতন্ত সম্পাদন করিলেন ॥ ৮ ॥

অনন্তর শ্রীরাধিকা যখন উত্তমরূপে স্তুতির হইলেন তখন সখীগণ তাঁহাকে
জিজ্ঞাসা করিলেন । হা কষ্ট ! সখি ! এ তোমার কি রীতি ? ॥ ৯ ॥

শ্রীরাধা পুনর্বার কাতরবরে কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন ॥ ১০ ॥

সখীগণ ! আমি মূর্খবুদ্ধি নহি, আমার অভিপ্রায় ও নিতান্ত মন্দ নহে ; শারীরিক

* নবাতিলালসা ইত্যত্র নবাতিলম্পটা ইতি পাঠান্তরং ।

কিন্তু ব্রজাধীশস্বতন্ত্র্য তে গুণা

বলাদপস্মারদশাং নয়ন্তি মাং ॥

কিং কুস্মহে যয়া মর্ষপীড়য়া ক্চন চ শর্ম্ম ন লভামহে
নয়মিতি ॥ ১১ ॥

অথ পুনর্ব্যাকুলীভবন্তী সা শুভ্রদন্তী রসান্তরেণ তাভিঃ
সান্ত্বিতীক্রিয়তে । তাদিনে তু তদিদগাচচক্ষে । অশেষমঙ্গল-
সঙ্গতাচরণানাং শ্রীমদ্রুজেশগৃহীণীচরণানামাদেশপ্রবেশ আসীৎ ।
“হন্ত সর্বা এণীর্বাচীনবয়সঃ সমাগতাঃ, মংপ্রাণাধিকা রাধিকা

বশেষে আবশ্যককল্পাদ্যর্থং গমনবশাৎ কণিকঃ সংযুক্ত এব ইত্যাদি জ্ঞানং মম অন্ত্যোবেতি ।
নবেতি । সন্নিকট এব স্থিত্য তৎসঙ্গং আবশ্যকং কাব্যং তেন সমাপ্যতাং । ইত্যাদি
দুরাগহোহপি নাস্তি । শরীরেতি । শরীরসম্বন্ধিস্পর্শস্থলভোগেষু অতিশয়তৃপ্ত্যুক্তা চাহং
নেত্যর্থঃ । স্পর্শস্থলস্থলভোগে সাকল্যেন দুর্য্যবহাৎ অতিশব্দঃ প্রযুক্তঃ । অতএব তদগুণান্
বিনাস্য। অপস্মারদশায়াঃ অশ্রুৎ কারণং নাস্তি তদেবাহ কিস্তিতি । অনেন তদগুণানামীদৃশ-
নির্লচনীয় এব পভাব ইতি স্মৃতিতং ॥ ১১ ॥

পুনস্তত্তাশ্চেষ্টাশ্চর্য বর্ণয়তি অপেত্যাদি গদ্যেন । রসান্তরেণ রসান্তরোপলক্ষিতেন শব্দান্ত-
রেণার্থঃ । রসান্তরমেব বিবৃণোতি তদিনেতি । অর্বাচীনবয়সঃ কনিষ্ঠবয়সঃ ॥

স্পর্শস্থখাদি ভোগবিন্যাসেণ আমি অতিশয় লালসাবতী নহি, কিন্তু ব্রজরাজপুত্র
শ্রীকৃষ্ণের সেই অনির্লচনীয় গুণসকল বলপূর্বক আমাকে অপস্মাররোগের * দশা
প্রাপ্ত করাইতেছে, এখন কি করি, যেরূপ মর্ষপীড়া হইয়াছে, তাহাতে কোন
স্থানে আমি স্থখলাভ করিতে পারিতেছি না ॥ ১১ ॥

অনন্তর সেই শুভ্রদন্তী শ্রীরাধিকা পুনর্বার ব্যাকুলা হইলে, সেই সকল সখী
অগ্র প্রকার রসসঙ্গিত বাক্যদ্বারা তাহাকে সান্ত্বনা করিলেন । কিন্তু সেই
দিবসে ইহাও বলা হইল যে, সর্ষমঙ্গল-সংযুক্ত পরমপূজনীয়া শ্রীমদ্রুজরাজগৃহীণী
বশোদার আজ্ঞাবাকা (লোকমুখে) আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে । “কি আশ্চর্য্য !
সমস্ত অল্পবয়স্কা বালিকাই আসিয়াছে কিন্তু, আমার প্রাণাধিকা রাধিকা কেন

* বমনও মুচ্ছা প্রভৃতি অপস্মার রোগের চিহ্ন ।

কথমধুনাপি নাগতেতি” । তদেবমবধারিতবতী শ্রীরাধাপি
সাবধানীভবন্তী শীঘ্রমেব প্রাতরৌচিতাং বিধায় সর্বাভিরেবো-
পশায়দিশায়বলিতাভিঃ কল্যামাকল্য মিলিতাভিল্ললিতাবিশাখাদি-
সখীভিঃ সার্কং শ্রীব্রজেশ্বর্য্য্য ধাম জগাম । গহ্বা চ পরমকান্ত-
স্বকান্তিকন্দলীভিরন্তুমগতাভীরকান্তাঃ সমস্তাদপ্যন্তর্বহিরপি
দেবয়ামাস ॥ ১২ ॥

যত্র তাসাং নির্নিমেষতাচ জাতা । সম্ভাদনাবতী ভাবনা
চেয়ং ॥ ১৩ ॥

প্রাতরৌচিতাং মৈত্রকৃত্যাদিরূপাং । উপশায়-বিশায়বলিতাভিঃ । উপশায়ে বিশায়ন্ত
পর্যায়শয়নার্থকো । অতঃ পরায়েণ যৎ শয়নং তেন গুহ্যভিঃ । অস্তিম্যেতি পরমকান্তাং প্রাপ্তাঃ ।
কল্যাং প্রাতঃ । দেবয়ামাস হর্দয়ামাস ॥ ১২ ॥

ততঃ শ্রীরাধাদশনে তাসাং যো ভাবো জাতস্তং বর্ণয়তি যত্নেত্যাহ্নি । যত্র কান্তি-
দর্শনে ॥ ১৩ ॥

এখনও আসিল না ?” এইরূপ আক্সাবাক্য শ্রবণমাত্র শ্রীরাধিকাও সাবধানা হইয়া
শীঘ্র শীঘ্র প্রাতঃকালোচিত কার্য্যসমুদায় সম্পন্ন করিয়া, যে সকল সখী পর্য্যায়-
(পালা) ক্রমে শয়ন করিয়াছিলেন এবং প্রাতঃকাল জানিতে পারিয়া একত্র
সমবেত হইয়াছিলেন, সেই সকল ললিতা ও বিশাখাদি সখীগণের সহিত শ্রীমতী
ব্রজেশ্বরীর আলয়ে গমন করিলেন, এবং তথায় গমন করিয়া পরমকমনীয় স্নায়
কান্তিসমূহ দ্বারা চারিদিকেই, এমন কি, অন্তরে বাহিরে এবং নিকটাগত বা
অস্তিমদশাপ্রাপ্ত সমগ্র আভীরবালাদিগকে আনন্দিত করিলেন । পক্ষান্তরে
ঠাহাদিগকে দেবীর মত সুন্দরী করিয়া তুলিলেন ॥ ১৩ ॥

এই শ্রীরাধিকার উপরে ঠাহাদিগের নির্নিমেষ চক্ষু পতিত হইয়াছিল এবং
এইরূপ সম্ভবপর ভাবনাও উপস্থিত হইয়াছিল ॥ ১৩ ॥

* ইন্দুনীলাম্বুজযুগ-মপি তিলপুষ্পং সবন্ধকং ।

যন্তাং কনকলতায়াং, তন্তাং রাধেতি চাভিধা চিত্রং ॥ ১৪ ॥

অথ ভক্ততৃষ্ণগ্গমনা কৃষ্ণজননীংনু মাননীয়তয়া নিজমানন-
মবনীমবনীয় ননাগ ॥ ১৫ ॥

সাচ তাং সহসভ্যানন্দমভ্যানন্দং ॥ ১৬ ॥

ভাবনায়াঃ কলিতং বর্ণয়তি ইন্দুরিতি পদোদ্যমঃ । ইন্দুমূপং । নীলাম্বুজযুগং নেত্রদ্বয়ং । তিল-
পুষ্পং নাসিকা । বন্ধকং সিন্দূরবিন্দুঃ । দেহদেহভেদাৎ চিত্রং ॥ ১৪ ॥

তত্র প্রবিষ্টায়াঃ শ্রীরাধায়াঃ কৃত্যং বর্ণয়তি অথৈতাদি গদ্যোদ্যমঃ । অবনীঃ ভূমিঃ প্রতি-
স্তাপয়িত্বা ॥ ১৫ ॥

শ্রীরাধায়াঃ শ্রীকৃষ্ণায়ৈ বাৎসল্যং বর্ণয়িত্বং প্রথমতে সা চেত্যানিনা । সহসভ্যানন্দং সহ-
মিলিতং সম্ভাষামানন্দো যদ তদ্বর্ণনা শ্রুতং ॥ ১৬ ॥

যথা—চন্দ্রমণ্ডল, নীলপদ্মগুণগল এবং বাঙ্কলীপুষ্পের সহিত তিলপুষ্প যে স্বর্ণলতায়
শোভিত হইয়াছে তাহাতে “রাধা” এই নামেরই আশ্চর্য্যভাবে প্রকাশ পাইতেছে
অর্থাৎ কনকলতাসদৃশী শ্রীরাধার মুখই চন্দ্র, নেত্রগুণগলই নীলপদ্মদ্বয়, নাসিকাই
তিলকচন্দ্রম এবং সিন্দূরবিন্দুই বন্ধকপুষ্প, অতএব “রাধা” এই নামটী পরম
বিচিত্র । (দেহ এবং দেহভেদে অভেদপটীতিই বিচিত্র) ॥ ১৪ ॥

অনন্তর শ্রীরাধিকা ভক্তি ও তৃষ্ণাসম্বিতদ্বয়ে পরমমাননীয় শ্রীকৃষ্ণজননী
বশোদাকে লক্ষ্য করিয়া এবং নিজদমন অবনত করিয়া প্রণাম করিলেন ॥ ১৫ ॥

যশোদাও সেই স্থানে শ্রীরাধাকে অভিনন্দন করিলেন এবং তাহাতে সকল
সভ্যও আনন্দিত হইলেন ॥ ১৬ ॥

* অধিবিন্দু নীলাম্বুজযুগমপি তিলপুষ্পং সবন্ধকং ।

যন্তাং কনকলতায়াং সেয়াং কৃষ্ণায়া চিত্রং ॥

ইতি আনন্দ-গৌর-বৃন্দাবন পুস্তকমুপাঠঃ ।

তত্র চ—

অসৌ চরণয়োর্নত। শিরসি হস্তগাধন্ত সা-

২প্যসৌ ভুবি তথা স্থিতা কচমজিহ্মদুখাপ্য সা ।

অসৌ কুচিতবিগ্রহা ভুজতলে নিশ্চ্যোথ সা

সন্যাস্পকমুদৈক্ষত দ্বয়মহো দ্বয়োঃ কিং ব্রুবে ॥ ১৭ ॥

তদেবমপি রোহিণীপ্রভৃতীনাмаদরায় ভূতনিভৃতসঙ্কেচামালো-
চয়ন্তী রাজ্ঞী তামনুজজে । পুত্রি ! বন্দস্ব বন্দনযোগ্যা ইতি ।
সাচ রম্যগুণা পুরুনিপুণা ভক্তিপূরতঃ সর্বাএব গুরুরবনম্য দূর-
দেশ এব বিনিবেশং বিনতবক্তৃমাসসাদ ॥ ১৮ ॥

তদ বাৎসল্যপরিপাটং বর্ণয়তি অসাবিতি পদ্যেন । অসৌ শ্রীরাধা । সা শ্রীকৃষ্ণজননী ।
কচং কেশং । ভুজতলে ক্রোড়ে । কিং ব্রুবে কিং প্রেমপূরং কথয়ামি ॥ ১৭ ॥

তস্তাঃ তস্তা বাৎসল্যোচিতাং শিক্ষাং বর্ণয়তি তদেবমিত্যাদি পদ্যেন । ভূতো ধৃতো নিভৃত-
মক্ষুটং যথা স্যাত্তথা সঙ্কেচো যথা তাঃ শীঃ । গুরুরिति স্ত্রীবিশেষণং স্ত্রীং ॥ ১৮ ॥

শ্রীরাধিকা যশোদার চরণদ্বয়ে প্রণাম করিলে যশোদাও তাঁহার মস্তকে হস্ত
প্রদান করিলেন। শ্রীরাধা ভূতলে তদ্রূপ পতিত থাকিলে যশোদাও তাঁহাকে
উত্তোলন করিয়া মস্তকে আঘ্রাণ করিলেন এবং শ্রীরাধা সঙ্কচিতশরীরে অবস্থান
করিতে থাকিলে যশোদাও ভুজতলে তাঁহাকে রাখিলে পর উভয়েই উভয়কে
সজলনয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । আহা ! এই দুই জনের প্রেম আমি
আর কি বর্ণন করিব ? ॥ ১৭ ॥

এই প্রকারেও ব্রজেশ্বরী ও রোহিণীপ্রভৃতি মায়াগণের আদরের জন্ত শ্রীরাধার
অক্ষুট সঙ্কেচ অর্থাৎ বিশেষ লজ্জাবশতঃ সঙ্কেচ অবগত হইয়া রাজ্ঞী যশোদা
শ্রীরাধাকে অচুমতি করিলেন, পুত্রি ! রাধে ! যাহারা বন্দনের উপযুক্ত, তুমি সেই
সমস্ত ব্যক্তিদিগকে বন্দনা কর । তখন মনোহরগুণশালিনী শ্রীরাধিকাও অত্যন্ত
নিপুণতার সহিত অসীম ভক্তিপূর্ণক সমস্ত গুরুজনকে প্রণাম করিয়া বিনম্রবদনে
গুরুজনের কিঞ্চিৎ দূরদেশে উপবেশন করিলেন ॥ ১৮ ॥

অথ ললিতাদিস্তদালিপালিরপি তাস্মৈ গুরুবনিতাঃ তদ্বদেব
কৃতবরিত্তা তস্তা এন মদেশমুপবিবেশ ॥ ১৯ ॥

ততশ্চ শ্রীরামপ্রসূঃ স্পর্শমাচর্য। ব্রজেশ্বর! সর্বসুখরোহিণী
রোহিণীতারা দ্য বিদ্যাতে, তদাদিশ্যতামিৎ সদ্ভাবধূত-সর্বদিশ্য-
বধূনৈপুণ্য পাকাদিসাদৃশ্যায়, পূর্নমেব সোমভানুলোমতয়া যা
রসবতীং প্রতীতাঃ সমমন্তা ধন্যামঙ্গলাদ্যা মঙ্গলারাম-রামানুজ-
রামান্তথা যাঃ পরাপরনামানঃ কল্যাণারাম-রামরামাঃ সমস্তাদপ্য-

তত্র শ্রীললিতাপ্রভৃतीनां वृत्तास्तं वर्णयति अथेत्यादिगदोन। तदालिपालिः राधा-
सखीश्रेणिः। कृतवरित्तं कृतबलनादिक। वरित्तं तु शुक्रवेद्यमरः। तस्याः मदेशं राधाया
निकटं ॥ १९ ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণে শ্রীরোহিণ্যা বাৎসল্যং দ্যোতয়িতুং তদ্বচিতং কাব্যং বর্ণয়তি ততশ্চেত্যাদি-
গদোন। সর্বসুখরোহিণী শ্রীকৃষ্ণস্ত জন্মভগ্নাৎ। সদ্ভাবধূতেত্যাদি। সদ্ভাবেন ধূতং পরাভূতং
সদদিগ্ভবানাং বধূনাং নৈপুণ্যং যয়া সা। সোমভানুলোমতয়া চন্দ্রাবলানুগততয়া। রসবতীং
পাকশালাং ॥

অনন্তর ললিতা প্রভৃতি শ্রীরাধার সখীগণে সেই সকল গুরুরূপদ্বিগকে,
শ্রীরাধিকা যে ভাবে বন্দনা করিলেন, সেইরূপ বন্দনা করিয়া শ্রীরাধিকার সমীপে
উপবেশন করিলেন ॥ ১৯ ॥

তদনন্তর শ্রীরামজননী স্পর্শাকরে কহিতে লাগিলেন, ব্রজেশ্বর! অগ্ন সর্বসুখ-
দায়িনী রোহিণী তারা বিদ্যমান। এই রাধিকা আপনার সদ্ভাবদ্বারা সর্বদিশ্যভিনী
রমণীগণের নৈপুণ্য পরাস্ত করিয়াছেন। অতএব পাকাদি কার্যে যখন ইহঁদের সমস্ত
সঙ্গুণ আছে, তখন পাকের জন্ত তুমি ইহঁাকে অনুমতি কর, পূর্বাধি চন্দ্রা-
বলীর অনুগত যত স্ত্রীগণ রসবতী অর্থাৎ পাকশালায় প্রবেশ করিয়াছে এবং
রামানুজ শ্রীকৃষ্ণের অগ্রাহ্য মঙ্গলালয়া ধন্য ও মঙ্গলাপ্ৰভৃতি রমণীগণ, তথা ভিন্ন
ভিন্ন নামধারিণী ও কল্যাণের উপবন অর্থাৎ মঙ্গলের নিভা নিকেতনস্বরূপ
শ্রীবলদেবের নারীগণ ঐ পাকশালায় প্রবেশ করিয়াছে, তাহারা সকলেই

মুরমুমেবানুবর্ত্তন্তাং । ললিতাবলিতাঃ পুনরস্তাঃ কায়নিকায়রূপা
এবেতি ন সাহায়কায়াস্মাভিনির্নয়োজনীয়াঃ ॥ ২০ ॥

অথ তয়াপি তথা দিষ্টা শিষ্টাঙ্গনাগণেয়গুণা শিরো নময়িত্বা
সখীষু তিরোভূয় তৎকালমেব চচাল ॥ ২১ ॥

অথ প্রসঙ্গমন্ত্যপি সঙ্গতং প্রথয়ামঃ ॥ ২২ ॥

অথ ধৃতপ্রণয়নয়নারা বয়সা মহসা সহসা চ কৃতসবয়স ইব
সভানুকারাঃ * স্বকুলপরম্পরাগত-পরিচারক-শূদ্রাভীরকুমারাঃ

অমঃ সর্বা বধঃ । অমঃ শ্রীরাধাঃ । ললিতাবলিতা ললিতামিথ্যঃ । অস্তা শ্রীরাধায়াঃ ।
কায়নিকায়রূপাঃ কায়ব্যাঃ ॥ ২০ ॥

ততস্তদাজ্ঞানপ্তরং শ্রীরাধা কিং চকারেত্যাপেক্ষায়াঃ তদ্বৃন্তঃ বর্ণয়তি অথৈত্যাদিগদোন ।
তয়া রোহিণ্যা রাজ্যাপি । শিষ্টাঙ্গনাগণেয়গুণা শিষ্টাঙ্গনাভির্গননীয়া বিবিধমণিবিক্রপণীয়া নতু
প্রাপ্যাঃ গুণা যন্তাঃ সা ॥ ২১ ॥

তত্রাপি প্রসঙ্গাপ্তরং বর্ণয়তি অথ প্রসঙ্গমিত্যাদিনা । প্রথয়ামঃ প্রক্ষিপামঃ । প্রথক্ প্রক্ষেপে
ইতি ধাতুপাঠঃ ॥ ২২ ॥

তং প্রপঞ্চয়তি অথ ধৃতৈত্যাদিনা । সহসা বলেন ॥

সর্বোতোভাবে শ্রীরাধার অঙ্গত হউক, আর শ্রীললিতা প্রভৃতি সখীগণ নিশ্চয়ই
শ্রীরাধিকার কারুবাহররূপ অতএব পুনর্বার শ্রীরাধিকার সাহায্য জ্ঞা আমাদের
আর কাহাকেও নিয়োগ করার আবশ্যকতা নাই ॥ ১০ ॥

অনন্তর শিষ্টে নারীগণের শিরোমণি শ্রীরাধিকা রোহিণীকর্তৃক তদ্রূপ আদিষ্ট
হইয়া নতবদনে সখীগণমধ্যে প্রবেশ ও তৎক্ষণাৎ পাকগৃহে গমন করিলেন ॥ ১১ ॥

অনন্তর প্রসঙ্গক্রমে অত্র এক প্রকার হৃদয়ঙ্গম বিষয় নিরূপণ করিতেছি ॥ ১২ ॥

তৎপরে নিজবংশ-পরম্পরাক্রমে সমাগত পরিচারক শূদ্র ও আভীর বালকসকল
শ্রীকৃষ্ণের এতই প্রিয় যে, তাহারা প্রেমনাতির সারভাগ গ্রহণ করিয়া বয়সে,
তেজে ও বলে শ্রীকৃষ্ণের সমবয়স্কত্বা ও শ্রীকৃষ্ণ বয়স্কসভায় অচুকরণশীল হইয়াছে

* সভানুকারাঃ ইত্যত্র ইব বিলসন্তঃ ইতি ধৃল্লাবনপুঙ্কে পাঠান্তরং ।

স্বাবসরবিসরপ্রাপ্তাবসরতয়া প্রাতেরেণ মোহনাগারদ্বারসারমা-
ব্রজন্তঃ সমং বিরাজন্তে স্ম ॥ ২৩ ॥

ততশ্চ স্তানীয়াদিরম্যকরৈস্তৈঃ কিস্করৈরনুগম্যতয়া সতু বর-
কিশোরবয়া নিখিলভ্রাতা রামভ্রাতা প্রাতরাচারচরণায় সদেশ-
মুপবেশপ্রদেশং পূর্বমেব পিবেশ ॥ ২৪ ॥

তত্র চ, নস্মময়শস্মদপ্রণয়া বৈশ্ণাভীরতনয়াঃ সপায়ঃ স্নানো-
দয়ঃ সমমেব সমগংসত । তৈঃ সঙ্গতৈঃ সহতু বিলম্বকথন্তা-
কথাবলম্বেন মিথঃ পরিহাসবিলাসকৌতুকৌ বরাসনমধ্যাসামাস ।
তেচ সর্বৈ প্রেম্না পরিচর্য্যায়াং পরমাশ্চর্য্যবর্য্যাঃ ॥ ২৫ ॥

স্বাবসরবিসরতি । যেসামবসরসমূহেন প্রাপ্তোহবসরো যেযাং তস্তাবস্তুয়া ॥ ২৩ ॥

তত্র চ শ্রীকৃষ্ণচরিতং বর্ণয়তি ততশ্চেত্যাদিগদ্যেন । সদেশং নিকটবর্ত্তিনং ॥ ২৪ ॥

তঃস্তৎসখীনাং বৃত্তান্তং বর্ণয়তি তত্র চেত্যাদিগদ্যেন । ২৫ ॥

এবং স স সেবার অবসর প্রাপ্ত হইয়া পাতেকালেই বিলাসগৃহের উত্তম শোভমান
দারদেশে সমাগত হইয়াছে । শূদ্র ও আভীর বালকদিগের সহিত এককালে
সকলে বিরাজ করিতে লাগিলেন ॥ ২৩ ॥

তদন্তর রমণীয় স্তানীয় দ্রবাাদি হস্তে ধারণপূর্বক কিস্করগণ পশ্চাৎ আসিতে
থাকিলে সেই নবকিশোরবয়স্ক সর্লভয়ভ্রাতা রামভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণ পাতেকালোচিত
কার্য্যসমুদায় করিবার নিমিত্ত নিকটবর্ত্তী উপবেশন স্থানে পূর্বেই গিয়া উপবেশন
করিলেন ॥ ২৪ ॥

এবং তথায় কৌতুকময় গেমমুখপ্রদ বৈষ্ণুজাতীয় গোপবালক সুবল প্রভৃতি
বয়স্কগণ একসঙ্গেই মিলিত হইলেন । তাঁহারা মিলিত হইলে তাঁহাদিগের সহিত
“বিলম্ব হইল কেন” ইত্যাদি বহুবিধ কথাবাদী কহিতে কহিতে পরস্পর পরিহাস
বিলাসের কৌতুক অবলম্বন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ উৎকৃষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন, ঐ
সকল সখা প্রেমপরিচর্য্যার আশ্চর্য্য গুণবিষয়ে সুন্দর শিক্ষিত ছিলেন ॥ ২৫ ॥

যতঃ—আধেয়াধারাদিভাবেন ভেদাৎ

প্রাণা ভিন্নাঃ প্রাণিনঃ সন্তি ভিন্নাঃ ।

যে কৃষ্ণাদ্যাঃ স্নিগ্ধতাশ্চম্পভাজঃ

প্রাণা স্ত্রেয়াস্তে মিথঃ প্রাণিনশ্চ ॥ ২৬ ॥

প্রভাতে চ প্রভাতে তাদৃশানাং মধ্যে তাদৃশস্ত তস্ত তু ।

শ্রীমদ্বক্তৃ করাজ্জি ধাবনকলা তৈলাদিভিস্মর্দনং

স্নানং গাত্রমূজাংশুকদ্বয়ধ্বতিঃ সাচামপুণ্ড্রক্রিয়া ।

প্রাতর্ধর্ম্যগকর্ম্য দিব্যরসনাং রত্নাবলীমণ্ডনং

বংশীশৃঙ্গ শখগুদগুকলনা মচ্চিত্তমাকর্ষতি ॥ ২৭ ॥

ভেদাৎ শ্রীকৃষ্ণবিলাসরূপতয়া তেন তেষামভেদং বর্ণয়তি যতঃ আধেয়াদিপদ্যোন । স্নিগ্ধতা-
শ্চম্পভাজঃ সগাপ্রেমমুখভাজঃ । তে শ্রীকৃষ্ণবিলাসা ইতি তাৎপর্যার্থঃ ॥ ২৬ ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণরূপাদীনাং চিত্তাকর্ষকং বানক্তি প্রভাতে চেত্যাদিগদ্যোন । প্রভাতে প্রকাশ-
মানে । তাদৃশস্ত একাঙ্গনঃ ধাবনকলা শোধনবিধানং গাত্রমূজাং গাত্রমার্জনং । সাচামপুণ্ড্রক্রিয়া
আচমনসহিততিলকরচনং । রসনং সেবনং ॥ ২৭ ॥

যেমন আধেয় এবং আধারাদি অর্থাৎ দেহদেহিতাবে প্রভেদ থাকতে
প্রাণগণ হইতে প্রাণিগণ ভিন্ন হইয়া থাকে, তদ্রূপ প্রেমমুখাকাজী শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি
সে সকল গোপবালক আছেন তাঁহাদিগকে পরস্পরের প্রাণ ও প্রাণী বলিয়া
জানিতে হইবে, অর্থাৎ সকলে সকলকে নিজ প্রাণের মত বোধ করেন । এতদ্বারা
“গোপবালকগণ শ্রীকৃষ্ণের অভিন্ন মূর্তি” ইহাই তাৎপর্যার্থ ॥ ২৬ ॥

প্রভাতকাল সুপ্রকাশিত হইলে পূর্বোক্ত গোপবালকগণের মধ্যে উক্ত
শ্রীকৃষ্ণের, শ্রীমুখ, শ্রীহস্ত এবং শ্রীচরণের প্রক্ষালন, তৈলাদিমর্দন, স্নান,
গাত্রমার্জন, পরিধেয় ও উত্তরীয় বস্ত্রপরিধান, আচমন, তিলকরচনা, প্রাতঃকালীন
ধর্ম্য কর্ম, স্বর্গীয় বিষয়ের সেবন, রত্নসমূহের অলঙ্কার পরিধান तथा বংশী, ভৃঙ্গ
ময়ূরপিচ্ছ ও গোচারণের দণ্ডধারণ এই সকল প্রাতর্লীলা আমার চিত্তকে আকর্ষণ
করিতেছে ॥ ২৭ ॥

তেষু চ কেযুচিদঙ্গসেবকেষু বিশেষঃ শেষবচসামপি শেষস্ত
বিষয়ায়তে ॥ ২৮ ॥

যতঃ—সৌরভ্যং শিরসঃ পদাসুজযুগং বাহুপ্রসারাদিকং
লঙ্কালেশ্যবিশেষতাং দধতি যে কৃষ্ণস্ত তৃষ্ণাস্থিতাঃ ।
বাৎসল্যে পরিবেষণে সখিপদে কান্তস্থিতাবপ্যমৌ
সৌখ্যং যত্নদশেষমেব দধতে প্রেম্না তদভ্যঙ্গিনঃ ॥ ২৯ ॥
অথ তস্মাত্তৈঃ পরিবীতঃ পীতবসনঃ স্বাঙ্গণপ্রবেশমঙ্গীকূর্বন্
সদেশসমবয়স্কাভিঃ সমং জনন্ত্য জীবন্ত্য ইব প্রাতিময়া লভ্যতে
স্ম ॥ ৩০ ॥

অধুনা সেবকানামনিব্বচনীয়াং সেবাপরিপাটীং বর্ণয়িতুং প্রকৃত্তে তেষু চেত্যাদিগদ্যেন ।
শেষবচসাং অনন্তবাক্যানাং । শেষস্য অন্তভাগস্য ॥ ২৮ ॥

তৎ শ্লোকেন নিবন্ধুতি সৌরভ্যমিত্যাদিনা । বাৎসল্যে ইতি, যে যে তত্ৰদধতি অমী বাৎ-
সল্যাदिषু যৎ সৌখ্যং তদশেষমেব দধতে । কান্তস্থিতৌ অথান্মধুরে । তদভ্যঙ্গিনঃ কৃষ্ণস্তাভ্যঙ্গ-
কারিণঃ ॥ ২৯ ॥

অধুনা শ্রীকৃষ্ণস্তান্তঃপুরপ্রবেশে জনন্যা ভাবঃ তত্ৰভ্যঙ্গীণাং চিত্ততাক বর্ণয়তি অথেষ্যাदि-
গদ্যেন । সদেশসমবয়স্কাভিঃ নিকটস্থসখীভিঃ সহ ॥ ৩০ ॥

ঐ সকল সেবকগণের মধ্যে কতিপয় অঙ্গপরিচারক সেবকদিগের একরূপ
বিশেষ গুণ ছিল যে, তাহা বর্ণন করিতে অনন্তদেবের অনন্তবাক্যও শেষ হইয়া
যায় ॥ ২৮ ॥

কারণ, যাহারা সতৃষ্ণ হইয়া শ্রীকৃষ্ণের মন্তকের সৌরভ, পাদপদ্মবয় এবং
বাহু প্রসারাদি লাভ করিয়া আলিঙ্গনের চাতুরী ধারণ করেন । ঐ সকল ব্যক্তি
শ্রীকৃষ্ণের তৈলমর্দনাদি কার্য্য করিয়া যে বাৎসল্যরসের, পরিবেষণ কার্য্যের,
সখ্যারসের এবং মধুর রসেরও অশেষ সুখরাশিকেই প্রাপ্ত হইলেন তাহাতে আর
সংশয় নাই ॥ ২৯ ॥

অনন্তর তথা হইতে দাসগণের সহিত মিলিত হইয়া পীতবসন শ্রীকৃষ্ণ
আপনার অঙ্গণে প্রবেশ করিলে, নিকটস্থ সহচরীগণের সহিত তদীয় জননী,

তত্র চ—

* আগচ্ছোজ্জয়তাদহো মধুরতা নিশ্শঙ্কনদ্রব্যতাঃ

গচ্ছেয়ং মম দৃশ্যস্তা ভবতাদত্রোপি পক্ষ্মাস্থিতিঃ ।

ইথাং কঙ্কবিলোচনস্ত কলয়ন্মাকস্মিকৌমাগতিং

চিত্রং চিত্রজনঃ সদা ভবতি চেদাসান্তু কিং তদ্ব্যবে ॥ ৩১ ॥

অথ গুরবশ্চ তা রজনীজনিত-তদ্বিরহজ্বালা-কলিতস্নেহ-
পূরদশয়া মূহুরগুরুতামাসাদ্যানবদ্যাগোদমাবিক্সুব্যত্যঃ পূর্ব-

তাসাং তস্তাবাদিকং বর্ণয়তি আগচ্ছোজ্জয়তাদিপদ্যেন । উজ্জয়তাং সর্কোৎকর্ষণে বর্ততাং ।
এতেন তদ্বিরহকভাবাতিশয়ো দ্যোতিতঃ । চিত্রং দ্রিয়াবিশেষণঃ । চিত্রজনঃ আশ্চর্য্যায়িত-
লোকঃ ॥ ৩১ ॥

তত্রোপি গুরুভাণাং প্রেমার্থিক্যং বর্ণয়তি অপেছ্যাদিপদ্যেন । গুরবো গুরুবর্গপ্রিয়ঃ অগু-
রুতাং চঞ্চলতাঃ । যদ্বা অগুরুতাং লঘুতাং তরলতাং, ক্লেবেণ হৃৎকষ্টদ্রব্যতাং ॥

পার্থিব অচেতন প্রতিমাদি যেমন জীবন্তাস লাভ করে, সেইরূপ ভাবে অর্থাৎ
জীবনের মত তাহাকে প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৩০ ॥

শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া অত্যাশ্রয় লোকসকল কহিতে লাগিল, কেহ বলিল
কৃষ্ণ ! আইস, কেহ বলিল তোমার জয় হউক, কেহ বলিল আহা ! রূপের কি
মাধুরী ! কেহ বা বলিল আমি নিশ্চঙ্কন করিবার দ্রব্য সকল আয়োজন করি,
এবং কেহ বা বলিল, হে বরশ্র ! তোমাকে দর্শন করিতে আমার যে নেত্রদ্বয় আছে
তাহাতে যেন পক্ষ্ম অর্থাৎ লোমসকল না থাকে । এইরূপে পক্ষ্মলোচন শ্রীকৃষ্ণের
আকস্মিক আগমন দর্শন করিয়া জনসকল যখন সর্বদা অতি আশ্চর্য্যায়িত হয়,
তখন জননীগণের যে অতিশয় আনন্দ হইবে, ইহা আর কি বর্ণন করিব ? ॥ ৩১ ॥

অনন্তর সেই গুরুপদ্বীপর্গ শ্রীকৃষ্ণের রজনীজনিত অদর্শনজন্ত সস্তাপে স্নেহবর্ষণ
বন্ধিত হওয়াতে অত্যন্ত অধীর হইয়া অগুরুতা অর্থাৎ চাঞ্চল্য প্রাপ্ত হইলেন এবং
পরিশেষে পরম আমোদ প্রকাশপূর্বক পূর্বমুখীন মহামন্দিরের দ্বারপ্রকোষ্ঠ হইতে

দিদ্যুখ-মহামন্দিরালিন্দাদবতেরুঃ । তত্র পূর্বং মাতা বৎসগিব
মাতা বৎসং গিলিতবতী যত্র রোহিণ্যপি রোহিণীবদূহাঞ্চক্রে
লোকচক্রেণ ॥ ৩২ ॥

শ্রীগোবিন্দশচ দ্বয়োরপি তয়োঃ পদারবিন্দং ক্রমাদ্বন্দিত্বা
নন্দিত্বা মান্তানামন্তাসামপি যথান্যায়ং মানমুন্নয়য়াগাস ॥ ৩৩ ॥

তদৈব চ শ্রীনীলাশ্বরমনু সগাগতিকরাঃ সহচরাঃ শ্রীদামসুদা-
মাদয়ঃ শ্রীহর-সহ-বিহারিবিততাস্থথা সর্ববিদ্যাপটবঃ পুরো-
হিতবটাস্থথা কাশ্চিদন্যাস্তং প্রসুসমান-মাননীয়-তন্মাননীয়াদি-

মাতা গোঃ । রোহিণীবৎ গোবিশেষবৎ । উহাঞ্চক্রে স্নেহকাতরতয়া দৃশ্যে ইত্যর্থঃ ।
লোকচক্রেণ লোকসমূহেন কত্রী ॥ ৩২ ॥

তানু শ্রীকৃষ্ণশ্চ গৌরবং বর্ণয়তি শ্রীগোবিন্দ ইত্যাদিগদোন । তয়োর্জননীরোহিণ্যোঃ ॥ ৩৩ ॥

তদা তত্র শ্রীরামেণ সহ সপীনাং মিলনং বর্ণয়তি তদৈবেত্যাদিগদোন । রামমন্ত রামং
লক্ষীকৃত্য । শ্রীহরসহেতি । শ্রীহারিণা সহ যো বিহারন্তুদ্বিষষ্টতয়া বিততা বিস্তুতাঃ প্যাতা
ইত্যর্থঃ । বিহারিণ ইতি পাঠস্তু অগমঃ । তৎপ্রসুসমানেত্যাদি । শ্রীকৃষ্ণজননীসমানমাননীয়-

অবতীর্ণ হইলেন । তন্মধ্যে ধেতু বেক্রপ বৎসের সহিত মিলিত হয় । জননী শ্রীযশোদা
তদ্রূপ পথমে পুত্রের সহিত মিলিত হইলেন । যেখানে বৎসের জন্ত স্নেহকাতরা
ধেতুর আয়, পুত্রের জন্ত স্নেহকাতরা রোহিণীকে লোকসকল অবলোকন করিয়া-
ছিল ॥ ৩২ ॥

শ্রীকৃষ্ণ ও যশোদা এবং রোহিণীনায়ে জননীদ্বয়ের চরণপদ্ম বন্দনা করিয়া
কমে আনন্দচিত্তে মাননীয় অগাঢ় গুরুদ্বীগণেরও যথাযোগ্য সম্মানবর্ধন
করিলেন ॥ ৩৩ ॥

সেই সময়েই শ্রীদাম ও সুদাম প্রভৃতি সহচরগণ, শ্রীনীলাশ্বর বলরামের
অগমন পূর্বক তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, ইহারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহার
করিতে বিখ্যাত ছিলেন । তথা সর্ববিদ্যানিপুণ পুরোহিত ব্রাহ্মণ বালকগণ এবং
জননীর মত মাননীয় অগাঢ় নারীগণ ও তাঁহাদিগেরও মাননীয় বরাজ্ঞানাগণের মধ্যে

বরাস্তনাস্থ গণ্যাস্থথা সৰ্বস্বখদোহাঃ স্বস্থ-স্বস্তীয়াদি-স্বস্তসম্ব-
ন্ধিনীসন্দোহাস্তংপ্রদেশঃ বিশাস্ত স্ম ॥ ৩৪ ॥

বারং পারং প্রত্যেকমুখানাভ্যাবার্থং তথৈব হি সৰ্গৈর্মৰ্যাদা
পর্যাপিতাস্তি ॥ ৩৫ ॥

অথ যা খলু সিদ্ধানাং পরিষদি যোগমায়েতি প্রসিদ্ধা ভক্তি-
সিদ্ধান্তসম্ভাবরতে শ্রীমদ্ভাগবতে চ “যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ” ইত্যা-
দিনা ভগবল্লীলাধিকারিতয়া সিদ্ধা স্বরূপশক্তিঃ স্বাভিব্যক্তিমন্তু-
রেণ তাপসীতি ব্যবসীয়তে । যন্তাঃ পৌর্ণমাসীতি নাম-ন্যাহার-
ব্যবহার আসীৎ । তন্ত্যামাগতায়ামগর্ষণেণ সর্গৈহপি সসম্ব্রমভ্রমং
নমঃ সমমকু রিত তয়া চানন্দাদাশীর্ভিঃ স্ফুটগভানন্দিত ॥ ৩৬ ॥

স্তাসামপি মাননীয়ান্তা আদয়ো যাসাং এবত্ত্বতা যা বরাস্তনাস্থাহ । পবিত্রিতি । ভগিনীভাগি-
নেগাদিসম্পর্কযুক্তজনসমূহাঃ ॥ ৩৪ ॥

তেষাং ক্রীড়নেহপি মৰ্যাদাঃ বর্ণয়তি বারবারমিতিগদোন । সৰ্গৈঃ সবিনয়বাক্যাদিভিঃ ॥ ৩৫ ॥

তত পৌর্ণমাস্তা আগমনং বর্ণয়িতুং তন্তাঃ পরূপঃ নির্দিশতি অথৈত্যাদিগদোন । পরিষদি
সভায়াং । অগর্ষণে নম্রভাবেণ । ভ্রমং সাগ্রহং । সমমেকদা ॥ ৩৬ ॥

গণনীয় স্ত্রীগণ, তথা সৰ্বস্বখ প্রদ ভগিনী ও ভাগিনেয়াদি স্নিগ্ধ সঙ্গবিশিষ্ট লোক-
সকল সেইস্থানে আসিয়া পবেশ করিলেন ॥ ৩৪ ॥

বারবার প্রত্যেককে দেখিয়া উঠিতে হইবে না বলিয়া খেলার সময়েও তাদৃশ
বিনয়বাক্যাদি দ্বারা মৰ্যাদাকার্যের সমাধান করিয়াছিলেন ॥ ৩৫ ॥

অনন্তর যিনি নিচয়ই সিদ্ধগণের সমস্ত যোগমায়া বলিয়া বিখ্যাতা এবং যিনি
ভক্তিসিদ্ধান্তরূপ সম্ভাবরতেও “যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ” ইত্যাদি প্রমাণ দ্বারা
ভগবল্লীলার অধিকারিণী হইয়া স্বরূপশক্তি নামে প্রসিদ্ধ, কিন্তু তাদৃশ চিত্তময় অচিন্ত্য
স্বরূপের অপ্রকাশবশতঃ যিনি তাপসীরূপে বিখ্যাত এবং পৌর্ণমাসী বলিয়া
যাহার নাম উক্ত হইয়াছে, তিনি আগমন করিলে এককালে সকলেই নম্রভাবে
ও সসম্ব্রমে আগ্রহের সহিত নমস্কার করিলেন এবং পৌর্ণমাসীও আনন্দপূর্ণ হৃদয়ে
আশীর্ব্বাদ বাক্যদ্বারা সকলকে আনন্দিত করিলেন ॥ ৩৬ ॥

অথ যশ্চ সৰ্ববিদ্যানিষ্যাতস্তস্মাৎ স্নাতকঃ শ্রীকৃষ্ণস্য রহস্য-
নাম্মাণি বদ্ধতৃষ্ণতয়া তদ্বয়স্যতাং বশ্যতামানন্ত্রে যশ্চাবিদৃষণভাব-
ক্লষিতএব দেবমিপ্রকৃতিতয়া তস্য কৌতুককৃতে বিদুষকতাগপি
বিভূষয়তি স্মা, স খলু মধুমঙ্গলনামা নম্মাণা মন্যম্পর্শিকুতুকরচনৈ-
রাশীর্বচনৈঃ সর্পানমন্দমানন্দয়াগাস । নিধিমিব হরিসম্মিধি-
ক্ষানঞ্চ ॥ ৩৭ ॥

ততশ্চ পরস্পরং করবদ্ধকরৌ সিতাসিতকুমারবরৌ গাতৃভ্যা-
মুভয়তঃ পৃষ্ঠতঃ প্রদত্তহস্তৌ স্মিতবশম্ভবদনশস্তৌ মন্দং মন্দং
তদেবামন্দমালিন্দমবিন্দতাং ॥ ৩৮ ॥

তত্র শ্রীমধুমঙ্গলস্ত শরূপানিঘয়পুলকং গমনাদিকং বর্ণয়তি অথ যশ্চেত্যাদিগদোন । স্নাতকঃ
সমাবত্তানপুত্রং গৃহস্থপুত্রপরিচারক ইত্যর্থঃ । অবিদৃষণভাবক্লষিতঃ দোষগন্ধরহিতঃ । দেবমি-
প্রকৃতিতয়া নারদপ্রতিমুষ্টিতয়া বিদুষকতাং । অমন্দমুত্তমং যথা স্ত্র্যং আনন্দাগতবান্ ॥ ৩৭ ॥

অথ ৩৮ ত্যালিলে শ্রীরামকৃষ্ণয়োরাগতিং বর্ণয়তি ততশ্চেত্যাদিগদোন । সিতাসিতকুমারবরৌ
রামকৃষ্ণৌ । স্মিতেতি মন্দহাস্তাধীনবচনকুশলো ॥ ৩৮ ॥

অনন্তর যিনি সপরিচায় পারদশী ও স্নাতক ব্রাহ্মণ, তিনিও সেই পৌর্ণমাসীর
সঙ্গে আগমন করিলেন, এবং যিনি পরিচারকরূপে শ্রীকৃষ্ণের রহস্যকৌতুকে সতৃষ্ণ-
ভাব ধারণ করিয়া তদীয় আয়ত্ত বয়স্ৰভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন অথচ যিনি দোষগন্ধরহিত
ততরাং দেবমি নারদের তুল্য হইয়া ও শ্রীকৃষ্ণের কৌতুক জ্ঞাত বিদুষক (হাস্যকারী)
ভাবকে বিভূষিত করিয়াছেন, সেই মধুমঙ্গল রহস্যদ্বারা মন্যম্পর্শি কৌতুক বচনযুক্ত
আশীষাক্য প্রয়োগ করিয়া সকলেরই সমধিক আনন্দোৎপাদনপুলক শ্রীকৃষ্ণের
সম্মিধানকে নিধির স্থায় মনে করত তাহা প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৩৭ ॥

তদনন্তর সিতাসিত-কুমার অর্থাৎ রাম ও কৃষ্ণ দুই ভ্রাতায় পরস্পর হস্তধারণ
করিলেন, এবং উভয়ের জননী উভয়ের পৃষ্ঠদেশে হস্ত প্রদান করিলে উভয় ভ্রাতাই
মুহুমধুর হাস্য প্রকাশপূর্বক বাক্যপ্রয়োগ করিতে করিতে ধীরে ধীরে সেই উৎকৃষ্ট
গহিষারের পকোষ্ঠদেশ প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৩৮ ॥

স্ববর্ণস্বর্ণকিন্মীরিতপ্রযত্ন-নিশ্চিতপুথু-রত্নপীঠমভি পৃথক্ পৃথক্
নিবিন্টবন্তৌ সুধারুষ্টিমিব সর্বেষুপাশ্রয়েষু দৃষ্টিঃ নিশ্চিন্ট-
বন্তৌ ॥ ৩৯ ॥

অথ প্রতিমাস্তা সেয়মাস্তা জন্মতারাগমনময়ীতি শ্রীযশোদা-
বশোদাতুস্তস্ত তদা তদাচার্য্যাণামৰ্ভকাদৰ্ভকাগ্রায়নীর্যভিষেকং
বিবেকাতিরেকবন্তঃ শান্তমমন্তপ্রবচন-সচনয়া রচয়ামাস্তঃ ॥ ৪০ ॥

ততশ্চ—

মন্তা গীতানি বাদ্যান্যপিচ জয়রবাঃ কৃষ্ণশোভাস্তদীয়-
প্রেয়োবর্গাতিচিত্রপ্রণয়বিলাসিতা নীতিপর্বণ্যমুগ্মন ।

শ্রীরামকৃষ্ণে আসনমধ্যমধিকৃত্য যৎ কৃতবন্তৌ তদ্বর্ণয়তি স্ববর্ণেত্যাদিগদ্যেন । কিন্মীরিতং
ছরিতং ॥ ৩৯ ॥

তদা শ্রীকৃষ্ণস্ত প্রতিমাসপ্রাপ্ত-জন্মনক্ষত্রাগমনময়ঃ নীর্যভিষেকং বর্ণয়িতুং প্রক্রমতে অপে-
ত্যাদিগদ্যেন । প্রতিমাস্তা প্রতিমাসোত্তরা । আস্তা স্থিতিঃ । যশোদাতুঃ শ্রীকৃষ্ণস্ত । অৰ্ভকাগ্রায়-
নীর্যভিষেকং অৰ্ভকাত্য বালকাত্য সকাশাৎ যে অগ্রায়্য বিবেকাতিরেকবিশিষ্টান্তে । যদ্বা । অৰ্ভকা-
গ্রায়নীর্যভিষেকং অৰ্ভকে বালকে যোঃগ্রায়ঃ প্রথমকর্তব্যং জলাভিষেকনং । সচনয়েতি । সচন-
মচঃ ততো নামণিঃস্তাৎ ণনঃ । ঘটনয়েত্যর্থঃ । সচ সমবায়ো ধাতুঃ ॥ ৪০ ॥

তদুৎসবে বৈচিত্র্যঃ বর্ণয়তি মন্তা ইত্যাদিপদ্যেন ।

তৎপরে উজ্জল কনকখচিত, বিশেষ বহুসহকারে নিশ্চিত এবং অত্যুচ্চ রত্নপীঠে
উভয়েই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উপবেশন করিলেন । অগ্নাত্ত লোক উপবেশন
করিলে পর তাঁহাদিগের উপর সুধারুষ্টির মত দৃষ্টিনিষ্ফেপ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৯ ॥

অনন্তর শ্রীযশোদার বশঃ প্রদ শ্রীকৃষ্ণের জন্মনক্ষত্র উপস্থিত হইলে প্রত্যেক
মাসেই এইরূপ বাপার সম্বটিত হইত । তৎকালে পুরোহিত বালকদিগের মধ্যে
যাঁহারা অতিশয় বিবেকসম্পন্ন তাঁহারা অত্যন্ত মাদুলিক মন্ত রচনা করিয়া বালকের
প্রথমকর্তব্য জলাভিষেক-কার্য্য সম্পাদন করিলেন ॥ ৪০ ॥

তদনন্তর ঐ নীতিপূর্ণ মহোৎসবকার্য্যে মন্ত্রপাঠ, গান, বাজ, জয়ধ্বনি শ্রীকৃষ্ণের

প্রত্যেকং তত্তদেকৌভবনমপি তদা প্রাপ রুচ্যত্বমুচৈঃ

শৃঙ্গারাদ্যো রসো বা কবিকৃতিরথবা ষাড়বো বাপি যদ্বৎ ॥৪১

তাস্মিন্নীরাজ-নির্ম্মজ্জন-ভবিকপদার্থালি-সংস্পর্শনানা-

মাজ্যাদর্শাদিদর্শদ্বিজনিজজনতর্চ্চাদিকানাং শুভানাং ।

কৃষ্ণো গোত্রাদিরাঙ্গাং প্রবরবরদশাং তানি জগ্মুঃ সমন্তাদ্-
যেভ্যোহিত্রে চ প্রথন্তে শুভশতনিবহস্তান্ময়াঃ সর্বলোকে ॥ ৪২ ॥

রুচ্যত্বমভিলষণীয়ত্বং । ষাড়বঃ পানকভেদঃ । যদ্বৎ যথা রুচ্যঃ স্ত্র্যং ॥ ৪১ ॥

তদ্বৎসবপরিপাটী বর্ণয়তি তস্মিন্নিতি প্রোক্তেন । নীরাজো নীরাজনং । নির্ম্মজ্জনমালোড়নং ।
ভবিকং শুভং । আলিঃ সমূহঃ । আজ্যাদর্শাদীতি, আজ্যং যুতং আদশো দর্পণং তদাদেদর্শনং ।
দ্বিজো ব্রাহ্মণঃ নিজজনো গুণবাদিঃ । তেষাং পূজাবীনাং । গোত্রাদিঃ প্রবর্তকঃ । প্রবরবরদশাং
পরমোত্তমতাং অবাগ্নরসদ্বংশপ্রবর্তক ইপ্রোক্তবস্থাং । তানি শুভানি । অম্ময়াঃ সমুত্তয়ঃ ॥ ৪২ ॥

শোভা এবং শ্রীকৃষ্ণের বাকবগণের অত্যাশ্চর্য্য প্রেমবিলাস, এই সমুদায় একত্র
মিলিত হইয়া অভিষেককার্গো অতিশয় রুচিকর হইয়াছিল, যেমন শৃঙ্গার প্রভৃতি
রসসকল অর্থাৎ শাস্ত, দাস্ত্র, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর, অথবা কবিকৃতি (কাব্য)
কিংবা ষাড়ব অর্থাৎ পানকদ্রব্য, কটু, তিক্ত ও মধুর প্রভৃতি রস একত্র মিলিত
হইলে অতিশয় রুচিকর হয়, জয়ধ্বনিরও সেইরূপ মাধুরী অন্তর্ভূত হইয়াছিল ॥৪১॥

সেই অভিষেককার্গোর পূর্বে নীরাজনা, নির্ম্মজ্জন (আলোড়ন) এবং মাস্তুলিক
পদার্থরাশির স্পর্শ, ঘ্রত, দর্পণ প্রভৃতি বস্তুর দর্শন এবং ব্রাহ্মণ ও আত্মীয় জনগণের
অর্চনা প্রভৃতি শুভকাৰ্য্যসমূহের শ্রীকৃষ্ণই প্রবর্তক হইয়াছিলেন, উক্ত নীরাজন
প্রভৃতি কার্গা অতি উত্তমভাবে সম্পন্ন হইল ও তাহাতে সকল লোকে সম্যক
উৎকর্ষ বা গোত্র প্রবর্তকত্ব প্রাপ্ত হইল, ঐ সকল গোত্র এবং প্রবর হইতে সকল
জগতে চারিদিকেই অগ্ন্যাগ্ন শত শত মঙ্গলরাশির সম্ভূতিগণ বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িল ।
তাৎপর্য্য এই যে শ্রীকৃষ্ণাভিষেক-মঙ্গলই জগন্মঙ্গলের নিদান ॥ ৪২ ॥

ব্রাহ্মণ্যস্বধিকচমচ্যুতস্য দৃশ্য-

পূর্বাণি শ্রুত্বাধিত তত্র মঙ্গলানি ;

যদ্যাশীর্ষচনমিহারুরোধ বাম্পঃ

কল্যাণং বত ভবতাম্মনোরথস্য ॥ ৪৩ ॥

দৃগন্তঃস্তম্বরুদ্রাপি কুর্দতী তিলকং প্রসূঃ ।

কুর্ধ্যাৎ কিং যদি সাহায্যং নাকরিত্যত রোহিণী ॥ ৪৪ ॥

মাতুঃ পিতৃস্তস্য চ তত্র মাতৃভাবান্বিতাভ্রাতৃবধূসম্মণাং ।

উপায়নং পুণ্ড্রমিতীয়তী গীরাসীভদ্রীয়ার্থচয়ে মিতিনং ॥ ৪৫ ॥

তত্র বৃদ্ধ ব্রাহ্মণীনাং সপ্রণয়ঃ কৃত্যং বর্ণয়তি ব্রাহ্মণা ইতি পদোদ্যোতনং । আশীর্ষকঃ কেশমণি-
কৃত্যং । আশীর্ষকঃ কেশমণি । গঙ্গানকটকঃ কল্যাণং তথাপি মঙ্গলং ॥ ৪৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণোদয়াঃ সপ্রেম কৃত্যং বর্ণয়তি দৃগন্ত ইতি পদোদ্যোতনং ॥ ৪৪ ॥

তথাপি শ্রীকৃষ্ণে মাণাদিভিক্ষুপায়নদানং পারমাণাত্যমভূদিতি বর্ণয়তি মাতৃভাবান্বিতপদোদ্যোতনং ।
মাতৃভাবান্বিত ইতি । ৭৭শ্লোকস্ত প্রিয়াদিহান পুণ্ড্রং সমাসে সঙ্গাভ্যুপদস্ত অশ্লোকশ্চৈব প্রাধাত্যং ।
মাতৃভাবান্বিতাশ্চ তা ভ্রাতৃবধূসম্মণাং ইতি । ত্রীয়াঃ । ত্রীয়াঃ । ত্রীয়াঃ । ত্রীয়াঃ । ত্রীয়াঃ ।
পুণ্ড্রং তিলকং উপায়নমুপহারমিষাচরতীত্যর্থঃ । যদ্য । উপায়নমুপায়নং পুণ্ড্রং চিত্রমিষাচরতী-
ত্যর্থঃ । ভদ্রীয়ার্থচয়ে পুণ্ড্রোক্তাদ্যসমাহে । মিতিনির্দেশঃ ॥ ৪৫ ॥

তথায় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণীগণ শ্রীকৃষ্ণের কেশমণ্ডো দর্শাদি মঙ্গলদ্রব্য সকল অর্পণ
করিলেন, যদিচ তাঁহাদের অনন্দজনিত নেত্রজল আশীর্ষাদকে রুদ্ধ করিয়াছিল
তথাপি গদগদ কণ্ঠ হওয়ায় তাহা সমমনোরথের সমক্ষে কল্যাণকর হইয়াছিল ॥ ৪৩ ॥

জননী যশোদা নেত্রজল ও স্তম্ভভাবে অবতৃপ্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের তিলকরচনা
করিতেছিলেন, কিন্তু তখন যদি রোহিণী ইহার সাহায্য না করিতেন তাহা হইলে
তিনি কখনই তিলকরচনা করিতে সমর্থ হইতেন না ॥ ৪৪ ॥

তথায় “শ্রীকৃষ্ণের মাতা, পিতা, মাতৃভাবাপন্ন ভ্রাতৃবধূ এবং ভগিনীগণের তিলক-
ক্ৰিয়া শ্রীকৃষ্ণের উপহারত্বলা হইয়াছিল,” কেবল এই বাক্যটি পুণ্ড্রোক্ত উপায়ন-
দানের নির্দারপূর্বক পরিমাণ করিতে সমর্থ হয় নাই । তাৎপর্য এই যে -
মাতা, পিতা, ভ্রাতৃভাবাপন্ন ও ভগিনীগণের তিলকরচনায় শ্রীকৃষ্ণের যে শোভা
হইল, তাহার তুলনা বা পরিমাণ হইতে পারে না ॥ ৪৫ ॥

অথ প্রাচীণত-দ্বিতীয়-প্রকোষ্ঠাদাগম্য রম্যকুমারঃ কশ্চি-
দাচন্ট । যঃ খল্বেতদর্থমেব পূর্বং বিস্ময়ঃ । শ্রীমন্ ব্রজবরাজ !
শ্রীমদ্বজরাজসভায়াং সর্বত্রৈব পর্ষণীহ সম্মলিতা বর্তন্তে । কিন্তু
ভবদ্যাত্রাদ্রিয়ারমাত্রাবলোকিনো যানি চ সর্ব্বারাধনধনানি শ্রীমদ-
ব্রজরাজচরণরাজীবপরিসরায় সম্জ্জিতানি ভবদ্বিসম্জ্জিতানি তাম্বূল-
দ্রুকুলাদীনি তানি চাধুনাপি মূর্দ্ধানং ধুনান্না নোপযুজ্যতে স্ম ॥ ৪৬ ॥

অথ সোহপি তদবধারয়ন্মৈব তদেবাবধারয়ন্মাতরমনু কাতর
ইব নিষ্কমণক্লগ-সমনুজ্জায়াচনমনুসন্ধায় প্রণামাদিনা পৌর্ণমাসৌ-

গধনঃ ব্রজরাজসভায়াং শ্রীকৃষ্ণস্তাগমনায় প্রসঙ্গমুখ্যাপয়তি অণেহাদিগদোন । বিস্ময়ঃ
প্রমিষ্টঃ । ভবদ্যাত্রা ভবদাগমনঃ । শিরো ধনানাং সপে শিরশ্চালয়তঃ ॥ ৪৬ ॥

তাৎপৰ্য্যমিত্যেকাং শ্রদ্ধা শ্রীকৃষ্ণঃ কিং কৃতবানিত্যপেক্ষায়ামাহ অথ সোহপীতিগদোন ।
সোহপি শ্রীকৃষ্ণোহপি অবধারয়ন্মাতরমনুজ্জায়াচনমনুসন্ধায় প্রণামাদিনা পৌর্ণমাসৌ
নং সমাগম্যচনং তদনুসন্ধায় বিহায় অথানিযোজা ।

যে বালককে পূর্নাবধি এত কার্যের জটাই নিষ্পত্ত করা হইয়াছিল, অনন্তর পূর্ব-
দিগ্বর্তী দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠ হইতে সেই কোন এক রমণীয় বালক আগমন করিয়া
এত কথা বলিল । বালকের উক্তি যথা—হে শ্রীমন্ ব্রজবরাজ ! শ্রীমদ্বজরাজের
সভাতে এই পক্ষোপলক্ষ্য সকলেই সমাগত হইয়া বর্তমান আছেন, কিন্তু তাঁহারা
আপনার আগমনের পথে দৃষ্টপাত করিয়া রহিয়াছেন এবং শ্রীমদ্বজরাজের চরণ-
পদের পরিসরভূমিতে আপনার পৌরিত, তাম্বূল বসনাদি আরাধনার ধন সম্জ্জিত
হইয়া রহিয়াছে, সেই সকল দ্রব্য এপর্য্যন্ত তাঁহারা শিরঃকম্পনচ্ছলে অনভিলাষ
পকাশ করত গ্রহণ করিতেছেন না ॥ ৪৬ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণও ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাই নিশ্চয় করত মাতাকে লক্ষ্য
করিয়া ঘেন কাতর হইলেন । আমি চলিয়া গেলে মাতার ক্রেশ হইবে, এত
कारणे তাঁহার অনুমতি পাখনা সম্ভব বোধ করিলেন এবং প্রণাম ও কাকুবাক্য-
দ্বারা পৌর্ণমাসীকে তাঁহার পর্ণশালায় বিদায় দিলেন । শ্রীবলদেবকে অগ্রে

মুটজগৃহায় বিহায় শ্রীরামমগ্রে বিধায় শ্রীদামাদীন্ পরিতো নিধায়
পশ্চিমাগ্রিমগ্রেমদোলায়মানস্বাস্তস্ততো নিজ্ঞান্তঃ । ৮৬ ॥ মহসা
মহসা রতঃ সভ্যালিভিরভ্যালোকয়াঞ্চক্রে ॥ ৮৭ ॥

অথ সোদিতমেঘাশ্চাতকা ইব লব্ধচন্দ্রাশ্চকোরা ইব সঙ্গত-
জলা জলজন্মান ইব সমুন্মীলিতপ্রাণা দেহা ইব সর্বেইপ্যানন্দ-
গর্বেণ বন্দিবৃন্দাদিকলিতকোলাহলেন চ সমমেব সমুত্তমুঃ ॥ ৮৮ ॥

কিন্তু উৎকলিকাকলিতমনসোহপি স্বস্বমর্যাদয়া পর্য্যাপিতা
ইব লব্ধস্তম্ভারস্তাঃ শ্রীমন্নন্দাদয়স্তত্র তত্র কেবলং স্থিতবন্তুঃ ।

পশ্চিমত্যাগাদি । পশ্চিমদেশে যঃ শ্রেষ্ঠঃ প্রেমা তেন চকলচিত্তঃ । যদ্বা । পশ্চিমঃ পশ্চাত্ত্বয়ঃ
শ্রী এজেরীপভূতিবিষয়কঃ প্রেমা, অগ্রে ভবঃ অগ্রিমঃ শ্রী এজরাজাদিবিষয়কঃ প্রেমা অর্থাৎ রজ্জুঃ
তয়া দোলায়মানমনাঃ । মহসা তেজসা ॥ ৮৭ ॥

তদা সকলোবাঃ সভাস্থানাং শ্রীকৃষ্ণে প্রীতিকার্য্যঃ বর্ণয়তি অথৈত্যাঙ্গদোদয়ান । সমমেকদা ॥ ৮৮ ॥

গুরুবগকল্পানামবহ্নামাহ কিম্বিত্যাঙ্গদোদয়ান । উৎকলিকা উৎকণ্ঠা । ননু তদ্গুরুবগাপামপি

ও শ্রীদাম প্রভৃতি সখাদিগকে চতুঃপার্শ্বে লইয়া পশ্চিমদিগ্গত অর্থাৎ যে দিগ্ভাগে
রজরাজ আছেন সেই দিকে যাইবার জন্তু, অথবা এ দিকে অন্তঃপুরে মাতৃপ্রেম
ও দিকে সভাতে পিতৃপ্রেম এই উভয় প্রেমরূপ রজ্জুর আকর্ষণে বিশেষরূপ
আন্দোলিত হইয়া অন্তঃপুর হইতে নির্গত হইলেন । তখন সভাগণ মহসা সেই
শ্রীকৃষ্ণকে তেজোময় দর্শন করিলেন ॥ ৮৭ ॥

অনন্তর মেঘোদয়ে চাতকগণের ত্রায়, চন্দ্রোদয়ে চকোরসমূহের ত্রায়,
জললাভে পদ্মশ্রেণীর ত্রায় এবং প্রাণসংস্পর্শে নিষ্পন্দ দেহসমূহের ত্রায় তাঁহারা
সকলেই আনন্দগর্ভসহকারে ও স্বাতিপাঠকদিগের উচ্চারিত কোলাহল শব্দের
সহিত এককালেই উত্তীর্ণ হইলেন ॥ ৮৮ ॥

কিন্তু শ্রীমান্ নন্দ প্রভৃতি সকলে উৎকণ্ঠিতচিত্ত হইলেও স্ব স্ব মর্যাদা
পর্য্যাপ্ত হইয়াছিল অর্থাৎ মর্যাদা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই, (পুত্রাগমনে
গাল্লোথান করেন নাই) । সুতরাং তবং স্থলে তাঁহারা কেবল স্তম্ভিতভাবে অবলম্বন
করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের যে স্তম্ভিতভাব ঘটিয়াছিল ইহা উপযুক্তই বটে।

যুক্তমেব চ তৎ প্রোক্তং, যতস্তস্মিন্ খল্বস্মাকং শ্রীমন্মন্দরাজ-
গ্রামে তত্ত্বৎপ্রেমবিশেষরীতিনীতিরেব গ্রামণীরব বর্ততে ॥ ৪৯ ॥

তথাহি—কদাচিৎ কস্মাচৎ কঞ্চিৎ প্রতি বচনং ॥ ৫০ ॥

তৌ শুভ্রদ্যতিনৌরদদ্যুতিহরাবিন্দ্রাশ্মহেমপ্রভা-

হৃদ্বস্তৌ সিতকঙ্কনীলকমলশ্রীচোরিচার্কাননৌ ।

চঞ্চৎখঙ্কনগঙ্কনাঞ্চিযুগলৌ দন্তীন্দ্রজিহ্বাক্রমৌ

তানন্তস্তয়তাং জনান্ যদখিলাংস্তন্মিত্র চিত্রং নহি ॥ ৫১ ॥

যদা চ দক্ষিণে সর্বানব্বাচীনগাহাত্ম্যগুরবো গুরবো বভূবুঃ ।

তৎ সমুখানাদিকন্ত অযুক্তমেবেতি সম্পাদক্ষেপঃ নিরস্ততি যুক্তমেবেত্যাदिना চিত্রং নহীত্যন্তেন (৫১) ।

তৎ প্রোক্তং স্তম্ভনং । গ্রামণীঃ অধিপতিঃ ॥ ৪৯ ॥

ততপ্তেষাং প্রেমবিশেষরীতিনীতিং বর্ণয়তি তথাহীত্যাदिगद्यেন : ५০ ।

তদ্বচনং নির্দিশতি তাবিত্যাदिपद्यেন । শৃগমং ॥ ৫১ :

তত্র চ সলেষামপি উপবেশনস্থানঃ বভূবুঃ প্রক্রমতে যদা চেত্যাदिगद्यেন ।

কারণ তাহাও উক্ত হইয়াছে যে, শ্রীমান্ বজ্ররাজনন্দের গ্রামে আমাদের নিশ্চয়ই
তত্ত্বৎ প্রেমবিশেষের রীতিনীতি কেবল গ্রামাধিপতির ত্বায় বর্তমান আছে, অর্থাৎ
মন্দরাজের বাৎসলাপ্রেমপূর্ণ গ্রামে উৎকর্ষা উপস্থিত হইলেও সেই সেই উৎকর্ষা
নিজ নিজ প্রেমানুসারিণী হইয়া থাকে, প্রেমসীমাকে লঙ্ঘন করে না ॥ ৪৯ ॥

দেখ, কোন সময়ে কাহার প্রতি কোন ব্যক্তি বলিয়াছিল, যথা— ॥ ৫০ ॥

হে মিত্র ! একজন শুভ্রদ্যুতি হরণ করেন, আর একজন সজলমেষ-প্রভা
হরণ করিয়া থাকেন, একজনের বস্ত্র ইন্দ্রনীলমণির বর্ণ জয় করে, আর একজনের
বস্ত্র হেমপ্রভা হরণ করিয়া থাকে, একজনের মনোহর মুখ শ্বেত শতদলের
শোভা, আর একজনের মনোহর মুখ নীলকমলের শোভাকে অপহরণ করিয়া
থাকে, উভয়েরই নেত্রযুগল চঞ্চল-খঙ্কনের চক্ষুকে গঙ্কনা দিয়া থাকে, উভয়েরই
বিক্রমে (গমনে বা পরাক্রমে) গজেন্দ্র পরাজিত হয় । অতএব তাঁহারা দুইজনে
যে সকললোককে স্তম্ভিত করিবেন, তাহা আশ্চর্য্য নহে ॥ ৫১ ॥

যে সময়ে সর্বাধিক মাহাত্ম্যপরিপূর্ণ গুরুলোকসকল দক্ষিণভাগে বিদগ্ধমান

তে চ সর্বৈ পূর্বপূর্বতঃ পূর্বজা এব তস্মুঃ । যত্র পুরোহিতাঃ
স্বয়মর্ঘ্যমর্ঘ্যং দধানাঃ সর্বতঃ পূর্বৈ ভবন্তুঃ স্বনামনিরুক্তিমিব
ব্যক্তীকুর্বন্তি স্ম, পুরো ধীয়ন্তু ইতি । তদেতদপি যুক্তং শ্লেষণেচ
প্রথমতো হিতাস্তু এব হি ভণ্যন্তে ॥ ৫২ ॥

অথ তাদৃশনিজকুলচন্দ্রেগমানন্দামৃততুন্দিলিততয়া কিল
শ্রীমদুপনন্দাভিনন্দ-নন্দ-সন্নন্দ-নন্দনাদিনাগানঃ প্রবলনন্দনস্নেহ-
মধুরধামানস্তানবপ্রেম্না * সম্যগ্ধকুতাবন্ধিনঃ সম্বন্ধিনঃ পরাপর-
নামানস্তন্মিলনমনুসন্ধায় স্থিতাঃ ॥ ৫৩ ॥

পূর্বজাঃ অগ্রজাঃ । অনর্থ্যমুত্তমং ॥ ৫২ ॥

অধুনা পিতৃবর্গগণং তত্র সপ্রেম স্থিতিং বর্ণয়তি অথৈতাদি গদ্যেন । তানবপ্রেম্না তদুভবঃ
পুত্রপুত্র প্রেম্না ॥ ৫৩ ॥

ছিলেন। তন্মধ্যে বাঁহারা সর্বজ্যোষ্ঠ, তাঁহারা সকলের পূর্বে এইরূপ নয়ঃক্রমাত্তবাগ্নী
উপবিষ্ট হইয়াছিলেন। সে স্থানে পুরোহিতগণ স্বয়ং অমূল্য অর্ঘ্য ধারণ করিয়া
সকল লোকের অগ্রে অবস্থান করত আপনাদের নামের অর্থ যেন প্রকটিত
করিয়াছিলেন। “পুরো ধীয়ন্তু” অর্থাৎ অগ্রে বাঁহাদিগকে স্থাপিত করা য’য়,
তাঁহারাই পুরোহিত। অতএব পুরোভাগে পুরোহিতগণের অবস্থান উপযুক্ত
হইয়াছে। শ্লেষবাক্যদ্বারা এইরূপ অর্থ ব্যক্ত হইয়া থাকে যে, প্রথমেই বাঁহার
হিত করেন, তাঁহাদিগকেই পুরোহিত বলে, এখানেও অর্ঘ্য প্রদানে তাহাদ
ঘটিল। ৫২ ॥

অনন্তর নিজবংশের চন্দ্রস্বরূপ তাদৃশ শ্রীকৃষ্ণের গোমানন্দরূপ অমৃতদ্বারা
পরিপূর্ণ হইয়া শ্রীমান্ উপনন্দ, অভিনন্দ, নন্দ, সন্নন্দ ও নন্দনপ্রভৃতি সকলেই
প্রবল পুলকস্নেহের মধুর আধারস্বরূপ ছিলেন এবং পুলকপ্রেমদ্বারা সম্যকরূপে
বন্ধুত্বত্রে বন্ধ হইয়া নানাবিধ নামধারী নানাবিধ গোপগণ শ্রীকৃষ্ণের মিলনতৃপ্ত
অকৃত্রিম করত অবস্থান করিয়া রহিলেন ॥ ৫৩ ॥

* তানবৈতত্র তানু চ ইতি গৌরন্দাবনানন্দপুস্তকপাঠঃ ।

"অথ * রামেহপি তথৈবালমুপ্রেম্না লঘুভবন্তো লঘবঃ সমন-
তস্থিরে ॥ ৫৪ ॥

সর্বের চৈতে যথাপূর্ণং যথাযথং সর্বচিন্তারামেণ রামেণ সহ
হারিণা হরিণা মিলিতাঃ সমুন্মীলিতভাবা বভূবুঃ, চন্দ্রমসং
বিন্দগানাঃ কুমুদসন্দোহা ইব ॥ ৫৫ ॥

ততশ্চ, ক্ষণকতিপয়াদক্ষীগানন্দবৃন্দার্পিতসত্ত্বরবিস্তর-
মোহাদুন্মেষু তদীয়শ্রীমমুখনিরীক্ষণলগ্নেষু শ্রীমান্ ব্রজরাজন্তঃ
প্যাজহার । তাত তবাদ্য বিদ্যতে সর্বসম্পন্নয়ী জন্মতার', তস্মা-

এবং শ্রীরামে মিলনমহাসাক্ষ্য গুরুবর্গঃ স্থিতঃ ইত্যপি বর্ণনং অথ রামোপীতিগদ্যেন ।
অলঘুভবন্তো গুরুবর্গঃ । লঘবো মনোজ্ঞাঃ ॥ ৫৪ ॥

তদেবঃ শ্রীরামকুণ্ডলভ্যাং সহ তেযাং ভাবকমুদানি প্রক্লিষ্টানি বভূবুরিতি বর্ণয়তি যদে-
চতাদিগদ্যেন ॥ ৫৫ ॥

৫৪ঃ বদ্বৃভবভূবর্ণয়িত্বং পক্ষমতে ততশ্চেতাদিগদ্যেন বিস্ময়রম্যভাং প্রসরণশীল-
মোহাৎ । ৫৫ঃ শ্রীকৃষ্ণঃ ।

অনন্তর মনোজ্ঞ গুরুবর্গ শ্রীবলদেবের পতিও সান্তিশয় গোমে গুরুভাব ধারণ
করত অগ্ধিত হইলেন ॥ ৫৪ ॥

যেমন কমুদগণ চন্দ্রকে প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় আনন্দিত হয়, সেইরূপ এই সকল
গোপগণ পূর্ণ পূর্ণ ক্রমে যথাযথভাবে সর্বচিদ-সুখপ্রদ শ্রীবলদেব ও সর্বমনোহর
শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইলেন এবং ততাদিগের হৃদয়ের ভাবও সম্যক্ উন্মীলিত
হইল ॥ ৫৫ ॥

অতঃপর রামকৃষ্ণের সন্দর্শনসময়ে সমাগত লোকদিগের চিত্ত প্রচুর আনন্দ-
রাশিতে সত্তর মোহ প্রাপ্ত হইল এবং সেই মোহদশা হইতে উদ্ধৃত হইলেও পুনশ্চ
শ্রীকৃষ্ণের শোভাতিশয়সম্পন্ন মুখমণ্ডল নিরীক্ষণে নিমগ্ন হইল । শ্রীমদ্বজরাজ
শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন, বৎস ! অত্র তোমার সর্বসম্পৎপরিপূর্ণ জননক্ষত্র উপস্থিত,

* রামোহপি ইত্যথ বামেহপি ইতি বৃন্দাবনানন্দগৌরপুস্তকপাঠঃ । ততঃ শ্রীঃ জরাজা-
দানাঃ বামেহপি ইত্যর্থঃ, ইত্যপি টীকাস্বরং ।

দ্রুজধাম স্বয়মামধ্যাহ্নমধ্যাসিতবাং । গোসম্ভালনপালনায় পুনঃ
প্রাতরেব গয়া সময়াস্থিতা যুক্তা নিযুক্তাঃ সন্তি । স্বয়মগ প্রথমত
উপবিশ্য দৃশ্যতাং স্বজনব্রজ ইতি ॥ ৫৬ ॥

অথ সোহপিযাচীনতাসমীচীন-শিরস্কৃতয়া রাজ্ঞাং তামাজ্ঞাং
মালামিব শিরসি নিধায় শ্রীরামমুখতামরসমবধায় স্বজনব্রজসহিত-
তয়া সহিতমধিরুহ চতুষ্কদেশগতং পুঙ্কলমুপবেশ্য বলিত-
স্মিতং তারাপতিরিব পূর্বপার্দতমধ্যাসিতবান্ বিপ্রাদি-সম্প্রদান-
তয়া যথাযথং গবাদিকমপি সাতবান্ । ততশ্চ তস্মিন্মুপবিশ্য
পুনস্তান্মূলাদিসম্বিভাগসুখসম্বলনয়া সম্বন্ধিভিমিথো নগ্নসম্বাদ-
সম্বাস্কসন্ধিকুতুহলং কলয়ামাসি ॥ ৫৭ ॥

ধাম গৃহং । গোসম্ভালনং গোদর্শনং । সময়াস্থিতা নিকটস্থিতাঃ ॥ ৫৬ ॥

তদা তাদৃশীঃ একরাজস্বাজ্ঞাং নিশমা ত্রীকৃষ্ণো যং কৃতবান্ তদ্বর্ণয়তি অথ স ইত্যাদি-
গদ্যেন । সোহপি ত্রীকৃষ্ণোহপি । অবাচীনতাসমীচীনশিরস্কৃতয়া অধোক্ষপেণ সমীচীনঃ সম্ভতঃ
শিরো যন্ত তদ্ভাবন্তয়া । রাজ্ঞামিতি গৌরবেণ বচনং । তামরসং পদ্মং । সহিতঃ হিতেন সহ
বর্তমানং । সাতবান দত্তবান্ । মিথো নগ্নসম্বাদসম্বন্ধসন্ধিকুতুহলং অত্র সন্ধিমৈ ত্রীকরণং ॥ ৫৭ ॥

অতএব মধ্যাহ্নকাল পর্যান্ত ব্রজগৃহে স্বয়ং উপবেশন করিয়া থাকিবে, আমি প্রাতঃ
কালেই গোদর্শন ও গোপালন নিমিত্ত নিকটস্থিত উপব্রজ প্রতিবেশী লোকদিগকে
নিবৃত্ত করিয়া রাখিয়াছি, তুমি স্বয়ং বসিয়া স্বজনসকলকে দর্শন কর ॥ ৫৬ ॥

অনন্তর ত্রীকৃষ্ণও অধোভাবে মস্তককে দিনত করিয়া মহারাজ নন্দের সেই
আজ্ঞাকে মালার মত মস্তকে ধারাপূর্বক শ্রীবলদেবের মুখপদ্ম নিরীক্ষণ করত
আত্মীয়বর্গের সহিত হিতজনক চতুষ্ক পাদস্থিত বিশাল উপবেশনগৃহে আরোহণ
এবং সমাস্তমুখে উপবেশন করিলেন । ইহাতে পূর্বদিগন্তী পার্শ্বভারত তারাপতি
শশধরের আয় তাঁহার শোভা হইল । উপবেশনপূর্বক ব্রাহ্মণাদি লোকদিগকে
দান করিবেন বলিয়া যথাযোগ্য গো প্রভৃতি দ্রব্যসকল লইয়া দান করিলেন ।
তৎপরে সেই স্থানে উপবেশন করিয়া পুনর্বার ভিন্ন ভিন্ন রূপে তাৎপলাদি দ্রব্য

মুহূর্তাদধ কশ্চিদন্তঃপুরসারঃ কুমারঃ সমাগম্য সাম্যেনোপ-
 বিষ্টযোজ্যায়ঃকনিষ্ঠয়োঃ সম্বন্ধনিবহারাধনায় ধৃততৃষ্ণয়োঃ
 শ্রীরামকৃষ্ণয়োঃ কর্ণাভ্যর্গে লগিতবান্ । তাভ্যামনুমতঃ পুন-
 স্তদ্রূপতশ্চিত্রীভবিতুঃ শ্রীমদ্রজধরিত্রীশিতুঃ । তেন চাদ্য
 শ্রীবৎসবৎসপ্রসাদলব্ধস্য বৎসস্য শুভসম্পন্নায়জন্মক্ষমিত
 বিনয়সম্বন্ধেন কেবলেনাজ্জলিবন্ধেন ব্যঞ্জনয়া ভোজনায় যাচিতাঃ
 সন্তুস্তেহতিসন্তোষাদ্যতিগীক্ষ্য যুগপদুখিতবন্তঃ প্রস্থিতবন্তুচান্তঃ-
 পুরং ॥ ৫৮ ॥

অথ তদনন্তরকৃত্য বর্ণয়তি মুহূর্তাদিত্যাদিগদোন । অন্তঃপুরঃসারঃ সারোহত্র শ্রেষ্ঠঃ ।
 সম্বন্ধনিবহারাধনায় । সম্বন্ধজনসম্বৎসমাননায় চিত্রীভবিতুঃ চিত্রং সঙ্গজনসমাগমঃ । ভবিতু-
 ভাবকস্য । কর্ণাভ্যর্গে লগিতবানিতি তেন এজেশেন । শ্রীবৎসেতি শ্রীবৎসো নারায়ণঃ ।
 বৎসস্য পুত্রস্ত । ব্যতিবীক্ষ্য পরস্পরং সংবীক্ষ্য ॥ ৫৮ ॥

স্থখে চর্চণ, আত্মীয়বর্গের সহিত মিত্রভাবে পরস্পর কৌতুকসম্বাদ এবং বন্ধুত্বপূর্ণ
 কৌতুহল করিতে লাগিলেন ॥ ৫৭ ॥

মুহূর্তকালের পর অন্তঃপুরের কোন এক প্রধান বালক আসিয়া রাম ও
 কৃষ্ণের কর্ণসমীপে সংলগ্ন হইল অর্থাৎ কানে কানে কথা কহিবার ভাবে কৃষ্ণ-
 সমীপে উপবেশন করিল । তৎকালে জ্যেষ্ঠ এবং কনিষ্ঠ উভয়েই সমভাবে
 উপবেশন করিয়াছিলেন, এবং উভয়েই আত্মীয়বর্গের আরাধনার নিমিত্ত চঞ্চল
 হইয়াছিলেন, দুইজনে অনুমতি করিলে ঐ বালক পুনর্বার সমাগমপার্শী অর্থাৎ
 “সকল লোকের সংকার হয়” এই প্রার্থনাকারী শ্রীমান্ ব্রজরাজেরও কর্ণসমীপে
 গিয়া লগ্ন হইল অর্থাৎ সকল লোকের ভোজননিমিত্ত প্রার্থনা করিল, তখন
 বজ্ররাজ নন্দ “অথ নারায়ণের অনুগ্রহলব্ধ পুত্রের শুভসমৃদ্ধিযুক্ত জন্মক্ষত্র উপস্থিত,”
 এই হেতু বিনয়-সহকারে কেবল অঞ্জলিবন্ধন করিয়া প্রকাণ্ডে ভোজনের জন্ত
 গাহাদিগকে প্রার্থনা করিলে, সেই সজ্জনগণও অত্যন্ত সন্তোষসহকারে পরস্পরকে
 অবলোকনপূর্বক এককালে উখিত হইয়া অন্তঃপুরে গমন করিলেন ॥ ৫৮ ॥

অথাগ্রতঃসরেণ তেন স্ত্রকুমারেণ কুমারেণ প্রাঙ্গণতঃ প্রতি-
রুদ্ধসঙ্গমনাস্ত্র শুদ্ধান্তসঙ্গতাস্ত্রনাশ্ত্র প্রবিষ্টাস্ত্রে কংসজিদিষ্টা
গৃহাদিশোভেক্ষণম্পৃহাতঃ ক্ষণমাবিষ্টাঃ ক্রমশো ভোজনালয়ায়
কলয়াম্ভবুঃ ॥ ৫৯ ॥

রামকৃষ্ণৌতু গণালোকনসতৃষ্ণৌ তদঙ্গণসঙ্গত-মেক্ষাকার-
মহাগারমাকুহ মহীমহিতমাহেয়াস্বানেষু পীব্যুষরুষ্টীরিব দৃষ্টী-
বিধায় বিধেয়ৈর্দ্রদেশান্নিদেশয়ামাসতুঃ । ভো ভো গোপ-
গণা বত্স্ননঃ সব্যাপসব্যয়োরেব পাতব্যা গণা ইতি ॥ ৬০ ॥

অথাবত্যাণাভ্যামাভ্যামভ্যাগতৈরপি—

অগুরুজ-গুরুধূপঃ শুভ্রতা রত্নপীঠা-

বলিমদশনপাত্রাসিঙ্গভূঙ্গারসজ্যঃ ।

তদা চ তেষাং বৃত্তান্তং বর্ণয়তি অথৈতাদিগদোন । শুদ্ধাপ্তেতি শুদ্ধাপ্তোহন্তঃপুরং । প্রতিরুদ্ধ
সঙ্গমনাস্ত্র অস্ত্রঃপূরবদ্ধাস্ত্র । কংসজিদিষ্টাঃ কৃৎসাত্ত্বকলা ইত্যর্থঃ । কলয়াম্ভবুঃ তবন্তুঃ । ৫৯

ঐরামকৃষ্ণয়োঃগোসেবা ত্রাণি ন বিহিতা ত্ৰিতি বর্ণয়তি রামকৃষ্ণাবত্যাগদিগদোন । মেক্ষা-
কারঃ মহাকৃতিঃ । মাহেয়ৌ গোঃ । বিধেয়ৈর্ভূতৈঃ । পাতব্যা রক্ষণীয়াঃ । গণা গোসমূহাঃ ॥ ৬০

তদা চ তয়োঃভাগতান্যে চরিতঃ বর্ণয়তি অথৈতাদিগদোন । গটৈরপি ভোগহুমা
বালোকান্তি পরম্লোকেনাস্বয়ঃ । বলিমদিত্তি বিশিষ্টাণে মতঃ । ভূঙ্গারসজ্যঃ পানপাত্রসমূহঃ ।

অনন্তর সেট অগগামী স্ত্রকুমার কুমারের সতিত প্রাঙ্গণাবধি অন্তঃপুরপদাঙ্ক-
চারিণী রমণীগণের গমনাগমনস্থানে সকলে প্রবিষ্ট হইয়া এবং সেই কক্ষাঙ্ককৃদ-
বান্ধবগণ গৃহাদির শোভা সন্দর্শনের বাসনায় ক্ষণকাল আবিষ্ট হইয়া ক্রমে ক্রমে
ভোজনগৃহে ভোজনের জগ্গ উপস্থিত হইলেন ॥ ৫৯ ॥

রামকৃষ্ণ গোসকলের দর্শননিমিত্ত সতৃষ্ণ হইয়া সেট প্রাঙ্গণস্থিত স্ত্রমেকসদৃশ
দীর্ঘাকার মহাগৃহে আরোহণপূর্বক ধরণী তলে স্রশোভিত গোচারণশূলে অমৃতবৃষ্টির
ন্যায় দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ভাগণ দ্বারা অতিদ্রুতদেহ ততঃ আদেশ করিয়া পাঠাই-
লেন যে, “ভো ভো গোপগণ ! তোমরা পথের নাম ও দক্ষিণ ভাগে অর্থাৎ উভয়
দিগ্ হইতেই গোসকলকে রক্ষা কর” ॥ ৬০ ॥

অনন্তর তাঁহারা উভয়েই তথা হইতে অবতীর্ণ হইয়া সমাগত ব্যক্তিগণের

নিয়তসচিবলোকঃ সাদরপ্রেম চাসী-

দিত্তি দিশি দিশি ধর্ম্যং ভোগহর্ম্যং ব্যলোকি ॥ ৬১ ॥

অজ্জি ক্ষালনমার্জনে ইহ ভবান্ জীয়াদিত্তি প্রার্থনা

সম্যগ্জীজনমন্তরা প্রমদসূহাসপ্রসূস্কৃত্যঃ ।

রুচ্যানাং পরিবেষণং নুরারিপোদৃষ্টিপ্রসাদামৃতং

যত্রৈবঃ স্তম্ভদাং স ভোজনবিধিঃ সূতেন কিং বা স্মৃথং ॥ ৬২ ॥

তত্রানুপযুক্তযুক্তভোক্তৃণাং বিপ্রাণাং পঙ্ক্তিরেকত্র ।

সন্ধি-দিক্শানামসন্ধি-সন্ধি-বৈশ্যবশ্যানামমাত্র । তত্র তত্র চ

প্রেমঃ স্তম্ভঃ । দম্ভাঃ দম্ভাদিনপেতং ৭ ৬১ ।

অথ ভোগ্যং পুন্দরিত্য-পুন্দরিত্য ভোজনে স্থগং বাস্তব্যং অজ্জীতিপদোদনং জীয়াদিত্যং
করোতু । চীয়াদিত্তি বা পাঠঃ । অস্তুরা মধো । প্রমদসূহাসপ্রসূস্কৃত্যঃ হসজহাস্তপ্রদসুন্দর-
বাক্যানি । দৃষ্টিপ্রসাদামৃতং দৃষ্টেয়া পদমতা ময়া অমৃতং সতে উৎপাদয়তি ॥ ৬২ ॥

৩৭ পঙ্ক্তিভেদপরিপাটী বর্ণয়তি স্তম্ভভাদিনা পদোদনং । সন্ধিদিক্শানাং সহভোজিনাং ।

সহিত চারিদিকেই ধর্ম্মকাগ্যসম্বিত ভোজনগুহ অবলোকন করিলেন । দেখিলেন
তথায় অশ্রু-চন্দনের পশ্চস্ত পূ. স্তম্ভবর্ণ রত্নপীঠ-সমবেত ভোজনপাত্রের সহিত
পানপাত্রসমূহ এবং ক্যানিনিষ্ঠ অমাত্যবর্গও যেন আদরপূর্ণ মন্দিরান্নেত্ররূপে
বিজ্ঞমান রহিয়াছেন ॥ ৬১ ॥

আপনি এই স্থানে পাদপ্রক্ষালন ও পাদমার্জন করুন এইরূপ প্রার্থনা । যথায়
সমাক্রমে চামরাদি বীজন হইতেছে তাহার মধো মধো ভর্ষজনিত হান্তদায়ক
সুন্দর বাক্য সকল, রুচিকর পদার্থরাশির পরিবেশন এবং শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টরূপ
পদমতাময় অমৃত । এই সকল বাস্পাংশুলি আত্মীয়গণের সহ ভোজনবিধিতে
কি স্থখই না উৎপাদন করিতে লাগিল ? ॥ ৬২ ॥

তথ্যে বাহাদের সহিত অপরের সহভোজন উপস্কৃত নহে, তাদশ বাক্যগণের
পঙ্ক্তি এক স্থলে, আর অগ্নি স্থলে বাহার সহভোজনের উপস্কৃত ও পরম স্নেহসম্পন্ন
বা দশ বৈশ্যজাতিদিগের পঙ্ক্তি হইল । সেই সেই স্থানেও আবার বৃদ্ধ, গোষ্ঠ ও

বৃদ্ধ-মধ্যম-নবযৌবনানাং পৃথক্ পৃথগিতি ' বিযুতাবাপি মিথো
যথাস্বং পরিহাসবিলাসেন সংযুতিরিব বীক্ষ্যতে স্ম । নচ কেবলেন
তেন তদবলোচনসমুন্মালিতলোচন-রোচন-বিলাসালাপ-লীলারস-
বারিধেত্রৈজ্জ্বল্যহৃত-সুধানিধেরসকুদনুভব-র্যোগপদ্যেন চ * ॥ ৬৩ ॥

যত্র চ স এব রসসত্ত্বমমাত্রমেকমাসীৎ । তত্র চ—

পরস্পরস্ত স্ফুটহাসবার্তাং

সঞ্চারয়ন্তঃ পরিতো হরৌ চ ।

তেন ব্রজরাজেন । তদবলোচনেত্যাদি তস্ত ভোজনস্ত অবলোচনায় সমুন্মালিতে লোচনে যেষাং
তেষাং রোচনে যো বিলাসালাপলীলারসস্ত স্তস্ত বারিধেঃ ॥ ৬৩ ॥

তত্র চ সমুন্মালিতানাং ভুজানানাং বৃদ্ধানা ন নানা ভবেয়ুরিতি বিভাব্য এজ্জ্বল্যহৃতসুধাপতিঃ
সম্মেকপাত্রমভূৎ যেন চ বৃদ্ধস্য অক্ষয়া। আনন্দিতি বর্ণয়তি যত্র চেতি । স এজ্জ্বল্যহৃতসুধা-
নিধিঃ । রসসত্ত্বং রসানাং সত্ত্বং সদা দানং যত্র তৎ পাত্রং । হরৌ শ্রীকৃষ্ণে ।

নবযুবকদিগের পৃথক্ পঙ্ক্তি বসিয়াছিল । এইরূপে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে পঙ্ক্তির
বিভিন্নতা থাকিলেও পরস্পরের যথাযোগ্য পরিহাসবিলাস দ্বারা যেন অপৃথক্ ভাব
লক্ষিত হইয়াছিল । কেবল যে শ্রীবজ্ররাজ অপৃথক্ ভাব দেখিয়াছিলেন এমন
নহে, কিন্তু সেই ভোজন দর্শন করিতে বাহাদের চক্ষু উন্মীলিত হইয়াছিল, ব্রজরাজ-
নন্দন সুধাসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের নিকট রুচিকর বিলাসপূর্ণ আলাপাদিরূপ লীলাময়
রসসিন্ধু বিস্তার করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের সেই অমৃতায়মান আলাপবাক্যের
স্বগপৎ ও বারম্বার অনুভব দ্বারাও অপৃথক্ ভাব লক্ষিত হইয়াছিল ॥ ৬৩ ॥

অসংখ্য লোক ভোজন করিতে বসিলেও কটু, তিক্ত, কষায়, অম্ল, লবণ ও
মধুর এই ষড়্ভিধ রসদ্বযা যেন কাহারই অল্প না হয়, এই ভাবিয়াই ভোজনমণ্ডলীতে
সেই ব্রজরাজের পুঙ্খরূপ সুধাসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণই সস্বঃ রসদানের একমাত্র পাত্র হইয়া-
ছিলেন, তন্মধ্যে পরিবেশকগণ সকলেই পরস্পরের প্রাণখোলা হাস্যবার্তা শ্রীকৃষ্ণের
প্রতি সঞ্চারিত করিতে লাগিল । পরিবেশকগণ যাহারা ছয় রসের পরিবেশন
করিতেছিলেন, তাহারা তখন সপ্তম হাস্যরসেরও পরিবেশন কর্তা হইয়া উঠিলেন

* স্ততেত্যত্র কুলেতি বৃন্দাবনপুণ্ডকপাঠান্তরং ।

যশাং রসানাং পরিবেশকা য়ে

তে সপ্তমশ্চাপি বহুবুরত্বে ॥ ৬৪ ॥

যদন পরিহাসবীজঞ্চ পৃথগ্গদদেশলোকপ্রাসিদ্ধানাং ত্রৈব
চান্যথাসিদ্ধানাং তেমনাদীনাং নাম নান্নাতুং শক্যতে নামান্তুরেণ
বান্নায়তে সদান্নায়জন্মভরপি বহুসম্বন্ধিভরিত্যাদি-লক্ষণং
লক্ষ্যতে ॥ ৬৫ ॥

সপ্তমশ্চ হ্যস্তরসস্ত পরিবেশকাঃ । পরিহাসেন হ্যস্তরসস্তাপি পরিবেশকা বহুবুরিতার্থঃ ॥ ৬৪ ॥

তত্র ভোজনে আশ্চর্য্যোপকরণতা বাঞ্জয়তি যদেত্যাদিগদ্যেন । তেমনাদীনাং ভোজ-
নাদীনাং 'আরাহুং কণ্ঠগিত্' । সদান্নায়জন্মভঃ গুরুপরম্পরাপ্রাপ্তোপদেশস্ত জন্ম যৈশ্চ-
রপি । অয়মত্র ভাবঃ । নীচকুলজন্মভিস্ত ন শক্যতাং নামান্তুরেণ বা আন্নায়তাং ন তত্রোপ-
হাসাদিঃ, অসম্যগ্জ্ঞানপ্রাঃ । সংকলজন্মভিরপি যত্র শক্যতে নামান্তুরেণ বা আন্নায়তে তত্র,
পরিহাসাস্পদমিতি ॥ ৬৫ ॥

অর্থাৎ ভোক্তা সকল ছয় রসের দ্বাবাই ভোজন করিতেছেন সত্য, কিন্তু ভোক্তা,
ও পরিবেশনকর্তা প্রভৃতি সকলের সহিত সুমধুর আলাপকারী শ্রীকৃষ্ণের পরিহাস-
বাক্যে সকলেই হাস্য করিতে লাগিলেন, সুতরাং ছয় রসের মধ্যে সপ্তম যে হাস্য-
রস, তাহারও যেন পরিবেশন করা হইল। কটু তিক্তাদি মুখের আস্বাদ্য রস, তাহাটী
বাক্যদ্বারা অণুভবনীয় রস, কিন্তু ভোজনমণ্ডলীতে ইহার প্রভেদ থাকিল না,
সেইটা রস যেন বৃগপং আস্বাদ্য হইয়া উঠিল ॥ ৬৪ ॥

তথায় যে সকল বাঞ্ছনাদি ছিল, তাহাদের নামপর্ণাস্তও পরিহাসের মলীভূত
কারণ হইয়াছিল। ভিন্ন ভিন্ন দিক এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশবাসি লোকদিগের নিকট
পসিদ্ধ থাকিলেও ঐ সমস্ত বাঞ্ছনাদি এই স্থানেই কেবল অল্পপ্রকারে পসিদ্ধ
হইয়াছিল, সুতরাং তাহাদের নামপর্ণাস্তও কেহ লভিতে সক্ষম হয় নাই। অথবা
অল্প প্রকার নাম দিয়া তাহাদের নাম উচ্চারণ করিতে লাগিল। নীচকুলজাত
বাক্তিগণ প্রকৃত বা অল্প নামে বাঞ্ছনের উক্তি না করুক, কিন্তু সংকুলজাত বাক্তি-
গণও যে তাহা পারিলেন না ইহাট উপহাসের কারণ হইল। আত্মীয় বন্ধগণ গুরু-

কিঞ্চ, তত্র মধুমঙ্গলঃ কোতুকেন কেনচিৎ প্রহিতেন নিজ-
হিতেন শ্রীমদ্রাজেশং সন্দিদেশ, রাজবর ! তদেতদস্মাকং ব্রাহ্মণা
নিবেদয়ান্তি, শৌর্য-নামধেয়ং প্রথমমেব জন্ম তাবদস্মাদৃশং ভূশ-
শস্যং চকল্পে । যদিহীতীয়ে সাবিত্রাতো জন্মানি লক্ষস্বকুলৈশ্চ-
বৈশ্ণবৈজিতয় রাজন্যবদ্রাহ্মণভোজ্যপক্কাইমৈরপি ভগ্নাদুদিত-
বিভক্তপঙ্ক্তান্যেব নিবেশিতা যঃ ন প্রতীমঃ, তত্র কিং কিং
পরিবেশিতমত্র বা কিমিত । তস্মাদেগোষ্ঠাধিপাতিনা সৃষ্টিনিষ্ঠ-

এই শ্রীমধুমঙ্গলঃ বৃত্তান্তঃ বর্ণয়তি কিঞ্চিৎ আদিগদ্যেন । অস্মাদৃশং অস্মাকমিব দশন
মধ্যং ভবতাং । শব্দেতি খ্যাতিং নিরূপায়তুং কল্পং, তস্মিন্নেব জন্মনি তৎপ্রতিপাদ্যং । অতঃ
তদেব জন্মাত্মপাথং বভূব । লক্ষস্বকুলৈশ্চৈত । লক্ষং পক্কুলৈশ্চ অস্ত অশিতা যন্ত । তদা ভবতা
পঙ্ক্তৌ অত্র অস্মাকং পঙ্ক্তৌ । সৃষ্টিনিষ্ঠং তানি সৃষ্টানি নিরূপিতানি ।

পরম্পরা পাপ উপদেশ পাঠিলেও তাঁহারা কেবল এইরূপ লক্ষণ উপদেশ করিলেন,
কিন্তু পক্কত নাম কেহই গির করিতে পারিলেন না । এ গুলিকে ভোজনের
আমাদ জানিতে হইবে ॥ ৬৫ ॥

অপিচ, তথায় মধুমঙ্গল কোতুক করিয়া নিজ হিতকারি কোন লোক দ্বারা
শ্রীমান্ বজ্ররাজকে কহিলেন, হে নৃপবর ! ব্রাহ্মণগণ আমাদিগকে এইরূপ
নিবেদন করিতেছেন যে, আমাদের মত লোকের প্রথমমুটে শৌর্য অর্থাৎ বীরা-
সম্পদীয় জন্ম ঘটে এবং সেই জন্ম “শয়্যা” এই খ্যাতির অর্থনা অত্যন্ত সুখের
নিমিত্তই সম্পন্ন হইয়া থাকে । আর যে সাবিত্রনামক অর্থাৎ উপনয়নসংস্কার
কালে দ্বিতীয় জন্ম হয়, তাহাতে বৈষ্ণবগণ দ্বিজাতির অন্তর্গত বলিয়া সীম বংশের
পত্নী লাভ করিয়া থাকে । অতএব ক্ষত্রিয়গণের দ্বায় আপনাদিগেরও পক্ষার
ব্রাহ্মণদিগের ভোজ্য হয় ! আপনারা যদি আমাদিগের পঙ্ক্তি দূরে বিভক্ত করিয়া
আমাদিগকে সন্নিবেশিত করেন, তাহা হইলে আমরা আপনাদের পঙ্ক্তিতে কি
কি দ্বা পরিবেষণ করা হইয়াছে এবং আমাদিগের পঙ্ক্তিতেই বা কি কি দ্বা

ক্লিতান্শ্মৎকৃতে পুনঃ প্রথমতঃ সৰ্বাণ্যেব তেমনানি পরি-
বেশ্যন্তাং, যাণ্যেব বাৰ্ষভানব্যাদিস্বহস্তপ্রযন্ততয়া পক্তানি পরম-
শস্তানি, উত্তরতাপন্যনুসারেণ পূৰ্বং ছুৰ্বাসমাপি ক্রোধছুৰ্বাসনাং
নিৰ্বাসয়তা প্রসাদমপি ভাসয়তা রসনয়াভ্যস্তানীতি নিখিলগিফতা-
বিশিষ্টতয়া কিল বজ্রাণ্যেব পরিবেশকৈশ্চোরং চোরমুৰ্বারতানি,
পরাণ্যপি দৃশ্যেব ভুক্তপূৰ্বাণি সন্তি, তানি চ ভুক্তা বৈষ্ণব-

তেমনানি ভোজ্যানি । প্রযন্ততয়া সুসংস্কৃতব্যাঞ্জনাদিকপতয়া । উত্তরতাপনী গোপালোত্তর-
তাপনী । নিৰ্বাসয়তা পরিহরতা । অভ্যন্তানি ভুক্তানি উপরিতানি অশ্নভাং দানাভাবাং ।

* পরিবেশন করা হইয়াছে, তাহা আমরা পরস্পরে জানিতে পারিতেছি না ।
অতএব গোষ্ঠাধিপতি মহারাজ নন্দ নিজ দৃষ্টিদ্বারা নিরূপিত করিয়া আমাদের
জগৎ পুনর্বার প্রথম হইতেই ব্যঞ্জন সকল পরিবেশন করুন, যে সমস্ত ব্যঞ্জন
ব্রহ্মভানুন্দিনী প্রভৃতি রমণীগণ স্বহস্তে সুসংস্কৃতভাবে পাক করিয়াছেন, তাহা
অত্যন্ত প্রশস্ত হইয়াছে । গোপালতাপনী গ্রন্থের উত্তরতাপনী অনুসারে জানা
যায় যে, পূৰ্বে ছুৰ্বাসা-মুনিও ক্রোধরূপে দৃষ্ট বাসনা সূদূরে পরিত্যাগপূৰ্বক
প্রসন্নতা প্রকাশ করিয়া সমস্ত ব্যঞ্জন রসনাদ্বারা ভোজন করিয়াছিলেন। এই কারণে
সেই সকল ব্যঞ্জন সমস্ত মিষ্টতায় পরিপূর্ণ বলিয়া সতাই পথিমধ্যে পরিনেষ্ট্ৰগণ
বার বার চুরি করিয়া ভক্ষণ করিয়াছে, (আমরা দিগকে না দেওয়াতে) সেই সকল
ব্যঞ্জন এখন প্রচুররূপেই বিদ্যমান রহিয়াছে । অপর যে সকল ব্যঞ্জন আছে
তৎসমুদায় তাহারা পূৰ্বেই নয়নদ্বারা ভোজন অর্থাৎ দৃষ্টিভোগ করিয়াছিল ।
সেই সমস্ত ব্যঞ্জন ভোজন করিয়া তাহারা যে অপরাধ করিয়াছে, তজ্জগৎ তাহা-
দিগকে বৈষ্ণবযজ্ঞ অর্থাৎ বিষ্ণু যাহার দেবতা একরূপ একটা যজ্ঞ করিবার জগৎ
ঐতিস্মৃতিবিহিত উপায়ময় দৈক্ষ অর্থাৎ দীক্ষাজানিত তৃতীয় জন্ম অতীতীয়ই
অঙ্গীকার করিতে হইবে । তাৎপর্য এই যে বাক্যকে না দিয়া অগ্রে ভোজন

* পরিবেষণ ও পরিবেশন এই দ্বিবিধ রূপই দৃষ্ট হয় । পরিবেষণেদপ্রয়তঃ । মনুসংহিতা
। ২২৮ এবং পরিবেশয়ন্ত্যুক্তিত্বা শ্রীভাগবত ১০ । ২৯ । ৫ ইত্যাদি বহু প্রয়োগ দ্রষ্টব্য ।

যজ্ঞায় ঋতিস্মৃতিবিহিতপ্রতীকারময়ং দৈক্ষসমাখ্যং তৃতীয়মপি
জন্ম দ্রুতমুররীকরিত্যত ইতি ॥ ৬৬ ॥

তদেতদাকলয়্য কলিতং হাসকোলাহলং গোকুলকুলেশ্বরী
গৃহাদবকলয়ন্তী স্বয়মনলপকতুলিতানি সূর্য্যকান্তস্থালীষু সূর্য্য-
পকানি বহুশূন্যপুভুক্তচরাণি বিহাপয়ামাস, যেন বহুলমেব সহাস-
কুতূহলং নিখিলং কলয়াম্বভূব ॥ ৬৭ ॥

বৈশ্বক্সায় বিষ্ণুদেবতায়জনায় । দৈক্ষ্যসমাখ্যং দৈক্ষ্যং দীক্ষাজনিতং তদাখ্যং । দৈক্ষনমক্ষং ইতি
পাঠেতু দীক্ষাবিষয়ে তুল্যাংশঃ । যহা । দীক্ষাসংস্কারেণ প্রত্যক্ষং ॥ ৬৬ ॥

ততঃ কিং বৃত্তং জাতিমিত্যপেক্ষায়াঃ একরাজীকৃত্যঃ বর্ণয়তি তদেতদিত্যাদিগদোন ॥ ৬৭ ॥

করায় যে অপরাধ হইয়াছে তাহার ক্ষালনের জন্ত ঋতি স্মৃতির বিধান মতে একটি
বিষ্ণুদেবতার যজ্ঞ করিতে হইবে, যজ্ঞ করিতে হইলে যজ্ঞদীক্ষার প্রয়োজন.
অতঃ তৃতীয় * দৈক্ষ জন্ম লাভ করা হইল । রহস্য ও ভোজনপ্রিয় বিদূষক
মধুমঙ্গলের গৃঢ়াভিপ্রায় এই যে, পাপক্ষালনের প্রায়শ্চিত্ত অতিশীঘ্রই করিতে হয়.
তজ্জন্ত আর একটি উৎকৃষ্ট ভোজনের সংগ্রহ হইয়া উঠিল । সেই ভোজনটীও
যত শীঘ্র হয় ততই ভাল । শীঘ্র করিতে বলার ইহাই তাৎপর্য্য ॥ ৬৬ ॥

মধুমঙ্গলের এইরূপ হাসকোলাহল শ্রবণ করিয়া গোকুলকুলেশ্বরী গৃহ হইতে
বহির্গত হইয়া স্বয়ং অনলে পাক করিয়া তুলিয়া লইয়া এবং সূর্য্যকান্তমণিনির্ম্মিত
স্থালীতে (পাঠে) যাহা পূর্বে ভোজন করা হয় নাই, সেই সকল সূর্য্যাপক বহুতর
খাদ্য সামগ্রী সকল পাঠাইয়া দিলেন । তাহাতে সকল লোকেই বহুতর হাস-
কোতূহল প্রকাশ করিয়াছিলেন ॥ ৬৭ ॥

* ব্রাহ্মণের জন্ম তিন প্রকার । শৌক, সাবিত্র ও দৈক্ষ । পিতৃশ্রদ্ধ হইতে মাতৃগর্ভে যে
জন্ম তাহা শৌক । উপনয়ন সংস্কারে সাবিত্রী অর্থাৎ গায়ত্রীলাভে যে জন্ম, তাহা সাবিত্র । বিষ্ণু
কালিকাদি মন্দির দীক্ষাকালে যে জন্ম তাহা দৈক্ষ । (রসায়নের টীকার আভাস ১ : ১ : ১৪)

তদেবমুদরপূরণমাত্রাণ তৃপ্তা নতু তত্তদ্বহ্লরসপূরকুত্বহলেন,
নতরাং তত্তদানন্দমূলেন সদানুকূলপীতদ্রুকূলেন প্রতিরূচিনব-
নবায়মানতা। হি তত্রায়তা, তথাপি বলাদিব পরিমল-রমণীয়-
গাচমনীয়ং দত্তং গতাস্তুরেণাসমাপনীয়ম্পৃহণীয়তা। হি তত্র
ব্রহ্মতী ॥ ৬৮ ॥

ততশ্চ—

দিব্যতামূলচার্চিক্যাম্রমালাবিভূষণৈঃ ।

অর্চিতা বন্ধকঃ সর্বৈ দক্ষিণাভিশ্চ ভূসুরাঃ ॥ ৬৯ ॥

তত্র যথা বহুসানামক্ষয়তাত্ত্বতত্ত্বা বর্ণয়তি তদেবমিত্যাদিগদ্যেন। তেষামক্ষয়ত্বং হেতু-
মাহ তত্ত্বদিত। পীতদ্রুকূলেন শ্রীকৃষ্ণেন আয়তা আগতা। গতাস্তুরেণ অন্তস্তোজাং দেহি বয়ং
ভূজ্যামহে ইতি বাগাড়ম্বরেণ। তত্র আচমনে ॥ ৬৮ ॥

তদেবং ভোজনসমাপনে তেষাং সপথাপ্রকারং বর্ণয়তি দিব্যতাদিগদ্যেন। চার্চিক্যং
গন্ধলেপঃ ॥ ৬৯ ॥

এইরূপে সকলেই কেবলমাত্র উদরপূরণে পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন কিন্তু কেহই
সেই সেই বহ্লরসপূরিত কোত্বহলে তৃপ্ত হইয়েন নাই অর্থাৎ একরূপ অপরিমিত তৃপ্তি
হইয়াছিল যে, সকলেই ভাবিল যেন আরও খাইয়া তৃপ্ত হই। তথা সেই সেই
আনন্দের মূল সদানুকূল পীতাদর শ্রীকৃষ্ণের দর্শনে একেবারেই লোক সকল
পরিতৃপ্ত হয় নাই। যদিও শ্রীকৃষ্ণের উপর প্রত্যেকের রুচিজনক নব নব ভাব
নিশ্চয়ই দীর্ঘ হইয়া বর্তমান ছিল, তথাপি বলপূর্বক যেন স্তগন্ধ সুন্দর আচমনীয়
জল প্রদত্ত হইয়াছিল। “অত্ৰ কিছু খাওয়াসামগ্রী দান কর, আমরা ভোজন
করিতেছি” এইরূপ বাগাড়ম্বরদ্বারা আচমনে অসমাপ্ত হইবার যে ইচ্ছা তাহা
অত্যন্ত দীর্ঘ হইল অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সহিত ভোজনকাণীন মহানন্দ হইতে অনিচ্ছা-
সবেই তাঁহারা উঠিয়া আচমন করিলেন ॥ ৬৮ ॥

তদনন্তর উৎকৃষ্ট তামূল, চার্চিক্য (গন্ধলেপ) বস্ত্র, মালা এবং আভরণ দ্বারা
সমস্ত বন্ধুগণ এবং দক্ষিণাদারা স্নানসকলও পূজিত হইয়াছিলেন ॥ ৬৯ ॥

লক্ষিতায়াক্ষ দক্ষিণায়াক্ষ মধুমঙ্গলঃ সতু নশ্মশশ্মামৃতমদুন্ধ ।
ভো ব্রজহনোয়া নাস্ত্যামক্ষীণায়ামপি দক্ষিণায়াক্ষ ঈর্ষয়া বয়ং
বীক্ষণীয়াঃ । ভবতাং ভুঞ্জানানামেকৈক-ব্যাঞ্জন-মূল্য-তুল্য-
তয়াত্মানং সমস্তাপি সা ন প্রস্তাবয়তি ॥ ৭০ ॥

তদেবং বহলহাসকোলাহল-কুতূহলে নিবৃন্তে পিতরমুপেত্য
সর্বসুখপালঃ শ্রীলগোপালঃ শনৈঃ সনিং প্রণয়ন্ সবিনয়মাল-
লাপ । অর্বাণেব সর্বানাদায়ঃ সমালয়বলয়ং স্বয়ং তত্র ভবন্তঃ
সময়ন্ত, বয়ন্ত শ্রীরামদামসুদামাদয়ঃ সমাগতপ্রায়াঃ । তদেবং
মাতৃগৃহমুপেত্য তামপ্যবাচ, মাতৃমাতৃগাং সম্ভালনর্থমনুযাতুন-
শ্চাননুমগ্নশ্চ ॥ ৭১ ॥

তত্রাপি মধুমঙ্গলস্ত হাশ্বজনকং বাক্যং বর্ণয়তি লক্ষিতায়ামিত্যাদিগদ্যেন । সা দক্ষিণা ॥ ৭০ ॥
তদেবং ভোজনাদিমহোৎসবে নিবৃন্তে শ্রীকৃষ্ণো যচ্চকার তদ্বর্ণয়তি তদেবমিত্যাদিগদ্যেন ।
সনিং যাচঞাঃ । সনিবৃন্তোযাচঞেতামরঃ । সংকারপূর্বকং গুলাদেঃ কচিদর্থে নিয়োজন-
মিতি ক্ষীরঃ । মাতৃগাং ধেনুনাং সম্ভালনর্থং দশনর্থং অনুযাতুন । অনু সহার্থঃ ॥ ৭১ ॥

দক্ষিণা লক্ষা করিয়া সেই মধুমঙ্গল কৌতুকরূপ সুখামৃত বিস্তারপূর্বক
কহিতে লাগিলেন, হে ব্রজপূজ্যগণ ! এই দক্ষিণা প্রচুর হইলেও আমাদিগকে
আপনারা ঈর্ষার সহিত দর্শন করিবেন না, আপনারা সকলেই ভোজন করিয়া-
ছেন, ভাবিয়া দেখুন, সেই সমস্ত দক্ষিণা আপনাদের এক এক ব্যাঞ্জনের তুল্যমূল্য
রূপে উপযুক্ত হইতে পারে না ॥ ৭০ ॥

এইরূপে সেই বহল হাশ্বকোলাহলের কৌতূহল নিবৃন্তি পাইলে, সর্বসুখরক্ষক
শ্রীমান্ গোপাল পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া ধীরে ধীরে প্রার্থনা করত সবিনয়ে
কহিলেন, পিতঃ ! আপনি প্রথমে সকলকে সঙ্গে লইয়া স্বয়ং সম্ভামণ্ডলীতে গমন
করুন । আর শ্রীবলরাম, দাম ও সুদাম প্রভৃতি আমাদের সকলকেই আগতপ্রায়
জানিবেন । এইরূপে মাতৃগৃহে আগমন করিয়া তাঁহাকেও কহিলেন, মা !
ধেয়দিগকে দেখিবার নিমিত্ত আমরা সকলে যাইতেছি, আপনি আমাদের
অনুমতি করুন ॥ ৭১ ॥

মাতা চ ক্ষরৎক্ষীরকুলকুচমুকুলমাললাপ । আয়ুধ্বন্ যুধ্বদেক-
প্রাণা বয়ং তস্মান্ন বিলম্বনীয়মিতি ॥ ৭২ ॥

ততশ্চ তস্তাঃ সবয়সঃ প্রবয়সশ্চ সর্দাঃ সজ্জাশঃ সাত্ত্বমূচুঃ,
বৎস নার্মৈ৭ তা মাতরঃ, এষা তু তব মার্টেব, তস্মাদস্তাং কথং
ন বিলক্ষণং পক্ষপাতমাপাতয়সি । সচ নতবদনঃ সাত্ত্বস্মিতং
বাচমুবাচ, মাতরঃ কিং কুর্শ্বস্তাস্তু পশুজাতয়ো ন বিবেকমেক-
মপি লভন্তে যতো নাং বিনা তৃণমপি ন তৃণুবন্তি ॥

মাতোবাচ । সম্যগাহ বৎসঃ, যতো ধর্ম এবাস্ম্যাকং মর্শ্ম-

তাস্ত চ মাতঃ স্বাভেদেন আনুকূল্যং বর্ণয়তি মাতা চেত্যাদিগদোন । ক্ষরৎক্ষীরমিতি ক্ষরৎ-
ক্ষীরকুলঃ যস্মাদেবভূতং কুচমুকুলং যত্র তদ্বৎশা স্তাং তৎ ॥ ৭২ ॥

অথ তাদৃশঃ এজরাজীবাক্যং তস্তাঃ সখীভূতানাং মহিলানাঞ্চ সপরিহাসং বাক্যং বর্ণয়তি
ততশ্চেত্যাদিগদোন । তাস্ত গোকৃপাঃ । তৃণবন্তি শব্দস্তি । তৃণু অদনে ॥

মাতা যৎকালে পুত্রের সহিত কথা কহিতেছিলেন তখন তাঁহারও স্তনমুকুল-
বগ্গে দগ্ধপ্রবাহের ধারা গলিত হইতে লাগিল । তিনি কহিলেন, আয়ুধ্বন্ !
তোমরাই কেবল আমাদের একমাত্র জীবন অতএব যেন বিলম্ব করিও না ॥ ৭২ ॥

অনন্তর যশোদার সমবয়স্কা প্রাচীনা রমণীগণ সকলেই একেবারে সজলনয়নে
কহিতে লাগিলেন, বৎস ! সেই সকল ধেনুগণ কেবল নামেই তোমার মাতা,
কিন্তু এই যশোদাই তোমার যথার্থ মাতা । অতএব কেন তুমি এই যশোদার প্রতি
বিলক্ষণ পক্ষপাত করিতেছ না ? তখন শ্রীকৃষ্ণ নতবদনে কাঁদিতে কাঁদিতে
ঈষৎ হাস্ত প্রকাশ করিয়া কহিলেন । হে মাতৃগণ ! আমরা কি করিব, তাহারা
পশুজাতি, কিঞ্চিন্নাত্রও বিবেক লাভ করিতে পারে না, অথচ তাহারা আমাদের
না দেখিলে তৃণপর্গাস্তও ভক্ষণ করে না ॥

মাতা কহিলেন বৎস যথার্থ বলিতেছে, যে হেতু ধর্মই আমাদের মর্শ্মভেদী হই-
য়াছে, যাহাদের ধনরূপী গোধন ও তনয়গণ অরণ্যাসকলকে গৃহ করিয়া থাকে অর্থাৎ

ভেদী বড়ব, যেমাং ধনানি তনয়াশ্চ সদা বনানি নিলয়ান্
কুর্ব্বন্তি ।

কৃষ্ণঃ সস্মিতমাহ স্ম । মাতরত্র বনে ন কোহপি ত্রাসঃ, সতু
সমূলকাষং কষিতানাং কেশিপ্রভৃতীনাং সঙ্গত এব গতাঃ ।

মাতোবাচ । তর্হি কিমাকর্ণ্যতে যদদ্যপি কিঞ্চিন্তেষা-
মৌদ্ধত্যং বিদ্যতে, প্রেতানামপি তত্তদাকারতয়া সদ্যঃ প্রেততাং
প্রাপ্তানামিব ।

কৃষ্ণঃ সস্মিতমাহ স্ম । মাতর্ন তে প্রেতজাতিতামবাপ্তাঃ
কিন্তু ভবচ্চরণরেণুগণ-গুণিত-ভূমিমমুমরণ-প্রতাপবর্গাদিপবর্গমেব
গতাঃ, বয়স্ক মায়াময়তৎপ্রতিকৃতিপ্রপঞ্চসঞ্চয়মঞ্চন্তঃ স্তম্ভসন্তানায়
মধ্যে মধ্যে লীলামধ্যস্থ্যমাঃ । যথা—

যেষামস্মাকং । নিলয়ান্ গৃহাণি । প্রেতানাং মৃতানাং । অপবর্গং একসামুজ্যং । অঞ্চন্তঃ
ব্যঞ্জয়ন্তঃ ॥

আমাদের জাতিনির্দিষ্ট ধর্ম্মানুসারে অরণ্য ভিন্ন গোধন রক্ষা হয় না, আবার বালক
নইলেও গোধনের তত্ত্বাবধান হয় না । অগত্যা গোধন ও বালকধন এই উভয়েই
আমাদিগের পক্ষে বনকে ভবন করিয়া তুলিয়াছে । বন ভিন্ন আর গতি নাই ।

এই কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ সহাস্ত্রপদনে কহিলেন, মা ! এই বনে আর কোন
ভয় নাই, কেশিপ্রভৃতি অস্ত্রদিগকে যখন সম্মুখে উন্মূলিত করা যায়, তখন সেট
সঙ্গেই ভয় অপনীত হইয়াছে ।

মাতা কহিলেন, তবে কেন শুনা যাইতেছে যে, অত্য়াপি সেই সকল অস্ত্র-
দিগের কিছু ঔদ্ধত্য (উৎপাত) বিদ্যমান আছে । মৃত ব্যক্তিগণের ত্রায় সেট
সেই আকার ধারণ করিয়া তাহারা তৎক্ষণাৎ যেন প্রেতশরীরই প্রাপ্ত হইয়াছে ।

শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ হাস্তপদনে কহিলেন, মা ! তাহারা প্রেতজাতি প্রাপ্ত হয় নাট।
কিন্তু আপনার পদধূলিরাশি-সেবিত ভূমি প্রাপ্ত হইয়াছে । এই স্থানে (বন্দাবনে)
মরণের পর তাহাদের যে প্রভাবরাশি প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহাতে তাহারা

“নিলায়নৈঃ সেতুবন্ধৈর্মকটোৎপলবনাদিভিঃ”—

কৌশল্যেয়লীলাং ॥ ৭৩ ॥

ততশ্চ সৰ্বাস্থ গতসন্দেহাস্থ স্নেহাতিশয়াৎ কৃষ্ণগাতা
সব্যেন পাণিনা পৃষ্ঠমপসব্যেন চিবুকঃ স্পৃষ্টা কৃষ্ণজ্যেষ্ঠঃ প্রতি
সবাস্পমাচর্চ । বৎস নীলাম্বর তবেয়মম্মা মম সমক্ষং বাল্যাদেব
দ্বয় নাতীব বাৎসল্যমুল্লাসয়তি কিন্তু স্বয়মুদাসীনবদাসীনা
ভবতি । তৎ খলু মম তারল্যং কথমিব নৈরল্যায় কল্প গাং ।
তস্মাদহমেব ত্বামুপদিশামি । পীতাম্বরেণ সমমবিলম্বমেবা-
লম্বনীয়াং ব্রজবস্ত্রোত ॥ ৭৪ ॥

নিলায়নৈঃ—নিলায়স্থিতিতঃস্বেষণাদ্যৈঃ । সেতুবন্ধৈঃ—লঙ্কাপ্রয়াণকীর্ত্তিমণনাদিভিঃ ।
কৌশল্যেয়লীলাং শ্রীরামচন্দ্রলীলাং ॥ ৭৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণ তাত্ৰাণ বাক্যং শ্রী রাবজরাজ্ঞী যচ্চকার তদ্বর্ণয়তি ততশ্চেত্যাদিগদ্যেন । তারল্যং
চাঞ্চল্যং ॥ ৭৪ ॥

নিচয়ই মুক্তিলাভ করিয়াছে । লুকোচুরি, সেতুবন্ধন এবং বানরদিগের উল্লঙ্ঘন
প্রভৃতি কার্যা দ্বারা (ভা, ১০, ১৪, ৫৭) শ্রীরামচন্দ্রের লীলার মত, আমরা কেবল
মায়াময় পতিকৃতিস্বরূপ বিধ্বপ্রপঞ্চসমূহ প্রকাশ করিয়া সুখপবাহের জন্ত মধো
মধো লীলা প্রকাশ করিয়া থাকি ॥ ৭৩ ॥

তদনন্তর সকল রমণীর সন্দেহ অপগত হইলে, স্নেহাধিকা বশতঃ কৃষ্ণজননী
যশোদা বামগাছ দ্বারা পৃষ্ঠদেশ এবং দক্ষিণগাছ দ্বারা চিবুকস্পর্শ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের
জ্যেষ্ঠ বলরামের প্রতি সজলনয়নে কহিতে লাগিলেন, বৎস নীলাম্বর ! তোমার
এই জননী রোহিণী আমার সাক্ষাতে বাল্যকাল হইতেই তোমার প্রতি সেরূপ
বাৎসল্য প্রকাশ করেন না, কিন্তু স্বয়ং উদাসীনের মতই অবগ্নান করিয়া থাকেন,
অতএব আমার চাঞ্চল্য ভাব কিরূপেই বা বিরণ হইবে, অর্থাৎ তাহার ঔদাসীন্য
দেখিয়া আমাকে চঞ্চল হইতে হইয়াছে, সুতরাং আমিই তোমাকে উপদেশ
দিতেছি, তুমি পীতাম্বরের সহিত অবিলম্বেই ব্রজপথে গমন করিবে ॥ ৭৪ ॥

অথ রামানুজঃ হিতবতী রোহিণ্যভিহিতবতী । তাত
যশোদাগাত বাল্যাংদেব লাল্যভাবান্মাতুরূপদেশঃ জাতু নচ
মন্যসে । মম তু তং ন গতান্তরমাতনোষি । ততঃ স্কৃদপি
মম নিদেশমস্কৃদিব মন্যস্ব । মাতুৰ্মনস্তাপবিস্তারাম্বিস্তারায়
নিজবদনাংশুস্বধাং বিস্তারয় ত্বরিতমিতি ॥ ৭৫ ॥

অথ তাসাং চরণপাতাচরণায় কৃতরোচনে নিৰ্ম্মলকমললোচনে
সৰ্ব্বাভিরনৰ্ব্বাচীনাভিঃ সহ গৃহং হিত্বা তৎপাণি গৃহীত্বা প্রাক্ষণ-
সঙ্গিতাং গতয়াং গোপপতিপতিব্রতায়াং সৰ্ব্বতঃ শ্রেয়স্বস্ত-
শ্রেয়স্বঃ সগবাক্ষভিত্তি-ভিত্তীকৃতনিজবিলোকনা বিলোকয়া-
মাস্বঃ ॥ ৭৬ ॥

ব্রজরাজীবচনার্থমবগম্য শ্রীরোহিণী পলু যদাহ তদ্বর্ণয়তি অপেত্যাদিগদ্যেন । যশোদা-
মাতা যন্ত ইতি বাক্যে সম্বোধনে পুত্রস্ত স্ত্রীমাতুৰ্মাতাদেশঃ । অসকৃৎ বারং বারং ॥ ৭৫ ॥

অধুনা সরামস্ত তন্ত্ৰ গোষ্ঠগমনঃ বর্ণয়িতুমাৰম্ভতে অপেত্যাদিগদ্যেন । কমললোচনে
শ্রীকৃষ্ণে । অনন্দাচীনাভিবৃদ্ধাভিঃ । ভিত্তীকৃতং সংবিভাগীকৃতং ॥ ৭৬ ॥

অনন্তর হিতকারিণী রোহিণী রামানুজ শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন, হে বৎস যশোদা-
মাত ! তোমার মাতা বাল্যকাল হইতেই তোমাকে লালন করিয়া থাকেন, এট
কারণে তুমি মাতার উপদেশ কিছুতেই মান না, কিন্তু আমার উপদেশ কখনও
অগ্রথা কর না । অতএব তুমি আমার একবারমাত্র প্রদত্ত উপদেশকে বারবার
প্রদত্তের মত বিবেচনা কর । জননীর বিস্তীর্ণ মনস্তাপ হইতে নিস্তার পাইবার
জন্ত তুমি নিজমুখের কিরণস্বধা শীঘ্র বিস্তার কর ॥ ৭৫ ॥

অনন্তর নিৰ্ম্মল কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ সেই সকল প্রাচীনা রমণীগণের চরণে
নিপতিত হইবার নিমিত্ত অভিলাষ করিলে এবং প্রাচীনা সমস্ত রমণীগণের সহিত
গৃহপরিতাগ পূৰ্ব্বক গোপরাজের পতিব্রতা রমণী যশোদা প্রাক্ষণে উপস্থিত হইলে
সৰ্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়স্করী শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসীগণ গবাক্ষভিত্তি হইতে নিজলোচন বাধি
করিয়া অর্থাৎ গৃহের ছিদ্রদ্বারা তাঁহাকে দর্শন করিতে লাগিলেন ॥ ৭৬ ॥

তথাহি—

ঔৎসুক্যং প্রিয়মাধুরীগধুমদং প্রেমাতিপাতভ্রমং

বিল্লেশাগমভীতিমপ্যনুগতা লজ্জাতিপর্য্যাকুলাঃ ।

গোচারায় বনায় গচ্ছতি হরৌ তস্মাদ্ভ্রমানাং গণা-

শ্চিত্ত্রাগীব নিরীক্ষ্য তস্মুরভিতো দ্বিত্বক্ষণং ভিত্তিমু ॥ ৭৭ ॥

তত্র সতি—

অচ্যুতস্য নয়নদ্বয়মাংসাং, তৃষ্ণগপ্যাতিহ্রিয়া * নিগিমীল ।

অশ্ব মানসমমুরতিগৃঢ়ং, পশ্যতীতি মিলিতুং তদিবেচ্ছু ॥ ৭৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণপ্রেমসীনাং প্রেমবিকারসহিতঃ তস্য বিলোকনং বর্ণয়তি ঔৎসুক্যমিত্যাদিপদ্যোন ।
অনুগতেত্যন্ত সন্মতঃ সখ্যঃ । হৌ বা ত্রয়ো বা পরিমাণং যেযাং তে দ্বিত্বাস্তাদৃশাঃ ক্ষণা যত্র তৎ ।
সংখ্যায়া ভোহবহোঃ । ইতি উক্তকৃতঃ ॥ ৭৭ ॥

তদাত্ত তত্র শ্রীকৃষ্ণস্য যো ভাবো জাতস্তং বর্ণয়তি তত্র সতীত্যাदिना श्लोकसहितेन । তৃষ্ণ-
জানাং সখ্যে তৃষ্ণাশীলমপি । তদিত্যে তৎ মানসং মিলিতুমিবেচ্ছু ॥ ৭৮ ॥

দেখ, শ্রীকৃষ্ণ গোচারণের জগৎ বনে গমন করিলে তদর্শনে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসী-
গণ উৎকর্ষা, প্রিয়তমের মাধুরীরূপ মধুর মদ, প্রেমের আধিক্যভ্রম, এবং
বিল্লেশাগমের ভয় পাশ্চ ও সমধিক লজ্জিত হইয়া ভিত্তির চারিপাশ্বে ছই তিন ক্ষণ
চিত্তার্পিতের ভায়ে অবস্থান করিয়াছিলেন ॥ ৭৭ ॥

অঙ্গনাগণ তদ্রূপে অবস্থিত হইলে, শ্রীকৃষ্ণের নয়নযুগল প্রেমসীগণের প্রতি
অভিলাষী হইয়া ও অত্যন্ত লজ্জায় নিমালিত হইল । “শ্রীকৃষ্ণের মন যখন প্রেমসী-
গণকে অতীব গৃঢ় ভাবেই দর্শন করিতেছেন, তখন আমারও মনের সহিত মীলিত
হওয়াই উচিত” এই ভাবিয়াই যেন লোচনদ্বয় মনের সহিত মীলিত অর্থাৎ
মুদিত হইল ॥ ৭৮ ॥

* পিঙ্গলমুনির “প্রহু বা” এই সূত্র অনুসারে প্র এবং হ পরে থাকিলে পূর্ববর্ণের গুরুত্ব
বিকল্পে স্বীকার করিতে হয় । সংযোগের পূর্ববর্ণ গুরুত্ব ইহা সাধারণ নিয়ম, তন্মধ্যে প্র ও হ
পরে থাকিলে গুরুত্ব বিকল্পে হয় । এখানেও হ্রিয়া পদের হ্র বর্ণের পূর্বে তি বর্ণটিকে বৈকল্পিক
নিয়মবশতঃ লঘু বলিয়া গণ্য করিতে হইবে, নচেৎ চন্দোভঙ্গ হইয়া যায় ॥

যদা চ তাসাং ক্ষুরণং জগাম তন্

মনস্তদাশঙ্কত তাস্মৈ রাধয়া ।

অহো গুরুণাং পুরতো বিকারিতাং

লভেয় চেৎ কিং করবৈতরামিতি ॥ ৭৯ ॥

তত্র মাতৃগণতঃ ক্রমপূর্ব্বং প্রাপ্য যন্ বকশমঃ সমনুজ্ঞাতঃ ।

অম্বকানুহরত প্রতিবিম্ব-ব্যাজতঃ স্বতনুগানুখিলানাং ॥ ৮০ ॥

অথামরদুহ্লভচ্ছত্রচামর-পটপুট-তাম্বূলসম্পূটাদিঘাটিকরাঃ
সবয়সঃ কৰ্ম্মকরাঃ শ্রীরামদামাদিভিঃ সহ গচ্ছন্তঃ তমম্বগচ্ছন ॥ ৮১ ॥

যদা তদ্বনঃ প্রাপ্য ব্রজেশ্বরীপ্রভৃতীনাং ক্ষুরণং জাতং তদা শ্রীরাধায়া লজ্জাজনিতামবস্থাঃ
বর্ণয়তি যদা চেত্যাदिपदोन । অশঙ্কত ভাবে প্রত্যয়ঃ । লভেয় অহং প্রাপ্যুয়ং ॥ ৭৯ ॥

তদা সব্যাজঃ শ্রীকৃষ্ণকৃতাং বর্ণয়তি তদেত্যাदिपदोन । যন্ গচ্ছন । বকশমঃ বকহস্তা ।
অম্বকানি নৈরাণি । লোচনং চক্ষুরম্বকমিতি শাস্ততঃ । প্রতিবিম্বব্যাজতঃ চিত্রপত্রে তৎপ্রতি-
কৃতিদর্শনচ্ছলেন ॥ ৮০ ॥

তদনন্তরং সখীনাং স্বপ্নসেবনদ্রব্যাসম্বলিতকরাণামনুগমনং বর্ণয়তি অথেত্যাदिपदोन ।
পটপুটং জাতীফলং ॥ ৮১ ॥

যখন শ্রীকৃষ্ণের মন জানিতে পারিয়া ব্রজেশ্বরী প্রভৃতির মনে ক্ষুণ্ণি হইল।
তখন সেই সকল প্রেয়সীগণ মধ্যে শ্রীরাধা এরূপ আশঙ্কা করিতে লাগিলেন যে,
হায় ! গুরুজনদিগের সম্মুখে যদি আমার বিকার উপস্থিত হয়, তাহা হইলে
তখন আমি কি করিব ? ॥ ৭৯ ॥

তথায় বকাসুরনিহস্তা শ্রীকৃষ্ণ গমনকালে মাতৃগণের নিকট হইতে ক্রমে ক্রমে
অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন এবং তৎকালে সকল লোকের নেত্রসমূহ কৃষ্ণাঙ্গে পতিত
হইল, ইহাতে বোধ হইল, যেন শ্রীকৃষ্ণই প্রতিবিম্বচ্ছলে নিজের দেহমধ্যে সকলের
নেত্রসমূহকে হরণ করিয়াছেন ॥ ৮০ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ যখন শ্রীরাম ও দাম প্রভৃতি বালকগণের সহিত গমন করেন
তখন শ্রীকৃষ্ণের সমবয়স্ক কাগ্যানির্ব্বাহক ভূতাগণ দেবদুহ্লভ ছত্র, চামর, জাতীফল
ও তাম্বূলসম্পূট প্রভৃতি দ্রব্যসম্ভার হস্তে করিয়া তাঁহার অনুগমন করিল ॥ ৮১ ॥

অথ ততভায়াং পরমসভায়াং

পিতৃমুখলোকান্ স্ফুৰদবলোকান্ ।

সুখয়িতুকামঃ সহসখিরাগঃ

সমধূরবেশঃ সপদি বিবেশ ॥ ৮২ ॥

তত্তদ্বন্দৈঃ কৃতপরিবেষঃ, ক্ষৌণীপৃষ্ঠস্থিতবিধুরেষঃ ।

ক্রমতো দৃষ্টিভ্রমণাভ্ৰেষ-স্থিতিকৃতমখিলানপি বিশিশেষ ॥ ৮৩ ॥

রহিতনিমেঘ-প্রথিতোন্মেষ-স্বকদৃক্-প্রেমপ্রাচিতান্নেষঃ ।

অভবদশেষচ্ছবি-সাবিশেষ-স্বতনুশ্লেষঃ শ্রীহরিরেষঃ ॥ ৮৪ ॥

অথ গোষ্ঠগমনে ব্রজরাজপ্রভৃতীনামনৃত্যং প্রার্থয়িতুং সসপস্ত তস্ত সভায়াং গমনং বর্ণয়তি
অপেত্যাদিপদ্যোন ॥ ৮২ ॥

সভাপ্রবেশে তস্ত শুভগদ্যাদিকং বর্ণয়তি তত্তদ্বন্দ্বিত্যাদিপদ্যোন । পরিবেষস্ত পরিধিঃ । এষ ক্রমঃ ।
দৃষ্টিভ্রমণেতি । দৃষ্টিভ্রমণস্ত য অভ্রেষঃ গতিবিশেষঃ তেন সভানাং স্থিতিকৃতং যথা স্তাং । ভ্রেষ
গমনে ধাতুঃ, ভ্রেষঞ্ চলে ইতি কবিকল্পদ্রুমঃ । অভ্রেষণায়কল্পাপ্ত দেশরূপং সমষ্টগমিত্যমরঃ ॥ ৮৩

সভাপ্রবেশে তস্তাচরণং বর্ণয়তি রহিতেন্দ্ৰিয়কেন । রহিতেন্দ্ৰিয়াদি । রহিতো নিমেষো যস্তাং
না, প্রথিত উন্মেষো যস্তাং না, এবণ্ডতা যা স্বকদৃক্ স্বনেত্রং তস্তাঃ প্রেষঃ প্রেষণং তেন প্রাচিতঃ
অন্মেষোহন্মেষণং যেন কো বা গতঃ কো বা অনাগত ইত্যাদিরূপং । অশেষেত্যাদি । অশেষচ্ছব্যাঃ
নমগ্রকাস্ত্যা বিশেষেণ সহ বর্তমানা যা স্বতনুস্তায়াঃ শ্লেষো যস্য সঃ । নিরূপম ইত্যর্থঃ ॥ ৮৪ ॥

অনন্তর মধুরবেশ শ্রীকৃষ্ণ প্রফুল্ললোচন পিতা নন্দ প্রভৃতি লোক সকলকে
সুখী করিতে অভিলাষ করিয়া সখা এবং বলরামের সহিত বিস্তীর্ণ শোভাসম্পন্ন
পরমসভায় সহসা প্রবেশ করিলেন ॥ ৮২ ॥

সভাস্ত সেই সেই লোকসকল শ্রীকৃষ্ণকে মণ্ডলাকারে বেঠেন করিয়া দণ্ডায়মান
হইলে ঐ শ্রীকৃষ্ণ ভূমিপৃষ্ঠে যেন চন্দ্রের ত্রায় অবপ্রতি করিলেন । ক্রমে তিনি
দৃষ্টিচালনের গতিবিশেষ দ্বারা অবস্থান করিয়া সকল লোককেই অতিশয় বিশিষ্ট
করিলেন । অর্থাৎ সকলেই অতিশয় ও বিশিষ্টভাবে শ্রীকৃষ্ণের নেত্রচালনা
দেখিতে লাগিল ॥ ৮৩ ॥

তৎকালে শ্রীকৃষ্ণের বেশ অতি অপূৰ্ণ হইয়া উঠিল, তাঁহার স্নায় চক্ষুতে

তদেবং লক্ষণপরমানন্দমজ্জনেষু সর্বসমজ্জনেষু কুলপরম্পরাবরা-
বার্য্যঃ কশ্চন সূতাচার্য্যঃ কতিচিদাত্মীয়ান্ পরিবার্য্য পেশলবেশৌ
কাকপক্ষকেশৌ কোচিদ্বালকৌ পুরতঃ সন্ধার্য্য তত্র প্রাট্‌পাঠয়া-
মাসচ তাবানীর্বাদবিরুদং । তৌচ চাতকানামস্ত-স্তুড়িত্তস্তমিব,
সাগরাণাং বারিনিধিমিব, ধনচিন্তাচিতানাং চিন্তামণিমিব, জ্যোতি-

অধুনাত্মীকৃৎনেন সহ মধুকণ্ঠস্বিককঠয়োর্মিলনং বজ্রং প্রসঙ্গমুখাপয়তি তদেবমিত্যাদিগদেদন
কুলপরম্পরাবরাব্য্যঃ কুলপরম্পরাং বরঃ শ্রেষ্ঠঃ, অব্য্যঃ কৈরপি অব্য্যরিতঃ অপরাস্তম্ভ
পরিব্য্য অর্থাৎ সঙ্গীকৃত্য । কাকপক্ষকেশৌ মস্তকপার্শ্বদ্বয়ে কেশরচনাবিশিষ্টৌ । প্রা
জিজ্ঞাসকো ভূহ । বিরুদং গুণোৎকর্ষবর্ণনং । অস্তুচিহ্নং । সাগরাণাং সগরপুত্রাণাং বারিনিধি

কখন নিমেষ আনির্ভূত এবং কখনও বা নিমেষ তিরোহিত হইতেছিল । এইরূপ
চক্ষু চালনা করিয়া তিনি অতঃসন্ধান করিতেছিলেন । শ্রীকৃষ্ণদেহ সমগ্রকাহ্নি
দ্বারা সর্বশেষ ভাবে আলঙ্কিত হওয়ায় তাহা অপূর্ণ বলিয়া বোধ হইতে
লাগিল ॥ ৮৪ ॥

এই প্রকারে সমস্ত সমজ্ঞগণ পরম আনন্দ লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের রূপে নিমগ্ন
হইলেন । অতঃপর বংশপরম্পরাক্রমে মাননীয় কোন একজন স্ততিপাঠকাচার্য্য
কতিপয় আত্মীয়বর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া, মধুরবেশ এবং কাকপক্ষকেশ * কোন
দুইটা বালককে সম্মুখে স্থাপনপূর্বক সেই সভাতে জিজ্ঞাস্ত হইয়া ঐ বালকদ্বয়কে
আনীর্বাদরূপ রিত্তি অর্থাৎ গদাপদ্যময়ী স্ততিবাক্য (গুণোৎকর্ষবর্ণন) পাঠ
করাইলেন । তাহারা দুই জনে, চাতকদিগের মধ্যে মেঘের ছায়, সাগরের অর্থাৎ
সগরপুত্রগণের পক্ষে সমুদ্রের ছায়, ধনচিন্তাপরিব্যাপ্ত মানবগণের চিন্তামণিরের

* পঞ্চবর্ষীয় বালকদিগের চূড়াক্ষত্র শেষ হইলে তাহাদের মস্তকে ২ । ৩টী স্থানে কেশ
রাখিয়া অবশিষ্ট স্থান মুণ্ডিত করিয়া দিতে হয় । ঐ কেশগুলি বাঁধিয়া তাহাতে শব্দায়মানে
দুর্টী যোগ করা প্রাচীন প্রথা । এইরূপ কেশকে কাকপক্ষ কহে । “বালানাস্ত শিখা প্রোক্তা
কাকপক্ষঃ শিখণ্ডকঃ । ইতি হলায়ুধঃ ।” রঘুবংশে ৩ । ২৮ শ্লোকে রঘুর সঙ্গী বালকগণের
এই বেশ কালিদাস বর্ণনা করিয়াছেন । যথা—“স বৃত্তচুলশলকাকপক্ষকৈরমাতাপুত্রৈঃ
সবয়োভিন্নবিতঃ” ।

ঈশ্বরানাং বোমমগুলাগিব, তেষামাশ্রয়ং তগেকং শ্রীব্রজরাজ-
কুমারমালোকয়ামাসতুঃ । ততশ্চ তৌ সপরিবারমেব তং পারা-
বাররহিত-শোভাবার-বারাংনিধিং নিধ্যায় ক্ষণকতিপয়মনুধ্যায়চ
স্বজনস্তান্ত্রিতপতনারস্তৌ মুচ্ছাপ্রায়মুচ্ছতঃ স্ম । তদুপারিষ্টাদেব
কথঞ্চিৎবিশিষ্টতামাণিষ্টৌ সগন্দাদং জগদতুঃ । জয়াশেষচিন্তা-
রত্ননীরত্নাকর ব্রজধরণীধর, জয় ধরণীভারাবতারাবতীর্ণ ধরণীধর-
শেষপর্যন্তাশেষসুখসমাজ ব্রজসুবরাজ, জয় নিজবংশাগ্রব্রজ
কীর্তিধ্বজ-সমান শুভ্রধাম শ্রীবলরাম জয় জয়েতি ।

সমুদ্রমিব । জ্যোতির্মণ্ডলানাং গ্রহনক্ষত্রাদীনাম্ । পারাবারঃ অর্গাদিয়ন্তা তস্মৈ রহিতঃ শোভাবারঃ
শোভাসমুদ্রস্তস্য বারাংনিধিঃ সমুদ্রঃ । তং নিধ্যায় দৃষ্টা স্বজনপুস্তিতপতনারস্তৌ স্বজনেন
আত্মীনেন স্তম্ভিতঃ পতনারস্তৌ যয়োন্তৌ । মুচ্ছতঃ স্ম প্রাপতুঃ । বিশিষ্টতাং বাহুজ্ঞানসম্বন্ধং ॥৮৫

তুলা, গ্রহনক্ষত্রাদি জ্যোতির্মণ্ডলের আশ্রয়মধ্যে আকাশমণ্ডলের স্থায় তাঁহাদিগের
আশ্রয় স্বরূপ, সেই এক অপূর্ণ ব্রজরাজকুমারকে দর্শন করিল । অনন্তর ঐ
সুতবালক দুইটি ইয়ত্তারহিত শোভারশির সমুদ্রতুলা সেই শ্রীকৃষ্ণকে স্বজনবর্গ-
সহিত দর্শন করিয়া কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করত নিষ্পন্দভাবে অবস্থানপূর্বক পতিত
হটবার উপক্রম হইলে কোন কোন আত্মীয় লোকে তাঁহাদিগকে গির করিয়া
দিলেন । কিন্তু তথাপি এই কারণে তাহারা উভয়েই যেন প্রায় মজা প্রাপ্ত
হইল । তাহার পরেই কোন প্রকারে বাহুজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া কুমারদ্বয় সগন্দদবাক্যে
কহিল । হে অশেষ-চিন্তারত্ন-নীরত্নাকর ! অর্থাৎ আপনি সমস্ত চিন্তারত্নের মধ্যে
নীরত্নের আকরস্বরূপ, আপনার জয় হউক, হে ব্রজধরণীধর ! অর্থাৎ আপনি
ব্রজভূমির পোষণকর্তা, আপনার জয় হউক, হে ধরণীভারাবতারাবতীর্ণ ! অর্থাৎ
আপনি পৃথিবীর ভার হরণ নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়াছেন, আপনার জয় হউক ।
হে ধরণীধর ! আপনি শেষ অর্থাৎ অনন্তদেব পর্যন্ত অশেষ দেবগণের সুখসমূহ
স্বরূপ, হে ব্রজসুবরাজ ! আপনার জয় হউক, হে নিজবংশাগ্রব্রজ কীর্তিধ্বজ-
সমান ! অর্থাৎ আপনি নিজবংশের অগ্রগণ্য ব্যক্তিগণের কীর্তিরূপ ধ্বজতুলা,
সুতরাং হে শুভ্রকান্তি শ্রীবলরাম ! আপনার জয় হউক, জয় হউক ।

পুনশ্চ কমললোচনং বিলোচয়ন্তাবুচতুঃ ॥ ৮৫ ॥

রোহিণ্যুদ্যদ্বিধুঃ পক্ষ ইব কৃষ্ণঃ স্বজন্মানঃ ।

সোহয়ং যশোদানন্দঃ সন্ যশোদানন্দ-নন্দনঃ ॥ ৮৬ ॥

পুনশ্চ সাস্চর্য্যং—

যশঃ প্রশংসাস্তি বুধা যুধাগিরঃ,

সর্বত্র শশ্বদ্বিশদং ভবেদিতি ।

অহো যশোদা বদসূত সা যশ-

স্তৎকৃষ্ণরূপং পুরতো নিলোক্যতাং ॥ ৮৭ ॥

৩) যথা শ্রীকৃষ্ণরূপং বিভাবয়ামানতুস্তথা বর্ণয়তি রোহিণ্যুদ্যদ্বিধুরিত্যাदिपदेन । স্বজন্মানঃ স্বজন্মনবদ্বাক্যে কৃষ্ণঃ পক্ষ ইব সোহয়ং যশোদানন্দনঃ সন্ বর্তমানঃ । রোহিণ্যাং রোহিণীনক্ষত্রে উদ্যাংষ্টাসৌ বিধুস্তরামা চৈতি । দৃষ্টান্তে রোহিণ্যুদ্যান্ বিধুবর । যশোদাষ্টাসৌ আনন্দনরূপঃ পক্ষে যশোদায়া আনন্দো যতঃ । পক্ষঃ কৃষ্ণবর্ণ ইত্যর্থঃ ॥ ৮৬ ॥

পুনস্তং যথা তুষ্টু বতুস্তদ্বর্ণয়তি যশ ইতিপদেন । বিশদং নিম্নলং ব্যাপকং বা ॥ ৮৭ ॥

পুনর্বার তাহার। কমললোচন শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া বলিতে লাগিল ॥ ৮৫ ॥

যে রোহিণীনক্ষত্রে চন্দ্র উদয়পাপ্ত হইয়াছিলেন তাদৃশ স্বজন্মকালসঙ্গদ্বীয় কৃষ্ণপক্ষের ত্রায় সেই শ্রীকৃষ্ণ যশঃপ্রদ ও আনন্দনরূপ হইয়া যশোদা ও নন্দের নন্দন হইয়াছেন ॥ ৮৬ ॥

পুনর্বার আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিল, পণ্ডিতেরা যে যশকে প্রশংসা করিয়া থাকেন, এই সকল বাক্য মিথ্যা । কারণ, তাহা সকল স্থানে ব্যৱহার নিম্নল হইয়া থাকে, অর্থাৎ সর্বদাই সকলের যশকে কবিগণ নিম্নলরূপেই বর্ণন করিয়া থাকেন । আহা ! সেই যশোদা যে একটি কৃষ্ণরূপী যশ প্রসব করিয়াছেন, তাহা সম্মুখেই বিদ্যমান, আপনারা অবলোকন করুন । তাৎপৰ্য্য এই যে—কবির বর্ণনায় সকলেরই যশ শুদ্ধবর্ণ এবং তাহা অনেক, কিন্তু কৃষ্ণরূপী বা কৃষ্ণবর্ণ যে যশ, তাহা এক এবং কেবল যশোদাই তাহার জননী অথচ তাহা কৃষ্ণবর্ণ ॥ ৮৭ ॥

ততশ্চ শ্রীমান্ ব্রজরাজঃ স্প্রলাপং ললাপ ।

সর্বসূতচূড়ারত্ন রত্নচূড় কাবেতো স্কুমারৌ কুমারৌ ॥৮৮॥

রত্নচূড় উবাচ । সর্বসম্পদ্বিরাজমান শ্রীগদব্রজরাজ মম
ভাগিনেয়ৌ ॥

ব্রজরাজ উবাচ । কতগায়া ভগিন্যা ভাগধেয়রূপাবেতো ॥

রত্নচূড় উবাচ । অসপত্নরত্নগর্ভাপাতে রত্নবত্যাঃ, সা চৈষা
ভবদপূর্বপূর্বপুরুষপুণ্যদর্শনায় কৃতপরামর্শা সমাগতাস্তি, নম-
স্করোতি চেয়ং ॥

ব্রজরাজ উবাচ । ভগিনি ভাগধেয়েন বর্দ্ধস্ব ॥

তদেবং ব্রজরাজে মধুকণ্ঠম্বন্ধকণ্ঠে নিরীক্ষ্য সবিম্বয়ং রত্নচূড়ং যদাহ তদ্বর্ণয়তি ততশ্চেত্যাদি-
গদোন । স্প্রলাপং স্ববচনং । হে রত্নচূড়নামন ॥ ৮৮ ॥

ততস্তয়োর্বাক্যকোবাক্যং বর্ণয়তি রত্নচূড় উবাচেত্যাদিগদোন ।

অনন্তর শ্রীমান্ ব্রজরাজ স্মধুর বচনে কহিতে লাগিলেন, হে রত্নচূড় ! তুমি
সমস্ত সূতবংশীয়দিগের মন্তকের রত্নস্বরূপ । এই স্কুমার বালক দুইটি কে ? ॥৮৮॥

রত্নচূড় কহিল, হে সর্বসম্পত্তিবিরাজিত শ্রীমন্ ব্রজরাজ ! এই দুইটি আমার
ভাগিনেয় ।

ব্রজরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, এই দুইটি তোমার কোন ভগিনীর ভাগাধর ?

রত্নচূড় কহিল, হে শক্রবহিত রত্নগর্ভা ভূমির অধীশ্বর ! এই দুইটি বালক
রত্নবতীর । সেই এই রত্নবতী আপনার পূর্বপুরুষদিগের অপূর্ব পুণ্যস্বরূপ
রামকৃষ্ণকে দর্শন করিবার নিমিত্ত পরামর্শ করিয়া আগমন করিয়াছে অর্থাৎ
আপনার পূর্বপুরুষগণের আশ্রয় পুণ্যফলেই রামকৃষ্ণর জন্ম হইয়াছে । এই
ভগিনীটী আপনাকে নমস্কারও করিতেছে ॥

ব্রজরাজ কহিলেন, ভগিনি ! * তোমার ভাগা বর্দ্ধিত হউক ।

* রত্নচূড় নামক সূতাচার্য্যকে নন্দ মহারাজ প্রথমে বন্ধুভাবে সম্বোধন করিয়াছেন, এই
কারণে এখানে তাঁহার ভগিনী রত্নবতীকেও নিজের ভগিনীশব্দে সম্বোধন করিলেন ।

রত্নচূড় উবাচ । দেব গম ভগিনীপতিরপ্যয়ং স্মৃতিনামা ॥
 ব্রজরাজঃ সন্মিতমুবাচ । বাল্যে দৃষ্টোহয়ং নাতীব নিষ্ঠাক্ষতুং
 শক্যতে । তঞ্চ সংকৃত্যোবাচ । মাশ্র স্বয়মগ্রতঃ সমগ্রমেহীতি,
 পৃষ্ঠবাংশ্চ, সম্প্রতি ভবতাং কুত্র ভবনং ॥

স্মৃতিরুবাচ । রাজবীর নীরধিতীর এব ॥

উপনন্দ উবাচ । তর্হি দূরাদভ্যাগতোহয়মভ্যাগতঃ ॥ ৮৯ ॥

অথ বদনসুধাকরাংশুস্পিতদৃগন্তঃ * স্মিতমধুরাধরাবৃত কুন্দ-
 কোরকদন্তঃ শ্রীকৃষ্ণঃ সতৃষ্ণমিব পৃষ্ঠবান্ । কিংনামানাবেতো ॥

রত্নচূড় উবাচ । প্রাণকোটিনির্মল্লনীরনথকোটে ! মধুকণ্ঠ-
 স্নিগ্ধকণ্ঠনাগানৌ ॥

অভ্যাগতোহতিথিঃ ॥ ৮৯ ॥

ততঃ শ্রীকৃষ্ণে মধুকণ্ঠস্নিগ্ধকণ্ঠৌ সপ্রেম নিরীক্ষ্য রত্নচূড়ং যথা জিজ্ঞাসিতবান্, যথা :

রত্নচূড় কহিল, হে দেব ! এই দেখুন ইনি আমার ভগিনীপতি, ইহার নাম স্মৃতি ।
 ব্রজরাজ ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, বাল্যকালে ইহাঁকে দেখিয়াছিলাম।
 এখন ভাল করিয়া নিশ্চয় করিতে পারিতেছি না ।

তখন ব্রজরাজ সেই স্মৃতিকে প্রশংসাপূর্বক কহিলেন এবং জিজ্ঞাসা
 করিলেন, হে মাশ্র ! আমার সম্মুখ প্রদেশে সম্পূর্ণরূপে স্বয়ং আগমন করুন,
 জিজ্ঞাসা করি যে, সম্প্রতি আপনাদের গৃহ কোথায় ?

স্মৃতি কহিলেন । হে রাজবীর ! এখন সমুদতীরেই আমাদের বাস ।

উপনন্দ কহিলেন । তবে দূরদেশ হইতে আগত, স্মৃতরাং ইনি অভ্যাগত
 অর্থাৎ অতিথি ॥ ৮৯ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ মুখচন্দ্রের কিরণমালায় নেত্রপ্রান্তকে উজ্জ্বল করিয়া এবং ঈষৎ
 হাস্যপূর্ণ মধুর অধর দ্বারা কুন্দপুষ্পের কলিকাসদৃশ দন্তপঙ্ক্তি আবৃত করিয়া যেন
 সতৃষ্ণ ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই তই জনের নাম কি ?

রত্নচূড় বলিল । হে কৃষ্ণ ! আপনার চরণের নখাগ্র কোটিকোটি প্রাণদ্বারা

* দিগন্ত ইত্যপি পাঠঃ মাণ্ডুপুস্তকে ।

কৃষ্ণ উবাচ । সমাননামানৌ দৃশ্যেতে ॥

রত্নচূড় উবাচ । সহজাবেতৌ সহজাবেব ॥

উপনন্দ উবাচ ! রত্নচূড় কিং খলু ভবদ্বিধ্যামনবদ্যামধীত-
বস্তাবেতৌ ॥

রত্নচূড় উবাচ । অথ কিং । আকস্মিকতয়া বিস্মায়কৌ
গুণবিশেষাবপ্যনয়োঃ স্তঃ ॥

উপনন্দ উবাচ । কো তৌ ॥

রত্নচূড় উবাচ । সর্বজ্ঞতা তদবিতা কবিতা চেতি । ততশ্চ
সর্বৈশাশ্চর্য্যং পশ্যন্তি স্ম ॥

রত্নচূড়েন সহ সর্বৈষাং কথোপকথনমভূতদর্শয়িতুং প্রকৃতমেতৎ অথৈতাদিমহাগদোন । সহজা-
বেব তুলাবেব । যদ্বা সহোদরাবেব । অথ কিং । অথ কিং স্তাদহুমতো, অঙ্গীকারেহপি
চাপি কিং, ইত্যপি কোষঃ । তদবিতা তয়া রক্ষিতা কবিতা চ ॥ ৯০ ॥

নির্মলজনীয় বা বরগীয়, অর্থাৎ আপনার নখাগ্রভাগও আমাদিগের কোটি কোটি
পাণাপেক্ষা প্রিয়তম । এই দুই জনের নাম মধুকণ্ঠ ও স্নিগ্ধকণ্ঠ ।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন । এই দুই জনের নাম যে সমান দেখিতেছি ।

রত্নচূড় কহিল । ইহারা উভয়েই সহোদর এবং যমজ ।

উপনন্দ কহিলেন । রত্নচূড় ! এই দুই জনে কি তোমার প্রশংসনীয় বিদ্যা
অধ্যয়ন করিয়াছে ?

রত্নচূড় কহিল । হাঁ আমারই নিকট বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছে । এই দুই
জনের আকস্মিক বিস্ময়জনক গুণবিশেষও বিদ্যমান আছে ।

উপনন্দ কহিলেন । কোন দুইটী গুণ ?

রত্নচূড় কহিল । সর্বজ্ঞতা এবং সর্বজ্ঞতাদ্বারা রক্ষিত কবিতা ।

তদনন্তর সকলে আশ্চর্য্যভাবে দোষিতে লাগিলেন ।

রজরাজ উবাচ । মান্য স্মতে কুত এতৎপ্রভাবভাবিতা-
বেতো ॥

স্মতিরুবাচ । বিশ্বপাবন স্বচ্ছকীর্তে পৃচ্ছেতামেতা-
বেব ॥ ৯০ ॥

রজরাজ উবাচ । আয়ুস্মন্তো ! যুস্মদ্বন্তেনাস্মাকং চিত্তং
বিস্ময়মেবাবিবেশ তস্মাদপনীয়তাময়ং । তো চ সাজ্জলিবচসা
ব্র্যানঞ্জতুঃ । শ্রীগোলোকলোকদেব শ্রীগুরুপ্রসাদ এব সর্বত্র
দুর্লভ্যকারণমিতি তত্রভবন্ত এবানুভবন্তি ॥

রজরাজ উবাচ । কে খল্বীদৃশমহামহিমানন্তে । অথ তো
পুনর্ঘটিতকরপুটাবূচতুঃ । সৃগৃহীতনামধেয়া মদ্বিধভাগধেয়রূপাঃ
সর্বসুখবর্ষিশ্রীদেবর্ষিচরণাঃ ॥

ততো বজ্রাজেন সহ তয়োরুক্তিপ্রভাক্তী বর্ণয়তি বজ্র ইত্যাদিগদোন । অপনীয়তা
বিস্ময়ে নশ্চতাং । স সৃগৃহীতনামা স্তাং যঃ প্রাতরনুচিন্ত্যতে, ইতি শাস্ত্রাং ।

রজরাজ কহিলেন । হে মান্য স্মতে ! কোথা হইতে এই দুই জন একরূপ
শক্তিসম্পন্ন হইল ।

স্মতি কহিলেন । হে বিশ্বপাবন ! হে নিশ্চলকীর্তে ! এই দুই জনকেই
তাহা জিজ্ঞাসা করুন ॥ ৯০ ॥

রজরাজ কহিলেন । হে চিরজীবদ্বয় ! তোমাদিগের চরিত্রদ্বারা আমাদের
চিত্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়াছে, অতএব এই বিস্ময় অপনয়ন কর ।

অতঃপর সেই কুমারদ্বয় অঞ্জলিবন্ধনসহকারে বাক্যদ্বারা নিবেদন করিল।
হে গোলোকলোকদেব ! অর্থাৎ আপনি গোলোকস্ত লোকসকলের রাজা,
(আমাদের বিদ্যাবিষয়ে) শ্রীগুরুদেবের অনুগ্রহই সর্বত্র অনিবার্য কারণ জানিবেন,
আপনার পূজা বাক্তি, স্তবরাং আপনারাই ইহা অনুভব করিতে পারেন ।

রজরাজ কহিলেন । বাহারা এইরূপ মহামহিমান্বিত, তাঁহারা কে ?

অনন্তর কুমারদ্বয় পুনর্বার রুতাজ্জলিপুটে কহিতে লাগিল । সৃগৃহীতনামধেয়

অথ সর্বৈঃ পৃচ্ছুঃ । তর্হি নাশ্চর্য্যমিদং ।

পুনশ্চ তাবুচতুঃ । সম্প্রতি চ যদুপদেশা বৃন্দাবনদেশমাগতা
বয়ং, নুনং যৎপ্রসাদাদেব দেববর্গভূগম-সমাধিগমস্ত্য ভবাভিভব-
ভাবন-ভাবনস্ত্য তদেতদন্তবদীয়বৈভবপ্রদেশস্ত্য প্রবেশে সদেশ-
রূপতাং যাতাঃ স্ম ।

পুনঃ সর্বৈঃ শাস্চর্য্যমিদং পশ্যন্তি স্ম ॥ ৯১ ॥

ততশ্চ শ্রীকৃষ্ণশ্চিন্তিতান্ । আং আং, চিরান্মগাপ্যনয়ো-
রাগমনং স্ফূরণময়মাসৌদিতি ॥ ৯২ ॥

ভবাভিভবেত্যাदि । ভবাভিভবং ভাবয়তি জনয়তি তাদৃশী ভাবনা যন্ত তন্ত্য সদেশরূপতাং
সমঞ্জসতাং ॥ ৯১ ॥

তয়োশ্চ তাদৃশং বাক্যং শ্রুত্বা বিশ্বয়াগমস্ত্য শ্রীকৃষ্ণস্ত্য চিন্তনপ্রকারঃ বর্ণয়তি ততশ্চেত্যাदि-
গদ্যেন ॥ ৯২ ॥

অর্থাৎ প্রাতঃস্মরণীয় এবং মদ্রিধ জনের ভাগ্যস্বরূপ সর্বস্বত্ববর্ষী শ্রীদেবর্মিচরণ
অর্থাৎ মহামায়া শ্রীনারদ ।

অনন্তর সকলে कहিলেন । তবে ইহা আশ্চর্য্য নহে ।

পুনর্বার কুমারদ্বয় বলিল । সম্প্রতি যাহার উপদেশে আমরা বৃন্দাবন প্রদেশে
আগমন করিয়াছি এবং নিশ্চয়ই যাহার অমৃতগ্রহবশতঃ দেবগণের ভূগম জ্ঞানস্বরূপ
তথা যাহার চিন্তা করিলে ভবতাপ অপনীত হয়, আপনার সেই এই গোলোক-
নামক বৈভবপূর্ণ প্রদেশে প্রবেশ করিয়া নৈকট্য সহক প্রাপ্ত হইয়াছি ।

পুনর্বার সকলে আশ্চর্য্যরূপে ইহা দর্শন করিতে লাগিলেন ॥ ৯১ ॥

তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, হাঁ আমার স্মরণ হইল,
দৃষ্টকালের পর এই ভূই জনের আগমন দেখিয়া ইহাদিগকে মনে হইল ॥ ৯২ ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণানুমতানুগততয়া শ্রীরামস্ত সমীপমাগম্য ব্রজ-
রাজমুবাচ । বৃহত্তাত ! তয়োরনয়োঃ কৌতুকং দ্রষ্টুমুৎকর্ষিতাঃ
স্মৃঃ ।

তদনুমোদ্য পুনর্ব্রজরাজ উবাচ । রামাদ্য দিনমারুঢ়ং,
প্রাঘৃণাশ্চ ত এতে ঘৃণাক্ষরন্ত্যায়োনোপলব্ধাঃ, তদেষামাতিথেয়-
বস্তুভিরনিতথমাতিথ্যমেবাদ্য বিধীয়তাং । পার্শ্ববর্তিনশ্চাদিষ্টবান্
দীয়তামেভ্যো বর্ষং যাবদ্ব্যোগ্য। বরীয়সী সমগ্রা সামগ্রী, সাচ
যথৈবাস্মাকং তথৈব । প্রাতরারভ্যতু সভাঃ সমাহুয়ন্তাঃ
কৌতুকাবলোকনায় ॥ ৯৩ ॥

ততঃ শ্রীরামঃ শ্রীকৃষ্ণাভিপ্রায়ং জাহ্না যদাচচার তদর্শয়তি অথৈত্যাদিগদ্যেন । প্রাঘৃণা
অতিথয়ঃ । ঘৃণাক্ষরন্ত্যায়েন দৈবেনেতি তাৎপর্য্যার্থঃ । সমগ্রা নিকটে । সাচ সামগ্রী ॥ ৯৩ ॥

অনন্তর শ্রীবলদেব শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায়ানুসারে নিকটে আগমন করিয়া
ব্রজরাজকে কহিলেন, হে জ্যেষ্ঠতাত ! এই দুইটা কুমারের কৌতুক দেখিবার
নিমিত্ত আমরা সকলে উৎকণ্ঠিত হইয়াছি ।

বলরামের বাক্য অনুমোদন করিয়া পুনর্ব্বার ব্রজরাজ কহিলেন । রাম !
অগ্ৰ দিন আরুঢ় অর্থাৎ অধিক বেলা হইয়াছে এবং এই সকল অতিথিদিগকে
আমরা ঘৃণাক্ষরন্ত্যায়ৈ অর্থাৎ ভাগ্যক্রমে লাভ করিয়াছি । অতএব অতিথি
সংকারের উপযুক্ত সামগ্রী দ্বারা অগ্ৰ ইহাদের যথাযথ আতিথ্য কার্য্যের ব্যবস্থা
কর । তৎপরে পার্শ্ববর্তি ব্যক্তিদিগকে আদেশ করিলেন, ইহাদিগের নিকট
প্রচুর পরিমাণে বর্ষভোগ্য সমগ্র সামগ্রী দান কর, আমাদিগের যেরূপ প্রচুর
সামগ্রী আছে, ইহাদিগেরও যেন সেইরূপ সামগ্রী থাকে, অর্থাৎ গৃহস্বামী ও
অতিথির ঋণবিষয়ে যেন প্রভেদ না হয় । এবং প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া
কৌতুক দেখিবার নিমিত্ত সভাগণকে আহ্বান কর ॥ ৯৩ ॥

অথ পুরস্কৃতোপনন্দেষু ব্রজজনবৃন্দেষু তত্র জ্ঞাপিতনিজা-
নন্দেষু তথা তেষু সূতেষু চ কৃতসৰ্বক্লেশবৰ্জনেষু ভোজ্যভোগ্যা-
যোগ্যবস্তুভিঃ প্রস্তুতবিসৰ্জনেষু মধ্যাহ্নঃ সোহয়মহায় ব্যতীত
ইতি রাজ্ঞে বিজ্ঞাপ্য বিজ্ঞাতসকলতত্ত্বঃ শ্রীমান্ মহাসত্বঃ
শ্রীপতিরপি শ্রীরামাদিসহিতগতিস্তুভ্রমণাদিক্রমাম্বিক্রম্য
প্রস্থিতবান্ ॥ ৯৪ ॥

তত্র চ—

বুদ্ধিরেব সুহৃদামনুমেনে, তং গবানুগতয়ে ন মনস্তু ।

সাহি মন্ত্রসচিবং স্তবিচারং, পাতি তত্ত্ব রহিতার্গলকামং ॥ ৯৫

তত্র তয়োৰ্থা লীলা জ্ঞাতা তাং বর্ণয়তি অধেত্যাদি গদ্যেন । পুরস্কৃতোপনন্দেষু পুরস্কৃতঃ সম্ভা-
নিত উপনন্দো যেষু তেষু । অঙ্গায় শীঘ্রং । মহাসত্বঃ মহৎ সত্বঃ বদ্য সঃ । তন্ত্রমণাদিক্রমাৎ
তত্বস্য পিত্রাদেঃ ॥ ৯৪ ॥

ননু তদা সুহৃদাঃ বুদ্ধিগৃহগমনে বনগমনে বা কং নির্ণয়ং চকার ইত্যপেক্ষায়াং তং নির্ণয়ং
বর্ণয়তি তত্র চেত্যাদিপদ্যেন । গবানুগতয়ে প্রস্থিতবস্তুং শ্রীকৃষ্ণমনুমেনে নতু গৃহানুগতয়ে
মনোহনুমেনে তত্র হেতুঃ সাহিত্যাদি । তত্ত্বিত্যাদি । তন্ত্রনঃ রহিতমর্গলং প্রতিবন্ধো যত্র এব
ভূতঃ কামো বাসসা বদ্য তৎ । মনসোহবিচারেণ সলম্পর্শিত্বাৎ ॥ ৯৫ ॥

অনন্তর সমুদায় ব্রজবাসিগণ উপনন্দকে অগ্রে করিয়া নিজ নিজ আনন্দ
প্রকাশ করিলে, তথা সেই সকল স্মৃতিগণ ক্রেশ বিসর্জন করিলে, অংশে
উপযুক্ত ভোজ্য এবং ভোগ্যবস্তু দ্বারা তাহাদিগকে বিদায় দেওয়া হইল, এই সকল
কার্যেই মধ্যাহ্নকাল শীঘ্র অতীত হইল. ইহা নন্দরাজকে নিবেদন করিয়া সকল-
তত্ত্বদর্শী মহাসত্বসম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামাদির সহিত গমন করিয়া সেই সেই
বাক্তিদিগকে নমস্কার পূর্বক তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া প্রস্থান করিলেন ॥ ৯৪ ॥

তথায় সুহৃদগণের বুদ্ধি এইরূপ বিচার করিতে লাগিল যে. শ্রীকৃষ্ণ ধৈর্যগণের
অনুগমন করিতেই প্রস্থান করিয়াছেন, কিন্তু গৃহে গমন করিতে তাঁহার মন
হয় নাই । কারণ সেই সুহৃদগণের বুদ্ধি কেবল মন্ত্রণাযুক্ত স্তবিচারকেই রক্ষা করিয়া
থাকে, কিন্তু মনোবাসনার প্রতিবন্ধ করিতে কেহই সমর্থ হয় না ॥ ৯৫ ॥

অথো বনং প্রতিচলিতঃ সহাগ্রজঃ
 সমিত্রকঃ পৃথুর্মুরলীমনাদয়ৎ ।
 যতঃ শ্রুতাদ্বত পুরতন্তু তন্তুযাং
 সুপূর্ণতাভবদতিশূন্যতান্নতঃ* ॥ ৯৬ ॥
 তদা গুরুব্যবহিতিমাগতা মুদা
 পরস্পরং পশুপস্বতাঃ করৈষুতাঃ ।
 সভাগতং জহস্বরধীত্য কস্মচি-
 দ্বচস্তদা স্থলিতমনূদ্য চাপরে ॥ ৯৭ ॥

অধুনা বনগমনঃ বর্ণয়তি অথো ইত্যাদি পদ্যেন । যতঃ শ্রুতাং যস্য মুরলীরবসঃ
 শ্রবণেন পুরতঃ সম্মুখে তন্তুযাং স্থিতবতাং বৃক্ষাদীনাং সুপূর্ণতা শাখাপল্লবাদিযুক্তশোভাস্পদত্বা
 অভবৎ । অগ্নতঃ পশ্চাত্তন্তুযাস্ত মুরলীরবমশৃণুতামিত্যর্থঃ শূন্যতা শোভারাহিত্যমেবাভবৎ ॥ ৯৬ ॥

পশ্চিমধ্যে ত্রীকণ্ঠসবয়সাং বৃন্তং বর্ণয়তি তদা গুরুব্যবহিতিমিতিপদ্যেন । সভাগতং কঞ্চিচ্ছন-
 অধীত্য স্মৃদ্য অপরে জহস্বরিত্যর্থঃ ॥ ৯৭ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ বলরাম ও বন্ধুবর্গের সহিত মিলিত হইয়া বনে প্রস্থান করিয়া
 বংশীধ্বনি করিলেন । যে বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া সম্মুখবর্তি বৃক্ষগণেরও সমাক-
 সুপূর্ণতা অর্থাৎ শাখাপল্লবাদিযুক্ত শোভা প্রকাশ পাইল, কিন্তু যাহারা পশ্চাতে
 অর্থাৎ অতিদূরে থাকিয়া ঐ ধ্বনি শ্রবণ করিতে পারিল না, তাহাদিগের অত্যন্ত
 শূন্যতা বা শোভাহীনতাই প্রকাশ পাইল ॥ ৯৬ ॥

তৎকালে গোপবালকগণ পরস্পর করধারণপূর্বক গুরুজনকে বাবধান করিয়া
 অর্থাৎ গুরুজনের অসাক্ষাতে সভাগত কোন ব্যক্তিকে স্মরণ করিয়া আনন্দে
 হাসিয়া উঠিল এবং অত্যান্ত লোকসকলও তাহার স্থলিতবাক্য অনুবাদ করিয়া
 হাসিয়া উঠিল ॥ ৯৭ ॥

* সুপূর্ণতাভবদতিশূন্যতান্নতঃ । ইতি মাণ্ডুপকপাঠস্ত ছন্দোভঙ্গদোষদূষিতঃ

হাসে চোপরাভাসে রাম উবাচ । ভঙ্গুর মধুমঙ্গল মাতৃভি-
রস্মাস্ত্র বিনীয়মানেষু ভবান্ কিমবিস্পীৰ্ষমাচৰ্ষ “ব্রজেশ্বরি কথ-
য়িম্যাম্যহং রহঃ” ইতি । কিন্তু তাভিরাবেশবশান্নাবকলিতং ॥১৮

মধুমঙ্গল উচ্চৈৰ্বিহস্ম নিমীল্য চ মৌনমাললম্বে ক্ষণাদুবাচ
চ, হন্ত শান্তমমপি তদ্বিস্মৃতমিব ॥

রাম উবাচ । প্রিয়সখ শপথং প্রথয়ামি তথ্যং কথ্যতাং
কিন্তু ॥

মধুমঙ্গল উবাচ । যজ্ঞোপবীতায় শপে নান্যথা প্রথয়ামি ॥১৯

মধুমঙ্গলেন সহ স্ত্রীরামস্য পরিহাসাদিকং বর্ণয়তি হাসে ইত্যাদিগদ্যোন । ভঙ্গুরঃ
কুটিলঃ ॥ ১৮ ॥

‘তত্তত্তয়োক্তিপ্রভুক্তী বর্ণয়তি মধুকণ্ঠ উচ্চৈরিত্যাদিগদ্যোন ॥ ১৯ ॥

হাস্তরস কথঞ্চিৎ নিবৃত্ত হইয়া আসিলে বলরাম মধুমঙ্গলকে লক্ষ্য করিয়া
কহিলেন । হে কুটিল মধুমঙ্গল ! মাতৃগণ যখন আমাদিগকে লইয়া যাইতে-
ছিলেন, তখন তুমি অস্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছিলে যে “হে ব্রজেশ্বরি ! আমি আপনাকে
নির্জনে একটী কথা বলিব” কিন্তু তাঁহারা গৃহকারণে আবিষ্টচিত্ত থাকায় তাহা
শুনিতে পান নাই ॥ ১৮ ॥

মধুমঙ্গল উচ্চহাস্তপূৰ্ব্বক চক্ষু মুদ্রিত করত মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিলেন
এবং ক্ষণকাল পরে কহিলেন । হাস ! যদিচ সেই কথা অত্যন্ত স্নেহের আশ্পদ
বাটে, তথাপি বোধ হইতেছে যেন, আমি তাহা ভুলিয়া গিয়াছি ।

বলরাম । হে প্রিয়সুহৃৎ ! আমি তোমাকে শপথ দিতেছি, যথার্থ বল,
তাহা কি ?

মধুমঙ্গল । আমি যজ্ঞোপবীত স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি, কখনই তাহা
অন্যথা কহিব না ॥ ১৯ ॥

যতঃ—

দান্তেন দমিতঃ সোহিহং শমিতঃ শান্তচেতসা ।

জ্ঞপ্তেন জ্ঞপিতঃ পূর্ণেনাচার্যেণাস্মি পূরিতঃ ॥

তেন চম্মেন চাভূবং ছাদিতানুতবাক্ পুনঃ ।

কথং বা স্পাশিতান্ কুর্যাং গুণাংস্তান্ স্পর্শমিচ্ছদান্ ॥

কিন্তু যুবয়োর্বধূনাঞ্চাজ্ঞামাজ্ঞায় পরং বিজ্ঞাপনীয়ং তান্ন,
তন্ন চেম্ম ॥ ১০০ ॥

কৃষ্ণ উবাচ । উন্মত্ত প্রথমমাবয়োরাবেদয় ॥

মধুমঙ্গল উবাচ । যদি ন খিদ্যাথে ॥

ততোহভিনয়েন যদাহ তং পদ্যম্বয়েন বর্ণয়তি দান্তেনেত্যাদিনা । শান্তমং স্তম্ভতম
মপি । দান্তেন তপঃক্লেশসহনেন । জ্ঞপ্তেন বিজ্ঞাপিতেন লব্ধবিদ্যাঃ । পূরিতঃ কৃত
পূরণঃ । তেন দান্তাদিনা ছাদিতানুতবাক্ আছাদিতা মিথ্যা বাক্ যেন সোহভবং স্পাশিতান
অবাধিতান্ । স্পাশ বাধনগ্রন্থয়োর্ধাতুঃ । ইষ্টদান্ অভীষ্টপূরকান্ । তন্ন আজ্ঞাপনং চেম্ম বিজ্ঞা
পনীয়ং ॥ ১০০ ॥

কারণ । যিনি দাম্ভ অর্থাৎ তপস্তার ক্লেশসহিষ্ণু তিনি আমাকে দমন অর্থাৎ
জিতেন্দ্রিয় করিয়াছেন, যিনি শান্তহৃদয় তিনি আমাকে শমগুণাবলম্বী করিয়াছেন.
যিনি লব্ধবিশ্ব তিনি আমাকে বিজ্ঞাদান করিয়াছেন এবং যিনি পরিপূর্ণ আচার্যঃ
তিনিই আমাকে পরিপূর্ণ করিয়াছেন । অপিচ তিনি প্রচ্ছন্ন হইয়া আমার মিথ্যা
বাক্য আচ্ছাদিত করিয়াছেন । সেই সমস্ত অস্পষ্ট ও অভীষ্টপূরক গুণ আমি
কিরূপে পরিত্যাগ করিব ? কিন্তু তোমাদের ছই জনের এবং বধুগণের আজ্ঞা
জানিতে পারিলে নিবেদন করিব । পরন্তু বধুগণের যদি আজ্ঞা না হয় তবে
জানাইব না ॥ ১০০ ॥

শ্রীকৃষ্ণ । হে উন্মত্ত ! অগ্রে আমাদের ছই জনের নিকটেই বল ।

মধুমঙ্গল । যদি তোমরা খেদ না কর ।

উভাবূতুঃ । নহি নহি ॥

মধুমঙ্গল উবাচ । এবমুচ্চৈঃকারমপি বিবক্ষামি, তয়ো-
রনয়োর্যথাস্বং প্রেয়সীভিঃ সহ সা সা শ্রেয়সী বিদ্যা। নাদ্যাপি
বিচ্ছিদ্যমানা বিদ্যাতে, যশ্চুহরারভ্যত এব বনান্তরে কেলি-
কলহপ্রলাপকলাপ ইতি ॥

ততশ্চ কৃষ্ণঃ সযোন পাণিনা তদপসব্যং বাহুং গৃহীত্বা
দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠমধ্যমাভ্যাং তদধরপুটং মুচু নিম্পীড়্য স্ময়মান উবাচ ।
সুষ্ঠু ঘৃষ্টপট্টভোরকেণ তদিদং সীব্যতে চেশ্বনিতামাপদ্যতে
বিপ্রকীর্ণবুদ্ধিরয়ং মমিত্রবিপ্রঃ । মধুমঙ্গলস্ত তদ্বশ্বুদ্ভিতমুখ

মস্থিতি । উচ্চৈঃকারমিত্যত্র কচিদপোনঃপুণ্ড্রোহপি চণম্ ইতি নিয়মাৎ অপোনঃপুণ্ড্রে চণম্ ।
তত্র শ্রীকৃষ্ণোহপি তেন সহ যৎ পরিহাসং কৃতবান্ তং বর্ণয়তি কৃষ্ণ উবাচেত্যাদিনা গদ্যোন ।
অনয়োর্যুবয়োঃ । তদপসব্যং তস্য দক্ষিণবাহুং । তদিদং অধরপুটং তদ্বনা ক্লঙ্ঘং স্যাচ্ছেত্তদা ।
মনিতাং মৌনঃ । বিপ্রকীর্ণবুদ্ধিরনিষ্টকারিমতিঃ ।

শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম । না না ।

মধুমঙ্গল । আমি কিন্তু উচ্চৈঃস্বরে বলিতে ইচ্ছা করিতেছি, এই দুইজনের
প্রেয়সীগণের সহিত সেই সেই যথাযোগ্য প্রেয়স্বরী বিদ্যা অত্যাপি অবিচ্ছিন্নরূপে
বিদ্যমান আছে । যে হেতু বারংবার বনমধ্যেই প্রণয়কলহের প্রলাপসকল আরম্ভ
করা হইতেছে ।

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ বামহস্ত দ্বারা মধুমঙ্গলের দক্ষিণবাহু গ্রহণ করিয়া দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ
এবং মধ্যমাঙ্গুলি দ্বারা তদধরপুট মুচুভাবে নিম্পীড়ন করত ঈষৎ হাস্য প্রকাশ
পূর্বক কহিলেন । উত্তম মার্জিত পট্টরজ্জু (রেশমী সূত্র) দ্বারা এই অধরধানী
সাবন (সেলাই) করিয়া দিই, তাহা হইলে বিপ্রকীর্ণবুদ্ধি অর্থাৎ অনিষ্টকারিণী বুদ্ধিতে
পরিপূর্ণ আমার এই মিত্রব্রাহ্মণী মৌনভাবে অবলম্বন করিবে । মধুমঙ্গল কিন্তু সেই-
রূপ মুদ্রিতমুখেই রহিলেন । তখন তাঁহার মুখ হইতে নিষ্ঠীবন (থুথু) বাহির হইতে

এবাম্মুকৃত-নিরস্ত-গ্রস্তবচনতয়া ব্যক্তবান্, তথাচেদন্তলোভনমন্ত্রত্ব
তু ছল্লভং নিজগৃহান্মৎস্রাণ্ডীখণ্ডচয়মাদায়াখণ্ডকালমেব মম্মুখং
পূরয়থঃ । ততঃ কথং বা কিমর্থং বা বাণীব্যয়ং করবাণি, তদেত-
দপি সেবনমেব ভণ্যতে ॥

রামঃ সস্মিতমুবাচ । উৎকোচশ্চামিষমেব ভণ্যতে, তদপি
ব্রাহ্মণাঃ কাময়েয়ন্ । তদেবং সখিসভাসৎস্ব হসৎস্ব স্বয়ং সতু
নৰ্ম্মপটুর্বটুঃ সতৃষ্ণঃ কৃষ্ণঃ ক্ষণমালিন্দ্য প্রেঙ্খোলয়ন্ প্রকটং জাহ-
সীতি স্ম ॥ ১০১ ॥

অম্মুকৃতনিরস্তেতি । অম্মুকৃতং সস্মিত্তেবমিতি, নিরস্তং হরিতোদিতমিতি, ল্পৃগ্বর্ণপদ-
গ্রস্তমিতি চামরঃ । অন্তলোভনঃ মম্মুখাচ্ছাদনায় অতীষ্টং । মৎস্যাণ্ডীখণ্ডচয়ঃ মিচ্ছরীতি
প্রদিক্ধং । অখণ্ডকালং চিরকালং । সেবনমেব মৎস্যাণ্ডীখণ্ডসমুহঃ । বিব্যা তন্তসমস্তৌ ইত্যস্মাৎ
ধাতোরনট কৃতে সীবনং সেবনমিতি দ্বিবিধমেব রূপং সিধ্যতি । জীবনদীবনে বা, পক্ষে
ষ্টেবনং সেবনঃ । ইতি সূত্রায়ং । উৎকোচঃ ঘৃস ইতি খ্যাতঃ । আমিষং লোভসংকরং ।
প্রেঙ্খোলয়ন্ আন্দোলিতং কুরন্ । জাহসীতি স্ম পুনঃ পুনর্জহাস ॥ ১০১ ॥

লাগিল, সুতরাং তিনি দ্রুত উচ্চারিত ও ল্পৃগ্বর্ণ বচনে ব্যক্ত করিলেন । “তথা চেৎ”
অর্থাৎ আমার মুখাচ্ছাদন করাই যদি তোমাদের অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে অত্যন্ত
ছল্লভ এমন কোন বিষয়ে আমার মনের লোভ আছে, অর্থাৎ নিজ গৃহ হইতে
মৎস্যাণ্ডী (মিছরী) খণ্ড সকল আনয়ন করিয়া সর্বকালের জন্ত আমার মুখ পূর্ণ
করিয়া দাও । তাহা হইলে কি প্রকারে বা কি নিমিত্তই বা বাক্যব্যয় করিব ?
এইরূপ করাকেই সীবন অর্থাৎ সেলাই করা বলে ।

বলরাম ঈষৎ হাস্য প্রকাশপূর্বক কহিলেন, উৎকোচ অর্থাৎ ঘৃসকেই উ
আমিষ বা গোভজ্ঞনক বস্তু বলে, তাহাও কি ব্রাহ্মণেরা ইচ্ছা করিয়া থাকেন ?

এইরূপ কহিলে, সমস্ত সভাগণ হাসিতে লাগিলেন । তখন সেই পরিহাসপটু
বটু মধুমঙ্গল সতৃষ্ণ ভাবে শ্রীকৃষ্ণকে ক্ষণকাল আলিঙ্গন করিয়া তাঁহাকে আন্দো-
লিত করতঃ উঠেঃস্বরে বারম্বার হাসিতে লাগিলেন ॥ ১০১ ॥

অথ সৰ্বগুণশালী বনমালী বহল-কুতূহল-কলিতচিত্ততয়া
চলিতঃ সখিভিৰ্বলিতঃ ফলিতশাখিশাখাশিখাললিতেনাধ্বনা
ধেনূলন্ধা। বেণুধ্বনিমুদ্ভাবয়ামাস ॥ ১০২ ॥

ততঃ চ ধেনুপলক্ষণতয়া সৰ্বাণি যদাকৃক্ষন্ত তদা সাস্চৰ্য্যং
নভস্বঃ কশ্চিদাহ স্ম ।

সৰ্বঃ প্রবাহঃ সৰ্বত্র স্নানুকূল্যেন কৰ্ষকঃ ।

বেণুধ্বনিপ্রবাহস্ত প্রাতিকূল্যেন কৰ্ষতি ॥ ১০৩ ॥

ততঃ শ্রীকৃষ্ণস্য বেণুধ্বনিমাধুয্যং বর্ণয়তি অথৈত্যাদিগদ্যোন । বলিতো মিলিতঃ । ললিতেন
রম্যেণ ॥ ১০২ ॥

অধুনা মাধুর্যেণ বেণোঃ সন্দাকৰ্ষকতাং বর্ণয়তি ততশ্চৈত্যাদিনা গদ্যোন । অকৃক্ষন্ত
গাকৃষ্টাঃ । পদ্যোন তদাশ্চৰ্য্যং বর্ণয়তি সন্দ ইতি । প্রাতিকূল্যেন বিলোমেন ॥ ১০৩ ॥

অনন্তর সৰ্বগুণশালী বনমালী বহুতর কোতূকে আক্ৰান্তচিত্ত এবং সুহৃদগের
সহিত পরিবেষ্টিত হইয়া গমন করিলেন । তিনি যে পথ দিয়া চলিয়া গেলেন সেই
পথ ফলবান বৃক্ষগণের শাখাসমূহদ্বারা মনোহর ছিল । তৎপরে শ্রীকৃষ্ণ ধেনু-
গণকে লাভ করিয়া বংশীধ্বনি করিলেন ॥ ১০২ ॥

তদনন্তর ধেনুকে উপলক্ষ্য করিয়া যখন সকলকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন,
সেই সময় আশ্চর্য্যের সহিত আকাশস্থ কোন ব্যক্তি যেন কহিল । সকল প্রবাহ
(শ্রোত) সকল স্থানে আপনার অনুকূলে আকর্ষণ করিয়া থাকে, কিন্তু বেণুর
পবাহ আপনার প্রাতিকূল্যে বা বিপরীত দিকে আকর্ষণ করিতেছে । অর্থাৎ
নগাদির প্রবাহ যে মুখে যায়, তৎসংলগ্ন বস্তুও সেই মুখেই যাইতে থাকে, কিন্তু
বেণুধ্বনি কৃষ্ণমুখ হইতে বহির্গত হইয়া যেদিকে যাইতেছে, ধেনু প্রভৃতি বস্তুসকল
তাহার বিপরীত অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের মুখের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে । ইহাই
এখানে প্রাতিকূল্য বসিতে হইবে ॥ ১০৩ ॥

অনন্তরঞ্চ ।

গাবঃ স্বানৃষভান্ ভুজঙ্গমভুজঃ ষড়্জান্ পিকাঃ পঞ্চমা-

নন্ত্রে চ প্রতিপদ্য তাম্নিজান্জান্ স্তৃষ্টু স্বরান্ বেণুতঃ ।

আশ্চর্য্যোঃ বিকর্ষণঃ মুহুরহো মোহঃ তথা ভেজিরে

সর্ব্বৈ চেদসকুং ক সান্ত্বনাবিধিং কুর্ব্বন্ত কে বা তদা ॥ ১০৪ ॥

স্বয়মপি মোহঃ ভেজে, যদি নিজবেণুধ্বনৌ কৃষ্ণঃ ।

স্মাছুর্বারিতঃ কো বা, জীৱঃ সহি সর্ব্বজীবন্ত ॥ ইতি ॥ ১০৫ ॥

কিন্তু হন্ত বেণুরবশ্রবণসুখাবস্তার এত তত্র নিস্তারায় বভূব ।

যতঃ—মোহেইপি স্বপ্নকালতঃ নিশম্য মুরলীকলং ।

পরম্পরং জাগ্রতন্তে পশ্যন্তি স্য সবিস্ময়ং ॥ ১০৬ ॥

ততঃ সর্ব্বেষাং মোহনকার্য্যং বর্ণয়তি গাব ইত্যাদিপদ্যেন । ভুজঙ্গমভুজঃ ময়ূরাঃ । পিকাঃ কোকিলাঃ । ষড়্জাঃ ময়ূরাঃ ক্রবতে গাবস্বৃষভভাষিতঃ । অজা বিরোতি গাঙ্গারানুষ্ঠঃ কণ্ঠঃ মধ্যমঃ । ধৈবতঃ ক্রবতে বাজী নিষাদঃ বৃহতে গজঃ ॥ ১০৪ ॥

তস্য কৈমুতোন সনমোহকত্বং বর্ণয়তি স্বয়মপীত্যাদিপদ্যেন । উর্বারিতঃ অর্থান্মোহিতঃ ॥ ১০৫ ॥

তস্যাপি মোহনিস্তারকত্বমপি বর্ণয়তি কিন্তু হন্তেত্যাদিগদ্যেন । তত্র মোহে ॥

তৎ পদ্যেন বর্ণয়তি মোহেইপীতি । জাগ্রতঃ জাগরণবিশিষ্টাঃ ॥ ১০৬ ॥

তাহার পর ধেনুগণ আপনাদিগের ঋষভ স্বর, সর্পভোজী ময়ূরসকল ষড়্জ স্বর, কোকিলকুল পঞ্চমস্বর এবং অগ্নাত্ত সকলে নিজ নিজ মধুর স্বর বেণু হইতে জানিতে পারিয়া, আশ্চর্য্যভাবে আকর্ষণ ও মুহূর্মুহুঃ মোহপ্রাপ্ত হইয়াছিল । অহো ! সকলে যদি বারম্বার এইরূপ অবস্থাপন্ন হইল, তবে তখন কে বা কোথায় সান্ত্বনা করিবে ॥ ১০৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণ যদি নিজের বেণুধ্বনিতে নিজেই মোহপ্রাপ্ত হইলেন, তখন কোন জীবই বা অবশিষ্ট থাকিবে অর্থাৎ সকলেই মোহপ্রাপ্ত হইবে, যে হেতু তিনিই সকল জীবের মোহনকারী ॥ ১০৫ ॥

কিন্তু আহা ! বেণুরব-শ্রবণজনিত সুখবিস্তারই সেই মোহবিষয়ে নিস্তারের

ততশ্চ স্বস্বীভূতেষু তেষু সমুখিতেষু গাঃ প্রতি প্রস্থিতেষু চ
মধুমধুরস্নিতমুবাচ । ব্রাহ্মণান্ প্রতি তুরনুধ্যানশ্চ ফলং সদা
এব জাতং নিধ্যাতং । যদহো গম মুকত্বনুধ্যাতং সর্বমধ্য-
মধ্যাসীনে নৈকেন সর্বশ্রেষ্ঠে তু মুকত্বং জাতং ॥ ১০৭ ॥

এনমে৷ তেন সহ হসন্তস্তে মাথুরদেশদেশরূপগোনিদেশ-
বচনতয়া—॥ ১০৮ ॥

সম্বোধনে হিহীত্ব্যচুঃ ক্ষেপে জিহি জিহীতি তু ।

ধীরীহ ইতি বিকল্পে গাং নেতুং যমুনামণী ॥ ১০৯ ॥

ততো মধুমঙ্গলস্য পরিহাসং বর্ণয়তি স্বস্বীভূতেষিত্যাদিগদ্যোন । গা ইতি প্রতিযোগে
দ্বিতীয়া । মধুমধুমঙ্গলঃ । নিধ্যাতং দৃষ্টং । একেন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণেন ॥ ১০৭ ॥

অধুনা গোপানাং গাঃ প্রতি স্বজাতাচরণবাখ্যিলাসং বর্ণয়িতুমারভতে এবমিতিগদ্যোন ।
দেশরূপং যোগ্যং । দেশরূপং সমস্তসমিত্যমরঃ ॥ ১০৮ ॥

তং বাখ্যিলাসং বর্ণয়তি সম্বোধনে ইতি শ্লোকদ্বয়েন । ক্ষেপে ভৎসনে । বিকল্পে শুভ্রনে ।
অমী গোপাঃ ॥ ১০৯ ॥

কারণ হইল । যে হেতু, মোহনশাতেও বপুদৃষ্ট পদার্থের ত্রায় মুরলীধ্বনি শ্রবণ-
পূর্ণক তাঁহারা জাগরিত হইয়া পরস্পর সন্নিহয়ে দর্শন করিতে লাগিলেন ॥ ১০৬ ॥

অনন্তর সকলে স্তম্ভ হইয়া উখিত হইলে এবং ধেতুগণের উদ্দেশে প্রস্থান
করিলে মধুমঙ্গল মৃতমধুর হাশ্বে কহিতে লাগিলেন । ব্রাহ্মণদিগের প্রতি
অবমাননা করিবার ফল যে সত্তাই ফলিয়াছে, তাহা দৃষ্ট হইল । কি আশ্চর্য্যের
বিষয়, দেখুন সকলের মধ্যে উপবেশন করিয়া একাকী শ্রীকৃষ্ণই কেবল আমার
মৌনভাব চিন্তা করিয়াছিলেন কিন্তু সকলেরই মৌনভাব উপস্থিত হইল ॥ ১০৭ ॥

এই প্রকার মধুমঙ্গলের সহিত পরিহাস করতঃ সেই গোপবালকগণ মাথুর-
পদেশের পচলিত গোচারণের নির্দিষ্ট বাক্যানুসারে ——— ॥ ১০৮ ॥

গোগণের সম্বোধন বিষয়ে ‘হী হী’ তিরস্কারের ‘জিহি জিহি’ গোগণকে যমুনা
গইয়া যাইবার সময় স্থিরীকরণবিষয়ে ‘ধীরীহ’ জলপান সময়ে ‘চো’ পৃথক্করণ-

চোকারং পাথসঃ পানে বিরিকারং বিয়োজনে ।

তস্মাৎ পয়স উত্থানে চক্রুস্তিরিতিরীতি তে ॥ ১১০ ॥

স্তম্ভয়িত্বাস্তম্ভস্তীরে গোসংখ্যা গোগণনথ ।

সম্ভাল্য সম্ভূতানন্দাঃ কৃতস্নানাদিকা জগুঃ ॥ ১১১ ॥

প্রহাপিতং প্রতিশিশু মাতৃভিস্তদা

স্বভোজনং সুরভিতযোজনং মুদা ।

হরিঃ সখান্ পরি পরিবেষয়ন্ হসন্

পরীক্ষিতং দকৃদকৃত স্বজিহ্বয়া ॥ ১১২ ॥

ততশ্চাচরিতাচামঃ শ্রীদাম-দাম-সুদাম-বসুদামাদিভিঃ সহ
কপূরপুরিতথপুরানুকূলস্বর্ণবর্ণপর্ণ-শুভ্রতারকাৰ্ণচূৰ্ণময়তামূলপূর্ণ-

পাথসো জলস্য । তে গোপা উচুঃ ॥ ১১০ ॥

তেষাং স্বাস্থ্যকৃত্যং বর্ণয়তি স্তম্ভয়িত্বত্যাদিন্যোকস্বয়েন । গোসংখ্যাঃ গোপাঃ ॥ ১১১ ॥

প্রহাপিতং দন্তঃ । সুরভিতযোজনং সুরভিতস্য হৃগ্ধেয়োজনং মিলনং যত্র তৎ । পরীক্ষিতং
উত্তমমধ্যমাদমরুপং ॥ ১১২ ॥

অথ গোপোপালৈঃ সহ শ্রীকৃষ্ণস্য ব্রজাগমনং বর্ণয়িতুং প্রকুমতে ততশ্চেত্যাদিগদান ।
আচরিতাচামঃ কৃতমুখাদিশোধনঃ । কপূরেতাদি । কপূরপুরিতঞ্চ পুরানুকূলঞ্চ শুভাগযুক্তঞ্চ,
স্বর্ণবর্ণং অথবা স্নানরোহণে বর্ণে যস্য তস্য ইব বর্ণে যস্য তাৎশং যৎ পর্ণং শুভ্রতারকাবর্ণে
যস্য তাৎশং যচ্চূর্ণঞ্চ তন্ময়ং যস্তামূলং ।

সময়ে 'বিরি' এবং জল হইতে উত্থানসময়ে 'তিরি তিরি' এইরূপ শব্দ সকল
প্রয়োগ করিয়া থাকেন ॥ ১০৯ ॥ ১১০ ॥

অনন্তর গোপগণ জলের তীরে ধেনুদিগকে প্তিরীকরণপূর্বক নিরীক্ষণ করিয়া
মহানন্দে স্নানাদি কার্য সমাপন করত গান করিতে লাগিলেন ॥ ১১১ ॥

ঐ সময়ে মাতৃগণ প্রত্যেক বালকের স্বভোজ্য সামগ্রী প্রেরণ করিল শ্রীকৃষ্ণ
সহর্ষে ঐ সকল সৌরভপূর্ণ উৎকৃষ্ট খাদ্যসামগ্রী সখাদিগকে পরিবেশন করিয়া
হাসিতে হাসিতে একবার আপনার জিহ্বাদ্বারা পরীক্ষা করিলেন ॥ ১১২ ॥

তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণ আচমনপূর্বক শ্রীদাম, দাম, সুদাম ও বসুদামাদির সহিত

কপোল-লোলকুণ্ডলমণ্ডনানলক্ষীকশ্চক্ষুৰ্বিজিতনালীকঃ স্বজনা-
বলোকনাতীকঃ শ্রীলগোপালঃ স্থালায় চচাল ॥ ১১৩ ॥

যথা—শনৈঃ শনৈঃ সরভসমন্তবন্তয়া

স তৰ্ণয়ন্ সুরভিতৃণানি সৌরভং ।

ব্রজস্থিতান্ প্রতিবিরহাকুলীভবন্

বকাস্তকঃ প্রতিচলতি স্ম তৈঃ সহ ॥ ১১৪ ॥

বিধায় গা গো কুলসম্মুখীনা মহাতরুচ্ছায়মুপাশ্র কৃষ্ণঃ ।

দেবোপদেবস্ততিগীতবাদ্যং শৃণু স্মুহুঃ প্রাপ তটঃ ব্রজস্ম ॥ ১১৫ ॥

কপোলে লোলে চক্লে ছে কুণ্ডলে তাভ্যাং মণ্ডনং যস্য এবভূতেন আননেন লক্ষীঃ শোভা
যস্য সং । চক্ষুর্ভ্যাং বিজিতং নালীকং পদ্মং যেন সং ॥ ১১৩ ॥

তত্র গমনপ্রকারং বর্ণয়তি শনৈঃ শনৈরিত্যাदिপঞ্চকেন । অন্তবন্তয়া অন্যবনসমূহদ্বারা ।
সৌরভং সুরভিবৃন্দং । তৰ্ণয়ন্ ভোজয়ন্ ॥ ১১৪ ॥

উপাস্য আগ্রিত্য । অশ্রুৎ স্নগমং ॥ ১১৫ ॥

মিলিত হইয়া নিজগৃহের প্রতি গমন করিলেন । গমনকালে কপূরপূরিত,
গুবাকের উপযোগী এবং সুবর্ণের মত সুন্দরবর্ণ পত্রবিশিষ্ট গুল্ল নক্ষত্র-চূর্ণতুলা চূর্ণ-
যুক্ত তালু ভক্ষণ করাতে তদীয় কপোলদ্বয় পরিপূর্ণ হইল এবং ঐ শোভন
কপোল-ফলকে চক্ৰল কুণ্ডলাভরণস্পর্শে তাঁহার মুখশোভা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ।
তিনি আপনার নেত্রবৃগলদ্বারা কমলশ্রীকে জয় করিয়াছিলেন, যাহা দর্শন করিবার
নিমিত্ত তদীয় আত্মীয় স্বজন অতিশয় উৎসুখ হইয়াছিলেন ॥ ১১৩ ॥

সেই বকনিহস্তা শ্রীকৃষ্ণ গমনকালে ধীরে ধীরে সহর্ষে অগ্ৰাভ বনসমূহে গোচা-
রণপূর্বক ধেমুন্দকে স্নগন্ধ তৃণরাশি ভোজন করাইয়া ব্রজস্থিত সকলের প্রতি
আকুল হওত সখাদিগের সহিত গমন করিলেন ॥ ১১৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণ গোসকলকে গোকুলের সম্মুখীন করতঃ বৃহৎ বৃহৎ তরুর ছায়া আশ্রয়
করিয়া দেব ও উপদেব অর্থাৎ গন্ধর্বাদির স্তুতি, গীত এবং বাজাদি শ্রবণ করিতে
করিতে ব্রজের নিকটভূমি প্রাপ্ত হইলেন ॥ ১১৫ ॥

গীর্বাণৈর্দিব্যায়ানৈঃ পথি পথি মুনিভির্মন্ত্রযোগাদিসিদ্ধৈ-
র্গব্যাবিভ্রাণদৃগ্ভিস্তদনুগতনরৈর্দৃষ্টিদেশে সরস্তিঃ ।

গোষ্ঠস্থৈরুন্নতস্থৈঃ প্রণিহিতবদনশ্রীময়ুখঃ সমন্তা-
ম্নেত্রাজপ্রান্তলক্ষীকলিতস্বখকুলঃ পূর্ণগুণবিশেষ ॥ ১১৬ ॥

হৃদ্যরবঃ পশূনাং প্রমদকলকলঃ পাশুপাল্যত্রজানাং
স্তোত্রাসারঃ সুরাণাং নিগমসমুদয়ার্বাভঘোষস্বৃষীণাং ।

ইথং সাংরাবিণান্তর্বধিরসমদশামাগতে সর্বলোকে

বেণোঃ সূক্ষ্মোহপি নাদঃ স জয়তি নিতরাং যঃ সগস্তং ভিনতি ॥ ১১৭

গব্যাবিগোসমূহৈঃ । সরস্তির্গচ্ছাতিঃ । উন্নতস্থৈরুন্নতস্থৈঃ । প্রণিহিতেত্যাদি । প্রণি-
হিতা বদনস্য শ্রিয়ঃ শোভায়াঃ ময়ুখাঃ কিরণানি যস্য সঃ । নেত্রাজেত্যাদি । নেত্রাজঘোষা কটাক্ষ-
শোভা তয়া কলিতঃ উদ্ভাবিতঃ স্বপসমূহো যেন সঃ । নানারাগেণ পূর্ণো বেণুযস্য সঃ । অবধিঃ
সীমা । অসমদশাং বিষমাবস্থাং ॥ ১১৬ ॥

হৃদ্যরব ইতি । পাশুপাল্যত্রজানাং গোপসমূহানাং । স্তোত্রাসারঃ স্তববৃষ্টিঃ । ঘোষা ধ্বনিঃ ।
স্বৃষীণাং সনকাদীনাং । সাংরাবিণং ব্যাপকশব্দস্তুদন্তস্তম্মধ্যে । ব্যাপ্তৌ ভাবে গিনঃ । ইতানেন
সিদ্ধং । অন্তঃ শেষঃ ॥ ১১৭ ॥

উৎকৃষ্ট বিমানে আরোহণ করিয়া দেবতাগণ, পথে পথে মন্ত্র এবং যোগাদিসিদ্ধ
মুনিগণ, ঘ্রাণদৃষ্টি অর্থাৎ যাহারা ঘ্রাণদ্বারা জানিতে পারে এমন গোসমূহ তথা
দৃষ্টিপথে সমাগত মানবগণ, গোষ্ঠস্থিত এবং অট্টালিকাদি উচ্চস্থানস্থিত মানবগণ
ত্রীকূক্ষের ত্রীমুখশোভা নিরীক্ষণ করিতে থাকিলে এবং চারিদিকে নেত্রকমলের
প্রান্তভাগের শোভাদ্বারা সুখরাশি অন্তর্ভূত হইলে তিনি বেণুদ্বারা বিবিধ রাগ
উচ্চারণ করিয়া প্রবেশ করিলেন ॥ ১১৬ ॥

পশুদিগের হৃদ্যরব, পশুপালকদিগের হর্ষপূর্ণ কলকল ধ্বনি, দেবতাদিগের
স্তববৃষ্টি এবং সনকাদি ঋষিগণের বেদাদি নিগম শাস্ত্রসমূহের আরব্ধি ধ্বনি,
এইরূপে চারিদিকেই ব্যাপক শব্দ হইতে লাগিল । তাহাতে তত্রত্য লোকসমূহ
বধিরের তুলা অবস্থা প্রাপ্ত হইল । যে শব্দ সকলশব্দকেও ভেদ করিয়া থাকে,
বেণুর স্বল্প শব্দ তৎসমুদায়কেও ভেদ করিয়া নিতান্ত উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইল অর্থাৎ
বেণুধ্বনির শ্রবণমাত্রে অশ্র শব্দের শ্রবণ তিরোহিত হইল ॥ ১১৭ ॥

অথ বনকুল-গোকুলাভ্যাং মিথঃ স্মৃথমভিমুখাগত্যোর্মহতাঃ সমূহয়োর্মহোদধিতুল্যায়োঃ সঙ্গমঃ সম্ভূতঃ । যথা নিত্যমেব তথানুভবিনামপি দিনৌকসাং চমৎকৃতরজায়ত । যত্র শ্রীগোবিন্দ-এব স্ময়মিন্দবতি স্ম । স্ময়মেবচ বেণুশিক্ষয়া ধেনুঃ পৃথক্ পৃথগ-বাতস্তন্তুঃ ॥ ১১৮ ॥

তত্র গোষ্ঠাদ্রহিলস্তিতমুহুরপম্ভস্তানাং দোহাদিকস্মৃণা গবাং তর্ণকাদীনাগপি শস্য নিস্মায় ছক্ষায় জনান্ পুরো বিধায় সবয়োভিরাবৃতৌ সর্কেষাং মধ্যবৃত্তৌ স্তবৃত্তৌ গোপুরমাত্রজন্তৌ গৃহায় ব্রজন্তৌ স্বকুল-যশোদায়ি-যশোদাদিপুরুষীরাঙ্গ-নীরা-

অধুনা বনাং গোকুলাচ্চ নির্গতানাং সর্কেষাঃ পরস্পরমিলনং বর্ণয়িতুমারম্ভতে অধেত্যাদি-গদোন । আগত্যোঃ স্থানদৈবিধাদনয়োদ্বিঃ । ইন্দবতি স্ম ইন্দুশ্চন্দ্রঃ স ইব আচচার । অবাত-দৃষ্টং অবস্তস্তয়ামাস ॥ ১১৮ ॥

গোকুলপ্রবেশে প্রকারভেদং বর্ণয়িত্বা প্রবেশানন্তরং শ্রীরামকৃষ্ণয়োবিশ্রামস্থং বর্ণয়িত্বা প্রকমতে যত্রোতাদি গদোন । উপষ্টস্তানাং উদ্রেকাণাং । শব্দ স্থং । নিস্মায়ীয়েতি বা পাঠঃ । স্তবৃত্তৌ আঃ স্তবৃত্তাবিতাত্র লক্ষণার্থে শত্ৰুপ্রত্যয়ঃ । রাজিঃ শ্রেণী ।

অনন্তর একদিকে বন হইতে, অপরদিকে গোকুল হইতে লোকসকল পরস্পরে মুখে সম্মুখ প্রদেশে আগমন করিলে, মহাসমুদ্রতুলা মহৎ লোকসমুহদ্বয়ের মিলন হইয়াছিল । এই অবস্থা নিত্য নিত্য অনুভব করিলেও সর্গবাসি দেবগণের বিস্ময় জন্মিয়াছিল । কারণ যে স্থানে গোবিন্দও স্ময়ঃ চন্দ্রের ছায়া শোভাধারণ এবং স্ময়ই বেণুশিক্ষাদ্বারা ধেনুগণকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে প্তির করিয়াছিলেন ॥ ১১৮ ॥

তথায় গোষ্ঠ হইতে বাহিরে আসিয়া বারবার যে সকল ধেনুগণের নিরোধ করা হইয়াছিল, দোহনাদি কার্য্যদ্বারা সেই ধেনুগণের এবং বৎসসকলের স্মৃথোৎ-পাদনপূর্ব্বক ছন্ধের নিমিত্ত সমস্ত লোকদিগকে সম্মুখে রাখিয়া সচ্চরিত্র শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেব সমবয়স্ক সখাদিগের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইলেন । সকলের মধ্যস্থানে থাকিয়া পুরবারে আগমনপূর্ব্বক যখন গৃহে যাইবার নিমিত্ত উত্তত হয়েন, ঐ সময়ে নিজ বংশের যশোদায়িনী যশোদাপ্রভৃতি পুরুষীবর্গ তাঁহাদের ডই জনের

জিতৌ রাজিতৌ লাজাদিভিরভিবৃষ্টৌ সমমেব সমস্তনয়নদৃষ্টৌ
গোষ্ঠাভাস্তরং প্রবিষ্টৌ নিজনিজপ্রেয়সীসমাকৃষ্টিপটুদৃষ্টিবিশিষ্টৌ
নিহতদনুজৌ রামরামানুজৌ চরণমার্জন-বীজনাতিভি-বিশ-
শ্রমভুঃ ॥ ১১৯ ॥

তত্র ক্ষণকতিপয়ং জননীজনিত-লালননির্মাণ-শাস্ত্রানুভূয়
স্নানধামনি সন্তুয় নিজসেবাকৃজ্ঞনকারিত-মজ্জনাতিভিঃ স্রবেশ-
তয়া বিভূয় পুনর্জননীসনীড়মেবাজগতুশ্চ ॥ ১২০ ॥

ততশ্চ সন্ধ্যাং গময়িত্বা জনকাতিভিঃ সহ ভোজনাদিলীলাং

রাজিতৌ শোভাবিশিষ্টৌ । সমস্তনয়নদৃষ্টৌ । সমস্তৈর্জনৈঃ নয়নদৃষ্টৌ ॥ ১১৯ ॥

ততোহনুক্ৰমেণ তয়োঃ সেবাপরিপাট্যং বর্ণয়তি তত্রৈত্যাদিগদ্যেন । সন্তুয় মিলিত্বা । সনীড়ঃ
নিকটং ॥ ১২০ ॥

তদেবঃ দিবসকৃতলীলাং বর্ণয়িত্বা রাধিবিহিতলীলাং বর্ণয়িতুমারম্ভতে ততশ্চেত্যা-
দিগদ্যেন ॥ ১২১ ॥

আরাত্রিক করিলেন, তৎকালে উভয়েরই শোভা হইয়াছিল। সকলেই যখন
ঠাঁহাদের উপর লাজ পড়তি বর্ণন করিতে লাগিলেন এবং সকলেই যখন নেত্রদ্বারা
ঠাঁহাদিগকে দর্শন করিতেছিলেন, সেই সময়ে, উভয়েই গোষ্ঠমধ্যে প্রবেশ
করিলেন। নিজ নিজ প্রেয়সীদিগকে আকর্ষণ করিবার নিমিত্ত উভয়েরই দৃষ্টি
বেশ স্পষ্ট ছিল। এইরূপে দনুজদলন রাম ও কৃষ্ণ গোষ্ঠের মধ্যে অর্থাৎ গোগৃহের
মধ্যে প্রতিষ্ঠ হইয়া চরণমার্জন ও বীজনাতি দ্বারা শ্রমাপনোদন করিলেন ॥ ১১৯ ॥

অনন্তর তথায় কিয়ৎক্ষণ উভয়েই জননীকৃত লালনসুখ অনুভব করিয়া
স্নানগৃহে একসঙ্গে গমন করিলেন। ঠাঁহাদের সেবকগণ ঠাঁহাদিগকে স্নানাদি
কার্য্য করাইয়া দিলেন, পরে ঠাঁহারা স্রবেশে সজ্জিত হইয়া পুনর্বার জননীর
নিকটেই আগমন করিলেন ॥ ১২০ ॥

তদনন্তর সন্ধ্যাকাল যাপন করত পিতা নন্দাদির সহিত ভোজনাতি লীলাং

জনয়িত্ব। বহিঃসভাভাগমাগম্য সময়েব * নানাবক্ষুজনতয়া সমা-
গম্য তদ্বিশিষ্টৌ সূপবিশ্টৌ বভূবতুঃ ॥ ১২১ ॥

যত্র নানাগুণিশতেষু সমাগতেষু তাভ্যাং স্কুমারতাপ্রভু-
তাভ্যাং কুমারসূতাভ্যাং সহ স্মৃতিরত্নচূড়াবান্ধজতুঃ ॥ ১২২ ॥

ততঃ শ্রীমত। গোলোকসাম্রাজ্যবতা ভোজনাদিকং পৃষ্ঠয়ো-
স্তয়োঃ পরমহৃষ্টয়োঃ শ্রীযুতরামানুজস্তু নিজানুজবদেব তৌ সূত-
তনুজাবাহুয় ভূয়সা স্নেহেন সদেশমুপবেশয়ামাস । নিজব্রজ-
বাসিসূতাদীনাং প্রভূতানাং ভব্যানি কাব্যানি তৈরেব শ্রাবয়ামাস
চ । ততশ্চ তৌ পরমহৃষ্টৌ সন্তৌ স্বগুণকলাপং সফলয়িতুং
বলবদ্বৎকণ্ঠিতবন্তৌ ॥ ১২৩ ॥

তত্র সভায়াং চতুর্থাং সূতানাং প্রবেশ বর্ণয়তি যত্নেত্যানিগদোন । তাভ্যাং মধুকণ্ঠ
মিথকণ্ঠাভ্যাং ॥ ১২২ ॥

তদনন্তরং জাতং বৃত্তান্তং বর্ণয়তি তত ইত্যাদিগদোন । সদেশং নিকটং । সফলয়িতুং
নিষ্পাদয়িতুং ॥ ১২৩ ॥

সমাপনপূর্বক বাহিরে সভাভাগে আগমন করিলেন এবং একসঙ্গেই নানাবিধ
বক্সসমূহের সহিত মিলিত হইয়া উপবেশন করিলেন ॥ ১২১ ॥

যে সভায় শত শত গুণিগণ সমাগত হইলে, অতিস্কুমার সেই মধুকণ্ঠ ও
মিথকণ্ঠ নামক সূত্রবালকদ্বয়ের সহিত স্মৃতি ও রত্নচূড় (অর্থাৎ উক্ত বালকদ্বয়ের
পিতা ও মাতুল) আগমন করিলেন ॥ ১২২ ॥

তদনন্তর গোলাকসাম্রাজ্যের অধিপতি শ্রীমান্ নন্দ স্মৃতি ও রত্নচূড়কে
ভোজনাদির কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাতে তাঁহারা পরমহৃষ্ট হইলে, শ্রীযুত
রামানুজ ও শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতার দ্বায় মধুকণ্ঠ ও মিথকণ্ঠ দুই জন সূত-
পুত্রকে আহ্বান করিয়া বহুতর মেহে নিকটে উপবেশন করাইলেন এবং বহুতর

* সময়েব ইত্যংগঃ কচিং পুস্তকে নাস্তি ।

অথ প্রহরমাত্রায়াং রাত্রাবাচরিতযাত্রায়াং নন্দিতসর্বসমা-
জেন শ্রীভ্রজরাজেন সমজ্যাপ্রধানেষু প্রাতর্নব্যকাব্যশ্রবণ-নিম-
ন্ত্রণমপর্বজ্য বিসর্জ্যমানেষু তং নিজজনকমনুজ্ঞাপ্য কনকবসন-
স্তৌ স্বকুমারৌ সূতকুমারৌ করে গৃহীত্বা স্পৃহান্তরং হিত্বা
মাতৃগৃহান্তঃ সঙ্গতবান্ মাতরং প্রতি তয়োঃ প্রসঙ্গং সঙ্গ-
মিতবাংশ্চ ॥ ১২৪ ॥

ততস্ত তাত্ সর্বস্তুতাং তৌ কুমারসন্তৌ সখসারং সম্ভবন্তৌ
বিবিধমেবমুৎপ্রেক্ষিতবন্তৌ * । কিমিয়মশ্চ গোকুলচন্দ্রস্য ক্ষীর-

অধুনা শ্রীকৃষ্ণো মধুকণ্ঠম্নিক্কণ্ঠয়োঃ প্রেমাতিশয়েন যথা সম্মাননং চকার তত্ত্ব সপ্রসঙ্গ-
বর্ণয়তি অণেত্যাদিগদ্যেন । যাত্রায়ামুৎসবে । সমজ্যা সভা । অপর্বজ্য দৃষ্টা । কনকবসন-
শ্রীকৃষ্ণঃ ॥ ১২৪ ॥

তদেবং তৌ সূতপ্রবরৌ শ্রীকৃষ্ণমাতরং সম্ভক্তি নিরীক্ষ্য যথা উৎপ্রেক্ষয়াককৃত্ত্বত্ববর্ণয়তি
ততস্তিত্যাদিগদ্যেন । কুমারসন্তৌ কুমারোত্তমৌ । সম্ভবন্তৌ প্রাপ্তবন্তৌ ।

নিজভ্রজনিবাসি সূতদিগের মঙ্গলবাক্যসকল তাহাদের দ্বারাই শ্রবণ করাইলেন ।
তৎপরে মধুকণ্ঠ ও ম্নিক্কণ্ঠ দুই জনে অতিশয় সমুদ্র হইয়া স্নায় গুণরাশিকে
সফল করিবার নিমিত্ত অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইলেন ॥ ১২৩ ॥

অনন্তর শ্রীভ্রজরাজ এক প্রহর রত্নিপর্যন্ত উৎসব বিধানপূর্বক সকলকে
আনন্দিত করিয়া ও সভাস্থ প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগকে প্রাতঃকালে নূতনবাবা
শ্রবণের নিমন্ত্রণ করিয়া বিদায় দিলেন । তৎপরে কনকবসন শ্রীকৃষ্ণ নিজ পিতার
অচুমত ক্রমে সেই স্বকুমার সূতকুমারদ্বয়ের হস্ত ধারণাপূর্বক অত্র বাসনা
পরিতাগ করিয়া মাতার গৃহমধ্যে গমনপূর্বক তাঁহার নিকটে উভয়ের প্রসঙ্গ
জানাইলেন ॥ ১২৪ ॥

তদনন্তর কুমারশ্রেষ্ঠ সেই বালকদ্বয় সর্বপূজ্য ও আনন্দনির্গাসরূপা শ্রীযশো-
দাকে প্রাপ্ত হইয়া নানাবিধ উৎপ্রেক্ষা করিতে লাগিল ! ইনি কি এই গোকুল
চন্দ্রের ক্ষীরসমুদ্রের গভীর তীরভূমি ? অথবা পূর্ণচন্দ্রের উদয়াস্তদ রাক্ষসপুর্ণিমার

* বিচারিতবন্তৌ ইতি গৌরানন্দপুস্তকদ্বয়পাঠঃ ।

নীরধিগন্তীরবেলা, কিম্বা পূর্ণতদুদয়াকর-রাকাসাকারতয়া লক্ষ-
মদ্বিধদৃষ্টিমেলা, কিম্বা প্রাচী দিগেবমানন্দনয়া রচিততনয়া, বস্ত্র-
তন্তু * তনয়বিষয়া দয়া কিল ক্ষুরদেবমুদয়তয়া শীতলীকৃতলোক-
সমুদয়েতি ॥ ১২৫ ॥

অথ সাচ পরমরমণীয়ঃ রিত। মধুরেণ ব্যবহারাদিনাভ্যবহারা-
দিনা বস্ত্রালঙ্কারাদিনা চ প্রচুরতরমেব স্নেহং তরোরাচরিত-
বতী ॥ ১২৬ ॥

ততশ্চ তয়োর্মঙ্গলায় মাতরমাশিষশ্চিহ্না বাস-সমাসাদনায়
চানুজ্ঞাবিতরঃ যাচিহ্না স্বয়মপি স্নেহাবেশময়তন্নিদেশবশতয়া
বিশ্রমায় সংবেশবেশ্য প্রবিশন্ সর্বসুখসারঃ শ্রীগোপাধিপতি-

রাকা পূর্ণকলচন্দ্রা পূর্ণিমা। মেলা মিলনঃ। ক্ষুরদেবমুদয়তয়া ক্ষুরস্নেবমুদয়ে। যন্তু স
তন্তাবেন ॥ ১২৫ ॥

তদা বজ্ররাজী বাৎসলোন তৌ যথা লালিতবতী তদ্বর্ণয়তি অথেষ্ট্যাদিগদোন ॥ ১২৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণস্ত সখোন গৃহীতাত্যাং তাত্যাং সহ শ্রীরাধানিকটং যথা জগাম তদ্বর্ণয়তি ততশ্চেত্যাদি-
গদোন। তয়োর্মধুকণ্ঠস্বন্ধকণ্ঠয়োঃ। মাতরমিতি গোণং কন্ঠং। চিহ্না চয়নং কুহ্না। বাসসমা-
নাদনায় বাসগৃহে গমনায় চ। বিতরং বিস্তারং। সংবেশবেশ্য শয়নগৃহং।

আকার ধারণ করিয়া মাদৃশ জনের দৃষ্টিপথে মিলিত হইয়াছেন? কিম্বা পূর্বদিক্
এইরূপ আনন্দ দেখাইয়া নীতিনির্মাণ করিয়াছেন, বাস্তবিক কিন্তু পুত্রবিষয়িণী
দয়াই এইরূপে উদয় পাইয়া লোকসমুদয়কে শীতল করিতেছেন ॥ ১২৫ ॥

অনন্তর সেই পরমরমণীয়স্বভাবা শ্রীযশোদা মধুরব্যবহার, খাণ্ডসামগ্রী এবং
বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা ঐ স্ততকুমারদ্বয়ের প্রতি প্রচুরতর স্নেহভাব প্রদর্শন
করিলেন ॥ ১২৬ ॥

তদনন্তর সর্বসুখের সারস্বরূপ সেই বজ্ররাজকুমার মধুকণ্ঠ ও স্তিমিকণ্ঠ-
নামক স্ততপুত্রদ্বয়ের মঙ্গল নিমিত্ত মাতার নিকট হইতে আশীর্বাদ লইয়া বাস-

কুমারন্তো সূতস্বন্তো স্মেন যুতো বিধায় শ্রীরাধিকা-সদেশমাসা-
দিত্তো চকার ॥ ১২৭ ॥

আসন্নো চ তৌ বিদ্যুদাবলিষু তদধিদেবতামিব, কমলিনীষু
কমলালয়ামিব, সর্বসম্পত্তিষু সদনুকম্পামিব, গুণশ্রেণীষু সর্বিনয়-
নীতিমিব, হরিরতিজাতিষু মহাভাবসম্পদমিব, নিখিলসখীষু
শ্রীরাধামীক্ষামাসতুঃ ॥ ১২৮ ॥

অথ তাং পশ্যন্তাবেন প্রেমবশ্যং তাবাত্মানমজানন্তাবাত্মনা
কৃষ্ণং এব সান্তুষ্ট্যামাস ॥ ১২৯ ॥

আদাদিত্তৌ প্রাপিতৌ ॥ ১২৭ ॥

অথ শ্রীরাধাদর্শনে তয়োযা যা উৎপ্রেক্ষা উদ্ভূতা তাং তাং বর্ণয়তি আসন্নো চেত্যাদিগদ্যেন ।
হরিরতিজাতিষু ভাবাদিষু । ইক্ষামাসতুঃ দদৃশতুঃ ॥ ১২৮ ॥

ততস্তয়োস্তদর্শনমাত্রেন সন্তুষ্টিপ্রেমবিকারো জাতস্তদাতু শ্রীকৃষ্ণস্ত সখ্যকৃত্যং বর্ণয়তি
অথেত্যাদিগদ্যেন ॥ ১২৯ ॥

গৃহে গমনের নিমিত্ত অতৃপ্তা প্রার্থনা করিলেন এবং স্বয়ংই স্নেহাবেশপূর্ণ এবং
মাতৃনিদেশের বশবর্তী হইয়া বিশ্রামের জন্ত শয়নগৃহে প্রবেশপূর্বক সেই সূত-
পুত্রবয়সকে আপনার সঙ্গে করিয়া শ্রীরাধার নিকটে লইয়া গেলেন ॥ ১২৭ ॥

সূতকুমারদ্বয় তথায় উপস্থিত হইয়া বিচক্ষমালায় মধোঃ তদধিষ্ঠাত্রী দেবতার
আয়, কমলিনীসমূহের মধোঃ কমলালয়া লক্ষ্মীদেবীর আয়, সমস্ত সম্পত্তির মধোঃ
সম্ভবনের অতুকম্পার আয়, গুণশ্রেণীর মধোঃ বিনয়পূর্ণ নীতির আয় এবং শ্রীকৃষ্ণের
রতিসমূহের মধোঃ মহাভাবসম্পত্তির আয়, সখীগণের মধোঃ শ্রীরাধাকে দর্শন
করিলেন ॥ ১২৮ ॥

তনস্তর তাঁহারা যখন শ্রীরাধাকে দর্শন করিল, তখন প্রেমে বিবশ হইয়া তাহা-
দের আশ্রয়বিস্তৃতি ঘটিল, তাহা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাহাদিগকে সান্তুষ্ট
করিলেন ॥ ১২৯ ॥

সাস্ত্রিতৌ চ তৌ তঞ্চ তঞ্চ নিচায্য চিন্তয়ামাসতুঃ ॥ ১৩০ ॥

ইন্দ্রনীলরুচিজীবনং মহঃ, স্বর্ণবর্ণনিকরাকরপ্রভা ।

যচ্চ যাচ চয়নং তয়োরিদং, দ্বন্দ্বমাদিরসসারকারণং ॥ ইতি ॥ ১৩১ ॥

অথ কংসরিপুণা পরিচায়িতয়োশ্চ তয়োরেষা সকৌতুকং
বালদেবরয়োরিব কুমারবরয়োঃ সশস্ম সনস্ম চ পুরস্কারং
চকার ॥ ১৩২ ॥

ততঃ সঙ্গিনঃ প্রদাপ্য মাতুলগৃহমেব তৌ প্রস্থাপ্য শ্রীগো-
বিন্দঃ স্বনোহনমন্দিরং প্রবিবেশ সংবিবেশ চ ॥ ১৩৩ ॥

তদানীন্তনং তয়োৰ্ভূতং বর্ণয়তি সাস্ত্রিতৌ চেত্যাদিগদোন । নিচায্য আলোকা ॥ ১৩০ ॥

তয়োশ্চিদ্বন্দ্বনপ্রকারং বর্ণয়তি ইন্দ্রেত্যাদিগোকেন । ইদং কিশোরিকিশোরীরূপং দ্বন্দ্বং ।
মহন্তেজঃ । আদিরসো মধুররসঃ ॥ ১৩১ ॥

ঐতন্ত্রয়োঃ শ্রীরাধায়াঃ সশস্ম নস্মস্নেহকাব্যং বর্ণয়তি অশ্চেত্যাদিগদোন । এষা শ্রীরাধা ।
বালদেবরয়োঃ কনিষ্ঠদেবরয়োঃ ॥ ১৩২ ॥

অথনোহনমন্দিরং শ্রীকৃষ্ণাঃ শয়নলীলাং বর্ণয়িতুমারম্ভতে তত ইত্যাদিগদোন । সংবিবেশ শিষ্টো ॥ ১৩৩ ॥

উভয়ে সাস্ত্রিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরাধাকে দর্শন করত চিন্তা করিতে
লাগিলেন ॥ ১৩০ ॥

ইন্দ্রনীলমণির যে শোভা আছে সেই শোভার জীবনস্বরূপ তেজ এবং স্বর্ণ
বর্ণসমূহের আকর পভা, এই উভয় পদার্থের যে একত্র মিলন, ইহাই শ্রীরাধা ও
শ্রীকৃষ্ণ, এবং ইহাই আদিরসের সারের কারণ ॥ ১৩১ ॥

অনন্তর কংসরিপু শ্রীকৃষ্ণ যখন উভয়ের পরিচয় দিলেন তখন শ্রীরাধা
কৌতুকসহকারে পরমস্বখে কনিষ্ঠদেবরের গায় সত্যকুমারদ্বয়কে পুরস্কার প্রদান
করিলেন ॥ ১৩২ ॥

তদনন্তর আপনার সহচরদিগকে সঙ্গে দিয়া সত্যপুত্র দুইটিকে মাতুলগৃহে
রত্নচূড়ের বাসাবাটীতে) প্রেরণ করত শ্রীকৃষ্ণ নিজের মোহনমন্দিরে পবেশ-
পূর্বক শয়ন করিলেন ॥ ১৩৩ ॥

তত্র—

আয়াতে রমণে সসম্ভ্রমমুপাগম্যাসনাদিক্রিয়া-

মাচর্য্য ব্যজনাদিভিঃ স্বয়মসৌ সেবাবধানং দধে ।

শয্যায়াং স্থরিতং গতে পুনরিয়ং লীনা সখীয়াচিতা-

প্যাসীৎ ক্রাপি কদাপি তৎপরিচিতা নাস্মীতি তদ্ব্যঞ্জতী ॥ ১৩৪

তত্র সখীনাং বচনং—

অদৃষ্টে দর্শনোৎকণ্ঠাং দৃষ্টেতু ভ্রমপঙ্খুতিং ।

সর্বদা কুর্সতী কৃষে কৌদৃশীতি ন লক্ষ্যসে ॥ ১৩৫ ॥

অথ শয়নগৃহঃ প্রাপ্তে শ্রীকৃষ্ণে শ্রীরাধিকাকর্তৃকাং সেবাপরিপাটীঃ বর্ণয়তি তত্র আয়াতে ইত্যাদিপদ্যেন । অসৌ শ্রীরাধা । তদাপি তস্তা নবোঢ়ায়া ইব ভাবঃ ব্যঞ্জয়তি শয্যায়ামিতি ইত্যাদি-
পদ্যাংকেন ॥ ১৩৪ ॥

তস্তাস্তাদৃগ্ভাবদশনে সখীনাং পরঃ বচনং বর্ণয়তি অদৃষ্টে ইত্যাদিপদ্যেন । অপঙ্খুতিঃ
স্বভাবগোপনং ॥ ১৩৫ ॥

শয়নগৃহে শ্রীকৃষ্ণ আগমন করিলে শ্রীরাধা সসম্ভ্রমে আসিয়া আসনাদি প্রদান
কাগ্য সমাধানপূর্ব্বক চামরাদিদ্বারা স্বয়ংই সেবার পরিপাটী করিতে লাগিলেন ।
তিনি শয্যাগমন করিলে শ্রীরাধা পুনর্ব্বার লুক্ষায়িত হইয়া রহিলেন, সখীগণ
প্রার্থনা করিলেও “আমি কোনস্থানে কোনকালে শ্রীকৃষ্ণের সহিত পরিচিতা হই
নাই” এইরূপ ভাব প্রকাশ করিলেন ॥ ১৩৪ ॥

সেই স্থানে সখীগণ কহিতে লাগিলেন । রাধে ! যখন শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে
না পাও তখন তোমার দেখিবার উৎকণ্ঠা হয়, আর যখন দেখিতে পাও তখন
স্বভাবের গোপন করিয়া থাক, তুমি সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এইরূপ ভাবপ্রকাশ
কর, অতএব তুমি যে কিরূপ ? তাহা আমরা জানিতে পারিলাম না ॥ ১৩৫ ॥

ততঃ সখাভ্যাং স্নগৃহীতবাহু-নীতাপি মধ্যে গৃহমায়তাক্ষী ।
 স্তম্ভেন বাহেন তথাস্তরেণ, কৃতাবলম্বা চক্ৰে প্রিয়েণ ॥১৩৬
 বলেন কৃচ্ছা হরিণাপ্যনল্পং, তল্লং গতাসীন্মিলিতুঞ্চ লোলা ।
 তথাপি নায়াদৃজুতাস্তু কিন্তু করাকরিপ্রায়তয়া সমঞ্জ ॥১৩৭॥
 অমিলনহঠকৃদযদামিলদ্বা হরিমথ ভেদয়িত্যেয়মাশু কেন ।
 দ্বয়মপি চরিতং ন চিত্রমস্মা। যদলগমৌ রসরূপতাময়াসৌ ॥১৩৮

ততো দূরবর্তিস্থাস্তস্মা মিলনে ললিতাবিশাখয়োঃ সঙ্গীকৃত্যাঃ তদাচ শ্রীকৃষ্ণকৃত্যঞ্চ বর্ণয়তি তত
 ইত্যাদিপদ্যেন ॥ ১৩৬ ॥

তত্রাপি তস্তাঃ স্ভাবিকবাম্যং বাহু প্রাচুরভূদিত্তি বর্ণয়তি বলেন ইত্যাদিপদ্যেন । লোলা
 নাতিলম্বা । নায়ং সরলতাং ন প্রাপ । করাকরিপ্রায়তয়া করেণ যুদ্ধং বৃত্তং তদ্বল্যুতয়া ॥১৩৭॥

তত্র তস্তা মিলনে যৎ দ্বয়ং চরিতং জাতং তদ্বর্ণয়তি অমিলনহঠকৃদিত্তিপদ্যেন । মিলনা-
 ভাবে যো হঠঃ বলাৎকারস্বত্বকুং যদা তদ্রূপা সা হরিমামিলং তদা কেন ইয়ং শ্রীরাধা ভেদয়িতা
 ভেদয়িষ্যতে বশীকর্তৃং সমর্থতি ॥ ১৩৮ ॥

তদনন্তর ললিতা ও বিশাখা স্নদ্রুতরূপে বাহুবয় ধারণ করিয়া আয়তলোচনা
 শ্রীরাধাকে গৃহমধ্যে লইয়া আসিলে তৎকালে তাঁহার বাহু ও আশ্রয়িক স্তম্ভ
 উপস্থিত হইল, তখন প্রিয়তম তাঁহাকে আকর্ষণ করিলেন ॥ ১৩৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত বল প্রকাশ করিয়া যখন শ্রীরাধাকে আকর্ষণ করিলেন, তখন
 শ্রীরাধা অভিলাষিণী হইয়া যদিচ মিলিত হইবার জন্ত শয্যায় গমন করিলেন,
 তথাপি তিনি সরলতা প্রাপ্ত হইলেন না, কিন্তু প্রায়শঃ হস্তার্হাশু করিয়াই মিলিত
 হইলেন ॥ ১৩৭ ॥

অমিলনে তিনি যখন বল প্রকাশ করিলেন এবং পরে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত
 হইলেন, তখন কোন্ বাক্তি শীঘ্র শ্রীরাধাকে বশীভূত করিতে সমর্থ হইবে ? ইহার
 উভয়বিধ চরিত্রই আশ্চর্যজনক, যে হেতু তিনি রসের সারস্বরূপ মধুররসের
 পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ১৩৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণচৈতন্য সসনাতনরূপক ।

গোপাল রঘুনাথাপ্ত ব্রজবল্লভ পাহি মাং ॥ ১৩৯ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীগোপালচম্পূম্নু শ্রীগোলোকবিলাসবিকাসনঃ
দ্বিতীয়ং পূরণং ॥ * ॥ ২ ॥ * ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীগোলোকবিলাসঃ সম্পূর্ণঃ ॥ * ॥

শ্রীকৃষ্ণেতি । যথা মহামহ্যঃ প্রণবপুটিতো ভবতি প্রণবস্য সন্মসাদধকহাং । তথৈতন্য
পদ্যস্ত সন্দসাদধকহাং আত্মপুয়ো পুটিতহঃ জ্ঞেয়ঃ । প্রথমপূরণান্তে দ্বিতীয়পূরণান্তেচ একবিধ
মেব মঙ্গলাচরণং । ইদীদমেব পুটিতহমিতি সরলাখঃ ॥ ১৩৯ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীমদুগবল্লিতানন্দবংশাবতংস-বিষবিপ্যাতশ্রীকিশোরীমোহনগোপাম্যয়জ
শ্রীবীরচন্দ্রগোপামিনা বিরচিতায়াং শদার্থবোধিকায়ং টীকায়ং দ্বিতীয়ং পূরণং সমাপ্তং ॥ * ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীগোলোকবিলাসো বর্ণিতঃ ॥ * ॥

হে শ্রীকৃষ্ণ ! হে কৃষ্ণচৈতন্য ! হে সনাতনসহিত রূপ ! হে গোপাল
হে রঘুনাথ ! হে আপ্তব্রজবল্লভ ! আমাকে রক্ষা করুন ॥ ১৩৯ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীগোপালচম্পূকাব্যে শ্রীগোলোকবিলাস বিকাশন নামক দ্বিতীয়
পূরণ সম্পূর্ণ ॥ * ॥ ২ ॥ * ॥

॥ * ॥ শ্রীগোলোকবিলাস সম্পূর্ণ ॥ * ॥

অথ তৃতীয়ং পূরণং ।

শ্রীকৃষ্ণ-জন্ম ।

শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণচৈতন্য সনাতনরূপক ।

গোপাল রঘুনাথাপ্ত ব্রজবল্লভ পাহি মাং ॥ ১ ॥

তদেবং প্রশস্তশাস্ত্রাবলোকতঃ শ্রীমান্ গোলোকঃ প্রস্তুতঃ ।
যত্র লোকাভিব্যক্ত-তদনভিব্যক্ত-বৈভবভেদাদ্বিধাপি বৃন্দাবন-
বৈভবং বিভাবিতঃ । যত্র চ লোকানাভিব্যক্ত-বৈভবে চিন্তামণি-
ময়-কমলাকার-গোকুলপ্রকারশ্চাবিকলমবকালিতঃ । যত্র চ

শ্রীগোপালপূরচম্পাত্তৃতীয়ে পুরণে শুভে ।

যশোদায়াং শ্রীকৃষ্ণস্ত জন্মসম্পাদিতম্ভে ॥

অপাধুনা গোকুললীলাং বর্ণয়িতুং সিদ্ধমহামন্ত্রবৎ সন্দাথসাধকং পদ্যং গ্রন্থারম্ভে পুনর্লিখতি
শ্রীকৃষ্ণমিত্যাदि । ব্যাখ্যাত্ত পূর্ববিলাসে দৃশ্যা ॥ ১ ॥

তদেবং গ্রন্থকারঃ পূর্ববিভাগে শ্রীগোলোকাদিবর্ণনং বিধায়াদৌ তদেবানুদ্য বর্ণনীয়পরগ্রন্থঃ
প্রচয়িতুং প্রকৃত্যে তদেবমিত্যাদিগদোন । বিভাবিতঃ সম্পাদিতঃ ।

হে শ্রীকৃষ্ণ ! হে কৃষ্ণচৈতন্য ! হে সনাতনসহিতরূপ ! হে গোপাল !
হে রঘুনাথ ! হে আপ্তব্রজবল্লভ ! আমাকে রক্ষা করুন ॥ ১ ॥

পূর্বোক্ত পুরণে এই প্রকারে প্রশস্ত শাস্ত্রাবলোকনদ্বারা সুন্দররূপে গোলোক-
ধাম প্রস্তাবিত হইল । যে গোলোকধামে জগন্মধ্যে প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত
তই প্রকার বৈভবভেদবশতঃ বৃন্দাবনের বৈভবও তই প্রকারে কথিত হইয়াছে ।
যে বৈভব জগতে অভিযাক্ত নহে, সেই বৈভবাবশয়ে চিন্তামণিস্বরূপ কমলসদৃশ
গোকুলের প্রকার অবিকল নিরূপিত হইয়াছে । যে গোকুলে গোষ্ঠাধিপতি

সপ্তপ্রকোষ্ঠা গোষ্ঠাধিপতিপুরী বর্ণনাভিরূপীকৃত। যত্র চ
প্রাতরৌচিতা-চিতকৃতিপ্রভৃতি শ্রীহরিচারিতং প্রচারিতং । যত্র চ
গোপরাজরাজিত-সকলসভাজিতসভায়াং ভব্যকাব্যবিজ্ঞসর্ব-
জ্ঞতাতিমনোজ্ঞপ্রজ্ঞসূতবংশপ্রসূতকুমারদ্বয়াগমনমনবদ্যং বর্ণিতং ।
যত্র চ ব্রজরাজাদিভিস্তৎকথাশুশ্রূষা প্রথয়াঞ্চত্র ইত্যপি নিগ-
দিতং । তদনন্তরমত্র তৎকথা বিতায়তে * ॥ ২ ॥

অথান্বেদ্যত্রাক্ষিমুহূর্তমারভ্য পূর্ববদেন পূর্বভরামঃ সর্বং
পৰ্বতি স্ম । ভোজনং পুনরৈকান্তিকমেব নিত্যমিব তদ্দিনে
জাতং ।

উরীকৃত্য বিস্তরীকৃত্য ॥ ২ ॥

তদেব পুন্নেদ্যঃ শ্রীকৃষ্ণঃ শ্রীরাধয়া সহ শয়নান্তলীলাং বর্ণয়িত্বা দিনান্তরলীলাং বর্ণয়িত্বা
প্রযতে অথান্বেদ্যরিত্যাদিগদ্যেন । পূজরামঃ পূজজাতো রামো যন্ত স শ্রীকৃষ্ণঃ পৰ্বতি স্ম
পূরয়ামাস । পঙ্গ পুরণে ধাতুঃ ।

নন্দমহারাজের সপ্তপ্রকোষ্ঠ পুরী বিবিধ বর্ণনা দ্বারা বিস্তার করা হইয়াছে ।
যে স্থানে প্রাতঃকাল হইতে সমস্ত সময়ের উপযুক্ত কাব্যকলাপ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের
চরিত্র প্রচারিত হইয়াছে । যে চরিত্রে গোপরাজবিরাজিত সর্বজনপূজিত সভামধ্যে
সর্বত্র উপযুক্ত কাব্যনিপুণ অথচ সমস্ততাপ্তে অতিমনোজ্ঞ সুবিজ্ঞ সূতবংশজাঃ
কুমারবয়স্ক সুন্দর আগমনবার্তা বর্ণিত হইয়াছে । যাহাতে ব্রজরাজ প্রভৃতি
সকলেই তাহাদের কথা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, একথাও
বর্ণিত হইয়াছে । তাহার পর এই তৃতীয় পুরণে ঐ সূতপুত্রদ্বয়ের কথা বিস্তররূপে
বর্ণন করা হইতেছে ॥ ২ ॥

বথা—অনন্তর অত্র দিবসে শ্রীরামের কনিষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ বাক্সিমুহূর্ত অর্থাৎ আঁত
প্রভৃতি কাল হইতে অবিকল পূর্বদিবসের মত সমুদায় কাব্য সম্পাদন করিলেন
নিতা ভোজনের মত সেই দিবসেও পুনরায় ঐকান্তিক ভোজনকাব্য ঘটাইয়াছিল ।

* “তনোভ্যেব্যপি ঙা” ইতি মুদ্রবোধটীকা । তথাচ । তদুরীকৃত্য কৃতিভির্বাচস্পত্য
প্রত্যয়তে । ইতি মাণে । ২ । ৩০ । এবমগ্নত্র জ্ঞেয়ঃ ।

যথাজ্ঞাপয়ন্তি স্ম শ্রীমৎপিতৃচরণাঃ । তাত ! প্রাতরেণ
গোভিঃ শোভিষ্যমাণতাং সম্ভবতা ভবতা তাভ্যঃ সমগ্রানুভূম-
গ্রাসান্ প্রাদেশ্য মদাদেশ্যতয়া বৎকিঞ্চিদুপযুক্ত্য স্বয়মাক্ষ-
তব্যমিতি ॥ ৩ ॥

ভোজনঞ্চ যথা—

অগ্রে সন্মানি রত্নপীঠমহিতৌ রাগাজিতৌ তদধু-
হস্তেভ্যঃ পরিগৃহ্য মাতৃযুগলেনান্নাদি পর্যাপিতং ।
ভুঞ্জানৌ সখিভিঃ স্তনস্নবলিতং প্রস্রায়ন্তৌ চ তদ-
যুগ্মং তেন চ পর্বণা পরিজনং সর্বং স্তথাচক্রতুঃ ॥

সম্ভবতা মিলতা সম্ভবতিমেলনাথঃ । প্রাদেশ্য প্রদায় অক্ষিতবাং গন্তব্যং । ৩ ॥

তন্তোজনপ্রকারঃ বর্ণয়তি অগ্রে ইত্যাদিপদান । পর্যাপিতং সমর্পিতং । প্রস্রায়ন্তৌ হাসয়ন্তৌ
১দণা উৎসবেন সুপাচকৃতঃ । অভূততন্ভাবে ভাঃ ।

তৎপরে শ্রীল পিতৃপাদ নন্দ মহারাজ ঘেরূপ আজ্ঞা করিলেন তাহা বর্ণিত
হইতেছে যথা—গোপরাজ কহিলেন, বৎস ! পাতঃকালেই যাহারা গোগণের
সহিত শোভিত হইবে, তুমি তাহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া সেই সমস্ত গোগণকে
সমগ্রভাবে উৎকৃষ্ট গ্রাসসকল প্রদান করিবা, তৎপরে আমার আদেশক্রমে
বৎকিঞ্চিৎ ভোজন করিয়া স্বয়ং গমন করিও ॥ ৩ ॥

ভোজনের প্রকার যথা—কোন এক উত্তম গৃহের মধ্যে রামকৃষ্ণ রত্নপীঠে
এসিয়া শোভা পাইতে লাগিলেন । তৎকালে উভয়ের জননী উভয়ের বধূদিগের
হস্ত হইতে অন্নবাজ্ঞাদি গ্রহণ করিয়া পরিবেশন করিতে লাগিলেন । উভয়েই
বন্ধগণের সহিত মিলিত হইয়া সুন্দর বাক্য প্রয়োগপূর্বক সেই মাতৃদ্বয়কে হাসা-
ইতে লাগিলেন । অবশেষে সেই উৎসবে সমস্ত পরিজন সুখী হইল ॥

ভোজনান্তরন্তু সাত্ৰং নিভালয়ন্ত্যাঃ সম্মিতঞ্চাকর্ণয়ন্ত্যাঃ
শ্রীমত্যা মাতুর্দ্বিতীয়ায়াঃ পুরস্তাদগ্ৰেজেন সখিভিঃ সখদনানাবার্তাঃ
বর্তয়তি শ্রীব্রজরাজকুমারে ব্রজনরেশাদেশঃ প্রবিবেশ । বৎস !
সভাসদঃ সভায়াং সভাজিতাঃ শোভন্তে, তৌ চ সূতস্তুতৌ
স্বসম্প্রদায়মাদায় বর্তেতে, ইতি ।

তদাচ—

সতু জননোগনুজানতীং প্রণম্য,

ক্রতমনুরামমিয়ায় সভ্যবৃন্দং ।

দ্বয়মপি তদথ প্রকাশযুক্তং,

কুমুদস্বহং কুমুদাকরায়তে স্ম ॥ ৪ ॥

তত্রাভ্যন্তরতঃ সভাবলয়প্রবেশদ্বারং পরিতঃ স্তম্ভপাণ্ডুস্তিস্তম্ভ-

দ্বিতীয়ায়াঃ শ্রীরোহিণ্যাঃ । দ্বয়মপি কুমারামরূপং কুমুদাকরায়তে কুমুদাকরস্তড়াগাদিরিবা-
চরতি প্রকাশতে । অত্র কুমুদসমূহো লভ্যঃ । স্ম ॥ ৪ ॥

তত্র তেষাং সভাপ্রবেশানন্তরং যথাযোগ্যস্থানে উপবেশনপ্রকারঃ বর্ণয়তি তজ্জৈত্যাদিগদোন ।

ভোজনের পর দ্বিতীয়মাতা শ্রীমতী রোহিণী সজ্জনমনে দেখিতেছিলেন এবং
হাস্তমুখে সেচ কথা শুনিতেছিলেন । তখন শ্রীকৃষ্ণ রোহিণীর সম্মুখে অগ্রজ
বলরাম এবং সহচরগণের সহিত নানা প্রকার স্মৃতির কথাবার্তী কহিতেছিলেন ।
ইতিমধ্যে ব্রজরাজের আদেশ আসিয়া উপস্থিত হইল । আদেশ এই যে, বৎস !
সভাসদগণ পূজিত হইয়া সভামধ্যে শোভা পাইতেছেন । সেই সূতপুত্র দুইট
আপনার সম্প্রদায় লইয়া উপস্থিত হইয়াছে । তৎকালে জননী অকৃত্রিম প্রদান
করিলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে প্রণামপূর্বক শীঘ্র বলরামের পশ্চাদ্বর্তী হইয়া সভাগণের
সমীপে গমন করিলেন । অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ এবং সভাগণ কুমুদবন্ধ চন্দ্র ও কুমুদাকর
তড়াগাদির মত শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥

তথায় অন্তঃপুর হইতে সভামণ্ডপে প্রবেশ করিবার জন্ত পূর্বদিকে একট

গৃহাকারং যৎ পঞ্চমং লোকসহস্রাধারতাসমুচ্চতাকারং পূর্ব-
দিগ্গতং পূর্বাং তস্য বহিরন্তরতয়া ঘটিত-সম্মাজাল-রক্ষ-জালেন
কুডোন দ্বিধাবিভক্ত-দীর্ঘতাবিধানস্য তিথ্যাক্রিয়া মধ্যস্থিতেন
নিম্নবজ্রান। বহিরন্তরলক্ষকুটিমচতুর্কয়স্য বহিঃকুটিমদ্বয়-বলিতরত্ব-
পীঠঘটাস্থ যথাযথমুপবিষ্টান্তে দুদাবিশিষ্টা বিভ্রাজন্তে স্ম ॥

যশ্মিন্মুদোচা-কুটিমতটঘটিতামবাচীমুখতয়া বিভ্রাজিনীং রাজি-
নধিকৃত্য বিরাজমানঃ শ্রীব্রজরাজস্তস্য তু সব্যততটঘটিতাং
প্রতীচীমুখতয়া শ্রীনিধানাঃ শ্রেণিমাশ্রিত্য দত্তস্বথসমাজঃ শ্রীব্রজ-

জালরক্ষং গবাক্ষং । কুডা* ভিঃ ২ । তে রামাদয়ঃ । আবচা দক্ষিণা দিক্ । রাজিঃ পঙ্ক্তি*
প্রতীচী পশ্চিমা । অপসব্য* দক্ষিণভাগঃ ।

পুরদার আছে, চারিদিকে শ্রেণীবদ্ধ স্তম্ভ (থাম) থাকায় ঐ পুরদারটিকে গৃহের
মত দেখাইতেছে । ঐ পুরদার পঞ্চম অর্থাৎ উহার ভিতরে আরও চারিটা দ্বার
আছে । ঐ পুরদারের একপ আকার যে ভাহাতে সহস্রসংখ্যক লোকের নিয়মমত
থাকিবার স্থান হইতে পারে । অপিচ ঐ পুরদারের মধ্যস্থলে ভিতর ও বাহিরভাবে
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গবাক্ষযুক্ত একটা ভিত্তি আছে । এই কারণে ভিতর বাহিরের পথটা
দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া রহিয়াছে । উল্লিখিত পথ দিয়া বাহিরে ও ভিতরে
দুইটা দুইটা করিয়া চারিটা কুটিম অর্থাৎ মণিবদ্ধ উচ্চভূমি প্রাপ্ত হওয়া যায় ।
তন্মধ্যে বাহিরের দুইটা কুটিমে কতকগুলি রত্নখচিত পীঠ আছে, উহাদের
দুইখানিতে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম দুই দ্বাতা যথাযথ অর্থাৎ বাম দক্ষিণভাবে উপবেশন
পূর্বক জটীচর হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন ॥

যে সভামণ্ডলে উত্তর দিক্‌গতি কুটিমের তট সংঘটিত, অথচ দক্ষিণমুখে স্রশো-
ভিত শ্রেণী অধিকার করিয়া শ্রীমান ব্রজরাজ বিরাজমান রহিয়াছেন । ব্রজরাজে
এমদিকে কুটিমতট সন্মুখে অথচ পশ্চিমমুখে শোভার নিদানস্বরূপ যে শ্রেণী
আছে সেই শ্রেণী অবলম্বন করিয়া পরম সূখদাতা শ্রীব্রজরাজকুমার বিরাজমান

যুবরাজসুখাপসব্যতত্ত্বটগতকুড়্যসনীড়ঘটিতাং প্রাচীমুখতয়া স্খ-
করীমানলিমাঙ্গাদ্য পরমহিতঃ ক্ষিত্তরোত্তমসমুহসহিতঃ পুরো-
হিতঃ সম্যগ্ধিরাজতে স্ম । তত্রাবাচীকুটিমগতাশ্চ কেচিদাভীর-
বীরা বিরাজন্তে স্ম ॥

ততশ্চ তয়োঃ কুটিময়োর্মধ্যভাগশ্চ প্রাপ্স্বাং ক্রমত উন্নতঃ
স্বয়ন্তু নিস্তীর্ণতয়া নিম্নতয়া চ কুটিমস্থানাং স্খলু দৃষ্টিসঙ্গতঃ সন্
বিভ্রাজতে স্ম । শ্রীভ্রাজং গোলোকসম্রাজমভিমুখীকৃত্য তয়োঃ
কুটিময়োর্মধ্যস্থৌ পুটিতাগ্রহস্তৌ তৌ সূতস্তুতৌ তু সহ সহায়-
মুখানযুতৌ বর্তেতে স্ম । যয়োশ্চ সব্যাপসব্যতঃ সর্বে ব্রজস্থাঃ
সূতাদিষু ক্ষুরদহদনস্থাবিশিষ্টমুপানিষ্টা নিস্তীর্ণতাসাম্প্রাপ্স্বাং
পরে শির্কাঃ ॥ ৫ ॥

আবলিং শ্রেণীঃ । অবাচীকুটিমগতা দক্ষিণদিককুটিমগতাঃ । সব্যাপসব্যতো বামদক্ষিণ-
পার্শ্বে ক্ষুরদহদনস্থাবিশিষ্টঃ ক্ষুরদ্বী বা অহদবস্থা পূজা তথা বিশিষ্টঃ যথা স্ত্রীয়াং । পরে শির্কা
অন্তে সাধজনঃ । পরিশিষ্টা ইতি পাঠে তাদৃশভক্তিনুষ্ঠয়ঃ তং লোকং প্রাপ্তাঃ ॥ ৫ ॥

আছেন । তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ দিগদ্বী কুটিমতটস্থিত ভিত্তির নিকটে সংলগ্ন
অথচ পূর্ণমুখে বিদ্যমান স্খদায়িনী শ্রেণী আছে । তাহাতে পরমহিতৈষী প্রধান
প্রধান ব্রাহ্মগণ সমভিব্যাহারে পুরোহিতগণ সম্যক্রূপে বিরাজমান রহিয়াছেন ।
তথায় কতিপয় মহাবলপরাক্রান্ত আভীরবীর গোপ দক্ষিণদিকের কুটিমে উপবেশন
করিয়া বিরাজ করিতেছেন ॥

তৎপরে সেই কুটিমদ্বয়ের মধ্যভাগ প্রাপ্স্ব হইতে ক্রমে উন্নত হইয়া স্বয়ং
নিস্তীর্ণরূপে ও নিম্নভাবে উভয়রূপে দৃষ্টিগোচর হইয়া শোভা পাইতে লাগিল অথাৎ
সকলের উপবেশনের অবশিষ্ট সমুখবর্তী স্থানটা ঢালুভাবে পড়িয়া রহিল । ঐশ্বর্যা-
শালী গোলোকসম্রাটকে সমুখীন করিয়া কুটিমদ্বয়ের মধ্যভাগস্থিত দুইটী সূতকুমার
রুতাঞ্জলি হইয়া সম্প্রদায় সহকারে উঠিয়া দণ্ডায়মান রহিল । যে কুটিমদ্বয়ের দক্ষিণ
এবং বামপার্শ্বে সমস্ত ব্রজবাসিগণ সূতপ্রভৃতি সকল লোকের উপর পূজা বা

ইতি স্থিতে—

সর্বস্মাদুচ্চমানে মণিজনিতমহাসিংহপীঠে নিবিস্কঃ
 সাধ্বিস্কঃ সৎপ্রকীর্ণাভ্যুপবলিতকরৈর্ভ্রাতৃমধ্যং প্রবিস্কঃ ।
 দৃষ্টিং পীযুষবৃষ্টিং বিনিদধদসকুং কৃষ্ণবক্ত্রে সতৃষ্ণং
 শ্রীমান্ গোলোকরাজঃ স সদাসি দদৃশে রাজমানঃ প্রজাভিঃ॥৬
 শ্রীশুভ্রাসনতুলিকোপরিমিলংকায়াধরাংশো মনা-
 গালম্বাদুপধানচন্দ্রবলয়শ্চেষতিরোবর্তনঃ ।
 ধিষন্ সন্মিতয়া দৃশা পরিষদং শ্রীরামদামাদিমান্
 শ্রীকৃষ্ণঃ সময়াত্র সাম্প্রতমপি প্রত্যক্ষবল্লক্ষ্যতে ॥ ৭ ॥

তত্র শ্রী বজ্ররাজস্ত উপবেশশোভে বর্ণয়তি সপস্মাদিতিপদোন । সদিতি পুস্পমর্গাদি তেন
 স্কন্ধকরৈর্জটৈঃ ॥ ৬ ॥

তত্র শ্রীকৃষ্ণপ্রবেশে বৈশিষ্ট্যং বর্ণয়তি শ্রীশুভ্রোতিপদোন । আলম্বাদবলম্বাং । ধিষন্
 প্রীণয়ন্ । অত্র দেশে ॥ ৭ ॥

সন্ধান প্রদর্শনপূর্বক উপবিষ্ট হইলেন এবং অগ্নাত শিষ্ট ব্যক্তিগণ বিস্তারপূর্ণ
 পাঙ্গণের মধ্যে উপবেশন করিয়া রহিলেন ॥ ৫ ॥

এইরূপ উপবেশনপরিপাটী ঘটনার পর, সেই শ্রীমান্ গোলোকরাজ সর্বাপেক্ষা
 উচ্চ এবং বহুমূল্য মণিখচিত প্রশস্ত সিংহাসনে উত্তমরূপে উপবেশন করিয়া-
 ছিলেন । বজ্ররাজ স্বর্ণ পুস্পাদি মঙ্গলিক দ্রব্যাদির দ্বারা সাধুবাক্যে
 আহূত ও ভ্রাতৃগণের মধ্যে পবিষ্ট হইয়া তিনি সতৃষ্ণভাবে শ্রীকৃষ্ণের বদনে
 অবিরত স্নানবৃষ্টিস্বরূপ দৃষ্টিনিষ্ক্ষেপ করিতেছিলেন । এইরূপে তিনি যখন সভামধ্যে
 বিরাজ করিতেছিলেন, তখন প্রজাগণ তাঁহাকে দর্শন করিতে লাগিল ॥ ৬ ॥

শোভমান শুভ্রবর্ণ আসনতুলিকার অর্থাৎ তোষকের উপর ষাঁহার শরীরের
 অধরাংশ (চরণ অবধি কটিপর্যন্ত) মিলিত হইয়াছে এবং ঈষৎ বক্রভাবে
 অবস্থিত উপধান চন্দ্রবলয় অর্থাৎ গোলাকৃতি বালিশের ঈষৎ আলপন হেতু সন্মিত-
 নয়নে পরিষদকে প্রীতিযুক্ত করিতেছেন । শ্রীরাম ও দামাদি বালকসমন্বিত সেই
 শ্রীকৃষ্ণকে এই সভামধ্যে আমি এখনও যেন প্রত্যক্ষের দ্বারা দেখিতেছি ॥ ৭ ॥

তত্র চ তস্মৈ বর্ণাদিকামেবং বর্ণ্যতে—

শ্যামে শ্যামদশামবাপ সহসা * শোণেহথ শোণচ্ছবিং

পীতে পীতরুচিং তথা বহুবিন্যাস্যে বিচিত্রদ্যুতিং ।

ইত্যঙ্গাদিরূচা হরের্জনদৃশাং বীথিগতা তৎক্ষণা-

ন্নানারূপগতীনটানুপজহাসেন স্মিতব্যঙ্গতঃ ॥ ৮ ॥

কিঞ্চ—

চন্দ্রোহয়ং শ্যাম এষ প্রথমজলধরঃ কান্তিভির্বিষ্মদীপো

ব্রাজন্তে † বিদ্যুতোহস্মিন্ ন সপদি জহত্যাঙ্গসত্তামমৃন্তু ।

শ্যামে রক্তবর্ণে । শোণে নেরোঙাদে । পীতে পীতপটে । স্মিতব্যঙ্গতঃ মন্দহাস্তপ্রকাশনেন ॥ ৮ ॥
তস্মৈ রূপনিরূপণে কবীনাং বিরুদ্ধবাগ্মিতাঃ বর্ণয়তি চন্দ্রোহয়মিতিপদ্যোন । বিদ্যুতঃ পীত-
বর্ণাণি । অমৃবিদ্যুতঃ । অস্মিন্ রুণে । আঙ্গসত্তাং তাত্ত্বিকপ্রকাশতাং সপদি ন জহতি ইতি ন

সেই সভামধ্যে শ্রীকৃষ্ণের দেহকান্তি-প্রভৃতি এইরূপে বর্ণিত হইয়া থাকে ।
যথা—শ্রীকৃষ্ণের শ্যামবর্ণে সহসা শ্যামদশা, রক্তবর্ণ নেত্র ও ওষ্ঠে রক্তকান্তি, পীত-
বসনে পীতশোভা এবং বহুবিধ কান্তিতে বিচিত্র ছাতি ঘটিত হইয়াছিল । এইরূপে
শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের শোভাবারা জনসকলের দৃষ্টিপঙ্ক্তি তৎক্ষণাৎ নানাবিধ
গতি প্রাপ্ত হইয়া মৃদুমধুর হাস্যচ্ছলে নটদিগকে যেন উপহাস করিতেছিল । অর্থাৎ
শ্রীকৃষ্ণের বিবিধকান্তিতে দর্শকজনগণের দৃষ্টি পতিত হইয়া চঞ্চল বা ইতস্ততঃ
বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, ইহাতে বোধ হইতেছিল, যেন তাহারা নটদিগকে উপহাস
করিতেই নেত্রভঙ্গী করিতেছে ॥ ৮ ॥

অপিচ । এই কৃষ্ণচন্দ্র শ্যামবর্ণ প্রথম জলধর স্বরূপ, ইনি কান্তিসমূহ দ্বারা
বিশ্বের দীপ অর্থাৎ প্রকাশক হইয়াছেন । ইহার উপরে বিদ্যানালা অর্থাৎ
পীতবস্ত্রের শোভা বিরাজ করিতেছে, ঐ সকল বিদ্যানালা সহসা আঙ্গসত্তাকে
(আঙ্গ প্রকাশকে) কি ত্যাগ করিতেছে না ? অর্থাৎ আঙ্গসত্তাকে ত্যাগ

* সহসেত্যাতিরিক্তে সদৃশেতি । শোণে তথা শোণতাং । তথা দ্বিতীয়তৃতীয়পাদবর্ণি
বৃন্দাবনপুস্তক এবং দৃশ্যেতে । যথা—পীতে রোচিষি পীতধাম বিবিধে বৈবিধ্যমাগাদিতি ।
অঙ্গোপাঙ্গরূচা হরের্জনদৃশাং বীথিগতা তৎক্ষণাৎ । ইতি ।

† শোভন্তে বিদ্যুতস্তা হহ সপদি জহত্যাঙ্গসত্তামমৃন্তু ।

নক্ষত্রাণীহ লীনাশ্রুপি বত কুমতে নো নভঃ সা সভাসা-

বিত্যন্তোন্তং বিনোদাদ্বিবদনমুদভূতত্র শশ্বৎ কবীনাং ॥ ৯ ॥

তত্রৈব কশ্যচিদন্যস্ত কবিতাঃ —

উপরি মধুকরাবলী তদীয়ং, তলমনু সস্মিতনীলবারিজাতং ।

তদনু রবিস্ততাচ্ছবারিপূরং, স্ফুরতি সখে কিমিয়ং সভা নবাস্তি ॥ ১০ ॥

অথাত্মস্থানে যুক্তঃ শ্রীরামকৃষ্ণাভ্যাং প্রযুক্তঃ প্রসিদ্ধনাগা

অপিতু জহত্যেব । নক্ষত্রাণি মুক্তাহারচন্দ্রনালকাধীনী । নভ আকাশঃ । বিনোদাৎ পরি-
হাসাৎ । বিবদনং কলহঃ ॥ ৯ ॥

অনিরূপ্যং তদ্রূপং পুনরুৎপ্রেক্ষালঙ্কারেণ বর্ণয়তি উপরীতিপদ্যোন । মধুকরাবলী কুন্তল-
শ্রেণী তস্তাঃ সচঞ্চলনমগ্ন সস্মিতনীলবারিজাতঃ স্মিতহাসযুক্তঃ মুখং । রবিস্ততি যমুনা ।
অচ্ছঃ নিম্নলঃ কৃষ্ণবর্ণঃ । নবা নূতনা ॥ ১০ ॥

অধুনা সভাস্তম্ভগতরহস্যস্থানে শ্রীবজ্রাজ্ঞীপ্রভৃতীনাং প্রবেশঃ বর্ণয়িতুং প্রকৃত্যে অণে-
ত্যাদিগদ্যোন । আত্মস্থানে শ্রীরামকৃষ্ণপ্রতিনিধিরূপে ।

করিতেছে এবং ইহাতে নক্ষত্রগণ (মুক্তাহারস্থিত চন্দ্র ও গুচ্ছাদিও) লীন
হইয়াছে । এই কথা শুনিয়া অত্ৰ কোন ব্যক্তি বলিতেছেন, কি আশ্চর্য্য !
রে নির্দোষ ! ইহা আকাশমণ্ডল নহে, কিন্তু ইহা সেই সভা, এইরূপে পর-
স্পরের পরিহাস হেতু তথায় কবিগণের নিরন্তর কলহ উপস্থিত হইয়াছিল ॥ ৯ ॥

সেই সভাস্থলেই অত্ৰ কোন ব্যক্তির কবিতা যথা—যাহার উপরিভাগে
মধুকরশ্রেণী এবং ঐ মধুকরশ্রেণীর নীচে সস্মিত অর্থাৎ জেবং বিকসিত নীলবর্ণ
পদ্ম এবং তৎপশ্চাৎ রবিস্ততা যমুনার নিম্নল জলসমূহ স্ফূর্দি পাইতেছে, হে সখে !
এই কি সেই নূতন সভা ?

অর্থান্তর । শ্রীকৃষ্ণের মস্তকোপরি কুটিল কুন্তলরাশি, তাহার নিম্নদেশে
সস্মিত নীলকমলসদৃশ মুখ এবং তৎপরে রবিস্ততা যমুনার নিম্নল জলসমূহের
তায় তদীয় কান্তি । আহা ! কি অদ্ভুতরূপ ? ॥ ১০ ॥

সভার অন্তর্গত অথচ নিজজনস্থানে শ্রীবজ্রাজ্ঞীদিগের প্রবেশ বর্ণিত হইতেছে ।
অনন্তর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিনিধিরূপে নিম্নত এবং শ্রীরামকৃষ্ণকর্তৃক গেরিত

* তত্রৈবেত্যাদৌ, সভাকারঃ শ্রীকৃষ্ণস্য শরীরং বর্ণয়তি । ইতি আনন্দপুণ্ডকপাঠঃ ।

শ্রীদামা শ্রীরাজং ব্রজরাজমাবেদ্য স সদ্যঃ পুরমধ্যমাসাদ্য
 কৃতী শ্রীব্রজরাজরাজীপ্রভৃতীর্বহিঃকুটিমাং কিঞ্চিদুন্নতকুটিমমনু
 মর্যাদাপর্যাপণশ্চ দলপ্রায়-দলতাবলনশ্চ গরুড়মণিকুড্যবর্যশ্চ
 নিবিষ্টজননেত্রাধস্তনভাগং তনুপ্রমাণমংশমংশমপ্যতিচর্য্য স্ফুট-
 মুপর্য্যুপারি ঘটিতগাত্রং লক্ষসান্নিকৃষ্টিদৃষ্টিবিসৃষ্টিমাত্রপাত্রং শ্রেণি-
 তয়ালঙ্কৃতমনেকানরক্কজালরক্কজালং সময়া সমানীয় প্রতীহারং
 সপ্রতীহারং প্রণীয় দৃগ্ভঙ্গিকলয়া তাসামন্তঃসভাসঙ্গিতামভিনীয়
 পুনস্তয়োরাবিপ্রকৃষ্ট এনোপবিষ্টঃ ॥ ১১ ॥

মর্যাদাপর্যাপণশ্চ মর্যাদায়াঃ পর্যাপণং বিস্তারো যত্র তস্ত । দলপ্রায়োতি । পদ্মপত্রপ্রাঃ
 ইব দলতাবলনং ঘনতাকখনং যস্ত । তনুপ্রমাণমঙ্গং । অতিচর্য্য অতিক্রম্য । গাত্রমাকারঃ
 লক্ষসান্নিকৃষ্টিরिति । লক্ষা বা সান্নিকৃষ্টিঃ সান্নিকযন্ত্যস্মিন । দৃষ্টেবারবিসৃষ্টির্নিষ্ক্ষেপস্তমাত্রপাত্রং । সময়া
 কালে । প্রতীহারং দ্বারং । সপ্রতীহারং দ্বারপালসহিতঃ । অভিনীয় প্রাপয়া । তয়োঃ
 রামকৃষ্ণয়োঃ অবিপ্রকৃষ্টে নিকটে ॥ ১১ ॥

খ্যাতনামা কৃতী শ্রীদাম সমুদ্রিশালী শ্রীব্রজরাজকে আবেদন করিয়া তৎক্ষণাৎ
 পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন । বিস্তীর্ণমর্যাদাপূর্ণ অর্থাৎ বিস্তীর্ণপ্রাস্ত এবং পদ্মপত্রভূলা
 ঘনসমবেত ও মরকতমণিনির্মিত উৎকৃষ্ট ভিত্তির প্রত্যেক অঙ্গাংশ স্থান অতিক্রম
 করিলেন । এই অংশের উপরে উপবিষ্ট বাজ্রিগণের নেত্রের অধোভাগ পাত
 হইয়াছিল অর্থাৎ সকলে অন্ধনেত্রে দেখিতেছেন । ইহা অতিক্রমের পর বহিঃ-
 কুটিম হইতে কিঞ্চিৎ উন্নত কুটিম লক্ষ্য করিয়া বাহিতে লাগিলেন । ঐ কুটিমের
 অবয়ব সকল স্পষ্টভাবে উপর্যাপরি ঘটিত হইয়াছিল, যাহার নিকটে গমন করিলে
 দৃষ্টিপাত না করিয়া থাকা যায় না এবং বাহা শ্রেণীভাবে পর পর বিরাজিত ।
 ঐ কুটিমে ঘনসান্নিবিষ্ট গবাক্ষজাল ছিল । উল্লিখিত কুটিমের নিকটে
 শ্রীমতী রজেশ্বরী দেবীকে আনয়ন করিয়া কুটিমের দ্বারে দ্বারপাল নিব
 করিলেন । তৎপরে ক্রকুটিরচনাদ্বারা তাঁহাদিগের সভামধ্যে নিজের সমাগম
 ভাব প্রদর্শন করত পুনর্বার রামকৃষ্ণের নিকটে গিয়াই উপবেশন করিলেন ॥ ১১

যত্র শ্রীমতাং মিত্রাণাং সঙ্গতো মধুমঙ্গলোহপি রঙ্গ ইব তত্র-
প্রসঙ্গে নন্দভঙ্গিভিঃ শস্য দাতুমঙ্গীকুব্বমিব নিবিবিশে ॥ ১২ ॥

তত্র শ্রীব্রজরাজরাজ্ঞী যথা—

মণিময়বরপীঠে যাতুমুখ্যান্তরালে

নবতনয়বধুভিঃ * সেবিতারাংপ্রদেশা ।

স্বতমুখবিধুকান্তিঃ সা গবাক্ষাং পিদন্তী

স্বত-সুচারিততৃষ্ণকৃ কৃষ্ণমাতা ব্যরাজীং ॥ ১৩ ॥

অথ রাজ্ঞা ব্রজস্য মধুরমাজ্ঞাপ্যতে স্ম । অয়ে মধুকণ্ঠম্নিগ্ধ-
কণ্ঠৌ বয়মুৎকণ্ঠিতাঃ স্মস্ততঃ কিঞ্চিছুটস্ক্যতাং ॥ ১৪ ॥

তত্র চ মধুমঙ্গলস্য প্রবেশং বর্ণয়তি যদেত্যাদিগদ্যেন । রঙ্গ ইব নাটো ইব ॥ ১২ ॥

তত্র চ ব্রজরাজ্ঞীপ্রবেশে বৈশিষ্ট্যং বর্ণয়তি তত্রোত্যাদিগদ্যেন পদ্যেন চ । যাতুমুখ্যান্তরালে
পতিভ্রাতৃপত্নীনাং মধ্যে । সেবিতারাং প্রদেশা-সেবিত আরাং নিকটবর্তী প্রদেশো যন্তাঃ সা ।
সা ব্রজরাজ্ঞী ॥ ১৩ ॥

ততস্তদানীং কথাপ্রসঙ্গনায় ব্রজরাজ্ঞৌ যথাশিশুং তদ্বর্ণয়তি অথোত্যাদিগদ্যেন ॥ ১৪ ॥

সেই বহিঃস্থিত সভামধ্যে শ্রীমান সহচরগণ মিলিত হইলে মধুমঙ্গলও রঙ্গ-
ভূমিতে যেমন কৌতুক করিয়া থাকেন এখানেও তদ্রূপেই পদক্ষেপে কৌতুক-
ভঙ্গীদ্বারা আনন্দদান করিতে অঙ্গীকার করিবার জন্তই যেন প্রবেশ করিলেন ॥ ১২ ॥

সেই সভামধ্যে ব্রজরাজরাজ্ঞী যথা—ব্রজরাজমহিষী যশোদা মণিময় উৎকৃষ্ট
আসনে উপবেশনপূর্বক যাতা অর্থাৎ পতির ভ্রাতৃপত্নীগণের মধ্যবর্তিনী হইয়া বিরাজ
করিতেছিলেন । তৎকালে তনয়দিগের নববয়স্গণ তাঁহার নিকটে আসিয়া তাঁহাকে
সেবা করিতেছিল । তিনি গবাক্ষ হইতে পুত্রের মুখচন্দ্র দর্শন করিতেছিলেন এবং
পুত্রের অপূর্ণ চরিত্রের প্রতি তাঁহার মনোভাব দর্শিত হইয়াছিল ॥ ১৩ ॥

অনন্তর ব্রজরাজ মধুরভাবে আজ্ঞা করিলেন, অয়ে মধুকণ্ঠ ! ও ম্নিগ্ধকণ্ঠ !
আমরা সকলেই উৎকণ্ঠিত হইয়াছি, অতএব তোমরা দুইজনে কোন এক বিষয়ের
উল্লেখ কর ॥ ১৪ ॥

* তনয়-নববয়স্গণের গৌরবান্বিতপুত্রকথাঃ ।

তো চ সাঞ্জলী ব্যানজতুঃ । দেব ! কিং প্রক্রমিতব্যমবলম্ব্য
সংবাদবহে ।

ব্রজরাজ উবাচ । ভবন্তৌ সর্বজ্ঞাবিতি বিজ্ঞাপনাস্মদীয়-
কথাভিরেবাস্মান্ বিস্মায়য়েতাং ।

তাবূচতুঃ । যথা শিষ্টিঃ শিষ্টাশ্রয়চরণানাং, কিন্তু সাবয়ো-
রাবয়োরেকতরঃ সমাজ্যপ্যতাং যথান্যতরঃ শ্রোতা ভবতি ।

ব্রজরাজ উবাচ । দিনমেকমেকমন্তরা প্রত্যেকমপি তত্ত-
দ্রুপতাগাপ্নোতু ! প্রক্রান্তা পুনর্জ্যায়ানৈব জ্যায়ান্ বিধীয়তে ॥ ১৫

তদা চ ব্রজরাজেন সহ তয়োবক্তিপ্ৰভৃতি বর্ণয়তি তৌ চেত্যাদিগদোন । শিষ্টিঃ আশ্রয়ঃ ।
সাবয়োঃ সজ্ঞানয়োঃ । অব ধাতোৰ্গতাত্মকঃ । সাবয়োরিতি পাঠে বাবয়োরিত্যর্থঃ । তথাপি
জ্যোষ্ঠকনিষ্ঠয়োর্মধ্যে অগ্রে কো বক্তা ভবিষ্যতি তত্র জ্যোষ্ঠঃ নির্দ্ধারয়তি প্রক্রান্তেতি । পদমেতৎ
তুৎপ্রত্যয়ান্তঃ । বয়ঃক্রমেণ জনিতা জ্যায়ান্ বৃদ্ধঃ স কথকতয়াঃ শ্রেষ্ঠো বিধীয়তে ॥ ১৫

তাহারা দুইজনে ক্রতাজলি হইয়া নিবেদন করিলেন, মহারাজ ! কোন
আরভ্যমাণ বিষয় অবলম্বন করিয়া কথোপকথন করিব ? ব্রজরাজ কহিলেন,
তোমরা উভয়েই সর্পজ্ঞ, আমাদেরই কথাদ্বারা আমাদিগকে বিন্মিত করিতে পার,
ইহাতে তোমাদের সর্পজ্ঞতাও প্রকাশ পাইবে ।

তাহারা দুইজনে বলিলেন, শিষ্টগণের বেক্রপ আশ্রয় । কিন্তু যদিও আমরা উভয়ে
জ্ঞানবান্ তথাপি আমাদের দুইজনের মধ্যে আপনি একজনকে আশ্রয় করুন,
তাহা হইলে অল্প একজন শ্রোতা হইতে পারে ॥

ব্রজরাজ কহিলেন । এক এক দিন অন্তরে প্রত্যেকেই সেই সেই রূপ পাশ
হইয়া কার্য্য করুক । অর্থাৎ এক দিন যে বক্তা, পর দিন সেই শ্রোতা, তৎপর
দিন সেই শ্রোতাই বক্তা হউক । কিন্তু আরম্ভকর্তা বয়োজ্যেষ্ঠ হইলেই তাহাকে
কথকতাবিষয়ে শ্রেষ্ঠ বলে ॥ ১৫ ॥

ততশ্চ ধৃতোৎকণ্ঠঃ সপদি মধুকণ্ঠঃ কৃতাজ্জলিতয়া নান্দীং
পঠম্মখিলমানন্দয়তি স্ম ॥ ১৬ ॥

নান্দী ।

যথা—

শ্রীমান্ যো ভগবান্ স্বয়ং বিজয়তে ব্রহ্মা স্রবশিষ্মহান্

ব্যাসস্তৎপ্রভঃ পরীক্ষিদপি যাবুগ্রশ্রবঃশৌনকৌ ।

শ্রীমদ্ভাগবতপ্রথাপ্রথয়িনস্তান্ বিশ্বনিস্তারিণঃ

শ্রীগোষ্ঠস্য মহিষ্ঠতাং প্রথয়িতুং কত্ৰামমস্কুস্মহে ॥ ১৭ ॥

তদেবঃ কথাকথনে কথকঃ নোত্যনুসারেণ নিকারিত জ্ঞায়ান্ মধুকণ্ঠো যথাচচার তদ্বর্ণ-
নিত ৩৩শ্চে গ্যাংদিগদোন ॥ ১৬ ॥

নান্দীপঠনে শ্রীভাগবতপ্রবক্তকান্ শ্রীভগবদাদীন গণ্ডো প্রণামাহান্ যথা প্রণনাম তদ্বর্ণয়তি
শ্রীমান্ গ্যাংদিগদোন । তৎপ্রভবঃ শ্রীশুকঃ । উগ্রশ্রবাঃ রোমহর্ষণপুত্রঃ শ্রীভাগবতবক্তা । প্রথা
প্রাণিঃ রীতিশ্রী । কত্ৰাম রমণীয়ান্ ॥ ১৭ ॥

অনন্তর মধুকণ্ঠ উৎকণ্ঠিত হইয়া তৎক্ষণাৎ কৃতাজ্জলি হওত নান্দীপাঠ পূর্বক
সমস্ত বাক্তিকে আনন্দিত করিলেন ॥ ১৬ ॥

নান্দী অর্থাৎ নমস্কারায়ক মঙ্গলাচরণ যথা -

যে শ্রীমান্ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, তথা ব্রহ্মা দেবশিষ্যনারদ, মহর্ষি বেদবাস,
তদায়-পুত্র শুকদেব, পরীক্ষিৎ, উগ্রশ্রবাঃ অর্থাৎ রোমহর্ষণের পুত্র এবং শৌনক
ঋষি, উৎকর্ষ লাভ করিতেছেন । ইহারা সকলেই শ্রীমদ্ভাগবতের রীতিনীতির
বিস্তারকর্তা ও বিশ্বের নিস্তারকারক এবং শ্রীগোষ্ঠের মহত্ত্ব বিস্তার করিতে
একান্ত প্রার্থী হইয়াছেন, সুতরাং এই সকল মনোহর শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রহ্মাদিকে আমরা
নমস্কার করি ॥ ১৭ ॥

ততশ্চ,—পশ্চাদম্নং তালযুগ্মং গৃহীত্বা
 গায়ন্তৌ দ্বৌ পার্শ্বয়োর্মন্তুবিভক্তৌ ।
 শ্রোতা ভ্রাতা যস্য সব্যোতরাগ্রে
 সোহয়ং বক্তা সর্বমুচ্চৈর্দিশিষ্য ।

ইতি প্রকারে লক্ষসারে পুনর্মধুকণ্ঠঃ সোৎকণ্ঠং গায়ন্ত্যন
 তত্তত্ত্বাবাভিনয়ং প্রণয়ন্ কথামভ্যাদদে ॥ ১৮ ॥

অথ কথারম্ভঃ ॥

যথা,—অথ সর্বশ্রুতিপুরাণাদিকৃতপ্রশংসাস্থ্য বৃষ্টিবংশস্য
 বতংসঃ শ্রীদেবমীচনায়া পরমগুণধামা মধুরামধ্যাসামাস । তস্য চ

অধনা কথাবাচনে পরিপাটিঃ বর্ণয়তি ততশ্চ পশ্চাদিত্যাদিপদোদান । মন্তুর্মন্তুণাঃ তপাঃ
 মন্তুঃ পুংস্যপরাধেহপি মন্তুষ্যেহপি প্রজাপতোঃ । উতি মেদিনী । প্রজাপতো মন্তুণাঃ ক্রীবির্মাতা
 মন্তু ইতি পাঠে মন্তুঃ পুমান মন্তুঃ । গম্ভীরশব্দে শব্দে চ বাদ্যভেদে চ মন্তুণে । উতি । রত্নচূড়ামণি
 দিশিষ্য প্রীণয়ামাস । অভিনয়ন্ হস্তচালনাদিপ্রকাশনং কুপন । অভ্যাদদে আরম্ভবান্ ॥ ১৮ ॥

৩৫০ লক্ষানলো মধুকণ্ঠো যঃ কথামারম্ভবান্ তঃ বর্ণয়িতুং প্রকমতে অথৈত্যানি । গদোন
 বতংসঃ শ্রেষ্ঠঃ । মধুবাং মধুরাং ।

তদনন্তর বাহার পশ্চাৎ পার্শ্বদ্বয়ে দুই মন্তুণাবিধ রত্নচূড় ও স্তম্ভতি দুইটি ছোট
 তালে গান করিতে লাগিলেন এং বাহার দক্ষিণভাগের অগ্রে ভ্রাতা মন্তুঃ
 শ্রোতা হইয়াছেন. সেই মধুকণ্ঠ বক্তা হইয়া সকলকে উচ্চরূপে প্রীতিসংক
 করিলেন ।

এইরূপে সকল বিষয়ে উৎকর্ষলাভ হইলে পুনরায় মধুকণ্ঠ উৎকণ্ঠাসহকারে
 গান, নৃত্য ও তত্ত্বংভাবে অভিনয় করত সকলকে প্রীতিবৃত্ত করিয়া কথা আরম্ভ
 করিলেন ॥ ১৮ ॥

অথ কথারম্ভ যথা—

অথ । সমস্ত শ্রুতি এবং পুরাণাদি শাস্ত্রে বাহার পশংসা বর্ণিত হইয়াছে, সেই
 বৃষ্টি অর্থাৎ যজুঃবংশের শ্রেষ্ঠ ও পরম গুণের আশ্রয়স্বরূপ শ্রীদেবমীচনায়া
 ব্যক্তি মধুরাদেশ বাস করিতেন । সেই ক্ষত্রিয়শিরোমণির দুইটি ভাগা ছিল

আর্য্যাণাং শিরোমণেৰ্ভার্য্যাদ্বয়মাসীৎ । প্রথমা দ্বিতীয়বর্ণা,
দ্বিতীয়া তৃতীয়বর্ণেতি । তয়োশ্চ ক্রমেণ যথাবদাহ্বয়ং পূজদ্বয়ং
প্রথমং বভূব, শূরঃ পৰ্জন্ত ইতি । তত্র শূরস্ত বস্তুদেবাদয়ঃ
সমুদয়স্তি স্ম । শ্রীমান্ পৰ্জন্তস্ত “মাতৃবদ্বর্ণসঙ্করঃ” ইতি ত্রায়েন
বৈশ্যতামেবাবিশ্য গবামেবৈশ্যং বশ্যং চকার বৃহদ্বন এবচ
বাসমাচচার । স চায়ং বাল্যাদেব ব্রাহ্মণদর্শং পূজয়তি, মনো-
রথপূরং দেয়ানি বর্ষতি, বৈষ্ণববেদং শ্লিহতি, যাবদ্বৈদং ব্যব-
হরতি, যাবজ্জীবং হরিমর্চয়তি স্ম । তস্য মাতৃবংশশ্চ ব্যাপ্ত-
সর্ব্বদিশাং বিশাং নতংসতয়া পরং শংসনীয়ঃ, আভীরবিশেষতয়া
সন্তিরুদীরণাদেষ হি বিশেষঃ ভজতে স্ম ॥ ১৯ ॥

আর্য্যাণাং ক্ষত্রিয়াণাং । দ্বিতীয়বর্ণা ক্ষত্রিয়া, তৃতীয়বর্ণা বৈশ্যা । বশ্যং চকার অর্থাৎ জগ্ৰাহ ।
ব্রাহ্মণদর্শং ব্রাহ্মণং দৃষ্ট্বা দৃষ্ট্বা । দেয়ানি গোপূর্ণাদিনি । বৈষ্ণববেদং বৈষ্ণবং বিদিত্বা বিদিত্বা
যাবদ্বৈদং । বিদ্বা লাভে ধাতুঃ ॥ ১৯ ॥

তাহার মধ্যে প্রথমা পত্নী দ্বিতীয়বর্ণা অর্থাৎ ক্ষত্রিয়া এবং দ্বিতীয়া পত্নী তৃতীয়বর্ণা
অর্থাৎ বৈশ্যা । ঐ পত্নীদ্বয়ের যথাক্রমে যথাযোগ্য তইটি পুত্র হইয়াছিল । একের
নাম শূর এবং দ্বিতীয়ের নাম পৰ্জন্ত । তন্মধ্যে শূর তইতে শ্রীবস্তুদেবাদি উৎপন্ন
হয়েন । কিন্তু শ্রীমান্ পজ্জন্ত “মাতৃবদ্বর্ণসঙ্করঃ” এই ত্রায়হেতু বৈশ্যজাতিত্ব
প্রাপ্ত হইয়া গোপণের আধিপত্য অধিকার করিয়াছিলেন অর্থাৎ বহুতর গো-
পতিপালন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন এবং বৃহদ্বন অর্থাৎ মহাবনেই তিনি বাস করেন ।
ঐ পৰ্জন্ত বাল্যকাল হইতেই ব্রাহ্মণদিগকে দর্শনমাত্র পূজা করিতেন ও মনোরথ
পূর্ণ করিয়া দেয় বস্তুসকল তাঁহাদিগকে দান করিতেন, বৈষ্ণব জানিয়া তাঁহা-
দিগের উপর স্নেহ করিতেন, যতটুকু লাভ করিতে পারা যায় সেই পর্য্যন্ত ব্যবহার
করিতেন এবং যাবজ্জীবন হরিপূজা করিতেন । তাহার মাতার বংশও সকলদিকে
সমস্ত বৈশ্যজাতির ভূষাশ্বরূপ হইয়া পরম শংসনীয় । পণ্ডিতগণ ইহঁার মাতৃ-
বংশকে আভীরবিশেষ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং তাহাতেই এই মাতৃবংশ
কিঞ্চিৎ বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন ॥ ১৯ ॥

তথাচ মনুঃ । ১০ । ১৫ ।

“ব্রাহ্মণাছগ্রকন্যায়ামবৃত্তো নাম জায়তে ।

আভীরোহ্ষষ্ঠকন্যায়ামায়োগপ্যাস্ত্র ধিযণঃ ॥” ইতি ॥

“অষষ্ঠস্ত্ব বিশঃ পুত্র্যাং ব্রাহ্মণাজ্জাত উচ্যতে ।” ইতি চান্দ্র ।

অতঃ পাদ্মে সৃষ্টিখণ্ডাদৌ যজ্ঞঃ কুপিতা ব্রাহ্মণাপ্যভীরপর্যায়-
গোপকন্যাঃ পত্নীত্বেন স্বীকারঃ প্রসিদ্ধঃ । এষ এব চ গোপ-
বংশঃ শ্রীকৃষ্ণলীলায়াং সম্বলনমাপ্যতীতি সৃষ্টিখণ্ডে এব তত্র স্পষ্টী-
কৃতমস্তু । তস্মাৎ পরমশংসনীয় এবাসৌ বৈশ্যান্তঃপাত্তি-মহা-
ভীরদ্বিজবংশ ইতি ॥ ২০ ॥

তত্র সঙ্কীরণে মনুবাচঃ পুরাণবাক্যে প্রমাণ্যতি তথা চেত্যাदिना । “ব্রাহ্মণাদিতি
ক্ষত্রিয়েণ শূদ্রায়ামুৎপন্ন উগ্রা উগ্রা, চান্দো কন্যাচেতি উগ্রকন্যা তস্মাৎ ব্রাহ্মণাদভীরানাং জায়তে ।
ব্রাহ্মণেন বৈশ্যায়ামুৎপন্ন অষষ্ঠা তস্মাৎ ব্রাহ্মণাদভীরণো জায়তে । শূদ্রেণ বৈশ্যায়ামুৎপন্ন
আয়োগবী তস্মাৎ ব্রাহ্মণাং ধিযণো জায়তে ।” ইতি কল্পকতটুকৃত মনুসংহিতা । অষষ্ঠকন্যায়া
মিত্যন্তঃ । তত্রাপেক্ষাহাদিষষ্ঠং লক্ষয়তি গ্রন্থকৃচ্চ অষষ্ঠ ইতি । সম্বলনঃ মিলনঃ ॥ ২০ ॥

এই বিষয়ে মনু বলিয়াছেন যথা—ক্ষত্রিয় হইতে শূদ্রকন্যাজাতা উগ্রা (মনু ১০।৯।
ব্রাহ্মণের ঔরসে উক্ত উগ্রকন্যার গর্ভে অষষ্ঠের জন্ম (১০।৮) । সেই অষষ্ঠ
কন্যার গর্ভে ব্রাহ্মণের ঔরসে অভীর জাতির জন্ম হয় । শূদ্রদ্বারা বৈশ্যতে
আয়োগবীর উৎপত্তি (১০।১২) । সেই আয়োগবীর গর্ভে ব্রাহ্মণের ঔরসে
ধিযণের জন্ম । অতঃ স্থানেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, বৈশ্যের কন্যাতে ব্রাহ্মণ
হইতে যে পুল জন্মে তাহার নাম অষষ্ঠ । অতএব পদ্মপুরাণে সৃষ্টিখণ্ডের প্রথমে
উক্ত আছে যে, ব্রাহ্মা যখন যজ্ঞ করেন, তিনিও তখন অভীরপর্যায় গোপ-
কন্যাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা প্রসিদ্ধই আছে । এই গোপবংশই
শ্রীকৃষ্ণলীলাতে মিলন প্রাপ্ত হইবে । ইহাও সেই সৃষ্টিখণ্ডেই স্পষ্টরূপে উল্লিখিত
হইয়াছে । এই কারণেই বৈশ্যের অন্তঃপাতী মহাভীর জাতি দ্বিজবংশ হইয়াছে ।
সুতরাং এই বংশ পরম শংসনীয় ॥ ২০ ॥

তত্র স্নিগ্ধকণ্ঠেন চান্তুশ্চিন্তিতং । এবমপি কেচিদহো এমাং
দ্বিজতায়াম্ * সন্দেহমপি দেহয়িম্যন্তি । যে খলু শ্রীমদ্ভাগবতে
“কুরু দ্বিজাতিসংস্কারং” ইতি গর্গং প্রতি ব্রজরাজবচনে
“বৈশ্বাস্ত্র বার্তায়া জীবৎ” ইত্যারভ্য—

“কুমিবাণিজ্যগোরক্ষং কুসীদং তুর্য্যমুচ্যতে ।

বার্তা চতুর্নবিধা তত্র যয়ং গোবৃন্তয়োহনিশং” ।

ইতি ব্রজরাজং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবচনে, তথৈব, “অগ্ন্যাকাতিথি-
গো-বিপ্র—” ইতি শ্রীশুককৃত-গোপাবাসবর্ণনে ব্যতিরেকতস্তু
ধর্ম্মরাজচরতায়ামপি বিদুরশ্চ শূদ্রাগর্ভোদ্ভবতয়ান্যথা ব্যবহার-
শ্রবণেহপ্যধিকং বধিরায়িম্যন্ত ইতি ॥ ২১ ॥

তদেবং স্তবতাং সভাসদাঃ ভাবঃ বিভাবা সন্দ্বিহানঃ স্নিগ্ধকণ্ঠঃ যথাচিন্তয়ত্ত্ববর্ণয়তি অদে-
গাদিগদ্যেন । অহো বিষ্ময়ে । দেহয়িম্যন্তি উপচয়ঃ করিম্যন্তি । দিহ উপচয়ে দাতুঃ । ধর্ম্মরাজ-
চরতায়াম্ । চরট্ প্রাগ্ভূতে ইতি চরট্ । পূপঃ যো যম গ্রাসীত্বদ্বাবতায়াম্ অগ্ন্যা জ্ঞানোপ-
দেশব্যবহারশ্রুতৌ বধিরায়িম্যন্তে এবণহীন ইব আচরিয়াম্যন্তে ॥ ২১ ॥

এই বিষয়ে স্নিগ্ধকণ্ঠ মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন । আঃ কি
আশ্চর্য্যের বিষয়, কেহ কেহ ইহাদের দ্বিজত্ববিষয়ে সন্দেহ বুদ্ধি করিবে ।

শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ৮ম অধ্যায়ে ৭ম শ্লোকে গর্গের প্রতি নন্দরাজের
উক্তি আছে যে, “আপনি দ্বিজাতিসংস্কার করুন ।” “বৈশ্ব বার্তাদ্বারা জীবিত
নিরূপ করিবে ।” এই স্তান হইতে আরম্ভ করিয়া, “কৃষি, বাণিজ্য, গোরক্ষা
এবং চতুর্থ কুসীদ, বৈশ্বের এই চারিপ্রকার বৃত্তি । তন্মধ্যে আমরা নিরন্তর
গোবৃত্তিদ্বারা জীবনরক্ষা করিয়া থাকি ।” এই রূপ ব্রজরাজের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের
বাক্য, তথা শ্রীশুকদেবকৃত গোপাবাসের বর্ণনাপ্রসঙ্গে “সূর্য্য, অগ্নি, অতিথি,
গো, ব্রাহ্মণ ইত্যাদি” এবং ইহা ব্যতিরেকেও পুন্দ্রজন্মে যিনি ধর্ম্মরাজ যম ছিলেন
সেই বিদুর শূদ্রাগর্ভ হইতে উৎপন্ন হইয়াও অগ্ন্যথা ব্যবহার করিতেন অর্থাৎ

অথ স্ফুটমুচে, ততস্ততঃ ॥ ২২ ॥

মধুকৰ্ণ উবাচ । সচ শ্রীমান্ পৰ্জন্মঃ সৌজন্যবৰ্যোগোজ্জ্বিতেন
নিজৈশ্চর্য্যোগাপি নৈশ্চান্তরসাধারণ্যমতীয়ায় । তচ্চ নাশ্চর্য্যং,
যতঃ স্বাশ্রিতদেশপালকতামান্যতয়া এদান্যতয়া ক্ষীরবৈভবপ্লাবিত-
সৰ্বজনতালরূপাধান্যতয়া চ পৰ্জন্মসামান্যতাগাপ । যঃ খলু
প্রহ্লাদঃ শ্রাবসি, ধ্রুৱঃ প্রতিজ্ঞতি, পৃথুর্মহিমনি, ভীষ্মো দুহৃদি,
শঙ্করঃ সূহৃদি, স্বয়ম্ভুর্গরিণি, হরিস্তেজসি বভূব । যস্য চ
সর্বৈরপি কৃতগুণেনে গুণগণেন বশিতাঃ সহস্রসংখ্যাভিরপ্যনব-

তং সন্দেহং নিরাকরুঃ স্পষ্টং পৃষ্টবান্ ইতি বর্ণয়তি অধেতিগদ্যেন ॥ ২২ ॥

মধুকৰ্ণস্ত তং সন্দেহং পণ্ডিতং যদকথয়ং তং বর্ণয়তি সচেত্যাধিগদ্যেন । ক্ষীরেতি । ক্ষীরঃ
দুগ্ধং জলকং । পৰ্জন্মসামান্যতাং মেঘতুলনাং । প্রতিজ্ঞতি ভাবে কিপ্ প্রতিধ্বনৌ । ধ্রুবপ্রতি-
মুত্তিরিতার্থঃ । দুহৃদি দুশ্চিহ্নজনে । কৃতগুণেনে কৃতভাষ্যসেন । যদা । কৃতং গুণনঃ পূরণং যদা

জ্ঞানোপদেশাদি দ্বারা লোকোদ্ধারকপ বান্ধবের কার্য্য করিতেন । উক্ত
সন্দেহকারিগণ বোধ হয় এই সকল ব্যাপারগুলিতে বধির হইবেন অর্থাৎ
বিহ্বলের বান্ধবই গুণিতে পাইবেন না ॥ ২১ ॥

অনন্তর স্পষ্টবাক্যে কহিলেন, তাহার পর তাহার পর ॥ ২২ ॥

মধুকৰ্ণ কহিলেন, সেই শ্রীমান্ পৰ্জন্ম উত্তম সৌজন্য এবং নিজের অজিত
ঐশ্বর্য্যাদ্বারা অগ্ন্যন্ত সাধারণ বৈগুজ্ঞাতিকে যে অতিক্রম করিয়াছিলেন,
তাহা আশ্চর্য্য নহে । দেখুন, তিনি নিজের আশ্রিত দেশকে পালন করিতে
সকলের মায়া হইয়া, তথা দানশীলতা থাকাতে দুগ্ধসম্প্রদিত দ্বারা সকল লোককে
প্লাবিত করিয়া সর্বাপেক্ষা প্রাধান্যপ্রাপ্ত হওত মেঘসাদৃশ্য লাভ করিয়াছিলেন ।
অপিচ, নিচয় যিনি যশে প্রহ্লাদ, প্রতিজ্ঞা ধ্রুব অর্থাৎ ধ্রুবে প্রতিমূর্তি, মহিমায়
পৃথু, শঙ্কর প্রতি ভীষ্ম, সূহৃজনের প্রতি শঙ্কর, গৌরবে স্বয়ম্ভু অর্থাৎ ব্রহ্মা এবং
তেজো হরির তুলা ছিলেন । অপিচ সকললোকেই যাহার গুণগণের অভাৱ
করিয়া থাকে, তাদৃশ তদীয় গুণে বসীভূত হইয়া সহস্রসংখ্যাবিক্রমাতামহ বংশজাত

সিতা মাতামহবংশপ্রভবাঃ সর্ব্বথা প্রভবন্তে গোপাঃ সোপাধ্যায়াঃ
স্বয়মেব সমাপ্রিতা বভূবুঃ । তৎসম্বন্ধিবৃন্দানি চ বৃন্দশঃ । যং
খলু শ্রীমদুগ্রসেনাগ্রীয়যতুসংসদগ্র্যন্তে সমগ্রগুণগরিমণ্যগ্রগণ্য-
মবলোকয়ন্তঃ সকলগোপলোকরাজরাজতাসম্বলকেন তিলকেন
সম্ভাবয়ামাস্তঃ । যস্য চ প্রেমসা সকলগুণবরীয়সী বরীয়সী নামা-
য়াং । যস্য চ শ্রীমদুপনন্দাদয়ঃ পঞ্চ নন্দনা জগদেবানন্দয়াগাস্তঃ ।
তথাচ, বন্দিনস্তস্য শ্লোকঃ শ্লোকতামানয়ন্তি ॥ ২৩ ॥

অন্যস্ত জলপর্জন্ত্যঃ স্তম্ভপর্জন্ত্যঃ এষ তু ।

সদা যো ধিনুঃ স্যৈকৈরুপনন্দাদিভির্জনঃ ॥

পর্জন্ত্যঃ কৃষিবৃন্তীনাং * ভূবি লক্ষ্যে বালক্ষ্যত ।

তদেতন্নাভুতঃ স্থূললক্ষ্যতাং যদসৌ গতঃ ॥ ২৪ ॥

তেন । সোপাধ্যায়াঃ পুরোহিতসহিতাঃ । অগ্রগাঃ মুগ্যাঃ । সম্বলকেন সম্বলকং সম্বরণং ।
শ্লোকঃ যশঃ । শ্লোকতাং পদ্যতাং । পদ্যে যশনিচ শ্লোক ইতি নানার্থবর্গঃ ॥ ২৩ ॥

বাতিরেকালঙ্কারেণ তস্য দানশৌণ্ডিত্যং বর্ণয়তি গম্ভীৰ্বাচাদিশ্লোকদ্বয়েন । স্থূললক্ষ্যতাং
দানশৌণ্ডিত্যং যৎ অসৌ গতঃ প্রাপ্তঃ । স্থাপদাত্ত্বলক্ষ্য দানশৌণ্ডি বহুপ্রদে । ইত্যমরঃ ।
এতবু ন অভুতঃ ॥ ২৪ ॥

সর্বৈশ্বৰ্য্যশালী গোপগণ উপাধ্যায়ের সহিত স্বয়ং যাহার আশ্রয় লইয়াছিলেন ।
তৎসম্বন্ধীয় সম্ভাতিয়গণও বহুসংখ্যক । নিশ্চয়ই যাহাকে শ্রীমান্ উগ্রসেন প্রভৃতি
বহুসংখ্যক অগ্রগণ্য ব্যক্তিগণ সমগ্র গুণগৌরববিষয়ে অগ্রগণ্য দেখিয়া সমুদ্র
গোপলোকের সুন্দর রাজহৃৎচক তিলকদ্বারা অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন । যাহার
প্রেমসী সকল গুণে বরীয়সী অর্থাৎ শ্রেষ্ঠা হওয়াতে তাহার “বরীয়সী” এই
নাম সার্থক হইয়াছিল । যাহার শ্রীমান্ উপনন্দ প্রভৃতি পাঁচজন পুত্র জগৎকেও
আনন্দিত করিয়াছিলেন । অধিক কি স্তুতিপাঠকগণ তদীয় যশকে শ্লোকনিবন্ধ
করিয়া বর্ণন করিত ॥ ২৩ ॥

জলপর্জন্ত্য অগ্নি, কিন্তু ইনি স্তম্ভপর্জন্ত্য ছিলেন । কারণ, এই পর্জন্ত্য, নিজস্ব

* কৃষিবৃন্তীনা ইতি বৃন্দাবনপুস্তকপাঠঃ । তৎ দরিদ্রাণামিত্যর্থঃ ।

উপনাস্তি চ—

উপনন্দাদয়ৈশ্চতে পিতুঃ পৃথৈব মূর্তয়ঃ ।

যথানন্দময়শ্চামী বেদান্তেষু শ্রিয়াদয়ঃ ॥ ২৫ ॥

উৎপ্রেক্ষন্তে চ—

উপনন্দোহিভিনন্দশ্চ নন্দঃ সন্নন্দ-নন্দনো ।

ইত্যাখ্যাঃ কুর্দতি পিত্রা নন্দিরর্থান্ স্মদণ্ডিতঃ ॥ ২৬ ॥

যথা পজ্ঞোত্তমতচারিত্ত্বথা তস্য পক্ষপুত্রা অপি । তান্ সদৃষ্টাণ্ডং বর্ণয়তি উপনন্দেতাদি
পদোদয় । শ্রিয়াদয় ইত্যাদিপদেন মোদপ্রমোদানন্দাদয়ঃ । আনন্দময়শ্চ একাংশঃ ॥ ২৫ ॥

পক্ষপুত্রেষু নন্দপদপ্রয়োগ উৎপ্রেক্ষাদোষকঃ । এতদর্থমুত্তরাক্রমাহ ইত্যাখ্যা ইত্যাদি ।
স্মদণ্ডিত ইতি । দণ্ডধাতুর্দ্বিকল্পকঃ । তত্রৈপি ততমঃ মুখ্যঃ কল্প তদুপযোগি তৎসমর্থক বা কল্প
গোণঃ । দণ্ডেণ্ডিত্বিশ্চ নিগ্রহাঃ গ্রহণক নন্দধাতোরর্থঃ সানন্দনং সত্য দম্ববিশেষঃ, এষা
পক্ষান্না নৃতিমন্ত্ৰেন ধস্মি ২২ । তদানন্দশ্চ নিগ্রহঃ অথানান্দীনাং গ্রহণঃ অতো নলিঃ
স্মদণ্ডিতঃ সন্নন্দঃ বশীকৃতঃ । তস্মৈ ধাতোরর্থান্ স্মদণ্ডিতঃ ধস্মিরেব স্থাপিতঃ সানন্দনন্দঃ ধস্মি-
রেব বর্ত্তিতাং নাগাদ ইতি তাৎপর্যার্থঃ । নন্দেরর্থঃ স্মদণ্ডিতঃ ইতি পাঠঃ স্তমঃ ॥ ২৬ ॥

উপনন্দ প্রভৃতি পক্ষপুত্র দ্বারা সর্বদা সকল লোকের সুখ বিধান করিতেন, পরন্তু
মেঘরূপী পর্জন্ম কৃষিজীবীসকলের লক্ষা হইয়া ভূতলে দৃষ্ট হইয়া থাকে । কিন্তু ইহা
অদৃষ্ট নহে যে, এই পর্জন্মগোপ স্থূললক্ষ্যতা অর্থাৎ দানশৌণ্ডিত্য বা বহুদাতৃত্ব
পাপ হইয়াছেন ॥ ২৪ ॥

বন্দিগণ পর্জন্মের এইরূপ উপমাও দিয়া থাকে যথা.—যে রূপ বেদান্তশাস্ত্রে
আনন্দময় পরমব্রহ্মের “শ্রিয়, আনন্দ, প্রমোদ, আনন্দ, ব্রহ্ম” এই পাঁচ মর্তি
আছে, এইরূপ উপনন্দাদি পাঁচটিকে পিতা পর্জন্মের মর্ত্তিবিশেষ জানিবে ॥ ২৫ ॥

এই বিষয়ে তাহারা উৎপ্রেক্ষাও করিয়া থাকে যথা—উপনন্দ, অভিনন্দ,
নন্দ, সন্নন্দ এবং নন্দন ইত্যাদি নামকরণ করিয়া ইহাদের পিতা, “নন্দ” ধাতুর
অর্থ আনন্দকে স্মদরূপে বশীভূত করিয়াছেন ॥ ২৬ ॥

তদেবং সতীষু সর্বসম্পত্তিষু তস্য পুত্রসম্পত্তিস্তু পরমরমণী-
য়তামবাপ নেপথ্যসম্পত্তিষু বাসঃসম্পত্তিরিব । তত্রাপি মধ্যম-
সুতসম্পত্তিঃ সূতরাং ঐশ্বর্য্যাণামনিচ্ছিন্নসম্পত্তিপঙক্তিমনু
মধ্যমসম্পত্তিরিব ।

অত্র কেচিদৰ্জুনমুপমানীকুর্নতি । বয়স্তু তস্য মধ্যসম্বধ্য-
মানস্য সর্বানন্দনস্য শ্রীমৎপৰ্জণনন্দনস্য বালকপর্য্যায়েন তেন
পাণ্ডুতনয়েনোপমানঃ ন মন্যামহে, অপিচ পরমোদারেষু চ সহো-
দরেষু তেষু ন কেবলং জন্মনা তাবন্মধ্যবর্তিতয়া সোহয়ং বর্ততে,
অপিভু স্নেহসম্পাদাম্পদতয়াপি ন চ কেবলং তেষাং, কিন্তু

অধনা তস্য পুত্রসম্পত্তিঃ বৰ্ণয়তি তদেবমিত্যাদিগদ্যেন । নেপথ্যেতি । বেশসম্পত্তিষু
বহুসম্পত্তিরিব বধং বিনা শোভায়্য অন্তঃপত্তেঃ । মধ্যমসম্পত্তিষশ্চীকুপা । ঐশ্বর্য্যস্ত সম-
ন্য বীৰ্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ । জ্ঞানবৈরাগ্যয়োরাপি যশাঃ ভগ ইতীহনা । ইতি প্রবণাৎ । অৰ্জুনং
পুত্রপুত্রং শ্রীনন্দন্য বালকপর্য্যায়েন । বালক ইতি অৰ্জুনস্য নামান্তরম্ভি অতন্তুসোপমানতা
ন যোগ্যেতি ভাবঃ । সোহয়ং শ্রীনন্দঃ ।

এই প্রকার তাঁহার সকল সম্পত্তি থাকিলেও, সমস্ত নেপথ্য (বঙ্গালঙ্কারাদি)
সম্পত্তির মধ্যে বস্ত্রসম্পত্তির মত তদীয় পুত্রসম্পত্তি পরমরমণীয়তা প্রাপ্ত হইয়া-
ছিল অর্থাৎ বসন ও ভূষণাদির মধ্যে যেমন বসনই প্রধান, তদ্রূপ সমস্ত সম্পত্তির
মধ্যে পুত্রই তাঁহার প্রধান সম্পত্তি ছিল । তাহাতে আবার তাঁহার মধ্যম সুত
অর্থাৎ নন্দরূপ পুত্রসম্পত্তি সূতরাং অধিক হইয়াছিল । যেমন ঐশ্বর্য্য সকলের
অবিচ্ছিন্ন সম্পত্তিশ্রেণীকে অর্থাৎ সমগ্র ঐশ্বর্য্য, বীরা, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও
বৈরাগ্যকে লক্ষ্য করিয়া যশ ও শ্রী অধিক, এখানেও তদ্রূপ জ্ঞানবৈ ।

এ স্থলে কেহ কেহ অৰ্জুনকে উপমা দিয়া থাকেন, কিন্তু আমরা মধ্যে সম্বধ্য-
মান (মধ্যে বর্তমান) আনন্দদায়ক সেই পৰ্জণনন্দনের বালকপর্য্যায় পাণ্ডুতনয়
অৰ্জুনের সহিত উপমা স্বীকার করি না । অপিচ, সেই সকল পরমোদার
সহোদরদিগের মধ্যে শ্রীনন্দ যে কেবল জন্মদারা মধ্যবর্তী ছিলেন তাহা নহে,
কিন্তু তিনি অত্যাশ্রয় সকললোকেই স্নেহসম্পত্তির আশ্রয় হইয়া নিশ্চয় ছিলেন,

সর্বেষামপি, যেন তস্মিন্ পিত্রোরপ্যধিক। স্নেহর্দ্ধিকায়। বর্দ্ধি-
ক্ষুতা। ভ্রাতৃণামপি সদা স্তুতসম্বর্দ্ধনৌ বভূব, ন জাতু স্পর্দ্ধনৌ।
ন চৈতানুভূতঃ স্তুগুণস্তাস্মদুতঃ। ভবতি হি স্নয়ঃ ভগবতি
তস্মা ভক্তিবিশেষব্যক্তিঃ।

“যস্যাস্তি ভক্তিভগবত্যকিঞ্চনা, সর্বৈশ্চ নৈশ্চ ত্র সমাসতে স্নয়াঃ”।

ইতি হি ভগবতী শ্রীভাগবতগীদেবী ॥ ২৭ ॥

তদেতন্মধুকণ্ঠকণ্ঠতঃ শ্রুত্বা শ্রীমদুপনন্দঃ শ্রীমদভিনন্দঃ
নৌচৈকুবাচ ॥ ২৮ ॥

স্নেহর্দ্ধিকায়ঃ প্রচুরস্নেহসা। স্পর্দ্ধনঃ স্নেহাদিদোহনী। ২৭।

তদেব প্রত্যা শ্রীনন্দ উপনন্দাদীনা ভ্রাতৃণাং স্নেহকাষাং বদ্ধত এব তর্জিত বক্ত প্রকমঃ
তদেতাদি ভাদিগদোন। ২৮ ॥

যে হেতু শ্রীনন্দের প্রতি পিতা মাতারও অধিক স্নেহপ্রাচুর্যের বর্দ্ধিক্ষুভাব
ভ্রাতৃগণেরও সর্বদা স্তুত্বকি করিয়াছিল, কিন্তু স্নেহাদি বর্দ্ধি করে নাই, কেবল
শ্রীনন্দের যে এইরূপ স্নন্দরগুণ উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা অদ্ভুত নহে, যে হেতু
স্নয়ঃ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহার বিশেষরূপ ভক্তিরই অভিযুক্তি আছে।
শ্রীমদ্ভাগবতে ৫ম স্কন্ধে ১৮ অধ্যায়ে ১৩শ্লোকেও ভগবতী বাগদেবী বিদ্যমানা
আছেন, যথা—“শ্রীভগবানের প্রতি যাহার নিষ্কাম ভক্তি আছেন, সকল গুণের
সহিত দেবগণ সেই জনে সমাক্ষি বিদ্যমান হয়েন”। তাৎপর্য্য। মধ্যম পাণ্ডব বলিলে
যেমন যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব, এই পাঁচ জনের মধ্যবর্তী বলিয়া
অর্জুনকে ধরা যায়, সেইরূপ উপনন্দ, অভিনন্দ, নন্দ, সমনন্দ, নন্দন এই পাঁচ
ভ্রাতার মধ্যবর্তী বলিয়া নন্দ মধ্যম, এইরূপ কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, আমরা তাহা
স্বীকার করি না। কারণ, নন্দ মহারাজ জন্মক্রমবশতই মধ্যম নহেন, কিন্তু পিতা
মাতা ও সর্বসাধারণের স্নেহ নন্দের প্রতি সর্ব সহোদরের অপেক্ষায় যেন সকলের
কেন্দ্রীভূত বা পুঞ্জীভূত হইয়াছিল, এইজন্ত তিনি মধ্যম ॥ ২৭ ॥

শ্রীমান্ উপনন্দ মধুকণ্ঠের কণ্ঠ হইতে এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীমান্
অভিনন্দকে মৃতশব্দে বলিতে লাগিলেন ॥ ২৮ ॥

বিজ্ঞাতা কথাং প্রকুর্বাণশ্চ কিমশ্চ পরহৃদয়বিজ্ঞতা ॥ ২৯ ॥

অথাভিনন্দন্তদবধার্য্য সাস্চর্য্যং মধুকণ্ঠমুচ্যে, ততস্ততঃ ॥ ৩০ ॥

মধুকণ্ঠ উবাচ । তদেবং সতি, নান্না স্মৃণুগেন কেন চ গোপানাং মুখেন তস্মৈ পরমথন্য কন্যা দত্তা । যা খলু স্বপুণ-
বলীকৃতস্বজনা যশাংসি দদাতি শৃণুদ্যঃ কিমুত পশ্যদ্যঃ কিমুত-
তরাং ভক্তিমদ্যঃ । ততশ্চ তয়োঃ দাম্প্রাতেন দাম্প্রাতেন
সর্দেষামপি স্মৃথসম্পত্তিরজায়ত কিমুত মাতরপিতরাদীনাং ॥ ৩১ ॥

তদেবমানন্দিতসর্বজন্যবিগমন্যঃ পর্জন্ত্যঃ সর্বতো ধন্যঃ

২৯ পৃষ্ঠীকর্তৃমুপনন্দস্য বাক্যং বর্ণয়তি বিজ্ঞাতেতিগদোন । ত্বয়েতি শেষঃ ॥ ২৯ ॥

অভিনন্দন্যাপি তত্র তথৈব স্নেহ ইতি ব্যঞ্জয়িতুং তৎকৃতপ্রশ্নং বর্ণয়তি অপেক্ষাদিগদোন ॥ ৩০ ॥

৩১ মধুকণ্ঠো যথাবদন্তবর্ণয়তি তদেবমিত্যাদিগদোন । মুগেন প্রধানেন ॥ ৩১ ॥

অধাধুন। শ্রীমদ্রন্দস্য রাজ্যাতিলকাভিষেকো বর্ণয়িতুং প্রকৃমেত তদেবমিত্যাদিগদোন ।
বিগতমন্ত্যবিগতশোকঃ । জয়াঃ প্রাণি ।

এই যে বালক কথা কহিতেছে, ইহার পরহৃদয়বিজ্ঞতা কি তুমি জানিতে পারিয়াছ ? ॥ ২৯ ॥

অনন্তর অভিনন্দ উক্ত বাক্য অবধারণ করিয়া আশ্চর্য্য ভাবে মধুকণ্ঠকে কহিতে লাগিলেন । তাহার পর তাহার পর ॥ ৩০ ॥

মধুকণ্ঠ কহিল, তাহার পর স্মৃথনামক কোন একজন প্রধান গোপ সেই শ্রীনন্দকে পরমথন্য একটি কন্যা সম্প্রদান করেন । যে কন্যাটী স্বীয়পুণে আশ্রয়দিগকে বলীভূত করিয়া শ্রোতাদিগকেও যশোরাশি দান করিতেন, যাহারা দর্শন করিতেন, তাহাদিগকেও যশোরাশি দান করিতেন, এবং তন্মধ্যে যাহারা ভক্তিমান ছিলেন তাহাদিগকেও যে যশোরাশি দান করিতেন, সে কথা আর কি বলিব, অর্থাৎ অবশ্যই তাহাদিগকে যশোরাশি দান করিতেন । তৎপরে উভয়ের সংগতি দাম্পত্য প্রণয়ে সকল লোকেই স্মৃথসম্পত্তি জন্মিয়াছিল । অতএব জনক জননী পত্নী আশ্রয়বর্গের যে স্মৃথসম্পত্তি ঘটিবে তাহা বিচিত্র নহে ॥ ৩১ ॥

এইরূপে পর্জন্ত সকল প্রাণিকে আনন্দিত করিয়া, শোকরহিত ও সর্ব-

স্বয়মপি ভূয়ঃ সুখমনুভূয় চাভ্যাগারিকতায়ামভ্যাগতম্ভাঃ
 শ্রীগোবিন্দ-পদারবিন্দ-ভজনমাত্রাশ্রিতাং দেহযাত্রামভীষ্টাং মন্য-
 মানঃ সর্বজ্যায়সে জ্যায়সে স্বককুলতিলকতাং দাতুং তিলকং
 দাতুমিচ্ছাম্, শ্রীবসুদেবাদি-নরদেব-গর্গাদিভূদেব-কৃতপ্রভাং সভাং
 কৃত্বা দত্তবাঃশ্চ ॥ ৩২ ॥

স পুনঃ পিতুরাশ্রামঙ্গীকৃত্য কৃতকৃত্যস্তম্ভাংগেব শ্রীবসু-
 দেবাদিসম্বলিতমহানুভাবানাং সভায়ামাহুয় সভাবমুৎসঙ্গিন-
 বিধায় মধ্যমগেব নিজ্রানুজং তেন তিলকেন গোকুলরাজতয়া
 সভাজয়ামাস ॥ ৩৩ ॥

দেহযাত্রা দৈহিককালহরণং । যাত্রা সাদান্যাপনে গতে । ইতি নানাবর্ণঃ । অভ্যাগারিক-
 তয়াঃ কটুধরপোষণে । কটুধবাপুতস্ত যঃ, সাদভ্যাগারিকঃ । ইত্যমরঃ । সন্দজ্যায়-
 উপনন্দায় । জায়সে প্রেতায় ৬, ৩০ ॥

অধুনা শ্রীমতুপনন্দস্য শ্রীনন্দে স্নেহসম্বলিতকৃত্যঃ বর্ণয়তি স পুনরিচ্ছাদিগদ্যেন । সভা-
 ভবেন প্রেম্যা সহ বর্তমানঃ । উৎসঙ্গিনঃ কোড়গতঃ । মধ্যমঃ শ্রীনন্দমৈব ॥ ৩৩ ॥

পেক্ষা ধত্ত্বা হইয়া, স্বয়ং ও বহুতর সুখ অনুভব করিয়া, তথা অভ্যাগারিকতায়
 (কটুধরপোষণাপারে) অভ্যাগতম্ভা অর্থাৎ অনাসক্ত হইয়া কেবল শ্রীগোবিন্দের
 চরণপদ্ম ভজনপুত্র দেহযাত্রাকেই আপনার অভীষ্ট বিবেচনা করত সকলের জোড়
 এবং শ্রেষ্ঠ উপনন্দকে স্নায় বংশের প্রাধাত্য দিবার নিমিত্ত তিলকদান করিতে
 অভিলাষ করিয়াছিলেন । অবশেষে বসুদেবাদি নরদেব কর্তৃক পরিশোভিত
 সভামধ্যে তাঁহাদিগের সমক্ষে তিলকদান করিয়াছিলেন ঐ সভা গর্গাচার্য প্রভৃতি
 ভূদেব মণিষিগণদ্বারা অলঙ্কৃত হইয়াছিল ॥ ৩২ ॥

অনন্তর উপনন্দ পিতার আজ্ঞা অঙ্গীকারপূর্বক নিজে কৃতার্থম্ভা হইলেন,
 কিন্তু শ্রীবসুদেব পুত্রি মহানুভাব বক্তৃতাগের সেই সভাতেই নিজ কনিষ্ঠ
 মধ্যম শ্রীনন্দকে আহ্বানপূর্বক প্রেমপূর্ণহৃদয়ে ক্রোড়ে করিয়া সেই তিলকদান
 গোকুলের রাজত্ব দিলেন অর্থাৎ “গোকুলরাজ” এই নামে সম্মানিত করিলেন ॥ ৩৩ ॥

অথ তত্রানুজে সঙ্কুচতি সর্বত্র এব জনে বিস্ময়ঃ সন্মানে
পিতরি চ রোচমানলোচনে সচোবাচ । ময়েদং নাবিচার-
মাচরিতং, যতঃ সর্বত্র এব স্নেহপরম্পরায়াঃ পরাধীনঃ, সাচি সাদ-
গুণ্যস্ত, তচ্চ সর্বসমঞ্জসতয়াঃ, সা চাত্রে যথা তথা ন মদ্বিধে,
সৈবচ খলু সর্ববলীকারিতায়াঃ স্মৈরিতামর্হতি ॥ ৩৪ ॥

কিঞ্চ, সর্বান্তর্গাম্যপোনমেবোররীচরীকরীতি । দৃশ্যতামস্তাঃ
ভাসমানায়াং সভায়াং সর্বেষাং নেত্রপটলীষট্‌পদবল্লীলায়-
মানা কেবলমস্য মুখং কমলমিব সম্বলতে । তথা প্রথমতএব

তদা চ তেন কমলময়ী শ্রীমন্নন্দয়া সঙ্কোচঃ পশুং উপনন্দো যদবোচ বৃদ্ধবর্ষতি গণেভ্যাদিগদোদন ।
সচ সম্বলং গমনে চ বাতঃ । পিতরি পর্জন্তে ॥ ৩৪ ॥

অযতঃ শুভাশুভকরণয়োরাধার এব নিয়ামকস্তু এ ন কেধামপি শত্রুরিতাহ কিঞ্চৈত্যাदि-
গদোদন । অতিশয়েন পুনঃ পুনরঙ্গীকরোহি । নেত্রপটলী নেত্রসম্ভঃ । অমা শ্রীমন্নন্দয়া ।

অনন্তর জ্যেষ্ঠের আচরণ দেখিয়া তথায় শ্রীমন্দ সঙ্কুচিত হইলে ও জনগণ
বিস্ময়প্রাপ্ত হইলে, তাহা দেখিয়া পিতা পর্জন্তের লোচন উৎসুক হইল । তখন
উপনন্দ বলিতে লাগিলেন । আমি অবিচার করিয়া একপা কায়া করি নাট,
যে হেতু সকলেই স্নেহপরম্পরার অধীন, সেই স্নেহপরম্পরা আমার সঙ্গের
অধীন, সেই সঙ্গের আবার সমাপকার সামঞ্জস্যের অধীন, সেই নন্দবিশ্বক
সামঞ্জস্যও কেবল যে মাদৃশ ব্যক্তিগণের উপরেই স্বেচ্ছাচার অথবা আদিপতা
প্রকাশ করে তাহা নহে, কিন্তু সকলকে বশীভূত করিতেই স্বাধীনতা গ্রহণ
করিতে সক্ষম হয় । অর্থাৎ স্নেহের বশীভূত হইয়া আমিই যে এইরূপ কার্যা করিলাম
তাহা নহে, কিন্তু ইহা সর্বত্রই ঘটয়া থাকে ॥ ৩৪ ॥

অপিচ, সর্বান্তর্গামী শ্রীনারায়ণদেবও ইহাঁকেই পুনঃ পুনঃ অঙ্গীকার করিতে-
ছেন । দেখুন, সকললোকেরই নেত্রসম্ভ ষট্‌পদের আয় লীলা করিয়া কেবল
শ্রীমন্দেরই মুখকে কমলের আয় সেবা করিতেছে অর্থাৎ ইহার প্রতিটি সকলে
দৃশ্য করিতেছে । এইরূপে প্রথম হইতেই এ বিষয়ে সেই শ্রীনারায়ণদেবেরই
সংগীতা জানিতে পারা যাউতেছে । আমার নামেই কিন্তু এই নাম ব্যবহৃত

তদানুকূল্যমত্রাকল্যাতে । পরিকল্যাতামপীদং মম নান্নৈব তস্মা-
দস্মাকময়মেব রাজেতি ॥ ৩৫ ॥

অথাভবৎ কুসুমজরুষ্টিভিঃ সগং

স্ফুটধ্বনির্দিবমনু সাধু সাধ্বতি ।

সভাসদামিহ চ বিকাসিদৃষ্টিভি-

র্যথাস্ফুরজ্জয়-জয়-শব্দমঙ্গলং ॥ ৩৬ ॥

অথ স্নিগ্ধকণ্ঠ উবাচ । মধুরকণ্ঠকৃতজগদ্রুৎকণ্ঠ শ্রীমন্মধুকণ্ঠ
শ্রীমদুপনন্দ-নন্দনয়োঃস্বয়ং এব মধ্যমা ইতি কোহয়ং মধ্যমঃ কীদৃশী
বা তস্য সমঞ্জসতৌতি সোদাহরণমুচ্যতাং ।

উদং পূর্ববর্ণিতং । নান্নৈব উপনন্দেতাঃ উপো হীনাতঃ অনুরাগিতঃ সাহায্যং বা । আধিক্যাত্মক
জ্যোষ্ঠাংশ এব যজ্ঞাতে ॥ ৩৫ ॥

তদা চ যৎ শুভোদয়মভূতধ্বনয়তি অপেতাদিপদোন । বিকাসিদৃষ্টিভিরিত্যত্র সমমি-
যোজ্যঃ অক্ষুরং প্রকটিতং ॥ ৩৬ ॥

তদা চ স্নিগ্ধকণ্ঠমধুকণ্ঠয়োঃ উক্তিপ্রত্যুক্তী প্রভৃতাং তে বর্ণয়তি অপেতাদিগদোন । নন্দনঃ
সঙ্গকনিষ্ঠঃ ।

হউক । অতএব ইনিই আমাদের রাজা । সুতরাং আমার “উপনন্দ” এই নামের
উপশব্দটিকে হীনার্থ, অরুণতার্থ বা সহায়ার্থ বোধ করি, অর্থাৎ আমি সদৃশ্যবশতঃ
নন্দের হীন, অরুণত বা সহায় হইয়া থাকিব, কিন্তু উপনন্দের উপশব্দে
আধিক্যার্থ আছে তাহা জ্যোষ্ঠাংশেই উপযুক্ত হইয়া থাকিবে ॥ ৩৫ ॥

অনন্তর স্বর্গে পুষ্পরুষ্টির সহিত “সাধু সাধু” শব্দে প্রকাশ্যভাবে ধ্বনি হইতে
লাগিল এবং সভাস্থলে সভাসদাভিগণের প্রফুল্লনেত্রের সহিত “জয় জয়” এই
মঙ্গলরব উচ্চারিত হইতে লাগিল ॥ ৩৬ ॥

তদনন্তর স্নিগ্ধকণ্ঠ কহিলেন, হে শ্রীমন্ মধুকণ্ঠ ! আপনি স্তম্ভুর কণ্ঠরব
জগৎকে উৎখিত করিয়াছেন । শ্রীমান্ উপনন্দ এবং সর্বকনিষ্ঠ নন্দন এই দুই
জনের মধ্যস্থ বলিয়া তিন জনই মধ্যম অতএব কে মধ্যম এবং কি রূপে
তাহার সামঞ্জস্য হয় তাহা আপনি উদাহরণসহ নিদর্শন করুন ।

মধুকণ্ঠ উবাচ । একং তান্দ্রবন্মনঃপ্রহলম্বতাসমুচিতং প্রৱ-
হিলকাপদ্যাগিদমনবদ্যং পূর্য্যতাং ।

স্নিগ্ধকণ্ঠ উবাচ । কামং ॥ ৩৭ ॥

মধুকণ্ঠ উবাচ ।

আকৃষ্য মৎপুত্রমেনে পুত্রী-

কৃতেন ভূতিং ভজতে স এষঃ ।

ইতি স্বয়ং বেত্তি ন তেন মৈত্রীং

ভিনন্তি কোহয়ং বদনে বদেতি ॥

স্নিগ্ধকণ্ঠঃ সোৎকণ্ঠতয়া শীঘ্রমেব সানন্দমুবাচ নন্দ এবেতি ।

মধুকণ্ঠ উবাচ । ভবতা জ্ঞাতমেবেদমিতি, তদেতচ্ছ্রুত্যাং ॥ ৩৮ ॥

প্রহলম্বতা অনন্দকণ্ঠা । প্রবহিলকা প্রহেলিকা । কামমকামানুসৃত্যে ॥ ৩৭ ॥

তং পদ্যং লিপতি আকৃষ্যোত্যাগি । সানন্দস্য মানসোত্তিরিষ্য ॥ ৩৮ ॥

মধুকণ্ঠ কহিলেন, আপনার হৃদয়ানন্দের সমুচিত এই এক অনিন্দনীয়
প্রহেলিকা অর্থাৎ হেয়ালী পণ্ড পূরণ করুন ।

স্নিগ্ধকণ্ঠ কহিলেন, অনুমতি করুন ॥ ৩৭ ॥

মধুকণ্ঠ কহিলেন । আমার পুত্রকে আকর্ষণ করিয়া (লইয়া গিয়া)
তাহাকে আপন পুত্র করিয়া যিনি এই পুত্রীকরণ দ্বারা ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছেন,
গাহার পুত্রকে আকর্ষণ করা হইয়াছে তিনি ইহা স্বয়ং জানেন, তথাপি মিত্রভাব
তাগ করেন না, ইনি কে ? নিজস্বথে বর্ণন কর । (এইটী শ্রীানন্দরাজের মনের
কথা, তাহা মধুকণ্ঠের মুখ দিয়াই প্রকাশিত হইল) ।

স্নিগ্ধকণ্ঠ উৎকণ্ঠা সহকারে শীঘ্র সানন্দাচনে কহিলেন, নিশ্চয়ই তিনি নন্দ ।
মধুকণ্ঠ কহিলেন, হাঁ আপনি সত্যই জানিয়াছেন, অতএব শ্রবণ করুন ॥ ৩৮ ॥

সেনালেন গুণেন বাঞ্ছতি নিজে পূজাস্থে ভূয়সী

লোকো যন্ত মহীয়সাপি খলু তেনৈবান্যদীয়ে সদা ।

সোহয়ং শ্রীব্রজরাজ এব যদসৌ শূরাস্রজং ধিষ্মিতুং

তত্তদ্ধানিসোঢ় সখ্যমভিনম্নান্নঞ্চ তস্মান্তরং ॥ ৩৯ ॥

ততশ্চ । তদেতন্মধুকণ্ঠমৃত্তস্বধাকরমাসাদ্য রত্নাকর ইবো-

চ্ছলদঙ্গতরঙ্গস্তদন্তুর্নবিহরঙ্গসভ্যসজ্জস্তুপারি হৃদয়ঙ্গমরত্নাবলিং

বিকীর্ণবান্ হৃদয়াবলিং বা বিতীর্ণবানিতি স্ময়মপি ন ভিদাং

বিদাস্তভূব ॥ ৪০ ॥

তচ্ছবণবাক্যং পদ্যেন লিখতি সেনেনাদি । মহীয়সী মহাস্ত্রগণেন । অন্যান্যদীয়ে পূজাস্থে । শূরাস্রজং বহুদেবং ধিষ্মিতুং প্রাণয়িতুং তত্তদ্ধানিঃ পুত্রবিচ্ছেদং অসোঢ় সখ্যং কৃতবান । ন গতি নং ন বিদারয়ামাস । তস্য ব্রজরাজস্য । অন্তরং চিত্তং ॥ ৩৯ ॥

ততো ঃহৃদমৃত্তস্তদ্বর্ণয়তি ততশ্চেত্যাদিপদ্যেন । বিকীর্ণবান বিকীর্ণস্তং চকার । হৃদয়াবলিং বচ্যচিহ্নং বা । ন বিদাস্তভূব ন জ্ঞাতবান ॥ ৪০ ॥

লোকমাত্রই নিজের অল্প গুণদ্বারা বহুতর (গুণাতিরিক্ত) নিজ পূজা ও নিজ স্থান-বাঞ্ছা করিয়া থাকে । যিনি সাতিশয় নিজ গুণদ্বারা অল্প জনসম্মুখে পূজা ও স্থান সর্বদা বাঞ্ছা করেন, তিনিই এই শ্রীব্রজরাজ । যে হেতু ইনি শূরাস্রজ বহুদেবকে প্রীতিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত সেই সেই হানি অর্থাৎ পুত্রবিচ্ছেদাদি সজ্ঞা করিয়াছেন এবং ইহঁার চিত্ত অল্পমাত্র ও সখ্য বা মিত্রতাকে ভেদ করে নাই ॥ ৩৯ ॥

তদনন্তর সভাতিত অস্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ সমস্ত সভাগণ মধুকণ্ঠের এইরূপ সুন্দর বাক্যরূপ সুধার আকর অথবা সুধাকর চন্দ্রকে প্রাপ্ত হইয়া রত্নাকরের গায় উচ্ছলিত অঙ্গতরঙ্গবিশিষ্ট হইলেন এবং ঐ মধুকণ্ঠের উপরে হৃদয়ঙ্গম রত্নাবলিই নিক্ষেপ করিলেন, কি হৃদয়াবলি অর্থাৎ অন্তঃকরণসমূহই বিতরণ করিলেন, তাহার পভেদ জানিতে পারিলেন না ॥ ৪০ ॥

অথ স্নিগ্ধকণ্ঠ উবাচ । ততস্ততঃ ।

মধুকণ্ঠ উবাচ । ততঃ শ্রীমানমৌ ধন্যঃ পৰ্জন্মঃ শ্রীগোবিন্দ-
পদারবিন্দভজনায়া বৃন্দাবনং প্রবেশন্ সমাসত্ত্বএব সমস্তশাস্ত্রসারং
পৃচ্ছতঃ পুত্রানুপাদিদেশ ॥ ৪১ ॥

যথা—

কিং ভয়মূলমদৃষ্টং, কিং শরণং শ্রীহরেভক্তঃ ।

কিং প্রার্থ্যং তদুত্তিঃ, কিং সৌখ্যং তৎপরপ্রেম ॥ ইতি ॥ ৪২

তদেবং সহভার্যো বৃন্দাবনং গতে তস্মিন্নার্যো শ্রীমানুপনন্দঃ
অনামানুরূপং শ্রীগগনন্দব্রজমহেন্দ্রসভায়ামযজ্ঞিতমজ্ঞিতয়। স্থিত-

ততঃ পৰ্জন্মঃ কিং কৃতবানিত্যপেক্ষায়ামাহ অপেক্ষাদিগদোন ॥ ৪১ ॥

তদুপদেশবাক্যং পদোন নিবধাতি কিমিতি । তদুত্তিঃ শ্রীহরিভক্তিঃ । ৪২ ॥

অধুন। তৎপরবৃত্তান্তং বর্ণয়িতুং প্রকমতে তদেবমিত্যাদিগদোন । সভায়ো বরীয়সীসহিতে ।
অনামানুরূপং উপ সমীপে নন্দো যস্য ন উপনন্দশব্দরূপং যথা স্যাৎ । অযজ্ঞিতঃ অবশীকৃতঃ ।

অনন্তর স্নিগ্ধকণ্ঠ বলিলেন, তার পর তার পর ।

মধুকণ্ঠ কহিলেন, অনন্তর এই শ্রীমান ধন্য পৰ্জন্ম শ্রীগোবিন্দের পদারবিন্দ
ভজনের নিমিত্ত বৃন্দাবনে প্রবেশ করিলেন এবং পুত্রগণ সজ্জেকপে সমস্তশাস্ত্রের
সারমর্থ জানিতে ইচ্ছুক হইলে তাহাদিগকে তাহা উপদেশ করিলেন ॥ ৪১ ॥

পুত্রদিগের প্রশ্ন যথা,—ভয়ের মূল কি ? এই প্রশ্নের উত্তর, অদৃষ্ট অর্থাৎ
প্রাক্তন কর্ম । আশ্রয় কি ? এই প্রশ্নের উত্তর হরিভক্ত । জগতের মধ্যে
প্রার্থনীয় বস্তু কি ? এই প্রশ্নের উত্তর ভগবদুত্তি । সুখ কি ? এই প্রশ্নের
উত্তর কৃষ্ণপ্রেম ॥ ৪২ ॥

তদনন্তর এই প্রকারে :সেই শ্রীমান অর্থাৎ (শ্রেষ্ঠ) পৰ্জন্ম বরীয়সী পত্নীর
সহিত বৃন্দাবনে গমন করিলে শ্রীমান উপনন্দ শ্রীমান নন্দব্রজরাজের সভায়
বিচিত্রবীর্ণ অর্থাৎ ধৃতরাষ্ট্রের পিতার সভায় ভীষ্মদেবের আশ্রয় স্বাধীন যজ্ঞিকপে

বান্ বিচিত্রবীৰ্য্যসভায়াং ভীষ্ম ইব । সোহপি মন্ত্রমিষেণ বিশে-
ষেণ তদাজ্ঞামেব গৃহ্নন্ সৰ্ব্বং সৰ্ব্বকালং সুরাজা প্রজাকুলং
পালয়তি সূ ॥ ৪৩ ॥

তত্র চেয়ং চৰ্য্যা চরিতাশ্চৰ্য্যা বভূব ।

যথা—মৰ্য্যাদাং পিতুরয়মাবদেব সৰ্ব্বাং,

ধন্বাদির্ন বিপদমেতি যত্র চার্থঃ ।

সম্পত্তির্ন পুনরভূদমুখ্য বশ্য।

যেনাসৌ প্রসভমবাপ বুদ্ধিমেব ॥ ৪৪ ॥

তদেবং সৰ্ব-সমৃদ্ধি-বুদ্ধি-সিদ্ধিমায়াতে রাজহতি ব্রজজন-
জাতে কলিকায়মানা কাচিছুৎকলিকা ক্রমেণ বিকাশয়ামাস

বিচিত্রবীৰ্য্যসভায়াং ধৃতরাষ্ট্রপিতৃঃ সদসি । সোহপি শ্রীনন্দঃ । মন্ত্রমিষেণ মন্ত্ৰাচ্ছলেন ।
চৰ্য্যা অনুষ্ঠানং ॥ ৪৩ ॥

তং চৰ্য্যাপ্রকারং বর্ণয়তি মৰ্যাদামিত্যাদিপদোন । আবং অরক্ষং । অব রক্ষণে ধাতুঃ ।
বিপদং স্থানভঙ্গং । অর্থঃ পুরুষার্থঃ ॥ ৪৪ ॥

অধুনা তস্য রাজ্যাসম্পত্তিপরিপাটিং বর্ণয়িত্বা পুত্রসম্পত্তিরপি জাতৈবেতি বাঞ্জয়িত্বং প্রক-
রণমারম্ভতে তদেবমিত্যাদিপদোন । রাজহতি সুরাজি দেশে । সুরাজি দেশে রাজবা-
এবং নিজ নামের অরূপভাবে অবস্থিত ছিলেন । শ্রীমান নন্দও মন্ত্ৰাচ্ছলে
বিশেষরূপে তদীয় আজ্ঞা গ্রহণপূর্বক সুরাজা হইয়া প্রজাপুঞ্জকে সৰ্বদা পালন
করিতে লাগিলেন ॥ ৪৩ ॥

প্রজাপালন বিষয়ে এইরূপ অনুষ্ঠান অত্যন্ত আশ্চর্যজনক হইয়াছিল । যথা—
এই শ্রীনন্দ পিতৃকৃত সমস্ত নিয়মাবলী রক্ষা করিয়াছিলেন । ধর্ম, অর্থ, কামরূপ
পুরুষার্থ বিপদাপন্ন হয় নাই অর্থাৎ যথানিয়মে প্রতিপালিত হইয়াছিল । আর
তদীয় সম্পত্তিও কুণ্ঠিত হয় নাই, এই কারণে গিনি সহসা বৃদ্ধি পাইয়াছিলেন ॥ ৪৪ ॥

অনন্তর এইরূপে ব্রজবাসিজন দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং স্তম্ভর ভূপতিসমবেত
দেশ সর্বপ্রকারে বর্ধনশীল সমৃদ্ধির চরমসীমা প্রাপ্ত হইল, কিন্তু কোন এক
প্রকার উৎকণ্ঠা, দীপশিখার মত রূপধারণ করিয়া ক্রমে প্রকাশ লাভ করিয়াছিল ।

সর্বেষাং প্রাণতুল্যস্য নিজকুল্যস্য রাজ্ঞস্তস্য সন্তুতির্ন জায়ত
ইতি । কালাত্যয়ে চাশাব্যতয়াঃ সর্বং জনমতীৰ কৃচ্ছ্ৰমাচ্ছ্ৰ,
অগ্রজাদীঃস্ত স্ততরাং । শ্রীমদ্রজপতিজম্পতী তু প্রজাশাং পূর্ন
এব সন্দিগ্ধিদিগ্ধামপি কুর্বাতে স্ম, উত্তরতস্ত বিশেষতঃ ।

স্নিগ্ধকণ্ঠ উবাচ । কথং তৎপ্রোচ্যঃ পুত্রেক্ষাদিকং নানু-
ষ্ঠাপিতবন্তঃ, কথং বা বিদগ্ধয়োরপি তয়োঃ সন্দিগ্ধতা জাতা,
তথাপি পরমেশপরয়োঃ কথন্তরাং বা তদাশা উত্তরতস্ত বিশেষতঃ
কথন্তমাং ।

নামরঃ । উৎকলিকা ভাবনা বিকাশঃ প্রকলতাঃ জগাম । শানচ্ছ পাপ । সন্দিগ্ধিদিগ্ধাঃ
নন্দেহৃৎকঃ । উত্তরতঃ ব্রূহাবস্তায়াং । ন গুহ্যমপি চবৎ অকৃত্যনং ন কারয়ামাস্ । বিদগ্ধয়োঃ
কালগতিনিপুণয়োঃ । তদাশা পূজাশা ।

“সকল লোকের প্রাণতুলা নিজবংশীয় গোপকলরাজ নন্দের সম্ভান জন্মিল না”
এইরূপ উৎকণ্ঠাই বৃদ্ধি পাইয়াছিল । যত কাল গত হইতে লাগিল, ততই আশার
বিনাশ দেখিয়া সকল লোকেই অতিশয় দুঃখে পতিত হইয়াছিল * । স্ততরাং
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃগণ যে সমধিক দুঃখিত হইবেন তাহা এলাই বাহুলা । বজ্ররাজদম্পতি
পুন্সেই পুত্রের আশাতে সন্দিহান ছিলেন, বিশেষতঃ ব্রূহাবস্তায় পল্লমুখদর্শনে
সমধিক সন্দেহই জন্মিয়া থাকে ।

স্নিগ্ধকণ্ঠ কহিলেন, তবে নন্দরাজের পিয়তম উপনন্দাদি কেন পুত্রোক্তি প্রভৃতি
পুত্রের অকৃত্যন করান নাই ? কেনই বা কালগতিনিপুণ হইলেও উভয়ের
নন্দেই জন্মিয়াছিল ? উভয়েই ঈশ্বরপরায়ণ, ইহীদের কি পকারেই বা পুত্রের
আশা হইবে ? বিশেষতঃ পাচীন অবস্থায় ত কখনই সম্ভাবিত নহে ॥

* বিপুল রাজাহুশসত্ত্বেও পুত্রের অভাবে রাজ্যমনো বিশেষতঃ পিতামাতা প্রভৃতির মনে
১৭ রাজাক্রোশ এবং মাতাপিতাকর্তৃক অধ্বযোগে অভিলষিত পুত্রদর্শন । এই ভাবটী রঘুবংশ
৫ কাদম্বরী হইতে সংগৃহীত বলিয়া বোধ হয় ।

মধুকণ্ঠ উবাচ । অনুষ্ঠাপিতমপি তত্ত্বম প্রতিষ্ঠামাসাদ ।

স্নিগ্ধকণ্ঠ উবাচ । কথং তৎ, কথং বাচ্যদণ্ডং ।

মধুকণ্ঠ উবাচ । তথাহি, তত্ত্বদশেমসম্পত্তোরপি দম্পত্যো-
রহসি সম্বাদোহয়ং বভূব । যথা শ্রীমান্ পতিরুবাচ । কুটুম্বিনি !
কিমবলম্বী মম সন্তানায় বিতানাদি বিতনুতে শোকবশোহয়ং
লোকঃ । যতো মম সঙ্কল্পকল্পনাসময়ে বাদৃশায় সর্বতো বিচিত্রায়
পুত্রায় চিত্তং কল্পতে, সতু পরম এবাপূর্বঃ কথমপূর্ববিষয়তাঃ

অনুষ্ঠাপিতমপি পুস্ত্রস্তাদিকং কৃতমপি প্রতিষ্ঠা সফলতাঃ । কথং তদিত্যাদি । তৎ অতঃ
প্রাপিতপুস্ত্রস্তাদিনাং প্রতিষ্ঠিতং । অতঃপাৎ বিদগ্ধয়োরাপি তয়োঃ সন্দেহজন্মাদি । অবলম্ব-
প্রাশয়মাণঃ । বিতানাদি বজ্রাদি । অপূর্ববিষয়তা কথং অত্যাশঙ্ক্যাজাতাঃ ।

মধুকণ্ঠ বলিলেন, পুরোহিতাদি দ্বারা পুস্ত্রপ্ৰতিষ্ঠা যোগের অনুষ্ঠান করা
হইলেও তাহা সফল হয় নাই ।

স্নিগ্ধকণ্ঠ কহিলেন । তাহা কি পকার । কি পকারেই বা অনুষ্ঠিত যোগাদি
সফল হয় নাই এবং কি পকারেই বা কালগতিনিপণ বজরাজ ও বজেশ্বরীর
সন্দেহ ও অত্যন্ত আশা জন্মিয়াছিল ?

মধুকণ্ঠ কহিলেন দেখ, বজরাজ এবং বজেশ্বরীর মঙ্গলপকার সম্পাদিত বর্তমান
থাকিলেও উভয়ের নিষ্কর্মে এইরূপ কথোপকথন হইয়াছিল । শ্রীমান্ পতি
(নন্দ) বলিয়াছিলেন যথা—হে কুটুম্বিনি ! কি অবলম্বন করিয়া আমার সন্তানগণ
এই শোকাকুল আত্মীয় বান্ধবগণ বজ্রাদির অনুষ্ঠান করিতে পারিবেন ? যে হেতু
সঙ্কল্পকল্পনার সময়ে আমার মন যেরূপ সন্দেহপেক্ষা বিচিত্র পুস্ত্রের জন্ত অভিলাষ
করিতেছে, সেই অপূর্ব পুত্র কিরূপেই বা কস্মিন্জন্ম অদৃষ্টে অর্থাৎ পুত্রের গ্রাহ্য হইতে
পারে । (শুভাশুভ কর্মানুষ্ঠান হইতে এক পকার অপূর্ব অর্থাৎ অদৃষ্ট বা সংস্কার
জন্মে এবং সেই সংস্কারের বশে পাপীর জন্ম বা দেহধারণাদি হইয়া থাকে, অর্থাৎ
অদৃষ্টবশেই জীবের জন্ম মরণাদি ঘটয়া থাকে) কিন্তু আমি যেপকার পুস্ত্রের
অভিলাষী তাদৃশ পুত্র কখনই অদৃষ্টের বশীভূত হইতে পারেন না, তিনি অদৃষ্টে

প্রাপ্তোতু । তৎ পুনরনুত্র বচনগোচরং রচয়িতুং সঙ্কচ্যেতব
চেতোবৃত্তিঃ । যতো যৎ খলু ময়ি দয়াপরায়ণস্য শ্রুতিপারায়ণ-
ফলস্য শ্রীনারায়ণস্য রূপং ততোহপি মধুরতরং কতরদ্বা ভবেৎ,
পারিজাতকুম্বাদাকাশকুম্বমিব ॥ ৪৫ ॥

অত্র*—স্নিগ্ধকণ্ঠস্বস্তিশ্চন্দ্রয়ামাস । অস্ম্য ততোহপি মধুর-
তরত্বং নাযুক্তং, যত এতদুদ্दिश्य শ্রীভাগবতপদ্যং—

“বসন্ত্যলীলৌপায়িকং স্বযোগ-মায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতং ।
দিস্মাপনং স্ম্য চ মৌভগর্দ্বৈঃ, পরং পদং ভূমণভূমণাঙ্গমতি” ॥ ৪৬

শ্রুতিপারায়ণস্য শ্রুতিমাফলাবচনফলস্য । কতরদ্বা শ্রীনারায়ণস্য মধুরতরাভাব্যং যতো
দ্রোণসম্প্রতি ১৫১ ।

নতু প্রাপ্তস্য বসন্তভঙ্গাপমাস্তাননা । সঙ্কচ্যে ন বৈফল্যায় করত শ্রুতি বিভাব্যঃ তদব-
স্নিগ্ধকণ্ঠো যচ্চিষ্টামকরোঃ তদ্ব্যর্থতি অগ্রেতাংদগদোন । অন্য শ্রীকৃষ্ণা । ততো নারায়ণা ১৫৬

নিয়ন্তা বা বিধ্বংসির কারণ । অপিচ, অভিলষিত পুত্র ভিন্ন অগ্র প্রকার পুত্রের জন্ম
যাগাদি করার বিষয় মুখে আনিতেও ইচ্ছা হয় না । অভিলষিত পুত্রলাভ যখন
শাস্ত্রতঃ অসম্ভব, সুতরাং মেকপ পুত্রলাভের জন্ম চিত্তগতি সত্যই সঙ্কট
হইতেছে, কারণ পারিজাতপুষ্পের নিকট হইতে আকাশপুষ্প আর কত সুমধুর
হইতে পারে ? তদ্রূপ আমার পাণ্ড দয়াবান্ এবং বেদের পরমাশ্রয় ফলস্বরূপ যে
নারায়ণের রূপ আছে, তাহা হইতে অধিক মধুর আর কি হইতে পারে ? ॥ ৪৫ ॥

এই বিষয়ে স্নিগ্ধকণ্ঠ মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন । নারায়ণ হইতেও
এই শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় মধুরতাব অপ্রকৃত নহে, যে হেতু এই শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ
করিয়া (শ্রীমদ্ভাগবতের ৩য় স্কন্ধের ১১ অধ্যায়ে ১০শ শ্লোকে) উদ্ধব পিতরকে
কহিয়াছেন, যথা—হে মহাত্মন ! সেই নৃসিংহ গতি আশ্রয় ছিল, ভগবান
আপনার যোগমায়ায় বলপ্রদর্শন করাইয়া তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই নৃসিংহ

অথ স্ফুটং পপ্রচ্ছ, ততস্ততঃ ॥ ৪৭ ॥

মধুকণ্ঠ উবাচ । অথ শ্রীমতী তৎপত্নী চোবাচ । কৌদৃশ্য
রূপং তদিত্তি কথ্যতাং ।

অতঃ শ্রীকৃষ্ণরূপস্য শ্রীনারায়ণরূপায়মধুরত্বং স্ফুটীকৰ্ত্ত্বং স পপ্রচ্ছেত্যাহ অণেতিগদোন ॥ ৪৭ ॥

মধুকণ্ঠঃ তদভিপ্রায়ং বুদ্ধাঃ তথৈবাতঃ অথ শ্রীমতী ত্যাদিনা । তত্র যথা শ্রীনন্দযশোদয়ৈঃ
কৃষ্ণিপ্রভাক্তৌ অভূতাঃ তদ্বর্ণয়তি কৌদৃশ্যমিত্যাদিনা ।

মর্ত্যলোকের উপবৃত্ত ও সৌভাগ্যবিশেষের পরাকাষ্ঠা ছিল এবং স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও
তাহাতে মুগ্ধ হইয়াছিলেন, অধিকন্তু সেই মূর্তির অঙ্গসকল এরূপ শোভনীয় ছিল
যে, ভূষণসকলকেও ভূষিত করিত * ॥ ৪৬ ॥

অনন্তর নিক্কণ্ঠ স্পষ্টে জিজ্ঞাসা করিলেন । তাহার পর তাহার পর ॥ ৪৭ ॥

মধুকণ্ঠ কহিলেন : অনন্তর শ্রীমতী এজরাজপত্নী বলিতে লাগিলেন, সেইরূপ যে
কি প্রকার, তাহা আত্মা করুন ! ব্রজরাজ কহিলেন, আমি দেখিতেছি যে গ্রামবধূ,

* এই কথাই শ্রীকৃষ্ণগোপামিপাদ ললিতমাধব নাটকের অন্তম অঙ্কে ৩২ বলিয়াছেন যথা

অপরিকলিতপূর্ণঃ কলমংকারকারী, স্ফুরতি মম গরায়ানেষ মাধু্যপূরঃ ।

অয়মহম্পা হন্ত প্রেক্ষঃ যং পুরুষোত্তমঃ, সুরভসমুভোক্তুং কাম্যে রাধিকেন ।

অথ । দ্বারকায় মহাবীৰ্ভবনে মণিভিত্তিতে শ্রীকৃষ্ণ নিজ প্রতিবদ্য দেগিয়া উৎসুকসহকারে
বলিতেছেন—আহা ! আমি এমন রূপ ও কপনই দেখি নাই, ইহা বড়ই অদ্ভুত বা আশ্চর্য্যকারী
মনে বিশ্ময় উৎপাদন করিতেছে, বোধ হইতেছে যেন কোন মাধুর্য্যরাশি মূর্ত্তিমান্ হইয়া আমায়
দৃশ্যে শোভা পাইতেছে । অহো আমিও যে, ইহা দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম, শুধু তাহাই নহে
শ্রীরাধা যেমন আমাকে দেগিয়া দসম্মমে আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছা করেন, আমারও সেইরূপ ইচ্ছা
হইতেছে । শ্রীপাদ কৃষ্ণদাসকবিরাজও এই কৌকাবলম্বনে বলিয়াছেন—

আপন মাধু্যে হরে আপনার মন ।

আপনা আপনি চাহে করিতে আলিঙ্গন ॥

(চৈতন্যচরিতামৃত । মধা । ৮ম)

স উবাচ—

শ্যামশফলচারুদীর্ঘনয়নো বালস্তবাক্ষস্থলে

তুফোনকারিপয়োধরে স্ফুটমমৌ ক্রীড়ন্যালোক্যতে ।

স্বপ্নস্তং কিমু জাগরঃ কিমথ বেত্যেতন্ন নিশ্চীয়তে

সত্যং ক্রাহি সধর্ম্মিণি স্ফুরতি কিং মোহয়ঃ তবাপ্যন্তরে ?

সোবাচ—শ্রীমন্মগাপীয়মেব মনোবৃত্তির্মতিবৃত্তির্মতিবর্তমানা
বর্ততে, কেবলবিলজ্জয়া তজ্জাতু ভবন্তং ন নিবেদয়ামি,
তস্মাদস্মাদসম্ভবমনোরথান্নিবৃত্তিশাস্ত্রবিচারমুদযচ্ছন্তৌ মন এব
সংযচ্ছেবহি ।

স উবাচ—যদ্যপি ময়াপ্যেতদেব মধ্যে মধ্যে স্ফুটমধ্যবসীয়তে,
তথাপ্যন্ত্যেকো বশিতবিশ্বোদ্ভেকো মহান্ মহায়ঃ শ্রীমন্নারায়ণ-

তৎ শ্রীমন্মহাশক্তি আনন্দম্ । প্রতিবর্তমানা প্রতিকমত্মা । জাতু কদাচিত্ । নিবৃত্তিশাস্ত্রবিচার-
পরায়ণ । অসম্ভবময়মুখ্যভূতৌ কৃপণতাবাবা । এতদেব বৈরাগ্য । বশিতাবিশ্বোদ্ভেকঃ --বশিতঃ
কামিতো বিশ্বস্তা উদ্ভেক আরাধ্যো মনঃ । মহান্ মহায়ো মহান্নকলঃ ।

চন্দ্রমনোহর ও সুদীর্ঘনয়নসকল একটা বালক তোমার তুফান-উদ্ভাসকারি-
পয়োধরশোভিত ক্রোড়দেশে ক্রীড়া করিতেছে, উহা কি স্বপ্ন ? অথবা জাগরণ ?
কি আমি নিশ্চয় করিতে পারিতেছি না । হে সধর্ম্মিণি ! তুমি আমাকে
সত্য করিয়া বল, সেট বালক কি তোমারও অন্তরে বিরাজ করিতেছে ?

ব্রজেশ্বরী কহিলেন, হে শ্রীমন্ ! আমারও এই পকার মনোবৃত্তি পুঙ্খপুঙ্খকে
প্রতিকম করিয়া বিত্তমান রহিয়াছে, কেবল বিশেষ লজ্জাহেতু তাহা কখন
আপনাকে নিবেদন করিতে পারি নাহি । এখন সেট এই অসম্ভব মনোরথ
বর্ততে নিবৃত্তিশাস্ত্রের বিচার অর্থাৎ বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া আমরা উঠজনে
মনেক সংযত করিব । (অলভাবস্তুর লাভবাসনা অপেক্ষা বৈরাগ্যই শ্রেয়ঃ) ।

ব্রজরাজ কহিলেন, যদিচ আমিও মধ্যে মধ্যে স্বপ্নরূপে অসম্ভব মনোরথ

দেব এণ শরণগতি চিত্তবৃত্তিঃ পরিবর্ততে । যোহস্মাকমদৃষ্টা-
শ্রুতগিদং দৃষ্টগিব করোতি, স সর্বং কৃতপূর্বী তদপি কুর্বাতি ।

মোবাচ । দেব ! তস্য দেবস্য কামপি সেবামোগ্যামেবাত্ত
যোগ্যামুপলভামহে ।

স উবাচ—বাচং । কিন্তু কীদৃশী সা ?

মোবাচ । দ্বাদশীত্ররূপা ॥

স সানন্দমুবাচ । সঙ্গতং ত্রীণি, মগাপ্যুৎকৃষ্টাঙ্কুরিতং

যঃ শ্রীনারায়ণ কৃতপূর্বী সৰ্বং কৃতং পূৰ্ণমনে । কৃপাভাবস্তমানে ওং কৃতং করণং ।
কৃতং ওং পূৰ্ণকোটি কৃতপূৰ্ণ তদন্যাত্তাতি কৃতপূৰ্ণী । ততঃ ত্রাদব্যবহিতেন তদন্যতায়ৈন
যোগ্যভাবঃ সপমিতাঃ কল্পিন সমুমা । “ত্রাদব্যবহিতেন তদা যোগ প্রায়ঃ দিবিঃ” ত্রাতি
মুক্ষণোপে “স্তেনা চে” ততস্য ত্রগাদাসট্কাপ্রামাণ্যঃ । সপস্য পূৰ্ণকরণমন্তম্য । ইতি নিগ
লিতোত্তমঃ । তদাপি দ্বাদশশ্রুতমপি । যোগ্যতাঃ অভ্যাসঃ । উপলভ্যমহে উপলব্ধিঃ কৃষ্ণঃ । ৪৮

হইতে মনের সংযম করাট নিশ্চয় বলিয়া বোধ করি। তাহা হইলেও, বাহা হইতে
এই নিখিলব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে, সেই শ্রীমান্ নারায়ণদেবই যে একমাত্র
মহান্ সহায় এবং রক্ষাকর্তা, এইরূপ চিত্তবৃত্তি বারম্বার হইতেছে। যিনি
আমাদিগের সঙ্গের অনন্ত ও অশ্রুতপূৰ্ণ রূপকে যেন দৃষ্টের গায় কারত্বছেন সেই
নারায়ণদেব যখন পূৰ্ণে সকল বিষয়ই করিয়াছেন, তখন তাহাও তিনি নিশ্চয়ই
করিবেন ।

ব্রহ্মেশ্বরী কহিলেন, হে দেব ! সেই নারায়ণদেবের কোন প্রকার সেবাযোগ্য
অভ্যাসকেই এই বিষয়ে উপযুক্ত বোধ করিতেছি, অর্থাৎ তাঁহার সেবাকামের
পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠানই এ সময়ে কর্তব্য ।

ব্রজরাজ কহিলেন হাঁ, কিন্তু সেই সেবা কি প্রকার ?

ব্রহ্মেশ্বরী কহিলেন, দ্বাদশীত্র করিলে তাঁহার সেবা করা হয় ।

ব্রজরাজ সহযে কহিলেন, সঙ্গত বলিয়াছ, আমারও এইরূপ উৎকৃষ্টার অঙ্কুর

ক্ষুরিতমেতদেবাসীৎ । তস্মাদদ্যারভ্য সমারভ্যতামেষ ত্রত
ইতি ॥ ৪৮ ॥

তদেবং সম্প্রবদমানয়োরনয়োরুদ্ভবন্ দেবদুন্দুভিনাদঃ সৰ্দ-
মতিচক্রাম ॥ ৪৯ ॥

অথ তদা বৃত্তস্চচিত্তবৃত্তপ্রথয়া তৎকথয়া শ্লথিতস্মান্তঃ শ্রীব্রজ-
ধরিত্রীকান্তঃ কান্তনিজালঙ্কারবারং সূতকুমারায় বিততার, শ্রীমতী
ব্রজরাজপত্নী চ মহানীলমণিময়নায়কং হারং বিহাপয়ামাস ॥ ৫০ ॥

অথ সোৎকণ্ঠঃ স্নিগ্ধকণ্ঠ উবাচ । তর্হি কিং জা ৩ং ?

এবং তয়োঃ সম্মুখণা যদা বভূব তদেব দেবৈবং কৃত্যমকারি তদর্শয়তি তদেবমিতিগদোন ।
নানাজ্জকারজ্ঞানপূন্দকং পাণ্ডং সহ বদতোঃ সত্যোরিত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥

যদা মধুকণ্ঠ এবমবাদৌভদা ব্রজরাজস্য প্রমোদকৃত্যং যদভূতং কবির্বর্ণয়তি অথৈত্যাদি
গদোন । বৃত্তেতাদি—বৃত্তমতীতং যৎ পচিত্তং বৃত্তং চরিতং তস্য প্রথা যত্র তয়া । নায়কো
হারমধ্যগতমণিঃ । নায়কো নেতরি শেষ্ঠে হারমধ্যমণাবপাতি শাস্ত্রাৎ । বিহাপয়ামাস
সমুদ্ভবতা ॥ ৫০ ॥

তদা তু স্নিগ্ধকণ্ঠস্তাভ্যাং শ্রীকৃষ্ণোৎপত্তিঃ পাণ্ডয়িতুঃ যদপ্যুক্তং মধুকণ্ঠেচ যথোক্তং দত্তবাঃ
তদর্শয়তি অথ সোৎকণ্ঠমিত্যাদিনা ।

“হৃদি পাইয়াছে, অতএব অগ্ৰ হৃদেতে আরম্ভ করিয়া এই দাদশীবন্তের অন্ধান
করা যাক ॥ ৪৮ ॥

এইরূপে তাঁহারা দুইজনে যখন সমাক্রমে সম্মুখা করেন, সেই সন্মুখে তথায়
দেবতাভিগের দুন্দুভিধ্বনি উৎপন্ন হইয়া সকলকে অতিক্রম করিয়াছিল, অর্থাৎ
দুন্দুভিধ্বনিতে সনস্ত শব্দ বাপ্ত হইয়াছিল ॥ ৪৯ ॥

অনন্তর তৎকালে মধুকণ্ঠ যেরূপ কথা বলিতেছিলেন, সেই কথায় নিজের
অতীত চিত্তচরিত্রের বিষয় নিহিত থাকাতে ব্রজরাজের অন্তঃকরণ শিথিল হইয়া
গেল । তখন তিনি সূতপুত্রকে মনোহর নীল ধলঙ্কারশ্রেণী বিতরণ করিলেন এবং
শ্রীমতী ব্রজেশ্বরী ও মহানীলকামমণিময় হারের মধ্যগত মণি দান করিলেন ॥ ৫০ ॥

অনন্তর স্নিগ্ধকণ্ঠ উৎকণ্ঠাসহকারে বলিলেন, তাহার পর কি ঘটয়াছিল ?

মধুকণ্ঠ উবাচ । তেন ত্রেন পূর্ণে বর্ষে বৃংহিতে চ তয়ো
 যুগপদে দেবদেবঃ স্বপ্নে তয়োরাবির্ভূব চোবাচ চ । “অহো
 মন্যাসিত্তো ভক্তো কথং নির্বিদ্যা খিদ্যাথে, যোহসাদতসী
 কুসুমস্রমঃ স্রুমারঃ কুমারঃ শশদেনানুভবতোর্ভবতোঃ কুমার
 তয়া স্ফুরতি, সতু সদা ভবতোরেণানুগতঃ প্রতিকল্প স্বভক্তি
 প্রবর্তনায় দিদি মংপ্রবর্তিতদ্রোণধরারূপাংশকলাবতোঃ “তদ্বুরি
 ভাগ্যং” ইত্যাদিরীত্য। ব্রহ্মাদ্যলভ্যাসাফাত্তৎফলসাক্ষাৎকারায়
 স্রয়মেব পৃথিব্যাং ভবতোর্ভবতোরেণ ভবং লভত এব । অচির-
 দেবচ রুচিরা রুচিরেষা যুগয়োঃ সফলতাং বলিতা” ॥ ৫১ ॥

মদিহাদি । অংপবর্ধিতো দাণকপো বন তস্য ভাবশুদ্ধিশিষ্টোঃ । ভবং পাত্তব-
 বলিতা সংবৃতা ॥ ৫১ ॥

মধুকণ্ঠ কহিলেন । সেই বনের অন্তর্গত এক বনসর পূর্ণ হইলে এবং মনের
 বাসনা বন্ধি পাইলে এককালেই দেবাদিদেব শ্রীনারায়ণ প্রপদশায় উভয়েরই নিকট
 আবির্ভূত হইয়া কহিলেন । “অহো ! আমার উপরে যখন অতাদ্ব অনুরাগপূর্ণ
 ভক্তি আছে, তখন কেন তোমরা দুইজনে শোকাকুল হইয়া খেদ করিতেছ ?
 এই যে অতসৌপ্প হইতেও পরমসুন্দর স্রুমার কুমার তোমরা দুইজন গরপার
 অভাব করিয়া থাক বলিয়া তিনি পল্লরূপে স্ফুর্তি পাইতেছেন, তিনিই সন্দেহ
 তোমাদের দুইজনের অন্তগত হইয়া পতিকল্পে স্বীয়ভক্তি প্রবর্তিত করিবার নিমিত্ত
 তোমাদের দুইজনের নিকট হইতেই জন্ম লাভ করেন, আমি যে তৎকালে স্নেহ
 দোণ বধরূপে প্রবর্তিত করি, তাহা তোমাদের দুইজনেরই অংশ বা কলা ।
 শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধের ১৪ অধ্যায়ের ব্রহ্মস্বতীর “তদ্বুরি ভাগ্যং” ইত্যাদি
 শ্লোকরীতি দ্বারা ব্রহ্মাদির অলভ্য শ্রীকৃষ্ণরূপ সেই সাক্ষাৎ ফলের সাক্ষাৎকারবশতঃ
 তোমরা পৃথিবীতে জন্মলাভ করিয়াছ এবং শ্রীকৃষ্ণও তোমাদের নিজস্ব হইয়াই
 জন্ম লাভ করেন । অচিরকাল মধ্যেই তোমাদের দুইজনের এইরূপ স্রুমধুর ইচ্ছা
 সফলতা লাভ করিবে” ॥ ৫১ ॥

তদেবং শ্রাবিতাভিহিতে তিরোহিতে চ পরমহিতে ভগবতি
লঙ্কজাগরাবুপলঙ্কামৃতসাগরাবিব চ মিথস্তদেব সঙ্কথয়ন্তৌ প্রথ-
য়ন্তৌ চ পরমচমৎকারনিবহং বহতঃ স্ম ॥ ৫২ ॥

অথ স্নিগ্ধকণ্ঠঃ স্বগতঃ * চিন্তয়ামাস । তদেবং জাতাত্মেব
নম প্রপ্লানামুত্তরাণি । তত্র চ ভবতোরেবেতি যুক্তমেবোক্তং
শ্রীভগবতা । “প্রাগয়ং বহুদেবস্য কচিচ্ছাতস্তবাত্মজঃ” ইতি
বদতোহপ্যব্যভিচার-বচঃপ্রচারসর্গস্য মুনেঃ শ্রীগর্গস্য প্রায়ঃ
সৌহর্যমভিপ্রায়ঃ ॥ ৫৩ ॥

ততো যদ্বত্তমভূত্ত্বর্ণয়তি তদেবমিত্যাদিগদ্যেন । শ্রাবিতাভিহিতে শ্রাবিতমভিহিতং
গদ্যেন যেন তস্মিন্ । প্রথয়ন্তৌ পরমাত্মীয়েষু বিখ্যাতং কৃপয়ন্তৌ ॥ ৫২ ॥

তদেবং অস্মা জাতহং স্নিগ্ধকণ্ঠো যচ্চিন্তিতবান্ ত্বর্ণয়তি অশ্বেত্যাদিগদ্যেন । প্রায়ঃ
কচিচ্ছদপ্রয়োগাৎ ॥ ৫৩ ॥

পরমহিতৈষী ভগবান্ এইরূপ বাক্য শ্রবণ করাইয়া অস্তহিত হইলে, শ্রীনন্দ ও
শ্রীবশোদা উভয়েই জাগরিত হইয়া যেন অমৃতসিন্ধু প্রাপ্ত হইলেন এবং পরস্পর
সেই বাক্যের আন্দোলনপূর্বক আত্মীয়বর্গের নিকট ব্যক্ত করত পরম চমৎকার
ভাবের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলেন + ॥ ৫২ ॥

অনন্তর স্নিগ্ধকণ্ঠ মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন । এই প্রকার পূর্বোক্ত
বাক্যেই আমার প্রশ্নের উত্তর হইল । তন্মধ্যে শ্রীমান্ নারায়ণ বথার্থই বলিয়া-
ছিলেন যে, “শ্রীকৃষ্ণ তোমাদের দুই জনেরই পুত্র এবং বাভিচারশূণ্য বাক্য প্রয়োগ-
প্রায়ণ সেই শ্রীগর্গমুনিও বলিয়াছিলেন যে “তোমার এই পুত্র পূর্বের কখনও

* বক্তা ভিন্ন অপরের বাহা শ্রবণযোগ্য নহে এরূপ বিষয়ের উক্তিকে দগত কহে । (অপরে
কথিতে পারক বা না পারক, নিজের মনকে লক্ষ্য করিয়া যে কথা বলা হয় তাহা আত্মগত ।)
একলের শ্রবণযোগ্য বিষয়ের উক্তির নাম প্রকাশ । যথা— অশাব্যং শৃণু যদ্বস্ত তদিত স্বগতঃ
মতঃ । সনদপ্রাচ্য প্রকাশঃ স্যাৎ ... । ততি সাহিত্যদর্শণে বস্তু পরিচ্ছেদে নাট্যোক্তিপ্রসঙ্গে ।

। “প্রিয়েমু সৌভাগ্যফলা হি চারুভা । ” (কুমারসম্ভব ৫।১) । প্রিয়জনের কাছে প্রিয়কথা
বলিয়া অথবা প্রিয়বস্তু দেখাইয়া অনুরোধনপ্রাপ্তি হ্রদের চরমসীমা । নিজের ভালটী প্রিয়জনে
ভাল বলিলেই তাহা ভাল হয় এবং সেই জগৎ সুপান্ডব একাকী হয় না ।

শ্রীভগবতা সহ সম্বন্ধঃ কিল কেবলপ্রেমনিবন্ধনঃ । ‘ভক্ত্যাহ-
মেকয়। গ্রাহঃ’ ইত্যাদেঃ । অতন্ত্বিশেষশ্চ ত্বিশেষ এব হেতুঃ ।
‘যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং ।’ ইত্যাদেঃ ।
ততন্ত্বিন্ বৎসতাং সতাং বাৎসল্যাভিধ এব প্রেমা প্রমা-
পয়তি ॥ ৫৪ ॥

তত্র শ্রীবসুদেবশ্চ তদৈশ্বর্য্যপৰ্য্যালোচনেন বাৎসল্যশ্চ তারল্য-
সারল্যকাসাদিতং । শ্রীব্রজরাজশ্চ পুনস্ত্বাৎসল্যং শশ্বদুদ্বুদ্ধং

তত্র শ্রীকৃষ্ণশ্চ নন্দায়জ্জদে গৃহীত্বতী প্রমাণয়তি শ্রীভগবতেত্যাदिना । ত্বিশেষস্য সম্বন্ধ-
বিশেষস্য । ত্বিশেষঃ প্রেমবিশেষঃ । তন্ত্বিন্ ভগবতি । বৎসতাং লাল্যতাং ॥ ৫৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণশ্চ পুত্রহে পিতৃদীনাং বাৎসল্যমেব হেতুস্ততো বসুদেবশ্চ বাৎসল্যলব্ধং বর্ণয়তি
তজ্জ্যেত্যাदिगद्येन । চকারাৎ প্রেম-চ ।

বসুদেবনন্দন হইয়া জন্মিয়াছিলেন ।” ইহাতেও জানা যায় যে উক্ত মহাত্মা
গর্গমুনিরও প্রায় এইরূপই অভিপ্রায় ছিল ॥ ৫৩ ॥

শ্রীভগবানের সহিত সম্বন্ধও নিশ্চয়ই প্রেমনিবন্ধন ছিল । শ্রীমদ্ভগবতের
১১শ স্কন্ধের ১৪শ অধ্যায়ের ২০শ শ্লোকেও শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছেন যে, হে
উদ্ধব ! আমি শ্রদ্ধাসহকৃত একমাত্র ভক্তিদ্বারাই আত্মা ও প্রিয়রূপে সাধুদিগের
প্রাপ্য হই । অতএব ঐরূপ সম্বন্ধবিশেষের প্রতি তাদৃশ প্রেমবিশেষই কারণ ।

শ্রীমদ্ভগবদগীতার ৪র্থ অধ্যায়ের ১১শ শ্লোকেও শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিয়াছিলেন
যে, হে অর্জুন ! যে ব্যক্তি আমাকে যেরূপ ভাবে আশ্রয় করে, আমি তাহাকে
সেইরূপ অশীষ্ট ফলদানাদ্বারাই অনুগ্রহ করি । ইত্যাদি বাক্যেও উক্ত বিষয়
প্রমাণিত হইতেছে । সুতরাং জানিতে হইবে যে, সজ্জনগণের বাৎসল্যানাম-
প্রেমই ভগবানের উপরে বৎসতা বা প্রতিপালনরূপী পুত্রভাবে প্রমাণসিদ্ধ
করিয়া দিতেছে ॥ ৫৪ ॥

এস্থলে তদীয় ঐশ্বর্য্য পর্যালোচনা করাতে শ্রীবসুদেবের তারলবাৎসল্য এবং
প্রেম, উইটাই সরলভাব প্রাপ্ত হইয়াছে, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বসুদেবের বাৎসল্য
নন্দাদি অপেক্ষায় অগ্ন, কিন্তু শ্রীমান ব্রজরাজনন্দের শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক বাৎসল্যভাব

শুদ্ধমেব চ প্রসিদ্ধং, পিতৃভ্যাং পুত্রতয়া তদ্ধারণে কারণঞ্চ মূনি-
ভির্মন এব মন্যতে । “আনিবেশাংশভাগেন মন আনকছুন্দুভেঃ”।
ইত্যাদেঃ । “দধার সর্বাত্মকমাত্মভূতং, কাষ্ঠা যথানন্দকরং
মনস্তঃ” ইত্যাদেশ্চ । শ্রীব্রজরাজাভ্যামপি মনসা ধারণং তস্য
কার্য্যানুধানুপপত্তিসিদ্ধেন ভক্তিস্বাভাব্যেনৈব সম্ভাব্যতে । তত্র
চ সতি সাম্প্রতন্তু বিশেষত এব সাম্প্রতং পরাবস্থামনু কৃতাসক্তৌ
হি ভক্তৌ তদুদয়ঃ স্যাৎ । তস্মাত্তবৈবাত্মজন্তস্য বস্তুদেবস্য তু
কচিৎ কার্য্যে নিমিত্তে জাতঃ প্রাতুভূত ইতি ॥ ৫৫ ॥

তদ্ধারণে হৃদয়ে স্থাপনে । সাম্প্রতং যোগ্যং । পরাবস্থাঃ অন্ত লক্ষীকৃত্য । কৃতাসক্তিয়য়া
প্রাতুভূতয়াং ভক্তৌ । তদুদয়ন্তস্য পুত্রভাবস্য উদয়ঃ স্যাৎ ভবেদिति ॥ ৫৫ ॥

নিরন্তর রক্তিবিশয়ে উল্লুত এবং বিগুহ বলিয়া বিখ্যাত । পুত্রভাব থাকাত্রে মাতা
ও পিতা তাঁহাকে যে হৃদয়ে স্থাপন করিতে পারেন, মনিগণ মনকেই ইহার কারণ
বলিয়া নির্দেশ করেন । শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের ৩য় অধ্যায়ে ১১শ শ্লোকে
“ভগবান্ বস্তুদেবের মনে অংশকলার সহিত অর্থাৎ পূর্ণরূপে প্রবেশ করিলেন” এই
রূপে এবং ৩য় অধ্যায়ে ১৩শ শ্লোকে “পূর্বাদিক যেমন আনন্দ প্রদ চন্দ্রকে ধারণ করে
সেইরূপ শ্রীদেবকীদেবী হৃদয়দ্বারা শূরশ্রুত বস্তুদেবের আহিত আত্মপদার্থ ধারণ
করিয়াছিলেন.” এইরূপে ঐ ভাব বর্ণিত আছে । শ্রীব্রজরাজ ও শ্রীব্রজেশ্বরীও যে
মনে মনে সেই পদার্থ ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা কেবল কার্য্যের অত্যাধা অনুপত্তি-
সিদ্ধ ও ভক্তিস্বভাবেই সম্ভাবিত হইতে পারে. এইরূপ হইলে সম্প্রতি কিন্তু বিশেষ-
রূপে পরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত আসক্তিসম্বলিত ভক্তির উদ্যেগে সেই পুত্রভাব যে আবির্ভূত
হইবে তাহা উপবৃদ্ধি বটে. অতএব সেই শ্রীকৃষ্ণ তোমার অর্থাৎ নন্দেরই আত্মজ
কিন্তু বস্তুদেবের পুত্ররূপে কোন কার্য্যবশতই জাত অর্থাৎ প্রাতুভূত হইয়া-
ছিলেন ॥ ৫৫ ॥

অথ প্রকটমুবাচ । ততস্ততঃ ।

মধুকণ্ঠ উবাচ । তদেবং পরমার্ভেরূপকণ্ঠতাং প্রাপ্তায়ামুৎ-
কণ্ঠায়ামেকদা সর্বেহ্নর্বাচীনা ব্রজবাসিনঃ সভাবাঃ সভায়াং
মিলিতাঃ, মিলিত্বা চ তদেব সোৎকণ্ঠং সৃষ্টু প্রতুষ্টবুঃ ॥ ৫৬ ॥

তদাচ তত্রৈক। তাপসী কেনচন স্নাতকেন সমগায়াত। তাঞ্চ
মহাপ্রভাবলক্ষণাং লক্ষয়িত্বা সর্বে সমুখায়াতিথ্যাবিতথোন
বিধায় বিজ্ঞাপয়ামাস্তঃ । সাক্ষাদ্ভগবতো যোগমায়ৈব কা স্বমসি ?
শ্রীমন্নারদস্ত্যভিনবতনুরিবায়াং ন। কঃ ? ইতি ॥ ৫৭ ॥

স্ৱচিহ্ননমস্ম প্রকাশয়িতুং যথাপৃচ্ছন্তদ্বর্ণয়তি অথেষ্টাদিগদোন । উপকণ্ঠতাং সমীপতাং ।
জনর্বাচীনাঃ প্রাচীনাঃ উপনন্দাদয়ঃ । সভাবাঃ সমানো ভাবো যেযাঃ তে, অথবা নন্দবিষয়ক-
ভাবেন প্রীতিযুক্তাঃ ॥ ৫৬ ॥

অথাধুনা মধুমঙ্গলসহিতায়াঃ শ্রীপৌর্ণমাস্যা ব্রজাগমনং বর্ণয়িতুং প্রকৃমতে তদাচেষ্ঠ্যাদিনা ।
স্নাতকেন বটুনা । আবিতথোন যথাতথোন ॥ ৫৭ ॥

অনন্তর মিথকণ্ঠ স্পষ্টাক্ষরে বলিলেন, তাহার পর তাহার পর ।

মধুকণ্ঠ কহিলেন, উক্ত কারণে এই প্রকারে উৎকণ্ঠা পরমপীড়ার সান্নিধ-
প্রাপ্ত হইলে অর্থাৎ অতিশয় উৎকণ্ঠা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে, একদিন সমভাবাপন্ন
প্রাচীন উপনন্দ প্রভৃতি ব্রজবাসিগণ সভাস্থলে মিলিত হইলেন এবং মিলিত হইয়া
উৎকণ্ঠার সহিত স্তম্ভরূপে তাহারই প্রস্তাব করিতে লাগিলেন ॥ ৫৬ ॥

এমন সময়ে কোন এক তপস্বিনী একজন স্নাতক অর্থাৎ সমাবর্তনের পর
গৃহস্থ এমত কৃতদার বটুর (ব্রাহ্মণবালকের) সহিত আসিয়া উপস্থিত হইলেন ।
তাহাকে লক্ষণদ্বারা মহাপ্রভাবযুক্তা দর্শন করিয়া সকলে গাত্ৰোত্থান এবং
যথাযোগ্য অতিথিসংকার করিয়া নিবেদন করিলেন । আপনি ভগবানের সাক্ষাৎ
যোগমায়ার ত্রায়, অতএব বলুন আপনি কে ? এবং ইনিই বা কে ? স্ৱেথিতেছি
ইহার দেহধানী যেন অভিনবদেহধারী শ্রীমান্ নারদের মত ॥ ৫৭ ॥

স। চ সহাসমাহ স্ম । পৌর্ণমাসীনাস্তী কাত্যায়নী চ কুমার-
শ্রমণা চ পারিকাজ্জিগী চেক্ষণিকা চাস্মি । অয়ঞ্চ মধুমঙ্গলনামা
স্নাতকঃ শ্রীনারদপ্রকৃতিঃ । আবাক্ষ্য বিদ্যাবিশেষেণৈতদ্বয়স্কাবেব
সদা বিদ্যাবহে ॥ ৫৮ ॥

তে উচুঃ । এতাবতী কৃপা কৃপণেষু কথমস্মাস্থ কৃত৷ ? ।

সোবাচ । ভবতাং কিমপি বৈভবং সম্ভাব্য ।

সর্বো উচুঃ । কিং তৎ ? ।

স। চেত্যাदि । ততঃ শ্রীপৌর্ণমাসী আয়ুঃপরিচয়ঃ তথা মধুমঙ্গলপরিচয়ঃ যথা দত্তবতী তদ্বয়মিতি
৷ চেত্যাदिগদ্যেন । কাত্যায়নী—কাত্যায়নজন্মবৃদ্ধা যা কাষায়বসনাধবা । কাত্যায়নী ভবেদ-
গায়াং ভিক্ষুকাধবয়োরাগীত্যজয়ঃ । কুমারশ্রমণা বাল্যাংদেব এক্কাচারিণী । কুমারী চাসৌ শ্রমণা
পঞ্জিতা চেতি । শ্রমণাতি ওপস্যাতি যা সা শ্রমণা শ্রমণাতোন্নত্যাদিহাদনঃ । কুমার্যাঃ
শ্রমণাদিনা ইত্যনেন কস্মদারয়ঃ পৃথঙ্ক্যাবশ্যং । কুমারীশব্দস্য জাতিবাচিৎকৃত্ত কুমারীশ্রমণা
ইত্যাহ কৃপাং স্যাৎ । পারিকাজ্জিগী তপস্বিনী । এক্ষণিকা দৈবজ্ঞা । বিপ্রাক্ষিকা দীক্ষণিকা
দৈবজ্ঞতামরঃ । স্নাতকঃ এক্ষতযানপুংস কৃতগাহস্থ্যঃ । এতদ্বয়স্কাবেব—৷ ৩৩ ৷ যুস্মাক-
ংগোচরীভূতত্বেন বক্তমানং বয়ো যয়োস্তো নতু বয়োভেদো ভবেদिति ভাবঃ । বিদ্যাবহে
উবাচ ॥ ৫৮ ॥

তদেতচ্ছ্রুত্বা সপে একবাসিনো খদাতস্তদ্বর্ণয়ত তে উচুরিত্যাदिনা । ৩৩০ যথা তস্য।

তাপসী হাশ্বের সহিত কহিলেন । আমার নাম পৌর্ণমাসী, আমি অকুব্ধ
বে কাষায়বসন পরিধান করিয়া থাকি । আমি কুমারী হইয়াও প্রব্রজাশ্রম গ্রহণ
করিয়াছি । আমি তপস্বিনী ও দৈবজ্ঞা । ইহঁর নাম মধুমঙ্গল, ইনি স্নাতক-
লক্ষণাক্রান্ত ব্রাহ্মণবালক । শ্রীনারদের তুল্য ইহঁর স্তম্ভাব । আমার দুহজন বিখ্য-
বিশেষদ্বারা যে বয়স দেখিতেছে এইরূপ বয়সেই সঙ্গদা বিদ্যমান রহিয়াছে ॥ ৫৮ ॥

ব্রজবাসিগণ কহিলেন, আমরা অতি দীনবাক্তি, আপনি আমাদের প্রতি এত
কৃপা কেন করিলেন ? তাপসী কহিলেন, তেজবাদের কোন অনিস্তচনীয় বৈভব
সম্ভাবনা করিয়া ।

ব্রজবাসিগণ কহিলেন, তাহা কি ?

সোবাচ । ভবতাং প্রাণকন্দস্য শ্রীমন্নন্দস্য জগদানন্দঃ স খলু
নন্দনঃ সম্ভবিত্যেতি ।

সর্বৈঃ সবাষ্পপুলককুলমূচুঃ । বৃহদ্বনমস্মাকমিদং বৃহত্তীর্থং
ভবতি, তস্মাদস্মভ্যং দত্তবিশ্রান্তিকে কৃষ্ণান্তিকে ক্ষুটমুটজং তদ
ঘটয়ামঃ ।

সোবাচ । উপশ্রুতিরেষা শ্রুতিবেষা নব্যাপি ন ব্যভি-
চরিতা । যতঃ কৃষ্ণায় ইতি বিবক্ষিতমপি কৃষ্ণশ্চেতি লক্ষিতং
করোতি । কৃষ্ণনামা হি ভবিতাসৌ । মহাপ্রভাববতি যস্মিন্
জাতবতি নির্দানবতা পৃথিব্যাং ভবিষ্যতি । তদীয়গুণে তু

স্তেবাঞ্চ উক্তিপ্রত্যুত্তী বভূবুস্তে পর্যয়তি সোবাচেত্যাদিগদ্যন । কৃষ্ণান্তিকে কৃষ্ণায় যমুনায়,
অন্তিকে । বাগ্দেশী তু কৃষ্ণস্যান্তিকে ইতি বাচয়তি । উটজং পর্ণশালাং । উপশ্রুতিঃ স্বীকারবাণী ।
শ্রুতিবেষা শ্রুতিতুল্যা । নির্দানবতা-নির্গতা দানবা যত্র তস্তাবতা ।

তাপসী কহিলেন, তোমাদের জীবনের মূলস্বরূপ শ্রীমান্ নন্দরাজের নিশ্চয়ই
জগদানন্দদায়ক এক পুত্র জন্মিবে ।

সকলে বাষ্পপূর্ণ-নয়ন ও পুলকাকুলকলেবর হইয়া কহিলেন, এই বৃহদ্বন
অর্থাৎ মহাবন আমাদিগের মহাতীর্থ । অতএব যিনি আমাদিগকে বিশ্রামস্থল
অর্পণ করিয়াছেন সেই কৃষ্ণার নিকটে অর্থাৎ যমুনাতীরে আমরা প্রকাণ্ডরূপে
আপনার নিমিত্ত একখানী পর্ণশালা নিৰ্মাণ করিয়া দিব ।

তাপসী কহিলেন, এই স্বীকার বাণী বেদবাণীতুল্যা, ইহা নবা হইলেও ইহার
কখনও ব্যভিচার ঘটিবে না । যেহেতু “কৃষ্ণান্তিকে” এই বাক্যে যমুনার নিকটে
এই কথা আপনাদের বলিবার বিষয় হইলেও “কৃষ্ণের অন্তিকে” এইরূপ অর্থই লক্ষ্য
করিতেছে নিশ্চয়ই পুত্রটী কৃষ্ণনামে বিখ্যাত হইবেন । যে মহাপ্রভবসম্পন্ন
শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিলে পর পৃথিবীতে “নির্দানবতা” অর্থাৎ দানবের নাম
থাকিবে না, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের গুণে “সদা নবতা” অর্থাৎ সর্বদাই নবভাব (জাগ

সদানবতা, সগুণতা বিদ্যাদিপ্রবন্ধে তৎসম্বন্ধে তু নিগুণতা, সাক্ষীনতা বিষয়সম্পত্তৌ, তদন্তৌ তু নিক্ষীনতা । ইত্যাদিকং বিরুদ্ধায়মানমপি সর্বৈরনুরুদ্ধং করিষ্যতে । তস্মাদস্মাকমত্রে স্বাত্মগ্রাহ এব ভবতামনুগ্রাহায় সম্পন্নঃ ॥ ৫৯ ॥

অথ তাং সর্বৈ সানন্দং বন্দমানাস্তয়া সমমিন্দীবররুচিনিন্দী-
হিতকালিন্দীং বিন্দমানাঃ পর্ণমন্দিরং পূর্ণয়ন্তস্তত্র চাবাসয়া-
মানঃ ॥ ৬০ ॥

তৎসম্বন্ধে-তস্ত ভগবতঃ সম্বন্ধে । সাক্ষীনতা অগ্নেন সহ বর্তমানস্তুতাবতা অর্থাৎ বিষয়সম্ব-
ন্দতঃ ॥ ৫৯ ॥

তদেবং তস্তাঃ পরমহিতবচনং শ্রুত্বা সহর্ষান্তে তৎসন্তোষণাং যচ্চকুস্তদ্বর্ণয়তি অথ
গমিত্যাদিগদ্যেন । ইন্দীবরতি । ইন্দীবরকটিং নিন্দিতুং শীলমস্ত এবম্ভূতং দ্বিহিতং চেষ্টিতং
গত্যাঃ সা চাসৌ কালিন্দী চেতি তাং পূর্ণয়ন্তঃ সংরচয়ন্তঃ ॥ ৬০ ॥

সকলেরও নবীন অবস্থা) হইবে । তথা বিদ্যাদিপ্রবন্ধে যে “সগুণতা” তাহা শ্রীকৃষ্ণের
সম্বন্ধে “নিগুণতা” হইবে এবং বিষয়সম্পত্তিতে যে “সাক্ষীনতা” অর্থাৎ যৎকিঞ্চিৎ
বিষয়াসক্তি তাহা ভগবদ্বক্তৃত্তিতে “নিক্ষীনতা” অর্থাৎ বিষয়াসক্তিবহীনতা হইবে ।
এই সমুদায় বিরুদ্ধ হইলেও সকল লোকে ইহার অনুরোধ করিবে । অতএব
আপনাদিগের অনুরোধেই আমাদের এই স্থানে থাকিতে আগ্রহ হইয়াছে* ॥ ৫৯ ॥

অনন্তর সকলে সহর্ষে পৌর্ণমাসীকে বন্দনা করিয়া তাঁহার সহিত নীলপদ্মের
পতাবিজয়ি চেষ্টাশালিনী কালিন্দী যমুনাতে গমন করিয়া পর্ণকুটার রচনা করত
সেই স্থানে বাস করাইয়া দিলেন ॥ ৬০ ॥

* যথায় নির্দানবতা তথায় সদানবতা, যথায় সগুণতা তথায় নিগুণতা, যথায় সাক্ষীনতা
তথায় নিক্ষীনতা । এই গুলি শ্রবণমাত্রেই বিরোধ, কিন্তু নির্দানবতা—দানশূন্যতা, সদা নবতা—
নিতানূতনতা, সগুণতা ত্রৈগুণ্যবিষয়তা, নিগুণতা ত্রিগুণাতীতত্ব, বিষয়সম্পত্তিতে সাক্ষীনতা
সামান্যভাবে বা নির্লিপ্তভাবে বিষয়স্পৃহা, নিক্ষীনতা—ভগবদ্বক্তৃত্তিতে বিষয়াসক্তিবহীনতা । এই-
সকল অর্থে বিরোধ থাকে না । সুতরাং আপাততঃ বিরোধের স্থায় প্রতীয়মান হওয়ায় বিরোধভাস
শলঙ্কার । অতএব আপাততঃ বিরুদ্ধ হইলেও তাহা সর্বজননের অনুরুদ্ধ হইতে পারে ।

অস্মিন্নেব দিনেঃপগতদোষে প্রদোষে সমুদ্ভট-কংসরোষণে
জাতচিত্তশোষণে কৃতপরিদেবেন বহুদেবেন প্রহিতা ব্রজহিতা
বড়নারোহিণী রোহিণী গুপ্তমাজগাম। যন্ত্যামাগতায়ং পরম-
পতিব্রতায়ং সর্বত্রৈব ব্রজরাজরাজসমাজঃ শুভশকুনসঙ্কল-
শকুনাদিসমাজেন সমমুল্লাস। তত্র চানন্দমোহিনৌ শ্রীযশোদা-
রোহিণ্যৌ যমুনাগঙ্গে ইব সঙ্গতসঙ্গে পরম্পরং পরেভ্যশ্চ সুখ-
সমূহমূহতুঃ ॥ ৬১ ॥

ব্রজরাজপত্নী চ তন্ত্য। জ্যৈষ্ঠমবস্ফভ্য মাসত্রয়জাতমন্তর্ব্বত্নীত্বং
পর্য্যালোচ্য স্বাভেদবেদনেনৈব শাতজাতং প্রাপ ॥ ৬২ ॥

যদিবসে শ্রীপৌর্ব্বমাস্ত্য। জাগমনং জাতং তদিন এব শ্রীরোহিণ্যা। বজে আগমনং বর্ণয়িতুং
প্রকমতে অস্মিন্নেবেত্যাদিগদোন। বড়বা অর্থ্যা। শকুনাদিসমজঃ শুভশকচচিহ্নানি তেন
সহ ॥ ৬১ ॥

তন্ত্য। মিলনে শ্রীযশোদায়াঃ প্রমোদপ্রাপ্তং বর্ণয়তি জ্যৈষ্ঠা। দগদোন। সঙ্গমঃ ॥ ৬২ ॥

সেই দিবসেই দোষরহিত প্রদোষকালে চিত্তশোষণকারী উদ্ভাস্ত কংসের কোপে
বহুদেব বিলাপ করিয়া ব্রজের হিতকারিণী রোহিণীকে ব্রজে প্রেরণ করেন।
রোহিণী একটা ঘোটকীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া গোপনে তথায় উপস্থিত হন।
রোহিণী পরমপতিব্রতা ছিলেন। তিনি আসিবামাত্র ব্রজরাজের সমস্ত সুন্দর সভা
শুভচিহ্নে পরিপূর্ণ বিহঙ্গকুলদ্বারা উল্লাস পাইয়াছিল। তথায় শ্রীমতী যশোদা এবং
রোহিণী আনন্দে মোহিত হইয়া এবং গঙ্গাযমুনার মত উভয়ে মিলিত হইয়া পরম্পরের
এবং অপর সকলের উদ্দেশেও সুখধারা বর্ণণ করিতে লাগিলেন ॥ ৬১ ॥

ব্রজরাজপত্নী শ্রীযশোদা রোহিণীর জ্যৈষ্ঠমাস আরম্ভ করিয়া অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ
মাসে, শ্রাবণ এই মাসত্রয়জাত অন্তর্ব্বত্নীত্ব (গর্ভিণীভাব) পর্য্যালোচনা করিয়া
এবং আপনার সহিত অভেদ জ্ঞান করিয়া সমূহ সুখ প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৬২ ॥

অথ মাঘমাসি চাসিতপ্রতিপদি কৃতসর্বসুখপ্রসরজন্যাং
রজন্যাং সা ব্রজরাজং সেবমানা তন্দ্রাপরতন্ত্রায়মাণা স্পন্দতুল্যতা-
সঞ্চিতং কিঞ্চিদঞ্চিতং দদর্শ ॥

যথা সএব বালঃ সর্বতন্তুদাবরণকারিকয়া কয়াচিদ্ব্য-
কুমারিকয়াত্মনাং পিধায় ব্রজরাজহৃদয়ান্নিজহৃদয়ং প্রাবিশ্য দৃশ্য-
বদেব স্থিত ইতি । ততশ্চ সৌহয়ং স্রীয়ং হৃদয়কমলমধ্যমধ্যাসা-
মাস, সেয়ন্তু জঠরমধ্যমিতি । ব্রজরাজশ্চ নিরন্তর-স্বান্তরতৎ-
প্রবেশাবেশং ছুর্নির্দেশং চিরমনুভূয় দূয়মানতাং বিধূয় তথৈ-
বানুভূতবান্ ॥ ৬৩ ॥

অথ স্নিগ্ধকণ্ঠঃ স্বান্তে চিন্তয়তি স্ম । সত্যমেতদত এব

অথাধুনা শ্রীকৃষ্ণস্ত পুত্রতয়া শ্রীযশোদাহৃদয়ে প্রবেশং বক্তুং তৎপ্রসঙ্গমুখ্যায়তি অথৈত্যাদি-
গদোন । কুতেতি-কুতা সদসুখপ্রসরস্ত জনিরুৎপত্তিযয়া তস্যাং সঞ্চিৎ সন্তৃতমঞ্চিতমারামিতং ।
দাবরণকারিকয়া তস্যাঙ্গচ্ছাদিকয়া । সেয়ং কুমারিকা । দূয়মানতাং সম্ভাপবন্তাঃ ॥ ৬৩ ॥

তদেতচ্ছ্রীয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে যথাচিন্তয়ন্তুদর্শয়তি অথৈত্যাদিগদোন ।

অনন্তর মাঘমাসে কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ তিথিতে, যাহাতে সকল প্রকার
সুখরাশির উৎপত্তি হইতে পারে এইরূপ রজনীতে যশোদা ব্রজরাজের সেবা
করিতেছিলেন, ঐ সময়ে তিনি তন্দ্রাপরতন্ত্রা হইয়া স্পন্দক বস্তুর মত কোন একটী
আরাধিত ব্যাপার দর্শন করিলেন । যথা—সেই বালকই সর্বতোভাবে আবরণ-
কারিকা কোন কুমারিকাদ্বারা আপনার অঙ্গ আচ্ছাদন করিয়া ব্রজরাজের হৃদয়
হইতে যশোদার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া দৃশ্যের ত্রায় বর্তমান হইলেন । তদনন্তর
ঐ বালক যশোদার হৃৎপদ্মের মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং সেই কুমারিকা জঠরের
মধ্যে উপবেশন করিয়া থাকিলেন । তথা ব্রজবাজও নিরন্তর স্রীয় অন্তরে তাঁহার
প্রবেশের আবেশ বহুক্ষণ অনুভব করিলেন কিন্তু নির্দেশ করিতে পারিলেন না,
পরন্তু সম্ভ্রান্তভাবে দূর করিয়া সেইরূপ অনির্লীচা ভাবেই অনুভব করিলেন ॥ ৬৩ ॥

অনন্তর স্নিগ্ধকণ্ঠ মনোমধ্যে চিন্তা করিলেন । ইহা সত্য, অতএব প্রশস্ত

সদ্বাগীণ্ডণিভিমু'নিভিমু'হরনয়োরাত্তজ ইতি মতং । ময়া চ
স্ববিচারতন্তদেব পূর্বঃ নিশ্চিতমাচরিতমিতি । উবাচ চ
ততন্ততঃ ॥ ৬৪ ॥

মধুকণ্ঠ উবাচ । অথ তদারভ্য গৰ্ভলক্ষণদ্বাপলভ্য সম্ভূতভব্যানাং
মভ্যাজ্ঞনাগণানাং গোকুলকুলপাত্রী স্তখদাত্রী বভূব ॥ ৬৫ ॥

যথা—মুখমাপাণ্ডুকুচাগ্রং, স্ফীতং জঠরং দরোত্ত্বঙ্গং ।

অভজত কর্ণেজপতাং, গর্ত্তে বৃত্তে যশোদায়াঃ ॥ ৬৬ ॥

যথা চ—

ব্রজরাজ্যং স্ফুরিতাত্মা, কৃষ্ণঃ স্ফুরতি স্য লোকেহপি ।

দীপঃ স্ফটিকঘটীভাগন্তুর্বাহিরপি বিভাতি তন্তুল্যঃ ॥ ৬৭ ॥

সদ্বাগীতি-সদ্বাগীং গুণয়ন্তি অভ্যাসান্তি যে তে তৈঃ ॥ ৬৪ ॥

গোকুলকুলপাত্রী গোকুলবংশরক্ষিকা ॥ ৬৫ ॥

তদা তস্যা গৰ্ভচিহ্নং বর্ণয়তি মুখমিত্যাदिপদ্যেন । কর্ণেজপতাং তাদশমুখাদীনাং
সূচকতাং । কর্ণেজপঃ সূচকঃ সাদিত্যমরঃ ॥ ৬৬ ॥

যতো মহাপ্রভাববন্ত নিগ্ধলপারে স্বপ্রভাবঃ দণ্ডযতোব অতো গৰ্ভস্তো ভগবান্ লোকে যথা
প্রকাশতে তদ্বর্ণয়তি ব্রজরাজ্যমিতিপদ্যেন । ৬৭ ॥

বাক্যগুণশালী মুনিগণ “এই দুই নন্দযশোদার পুত্র”. এই কথা বারবার
স্বীকার করিয়াছেন । আমিও ভালরূপে বিচার করিয়া পূর্বে তাহাই স্থির
করিয়াছিলাম । তৎপরে কহিলেন তাহার পর তাহার পর ॥ ৬৪ ॥

মধুকণ্ঠ কহিলেন । অনন্তর তাঁহার গৰ্ভলক্ষণ জানিতে পারিয়া সভাভবা
রমণীগণ মাসুলিক দ্বাবাসকল গ্রহণ করিয়া তথায় উপস্থিত হইলে গোকুল-
বংশের রক্ষাকত্রী শ্রীযশোদা তাঁহাদিগের স্তখদায়িনী হইলেন ॥ ৬৫ ॥

যথা, যশোদার গৰ্ভ হইলে তাঁহার মুখ ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ কুচাগ্রভাগ স্ফীত এবং
উদর কিঞ্চিৎ উচ্চভাব ধারণপূর্বক গৰ্ভভাবের সূচনা করিয়াছিল ॥ ৬৬ ॥

স্ফটিকপাত্রের মধ্যস্থিত প্রদীপ ষেক্ষপ অন্তরে ও বাহিরে দীপ্তি পাইয়া থাকে,

কিন্তু—

জিতরসনারসধৈর্য্য, গান্ধীৰ্য্যাদিপ্রবাণাপি ।

স্পৃহিতং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদ-ব্রজনৃপগৃহিণী তদা চক্রে ॥ ৬৮ ॥

যথা—ঐহত দোহদমেঘা, কৃষাবেশাবিশতৃষ্ণা ।

তুলসীসংস্কৃতদ্ব্যতযুক, সসিতং সিতকান্তিগন্ধি পরমাম্নং ॥ ৬৯ ॥

অথ যোগমায়া রোহিণ্যাঃ সাপ্তমাসিকং গৰ্ভং অস্তুং বিধায়
দেবক্যাস্তদ্বিধং তং তস্মাৎ নিয়োজয়ামাস । ততশ্চ লব্ধসর্বসময়-

অথ তস্মাৎ গৰ্ভধারণজনি চেষ্টাঃ বর্ণয়তি জিতরসনোৎপদোন । জিতং রসনারনেন রসনা
পাদোন ধৈর্য্যং যন্তাঃ সা ॥ ৬৮ ॥

তত্রাহারচেষ্টাঃ বর্ণয়তি ঐহতেত্যাदिপদোন । দোহদং গৰ্ভিণ্যাঃ প্রিয়া অভিলষণীয়ং ।
দোহদশকং অনেকাধিকং । গৰ্ভিণীমনোরথে গৰ্ভমাগ্রে তরুণশ্রুতাদীনামকালে কুশলৈঃ কৃতে
পুষ্পাভ্রাৎপাদকে বস্তুনি চ দোহদশকং প্রযজাতে । ইতি সম্প্রদায়ঃ । কৃষাবেশাবিশতৃষ্ণা-গভরূপ-
ণ্য প্রবেশেন আবিশস্তী আহারাদৌ ভুজা ইচ্ছা যত্র সা ॥ ৬৯ ॥

অন্যত্র শ্রীরামস্ত যোগমায়ায় শ্রীরোহিণীগৰ্ভপ্রবেশানন্তরং প্রাচুর্ভাবঃ বর্ণয়তি অণেচাদি-
পদোন । লব্ধেতি-লব্ধা সম্প্রসময়সম্প্রদশা যত্র তস্মিন্ ।

সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ বঞ্জেখরীর গন্তুমধো আত্মপ্রকাশ করিয়া জগতেও তদ্রূপ প্রকাশ
পাইয়াছিলেন ॥ ৬৭ ॥

কিন্তু ব্রজরাজগৃহিণী যশোদা গান্ধীৰ্য্যাদি গুণগামে পবীণা হইলেও জিহ্বার
রসে (লালসায়) তদীয় ধৈর্য্য বিলুপ্ত হইয়াছিল, এই কারণে তখন তিনি অল্প
অল্প বাঞ্ছিত বস্তু প্রার্থনা করিয়াছিলেন ॥ ৬৮ ॥

যথা—গৰ্ভে শ্রীকৃষ্ণের সমাক প্রবেশবশতঃ আহারাদি গৰ্ভিণীমনোরথবিষয়ে
ঠাণ্ডার স্পৃহা হইলে তিনি তুলসীদারা সংস্কৃত, দ্রুতব্রজ ও শর্করাসমবেত এবং
কপূরের গন্ধসম্বিত পরমাম্ন ভোজন করিতে ইচ্ছা করিলেন ॥ ৬৯ ॥

অনন্তর যোগমায়া রোহিণীর সপ্তম মাসের গৰ্ভ নষ্ট করিয়া দেবকীর তাদৃশ
সাপ্তমাসিক গৰ্ভ তাহাতে যোজনাই করিয়া দেন । তাহার পর যত শুভসময় হইতে

সম্পদ্রেশে চতুর্দশে মাসি শ্রাবণতঃ প্রাক্ শ্রাবণক্ষে' সমস্তসুখ-
 রোহিণী রোহিণী গুণগণনয়া সুষমং সিতসুষমং সুতং সুধাব ।
 সান্দ্রশুভ্রতাবিভ্রাজমানতয়া পৌর্ণমাসী চন্দ্রমসমিব, দর্শিতবিক্রম-
 ক্রমতয়া সিংহবধুঃ শাবকমিব, *নির্মলপরিমলধারাধারতয়া নব-
 কগলিনী ধবলকমলমিব, সর্বশ্রবণসজ্জমঙ্গলতয়া নিরবদ্যবিদ্যতা-
 যশস্তোমমিব চ ॥ ৭০ ॥

কিঞ্চ—শুভ্রাংশুবক্ত্রং তড়িদালিলোচনং

নবাককেশং শরদব্রুবিগ্রহং ।

ভানুপ্রভাবং তমসূত রোহিণী

তত্তচ্চ যুক্তং স হি দিব্যবালকঃ ॥ ৭১ ॥

শ্রাবণতঃ প্রাক্ শ্রাবণপূর্ণিমাপূর্ণমাসাস্ত প্রথমাদ্বে শ্রবণনক্ষত্রে । কমলিনী পদ্মলতা ।
 সন্দেহিত । সন্দেহাৎ শ্রবণেনৈব বভূবঙ্গলং যস্মাৎ তত্তয়া বিশিষ্টং যশস্তোমমিব ॥ ৭০ ॥

তত্ত্ব বালকস্তাশাধারণসৌন্দর্য্য বর্ণয়তি শুভ্রাংশুবক্ত্রমিতিপদ্যেন । তড়িদালিলোচন'
 অখাচ্চকলনেৎ । নবাককেশং নবঘনকচঃ । দিব্যবালকঃ অর্থাৎ সঙ্করণঃ ॥ ৭১ ॥

পারে তত শুভসূচক সময়রূপ সম্পত্তিদশাশ্রুত যে চতুর্দশমাস, তাহাতে শ্রাবণ-
 মাসের পূর্বে অর্থাৎ মাসের প্রথমাদ্বে শ্রবণনক্ষত্রযুক্ত কালে সমস্ত সুখলাভ-
 কারিণী রোহিণী, নিবিড় শুভ্রতাগুণে বিরাজিত হইয়া পূর্ণিমা যেরূপ চন্দ্রকে প্রসব
 (প্রকাশ) করে, বিক্রমের প্রণালী দেখাইয়া সিংহবধূ যেরূপ সিংহশাবক প্রসব
 করে, নির্মল পরিমলধারার আধার হইয়া নবকমলিনী যেরূপ খেতপদ্ম প্রসব করে
 এবং অনিন্দনীয় বিদ্যা শ্রবণমাত্রেই সকলের মঙ্গলদানপূর্ব্বক যেরূপ যশোরশি উৎ-
 পাদন করে, সেইরূপ গুণসমন্বিত পরমসুন্দর এবং সমস্ত পরমশোভাবিজয়ী
 শুভ্রবর্ণশালী এক পুত্র প্রসব করিলেন ॥ ৭০ ॥

অপিচ, রোহিণীর গর্ভ হইতে যে পুত্র উৎপন্ন হইলেন তাহার মধু
 শশধরের তুলা এবং বিদ্যাংপুঞ্জের তায় নয়নজ্যোতিঃ, নবজলধরের মত কেশকলাপ।

স এষ চ, অসিতবর্ণা সিতবর্ণা, সদনুজঃ সৃদিতদনুজঃ, পালিতধেনুকো দলিতধেনুকঃ, প্রলম্ববাহুঃ প্রলম্বঘাতয়িতা, স্বয়ং রামনামা রামরমিতদ্বিবিদ-বিদারয়িতা চ ভবিता । ইতি জ্যোতি-
বিস্তিরন্তাবিতং ॥ ৭২ ॥

অশ্ব জাতকস্মাদিকঞ্চ মন্থগৈরেব শশ্মান্তনামভিগুপ্তমেব
পর্যাপ্তমকারি আনকছুন্দুভিমন্ত্রণাপরতন্ত্রতয়া । কিন্তু তত্রৈকং
দুঃখমিবাসীৎ ॥ ৭৩ ॥

দিবাবালকঃ ৩৭ বিরোধিতানালঙ্কারেণ বর্ণয়তি অসিতেত্যাदि गद्येन । असितवर्णा असितं
अवकं वयं प्रमाणं यस्य । अथवा असितं शुद्धः वर्णः शरीरः यस्य स तं । वर्णः देहप्रमाणयो-
रित्यमरः । सदनुजः सन्ननुजो यस्य सः । परत्र दनुजः । धेनुर्गौः । परत्र धेनुको ह्यश्वः ।
रामरामतेति-रामो रघुनाथः ॥ ७२ ॥

तदा तस्य जातकस्मादिसंस्कारोऽपि बभूव ३२ प्रकारं वर्णयति असौत्यादिगद्येन । मन्थगै-
रगुपैः । शश्वान्तनामभिगुपैः । पर्याप्तं समाप्तं । आनकछुन्दुभिः आबन्धयेत् ॥ ७३ ॥

শারদীয় মেঘের মত শুভ্রবর্ণ দেহ এবং দিবাকরের সদৃশ তেজস্বী । এই সকল
গুণ থাকা অতুপপূর্ণ নহে, কারণ সেই পুত্র দিবাবালক অর্থাৎ সঙ্কর্ষণ ॥ ৭১ ॥

এই দিবাবালক অসিতবর্ণা, অর্থাৎ হইবার দেহ শুভ্রবর্ণ ছিল । ইনি সদনুজ
অর্থাৎ কনিষ্ঠ ভ্রাতৃপুত্র হইয়াও সৃদিতনুজ অর্থাৎ অসুরবিনাশক । পালিতধেনুক
অর্থাৎ ধেনুপালক হইয়াও ধেনুকাসুরের বধকর্তা । প্রলম্ববাহু অর্থাৎ দীর্ঘবাহু হইয়াও
প্রলম্বাসুরের ঘাতয়িতা (বিনাশকর্তা) এবং স্বয়ং রামনামে বিখ্যাত হইয়াও রাম
অর্থাৎ রঘুনাথ সঙ্গি বিবিদনামক দানবের বিনাশকর্তা হইবেন, জ্যোতির্বিদকর্তৃক
ইহাই উদ্ঘাটিত হইল ॥ ৭২ ॥

এই বালকের জাতকর্ম ও নামকরণ প্রভৃতি সমুদায় কার্য্য বসুদেবের মন্ত্রণা-
নুসারে মন্থজ ও নামের শেষে যাহাদের শাস্তা থাকে তাহারাই অর্থাৎ ব্রাহ্মণেরাই
গোপনভাবে সম্পন্ন করিলেন, কিন্তু তদ্বিষয়ে একটামাত্র দুঃখ হইল ॥ ৭৩ ॥

যতঃ—সতু জন্মত এবানুজজন্ম যাবজ্জড় এবাদৃশ্যত, তত্র
প্রতীকারশৈক এবাসীৎ । যথাস্তধ্বর্তনিজাবরজং ব্রজেশ্বর্যক্ষ-
মেব কেবলং বলমানঃ সমুল্লসিতবল্লক্ষ্যতে ॥ ৭৪ ॥

তদেবং দিনকতিপয়ে লক্ষব্যত্যয়ে গর্ভসন্দর্ভাৎ স্পর্শমর্শম-
মাসি তদবরজম্ভজম্ভনঃ সমারম্ভঃ সম্ভবতি স্ম । যথা চাধুনাপি
বর্ণয়ন্তি—॥ ৭৫ ॥

অষ্টাবিংশচতুর্ষুগে কলিশিরঃ সম্মদ্যৈবৈবস্বতে
ভাদ্রান্তর্ব্বহ্লাক্টমীমনু বিধোঃ পুত্রে বিধোরুদগমে ।

তদা তস্য শ্রীকৃষ্ণসহভাবাভাবেন যা অবস্থা আসীৎ তদাপি কদাচিচ্ছেষ্টা যথা বভূব তদ্বর্ণয়তি
স হিত্যাদিগদোন । স শ্রীরামঃ । অন্তর্ভুক্তিঃ । অন্তর্ভুক্তো নিজাবরজঃ শ্রীকৃষ্ণো যথা তাদৃশী যা
ব্রজেশ্বরী তস্যা অক্ষং ক্রোড়ং । বলমানো ভগমানঃ সন্ ॥ ৭৪ ॥

অথাধুনা শ্রীকৃষ্ণজন্মলীলাং বর্ণয়িতুং প্রকৃতমে তদেবামত্যাদিগদোন । লক্ষ্যাত্যয়ে অর্থাৎ
পুত্রে । গর্ভসন্দর্ভাৎ গর্ভস্য সংযোগাৎ । তদবরোতি-তস্মাৎ রামাৎ অবরং কনিষ্ঠং জন্ম প্রাপ্তুর্ভাবো
যস্য তস্য জন্মনঃ লোকে প্রাকটাস্য ॥ ৭৫ ॥

তং সমারম্ভং বর্ণয়তি অন্তেত্যাদিগদোন । বিধিভং রোহিণীনক্ষত্রং ।

কারণ, ঐ বালক জন্ম হইতেই কনিষ্ঠের (শ্রীকৃষ্ণের) জন্মপীঠান্ত্র জড়ের আয়
দৃষ্ট হইয়াছিলেন । কিন্তু তদ্বিশয়ে একটীমাত্র প্রতীকার ঘটয়াছিল । যথা,
ব্রজেশ্বরী যখন নিজের (বলদেবের) কনিষ্ঠকে (শ্রীকৃষ্ণকে) অন্তরে মনোমধ্যে
ধারণ করেন, তৎকালে তাঁহার ক্রোড়দেশে বলদেব গমন করিলেই লোকে
বলদেবকে সমুল্লসিতের আয় লক্ষ্য করিত ॥ ৭৪ ॥

এইরূপে কতিপয় দিবস অতীত হইলে গন্তুপ্রদেশ হইতে স্পষ্টরূপে অষ্টমাসে
তদীয় কনিষ্ঠের জন্মপ্রারম্ভের উপক্রম হইল । যাহা পণ্ডিগণ এখনও বর্ণনা
করিয়া থাকেন—॥ ৭৫ ॥

যথা, বৈবস্বত মন্বন্তরে অষ্টাবিংশ চতুর্ষুগে কলিশিরঃ সম্মদন করিয়া অর্থাৎ
কলির প্রথমভাগ পরাভব করিয়া ভাদ্রমাসের অন্তর্গত রক্ষপক্ষের অষ্টমীতিথিতে,

যোগে হর্ষণনাম্নি শুদ্ধবিধিভে পূর্ণঃ পরঃ শ্রীবিধু-
নন্দম্নদবধুমুদে স্বয়মুদৈদহায় ধুমংস্তমঃ ॥ ৭৬ ॥

যথা চ—তদা যুগাদিদেবাস্তে স্বস্বসম্পাদুপায়নং ।

আদায় কৃষ্ণজন্মক্ষনিশামাশু সিমোবিরে ॥ ৭৭ ॥

যত্র হি—বিবভূব বিনা সত্যং ধ্যানং ত্রেতাং বিনা মথঃ ।

বিনা দ্বাপরমভ্যর্চা হরের্নাম কলিং বিনা ॥

বিনা মধুং সপ্তলাদি বিনোমঃ পাকিগাত্রতা ।

বিনা শরদমম্বুশ্রীঃ শালিস্তম্ভাঃ পরং বিনা ॥

নন্দবধুমুদে মাতৃঃ প্রীতয়ে । অপ্রায় ঝটিতি । উদৈৎ উদয়ং প্রাপ প্রকাশিতো বভূব । তমঃ
বাপক্ষাষ্টমীকৃতমঙ্গলকারণং পক্ষে পুত্রানুৎপত্তিকরণং শোকং ॥ ৭৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মকালস্থ অসাধারণতাং বর্ণয়তি যথাচ তদেত্যাदिপদোন । নিশাং রাত্রিং ॥ ৭৭ ॥

যুগাদিদেবানাং সেবনপ্রকারং বর্ণয়তি বিবভূবেত্যাदिপদোন । যোকচতুঃস্রয়ে হেতুং বিনা-
কামোৎপত্ত্যা বিভাবনালঙ্কারঃ । যদুঃ । বিভাবনা বিনা হেতুং কামোৎপত্ত্যবহুচ্যতে । ইতি
দ্রপঃ । সপ্তলাদি-সপ্তলা নবমল্লিকা । পাকিমাত্রতা পাকেন নিষ্পন্ন আস্ত্রে যেন তদ্ভাবতা ।
মম্বুশ্রীর্জলশোভা । তস্ত্রাঃ শরদং পরং হেমম্ভুং ।

বধবারে, চন্দ্রের উদয় হইলে হর্ষণনামক যোগে, দোষস্পর্শরহিত রোহিণীনক্ষত্রে
আনন্দদায়ক অথচ পূর্ণতম পরমেধর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, শ্রীনন্দরাজপত্নী শ্রীযশোদা
দেবীর প্রীতিবন্ধনের জগ্ন কৃষ্ণপক্ষাষ্টমীর অন্ধকার নাশ করিয়া অথবা পুত্রোৎ-
পত্তির অভাবজনিত শোকা দ্বকার দূর করিয়া স্বয়ং শীঘ্র প্রাপ্তভূত হইলেন ॥ ৭৬ ॥

তৎকালে যুগের আদি দেবভাগগণ স্ব স্ব সম্পত্তি উপহার লইয়া সত্তর শ্রীকৃষ্ণের
জন্মতারার রাত্রি সেবা করিয়াছিলেন. অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের জন্মরাত্রিতে সমস্ত
দেবগণ শ্রীকৃষ্ণদর্শনার্থে উপস্থিত ছিলেন ॥ ৭৭ ॥

যে সময়ে সত্যযুগ বাতীত ধ্যান, ত্রেতাযুগ বাতীত ব্রজ, দ্বাপরযুগ বাতীত
মর্চনা, কলিযুগ বাতীত হরিনাম, বসন্তকাল বাতীত নবমল্লিকাদি পুষ্প, গীম্মকাল
বাতীত পক্ষ আম্র, শরৎকাল বাতীত জলশোভা, হেমন্ত বাতীত আগ্রহায়ণিক ধাত্র.

শিশিরেণ বিনা মাঘ্যং বিনাহ্নশুজবিস্তৃতিঃ ।

বিনা জ্যোতিঃশাস্ত্রেশ্চ গ্রহাণাং শুভদা স্থিতিঃ ॥

বিনা গুরুপ্রভাবেণ পবিত্রক্ষুরণং হরেঃ ।

বিনা সূতিপ্রতীত্য চ প্রসূতোহসৌ যশোদয়া ॥ ৭৮ ॥

তদিদমগ্রে ব্যক্তীকরিষ্যতে ॥ ৭৯ ॥

কিঞ্চ—

মধ্যে তারাবারসারং নভস্তং-প্রান্তে সিন্ধুর্দ্ধং ধ্বনন্মেঘবন্ধু ।

ইথং বর্ষাধামতর্ষা শরচ্ছ্রীস্তুস্ত্যাং তিথ্যাং তথ্যমাতিথ্যমাপ ॥ ৮০ ॥

মাঘ্যং কুন্দপুষ্পং । অহ্না দিবসং বিনা । জ্যোতিঃশাস্ত্রেশ্চ গ্রহাণাং গতিনিয়ামকেন ।
গুরুপ্রভাবেণ গুরোরূপদেশাদিনা । অসৌ হরিঃ ॥ ৭৮ ॥

তদিদমিতি সুগমং ॥ ৭৯ ॥

তদানীন্তনকালস্ত বৈশিষ্ট্যং বর্ণয়তি মধ্যে ইতিপদেন । তারাবারসারং তারাণাং বারসা
নক্ষত্রাণাং সমূহস্ত সারং প্রকাশো যত্র তৎ । তৎপ্রান্তে নভসঃ পরিতঃ । সিন্ধুর্হাদি ।
সিন্ধোরুদ্ধং-ধ্বনন্তো মেঘা বন্ধবো যস্য তৎ । বর্ষাধামতর্ষা বর্ষাসময়ে তর্ষা আকাজ্জা যস্যঃ সা ।
তথ্যং যাব্যথ্যং । আতিথ্যং জন্মকং । সত্যাদীনামতিথিবৎ সেব্যতাং প্রাপ ॥ ৮০ ॥

শিশির বাতীত কুন্দপুষ্প, দিবস বাতীত পদ্ম প্রকাশ, জ্যোতিঃশাস্ত্র বাতীত গ্রহগণের
শুভদায়িনী অবস্থিতি এবং গুরুর উপদেশ বাতীত হরির পবিত্র প্রকাশ ঘটয়া-
ছিল, অর্থাৎ তৎকালে স্রগ্ধ্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবে অলৌকিক ঘটনাসকল
সংঘটিত হইয়াছিল । শ্রীমতী যশোদাও পসবজ্ঞান অথবা পসবযন্ত্রণা বাতিরেকে
তাঁহাকে প্রসব করিয়াছিলেন ॥ ৭৮ ॥

ইহা অগ্রে প্রকাশিত হইবে ॥ ৭৯ ॥

অপিচ, তৎকালে আকাশে নক্ষত্রসমূহের সারাংশরূপে প্রকাশ পাইয়াছিল ।
প্রান্তভাগে সমুদ্র এবং তাহার উপরিভাগে মেঘরূপ বন্ধুকল শব্দ করিতেছিল
তথা এইরূপে বর্ষাসময়েও শারদীয় শোভার আকাজ্জা ঘটয়াছিল এবং সে
তিথিতে শারদায় শোভা যথার্থ আতিথা লাভ করিয়াছিল ॥ ৮০ ॥

* বিনা জ্যোতির্বিদ্যাং মত্যা । ইতি বৃন্দাবনগৌরমাণ্ডপুস্তকপাঠঃ ।

কিঞ্চ—

জাতিভিঃ সহ মাধব্যঃ কেতক্যঃ কেতকৈঃ সমং ।

কুমুদান্থশুভ্রৈঃ সার্কং ক্ষুটন্তি স্মেতি দিগ্‌যথা ॥ ৮১ ॥

তদা তদপি নাশ্চর্য্যমাচার্য্যৈঃ পরিচীয়তে ।

সর্ব্বাশ্চর্য্যানিধিঃ সোহপি জন্মচর্য্যাং যতো গতঃ ॥ ৮২ ॥

তথাহি, এতদুত্তরং ভাবি-তদ্বিলোকানাং লোকানাং ভাবি-
তানঃ* ॥ ৮৩ ॥

তদা ভিন্নকালপুষ্পকাণাং পুষ্পাণাং প্রকুলতাং বর্ণয়তি জাতিভিরিতিপদ্যোন । ন স্যাজ্জাতি-
ধনন্তে ইতি কবিসময়ঃ । কেতক্যো বসন্তভবাঃ কেতকা বর্ণাভবাঃ । তথাচ রত্নমালা । জন্মকঃ
কেতকীতি চেতি । কেতকঃ কাষ্ঠপুষ্পঃ স্যাৎসার্কঃ পাণ্ডুরচ্ছদ ইতি । দিগ্‌যথ্যেতি প্রদর্শনং
দিদর্শনমাত্রং তেনাস্থাপি ॥ ৮১ ॥

নবেবং বর্ণিতং কদাপি ন দৃষ্টতে শ্রুয়তে চ তত্রাহ তদা তদিত্যাদিপদ্যোন । জন্মচর্য্যাং
জন্মলীলাদীকারং ॥ ৮২ ॥

অত্র হেতুং বর্ণয়তি এতদিত্যাদিগদ্যোন । ভাবিতদ্বিলোকানাং—ভাবী ভবিষ্যন ৩স্য শ্রীকৃষ্ণ
বিলোকো যেষাং তেষাং । ভাবিতানং ভাঃ প্রকাশস্তম্যোঃ বিতানং প্রকাশনং ॥ ৮৩ ॥

অপিচ তৎকালে জাতি অর্থাৎ মালতীপুষ্পের সহিত বাসন্তীলতার পুষ্প,
গীষ্মজাত কেতকীপুষ্পের সহিত বর্ষাজাত কেতকীপুষ্প এবং অম্বুজের সহিত
কুমুদপুষ্প সকল প্রকুল হইল । ইহা কেবল দিগ্‌দর্শনমাত্রই করা হইল, বসন্ততঃ
শ্রীকৃষ্ণের জন্মকালে এরূপ বহুবিধ অলৌকিক ঘটনাই বুঝিয়া লইতে হইবে ॥ ৮১ ॥

তখন আচাৰ্য্যগণ তাহাকে ও আশ্চর্য্য বোধ করিলেন না, যে হেতু সৰ্ব্বাশ্চর্য্যের
নিধিস্বরূপ সেই শ্রীকৃষ্ণ জন্মলীলা গ্রহণ করিলেন ॥ ৮২ ॥

ইহার পর যে সকল লোক শ্রীকৃষ্ণের মুখদর্শন করিবে, সেই সকল লোক-
দিগের প্রভা প্রকাশিত হইয়াছিল ॥ ৮৩ ॥

* ভাবি ভানং ভাবিভনং ইতি চ ব্রহ্মবনগৌরমাণ্ডপুস্তকপাঠঃ ।

মুখমস্ত্য লসিতস্মিতাসিতকমলানাগধিপগিব বিলোকাতে ।
 নেত্রযুগলং সূক্ষ্মভ্রমরচিত্রকৈরবাস্তঃপদ্মাণাং, ত্র্যাণং নীলনীরদ-
 ছবিলক্ককীলতিলপ্রসূনানাং, ওষ্ঠাধরং সিন্দূরগিরিজনি-জনা-
 বন্ধুকবিশ্বগোষ্ঠীনাং, কর্ণদ্বন্দ্বমঞ্জুনভূমিজ-শ্যামলতাপোতানাং,
 করপ্রান্ততাকান্তভুজযুগলং সনবপল্লব-নবতমালশাখানাং, শ্রীবৎস-
 সিন্ধুবৎসাখ্যালেখাসহিতবৎসং * বলাকাবিদ্যৎখচিতমেঘখণ্ডা-
 নামিতি ॥ ৮৪ ॥

পুনরপি উপমালঙ্কারসমূহেন তস্য রূপং বর্ণয়তি মুগ্ধমোহাদিগদোন । অস্ত্রমধ্যাখং ।
 গিরিজনিগৈরিকং । কর্ণেতি-কৃৎমুত্রিকাজাতশ্যামলতাশিশুনাং শিরাস্তানস্যা তদাকারত্বাৎ ।
 করেতি-করো প্রান্তে যস্য তদ্ব্যবহা কাস্তং ভুজযুগলং । শ্রীবৎসেতি । সিন্ধুবৎসা শ্রীলক্ষ্মণঃ
 সৈব আখ্যা যস্যঃ সা চাসৌ লেখা চেতি সা স্মরণার্থা বৎসং বক্ষঃ । বলাকাবিদ্যাদিতি—বলাকা
 বকপঙ্ক্তিঃ স্মরণসারিধাৎ বিদ্যাতঃ পীতত্বাৎ । খচিতং সম্পূর্ণং ॥ ৮৪ ॥

ইহার মুখমণ্ডল বিকসিত নীলকমলের অধিপতির ত্রায় দৃষ্ট হইতেছে ।
 নেত্রযুগল সূক্ষ্ম ভ্রমরদারা মনোহর কুমুদপুষ্পের মধ্যস্থিত পত্রসকলের অধীশ্বরের
 মত । নাসিকাখানী নীলবর্ণ নীরদের কাস্তিযুক্ত অথচ লক্ষ্যক্ক অর্থাৎ উন্নতাগ
 ও শ্রেষ্ঠ তিলপুষ্পের সদৃশ এবং ওষ্ঠাধর সিন্দূর গৈরিক জবাপুষ্প, বন্ধুকপুষ্প
 এবং বিশ্বকল অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট । কর্ণদ্বয় অঞ্জনভূমি অর্থাৎ কুম্ভবর্ণ মূত্রিকা-
 জাত অভিনব শ্যামলতার অধিপতির মত । তথা করদ্বয়ের প্রান্তভাগসম্মিত
 ভুজযুগল নবপল্লবযুক্ত নব তমালরক্ষের শাখাসকলের অধিপতির মত । অপিচ
 শ্রীবৎস ও সমুদ্রকক্কা লক্ষ্মীনাথী লেখা বা স্মরণার্থার সহিত বৎস অর্থাৎ
 দক্ষিণাবর্ত স্থিত রোমরাজী-চিত্রিত বক্ষপল্লবী বকপঙ্ক্তি ও বিদ্যৎখচিত মেঘখণ্ড-
 সকলের অধিপতির ত্রায় লক্ষিত হইতেছে ॥ ৮৪ ॥

* বলাকেত্যাদৌ ধৃতদক্ষিণাবর্ত্তপ্রতিবিশেষকৃত্ত্বিরবিদ্যাদাশ্লেষমেঘখণ্ডানামিতি । ইতি
 বলাবনগৌরপ্তকপাঠঃ ।

কিঞ্চ—মুখেন মহাপদ্মং বিজেতা, নয়নাভ্যাং পদ্মং, নাসিকয়া
মকরং, স্মিতেন কুন্দং, কণ্ঠেন শঙ্খং, চরণয়োঃ পৃষ্ঠাভ্যাং কচ্ছপং,
রুচা নীলং, সর্পৈরেব চ সর্বেষাং খর্বং । কিং বহুনা । স্বেন
মুকুন্দমপীতি যুগপদত্রে তত্তদবসর-লভ্যাবসর-প্রসবাদীনাং তথা
দুর্লভসম্মিধীনাং নিধীনাগপি সম্মিপাতনং নাসম্ভাব্যং ॥ ৮৫ ॥

অথ তস্মৈ জন্মনি কোহপি বিশেষঃ ॥ ৮৬ ॥

পুনরাপি তদেব প্রকারান্তরেণ রূপং বর্ণয়তি মুপেনেত্যাদিগদ্যেন । মহাপদ্মং তরামনিধিঃ ।
মল্লমুখাদিভিঃ । পদ্মং নিধিনামকধনবিশেষঃ সংখ্যাবিশেষকঃ । মুকুন্দমিতি প্রকৃতে নারায়ণঃ ।
যথোক্তং । পদ্মশ্চৈব মহাপদ্মো মংস্ত্র্যঃ কুন্দস্তথোদকঃ । নীলো মুকুন্দঃ শঙ্খশ্চ নিধণোহষ্টো
প্রকীৰ্ত্তিতাঃ । ইতি । মতান্তরে, পদ্মোহগ্নিঃ মহাপদ্মঃ শঙ্খো মকরকচ্ছপো । মুকুন্দকুন্দ-
নীলাশ্চ খর্বশ্চ নিধণো নব । ইতি হারাবলী । তত্তদবসরেতি । তস্মিন তস্মিন্ অবসরে সময়ে
নভোহবসরো বিরামঃ প্রসবো জন্ম চ যেষাং তেষাং ॥ ৮৫ ॥

অধুনা যোগমায়ায়াঃ শ্রীযশোদায়ামুৎপত্তিঃ বর্ণয়তি অথেনেত্যাদিগদ্যেন ॥ ৮৬ ॥

অপিচ, তিনি মুখদ্বারা মহাপদ্মকে (নিধিবিশেষ ও উত্তম পদ্মকে), নয়নযুগল-
দ্বারা পদ্মকে, নাসিকাদ্বারা মকরকে, ঈষৎ হস্তদ্বারা কুন্দপুষ্পকে, কণ্ঠদ্বারা
শঙ্খকে, চরণদ্বয়ের পশ্চাদ্ভাগদ্বারা কচ্ছপকে, কান্তিদ্বারা নীলকে এবং মুখাদি
সমুদায় অবয়বদ্বারা খর্বনামক নিধি বা ধনবিশেষকে অথবা খর্বনামক সংখ্যাকে
জয় করিবেন । অধিক আর কি বলিব ? ইনি আপনাদ্বারা মুকুন্দ অর্থাৎ
শ্রীনারায়ণ এবং নিধিবিশেষকেও জয় করিবেন । পদ্ম, মহাপদ্ম, মংস্ত্র্য, কুন্দ,
উদক, নীল, মুকুন্দ ও শঙ্খ নামক যে অষ্টপ্রকার অথবা খর্ব ধরিয়া নবপ্রকার
প্রসিদ্ধ নিধি আছে, তাহাদিগকে নিকটে প্রাপ্ত হওয়া সাধারণের পক্ষে একান্তই
অসম্ভব ; অথচ শ্রীকৃষ্ণের জন্মের পর সেই সকল দুলভ নিধিগণও সেই সেই সময়
পাইয়া ব্রজে জন্মলাভ করিয়াছিল, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের নিকট সেই সকল নিধি
যে সমাগত হইয়াছিল, এবিষয়কে কিছূতেই অসম্ভব মনে করা যাইতে পারে
না ॥ ৮৫ ॥

অনন্তর এই শ্রীকৃষ্ণের জন্মসময়ে কোন একটা বিশেষ লক্ষিত হইয়াছিল ॥ ৮৬ ॥

যথা—তদা তত্র মায়া মিলদ্বাল্যকায়া,

তদীয়ানুকূল্যং কৃপামাত্রমূল্যং ।

সদা কুর্ষতী তং সমস্তানতীতং,

বিধায়াগ্রজাতং স্বয়ং প্রাপ জাতং ॥ ৮৭ ॥

অথ স্নিগ্ধকণ্ঠেন ভাবিতং সপ্রমাণং খন্দিদং ।

“অদৃশ্যতানুজা বিষ্ণোঃ সায়ুধার্মমহাভুজা।” ইতি শ্রীভাগ-
বতাদেব । তচ্চ “নন্দস্ত্রাভুজ উৎপন্নো জাতাঙ্কাদো মহামনাঃ”
ইত্যাদিস্ত্রাভুজপদৈঃ স্থাপনাব্যপদেশতঃ সদেশরূপমেব নিরূপ্যতে.
কিন্তু, তদিদমপ্রচ্ছন্নং বিবিচ্য পৃচ্ছামঃ, যথেষ্ট সন্দেহঃ সর্বেষা-
মপি শাম্যতি । স্পর্শমপ্যাচর্চ ॥ ৮৮ ॥

৩ঃ বিশেষঃ পদোদ্যমঃ বর্ণয়তি তদেত্যাদিনা । জাতং জন্ম ॥ ৮৭ ।

ননু, বিধায়াগ্রজাতঃ পয়ঃ প্রাপ জাতামত্যক্তঃ ৩৭ প্রমাণবাক্যমস্তি নবেত্যাশঙ্ক্য স্নিগ্ধ-
কণ্ঠো যচ্চিহ্নিতবান্ ৩৮৭য়তি অথ স্নিগ্ধকণ্ঠাদিগদোন । স্থাপনাব্যপদেশঃ স্থাপনায়ঃ নন্দপুত্রঃ
সাধনে যো ব্যপদেশঃ প্রয়োগস্তস্মাৎ । সদেশরূপং যোগ্যং ॥ ৮৮ ॥

যথা—তৎকালে যোগমায়া বাল্যশরীর ধারণপূর্বক কেবলমাত্র কৃপামূলক
তদীয় আনুকূল্য সম্ভবা করিবার জন্ত সর্বাধীন শ্রীকৃষ্ণকে যশোদার স্মৃতিকাশ্যায়
অগ্রজ করিয়া স্বয়ং জন্মগ্রহণ করিলেন । অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের জন্মের পর যোগমায়া
জন্মগ্রহণ করিলেন ॥ ৮৭ ॥

অনন্তর স্নিগ্ধকণ্ঠ বাহা চিন্তা করিলেন ইহা নিশ্চয়ই সপ্রমাণ ।

ইহার পর সকলে দেখিতে পাইল যে, বিষ্ণুর অঙ্কুর সেই দেবী অষ্টভুজা ও
প্রতিভুজে অঙ্গ ধারণ করিয়াছেন । শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধে ৪র্থ অধ্যায়ে ৭ম
শ্লোকে নিশ্চয়ই ইহা প্রমাণসঙ্গত হইয়াছে ।

“কিন্তু আত্মজ উৎপন্ন হইলে উদারচিত্ত নন্দ সাতিশয় আনন্দিত হইলেন ।”
১০ম স্কন্ধের ৫ম অধ্যায়ে ১ম শ্লোকে এই আত্মজপদের প্রয়োগ থাকায় নন্দের
পুত্ররূপ ভাবটী যোগ্য বলিয়াই নিরূপিত হইয়াছে । কিন্তু বাহাতে এই বিষয়ে

অহো আৰ্য্য ! তৰ্হি কথং বহুদেবদেবকৌপুত্ৰতয়া সোহয়-
মবধাৰ্য্যতে ॥ ৮৯ ॥

তদৌদৃথচাস সতি স্নিগ্ধকণ্ঠে বচসি কিঞ্চিৎকুণ্ঠেন মধুকণ্ঠেন
মনসি ভাবিতং, শ্ৰীমতা দেবৰ্ষিণেদমাৰাং প্রত্যতিহৰ্ষেণাদিষ্টং,
'যদি কদাচিচ্ছ্ৰীমতি মহাপ্ৰেমবতি ব্ৰজে কৃতব্ৰজনয়োঃ কথা-
যোগো ভবতোঃ সম্ভাব্যতে, তদা শ্ৰীকৃষ্ণদেবশ্চ সৰ্ব্বতো
বৰ্য্যমৈশ্বৰ্য্যং গোপনীয়ং' । ইত্যতো মুনিবৰ্গপ্ৰসিদ্ধগৰ্গসিদ্ধান্ত-
মেবালক্ষ্য * সন্দিগ্ধ্যাবহে । স চামীভিঃ শ্ৰুতএবেতি নাশ্চৰ্য্যায়
পর্য্যবসিষ্যতীতি ॥ ৯০ ॥

অথ সন্দেহাৎ সন্দেহগুণনায় স্নিগ্ধকণ্ঠো বদাহ তদ্বৰ্ণয়তি অহো ইতি গদ্যেন ॥ ৮৯ ॥

তদেবং নিশ্চয়্য মধুকণ্ঠো যথা সমাধাতুং প্রসঙ্গমুখ্যপয়ামাস তদ্বৰ্ণয়িতুমারম্ভতে তদৌদৃগিত্যা-
ননা গদ্যেন । সন্দিগ্ধ্যাবহে প্রাৰাং ৩ং বস্তব্যাবহে । স চ গৰ্গসিদ্ধান্তঃ । অমীভিঃ শ্ৰীনন্দা-
দিভিঃ ॥ ৯০ ॥

সকলেরই সন্দেহ নিরুত্তি পাইতে পারে. আমরা সেই বিষয় প্রকাশিতরূপে বিবেচনা
করিয়া জিজ্ঞাসা করি ! এই ভাবিয়া তিনি স্পষ্টাক্ষরে কহিলেন— ॥ ৮৮ ॥

কি আশ্চর্য্য ! হে আৰ্য্য ! তবে কি প্রকারে সেই এই শ্ৰীকৃষ্ণকে বহুদেবের
ও দেবকীর পুত্ৰরূপে নিশ্চয়্য করিব ? ॥ ৮৯ ॥

স্নিগ্ধকণ্ঠ এইরূপ বলিলে, মধুকণ্ঠ কিঞ্চিৎ কুণ্ঠিতবাক্য হইয়া মনোমধ্যে চিন্তা
করিলেন । শ্ৰীমান্ দেবৰ্ষি অত্যন্ত হর্ষপ্রকাশ করিয়া আমাদের দুইজনকে এই
কথা আদেশ করিয়াছেন । 'যদি কখন মহাপ্ৰেমপূর্ণ সুন্দর ব্রজভূমিতে ভোমরা
দুইজনে গমন কর এবং তথায় তোমাদের কথাবার্ত্তা শুনে, তাহা হইলে শ্ৰীকৃষ্ণ-
দেবের সৰ্ব্বাপেক্ষা সমধিক ঐশ্বৰ্য্য গোপন করিও ।' অতএব মুনিবর্গের মধ্যে
প্ৰসিদ্ধ গৰ্গমুনির সিদ্ধান্তই বিচারপূৰ্ব্বক উপদেশ করি । সেই সিদ্ধান্ত এই নন্দাদি
গোপগণকর্ত্তৃক শ্ৰুত হইয়াছে, এ কারণ, ইহা কিছুতেই আশ্চৰ্য্যের নিমিত্ত
প্ৰণাবসিত হইবে না ॥ ৯০ ॥

* অলক্ষ্য ইত্যত্র অলম্ব্য ইতি গৌরমাণ্ডপুস্তকপাঠঃ

প্রকটকোবাচ—অত্র হ্রিদমন্ত শ্রীবজ্ররাজতনুজন্ত রহস্য-
মুদ্ভাবয়তো। মম সমতিক্রমঃ স্বয়মমুনৈব বাচঃ সোঢব্যঃ ।
তথাহি । অস্মিন্ সর্বতো লব্ধাতিরেকা সংসিদ্ধিঃ খল্বেক।
বর্ততে । যদতিক্রান্তসর্বৈহ-স্নেহময়হৃদয় এব সদা বর্তমানঃ
স্নিগ্ধতাদিহজনানাং ভাবমুদ্রয়া পরোক্ষং কৃত্যাপি স্বহৃদি প্রতি-
বিস্মিততয়া মুদ্রিতো ভবতি । অস্ম্য স্বরূপেণাবির্ভাবশ্চ স্নেহ-

এং মনসি বিভাব্য পরোক্ষপুণ্ডর্য পুঞ্জঃ স্নেহময়হৃদয়েব হেতুরিতি যদকথ্যন্তত্বর্ণয়তি
প্রকটকোভ্যাদিগদ্যোন । সমতিক্রমে দেবমোক্ষাভিপ্রাভবৎ । অমুন্য দেবর্ষিণা । সংসিদ্ধি
শ্রবঃ । সংসিদ্ধিপ্রকৃতি হিমে, স্বরূপক স্বভাবশ্চ নিগদ্যশ্চ । ইত্যমরঃ । যদতিক্রান্তিতি
বৎ সম্যং । আতক্রান্তা সন্দা ইহা চেষ্টা যেন তাদৃশস্নেহময় হৃদয়ে তস্মিন্ । ভাবমুদ্রা
চেষ্টাবেশিষ্টেয়ন । পরোক্ষঃ জ্ঞাতাভাবঃ । মুদ্রিতো যন্ত্রাক্ষরবৎ ।

অনন্তর স্পষ্টরূপে কহিলেন, আমি এই সভামধ্যে যখন শ্রীবজ্ররাজপুত্র
শ্রীকৃষ্ণের এই রহস্য উদ্ঘাটন করিতেছি, তখন দেবর্ষির আজ্ঞাভঙ্গরূপ আমার এই
মর্গাদালজ্বলন স্বয়ং দেবর্ষিই নিশ্চয় সহ্য করিবেন । অর্থাৎ যাহা গোপন
করিবার আদেশ ছিল, তাহা যখন প্রকাশ করিতে হইল, তখন সে অপরাধ
দেবর্ষি সহ্য না করিলে আর উপায় কি ?

দেখুন, শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে রজবাসিগণের যে স্বভাব আছে তাহা সন্দাপেক্ষা
আতিশয়া লাভ করিয়াই নিশ্চয় একভাবে বর্তমান আছে । কারণ, যে হৃদয়ে
কৃষ্ণাতিরিক্ত আর কোন প্রকার চেষ্টা থাকিতে পারে না, সেই একমাত্র স্নেহময়
হৃদয়ে তিনি সন্দা বিত্তমান থাকেন, যাহাদের সন্দা স্নেহই স্নেহমাখা, সেই রজবাসি
গণের হৃদয়ে তিনি প্রতিবিম্বিতভাবে দেখা দিলেও সেই প্রতিবিম্বদশন কোন
এক বিশেষ চেষ্টাদ্বারা যন্ত্রাক্ষরের মত * অসাক্ষাৎ ভাবে সজ্জীভূত হইয়া থাকে
অর্থাৎ কতিপয় বাক্যের মধ্যে মগ্নবাজ যেমন প্রচ্ছন্ন থাকিলেও উদ্ধারকালে সুস্পষ্ট

* যন্ত্রাক্ষর বিষয়ে একটা সমতানুকূল দৃষ্টান্ত যথা—“জগৌ কলং বামদৃশাং মনোহরং”
ভাগবত ১০। ২৯। ৩। এখানে “ক্লী” এই কামবীজগান বৈকণ্ঠ্যোষধীর সম্ভবতঃ । কলং পদে
মনোহর পদে মনের অধিষ্ঠাতা চন্দ্র অর্থাৎ চন্দ্রবিন্দু “৩” । বামদৃশ্ শব্দে চতুর্থ স্বর (দ্ব্যংগ) স্বর
সমষ্টিযোগে “ক্লী” এই মহামন্ত্রমগ্ন বা কামবীজ হইয়া থাকে ।

ময়স্মৃতিপূর্তিবশীভাবত এন সৰ্বথা নহন্থথা । পুত্রতয়ানিৰ্ভাবে
চ বীজং পিতৃভাবময়স্মেহ এব নাশ্বেমামিবান্যৎ* । জাতে চ কুত্র-
চিৎ পুত্রতয়াবিৰ্ভাবে তত্তৎসম্বন্ধময়-স্মেহকৃতচয়স্মৃতিরেব তথা
তথা ভাবেনাবিৰ্ভাবে নিবন্ধনং ভবতি ॥ ৯১ ॥

তদেবং স্থিতে সৰ্বতঃ সমুদ্বুদ্ধশুদ্ধপিত্রাদিভানিচিত্রাণাং
ব্রজনপতিপ্রভৃতীনাং ভূতিভুকপর্যন্তানাং ব্রজজনানাং যেমামধি-

স্মেহময়েতি । স্মেহময়কৃত্যেবা পূর্তিঃ পূর্ণতা ইয়া যো বশীভাবস্তম্মাৎ । অগ্ন্যং রজোবীৰ্য্য-
সংযোগাদি । কুত্রচিৎ যথা শ্রীরামচন্দ্রসা ॥ ৯১ ॥

এবং তদাবিৰ্ভাবকারণং বিবৃতা ব্রজজনানামেব বশ্বেহসাবিকি বর্ণয়তি তদেবমিত্যাদি-
গদোন । ভূতিবর্তনং ।

হয়, সেইরূপ তিনি দৃষ্ট হইয়াও অদৃষ্টের মত বর্তমান থাকেন । সৰ্ব্বপকারে
স্মেহময়ী যে স্মৃতি, তাহার পরিপূর্ণ ভাবের বশ হইয়াই যে তদীয় স্বরূপটী ভাবে
আবির্ভূত হইয়াছে, এই বিষয়ে আর কোন অগ্ৰথা নাই । পুত্ররূপ আবিৰ্ভাবের
পতি পিতৃভাবময় স্মেহকেই বীজ অর্থাৎ কারণ জানিবেন, কিম্ব অগ্ৰাভ
বক্তীগণের মত রজোবীৰ্য্যাদির সংযোগ কারণ নহে । কোন স্থানে (যেমন
শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম-লীলাতে) রজোবীৰ্য্যাদিদ্বারা পুত্রভাবের আবিৰ্ভাব ঘটিলেও
সেই সেই সম্বন্ধঘটিত স্মেহরাশির স্মৃতিই সেই সেই ভাবে আবিৰ্ভাব হইবার
প্রতি প্রধান কারণ ঘটিয়া থাকে, অর্থাৎ রজোবীৰ্য্যাদির কারণতা তথায়
অপ্রধান বলিয়া গণ্য ॥ ৯১ ॥

এইরূপ হইলে অর্থাৎ স্মেহই আবিৰ্ভাবের কারণ হইলে, সৰ্ব্বতোভাবে সমুৎপন্ন
নিশ্চয় পিতৃ-মাতৃ-ভাবদ্বারাই ষাঁহাদের বিচৈত্র্য, সেই ব্রজরাজপ্রভৃতি হইতে
আরম্ভ করিয়া বেতনভোগি ভূতাপর্য্যন্ত সমস্ত ব্রজবাসিলোকদিগের মধ্যে আশ্রয়

* দেহ হইতে উৎপত্তি হইলেই পুত্রভাব হয় না, কিম্ব পুত্রবিষয়ে পিতার যে প্রচুর স্নেহ
সেই পুত্রের প্রতি কারণ । দেহ হইতে উৎপন্ন হইলেই যদি পুত্র হয়, তবে স্বায়ত্ত্বব মনস্তরে
পিতার নাসিকা হইতে বরাহদেবের উৎপত্তি এবং গৃহস্থস্ত ২২তে নৃসিংহদেবের উৎপত্তি হইয়াছে ।
পিতার নাসিকা ও গৃহস্থস্তের সহিত বরাহ ও নৃসিংহদেবের পিতাপুত্রসম্বন্ধাত্মক ভাববিষয়ে
কোন প্রশ্নেরই উল্লেখ নাই । এ সকল শ্রীমাংসা গ্রন্থকণ্ঠাই পরে নানাস্থানে প্রকাশ করিবেন ।

মধ্যং প্রতিদ্বিপরাঙ্কং প্রতিকল্পমাবির্ভবতি, বুদ্ধিজীবিকানামিব*
 তেষামেব প্রেমসঞ্চয়-পর্য্যদক্ষন-প্রপঞ্চমঞ্চংস্তদ্বন্ধেরপরিচ্ছেদ্যতা-
 বুদ্ধ্যা প্রতিদাতুমধ্যবসায়ং মুঞ্চন্ সদা পুত্রাদিতয়া স এষ
 বিরাজতে, নাশ্যেতু তত্র কিল তিলমপ্যবকাশকালং লভন্তে ।
 এতদেবোক্তং ব্রহ্মণা । “এমাং ঘোষনিবাসিনামুত ভবান্ কিং
 দেব রাতেতি নঃ ।” ইত্যাদিনা । এতদেবচ শ্রীনারায়ণদেবেন
 সমাদিষ্টং “যোহসাবতসীকুসুমস্রমস্রকুমারঃ কুমারঃ” । ইত্যা-
 দিনা ॥ ৯২ ॥

অধিমধ্যঃ মধ্যমধিকৃত্য । বুদ্ধিজীবিকানাং কুসীদেন জীবিকাকৃতাং । প্রেমসঞ্চয়েতি ।
 প্রেমসঞ্চয় এব পর্য্যদক্ষনপপঞ্চঃ ঋণসমূহঃ । স্যাদৃণঃ পর্য্যদক্ষনমিত্যমরঃ । ঋণং গচ্ছন ।
 তদ্বন্ধেঃ প্রেমবন্ধেঃ । প্রতিদাতুং তৎপুং শোধয়িতুং । তিলমপি অতিকৃদ্মপি ॥ ৯২ ॥

হইয়া তিনি প্রত্যেক ডই পরাদ্ধে এবং প্রতিকল্পে আবির্ভূত হইয়া থাকেন ।
 যাহারা কুসীদ অর্থাৎ স্তদের ব্যবহারে ধনের বুদ্ধি করিয়া থাকে, তাহাদের সেই
 কুসীদের চিন্তায় যেমন খাতককে বাধা থাকিতে হয়, সেইরূপ উল্লিখিত ব্রজবাসি-
 লোকদিগেরও এই এই প্রকারে প্রেমসঞ্চয়রূপ ঋণরাশিপাপ হইয়া এবং সেই
 ঋণকে অপরিহার্য্য বোধ করতঃ তাহার পারিশোধ জগ্ন অধাবসায়বিহীন ব্যক্তি যেমন
 কোথাও ঘাইতে সমর্থ হয় না, শ্রীকৃষ্ণও সেইরূপ অধাবসায়হীনের মত সর্বদা
 পুত্রাদিভাবে বিরাজমান থাকেন । কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে, অপর ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের
 উপর এইরূপ আধিপত্য করিতে তিলমাত্র সময়ের জগ্নও অবকাশ লাভ করিতে
 পারে না । দশমস্কন্ধের ১৪শ অধ্যায়ে ৩৩শ শ্লোকে ব্রহ্মা কহিয়াছেন, “হে দেব !
 আপনি এই সকল ঘোষনিবাসিদিগের প্রেমঋণ-সম্বন্ধে কি প্রদান করিবেন,”
 এই প্রশ্ন বাতীত শ্রীনারায়ণদেবও ইহাই আদেশ করিয়াছেন, যথা—“যিনি
 অতসীকুসুমের মত সুন্দর এবং সুকুমার কুমার” ইত্যাদি ॥ ৯২ ॥

ততশ্চ—“তস্মান্ন্দাত্মজোহয়ং তে নারায়ণসমো গুণৈঃ ।

শ্রিয়া কীর্ত্যানুভাবেন গোপায়স্ব সমাহিতঃ” ॥

ইতি গর্গবচনানুসারেণেদমুৎপ্রেক্ষামহে । #এতদ্রূপ-স্বপুত্র-
মাত্রপর্যাপ্তসর্বস্বার্থেণ শ্রীমদব্রজমহেন্দ্রেণ মহীয়মানস্য যস্য
মহাভগবতো যা যোগমায়ায়া দুর্ঘটঘটনী স্বরূপশক্তিঃ শাস্ত্রেণ
ব্যক্তীক্রিয়তে, তেন কিল দত্তা সা ত্বংপুত্রে শ্রীকৃষ্ণ এব পর্য্য-
বস্তুতি স্ম । সা চেহ স্বজনস্নেহানিষ্কিপ্তচিত্তস্য যদ্যপ্যস্য তৎ-
পুত্রস্য প্রায়োহবধানং ন প্রাপ্নোতি, তথাপি তস্মাদন্যস্মাচ্চ

উক্তে অর্থে কমপাসাধারণঃ হেতুং বর্ণয়তি ততশ্চেত্যাদিগদ্যেন । মহীয়মানস্য পূজা-
মানস্য । তেন মহাভগবতা । পণ্যবস্তুতি অধীনতয়েতি শেষঃ । সাচ স্বরূপশক্তিঃ প্রায়ো-
হবধানং মমৈব শক্তিযোগমায়া অধীন চ এবম্প্রকারং । তস্মাৎ ত্বংপুত্রাৎ ব্রজস্বমাত্রাচ্চ । মায়াদয়ঃ
প্রাপঞ্চিকমায়াজীবাদয়শ্চ ।

তাহার পরেও দশমস্কন্ধের ৮ম অধ্যায়ে ১৩শ শ্লোকে উক্ত আছে । “অত এব
হে নন্দ ! তোমার এই আত্মজ গুণ, সম্পত্তি, কীর্তি এবং প্রতাপে নারায়ণের
সমান ; তুমি সর্বদা সমাহিত হইয়া ইহার রক্ষণাবেক্ষণ কর ।” এই গর্গবাক্য অমু-
সারে ইহাও উৎপ্রেক্ষা করিতে পারি । যথা—কোন বস্তুর স্পৃহা না করিয়া কেবল
এই স্বপুত্র শ্রীকৃষ্ণের জগুই বাহার স্বার্থ পর্যাপ্ত হইয়াছে, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ বাতীত
বাহার জীবনের কোনই প্রয়োজন নাই। সেই শ্রীমান ব্রজরাজকর্তৃক পূজ্যমান মহা-
ভগবানের যে যোগমায়া নামে অঘটনঘটনপটয়সী স্বরূপশক্তি আছে, তাহাই শাস্ত্রে
প্রকটিত হইয়া থাকে । সেই মহাভগবান্ যোগমায়াকে দান করেন এবং সেই
যোগমায়াই নন্দপুত্র মহাভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অধীনরূপে পরিণত হইয়াছেন ।
শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবৃন্দাবনে স্বজনগণের স্নেহে ব্যাকুলিতচিত্ত হইলে, “এই যোগমায়া শক্তি
আমারই অধীন,” যোগমায়া নিজের প্রতি কৃষ্ণের এইরূপ ভাব জানিবার জগু
যদিও মনোযোগ দিতেও পারেন না, তথাপি সেই শ্রীকৃষ্ণ অগু কোন লোকের

* স্বপুত্রমাত্র-স্থলে স্বরূপমাত্রাতি মাওপ্তকপাঠঃ ।

স্বভাববিশেষবিনোদমনু মোদমানস্তু তস্তাবরূপানুরূপং রূপং
যদৃচ্ছাবশাদেকধানেকধাচ সমীপতোহসমীপতোহপ্যন্ত্যাবির্ভবতি
তিরোভবতি চ ॥ ৯৩ ॥

ততঃ শ্রীবসুদেবদেবক্যোরন্তর্যচ্চতুর্ভূজমস্য রূপং স্ফুরতি স্ম
তদেব হি বহিরাবির্ভবতি স্ম । “ফলেন ফলকারণমনুমীয়তে”
ইতি ন্যায়েন । তেনৈব চ ন্যায়েন শ্রীব্রজেশ্বরয়োস্তু পরং দ্বিভূজ-
মূর্তিতয়া স্ফূর্তিরাসাৎ । ততঃ “প্রাগয়ং বসুদেবস্য কচিজ্জাত-
স্তবাত্মজঃ” ইতি ধৃততপোবর্গস্য গর্গস্য বচনমনুসৃত্য পরামুশ্যতে ।
যদা নৃশংস-কংসভিয়া স্মাবিভূতচতুর্ভূজরূপাচ্ছাদনপূর্বকদ্বিভূজ-

বিশেষস্তেন যো বিনোদঃ পরমকৌতুহলঃ তং । তস্তাবরূপানুরূপং তেষাঃ ভাবরূপস্ত যোগ্যং ।
রূপং মূর্তিঃ । তিরোভবতি অস্তহিতং ভবতি ॥ ৯৩ ॥

তদেবং স্বরূপশক্ত্যা সন্না খলু দুষ্টিটনা সম্ভবতি, তদেব কাব্যদ্বারা বর্ণয়তি তত ইত্যাদি-
গদ্যেন । ধৃততপোবর্গস্ত—ধৃতস্তপসো বর্গঃ সমূহো যেন তস্ত ।

বিশেষ বিশেষ স্বভাবজনিত পরম কৌতুহলকে ইনিই সন্দেহা অনুমোদন করিয়া
থাকেন । এই কারণে তাঁহাদের ভাবানুরূপ মূর্তি যদৃচ্ছাক্রমে একবার এবং
বহুবার এই শ্রীকৃষ্ণেরই নিকটে ও দূরে যথাক্রমে কখনও আবিভূত এবং কখনও
না তিরোভূত হইয়া থাকে ॥ ৯৩ ॥

অনন্তর শ্রীবসুদেব এবং দেবকীর অন্তরে শ্রীকৃষ্ণের যে চতুর্ভূজরূপ স্ফূর্তি
পাইত, তাহাই বাহিরে আবিভূত হইয়াছিল । কারণ “ফলদ্বারাই ফলকারণ
অনুমিত হইয়া থাকে,” তদ্রূপ নিয়মেই শ্রীব্রজেশ্বর এবং শ্রীব্রজেশ্বরীতে শ্রীকৃষ্ণ
কেবল দ্বিভূজমূর্তিতে আবিভূত হইয়াছিলেন ।

অতএব ১০ম স্কন্ধের ৮ম অধ্যায়ের ১০ম প্রোকে, হে নন্দ ! তোমার এই
পুত্র ! পূর্বে কোন সময়ে বসুদেব-তনয় হইয়া জন্মিয়াছিলেন, বহুতপশ্চরণশীল
গর্গমুনির এইরূপ বাক্য অনুসরণ করিয়া বিবেচনা করা যাইতেছে । যথা—

যখন নৃশংস কংসের ভয়ে নিজদেহাবিভূত চতুর্ভূজরূপের আচ্ছাদনপূর্বক

রূপাবির্ভাবনায় শ্রীদেবকীচ্ছা জাতা, তদা তস্য যদপূর্বং দ্বিভুজ-
রূপং মায়য়া সহ শ্রীযশোদায়াঃ স্বান্তরমায়াতং তদেব তত্র
সন্নিধানমবাপ্য চতুর্ভুজং রূপমন্তর্ভাব্য স্বয়মাবির্ভূব । যত্র
সাকারতয়া মাতৃগর্ভস্থিতাপি মায়ী নিরাকারতয়া তুর্দ্ধগত্যা তন্ম
তদ্বাহনতামাগতা * । গন্ধবাহশ্রেণী নীলকমলদলমিব তত্র
সর্বালঙ্কিততয়া তং প্রাপিতবতী । যা খলু পূর্বং তদাকর্ষণে
ধর্ষণে পরং মাতরমপি মোহেন ম্লাপিতবতী ॥ ৯৪ ॥

† অথ পুনস্তেন গর্ত্তস্থেনাকারেণ মাতুঃ প্রসূতিভ্রমঞ্চ

তদাকর্ষণে পুনঃ জনৈন শ্রীকৃষ্ণেন আকর্ষণে যস্য তেন ধর্ষণে প্রাগলভ্যেন ম্লাপিতবতী বিষয়তা
প্রাপিতবতী ॥ ৯৪ ॥

তদা যোগমায়া যচ্চকার তদ্বর্ণয়তি অণেত্যাদিগদ্যোন ।

দ্বিভুজরূপের আবির্ভাব করাইবার নিমিত্ত শ্রীদেবকীর ইচ্ছা জন্মিল, ঠিক সেই
সময়েই শ্রীকৃষ্ণের যে অপূর্ব দ্বিভুজরূপ যোগমায়ার সহিত শ্রীযশোদার অন্তরে
আগমন করিয়াছিলেন ঐ দ্বিভুজরূপই দেবকীর শয্যাতে সন্নিধানপাপ্ত হইয়া এবং
চতুর্ভুজরূপকে অন্তরে অন্তর্ভূত করিয়া স্বয়ং অর্থাৎ দ্বিভুজরূপে আবর্ত্তিত হইয়া-
ছিলেন । পূর্নোক্ত যশোদাপুত্রের তথায় সংস্থাপন ও চতুর্ভুজরূপের আবরণ
কাণ্ডবিষয়ে মায়ী সাকাররূপে মাতা যশোদার গর্ভে থাকিয়াও নিরাকারভাবে
উর্দ্ধগতিশীল শরীর অবলম্বনপূর্বক শ্রীকৃষ্ণের বাহন হইয়াছিলেন এবং বায়ুরাশি
যেমন নীলকমল-দলকে চালিত করে, তাহার ত্যায় মায়ী যশোদার পুত্রে সকলের
অলক্ষ্যভাবে আকর্ষণপূর্বক মথুরাপুরে লইয়া গেলেন, এবং সেই যোগমায়া
অবশেষে নিশ্চয়ই স্বীয় অগ্রজ শ্রীকৃষ্ণের আকর্ষণরূপ প্রাগলভ্যতা দ্বারা জননী
যশোদাকে ও সতিশয় মোহে বিষাদিত করিয়াছিলেন ॥ ৯৪ ॥

অনন্তর সেই যোগমায়াই আবার গর্ভস্থিত আকারবরা জননীর প্রসবভ্রম

* তদ্বাহনতামাগতা ইত্যত্র দৃগ্ততামাগতা ভূতি মাণ্ডুপশ্লোকপাঠঃ ।

† যোগমায়া শ্রীকৃষ্ণের কনিষ্ঠা স্ততরাং শ্রীকৃষ্ণের জন্মের পর তাহার জন্ম হয় । শ্রীমদ্ভাগবতঃ ১।
১০ম স্কন্ধের ৩য় অধ্যায়ে ১৭শ শ্লোকে যথা—

সংপ্রথয়া বহিরাত্মানং সম্বলয়া প্রসূতিশয্যামেবাধিশয্য স্থিতবতী,
যা খলু শ্রীদেবকীতঃ শ্রীরোহিণ্যাং সঙ্কর্ষণ-সংক্রমণেহপি তথা
প্রক্রমতে স্মৃতি ॥ ৯৫ ॥

অত্র চ স্নিগ্ধকণ্ঠেনান্তশ্চিন্তিতং সত্যমিদমেবাহ স্ম নুনং ।
“অথাহমংশভাগেন” ইতি হি মায়াং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং ।

তথা প্রক্রমতে স্মৃতি অদৃশ্যতয়া কাব্যং সাধয়ামাস ॥ ৯৫ ॥

তদেবং বর্ণিতে আশ্চর্য্যচরিতে স্নিগ্ধকণ্ঠেন বা সঙ্গতির্মনসি উদ্ভাবিতা তাং বর্ণয়িতুং প্রক্রমতে
অনু চেত্যাদিগদোন ।

নিস্তার করিয়া এবং আপনার বাহ্যরূপ প্রকটিত করিয়া প্রসবশয্যায় শয়ন করিয়া-
ছিলেন । এই যোগমায়াই পূর্বে দেবকীর গর্ভ হইতে রোহিণীর গর্ভে বলরামের
সংক্রমণপূর্বক অদৃশ্যভাবেই কার্য্য সাধন করিয়াছিলেন ॥ ৯৫ ॥

এই বিষয়ে স্নিগ্ধকণ্ঠ অন্তরে চিন্তা করিয়া যাহা কহিলেন নিশ্চয়ই তাহা সত্য ।

১০ম স্কন্ধের ১য় অধ্যায়ে ৬ষ্ঠ শ্লোকে যোগমায়ার প্রতি ভগবানের উক্তিও
আছে যে—“অনন্তর আমি অংশভাগ অর্থাৎ ব্রহ্মাদি দেবগণের বা প্রকাশভেদের
“যদা বহির্গন্তমিথেষ তহুজা, যা যোগমায়াজনি নন্দজায়য়া” এখানে শ্রীধরস্বামী বলেন, যখন
ব্রহ্মদেব গোন্ধুলে বাহিতে ইচ্ছা করিলেন, সেই সময়েই অজা (মায়া) যশোদাকে কেবল নিমিত্ত-
মাত্র করিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ।

ভোযগীকার বলেন, “তর্হি” অর্থাৎ ক্রমপঙ্কের নবমীতিথিতে যোগমায়া জন্মগ্রহণ করিলেন ।
এই কথা হরিবংশের প্রমাণেও সুবাক্ত হয় । ব্রহ্মদেবের গমনেচ্ছার অনেকপূর্বেই দেবকী চতুর্ভুজ
দংবরণের প্রার্থনা করেন, এ দিকে দেবকীর তাবশ প্রার্থনাকালেই নন্দালয়ে দ্বিভূজের জন্ম হয় ।
তৎপরে যোগমায়া সেই দ্বিভূজমূর্ত্তিকেই মথুরায় লইয়া বাইয়া এবং পুনশ্চ নিজে যশোদার গর্ভ-
শয্যায় শয়ন করিয়া মাতার প্রসব ভ্রম জন্মাইয়া দেন । এই ঘটনাতে তৎকালের অষ্টমীতিথির
স্ববসান ও নবমীতিথির প্রারম্ভ বেশ যুক্তিসঙ্গতও বোধ হয় ।

“দেবকীচ যশোদাচ সুধুবাতে সমং তদা।” এই চারবংশের বাক্যে “সমং” পদে যুগপৎ
র্থ বোধ হয় । কিন্তু ভাগবতে যশোদার প্রসব পরে উক্ত আছে । বস্তুতঃ ঐ যুগপৎপ্রসব
কৃষ্ণবিষয়ে সঙ্গত হইতে পারে অর্থাৎ দেবকী ও যশোদা একসময়ে ক্রমশঃ চতুর্ভুজ ও দ্বিভূজ
রূপকে প্রসব করেন । তবে যশোদা দ্বিভূজমূর্ত্তি প্রসবের পরে যোগমায়াকেও প্রসব করিয়া-
ছিলেন । শ্রীল বিখ্যাত চক্রবর্ত্তিপাদ উক্ত প্রকারে শাস্ত্রস্বয়ের সমাধান করিয়াছেন ।

“অংশেন কার্যার্থে সম্ভবিষ্যতি” ইতি চ দেবান্ প্রতি ব্রহ্মবচনং । তত্রাংশভাগেন চতুর্ভূজরূপেণাকারভেদেনেতি ভগবদভিপ্রায়ঃ, কার্যার্থে তন্তম্মোহনায়াংশেন সম্ভবিষ্যতি শ্রীকৃষ্ণস্য দ্বিভূজ-রূপেণাকারভেদেন সহ মিলিষ্যতি সেতি ব্রহ্মণোহভিপ্রায়ঃ । তদেবমেব হি বাখ্যাতমগ্র্যে শ্রীভাগবততত্ত্ববিস্তৃঃ । “অবতীর্ণো জগত্যর্থৈ স্বাংশেন বলকেশবো” ইত্যত্র স্বাংশেন মূর্ত্তিভেদে-নেতি ॥ ৯৬ ॥

অপিচ শ্রীব্রজেশ্বরসম্বন্ধনিবন্ধনা বা কৃষ্ণে যোগমায়াভি-ব্যক্তিরুক্তা সা সিদ্ধান্ততোহপি সিদ্ধতামাসাদতি । ভগবতঃ

সহ মিলিষ্যতি । সম্ভবতঃ মিলনাথঃ ২ । তথাচ । সম্ভবতঃ অধিমভোতি মহানদ্যা নগাপগা ইতি মাঘকাব্যে ২ । ১০০ । সম্ভব মিলিতা ইতি তট্টীকায়াঃ মল্লিনাথঃ ॥ ৯৬ ॥

ননু শ্রীকৃষ্ণে যোগমায়াভিব্যক্তিরুদ্ধেব প্রতীয়তে তত্রাহ অপি চেত্যাদিগদ্যোন ॥ ৯৭ ॥

সহিত দেবকীর পুত্র হইয়াছি ।” দশমের ১ম অধ্যায়ে ১৮শ শ্লোকে দেবগণের প্রতি ব্রহ্মার বাক্যেও উক্ত আছে, যথা—“যোগমায়ী নিজ প্রভু শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক আদিষ্ট হইয়া দেবকীর গর্ভসংস্পর্শ ও যশোদার মোহনাদি কার্যের জগ্ন তাহার গর্ত্তে উৎপন্ন বা ভগবদংশ-ইচ্ছাশক্তির সহিত মিলিতা হইবেন ।” এখানে অংশভাগশব্দে চতুর্ভূজরূপধারী আকারবিশেষ, ইহাই শ্রীভগবানের অভিপ্রায় । কার্যার্থে অর্থাৎ যশোদাদির মোহনের নিমিত্ত অংশের সহিত উৎপন্ন হইবেন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের দ্বিভূজ আকারভেদের সহিত মিলিত হইবেন, ইহাই ব্রহ্মার বাক্যের অভিপ্রায় । অতএব শ্রীমদ্ভাগবতের তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ অগ্রস্থলে এইরূপই বাখ্যা করিয়াছেন, যথা—বলরাম এবং শ্রীকৃষ্ণ জগতের ভারহরণ নিমিত্ত স্নায় অংশে অবতীর্ণ হইয়াছেন । এখানে স্নায় অংশশব্দে মূর্ত্তিভেদ বুঝিতে হইবে ॥ ৯৬ ॥

অপিচ । শ্রীমান্ ব্রজেশ্বরের সম্বন্ধনিবন্ধন শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে যোগমায়ার প্রকাশ উক্ত হইয়াছে, তাহাও সিদ্ধান্তবশতঃ সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে । ভগবানের যে

খলু প্রিয়জনেচ্ছামেবানুগচ্ছতি সর্বশক্তিব্যক্তির্নতু যদৃচ্ছা-
মিতি ॥ ৯৭ ॥

অথ সর্বের শাস্ত্যর্থমুচুঃ । ভবতু নাম তত্ত্বং, কিন্তু ততঃ
কিমনন্তরং জাতঃ ॥ ৯৮ ॥

মধুকণ্ঠ উবাচ । * অনন্তরন্তু চতুর্ভূজতাবির্ভাবানুরূপাতঃ

অথ সর্বের ইত্যাদিকং গদ্যং যুগ্মং ॥ ৯৮ ॥

তদা তেবাং সংশয়খণ্ডনার্থং মধুকণ্ঠো যদাহ তদ্ব্যর্থিতি অনন্তরমিত্যাদিগদ্যোন । আনুরূপাতঃ
যোগাত্মা ।

সর্বশক্তির অভিযুক্তি আছে, তাহা নিশ্চয়ই প্রিয়জনের ইচ্ছারই অনুসরণ করিয়া
ধাকে, কিন্তু স্বেচ্ছাচারিতার অনুসরণ করে না (ভগবৎ-শক্তি পরাধীন হয়) ॥৯৭॥

অনন্তর সকলে আশ্চর্যের সাহিত্য কহিলেন, পূর্ব পূর্ব বিষয় যাহা বলিলে,
তাহা সমস্তই হউক, কিন্তু তাহার পর আর কি হইল ? ॥ ৯৮ ॥

মধুকণ্ঠ কহিলেন । চতুর্ভূজরূপকে আবির্ভাবের যোগ্য করায় যাহার

* সিদ্ধান্তসার যথা—“ততশ্চ শৌরিভগবৎপ্রচোদিতঃ” তৎপরে বহুদেব ভগবৎকর্তৃক
প্রেরিত হইলেন, ভাগবতে এইমাত্রই দৃষ্ট হয় । ত্রীখামিপাদ বলেন—যদি কংস হইতে ভয়
পাও, তবে আমাকে গোকুলে রাখিয়া আমার মায়্য যশোদানন্দিনীকে লইয়া আইস, বহুদেবের
প্রতি ইহাই ভগবানের উপদেশ । তোষণীকার বলেন—“বহুদেববচঃ শ্রুত্বা রূপং সংহর-
দচ্যুতঃ । অনুজ্ঞাপ্য পিতৃদ্বেন নন্দগোপগৃহং নয় ।” সংহরং সমহরং । (হরিবংশে) ।

ত্রীকুল পিতার বাক্য শুনিয়া চতুর্ভূজরূপ গোপন করিলেন এবং “আমাকে নন্দগোপের গৃহে
লইয়া যাউন” বলিয়া অনুজ্ঞা করিলেন । এস্থলে চক্রবর্তী মহাশয় উক্ত তোষণীকারের মতানুযায়ী ।

এক অভিনবপ্রকাশিত ভাগবতে (পাঠান্তরে) একটা প্রক্ষিপ্ত শ্লোক দৃষ্ট হয়, বস্তুতঃ উহা
যে প্রক্ষিপ্ত তাহা তোষণীর উদ্ধৃত হরিবংশবচনের প্রামাণ্যে মীমাংসিত হয় । শ্লোকটি এই—

“যদি কংসাদ্ বিভেষি হং তর্হি মাং গোকুলং নয় ।

মন্মায়ামানয়াশু হং যশোদাগর্ভসম্ভবাং ॥”

ত্রীধরস্বামীর টীকার অনুসারে এই শ্লোক অগ্গ কাহারও রচিত বলিয়া বোধ হয় । বিচারপটু
অধীগণ তাহা বিবেচনা করিবেন ।

“অত্রকীয়ঃ নালকং অত্র আনীয়” ত্রীগোপালচন্দ্রলিখিত এই (৯৯নং) গদ্যের এবং সিদ্ধান্তের
প্রাংশ যথা—গর্ভাবস্থাকালে দেবকী চতুর্ভূজ এবং যশোদা ষড়্ভূজ দর্শন পাটয়াভিলেপ, কাষাতণ্ড

প্রব্যক্তযোগমায়স্য তস্য প্রাপ্তপদেশতঃ শ্রীবহুদেবঃ সর্বত্র
মায়িকশায়িকায়ান্ জাতায়ান্ পূর্বদেবভিয়া দ্বিভুজমত্রকীয়ং

মায়িকশায়িকায়ান্ শায়িকা স্বপ্নঃ নিদ্রা তস্যাং মায়াকৃতশয়নে ইত্যর্থঃ । পূর্বদেবভিয়া
অম্বরভয়েন ।

যোগমায়্য প্রকৃষ্টরূপে প্রকাশ পাইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের সেই সেই পূর্ন উপদেশবশতঃ
শ্রীবহুদেব সর্বলোক মায়ানিদ্রায় অভিভূত হইলে অম্বরগণের ভয়ে অত্রকীয়
অর্থ্যাৎ নন্দগৃহজাত বালককে এই নন্দগৃহেই আনয়ন করিয়া ঐ বালককে যশোদার
তাহাই ঘটয়াছিল । দেবকী চতুর্ভুজ মূর্তি প্রসব করিয়া ভাবিলেন যে, এ মূর্তি অলৌকিক
ইহা কোথাও গচ্ছিত রাখা অসম্ভব, (অসম্ভবরূপধারী বালককে কেহ গোপনে রাখিতে সম্মত
হইবে না), অতএব নৃশংসকংসভয়ে চতুর্ভুজ গোপন করিয়া লৌকিক দ্বিভুজমূর্তিপ্রকাশের জ্ঞাত
ভগবৎসমীপে প্রার্থনা করিলেন, ঠিক এই প্রার্থনাকালেই যশোদা স্মৃতিকালয়ে যে দ্বিভুজমূর্তি
মনে মনে পূর্বে দেখিয়াছিলেন, তাহাই প্রসবজ্ঞান ব্যতীতই সাক্ষাৎ দর্শন পাইলেন । তৎপরে
যোগমায়্য নিজপ্রভাবে যশোদাকে মায়ামুগ্ধ করিয়া গর্ত হইতেই আকাশমার্গে সেই দ্বিভুজ
মূর্তিকে মথুরায় দেবকীর কাছে লইয়া গিয়া প্রদর্শন করাইলেন । তখন তথায় দ্বিভুজমূর্তি চতু-
র্ভুজকে নিজদেহে অন্তর্ভূত করিয়া দেবকীকে দ্বিভুজমূর্তিতে দর্শন দিলেন । এদিকে যোগমায়্য
ভগবতী নিজের অগ্রজ শ্রীকৃষ্ণকে স্থানান্তরিত করিয়া নিজে গোকুলে আগমনপূর্বক যশোদার
স্মৃতিকালয়নে প্রদিয়া শয়ন অযোনিজ্ঞা হইলেও প্রসূতা হইলেন । ভগবৎপ্রভাবে কংসকার-
গৃহের দ্বার উন্মুক্ত ও বহুদেব-নির্গড়মুক্ত হইলেন । তৎপরে বহুদেব সেই দ্বিভুজ মূর্তিকেই একটা
পেটিকার মধ্যে মুদ্রবসনে আচ্ছাদিত করিয়া বক্ষে ধারণপূর্বক নন্দালয়ে যশোদার স্মৃতিকালয়নে
রাখিয়া এবং কন্যা যোগমায়াকে লইয়া আগমনপূর্বক দেবকীর পার্শ্বে রাখিয়া পূর্ববৎ উভয়ে
নিগড়বদ্ধ হইলেন । এদিকে যশোদা অচেতনাবস্থায় দেখিলেন যে, একটা পুত্র (পরমপুত্র
দ্বিভুজ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ) জন্মিয়াছেন, কিন্তু পুত্র কি কন্যা বা বহুদেবের আগমনাদি কিছুই দেখিতে
পারিলেন না, কারণ তিনি তখন নিদ্রাবিষ্টা ছিলেন । ইহাতে জানা গেল যে, যশোদার পুত্র
দ্বিভুজ ও কন্যা যোগমায়্য, এবং দেবকীর পুত্রই চতুর্ভুজ ।

এই ঘটনার পূর্বে বহুদেব মহাশয় রোহিণীনামী পত্নীকে কংসভয়ে নন্দালয়ে পাঠাইয়া দেন
এবং দেবকীর সপ্তমগর্ভ যোগমায়াকর্তৃক রোহিণীর উদরে সংক্রামিত হয়, এইজন্ত রোহিণীনন্দন
বলরামকে সঙ্গর্ষণ বলা হইয়া থাকে, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের মূলেই সুস্পষ্ট উল্লিখিত আছে ।
নন্দ-যশোদার সহিত বহুদেব-দেবকীর ঘনিষ্ঠ সৌহার্দ ছিল, সেই সৌহার্দ বংশগত এবং
প্রাতিগত ভেদে দুই প্রকার । (বংশগত পরিচয় ৩য় পুরণ ১৭৬ হইতে ১৮৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) ।
উপরিলিখিত সিদ্ধান্তসমূহের মূল প্রমাণ অনেক আছে, তন্মধ্যে কয়েকটি এই—

বালকমত্রানীয় তয়া বালিকয়া বিমিলিতবান্ । সোহয়ন্তু
তেনেশ্বরতাপ্রত্যায়কেন চতুর্ভুজরূপেণোপদেশেন চ ন তত্র

বিমিলিতবান্ যুতো বভূব অর্থাভাং ক্রোড়েকৃত্য গতবান্ পরিবর্তিতানিত্যর্থঃ । সোহয়ং
বহুদেবঃ । তত্র স্বগৃহে ।

বালিকার সহিত মিলিত করিলেন । শ্রীকৃষ্ণের পূর্বোপদেশবশতঃ বহুদেব
মহাশয় নিজগৃহে যে ঈশ্বরত্ববোধক চতুর্ভুজরূপ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাহা

দেবানী নন্দভার্য্যায়া যশোদা দেবকীতি চ ।

অতঃ সপ্যমভূতস্তা দেবক্যা শৌরিজায়য়া ।

দেবকী চ যশোদা চ সুব্রূতে সমং তদা ॥

(সারার্থদর্শিনীধৃতং হরিবংশবচনং)

দদৃশে চ প্রবৃদ্ধা সা যশোদা জাতমাস্বজং ।

(তোষনীধৃতং বিষ্ণুপুরাণবচনং)

যশোদায়াং নন্দপত্ন্যাং মিথুনং সমজায়ত ।

গোবিন্দাখ্যঃ পুমান্ কস্তা সাধিকা মথুরাং গতঃ ।

বহুদেবসুতঃ শ্রীমান্ বাহুদেবোহখিলাস্মনি ।

লীনো নন্দসুতে রাজন্ ! যনে সৌদামিনী যথা ॥

(বামলবচনং) ইত্যাদি ইত্যাদি ।

শ্রীপাদরূপগোষ্মিকৃত স্তবমালার দ্বিতীয়স্তবের প্রথমশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের যশোদানন্দনত্ব
এ নন্দাস্বজরূপকে অপর বিচার যথা—

“শ্রীকৃষ্ণঃ পরমানন্দো গোবিন্দো নন্দনন্দনঃ ।

তমালম্ব্যামলক্টিঃ শিখণ্ডকৃতশেখরঃ ।”

এই প্রথম শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীযুক্ত বলদেব বিদ্যাতৃষণ মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, তাহার
সারসংগ্রহ এইরূপ—“সমস্ত নামের মধ্যে কৃষ্ণনামই প্রধান, কারণ ভগবান্ ইহা নিজেই
বলিয়াছেন, যথা—“নামাং মুখ্যতমং নাম কৃষ্ণাখ্যং সে পরমুপ ।” কৃষ্ণ ধাতুর উত্তর ৭ প্রত্যয় করিয়া
কৃষ্ণপদ নিম্পন্ন, কৃষ্ণ ধাতুর ধাতুগত অর্থ আকর্ষণ, ৭ প্রত্যয়ের অর্থ আনন্দ । অর্থাৎ আনন্দ ও
আকর্ষণের যথায় একত্র সমাবেশ তাহাই কৃষ্ণ । তাৎপর্য্য এই যে, আনন্দদ্বারা যিনি সর্ব্বাকর্ষী ।
কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া কৃষ্ণনাম হইয়াছে, ইহাও কোন কোন মূর্খবাক্যে জানা যায় । বিজ্ঞান, আনন্দ,
এক, এগুলি ঐতিহাসিক নাম, সুতরাং কৃষ্ণ পরমানন্দস্বরূপ । তিনি বিজ্ঞানাত্মক বলিয়া আনন্দকে
পবনপদে বিশেষণবিশিষ্ট করা হয় । কেহ কেহ বলেন যে, তিনি বিভূ, ঐশ্বর্য্যাসম্পন্ন এবং

জাতকতাং ব্যঞ্জিতবানিতি পুত্রতাং সন্দেহিতবানত্র তু দ্বিভূজ-
রূপেণ বচনাदिशक्तेर्व্যক্তেরভাবেন চ তাগেব ব্যজ্য পুত্রতামেব

সন্দেহিতবান পুত্রো জাত ইতি সন্দেহং কারিতবান। তামেব জাতকতাং ।

বাক্ত করেন নাই, পরন্তু পুত্রই যে জন্মিয়াছে তদ্বিশেষে সন্দেহই করেন। অপিচ
দ্বিভূজরূপী যে পুত্র জন্মিয়াছে তাহাও বাকাদি কোন শক্তিতেই বাক্ত করিতে

মূর্ত্তিধারী এজ্ঞাই পরমানন্দপদে শ্রীকৃষ্ণকে বুঝায়। মল্লারাদি রাগ যেমন মূর্ত্তিমান্ হয়েন
সেইরূপ তিনি অচিন্ত্য ও মঙ্গলময় বলিয়া তাঁহাকে মূর্ত্তিমান্ বলিয়া অবজ্ঞাই সূীকার করিতে
হয়। গোগণের (গোধনের ও সর্বজীবের) নিয়ন্তা বলিয়া একটা নাম গোবিন্দ। নন্দের
ওরসে যশোদাগর্ভে জাত বলিয়া নন্দনন্দন। ধনঞ্জয় অভিধানে দারক, নন্দন ও অর্ডক শব্দকে
একার্থ বলিয়াই ধরিয়াজেন। তিনি যশোদারূপ খনি হইতে উৎপন্ন একটা মাণিক্যবিশেষ,
ইহাও স্থানান্তরে উক্ত আছে। শ্রীকৃষ্ণ যে যশোদার পুত্র ইহা দশমস্কন্ধে সুস্পষ্ট উল্লেখ নাই,
সুতরাং তাহার মীমাংসা কি? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—“নিশীথে তম উত্তুতে জায়মান
জনাৰ্দ্দনে। দেবক্যাং দেবরূপিণ্যাং বিষ্ণুঃ সর্বগুহাশয়ঃ। আবিরাঙ্গীম্বাধা প্রাচ্যাং দিশীন্দ্রুরং
পুঙ্কলঃ।” ইহা শ্রীশুকবাক্য। যশোদার একটা নাম দেবকী, এই কারণেও বহুদেবপত্নী
সহিত যশোদার অত্যন্ত প্রীতি হইয়াছিল। ঘরের ঘরের সম্মুখস্থ পিঁড়ি বা বারান্দায় প্রদীপ
দিলে যেমন ভিতর বাহির উভয় দিকেই আলোক যায়, সেইরূপ উক্ত শ্লোকস্থিত “দেবক্যাং”
এই পদটির দেহলীপ্রদীপ দ্বায়ে উভয়দিকেই অয়য়। অর্থাৎ দেবকীশব্দে যশোদা ও বহুদেবপত্নী
দুই বুঝাইবে। সুতরাং অর্থ এইরূপ হইবে—অন্ধকারবাস্তু মধ্যরাত্রে দেবকী অর্থাৎ যশোদাতে
জনাৰ্দ্দন শ্রীকৃষ্ণ জন্মিলে পর, সেই শ্রীকৃষ্ণই দেবকী অর্থাৎ বহুদেবপত্নীতে বিষ্ণুরূপে জন্মিলেন।
অর্থাৎ একসময়ে উভয়স্থানে উভয়মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইলেন। ইতিবশেও দেখা যায় যে—
“গর্ভকালে ত্বসম্পূর্ণে অষ্টমে মাসি তে ত্রিণ্যে। দেবকীচ যশোদাচ স্তুবুবাতে সমঃ তং।”
অর্থাৎ দশমাস পূর্ণ না হইতেই অষ্টমমাসে দুইজন অর্থাৎ দেবকী ও যশোদা একসময়ে প্রসব
করিলেন। যশোদাগর্ভে কৃষ্ণাবির্ভাবের পর দুর্গার আবির্ভাব হয়। কারণ ভাগবতের
১০।৩।১৭ শ্লোকে উক্ত আছে যে, বহুদেব ভগবৎপ্রেরণায় যখন পুত্র লইয়া বহির্গমনের ইচ্ছা
করেন, ঠিক সেই সময়েই নন্দপত্নী যশোদা যোগমায়া (দুর্গাকে) প্রসব করেন। অর্থাৎ
ভগবজ্জন্মের কক্ষিৎ পরক্ষণে দুর্গার জন্ম, এজ্ঞা তিনি বিষ্ণুর অনুজ্ঞা। বহুদেব যশোদার
পুত্রকে এবং যশোদা কন্যাতিকে দেখিতে পাইলেন না। (এস্থলে শ্রীজীবগোবিন্দমিথ্যে)
সিদ্ধান্ত এই যে—যোগমায়া নিজের জন্মের পূর্বে কৃষ্ণের জন্ম হইলে যশোদাকে অজানাব্যায়

নিদেহিতবান্, শ্রীমানানকছুন্দুভিস্ত তদিদং সর্বং নানুসন্দ-
ধাবিতি ॥ ৯৯ ॥

স্নিগ্ধকণ্ঠ উবাচ । নানুসন্দধাতু নাম, তথাপি, যাং তনয়া-
মত্রকীয়ামপমায় স্বয়মপনির্নায় তস্তাঃ প্রতিদানম্ভ্যাপি সন্তাবা-

নিদেহিতবান্ প্রত্যয়ামাস ॥ ৯৯ ॥

তদেবং শ্রদ্ধা স্নিগ্ধকণ্ঠঃ সুদৃঢ়সিদ্ধান্তঃ যদকরোত্তর্যর্থ্যতি নানুসন্দধাত্বিত্যাদিগদোন ।
পমায় পরিবর্ত্য । মেও ব্যতীহারে । প্রতিদানস্য পরীবর্ত্তস্ত । প্রতিদানং পরীবর্ত্ত ইত্যমরঃ ।

পারা যায় না, সুতরাং সেই কণ্ঠাতেই পুঞ্জভাব আরোপ করিয়াছিলেন আর
ঐ সমস্ত ঘটনার বিষয়ে শ্রীবসুদেব কোন অনুসন্ধানও করেন নাই ॥ ৯৯ ॥

স্নিগ্ধকণ্ঠ কহিলেন, তিনি তাহা অনুসন্ধান না করুন, তাহাতে কোন ক্ষতি
নাই, কিন্তু তথাপি যে তত্রত্য কণ্ঠাকে পরিবর্ত্তন করিয়া স্বয়ং লইয়া গিয়াছেন,

পরিয়া কৃষ্ণকে আকাশমার্গে লইয়া গিয়া দেবকীর পার্শ্বে রাখিয়া আসেন এবং নিজেও প্রসূত
হন) । উক্ত শ্লোকে দেবকীপিতৃ এই বিশেষণদ্বারা দেবভান সম্পষ্ট হইয়াছে, সুতরাং গর্ত্তসম্বন্ধ-
বশতঃ মানবের গর্ত্তবাসের স্থায় যন্ত্রণাদিদোষের সম্ভাবনা ছিল না । বহুদেবপত্নী ও নন্দপত্নী
উভয়েই “পরমেধর গর্ত্ত হইতে জন্মগ্রহণ করিলেন” ইহাই জানিতে পারিলেন কিন্তু বহুদেবের
যাতায়াত প্রকৃতি ব্যাপারের কিছুই জানিতে পারিলেন না । “ন তল্লিঙ্গং পরিগ্রাস্তা নিদ্রাপ-
গতশ্মৃতিঃ” একরূপ পাঠ হইলে বহুদেবের গমনাগমনের চিহ্নও জানিতে পারিলেন না, এইরূপ
অর্থ হইবে । (ন তল্লিঙ্গং স্থানে ন তদবেদ) ইহাই স্তবমালাভাষ্যের পূত পাঠ ।

আদিপুরাণে আছে—“নন্দগোপগৃহে জাতো যশোদাগর্ত্তসম্ভবঃ” এবং ভাগবতে “নন্দ-
স্বায়জ উৎপরে” (নন্দরাজ আয়াজের জন্মে আনন্দিত) ও “অদৃশ্যতানুজা বিধোঃ” (বিষ্ণুর
অনুজাকে দেখিলেন) ইত্যাদি বাক্যগুলি পুনরুক্তি মীমাংসার দ্বারা সঙ্গত হয় । “উপগুহ্যস্বজা”
(আয়জাকে ফোড়ে লইয়া) এই শ্লোকে গোপভাবে যে আয়জদর্শন তাহাও বিষ্ণুর অনুজা এই
বাক্যে নিরস্ত হয় । বহুদেবনন্দনের সহিত নন্দনন্দনের ঐক্য থাকায় মথুরাগমন এবং ব্রজে
আগমনও সম্ভব হয় । সুতরাং দশমের অক্ষুট বাক্য প্রক্ষুট হইল । ইহাতে কোনই সন্দেহ
নাই । অতএব শ্রীকৃষ্ণ যে যশোদাগর্ত্তসম্ভূত ও নন্দায়জ তাহা দ্রব সত্য ।

ভাবাৎ কথমিব শ্যন্তেহপ্যস্মিন্নাত্মীয়তাং প্রত্যপদ্যত । আগ-
মাদাবপি যস্য নন্দনন্দন-নন্দাত্মজ-নন্দজ-নন্দতনয়-বল্লবীনন্দনাদি-
নামানি তত্তদভীষ্টপ্রদতয়া নির্দিষ্টানীতি ।

পুনঃ সহাসমাহ স্য । যস্য নন্দনন্দন ইতি নাম বিপরীততয়া
পঠতাপি ক্রমপরীততয়ানুভূয়তে । তস্মাদেবমপ্যস্মিন্মৃপতেরেব
পূর্বব্যঞ্জিতং সমঞ্জসতাসঙ্জনমঙ্গসা তস্য লভ্যত্বায়োপলভ্যত
ইতি ॥ ১০০ ॥

হসিত্বা পুনরুবাচ । অথ স ব্রজদেবস্তুতস্য বস্তুদেবশাগমন-
প্রকারস্তু বর্ণ্যতাং ॥ ১০১ ॥

শ্যন্তে অপুত্রে । তস্য পুত্রত্বস্য ॥ ১০০ ॥

তদেবং সিদ্ধান্তং প্রতিপাদ্য পরব্রাহ্মণং যদপুচ্ছতদ্বর্ণয়তি অধেত্যাদিগদ্যেন ॥ ১০

সেই কল্পার পরিবর্তনের সম্ভাবনা না থাকায় ব্রজরাজের গৃহে নিজপুত্রকে গচ্ছিত
করিলে পর কি প্রকারে সেই পুত্রে ব্রজরাজের আত্মীয়তা ঘটয়াছিল ? অথচ
আগমাদি শাস্ত্রে ও যাহার নন্দনন্দন, নন্দাত্মজ, নন্দজ, নন্দতনয় ও বল্লবীনন্দন, এই
সকল নাম শ্রুত হইয়া থাকে । এবং এই সকল নাম প্রকৃত সেই সেই অভীপ্সিত
অর্থকেই সমাক্রমে বুঝাইয়া দেয় ।

পুনর্বার সহাস্ত্রে কহিলেন । যাহার “নন্দনন্দন” এই নামটি বিপরীত ভাবে
পাঠ করিলে ও ক্রমপরীতরূপে অর্থাৎ অনুলোমের ত্রায় বিলোমেও এক প্রকার
অনুভূত হয় । অতএব এইরূপে আমাদের ভূপতি শ্রীনন্দরই ত্রীকৃষ্ণকে পুত্ররূপে
লাভ করিবার পক্ষে সেই পূর্বকথিত সামঞ্জস্যসঙ্গতি বিশেষভাবে ও তদ্ব্যস্তসাধে
উপলব্ধ হইয়া থাকে ॥ ১০০ ॥

পুনর্বার সহাস্ত্রে কহিলেন । অনন্তর ব্রজরাজের পুত্র লইয়া বস্তুদেব কি
প্রকারে আগমন করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণন করুন ॥ ১০১ ॥

মধুকণ্ঠ উবাচ—

অজ্ঞেয়াবন্ধো ব্যদালীদর্শায়িত জনা দ্বাররোধা বিদৌর্ণাঃ
শেষছত্রং বভূব দ্যুমণিজনি-নদী প্রাপ কেদারভাবং ।
আগোপাধীশগেহং রুতিরহিতমভূদোকুলং কৃষ্ণবাহং
প্রাপ্য শ্রীশূরপুত্রং যদিহ তদখিলং কস্ম কিং ক্রহিতত্ত্ব ॥ ১০২
স্নিগ্ধকণ্ঠ উবাচ । তদখিলং গোপরাজস্য ভাগ্যমিতি ॥ ১০৩ ॥

তদেবং লব্ধপ্রথায়াং কথায়াম্—

তয়োর্মায়াজালপ্রথনতুলয়া সঙ্কথনয়া

হরেঃ সা সা লীলা নয়নমিব যাতা কিল যদা ।

মধুকণ্ঠস্ত তদাগমনপ্রকারং বর্ণয়তি অজ্ঞেয়াবিত্তিপদোনে । দ্যুমণিজনি-নদী যমুনা । কেদারঃ
ক্ষেত্রং ॥ ১০২ ॥

তদখিলমিতি স্তম্ভং ॥ ১০৩ ॥

অধুনা তত্তলীলাশ্রবণেন রজবাসিনাং যো যঃ সাত্বিকভাবো জাতস্তং তং বর্ণয়তি তয়ো-
রিত্যাदिपदोने । তয়োর্মধুকণ্ঠস্নিগ্ধকণ্ঠয়োঃ ।

মধুকণ্ঠ কহিলেন । বসুদেবের আগমনকালে তাঁহার চরণগুণলের বন্ধন
খুলিয়া গেল, সকল লোক তৎকালে নিদ্রাগত হইল, অপরূপ দ্বারসকল উদঘাটিত
হইল, শেষ অর্থাৎ অনন্তদেব ছত্র হইলেন, দ্যুমণিজনি অর্থাৎ সূর্যাতনয়া যমুনা নদী
ক্ষেত্রভাব (শুকতা) ধারণ করিলেন এবং গোপরাজ নন্দের গৃহ হইতে গোকুল
পর্যন্ত সকল স্থান বসুদেবের গমনাগমনের সুবিধার্থে রুতিরহিত অর্থাৎ আবরণরহিত
(গমনবিষয়ে বাধাশূন্য) হইয়াছিল । কৃষ্ণবাহক বসুদেবকে পাইয়া তথায় কাহার
কি ঘটনাছিল, বল দেখি, সেই সকল কি প্রকার ? ॥ ১০২ ॥

স্নিগ্ধকণ্ঠ কহিলেন, সে সমস্ত ঘটনাই গোপরাজের ভাগ্য ॥ ১০৩ ॥

সে যাহা হউক, কথা এই প্রকার বিস্তৃতি লাভ করিলে, মধুকণ্ঠ ও স্নিগ্ধকণ্ঠের
মায়াজালের বিস্তারসদৃশ কথোপকথনদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সেই লীলা যখন অবিকল

তদা বাম্প-স্তম্ভ-প্রলয়মুখভাবাঃ প্রতিপদং
 বহুবুর্যে বা তে কতি কতি চ বর্ণ্যা ব্রজসদাং ॥ ১০৭ ॥
 অথ স্নিগ্ধকণ্ঠঃ পুনরুবাচ । ততস্ততঃ ॥
 মধুকণ্ঠশ্চ সার্দ্রদৃষ্টিনিহৃষ্টস্বখসমাজতয়া ব্যাজহার ॥ ১০৫ ॥
 ততশ্চ তং রত্ননিধায়ং নিধায় গতে শ্রীবহুদেবে কারণা-
 ভাবাৎ প্রচলায়িততাপ্রচয়দোহমোহমপকৃত্য চ গতায়াম্মায়ায়াঃ
 শ্রীব্রজরাজক্কায়া পুনঃ সম্ভূতং স্মৃতং সাক্ষাদেব দদর্শ ।

মুখভাবা ইত্যত্র মুখশব্দ আদ্যর্থঃ ॥ ১০৪ ॥

স্নিগ্ধকণ্ঠপ্রশ্নানন্তরং মধুকণ্ঠো যদবর্ণয়ন্তব্যাজয়তি অথেষ্ট্যাদিগদ্যেন । সার্দ্রেতি । সার্দ্রদৃষ্ট্য।
 নিহৃষ্টো দন্তঃ স্বখশ্চ সমাজঃ সমূহো যেন তদ্ভাবন্তুয়া ॥ ১০৬ ॥

তদেবং শ্রীবহুদেবপুত্রজয় তথা যোগমায়াজন্ম চ বর্ণয়িত্বা অধুনা শ্রীযশোদায়াঃ পুত্রপ্রাকট্যং
 বর্ণয়িত্বং প্রক্রমতে ততশ্চেষ্ট্যাদিগদ্যেন । প্রচলেতি । ব্যাপকতাসমূহপুরুষং মোহং । যদ্বা
 প্রচলায়িততাপ্রচয়ঃ ঘৃণিততাসমূহং দোষীতি স তং । ঘৃণিতঃ প্রচলায়িতঃ । ইত্যমরঃ । পুনঃ
 সম্ভূতং বহুদেবগেহাৎ পুনর্মিলিতং ।

নয়নগোচর হইয়াছিল, তখন ব্রজবাসিনীগের বাম্প, স্তম্ভ ও প্রলয় প্রভৃতি যে
 সকল সাত্ত্বিক ভাব ঘটিয়াছিল, তাহার যে পরিমাণ কত, কে তাহা বর্ণন
 করিতে সমর্থ হইবে ? ॥ ১০৪ ॥

অনন্তর স্নিগ্ধকণ্ঠ পুনর্ব্বার কহিলেন, তাহার পর তাহার পর ? মধুকণ্ঠ
 সজলনয়নে স্মখরাশি বিতরণপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন ॥ ১০৫ ॥

তাহার পর শ্রীবহুদেব রত্নস্থাপনের ত্রায় অর্থাৎ গচ্ছিত রত্নের মত শ্রীকৃষ্ণকে
 নন্দালয়ে গচ্ছিত রাখিয়া গমন করিলেন এবং অতিশয় ব্যাপকতাসমূহের পুরুষ
 (সম্পূর্ণরূপে পরিবিস্তৃত) মোহকে অপহরণ করিয়া মায়া গমন করিলে, শ্রীব্রজ-
 রাজপত্নী যশোদা পুনর্ব্বার সম্ভূত (অর্থাৎ বহুদেব গৃহ হইতে পুনর্মিলিত) পুত্রকে
 যেন সাক্ষাতেই দর্শন করিলেন ।

যথা বিষ্ণুপুরাণে—

“দদৃশে চ প্রবুদ্ধা সা যশোদা জাতমাত্মজং ।

নীলোৎপলদলশ্চামং ততোহত্যর্থং যুদং যযৌ ॥” ইতি ॥ ১০৬ ॥

যথাচ—

বালং দিব্যাতিদিব্যাসিতমণিবপুষং চন্দ্রজিহ্বাশ্রবজ্জং

লোকাভীতাজ্ঞেনেত্রং দ্ব্যতরু-নব-দলোল্লজ্জিশোভাজ্জিপাণিং ।

কিঞ্চিচ্চঞ্চকরাদি-ত্রিদিম-মধুরিত-ক্রন্দনান্বিশ্বমোহং

পশ্চান্তী গোপরাজ্ঞী তনুজমমনুত স্বং তদা চিত্রেকল্পং ॥ ১০৭ ॥

আত্মজমাত্মনি জাতং ॥ ১০৬ ॥

তন্তু অত্যাশ্চর্য্যরূপং বর্ণয়তি বালমিতিপদোদ্যম । চন্দ্রজিহ্বাশ্রবজ্জং চন্দ্রজযাঃস্ফাদকমুখং । চন্দ্রঃ কপূর-কম্পিলে সুধাংসুস্বর্ণচাক্ষু ইতি রত্নমঃ । কপূরে রক্তরঞ্জিত নভোদীপেচ চন্দ্রকে । আত্মজজনকে ত্রয়ো চন্দ্রশব্দো বিদ্যং যতঃ । ইতি ব্যাভিঃ । দ্ব্যতরু-নবেতি । অশোকরূপং কল্পবৃক্ষঃ । ত্রিদিমেতি । যুজুতয়া মধুরিতং যং ক্রন্দনং তস্মাৎ । চিত্রেকল্পং আলেখ্যাতুল্যং ॥ ১০৭ ॥

বিষ্ণুপুরাণে ৫ম অংশে ৩য় অধ্যায়ে ১১ শ্লোকেও উক্ত আছে, যথা—যশোদা জাগরিত হইয়া সেই সন্তঃ প্রসূত সন্তানকে নীলোৎপলদলসদৃশ শ্রামবর্ণ দেখিয়া অত্যন্ত আত্মদ প্রাপ্ত হইলেন ॥ ১০৬ ॥

বালকের মূর্ত্তিবর্ণন এইরূপ । যথা—বালকের দেহ দিব্য হইতেও অতিদিব্য ও নীলকান্তমণির তায়। মুখচন্দ্র চন্দ্রবিজয়ী এবং আত্মজজনক, অলৌকিক কমলের তায় নেত্রমণ্ডল এবং স্বর্ণীয় অশোকনামক কল্পতরুর নবদলশোভা জয় করিয়া তদীয় হস্তপদের শোভা প্রকাশ পাইতেছিল, কিঞ্চিৎ চঞ্চল হস্তপদাদির যুহতাংশতঃ অত্যন্তমধুর ক্রন্দন করিয়া ঐ বালক বিশ্বকে বিমোহিত করিতে-ছিলেন । গোপেশ্বরী যশোদা যখন এইরূপ সুন্দর পুত্রকে দর্শন করেন, তখন তিনি আপনাকে চিত্তার্পিতের তায় বিবেচনা করিলেন ॥ ১০৭ ॥

সাম্রাজ্যং শ্যামভাসাং নিধিরপি তদিদং রূপরত্নাকরাণাং
 *বীজং লাবণ্যবারাং ভরতকৃতিগুরুশ্চারুলায়িতানাং ।
 এবং মীমাংসমানা ব্রজপতিদয়িতা যাবদাস্তে স্ম তাবৎ
 ক্রন্দমোমোমিতীর্থং নবশিশুরসকৌ তদ্ধ্রুবং স্বীচকার ॥ ১০৮ ॥
 দৃষ্ট্ৱ। পুত্রমসৌ ব্রজেশগৃহিণী সদ্যঃপ্রজাতং সখী-
 রাহুতা ন শশাক কৰ্ত্তুমপি চেদাস্তাং পরং চেষ্টিতং ।
 অত্শৈরারবৃতমগ্নিকণ্ঠমথ যৎ স্তরুণং তস্মা বপু-
 স্তস্মি^১ লালনলালসাবশতয়া চাত্মাত্মনা ব্যগ্রিতঃ ॥ ১০৯ ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণস্ত বাল্যভাবাতিরেকং বর্ণয়ন্ রূপাদিকং কথয়তি সাম্রাজ্যমিত্যাদিপদোন ।
 চারুলায়িতানাং চারুঃ রম্যা বা লীলা বিলাসপ্ৰাং যে কুন্দস্থি তেষাং ॥ ১০৮ ॥

তাদৃশপুত্রং পশুন্ত্যাঃ শ্রীযশোদায়। বাৎসল্যরসাবেশং বর্ণয়তি দৃষ্টেত্যাদিপদোন । সখীঃ
 রাহুতাঃ কৰ্ত্তুমিতি যোজনা । আত্মনা দেহেন ॥ ১০৯ ॥

ঐ বালক শ্যামবর্ণ দীপ্তিরাশির সাম্রাজ্যাস্বরূপ, বহু বহু রূপসাগরের যেন
 নিধিস্বরূপ, লাবণ্যরূপ জলরাশির বীজ এবং নাট্যশৃঙ্খলার ভরতমুনি যেমন
 নাটকীয় সমস্ত সুন্দর লীলাকৃতির গুরু, এই বালকও সেইরূপ রমণীয় লীলাবলী
 বিষয়ে ভরতমুনি । ব্রজরাজমহিষী এইরূপ মীমাংসা করিতেছিলেন, সেই
 সময়ে ঐ নববালক ওং ওং রবে ক্রন্দন করিতে করিতে নিশ্চয়ই তাহা স্মীকার
 করিলেন + ॥ ১০৮ ॥

ব্রজরাজপত্নী যশোদা সন্তোজাত পুত্রকে দর্শন করিয়া যখন সখীদিগকে ও
 আহ্বান করিতে সমর্থ হন নাই, তখন অগ্রে চেষ্টা ত দ্বয়ের কথা, পরে তাঁহার
 নেত্র এবং কণ্ঠ নয়নজলে আবৃত হইল এবং তাঁহার দেহ নিশ্চেষ্ট হইল । ঐ পুত্রকে
 লালন করিবার লালসাবিশয়ে বশবর্ত্তিনী হইয়া নিজের দৈহিক চেষ্টাতে আত্মাকে ও
 বাকুল করিয়া তুলিলেন ॥ ১০৯ ॥

* ভাগ্যং লাবণ্যভাজং বিলাসিতনিগমস্তত্তদঙ্গাবলীনাং । ইতি আনন্দপুস্তকপাঠঃ ।

+ ওম্, খন্ডি, বাঢ়ং, অর্থকিং ইত্যাদি অব্যয়শব্দ স্বীকারসূচক ।

কিঞ্চ—

যদা মায়া গতা তর্হি ব্রজে মোহং জহো জনঃ ।

কদা যদা হ্যাবিরাসীন্তত্র শ্রীপুরুষোত্তমঃ ॥ ১১০ ॥

তদা ব্যবহিতানামপ্যেষ প্রাকাশয়ন্মনঃ ।

কুমুদ্বতীনাং স্তম্বনোগগং বা শীতদীধিতিঃ ॥ ১১১ ॥

ক্ষুরতি স্ম পরং মাতুঃ শয্যায়াং ন স বালকঃ ।

স্নিগ্ধানামপি চিত্তেষু স্বেচ্ছষু প্রতিবিস্মবৎ ॥ ১১২ ॥

নহু যেন শ্রীবৃন্দেবাগমনাদিকং কোহপি জহো ন জাতবান্ অধুনা কথং তং মোহং জহো, ইত্যপেক্ষায়াং বর্ণয়তি যদেত্যাদিপদোন ॥ ১১০ ॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মনি সন্দেহাৎ মনঃপ্রাশস্ত্যং বর্ণয়তি তদেত্যাদিপদোন । ব্যবহিতানামতিদূর-
স্থিতানাং । স্তম্বনোগগং পুষ্পসমূহং । বাশক উপমাখং । শীতদীধিতিচ্চন্দ্রঃ ॥ ১১১ ॥

সন্দেহাৎ চিত্তরঞ্জকতাং বর্ণয়তি ক্ষুরতীত্যাদিপদোন ॥ ১১২ ॥

অপিচ, মায়া যখন মথুরায় গমন করিলেন, তখন ব্রজে ব্রজজনও মোহ ত্যাগ করিলেন । যদি বল কোন্ সময়ে ? না, যে সময়ে ব্রজমণ্ডলে শ্রীপুরুষোত্তম আবির্ভূত হইলেন * ॥ ১১০ ॥

তৎকালে শশধর যেরূপ বহদূরব্যবধানস্থিতা কুমুদিনীর পুষ্পরাশি প্রকাশ করেন, সেইরূপ বালক বহদূরস্থিত ব্যক্তিদিগেরও হৃদয় প্রফুল্ল করিয়াছিলেন ॥ ১১১ ॥

সেই বালক কেবল যে জননীর শয্যাতে শয়ন করিয়া প্রকাশ পাইয়াছিলেন, এরূপ নহে, কিন্তু তিনি আত্মীয়-ব্যক্তিগণের হৃদয়ে স্বচ্ছপদার্থে প্রতিবিম্বের আয় ক্ষুণ্ণি পাইয়াছিলেন ॥ ১১২ ॥

* যোগমায়া যশোদার গর্ভ হইতে অদৃষ্টভাবে বহির্গত হইয়া আকাশমার্গে বিভূজ কৃষ্ণকে মথুরায় লইয়া যান, তিনি বৃন্দেবনললন চতুর্ভূজকে দদেহে গোপন করেন এবং পুনশ্চ অদৃষ্টভাবে আসিয়া যশোদার স্তিতকাশব্যায় যশোদাকে দর্শন দেন । ইহার পর বৃন্দেব ঐ বিভূজকে লইয়া আসিয়া যশোদার স্তিতকালয়ে স্থাপন করত যোগমায়াকে মথুরায় লইয়া যান । এই শেষবার যোগমায়া যখন মথুরায় যান তখনই ব্রজজনের মোহ দূর হয় ।

ক্ষুরতি স্ম যদা বালস্তাসাং ব্যবহিতোহপি সঃ ।
 তং দ্রুতং তাস্তদা জগ্মুঃ সারঙ্গো বা ঘনাগমং ॥ ১১৩ ॥
 রোহিণ্যাদিভিরেতাভিঃ সমমালোকি বালকঃ ।
 উদয়ৎপূর্ণচন্দ্রো বা চকোরীভিঃ সমন্ততঃ ॥
 স্তম্ভেহপি স্মরনেত্রাভ্যাং পশ্যন্তীং স্ততমেব তাং ।
 প্রতিকার্যাং বিচার্যামুঃ পর্যালোচন্ত তং ততঃ ॥
 তা এতা মনসা দৃশা কলিতমপ্যত্ৰাসিতং বালকং
 সন্দেহাস্পদতামনৈষুরসকৃদযত্ত্বু যোগ্যং মতং ।
 যদন্তু প্রথিতং স্তদুন্নততয়া তদৈবতো লভ্যতাং
 কিস্তেতৎ প্রথমং প্রতীতিপদবীং নাত্মন্যলং যচ্ছতি ॥ ১১৪ ॥

তন্ন স্নিগ্ধানাং স্ত্রীণাং সপ্রীতি কৃত্যং বর্ণয়তি ক্ষুরতি স্ম যদেত্যাদিপদান । তাসাং স্নিগ্ধানাং ।
 তং বালকঃ । সারঙ্গাশ্চাতক্যঃ । বা ইবাণ্যঃ ॥ ১১৩ ॥

গচ্ছৎ রূপাদিবৈশিষ্ট্যং বর্ণয়তি রোহিণ্যাদিভিরিতিপদাৎ যোগেণ । সমমেকদা । বা শব্দ
 উপমাঃ । প্রতিকার্যাং পুত্রপদবাদে যোগাৎ । তং বালকঃ । কলিতং দৃষ্টং । অসিতং
 কৃষ্ণবর্ণং । সন্দেহাস্পদতাঃ অপূর্ণোহয়ং বালকো দেবোহস্তো বেতি । অনৈষঃ প্রাপিতাঃ । এতৎ
 স্তদুন্নতং বস্তু । আত্মনি প্রতীতিপদবীং অয়ং স্তদুন্নতো দৃষ্ট ইতি ॥ ১১৪ ॥

সেই বালক ব্যবহিত হইয়াও যখন সেই সকল রমণীদিগের নিকটে প্রকাশ
 পাইয়াছিলেন, তখন চাতকীগণ মেঘাগমের আয় তাঁহারা সকলে বালকের নিকট
 আসিয়াছিলেন ॥ ১১৩ ॥

চকোরীগণ যেরূপ সম্মিত পূর্ণ শশধরকে চারিদিকেই দর্শন করে, রোহিণী
 গর্ভাতি রমণীগণ বালককে সেইরূপ ভাবে এক সময়েই দেখিলেন । নিশ্চেষ্ট অব-
 স্থাতেও যখন প্রকুল্লনয়নযুগলে যশোদা পুত্রকে অবলোকন করেন, তখন তাঁহাকে
 ঐ অবস্থায় পুত্রপদবাদিতে যোগ্য বিবেচনা করিয়া তৎপরে সকলেই ঐ বালকের
 বিষয়ে বিতর্ক করিতে লাগিলেন । ঐ সকল রমণী মন এবং নয়নদ্বারা দর্শন
 করিলেও এই স্থানে কৃষ্ণবর্ণ বালককে দেখিয়া “এই অপূর্ণ বালকটি কি দেবতাই

তদযথা—

নব্যেন্দ্রাবরমাল্যমস্তি কিমিদং কিং শক্রনীলং মহৎ

কিং বৈদূর্য্যমহে। তদেতদতুলং জ্ঞাতুং ন যচ্ছক্যতে ।

পশ্যামঃ কিল বালকশ্চ তু তনুং সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং

রুক্ষান। খলু যা তনোতি নয়নবন্দ্যশ্চ নিব্বন্দ্যতাং ॥ ১১৫ ॥

তত্র চ—নিশ্চিতং কিল মুগমদসৌরভতমালদল-জলদসারেণ,
অভ্যক্তং কিল নিখিলবিলম্বক-লাবণ্যেন, উদ্বর্ত্তিতং কিল নিজ-

তস্ত রূপে অনিরূপ্যতাঃ বর্ণয়তি নব্যেন্দ্রাভ্যাং পদ্যেন । শক্রনীলমিন্দ্রনীলমণিঃ । নিব্বন্দ্যতাং
উদেকনিষ্ঠতাং ॥ ১১৫ ॥

তস্ত তাদৃগ্ রূপং নানাবিধতয়া বজ্রমহিলাভিযথা দৃষ্টং তদ্বর্ণয়তি নিশ্চিতমিত্যাংগদ্যেন ।
নিখিলং বিলম্বতে বিগলিতং কুরুতে যৎ তৎ, ততঃ সার্থে কং, তাদৃশং যৎ লাবণ্যং অলৌকিক-
দেহসৌন্দর্য্যং তেন । মুক্তাকলেষু ছায়ায়াস্তরল হমিবাগুরা । প্রাতিভাতি যদশ্রেষু তন্নাং
নিহোচ্যতে । ইতি রসশাস্ত্রাৎ ।

হঠাৎ অথবা অজ্ঞা কিছু হইবে ?” ইত্যাদিরূপে বারবার সন্দেহ প্রকাশ করিয়া-
ছিলেন, বস্তুতঃ তাহা যোগাই হইয়াছে, কারণ, যে বস্তু নিতাস্তূর্ণভ বলিয়া
বিখ্যাত, তাহাও দৈববলে লাভ করিতে পারা যায়, কিন্তু এই তূর্ণভবস্তু
প্রথমেই মনোমধ্যে প্রতীতিপদবী অর্থাৎ প্রত্যয়ের পথও সমাক্রুপে প্রদান
করে না ॥ ১১৪ ॥

সন্দেহ প্রকাশ যথা—ইহা কি অভিনব নীলকমলের মালা বিগ্ৰহমান রহিয়াছে ?
অথবা ইহা মহৎ ইন্দ্রনীলমণি ? কিংবা মহৎ বৈদূর্য্য মণি ? । আহা ! এই অপূর্ণ
রত্ন সতাই জ্ঞানিতে পারা যায় না । বালকের যে শরীর সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তি রোধ
করিয়া নয়নযুগলকে একবস্তুনিষ্ঠ করিতেছে, আমরা বালকের সেই শরীর
অবলোকন করিতেছি, অর্থাৎ আমরা লোচনদ্বারা সজ্জাজাত শ্রীকৃষ্ণের রূপ দর্শন
করিতে করিতে কর্ণ, নাসিকা, মুখ প্রভৃতি অজ্ঞাত ইন্দ্রিয়ের ব্যাপারবিষয়ে একে-
গারেই বিস্মৃত হইয়া পড়িতেছি ॥ ১১৫ ॥

তথায় সজ্জাজাত বালককে দেখিয়া সকলে এইরূপ তর্ক বিতর্ক করিতে
লাগিলেন,—এই বালক যেন কস্তুরীর সৌরভপূর্ণ তমালদল ও জলদসার দ্বারা

দেহতেজসা, স্নাতং কিল নিজমুখনির্যৎকান্তিসুধয়া, অমূলিপুং
কিল জননীদৃষ্টিকপূরলক্ষসংঘৃষ্টিভদ্রপ্রিয়া, ভূষিতং কিল সহজ-
শুভতারুণিতনিজাকারেণেতি সদ্যোজাতং তদপত্যং বিতর্ক্য
মিথংকৃতসমাগমাঃ সর্বাঃ পুনস্তং বালং লক্ষতমালপত্রভোগমৃগ-
ভেদমৃগমদসারপঙ্কগিব কোমলাঙ্গং, নিজকরচূর্ণিততম ইব চূর্ণ-
কুন্তলং বহন্মুখবিধুবিশ্বমৌক্ষয়ন্তং, সর্বমনাংস্মাক্রষ্টমিব করৌ
মুণ্ডীকুর্বন্তং, তরণিজানিজাগুরুতরঙ্গমিব করচরণকমলং চালয়ন্তং
বিলোকয়ামাসুঃ ॥ ১১৬ ॥

জননীত্যাদি । জননীদৃষ্টিরেব কপূরং তেন সহ সংঘৃষ্টিযন্তাঃ সা চানৌ ভদ্রশ্রীশ্চন্দনগুয়া ।
ভদ্রশ্রীশ্চন্দনোহগ্নিপ্রিয়ামিত্যমরঃ । ভূষিতং অক্ষিতং । লক্ষ্যতাত্ৰ ভোগো দেহঃ । মহৎ পূর্ণং ।
মুখবিধুবিষং মৃগচন্দ্রমণ্ডলং । দীক্ষয়ন্তং দণ্ডয়ন্তং । তরণীতি । তরণিজয়া যমুনায়। নিজো
যোহগুরুতরঙ্গোহন্নতরঙ্গস্তং ॥ ১১৬ ॥

নিশ্চিত হইয়াছে, যাহা দ্বারা সমস্ত চিত্তধর্ম ও দেহধর্ম বিগলিত হইয়া পড়ে,
সেইরূপ লাবণাদ্বারাই যেন দেহখানি অভ্যক্ত অর্থাৎ অক্ষিত হইয়াছে, নিজ-
দেহের তেজোদ্বারা নিশ্চল হইয়াছে, নিজমুখনির্গলিত কান্তিসুধাদ্বারা যেন
স্নান করিয়াছে, জননীর দৃষ্টিকরূপ কপূরযুক্ত ও সংঘর্ষিত চন্দনদ্বারা যেন অল্লিপি
এবং স্নাতবিক ভদ্রতা-অক্ষিত অর্থাৎ চন্দনগন্ধিত বা মঙ্গলময় স্নায় দেহদ্বারাই
যেন অলঙ্কৃত হইয়াছে । এইরূপ তর্ক করিয়া নারীগণ পরস্পর একত্র মিলিত
হইয়া পুনর্বীর সেই বালককে দর্শন করিলেন । তাঁহারা দেখিলেন একটী
অসাধারণ মৃগ যেন তমালপত্র দ্বারা গঠিত হইয়াছে এবং সেইরূপ তমালমৃগের
নাভিজাত যে মৃগমদ তাহার সারাংশ বা মৃগমদপঙ্কের মত এই বালকের দেহ
অতীব কোমল । স্নায় হস্তদ্বারা চূর্ণীকৃত অন্ধকারের আশ্রয় অলকরাশিধারি মুখরূপ
চন্দ্রবিধ দেখাইতেছেন, সকলের মন আকর্ষণ করিবার নিমিত্তই যেন ছই হস্তে
মুষ্টি বন্ধন করিতেছেন এবং যমুনার মৃদমন্দবাহী ক্ষুদ্রতরঙ্গের আশ্রয় করকমল
এবং চরণকমলকে অগ্ন অগ্ন চালনা করিতেছেন ॥ ১১৬ ॥

তদেবং বিলোক্য চ—

সর্বাস্তাঃ কলকলমেব মোদয়ুক্তাঃ

কুর্বত্যঃ পরমবিদূর্ন তত্র কৃত্যং ।

একা তু দ্রুতমথ স্তম্ভধীরচিত্তা

তং কস্ত্রে করযুগলে দধত্যপশ্যৎ ॥ ১১৭ ॥

ততশ্চ পুমপত্যচিহ্নমহায়াবগত্য তাসাং প্রত্যেকমপি
সমীহিতং ॥ ১১৮ ॥

যথা—

অহো শিরসি ধারয়ে নয়নয়োর্মুহুঃ স্পর্শয়ে

হৃদি প্রচুরমর্পয়ে হৃদয়মধ্যমাবেশয়ে ।

ইদং বিবিধভাবনং ভ্রূশমতীত্য বীচিক্ষিষা

বলাদ্বরদৃশাং দৃশাং বিষয়তামনৈষৌদমুং ॥ ১১৯ ॥

তাদ্ধরূপস্ত বিচিত্রতয়া দর্শনানন্তরং তাসাং হনন্তরকত্যাঃ বর্ণয়তি সমাস্তা ইত্যাদি
পদ্যেন ॥ ১১৭ ॥

ততশ্চেতি গদ্যঃ স্তম্ভমং । অহায় ঝটিতি । অবগত্য জাহা ॥ ১১৮ ॥

তন তাসাং বিবিধভাবনাং বর্ণয়তি অহো ইতিপদ্যেন । বীচিক্ষিষা বিশেষণেক্ষণেচ্ছা ।
১১৯শাং রমণীনাং । দৃশাং নেত্রাণাং । অমুং বালং ॥ ১১৯ ॥

সেই বালককে এই প্রকার অবলোকন করিয়া সমস্ত রমণী আনন্দে একরূপ
কলকল শব্দ করিতে লাগিলেন যে, তথায় তাঁহারা অত্যাশ্চর্য্য কার্য্য কিছুমাত্র
জানিতে পারিলেন না । কিন্তু এক জন ধীরচিত্তা নারী শীঘ্র তথায় গিয়া শিশুর
কম্পিত করযুগল ধারণ করিয়া দর্শন করিলেন ॥ ১১৭ ॥

তদনন্তর পুমপত্য-চিহ্ন অর্থাৎ “এটা কতানহে পুত্র” ইহা পুংচিহ্ন দ্বারা ঝটিতি
অবগত হইয়া তাঁহাদিগের প্রত্যেকেই নানাবিধ চেষ্টা উৎপন্ন হইয়াছিল ॥ ১১৮ ॥

যথা—আহা ! আমি শিশুটীকে মস্তকে ধারণ করি. নয়নযুগলে বারবার
স্পর্শ করি, অধিক করিয়া হৃদয়ে অর্পণ করি এবং হৃদয়ের মধ্যে নিবেশিত করি ।

তত্রচ—

মুহুরহো তনয়ং নয়নং গতং, প্রমদতঃ প্রণয়ন্ত্যপি নাতৃপৎ ।
 ঘনরুচির্জননী স্তনযুগ্মজামমৃতবৃষ্টিমধাদপি দৃষ্টিজাঃ ॥ ১২০ ॥
 ততশ্চাত্যর্কাগর্হিশিশুস্পপনাদিপর্বানুসন্ধানতঃ সর্বাসাং
 সাবধানতাবিধানে জাতে—॥ ১২১ ॥

রোহিণ্যাজ্ঞামনু পতিস্বতশ্চেয়সী বৃদ্ধাবপ্রা
 বৃত্তং বিজ্ঞাপয়িতুং তুলানন্দমেতি স্ম নন্দং ।

তদা শ্রীযশোদায়। বাৎসল্যমস্কুরিতমভূদিতি বর্ণয়তি মুহুরিতিপদোন । ঘনরুচির্নিবিড়াভি-
 লাষা অথচ মেঘরুচিঃ ॥ ১২০ ॥

তদেব তাসাং হৃদয়ে প্রমোদাতিশয়ো জাতস্তদনস্তরং বাহ্যে হমচেষ্টাঃ বর্ণয়তি ততশ্চেত্যাং দ-
 গদেয়ং । অত্যঙ্গাগর্হং অতিপশ্চাৎকালযোগ্যং ॥ ১২১ ॥

অথ তং প্রজ্ঞাজ্ঞা শুভবার্তাঃ জ্ঞাপয়িত্ব তাসাং চেষ্টিতং বর্ণয়তি রোহিণ্যেত্যাদিপদেয়ং ।
 বিপ্রবৃদ্ধা কাচিং বর্ষায়সী প্রাক্কণী । বৃত্তং বার্তাং ।

এইরূপে স্মলোচনা রমণীদিগের বিশেষরূপে দর্শনেচ্ছা হইতেছে । বারবার
 এ প্রকার ভাবনা অতিক্রম করিয়া অবশেষে ঐ দর্শনেচ্ছাই বালককে তাঁহাদের
 নয়নগোচর করাইয়াছিল ॥ ১১৯ ॥

আহা ! দর্শনবিষয়ে ঘনরুচি অর্থাৎ নিবিড়াভিলাষিণী অথচ মেঘবর্ণা জননী
 আনন্দবতশঃ বারবার তনয়কে নয়নগত করিয়াও তৃপ্ত হইলেন না এবং স্তনযুগ্ম-
 জাত ও দৃষ্টিজনিত অমৃতবৃষ্টিকে ধারা করিলেন, অর্থাৎ স্তন হইতে তৃষ্ণধারা ও
 নেত্র হইতে আনন্দাশ্রু সমানভাবে পতিত হইল । (অপরাপর গোপীর দর্শন হইতে
 শ্রীযশোদার দর্শনে ইহাও একটী পার্থক্য) ॥ ১২০ ॥

তদনস্তর অনেকক্ষণ পরে বালকের স্নানাদি উৎসব কি ভাবে হওয়া উচিত,
 এইরূপ অমুধাবন করিয়া রমণীগণ বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিলেন ॥ ১২১ ॥

সেই কার্যের পর, পতিপুত্রবতী একজন প্রধান বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী রেহিণীর আজ্ঞা
 ক্রমে নন্দকে বৃত্তান্ত জানাইবার জ্ঞা আগমন করিয়া অতুল আনন্দ লাভ করিলেন ।
 এবং যিনি মুখপ্রভায়, জরাজনিত ধবলকেশকলাপের শোভায় ও শুভ্রবসনের

বক্তে ল্লাসাং পলিতবলনাদম্বরাচ্ছ্ৰুধাম।

ধাম্নাং হাসপ্রথিততুলিতা যা জবান্নির্জগাম ॥ ১২২ ॥

অথ তদেতৎপর্যান্তে বৃতে বৃতে, জাততত্ত্বাবসম্পদঃ
সভাসদঃ প্রতিকৃতাজ্জলিতয়া স্থিতয়োর্মধুকণ্ঠান্নকণ্ঠয়োর্মধুকণ্ঠঃ*
প্রাহ স্ম ॥ ১২৩ ॥

ব্রজেন্দ্র ! সোহয়ং পুত্রস্তু সদঃসাদুতশম্পদঃ † ।

জন্মমাত্রাজ্জনশ্রেণ্যা নন্দনশ্রেণিজন্মদঃ ॥ ১২৪ ॥

ততশ্চ তৌ নিজোপকণ্ঠমনু ব্রজরাজ অজুহান, আগত্যোশ্চ

পলিততাদি । পলিতঃ জরসা শোকাঃ কেশাদো তস্য বলনাং সম্বনাং । শুক্লকেশগুণৈঃ
সম্বরণাক্ষেতোঃ শুক্লবদ্যং শুক্লবদ্যং শুক্লমুর্তিঃ । ধাম্নাং প্রহাণাং হাসনিস্তারস্ম । প্রথিতঃ
ক্ষেপস্ততুলিতা তৎসদৃশী । প্রথক্ ক্ষেপেতি ॥ ১২২ ॥

ততো যো বৃত্তান্তো জাতস্তং বর্ণয়িতুং প্রকমতে অথ তদেতদিতি তাদিগদোন । বৃতে চরিত্রে ।
বৃতে গতে সতি ॥ ১২৩ ॥

তত্র মধুকণ্ঠব্যাক্যং বর্ণয়তি ব্রজেন্দ্রতাদিপদোন । সদঃসাদুতশম্পদঃ সদসো যৎ সাদুভূতঃ
এং শুভং তৎপ্রদঃ । নন্দনশ্রেণিজন্মদঃ আনন্দসমুহোৎপাদকঃ ॥ ১২৪ ॥

তদেবং শ্রুতবতে ব্রজরাজ প্রমোদকৃত্যং বর্ণয়তি ততশ্চতাদিগদোন । নিজোপকণ্ঠঃ
স্বসমীপঃ ।

দীপ্তিদারা শুভ্রকান্তি হইয়া সমস্তগৃহেই যেন হাস্যনিষ্ক্ষেপ করত দ্রুতবেগে নির্গত
হইলেন ॥ ১২১ ॥

অনন্তর এই পরীক্ষিত চরিত্রসকল সংঘটিত হইলে পর, সভাসদগণ সেই
সেই ভাবসম্পত্তি গ্রহণ করিলেন । তখন ঐ সকল সভাসদগণের উদ্দেশে
মধুকণ্ঠ এবং স্নিগ্ধকণ্ঠ কৃতাজলি হইয়া অবগতান করিলেন । তৎপরে মধুকণ্ঠ
কহিতে লাগিলেন ॥ ১২৩ ॥

হে ব্রজরাজ ! আপনার এই পুত্র ব্রজ সভার অপূর্ব মণ্ডলদাতা এবং জন্ম-
মাত্রেই জনসমূহের আনন্দরাশি উৎপাদন করিয়াছেন ॥ ১২৪ ॥

তদনন্তর ব্রজরাজ মধুকণ্ঠ ও স্নিগ্ধকণ্ঠকে নিজ উপকণ্ঠে (সমীপে) আহ্বান

* মধুকণ্ঠস্নিগ্ধকণ্ঠয়োঃ উভ্যোঃ গৌরপুস্তকে নাস্তি ।

† সাদুতশম্পদঃ ইতি বৃন্দাবনগৌরানন্দপুস্তকপাঠঃ ।

তয়োঃ শিরসি করসরোরুহনাধায় নিজালঙ্কারৈরলঙ্কার ।
সর্বঞ্চ তৎসম্প্রদায়ং বহুসম্প্রদানেন সম্প্রদানমকরোৎ । উবাচ
চ, অদ্য বাসঃ সমাসাদ্য তাং ভোজনাদ্যর্থমিত । সর্বান্ প্রতি
চোবাচ চ, পুনরেবং প্রাতঃ প্রাতরায়াতব্যমিতি ॥ ১২৫ ॥

অথ গোসম্ভালনার্থং পিতরমমুজ্ঞাং সমভ্যর্থ্য মাতরঞ্চ বহু-
ভোজনপ্রস্থাপনং প্রার্থ্য সূতকুমারয়োশ্চাত্মসঙ্গমনং সমর্থ্য কৃত-
ব্রাজে ব্রজযুবরাজে সর্বৈ যথাস্বমাবাসং যযুঃ ॥ ১২৬ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীগোপালচম্পমনু কৃতপূরণব্রজবর্তিতৃষ্ণ-
শ্রীকৃষ্ণজন্মসম্পন্নায়ং নাম তৃতীয়ং পূরণং ॥ * ॥ ৩ ॥ * ॥

তৎসম্প্রদায়ং সূতসমাজং । সম্প্রদানং দানপাত্রং ॥ ১২৫ ॥

ততঃ শ্রীকৃষ্ণস্ত কৃত্যং সর্বৈবাং সভ্যানাং গৃহগমনঞ্চ বর্ণয়তি অথৈত্যাদিগদ্যেন । গোসম্ভা
লনার্থং গোদশনার্থং । সমর্থ্য সাধয়িত্বা । কৃতব্রজে কৃতগতো ॥ ১২৬ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীগোপালচম্পুসংক্ষিপ্তটীকায়াং শ্লোকার্থবোধিকায়াং তৃতীয়ং পূরণং ॥ * ॥

করিলেন, উভয়ে আগমন করিলে তাহাদিগের মন্তকে করকমল অর্পণকরত নিজ
অলঙ্কারদ্বারা তাহাদিগকে ভূষিত করিলেন, এবং সমস্ত সম্প্রদায়কে বহুবিধ
অর্থ দিয়া সন্তুষ্ট করিলেন এবং বলিলেন, অগ্ন তোমরা ভোজনাদির নিমিত্ত বাস-
গৃহে গমন কর ।

তৎপরে সর্বসাধারণকে ও বলিলেন, তোমরা সকলে এইরূপভাবেই প্রতিদিন
প্রাতঃকালে আগমন করিবে ॥ ১২৫ ॥

অনন্তর ব্রজযুবরাজ শ্রীকৃষ্ণ নিজচরিত্র-শ্রবণাশ্বে গোগণের দর্শনের জগ্ন
পিতার নিকট অহুমতি লইয়া, মাতা যাহাতে বহুভোজন প্রেরণ করেন, তাহা
প্রার্থনা করিলেন এবং সূতকুমারবয়ের সহিত নিজমিলন প্রার্থনা করিয়া তিনি
গমন করিলে, সকলেই স্ব স্ব আবাসস্থানে প্রস্থান করিলেন ॥ ১২৬ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীগোপালচম্পুকাব্যে সর্বসম্পত্তি পরিপূর্ণ এবং যাহাতে ব্রজ-
বাসিগণের সমস্ত তৃষ্ণা পরিপূর্ণ হইয়াছে, তাদৃশ শ্রীকৃষ্ণজন্মসম্পত্তিময় তৃতীয় পূরণ
সম্পূর্ণ ॥ * ॥ ৩ ॥ * ॥

অথ চতুর্থং পূরণং ।

শ্রীকৃষ্ণজন্মোৎসবঃ ।

অথ পূর্বৈছ্যমধুকণ্ঠঃ কৃতী যথাহচীকৃতং, এবমপরেছ্যশ্চ
ব্রজদেবসভায়াং ভাসমানায়াং স্বাবসরনিদিগ্ধঃ স্নিগ্ধকণ্ঠস্তৎকীর্তি-
মচিকীৰ্ত্তং ॥ ১ ॥

মধুকণ্ঠস্ত সোৎকণ্ঠঃ পপ্রচ্ছ, যথা—

মধুকণ্ঠ উবাচ—

প্রাগ্ যদুচ্চারিতং হরেররসয়দ্বাগিন্দ্রিয়ং তদ্বদ-

ইপ্যাদ্যসাদয়িতুং মমেচ্ছতিতরামুদ্যম্য কর্ণবয়ং ।

চতুর্থপূরণে শ্রীলনন্দাদিসম্প্রবর্ত্তি ৩৭ ।

শ্রীকৃষ্ণস্ত জন্মপক্ষ বর্ণ্যতে পরমাদুতং ॥

এখ জন্মলীলানন্তরং ক্রমপ্রাপ্তমানন্দোৎসবং বর্ণয়িতুং চতুর্থপূরণারম্ভঃ প্রতিপদ্যতে । তঃ
পর্ণয়িতুং কবিঃ প্রযততে অণেত্যাদিগদ্যেন । অচীকৃতং কীর্ত্তয়ামাস ॥ ১ ॥

৩৭ মধুকণ্ঠস্ত তল্লাীবর্ণনশ্রবণয়োৰৌৎসুক্যং বর্ণয়তি মধুকণ্ঠস্তিত্যাদিগদ্যেন । তস্য প্রস-
ংগাঃ নির্দিশতি প্রাগিত্যাদিপদ্যেন । অরসয়ং আপাদয়ামাস ।

অনন্তর কার্ণাকুশল মধুকণ্ঠ পূৰ্ণদিবসে যেরূপ কীর্তন করিয়াছিলেন, সেইরূপ
পরদিবসেও ব্রজরাজের প্রদীপ্ত সভায় স্নিগ্ধকণ্ঠ আপনার অবসর বুঝিয়া তদীয়
কীর্ত্তি কীর্তন করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

মধুকণ্ঠ উৎকণ্ঠিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যথা—

মধুকণ্ঠ স্নিগ্ধকণ্ঠকে কহিলেন, আপনি গত পূৰ্ণদিবসে শ্রীকৃষ্ণের যে চরিত্র
কীর্তন করিয়াছেন, আমার বাক্যেন্দ্রিয় (রসনা) সেই শ্রীকৃষ্ণচরিত্র পূৰ্ণদিন
আস্বাদন করিয়াছে অর্থাৎ আমি বক্তা হইয়াছিলাম । সেইরূপ অণ্ড আমার

যতপ্যেকক এব ভোক্তৃপদভাগ্ জীবন্তথাপি প্রতি-
স্বং চক্ষুঃপ্রভৃতীনি তানি চ মুহূৰ্ব্বাঙ্কন্তি ভোগপ্রথাং ॥ ২ ॥

তথাচ—স্নিগ্ধকণ্ঠ উবাচ ।

অথানন্দসমৃদ্ধা সা বৃদ্ধা গোদোহনার্থং গোস্থানমধ্যবস্থিতান্
মধ্যস্থিতশ্রীমগ্নানুপনন্দাদীন্ বিন্দতি স্য ॥ ৩ ॥

তত্রচ—

অস্তবাস্তগতিঃ প্রমোদমধুরা পশ্যন্ত্যমুনগ্রতঃ

কিঞ্চিদ্বক্তুমিবোদ্যদাস্তবলনা দীর্ঘায়িতাল্লক্ষিতিঃ ।

তানি বাক্কর্ণাদীনি ॥ ২ ॥

স্নিগ্ধকণ্ঠস্ত তদভিপ্রায়ং বৃদ্ধা তাদৃশলীলাং বর্ণয়িতুং প্রকুমতে অথৈত্যাদিগদ্যোন । আনন্দ
সমৃদ্ধা আনন্দপূর্ণা । সা বার্তাহারিকা ॥ ৩ ॥

তবার্তাহারিকায়ান্ত্রাস্তেষ্ঠাং বর্ণয়তি অস্তৈত্যাদিগদ্যোন । দীর্ঘায়িতাল্লক্ষিতিঃ—দীর্ঘায়িতা
অল্লাপি ক্ষিতিভূমিস্তাঃ সা । এবমপি অনেন প্রকারেণাপি যতঃ অস্তবাস্তগতিঃ । যদ্বা ।
শীঘ্রমিলনাভাবেন অল্লায় ভূমেদীর্ঘভ্রমনাং ।

কর্ণদ্বয় উত্তমপূর্বক তাহা আপাদন করিতে অতাস্ত ইচ্ছা করিতেছে, অর্থাৎ অগ্ন
বক্তা না হইয়া শ্রোতা হইতে ইচ্ছা করিতেছি । যদিচ এক জীবাত্মাই ভোক্তার পদ
পাপ্ত হইয়াছে তথাপি চক্ষুঃপ্রভৃতি সেই সমস্ত ইন্দ্রিয় পাতোকেই বারম্বার
ভোগপথাকেও বাঞ্ছা করিয়া থাকে, অর্থাৎ ভোগের আশ্বাদনপূর্বক ভোক্তা
হইতেও ইচ্ছা করে ॥ ২ ॥

স্নিগ্ধকণ্ঠ কহিলেন দেখুন, অনস্তর গোদোহনের নিমিত্ত গোষ্ঠে অবস্থিত
শ্রীগান নন্দ যাহাদিগের মধ্যস্থিত, এতাদৃশ অবস্থায় উপনন্দ প্রভৃতি গোপগণের
নিকট সেই বার্তাহারিকা বৃদ্ধা রমণী উপস্থিত হইলেন ॥ ৩ ॥

তথায় বার্তাহারিকা বৃদ্ধার বাস্তবাবে গতি নিরস্ত হইয়াছিল, হর্ষ মাধুরী
ধারণ করিয়া সম্মুখে নন্দপ্রভৃতিকে দেখিতে লাগিলেন । কিছু বলিবার জ্ঞ
ঠাহার মূখচেষ্টা উত্তত হইল এবং গমনবাসনা সত্তর হওয়ায় অল্লমাত্র ভূমিও তখন
ঠাহার পক্ষে দীর্ঘ বলিয়া বোধ হইয়াছিল । ঠাহার হস্তে ফল পুষ্পাদি গ্রস্ত ছিল

হস্তশস্ত্রফলাদিরেবমপি সা পুনোদ্রবং ব্যঞ্জতী

যৎ কিঞ্চিদ্বদতি স্ম তৎ পুনরবাদীদিত্যমী মেনিরে ॥ ৪ ॥

মধুকণ্ঠ উবাচ । কিমুক্তবতী সা ॥

ম্নিগ্ধকণ্ঠঃ সন্মিতমুবাচ । অস্মাকং রাজাণ্য প্রজাতপ্রজাঃ,
কথং ভবন্তস্তন্মিলনায় নায়াস্তীতি ।

মধুকণ্ঠঃ সহাসমুবাচ । ততস্ততঃ ॥

ম্নিগ্ধকণ্ঠ উবাচ । ততশ্চ তজ্জন্মবৃত্তান্তামৃতনববর্ষাভিঃ শিখিন
ইব গোপাঃ কোলাহলং কলয়ামাস্, শ্রীগোপত্যাধিপন্ত বানস্পত্য
ইব পুলকাস্কুরকুলাকুলতয়া পরং পরমানন্দং ব্যঞ্জয়ামাস নতু
বচসা ।

অবাদীদতি তস্মাচ্ছেষ্ট্যৈব তজ্জন্মানাদিতি ভাবঃ । অমী ত্রীনন্দয়ঃ ॥ ৪ ॥

তদা মধুকণ্ঠম্নিগ্ধকণ্ঠয়োৰ্দ্ধিতপ্রত্যক্তৌ বৰ্ণয়তি কিমুক্তবতী মেত্যাদিনা । বানস্পত্যঃ ফল-
পুষ্পবান্ বৃক্ষঃ ॥ ৫ ॥

এবং এইরূপ প্রকার অবস্থাদ্বারাই সেই ব্রহ্মা বান্ধবী পুত্রের উৎপত্তি সূচনা
করিয়া দিলেন, তাহার পর মুখে যাহা কিছু বলিলেন তাহা পুনরুক্ত হইল, ইহা
নন্দাদি গোপগণ মানিয়া লইলেন অর্থাৎ তাহার চেষ্টাতেই সমুদয় প্রকাশ
পাইতে লাগিল ॥ ৪ ॥

মধুকণ্ঠ কহিলেন, সেই বান্ধবী কি বলিয়াছেন ?

ম্নিগ্ধকণ্ঠ ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন । আমাদের ভূপতির অগ্ন পুত্র জন্মিয়াছে,
তোমরা পুত্রের সহিত মিলিত হইতে আগমন করিতেছ না কেন ?

মধুকণ্ঠ সহাস্রে কহিলেন, তাহার পর তাহার পর ।

ম্নিগ্ধকণ্ঠ কহিলেন, তাহার পর, নববৃষ্টিপাতে ময়ূরগণের আশ্রয় গোপগণ
জন্মবৃত্তান্তামৃত শ্রবণে কোলাহল করিতে লাগিলেন । শ্রীমান্ গোপাধিপতি ফল-
পুষ্পবিশিষ্ট বৃক্ষের আশ্রয় রোমাঞ্চরূপ অক্ষুরাশি দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়া কেবল
পরমানন্দই প্রকাশ করিলেন, কিন্তু বাক্যে কিছুই প্রকাশ করিতে পারিলেন না ।

মধুকণ্ঠ উবাচ । ততস্ততঃ ॥ ৫ ॥

শ্লিষ্টকণ্ঠ উবাচ । ততশ্চ শ্মিতসম্ভ্রমাদরভর-কৰ্ম্মরিতৈঃ
সৰ্বৈৰ্বন্দিতয়া নন্দিতয়া চ তয়া সত্বরয়া পলিক্রীবরয়া সনিজাঙ্গ-
জাত এব ভবান্মঙ্গলসঙ্গী ভূয়াদিত্যপূৰ্ব্বাং স্তুতপূৰ্ব্বাং বাচং
প্রোচ্য রোচনাকুঙ্কুমসঙ্গলপ-সঙ্কুলসদক্কুরমঙ্গলফলে * শ্রীমদ্রাজ-
রাজশ্চ ক্ষেমঙ্করকরয়োৰ্বিষ্ণুস্তে তেন বিলোকিতকল্পঃ শ্রীমানুপ-
নন্দঃ সানন্দং জল্পতি স্মি । ইহ দোহায় সংহায় রংহসায়মানা-
ধেনুসজ্জাঃ কামপ্যবিহায় দ্রুতমস্থাঃ সগৃহায় বিহাপ্যস্তাং ।

ততো যদ্ব্যভূতভূতধৰ্ম্মবিত্তং প্রকমতে ততশ্চেত্যাদিগদ্যোন । পলিক্রীবরয়া অতিবুদ্ধাঃ ।
রোচনেত্যাदि । রোচনা হরিদ্রা সা চ কুঙ্কুমফল তয়োঃ সঙ্গেন যো লেপস্তেন সঙ্কুলে । সদক্কুর
মঙ্গলফলোতি—সদক্কুরং দুৰ্গাদিকমঙ্গলফলং না রকৈলাদি । বিষ্ণুস্তে দন্তে সতি । তেন বজ্র
রাজেন । বিলোকিতকল্পঃ স্তুতভূত্যাঃ । সংহায় সংগত্যা মিলিহেত্যপং । রংহসায়মানা গচ্ছন্তঃ ।
কামপি একাং ধেনুমপি । অস্তাঃ বাস্তাহারিকার্যাঃ । সগৃহায়,পত্যয়ে । বিহাপ্যস্তাং প্রেযান্তাঃ ।

মধুকণ্ঠ কহিলেন, তাহার পর তাহার পর ॥ ৫ ॥

শ্লিষ্টকণ্ঠ কহিলেন, তাহার পর সকলেই মুহুমধুর হ্যাস্তসম্ভ্রম এবং আদরভরে
অপূৰ্ণ ভাব ধারণ করিয়া সেই অতি পাচীনা ব্রাহ্মণীকে বন্দনা করিতে লাগিলেন ।
তখন ব্রাহ্মণীও অত্যন্ত দ্রুতপদে গমন করিয়া “নিজপুত্রের সহিত আপনি
মঙ্গলযুক্ত হউন” এই অপূৰ্ণ স্তুতপূৰ্ব্বক বাক্য বলিয়া হরিদ্রা এবং কুঙ্কুম সহকৃত
চন্দনাদি দ্বারা বিলিপ্ত দূৰ্গাক্কুর ও নারিকেলাদি মঙ্গলময় ফল বজ্ররাজের মঙ্গলময়
করসুগলে অৰ্পণ করিলেন ; বজ্ররাজ যখন উপনন্দকে কিঞ্চিৎ দেখিতে পাইলেন
অর্থাৎ তাহার প্রতি নেত্রসংস্পর্শ করিলেন । তখন তিনি সহর্ষে বলিতে লাগিলেন ।
এই স্থানে দোহনের জন্ত মিলিত হইয়া যে সকল ধেনু সবেগে আগমন করিয়াছে
তন্মধ্যে একটীকেও ছাড়িয়া না দিয়া শীঘ্র এই ব্রদ্ধা ব্রাহ্মণীর গৃহপতি অর্থাৎ
স্বামী নন্দরাজের কাছে পৌছাইয়া দাও ।

* সাধনফলে ইত্যত্র ফলমঙ্গলে ইতি গৌরপুস্তকপাঠঃ ।

তত্র সৰ্ব্ব চামোদগৰ্বেণ প্রোচুঃ ।

অন্যথা যৎ কিঞ্চিদস্তা হিতং সমীহিতং ভবতি ॥ ৬ ॥

ততশ্চ—

আহ্লাদেন সমং জজ্ঞে বালঃ কিং কিং স এব সঃ ।

এবং বিবেক্তুং নন্দস্তা নাসীন্মতিমতী মতিঃ ॥ ৭ ॥

অথ শ্রীমান্ ব্রজেশঃ স্বীকৃতধাম্মিকবেশস্তদপি বহুল-
মন্যদপি * বহুলাদিকং দানায় সঞ্চক্ষেপে । যত্র সৰ্বশ্চ তথা-
ভাবায় খবর্শশ্চক্ষেপে । সঙ্কল্য চ গৃহে গন্তুং কৃতম্পৃহে
ধৃতবেশেচ তত্ত্বত্বত্বজনরেশে শ্রীরামপ্রসূসনাদেশান্মহাগোপুর-
দেশাদ্দুন্দুভিবন্দমূন্নাদ ।

সমীহিতং চেষ্টিতং ॥ ৬ ॥

তদা শ্রীনন্দস্তা প্রেমমোহে যথাভূতদগ্ধর্যতি আপ্সাদেনেতিাদান । স এব আপ্সাদএব ।
স বালঃ । মতিমতী—শাস্ত্রাদানী বিচারেণ অর্থনিদ্ধারণং মতিতত্ত্বতা ॥ ৭ ॥

অথ কথঞ্চিৎ প্রেমমোহে অগাধাতে ব্রজেশস্তা হনজন্তকাব্যং বর্ণয়তি অথেষ্টাদিগদোন :
প্রাকৃতঃ স্নানভূষণাদিনা ধাম্মিকবেশো যেন সঃ । বহুলাদিকং—বহুলা গাবঃ । বহুলাঃ কুণ্ডিকা
গাব ইত্যমরঃ । তথাভাবায় দানায় । পন্দশোহতঃপ্রশঃ । শ্রীরামপ্রসূঃ শ্রীরোহিণী ।

তথায় সকলে আনন্দগগন সহকারে কঠিনেন আরও যদি কিছু হিতকর বিষয়
রাক্ষণী বাঞ্ছা করেন. তবে তাহাও বিধান কর ॥ ৬ ॥

তদনন্তর, বালকের জগা হইল, কিম্বা আহ্লাদই বালকরূপে জন্মগ্রহণ করিল ?
নন্দের বুদ্ধি কিন্তু এইরূপে আহ্লাদের সহিত ইহার কিছুই নিশ্চয় করিতে
সমর্থ হইল না ॥ ৭ ॥

অনন্তর শ্রীমান্ ব্রজরাজ স্নানাদি কাব্য সম্পাদনপূর্বক ধাম্মিকবেশ ধারণ
করিয়া পূর্বোক্ত বহুতর গোপভূতি দানর নিমিত্ত সঙ্কল্প করিলেন । যে
দানকালে সকল বস্তুই অধিক হইলেও যেন অত্যন্ত অল্প হইয়াছিল । ব্রজনরপতি

* বহুলমন্যদপি ইত্যংশঃ আনন্দপশুকে নাস্তি ।

তচ্চ বাণ্ণবিদ্যাবিদুরব্যঞ্জিতং বাণ্ণং ব্যক্তমেবেদং মুহূর্বক্তি
স্ম । “প্রাচ্ছুভূতো নন্দানন্দঃ প্রাচ্ছুভূতো নন্দানন্দঃ ।” ইতি ॥৮॥

ততশ্চ—

অপি শ্রুতমভূমিশি ত্রিদিববাণ্ণগর্জোজ্জিতং
জিতং জিতমিতি স্বনং নতু বিনিশ্চিতং কারণং ।

তদা তদনুবাদিতং কলয়তামমীষাং মুহু-

মূদা কলকলারবঃ সমজনি ব্রজপ্রাণিনাং ॥ ৯ ॥

অথ সম্মদেন মুহূর্লন্তিতস্তস্তারস্ততায়ামপ্যুৎকণ্ঠয়াকৃষ্ট ইব
তত্রৈচ লব্ধকম্পসম্পত্তায়ামপি কেবলং স্বকৃতসেবেন নারায়ণ-

বাদাবিদ্যাবিদুরব্যঞ্জিতং । জাতা তু বিদুরো বিন্দুরিত্যমরঃ ॥ ৮ ॥

তস্মিন্ দুন্দুভিবাদ্যশরণে এজবাসিনাং কোলাহলং বর্ণয়তি অপ্যুৎকণ্ঠোক্তেন ॥ ৯ ॥

অথনা : জরাজম্ গোষ্ঠাৎ সমুখং গৃহাগমনঃ বর্ণয়তি অধেত্যাদিগদ্যেন । শ্রুতসেবেন
শ্বেন কৃতং সেবনং যন্ত তেন ॥ ১০ ॥

এইরূপ সঙ্কল্প করিলেন এবং সেই সেই উপনন্দাদি গোপগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত
হইয়া এবং উত্তম উত্তম বেশ ধারাপূর্বক গৃহে যাইবার জন্ত ইচ্ছুক হইল,
রামজননী রোহিণীর আদেশে মহাপুরদ্বার হইতে যগল দুন্দুভিবাণ্ণ উল্লাসিত
হইল । বাণ্ণবিদ্যাবিশারদগণের সমুচিত সেই বাণ্ণ প্রকাশে ইহাই বারম্বার
বলিয়াছিল যে, “নন্দের আনন্দ প্রাচ্ছুভূত হইয়াছে, নন্দের আনন্দ প্রাচ্ছুভূত
হইয়াছে” ॥ ৮ ॥

তাহার পর রাত্রিকালে জয় জয় ধ্বনিটাকে স্বর্গবাণ্ণের গর্জনে পরিবর্তিত
হইতে শোনা গিয়াছিল, কিন্তু তাহার কোনই কারণ নিশ্চয় হয় নাই, তৎপরে
তখন সেই অনুবাদিত শব্দ শুনিয়া যে সকল ব্রজবাসী আসিয়াছিলেন, তাঁহারা
আনন্দে বারম্বার কলকল রব করিয়াছিলেন ॥ ৯ ॥

অনন্তর হর্ষভরে যদিও ব্রজরাজের বারম্বার স্তম্ভ ভাব উপস্থিত হইল, তথাপি
উৎকণ্ঠা আসিয়া যেন তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে লাগিল । উৎকণ্ঠিত হইলেও
প্রচুর কম্প উপস্থিত হইল । তথাপি তিনি নারায়ণদেবের সেবা করিয়াছেন বলিয়া

দেবেন দত্তহস্তাবলম্ব ইব * ধৈর্য্যমবলম্বমানঃ স্বালয়ং প্রতি
ব্রজভূপালঃ প্রচচাল ॥ ১০ ॥

ততশ্চ—

তদ্বন্দ্বে গৃহমভিযাতি বন্ধুবর্গা
ধাবন্তঃ ক্রমমিলিতা মিথঃ পুরোগাঃ ।
যে গঙ্গাবরমনু নির্ঝর প্রভেদা
যবভল্লু লিততয়ানয়ন্ত রুদ্ধিং ॥ ১১ ॥
অথাগতাঃ পুরবনিতাঃ পুরঃ পুরঃ
সহস্রশঃ কলিতশুভায়ুতায়ুতাঃ ।

তদানীং সমেষাং গোপানাং একরাজগৃহে গমনং বর্ণয়তি তদ্বন্দ্বে ইতিপদ্যেন । গঙ্গাবরঃ
গঙ্গাপ্রবাহঃ গঙ্গাপ্রবাহঃ লক্ষীকৃত্য পৃথক্ পৃথক্ বারিপ্রবাহো যদ্বৎ । গঙ্গোতি দৃষ্টোজেন দাষ্ট্য-
দ্বিকে হনোৎসবব্যঞ্জিকা শুক্লবেশতা প্রসন্নতা চ । তথা বেগব্যঞ্জিকা সনাতনোন্মত্তা নিবন্ধিন্ন-
ধাবনদ্রিয়তা চ স্পষ্টা কৃত্য ॥ ১১ ॥

এবং একমহিলানাং তত্রাগমনং বর্ণয়তি অথেষ্টাদিগদ্যেন । কলিতশুভা বেষভূষণাদিনা ।
গৃহাগতাঃ আদৌ যুতা মিলিতাঃ পশ্চাৎ হস্তভরেণ হরয়া অযুতাশ্চ । অথবা কলিতং গৃহীতং
শুভানাং বস্ত্রানাং অযুতং অযুতং যাতিস্তাঃ ।

সেই নারায়ণ যেন হস্তাবলম্বন দান করিলেন, এবং তাহাতেই তিনি ধৈর্য্যাবলম্বন
করিয়া নিজভবনে গমন করিলেন, অর্থাৎ সেবাপরিতৃপ্তে দয়ালু নারায়ণ যেন
বজ্ররাজকে হস্তধারণপূর্বক নিজগৃহে পৌছাইয়া দিলেন ॥ ১০ ॥

তদনন্তর গোপবন্দ নন্দগৃহে গমন করিলে, বন্ধুগণ পরস্পর অগসর হইয়া
দৌড়িতে দৌড়িতে গিয়া ক্রমে মিলিত হইয়াছিলেন এবং বিভিন্ন জলপ্রবাহ
গঙ্গাপ্রবাহকে প্রাপ্ত হইলে অর্থাৎ উভয় প্রবাহ একত্র হইলে তাহা যেমন ক্রমে
বন্ধি পাইয়া থাকে, সেই তুলনানুসারে তাঁহাদের সকলে বন্ধি পাইয়াছিলেন ॥ ১১ ॥

তৎপরে সহস্র সহস্র পুরকামিনীগণ বহুবিধ মাস্তুলিক দ্রব্য গ্রহণ করিয়া

ব্রজেশ্বরং পুরু নিররাজয়ন্ জয়-
 ন্নবাত্তজ-প্রভবমহে মহেহয়া ॥ ১২ ॥
 ততশ্চ কোলাহলিভিব্রজস্থিতৈঃ
 সমং গতঃ শ্রীলমহাব্রজেশ্বরঃ ।
 স্বরাংস্ত্র সালঙ্কতি চাবশ্যশুভ-
 ন্নভঃসভং পূর্ণসুখাংশুবৎ প্রভুঃ ॥ ১৩ ॥
 যতপি বিপ্রাঃ সহসা,
 স্বয়মাগতয়ে কৃতোদমাঃ সর্বৈ ।

নিররাজয়ন্ নীরাজয়ামাহ । জয়ন্বিত । জয়ন্ যো নবাত্তজন্তেন প্রভা দীপ্তিবন্ত তস্মিন্ মহে
 উৎসবে । মহেহয়া মহতী বা দীহা চেষ্টা তয়া ॥ ১২ ॥

অথ বজ্ররাজপালয়প্রবেশে শোভাবৈশিষ্ট্যং বর্ণয়তি ততশ্চেত্যাदिপদ্যেন । পরানিত্যাदि
 উদাত্তাদিপদ্যেন । অলঙ্কৃতিলঙ্কারন্তেন সহ বর্তমানং যথা আদেবং । চাক্র রমাঃ যথা স্তাবথা ।
 প্রভু ব্রজরাজঃ । পূর্ণসুখাংশুবৎ যথা পূর্ণচন্দ্রো নক্ষত্রসহিতং নভঃ আকাশঃ শোভয়ামাসেতি ।
 অশুভং শোভয়ামাস ॥ ১৩ ॥

তৎ বিপ্রাণামাগমনং বর্ণয়তি যদ্যপীতি পদ্যেন ॥ ১৪ ॥

নগরের সম্মুখে মিলিত হইয়াছিলেন এবং জয়শালী নরকুমারের জন্মপর্ব উপলক্ষে
 মহতী চেষ্টা পকাশ করিয়া পচুরভাবে (মহানন্দের জন্মদাতা) ব্রজেশ্বরের
 আরতি করিলেন ॥ ১২ ॥

অনন্তর বজ্ররাজ কোলাহলকারি বজ্রবাসি লোকদিগের সহিত মিলিত হইয়া
 পূর্ণ শশধর যেরূপ নক্ষত্রবেষ্টিত আকাশমণ্ডলকে শোভিত করে সেইরূপ অলঙ্কার
 দিয়া উদাত্ত, অতুদাত্ত ও সন্নিহিত পদ্ধতি পরস্পরকে মধুরভাবে শোভিত
 করিয়াছিলেন । অর্থাৎ সমাগত বজ্রবাসীর কোলাহলে উক্ত ত্রিবিধ সরের
 উচ্চারণ হইয়াছিল, নন্দমহারাজ আবার সেই সরকে যথাযথ ব্যবস্থা করিয়া
 দিলেন ॥ ১৩ ॥

যতপি বান্ধবগণ স্বয়ং গাঙ্গিবার জন্ত সহসা উদ্বম পকাশ করিয়াছিলেন.

তদপি তদাদরবিধয়ে,

রাজ্জাহুতাঃ পৃথক্ পৃথক্ প্রথমং ॥ ১৪ ॥

সুখাবিক্তস্তম্ভিস্মিধুরমুপবিষ্টৈঃ সদসি তৈ-

র্মহান্মিত্তৈঃ শর্ম্মপ্রকরপরিদিত্তৈঃ পরিবৃত্তঃ ।

পঠন্তিঃ পুত্রাশীৰুচিতিনিগমং ভুস্বরবরৈঃ

কিরন্তির্দূর্কাণ্ডং শিরসি সুখপূৰ্বং স মহিতঃ ॥ ১৫ ॥

সম্মে যৎ পরিচক্রে বপুৰপি স্বস্তিশ্রুতিঃ শুশ্রুবে

শ্রীমন্নন্দমহাত্মনা স্ততজনৌ তত্তৎ স্তবে নাপরং ।

অগ্যাপি স্ফুটমেতি সর্বজনতা যেমাং শ্রুতাদপ্যহো

স্মানাদপ্যতিগম্য সংকৃতিফলং যস্মাস্তি নাস্তঃ কচিৎ* ॥ ১৬

তত্র বিপ্রাণামাগমনানন্তরং তেরপি কৃতং কৃত্যং বর্ণয়তি সুখাবিষ্ট ইত্যাদিপদ্যোন । পুত্রাশী-
কচিৎনিগমং—পুত্রং অতি যা আশীরাশীন্দাদন্তস্মামুচিতো যো নিগমো বেদন্তং । স মহিতঃ
সম্মান্য সন্মানিতঃ ॥ ১৫ ॥

তদা এজরাজস্ত সুখজাতকৃত্যং বর্ণয়তি সম্মে ইত্যাদিপদ্যোন । স্বস্তিশ্রুতির্মঙ্গলাদিগণণং ।
সস্তাশীঃ ক্ষেম পুণ্যাদিরিত্যমরঃ । এতি গচ্ছতি । শ্রুতাৎ শ্রবণাৎ । স্মানাদি আস্মানানাদে-
রধিকং । অতিগম্য প্রাপ্য । সংকৃতিফলং এবংরূপং ॥ ১৬ ॥

তথাপি ব্রজরাজ তৎকালে তাঁহাদ্বয়কে আদর করিবার জগ্ন প্রথমতঃ পৃথক পৃথক্
ভাবে আহ্বান করিলেন ॥ ১৪ ॥

অতাস্ত মাঙ্গলিক কার্য্যকুশল ও শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ সেই সভায় মধুরভাবে
উপবেশনপূর্বক উপযুক্ত আশীর্বাদস্বচক বেদমন্ত্র পাঠ করিয়া দূর্বাদি মাঙ্গলিক
দ্রব্য সহর্ষে পুত্রের মন্তকে নিক্ষেপ করিলেন । সেই ব্রজরাজ উক্ত ব্রাহ্মণগণ
দ্বারা পরিবৃত ও সুখিত হইয়া সুখামুভবপূর্বক হৃদয়ে সন্মানিত হইলেন ॥ ১৫ ॥

শ্রীমান্ মহাত্মা নন্দ পুত্রের জন্ম উপলক্ষে স্নান ও শরীর পরিষ্কারপূর্বক যে
মঙ্গল ধ্বনি শ্রবণ করিয়াছিলেন, আমি এই সকল কার্য্যকেই স্তব করি, অপর

* নাস্তঃ কচিৎ ইত্যত্র নাস্তঃ সদা ইতি পাঠান্তরং গৌরবৃন্দাবনপণ্ডকে ।

অথ জাতকৰ্ম ভব্যং কৰ্ত্তব্যমিতি গুরুভিরাদিষ্টেন তেন
তৎপ্রত্যুৎক্রমশ্চক্রে ॥ ১৭ ॥

যথা—

* আনৰ্চিৰে ব্রজেশিত্রা যাতৃকা যাস্তদা তু তাঃ ।

মাতুঃ কমিব কং যাসামিত্যর্থব্যক্তিমাগতাঃ ॥ ১৮ ॥

অথ নান্দীমুখশ্রাদ্ধং রাধ্বং গোপালপালিনা ।

পিতরোহপি স্ময়ং যস্মিংস্তে নান্দীমুখতাং গতাঃ ॥ ১৯ ॥

অধুনা জাতকৰ্মাদিকং বর্ণয়িতুং প্রকমতে অণেতাদিগদ্যেন । তেন ব্রজরাজেন । তৎ
প্রত্যুৎক্রম তদ্রদ্যমঃ ॥ ১৭ ॥

অথ জাতকৰ্মপরিপাট্য বর্ণয়তি আনৰ্চিৰে ইত্যাদিপদ্যেন । ব্রজেশিত্রা ব্রজরাজেন ।
যাতৃকা জ্যেষ্ঠভাতৃপত্নীঃ । কমিব স্তমিব ॥ ১৮ ॥

তস্মিন্নান্দীমুখশ্রাদ্ধে বৈশিষ্ট্যং বর্ণয়তি অথ নান্দীতাদিপদ্যেন । রাধ্বং সর্পিধতং । আশীৰ্বচন
সংযুতা স্ততির্থস্মাৎ প্রবর্ততে । দেবদ্বিজমুপাদীনাং তস্মিন্নান্দীতি সংজ্ঞতা । ইতি সাহিত্যদর্পণে ।
নান্দীমুখতাং মঙ্গলারম্ভকতাং অথবা তৎপাঠকতাং ॥ ১৯ ॥

কার্য্যকে স্তব করি না । ইহা একটী আশ্চর্য্যের বিষয় যে, অগ্রাপি সকল
লোকে যে স্নানাদির কথা শ্রবণমাত্রেই নিজে স্নানাদি না করিয়াই স্নানাদি কাণ্ড
সম্পাদন করিয়া অনন্তকালের জন্ত অনন্ত-অক্ষয় সংক্ৰতিফল স্পষ্টরূপে প্রাপ্ত
হইয়া থাকেন ॥ ১৬ ॥

অনন্তর মাসলিক জাতকৰ্ম করিতে হইবে, গুরুগণ এইরূপ আদেশ করিলে
ব্রজরাজ সেই কৰ্ম্মের উত্তম করিলেন ॥ ১৭ ॥

যথা—তৎকালে ব্রজরাজ জ্যেষ্ঠভাতৃপত্নীদিগকে পূজা করিলেন, পুত্রোৎসবে
জননীর সুখের গায় যাহাদিগের সুখ হয়, এই প্রকার অর্থই তাঁহাদিগের প্রকাশ
হইয়াছিল অর্থাৎ চিরদিন যাহারা যশোদার সুখে সুখিনী বলিয়া বিখ্যাত
ছিলেন, এখানেও তাহাই প্রকাশ পাইল ॥ ১৮ ॥

অনন্তর গোপরাজ নন্দ নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ করিলেন । যে শ্রাদ্ধে পিতৃগণও স্ময়

দুর্লভঃ দুর্লভ-কোমলামলকান্তি-বিশ্রান্তিভূমিঃ, * কলিত-
মর্গপ্রযতনকর্ম--বিশ্বাদুত-বিশ্বকর্মান্বিত-নির্মল-নীলচিন্তামণি-
প্রতিমা প্রতিপ্রতীকাতীত-পরিমিতসর্বাবয়বং, † প্রবলপ্রবাহ-
দলিতচর--বালবায়জসমবায়জ--গঞ্জলাঞ্জনকলিততল--নিশ্চলজল-

মহাগদ্যেন । সচ ব্রজরাজঃ । অন্তোকেত্যাদি । অন্তোক-রোকঃ অধিকচ্ছিন্নঃ । রুচঃ
ঐতিপ্রকাশয়োরিত্যস্য ভাবে ঘঞি রোক ইতি পদং । যদ্বা । ন বিদ্যাতে তোকরোকোহল-
শোকো যত্র এবভূতো যো লোকবলয়ঃ লোকসমূহন্তেন ভরং পুষ্টং যৎ প্রবল-নবকুবলয়ং তদ্বা
কুলপতিঃ শ্রেষ্ঠঃ তেন দুর্লভঃ শোভাসজ্জঃ শোভাসমূহো যন্ত তং । দুর্লভেতি-দুর্লভা যা
কোমলামলকান্তিভূমিঃ বিশ্রামস্থানং তত্রৈব তস্তাঃ পর্য্যবসানং । কলিতমর্গেতি । কলিতঃ
মর্গণি প্রযতনকর্ম যন্ত এবভূতো যো বিশ্বাদুতবিশ্বকর্মা তেন নির্মিতা যা নির্মলনীল
চিন্তামণিপ্রতিমা তস্তাঃ প্রতিপ্রতীকঃ সর্বাভাবঃ তস্মাদতীতং অথচ পরিমিতানি সর্বাভাবানি
যন্ত তং । প্রবলপ্রবাহেতি । দলনবিষয়ে যঃ প্রবলপ্রবাহঃ প্রবলপ্রবৃত্তিগুণেন দলিতচরঃ
প্রাপদলিতঃ বালবায়জঃ বৈদূর্য্যমণিস্তস্ত সমবায়ো মিলনং তস্মাজ্জাতং বসন্তলাঞ্জনং তেন
কলিততলং । তলশব্দঃ স্বরূপার্থো ভূতলাদিবং । তেন জাতো নিশ্চলজলকালিনীহৃদজলঃ

দিগের 'অল্পমাত্রও শোক ছিল না', সেই সকল শোকবিহীন লোকদ্বারা পুত্রটী
পরিপুষ্ট এবং যেন নবনীলোৎপলের অধিপতি হইয়াছে এবং তাহার শোভারূপ
কেহই লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হইতেছে না । ঐ বালক দুর্লভ, কোমল এবং
নির্মলকান্তির বিশ্রামভূমি ছিলেন । মর্গগ্রহণসম্বন্ধে যাহার যত্ন পর্যাপ্ত হইয়াছে
সেই বিশ্বাদুত বিশ্বকর্মা নির্মল ও নীলচিন্তামণির যে প্রতিমা নিৰ্ম্মাণ করেন, সেই
চিন্তামণির সর্বাভাব হইতেও বালক অতীত অর্থাৎ তাদৃশ চিন্তামণি হইতেও
বালকটী উৎকৃষ্ট ছিলেন, অথচ বালকের সমস্ত অবয়ব পরিমিত ছিল । দলন
বিষয়ক প্রবল প্রবৃত্তিবশতঃ পূর্বে যে বৈদূর্য্যমণি দলিত হইয়াছিল, সেই দলিত
মণির মিলনে যে মনোজ্ঞ অঞ্জন জন্মে তদ্বারা যাহার তলপ্রদেশ ব্যাপ্ত, সেই স্থিতি

মর্গস্থলে ভ্রম ইতি পাঠান্তরঃ মাণ্ডুপুস্তকে ।

প্রবল-প্রবাহ-বাতিবন্ধ-সজ্জটন কুটি ও বালবায়জ ইতি পাঠান্তরঃ গৌরানন্দপুস্তকে ।

কালিন্দীহৃদজালজ—বালশৈবালকরুচি—রুচিররোচিবলিতারাল-
 শ্লক্ষবালসমুদায়ং, কমলালয়া-করকিশলয়-সিতলসিতসিতকমলান্ত-
 ব্লয়দল-নির্ম্মলবিলোচনং, বৈকুণ্ঠস্থিত-কল্পতরুতল্লজপল্লবকুণ্ঠতা-
 কর-করচরণাধরং, নিপীতকনকরুচি-শুচি-পীতন-পীতাস্রাবরণ-
 রোচনং রোচনং বালকমালোচয়ন্তাত্মনং নয়নপয়ঃপয়সা স্পর্শয়ন্
 বিলক্ষতয়া * ক্ষণকতিপয়ং জলবদাসীৎ ॥ ২১ ॥

যমুনাহৃদসমুহস্তম্ভাজাতং যৎ বালশৈবালং তন্তু রুচৈঃ কাণ্ডেরপি রুচিরং রোচিবন্ত তৎ তেন
 বলিতং যৎ অরালং কুটিলং অথচ শ্লক্ষং কোমলং কেশসমূহো যন্ত তৎ । কমলালয়েতি ।
 কমলালয়া লক্ষ্মীস্তম্ভাঃ কর এব কিশলয়ং নবপল্লবং তেন দিতং বন্ধং ধৃতমিতি যাবৎ অথচ
 লসিতং দীপ্তং যৎ সিত কমলং তন্তু যদন্তুবলয়াদলং মধ্যচ্ছদং তন্মাত্রান্মিলে বিলোচনে যন্ত তৎ ।
 বৈকুণ্ঠস্থিতেতি বৈকুণ্ঠে স্থিতো যঃ কল্পতরুতল্লজঃ প্রশস্তকল্পবৃক্ষগুণ্ড যঃ পল্লবস্তম্ভা কুণ্ঠতাকরাণি
 হীনতাজনকানি করচরণাধরাণি যস্য তং । নিপীতেতি । নিপীতা কনকস্যা রুচিয়েন তাদৃশং যৎ
 শুচি পীতনং হরিতালং তত্বং পীতং নবধরং তেন যদাবরণং তেন রোচনং রোচকং । দ্বিতীয়-
 রোচনস্য প্রীতিনিদানমিতার্থঃ । নয়নপয়ঃপয়সা নয়নজলরূপদ্রুক্ষেণ । বিলক্ষতয়া বিশ্লয়াস্বিত-
 তয়া । জলবৎ জড়বৎ । উল্লয়োরৈক্যাৎ ॥ ২১ ॥

সলিলা যমুনার হৃদসমূহ হইতে যে সমস্ত অভিনব শৈবাল জন্মিয়াছে, সেই শৈবাল
 কার্ণা হইতেও যাহার ছাতি মনোহারিণী, সেইরূপ আকৃষিত, কুটিল এবং কোমল
 কেশসমূহ বালকের বিগ্রহমান ছিল, অর্থাৎ বালকের কেশগুলি যেন যমুনাতলস্থ
 বৈদূর্য্যমণিজাত শৈবাললতার গ্রায় সুন্দর । কমলাদেবীর কররূপ নবপল্লবস্থিত
 সুন্দর নীলকমলের মধ্যাঞ্জন হইতেও বালকের নেত্রযুগল নির্ম্মল ছিল ঐ বালকের
 করচরণ এবং অধর এরূপ সুন্দর যে, তাহাদের নিকট বৈকুণ্ঠস্থিত প্রশস্ত কল্পতরুর
 পল্লবও কুণ্ঠিত বা পরাস্ত হইয়া যাইত, স্বর্ণপভাবিজয়ী হরিতাল বা কুসুমের গ্রায়
 পীতবর্ণ বসনদ্বারা আবৃত থাকায় ঐ শিশু অত্যন্ত মনোহর হইয়াছিল । ব্রজরাজ
 এইরূপ বালককে দর্শন পূর্ব্বক আপনাকে নয়নজলরূপ ঢুঞ্চে অভিযুক্ত করাইয়া
 বিশ্লয়াস্বিত ভাবে কিছুক্ষণ জড়ের গ্রায় অবস্থিত রহিলেন ॥ ২১ ॥

যতপি বহুবিধভাবা, জাতা গোষ্ঠেশিতুস্তই ।

তদপিচ জাড্যং বলবজ্জজ্ঞে গান্ধীর্ষ্যশীলশ্চ ॥ ২২ ॥

অথ চিরায ধীরভাবং ধারিতবতি ব্রজধরিত্রীরাজ্য-শ্রীমতি
তদানন্দ পৃহিণী নবনন্দনমুপনন্দগৃহিণী তদুৎসঙ্গসঙ্গিনং চকার ॥ ২৩

উৎসঙ্গং বহতি শিশুং ব্রজাধিরাজে

স। দূরাদধিশয়িত। প্রসূতিশয্যাং ।

আসীত্তচ্চ বণজ-বাস্পারোমহর্ষ-

স্তম্ভাগৈবিবশতনুত্রজাধিরাজ্ঞী * ॥ ২৪ ॥

তজ্জড়তায়াঃ প্রাবল্যং বর্ণয়তি যদ্যপীত্যাদিপদ্যোন । পুংসং ॥ ২২ ॥

ততো জ্যেষ্ঠভ্রাতৃজায়ানাং প্রীতিশয়কৃত্যঃ বর্ণয়তি অথ চিরায়েত্যাদিগদ্যোন ।
তদুৎসঙ্গসঙ্গিনং ব্রজরাজকোড়গতং ॥ ২৩ ॥

তদা শ্রী ব্রজেশ্বর্য। যে ভাবোদ্বেগা জাগ্রতান্ বর্ণয়তি উৎসঙ্গমিতি পদ্যোন । স্তম্ভাদৈরিণী
উপলক্ষণে তৃতীয়া । বিবশা তনুযন্তাঃ স। বস্মবাচিদূরাত্ত্বকাখ্যং সম্প্রমাখে দ্বিতীয়াতৃতীয়া
পদ্যোন। স্তম্ভানামেকবচনানি হ্য। ॥ ২৪ ॥

যতপি নবনন্দন সন্দর্শনে গোষ্ঠপতির বহুবিধ ভাব জন্মিয়াছিল সত্য, তথাপি
গান্ধীর্ষ্যশীল ঐ গোপরাজের জড়তাই প্রবল হইয়াছিল । অর্থাৎ পুলদর্শনানন্দে
তিনি জড় বা নিশ্চল হইয়াছিলেন ॥ ২২ ॥

অনন্তর ব্রজভূমির রাজ্যেধর শ্রীমান্ নন্দ বহুক্ষণের পর ধৈর্য্য ধারণ করিলে
উপনন্দের গৃহিণী তাঁহার আনন্দ-বন্ধনে অভিলাষিণী হইয়া নবকুমারকে শ্রীন্দের
কোড়দেশে অর্পণ করিলেন ॥ ২৩ ॥

ব্রজরাজ শিশুকে কোড়ে ধারণ করিলে, অতিদূরবর্তি-প্রসূতিশয্যায় শয়না
সেই ব্রজরাজরাজ্ঞী “পুল ব্রজরাজের কোড়গত হইয়াছে” এই কথা শ্রবণ
করিলে পর বাস্প, রোমাঞ্চ ও স্তম্ভাদি সাত্ত্বিকভাব দ্বারা তাঁহার শরীর বিবশ হইয়া
উঠিল ॥ ২৪ ॥

* অত্র শ্লোকে বিবশতনুরিতি মাণ্ডুপুস্তকীয়ঃ পাঠঃ । তত্র চ, বিবশ্য শং শুভং যস্য। যঃ
তাদৃশী তনুযন্তাঃ সেতি তত্রত্যাবীরচজ্যেটাকা চ পুস্তকান্তরদৃষ্টমূলপাঠপরিবর্তনাৎ পরিপূর্ণা

অথ তত্র মেধাজনকং কস্মৈ শম্মাস্তনামভিনির্ম্মমে । যত্র
১ ভূত্বয়ীত্যাদিকং পঠিত্বা হেমান্তহিতয়ানামিকয়া বালো যতলবং
লেখয়ামাসে । অথায়ুষ্য়ক্রিয়া ক্রিয়তে স্ম । ২ যত্রাঘ্নিরায়ুষ্য়ান-
নিত্যাদয়ঃ কুমারস্য দক্ষিণে কর্ণে জেপিরে । ততো ৩ দিবস্পতী-
ত্যাদিকেন ডিম্বঃ স্পৃষ্টঃ । দিক্চতুর্ক্বে মধ্যে চ ৪ প্রাণেত্যাদি-
ভির্ভূমিশ্চাভিমাত্রিতা । ৫ অথাস্মা ভবেত্যাদিনা পুনরভকো-

কিক্ । জাতকস্মাবিশেষো যঃ কৃতস্তং বর্ণয়তি অধেতিগদ্যেন । হেমান্তহিতয়া শর্মাঙ্গুরীয়ক-
যুক্তয়া অনামিকয়া অঙ্গুলা ইত্যর্থঃ । অনামা বর্ণমাধে ন কনিষ্ঠা ন মধ্যমা । নিজনামপ্রসি-
দ্ধানাং ভূষণৈঃ কিং প্রয়োজনং । ইতি প্রসিদ্ধান্ধিকবিতাদশনাং । লেহয়ামাসে কস্মৈ বাচ্যে
প্রয়োগঃ । ডিম্বঃ শিশুঃ । অভিহৃষ্টঃ শয্যাগুর্গতঃ । অত্র সম্পূর্ণা মন্ত্রা যথা,—দশকম্পদ্ধতো
জাতকম্প্রকরণে ।

“ভূত্বয়ি দধামি, ও ভূবত্বয়ি দধামি, ও স্বত্বয়ি দধামি, ও ভূত্বঃ স্বত্বয়ি দধামি । ১
ও অগ্নিরায়ুষ্মান্ স বনস্পতিরায়ুষ্মান্তেন দ্বা আয়ুষা আয়ুষ্কৃতং কৰোমি । ২ । ও দিবস্পতীত্যাদি
দ্ব্যমধ্যে যজমান । ৩ । ও ইদমন্নং প্রাণায়ৈতি । ৪ । ও অস্মা ভব পরশুর্ভব হিরণ্যমশ্রুত স্বয়ঃ ।

অনন্তর “যাঁহাদের নামের শেষে শর্মা আছে” অর্থাৎ ব্রাহ্মণগণ সেই জাত-
কর্ম্মে মেধাজনক কাণ্ড সম্পাদন করিলেন । যে কর্ম্মে “ভূত্বয়ি” ইত্যাদি বেদমন্ত্র
পাঠ করিয়া স্রবর্ণাঙ্গুরীয়শোভিত অনামিকা অঙ্গুলিদ্বারা বালককে ঘৃতকণ
আবদান করাইলেন । তাহার পর আয়ুষ্য কাণ্ড সম্পাদিত হইয়াছিল । যাহাতে
“অগ্নিরায়ুষ্মান্” ইত্যাদি বেদমন্ত্র সকল বালকের দক্ষিণ কর্ণে জপ করা হইয়াছিল ।
তাহার পর “দিবস্পতি” ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা বালককে স্পর্শ করিলেন । চারিদিকে
এবং মধ্যে “প্রাণায়” ইত্যাদি মন্ত্রসমূহদ্বারা ভূমি ও অভিমন্ত্রিত হইয়াছিল । তৎপরে
“অস্মা ভব” ইত্যাদি বেদমন্ত্র পাঠ করিয়া বালককে শয্যার মধ্যে শয়ন করাইলেন ।

যারল্যাবিধা । অনব্যয়ঃ শব্দঃ যথা—মেদিনীকোষে । “শ. বদন্তি বুধাঃ শ্রেয়ঃ শব্দ শব্দং নিগ-
দ্যতে ।” ইতি । পরন্তু, “যদা তীত্রপ্রযত্নেন সংবেদ্যং দেবগৌরবং । নচ্ছন্দোভঙ্গমপ্যাত্তস্তদা
দোষায় সুরয়ঃ ।” ইতি গঙ্গাদাসকৃতচ্ছন্দোমঞ্জর্যুক্তনিয়মাৎ বিধতনুরিতি পাঠোহপি স্বাতু-
মর্হতি । যথা—মহাভারতে দ্রোণপর্বণ । “বক্ষোগণা ভূতগণাশ্চ দ্রোণিমপূজয়ন্নপ্সরসঃ সুরাশ্চ ।
গত্র দ্রকারাৎ পূর্বস্য গণাশ্চেতি চকারস্য লঘুত্বং (রাসঃ) ।

হতিস্কটঃ * । ততঃ ৬ ইড়াসীত্যাदिना तन्माताभिमुखिता ।
 ৭ পুনশ্চাতুঃ স্তনদ্বয়মিমং স্তনইতি ৮ যন্তে স্তন ইত্যভ্যামৃগ্ভ্যাং
 ক্রমেণ প্রক্ষালিতং । ততশ্চ তম্ভানশায়িনং সৃতিকাশয্যায়াং
 নিধায় তচ্ছিরঃপ্রদেশে আপো দেবেষিত্যাदिना উদপাত্রং নিহিত-
 মिति ॥ ২৫ ॥

তদেবং জাতকর্শ্মশর্শ্মণি নিবৃত্তে বালনাভিনালেচ প্রাপ্ত-
 ছেদনকালে রুত্তে পরমানন্দসন্দোহেনানবহিতপ্রায়া যা সৈব
 তদৈব তদবধাত্রী ধাত্রী স শূলককায়্যা চিত্রমিদমिति বিদ্রিবারমিদং
 নিবেদিতবতী, রাজগ্নিতরত্র নাভিসরসি নালমেব লক্ষ্যতে নতু
 নালীকং, অত্র পুনর্নালীকমেব নতু নালমिति ॥ ২৬ ॥

आस्या वै पुत्रनामसि स जीव शरदः शतः । ५ । इडासि मैत्रावरुणी वीरमर्ज्जुनपाः सा त्वं
 वीरवती भव वाग्मान् वीरवतो हकरोत् ॥ ६ ॥ ७ । इमं स्तनमूर्जधस्तं रूपायाः प्रपीणयन् शरीरशु
 मध्ये । १ । ७ । यन्ते स्तनः शशयो यो माया तू यो रज्जुधरः सुनिदाः सुदता । ८ । ॥ २५ ॥

অথ সামান্ত্রবালকস্তেব তস্তাপি জাতকর্শ্মণি সম্পন্নে নাড়ীছেদনায় প্রযুক্তায়া ধাত্রী
 বিশ্বয়জনকং বাক্যং বর্ণয়তি তদেবমিত্যাদিগদ্যেন । নালীকং পদ্মশৃং ॥ ২৬ ॥

তাহার পর “ইড়াসি” ইত্যাদি মন্ত্র পড়িয়া বালকের মাতাও সংস্কৃত হইলেন ।
 “ইমং স্তনঃ” এবং “যন্তে স্তনঃ” এই দুইটা বেদমন্ত্র দ্বারা ক্রমশঃ জননীর স্তনদ্বয়
 প্রক্ষালিত হইয়াছিল । তাহার পর সেই শিশুকে উত্তানশায়ী ভাবে (চিৎ করিয়া)
 সৃতিকাশয্যায় স্থাপনপূর্বক তাহার মস্তক প্রদেশে “আপো দেবেষু” ইত্যাদি বেদমন্ত্র
 পাঠ করিয়া মস্তকের নিকটে একটি জলপূর্ণ পাত্র স্থাপন করিলেন ॥ ২৫ ॥

এই প্রকার জাত-কর্শ্মরূপ মঙ্গলকার্য্যসম্পন্ন হইলে এবং বালকের নাভিনাল
 ছেদন করিবার কাল উপস্থিত হইলে পর, যে ধাত্রী হর্ষভরে অত্যন্ত অসাবধানা
 হইয়াছিল, সেই ধাত্রীও তৎকালেই সাবধানা হইয়া রোমাঞ্চিত কলেবরে “ইহা
 অত্যন্ত আশ্চর্য্য” এই কথা দুই তিন বার নিবেদন করিল. মহারাজ ! অত্যাশ্চ-
 নাভিহুদে কেবল নাল অর্থাৎ পদ্মশৃংই লক্ষিত হইয়া থাকে পদ্মশৃং দৃষ্ট হয় না.
 কিন্তু এই নাভিহুদে পদ্মশৃংই দৃষ্ট হইতেছে, নাল দৃষ্ট হইতেছে না ॥ ২৬ ॥

কিঞ্চ—

অজ্জ্যোত্স্নদরারিবজ্রকমলাদ্যাশ্চর্য্যচিহ্নৈরলং
কত্রৈরুজ্জ্বলিতাং তথা করযুগে তৈঃ কৈশ্চিদন্যৈরপি ।

পশ্য শ্রীব্রজনাথ নীরদরুচের্বালস্য * সামুদ্রকা-

হতীতশ্রীবিভবস্য দেহবলনামস্মাস্থ চিত্রপ্রদাং ॥ ২৭ ॥

তদাচ সর্ব্বশ্মিন্নপি বিস্মিতচর্য্যাপর্য্যাকুলে বটবঃ সহাস-
পাটবমুচুঃ । অয়ে সর্ব্বশর্ম্মদনির্ম্মলধর্ম্মণো ভবতঃ কথমশৌচং
নাম সামর্থ্যং সমর্থয়তাং । যতো নাড়ীচ্ছেদ এব রুন্তে তদা-
মনস্তি স্ম ॥ ২৮ ॥

অপিচ ন কেবলং নাভো নালং ন লক্ষ্যতে কিঞ্চস্ত হস্তাদৌ নানাবিধানি শুভচিহ্নানি
লক্ষ্যন্তে এতানি ভবতাপি দৃশ্যস্তামিতি তদ্বক্তিং বর্ণয়তি অজ্জ্যোতিরিতিপদ্যেন । ব্যক্তদরৈতি ।
ব্যক্তানি দরারিবজ্রকমলাদ্যাশ্চর্য্যচিহ্নানি চেতি । তত্র দরঃ শব্দঃ । অগ্নি চক্রং । তৈঃ কত্রৈঃ
কচিত্রৈঃ । অন্তৈঃ প্রসাদহুস্তাদিভিঃ । সামুদ্রকাতীতশ্রীবিভবস্য সামুদ্রকং নাম শুভাশুভ
চিহ্নদ্যোতকং শাস্ত্রং তস্মাদতীতা শ্রীঃ শোভা সম্পত্তিযন্ত তন্ত । দেহবলনাং দেহঘটনাং ॥ ২৭ ॥

ততশ্চতুস্তরকৃত্যং বর্ণয়িতুং প্রকমতে তদা চেত্যাদিগদ্যেন । বিস্মিতচর্য্যাপর্য্যাকুলে—চর্য্য
পভাবঃ, বিস্মিতশব্দাবপরিব্যাপ্তে । তৎ অশৌচং ॥ ২৮ ॥

অপিচ । ধাত্রী কহিলেন, হে ব্রজনাথ ! তোমার এই নবঘনশ্রাম বালকের
শুভচিহ্ন সকল দর্শন কর । এই বালকের শোভাসম্পত্তি শুভাশুভ চিহ্নসূচক
সামুদ্রকশাস্ত্রকথিত চিহ্নকেও অতিক্রম করিয়াছে । এই শিশুর চরণযুগলে শব্দ,
চক্র, বজ্র ও পদ্ম প্রভৃতি আশ্চর্য্য চিহ্নসকল অত্যন্ত রমণীয়ভাবে শোভা পাই-
তেছে এবং দুই হস্তে শব্দ চক্রাদি এবং অগ্ন্যাশ্রয় শুভসূচক চিহ্নসকল বিরাজ
করিতেছে । দেখুন এই বালকের দেহঘটনা এই সমস্ত শুভচিহ্নদ্বারা আমাদেরগকে
বিস্ময়াপন্ন করিতেছে ॥ ২৭ ॥

তৎকালে সকলেই বিস্ময়কর স্বভাবের বশবর্তী হইয়া আকুল হইলে, ব্রাহ্মণ-

* সামুদ্রকোক্তশ্রীবিভবস্য ইতি গৌরানন্দপুস্তকপাঠঃ ।

তদেবমুল্লসম্মিখিলরোমসমুৎফুল্ল-মুখসোমঃ পরিবারিতবটু-
স্তোমতয়া বহির্বিহিতহোমস্থানমাগম্য সম্যগর্পিতসর্বানন্দঃ সঙ্গি-
সমর্পিত-তত্ত্বত্ভশস্তম-কন্দঃ শ্রীমান্নন্দস্তান্ দানীয়বিপ্রানানীয়
প্রদানারম্ভং সম্ভূতবান্ ॥ ২৯ ॥

আরেতে সচ দাভুং, লেভে ন তুলান্ত সঙ্গিনাং তেবাং ।

তাদৃশতৎপ্রসবশ্রীবর্তী যৈরর্পিতা পরিতঃ ॥

তদেতৎ ঐতবতা ব্রজরাজেন পুত্রমঙ্গলার্থঃ যদ্বৎ কাব্যং কৃতং তত্ত্ববর্ণয়তি তদেবমিত্যাদি
গদোন । সোমশব্দঃ । সঙ্গিসমর্পিতেন । সঙ্গিজনেন সমর্পিতং তত্ত্বাবহারস্ত শুভতমঃ
কন্দঃ মূলং যন্ত সঃ । সম্ভূতবান্ সংপূর্ণবান্ ॥ ২৯ ॥

তৎপ্রদানারম্ভং বর্ণয়তি বড়ভিঃ পদৈঃ । প্রায়ঃস্বপ্নার্থানি । তুলাং মানং । তাদৃশতৎপ্রসব
শ্রীবর্তী-- তাদৃশদানপরপ্রকারবর্তী । শ্রীশব্দোহত্র প্রকারবাচী ।

বালকগণ হাশ্বের পটুতা দেখাইয়া বলিতে লাগিলেন । হে সর্কমঙ্গলদায়ক !
আপনার ধর্ম অত্যন্ত নির্যল । অতএব কিরূপে অশৌচ আসিয়া আপনার কাছে
সামর্থ্য দেখাইতে পারিবে ? কারণ মুনিগণ বলিয়াছেন যে, নাড়ীচ্ছেদন হইলেই
অশৌচ আসিয়া উপস্থিত হয় ॥ ১৮ ॥

এই কথা শুনিয়া ব্রজরাজের আখল রোমাবলী উল্লসিত হইল, তাঁহার মুখচক্রে
প্রকূল হইয়া উঠিল, তিনি পুরোহিত ব্রাহ্মণবালকদ্বারা পরিবৃত হইয়া বাহিরে গৈধ
হোমস্থানে আগমনপূর্বক সমাকরূপে সকলের মনে আনন্দবর্ধনপূর্বক অবাগান
করিলেন, তাঁহার সহচরণীর্গ আসিয়া যখন তত্ত্ব আতান্তিক মাস্তলিক বাণীর
নিবেদন করিল, তখন শ্রীমান্ নন্দ দানের উপযুক্তপাত্র ব্রাহ্মণদিগকে আনয়ন
করিয়া প্রচুর পরিমাণে দানকার্য আরম্ভ করিলেন ॥ ২৯ ॥

সেই ব্রজরাজ দান করিতে আরম্ভ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার যে সকল সঙ্গী
চারিদিকে তাদৃশ দানপ্রকারের বার্তা প্রচার করিয়াছিলেন, সেই সকল সঙ্গিদিগের
পরিমাণ লাভ করিতে পারেন নাই অর্থাৎ নন্দ মহারাজের যে সকল সঙ্গি লোক
চারিদিকে দানবার্তা প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাদের সংখ্যা ঠিক করিতে
পারেন নাই, তাৎপর্গ্য এই যে, দানের কথা আর কি বলিব, দানবার্তা-প্রচার

তথাপি—

অযুতং প্রযুতং নিযুতং, ভবতি দশানাং সহস্রমারভ্য।

নিযুতে বিংশতিলক্ষং, তাবন্ধেনরদানন্দঃ।

বিংশতিলক্ষং দত্ত্বা, ধেনুঃ সৌবর্ণশৃঙ্গসম্ময়ঙ্গীঃ।

হৃদয়মপূর্ণতয়াসীত্তস্ত্রাণ্যস্মৈ প্রদানায়।

দশভির্দশভির্দ্রোণৈঃ, কৃততিলসপ্তাচলীমদদাৎ।

যদ্বৃতিমণিকনকানাং, তদধিকতরজীরতা দ্বিজৈর্মেনে ॥

তেভ্যশ্চ দক্ষিণীয়েভ্যঃ প্রভা যা দক্ষিণামুনা।

তয়াপ্যক্ষীণয়ান্যেযামক্ষীণ্যাশ্চর্য্যমায়যুঃ।

বাড়ব্যানামসঙ্খ্যানাং নাসীৎ পরিচিতিস্তদা।

ব্রহ্মবর্চসমেবাস্মিন্ পরিচায়কতাং যযৌ ॥ ৩০ ॥

ধেনুনাং নিযুতে প্রাদাদিতস্ত (দশমে ৫৩) ব্যাখ্যা অণুতমিত্যাদি। পূর্ণতয়েত্যং বিশেষণে
তুগীয়া। পলং কর্ণচতুষ্টয়ং তচ্চতুর্ভিঃ প্রকুঞ্চকং। প্রকুঞ্চকৈশ্চতুর্ভিঃ সৃষ্টিঃ স্ত্রাং তচ্চতুষ্টয়ে।
কুড়বং তৈশ্চতুর্ভিঃ প্রস্থঃ স্ত্রাদাটকপ্ততঃ। অষ্টভিরাটকৈর্দ্রোণো দ্বিজোণঃ সূর্ণ উচ্যতে।
সাক্ষসূর্ণো ভবেৎ পারী দ্বিপারী গোণুদাশতা। তামেব ভারং জারীয়াৎ বাহো ভারচতুষ্টয়মিতি।
কৃততিলসপ্তাচলীং সপ্ত তিলপদতান্। তদধিকতি। তিলসপ্তাচলেভ্যো বহুতরা মেনে বুব্ধে।
দক্ষিণীয়েভ্যঃ দক্ষিণাহেভ্যঃ। অমুনা এজরাজেন। অক্ষীণয়া তস্তা অক্ষযাত্বাৎ। বাড়ব্যানাং
বাক্ষগগণানাং। দ্বিজাত্যগ্রজন্ম ভূদেব বাড়বাঃ। ইত্যমরঃ। ব্রহ্মবর্চসং ব্রহ্মতেজঃ ॥ ৩০ ॥

লোকের সংখ্যা করাই কঠিন, তথাপি নন্দ দশ সহস্র হইতে আরম্ভ করিয়া, অযুত,
প্রযুত, নিযুত এবং নিযুতদ্বয় বিংশতি লক্ষ ধেনু দান করিলেন। সূবর্ণমণ্ডিতশৃঙ্গ-
সমবেতও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সহিত বিংশতি লক্ষ ধেনু দান করিয়া অত্বে দান করিবার
জ্ঞতাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ হয় নাই। তিনি দশ দশ দ্রোণ * দ্বারা সাতটা
তিলপর্কত নিষ্কাশন করিয়া দান করিলেন। বাক্ষগগণ সেই সকল তিলপর্কতের

* ৪ কর্ণে ১ পল, ৪ পলে বা তালে = ১ প্রকুঞ্চক, ৪ প্রকুঞ্চকে ১ সৃষ্টি, ৪ সৃষ্টিতে ১ কুড়ব,
৪ কুড়বে ১ প্রস্থ, ৪ প্রস্থে ১ আড়ক, ৮ আড়কে ১ দ্রোণ, ২ দ্রোণে ১ সূর্ণ, ১০ সূর্ণে ১ পারী,
২ পারীতে ১ গোণী বা ভার; ৪ভারে ১ বাহ।

তত্র যে বিদিতবেদাভিপ্রায়া বিপ্রা নিজনিজবিদ্যাতিশায়কাঃ
সূত-মাগধ-বন্দী-কৃশাশ্বি-গায়কাঃ স্বচ্ছন্দনানাশব্দবাদকা বাদকাশ্চ
তে সর্বেষাপি তস্মিন্ পর্বণি সঙ্গিনঃ সন্তঃ স্তম্ভলমেব শব্দায়-
মানাঃ * পৃথক্তায়ামপ্যপৃথক্তিস্থনা ইব বিশ্বং বিস্মায়য়ন্তি স্ম ।
যাবদেবং বৃত্তং বৃত্তং তাবদ্রজস্থলমপি হৃষ্টমিব দৃষ্টং কিমুত
ব্রজস্থাঃ । যতঃ সংস্কৃতয়া বিক্ষেপশূন্যমিব সংস্কৃততয়া স্নিগ্ধ-

তদানীং শ্রীনন্দোৎসবে যো মহামহোৎসবো জ্ঞাতস্তঃ বর্ণয়িতুং প্রসঙ্গমুখাপর্যন্ত তত্র যে
ইত্যাদিগদোন । কৃশাশ্বীতি । কৃশাশ্বিনো নটবিশেষাঃ । শেলালিনস্ত শেলুযা জায়াজীবাঃ কৃশাধিনঃ
ভরগা ইত্যপি নটান্চারণান্ত কুলীলবাঃ । ইত্যমরঃ । অপৃথঙ্গনিবন। একবক্তৃৎ প্রতীয়মানাঃ ।
বৃত্তং ভূতং ।

আবরণসাধন রত্ন ও স্তবর্ণরাশিকে সেই সকল তিলপর্কত হইতেও অধিক ভার
বিবেচনা করিয়াছিলেন । ব্রজরাজ দক্ষিণাদির উপযুক্ত সেই সকল ব্রাহ্মণদিগকে
যে দক্ষিণা দিয়াছিলেন, সেই দক্ষিণা অক্ষয় হইলেও তদদর্শনে অত্যাশ্রিত ব্যক্তিগণের
নেত্রসমূহ আশ্চর্য্যভাব ধারণ করিয়াছিল । তৎকালে অসংখ্য অসংখ্য বৃদ্ধব্রাহ্মণ-
গণের কোন পরিচয় হয় নাই সত্য, কিন্তু ঐ বিষয়ে কেবল তাঁহাদের ব্রহ্মভেজ্যই
পরিচয় প্রদান করিয়াছিল ॥ ৩০ ॥

তথায় যে সকল ব্রাহ্মণ বেদের তাৎপর্য্য জানিয়া নিজ নিজ বিদ্যার আতিশয়া
লাভ করিয়াছিলেন, সেই সকল ব্রাহ্মণ, তথা সূত, মাগধ, স্তবপাঠক, কৃশাশ্বী
গায়ক এবং স্বচ্ছন্দে নানাবিধ শব্দকারী (হর্ব্বোলা) বাদকগণ, এই সমস্ত লোকহ
সেই মহোৎসবে মিলিত হইয়াছিল, এবং তাহারা যে স্তম্ভল শব্দ করিল সেই শব্দ
পৃথক্ভাবে বাদিত হইলেও বোধ হইল যেন সকলের শব্দ একত্র মিলিত হইয়াছে
অর্থাৎ পৃথক্ শব্দও যেন একজনের শব্দ বলিয়া বোধ হইল । এইরূপ শব্দদ্বারা
তাঁহারা বিশ্বকে বিস্ময়াবিত করিলেন । যখন এইরূপ ঘটনা হইল, তখন ব্রজবাদী

* শব্দায়মানা ইত্যনন্তরং “দেবানুকূলোন তো মূল্যেহপি মিথঃ সমর্থিতত্বয়রাগভালাগা
তবস্তঃ” ইতি পাঠান্তরং গৌরপুস্তকে ।

† নিজপত্নীদ্বারা নৃত্য গীতাদি করাইয়া বাহারা জীবিকা নির্বাহ করে, এরূপ শ্রেণীর নটকে
“কৃশাশ্বী” কহে ।

মিব, চলচিত্রধ্বজাদিতয়া নৃত্যদিব চাসীৎ । তত্র চ যদা
গৌরমবৎসানামপি স্বভাবত এব ভবতঃ সানুরাগস্নেহস্য তৈল-
বিদ্রাবিত-হরিদ্রা-সমস্তি-ব্যাজাদ্বহিরপি ব্যক্তিরাসীৎ, হর্ষ-
বৈচিত্র্যস্য চ বিচিত্রধাতু-বর্হ-স্রক্-কাঞ্চনমালা-ব্যাজাৎ, তদা
কিমুত গোপানাং তে হৃদ্যাপি যশসা বিদ্যমানা গোপৃথিব্যাঃ
পাতার ইতীব তথোচ্যন্তে । যে খলু ব্যঞ্জিতরসভাবতয়া বিধ্বতা-
লঙ্কারতয়া চ স্ববর্ণনকাব্যগ্রন্থৈরভেদমার্থীযুঃ । উল্লাসবিধ্বতনানা-
মগনিময়বলিপাণিতয়া প্রেমগি স্বেষাং বীরতাপ্য ব্যঞ্জয়ামাসুঃ । যদা
চৈবং গোপাস্তদা পুনরতীব জীবনায়মান-গোকুলকুলেশ্বরী গুণগণ
দিক্ক্ষম্নিদ্ধহৃদয়া গোপবরবর্ণিণ্যঃ কিয়দা বর্ণনীয়াঃ ॥ ৩১ ॥

সমস্তি-ব্যাজাৎ সম্যক্ ব্রক্ষণচ্ছলাৎ । অভেদঃ কাব্যগ্রন্থে তৎসদাঙ্গিনাৎ । বলিপাণিতয়া
উপহারদ্রব্যহস্ততয়া । বীরতাপ্য প্রেমবিষয়ে শূরতাঃ । শীঘ্রে সুগোপসদাক্ষী গ্রীষ্মে চ সুপশীতলা ।
ভবভূক্তা চ যা নারী সা ভবেদ্বরবর্ণিনী ॥ ৩১ ॥

লোকদিগের কথা আর কি বলিব ? সামান্যাকারে বা মায়িক জ্ঞানে অচেতন বলিয়া
যে দেখাত, সেই অচেতন ব্রজভূমিও দৃষ্টের দ্বারা হইয়া উঠিল । কারণ সকলের
সমাগম হওয়াতে ব্রজভূমি যেন বিচ্ছেদশূন্য (যনসন্নিবিষ্ট) হইয়াছিল । সম্যক্-
রূপে জলসিক্ত হওয়াতে যেন স্নিগ্ধ হইয়াছিল এবং চঞ্চল ও বিবিধ পতাকাদি
থাকাতে যেন নৃত্য করিতেছিল । তথায় যখন গো, ঘৃষ এবং বৎসগণের মনে
সভাবতই অনুরাগপূর্ণ স্নেহ বিद्यমান থাকিলেও তৈলাক্ত হরিদ্রাব্রক্ষণচ্ছলে সেই
স্নেহ যেন বাহিরেও প্রকাশ পাইল এবং বিচিত্র ধাতু, ময়ূরপুচ্ছ, স্রক্ এবং সুবর্ণ-
মালাচ্ছলে, বিচিত্র হর্ষও যেন বাহিরে প্রকাশ পাইতে লাগিল । পশুগণও যখন
এইরূপ হইল তখন গোপদিগের কথা আর কি বলিব ? কারণ তাহারা অত্যাধি
যশস্বী হইয়া—“গোঃ অথাং পৃথিবীর অথবা গোকুপা পৃথিবীর যেন রক্ষাকর্তা
বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন, তাহারা রস, ভাব ব্যঞ্জিত করিয়া ও অলঙ্কার ধারণ
করিয়া রস, ভাব এবং অলঙ্কারাদিপূর্ণ কাব্যগ্রন্থের সহিত অভেদভাব লাভ

যাঃ খলু পূর্বং তদপত্যসম্পত্ত্যভাবান্নির্ব্বেদবেদনয়া ত্যক্ত-
প্রায়পরিষ্কারাঃ সম্প্রতি তু কিঞ্চিচ্ছ্রবণপ্রবণতদপত্যশ্রবণমাত্রেন
বিধৃত-বিবিধ-সুখবিকারাস্তৎপৰ্ব্বরঞ্জনার্থং বিলম্বনীয়ামপি পরি-
পরিষ্কৃতিমুরীকৃত্য নৃত্যন্ত্য ইব তৎপুরীং প্রতি চলিতাঃ । যাশ্চ
ব্যঞ্জিজিষত মঙ্গলসঙ্গতয়া স্নেহময়কামনাপরিণামতয়া চ স্বয়মেব
মহামণিময়োপায়নপাণয়ো বভূবুঃ । যাসামানন্দাদনুদেব শোভা-
বৈভবমাবির্ভবতি স্ম ॥ ৩২ ॥

অধুনা তাদাং গোপমহিলানাং তদ্রাগতিং বর্ণয়তি যা ইত্যাদিগদ্যোন । ত্যক্তপ্রায়পরি-
ষ্কারাঃ ত্যক্তপ্রায় ভূষণাদয়ো যাভিস্তাঃ । কিঞ্চিদতি । কিঞ্চিৎ কর্ণবিভাগস্তেন যন্তদপত্য
শ্রবণং তন্মাত্রেন বিলম্বনীয়ং বিলম্ব্যতে অন্যয়া তাঃ । ব্যঞ্জিজিষত মঙ্গলসঙ্গতয়া বিশেষেণ
গমনেচ্ছামিলিতমঙ্গলসঙ্গতয়া ॥ ৩২ ॥

করিয়াছিলেন এবং উল্লাসের সহিত নিজ নিজ হস্তে নানাবিধ মণিময় উপকরণ
ধারণ করিয়া প্রেমবিষয়ে নিজ নিজ বীরত্বও প্রকটিত করিয়াছিলেন । যখন গোপ-
গণের এইরূপ মহিমা, তখন সর্বজীবন নন্দনন্দনের জননী বলিয়া গোকুলকুলের
সম্যকজীবনধরুপিণী গোকুলেশ্বরী যে কিরূপ এবং গুণরাশি দ্বারা যাহাদের স্নেহপূর্ণ
হৃদয় লিপ্ত হইয়াছে, সেই সকল প্রধান গোপাঙ্গনাও শ্রীকৃষ্ণের জন্মজনিত আনন্দ-
বশতঃ যে কিরূপ হইয়াছিলেন তাহাই এ কিরূপে বর্ণনা করা যাইবে ? ॥ ৩১ ॥

যে গোপীগণ পূর্বে শ্রীযশোদার অপত্য-সম্পত্তির অভাববশতঃ অনাথ্য অন্ত-
ত্ব করত প্রায় অলঙ্কারাদি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । যাহার কথা শুনিবার জন্ত
ঐহাদিগের কর্ণ এতদিন একাগ্র হইয়াছিল, সম্প্রতি তদীয় অপত্য জন্মবার্তা
ঐহাদিগের কর্ণগোচর হইবামাত্র বহুবিধ সুখবিকার (আনন্দজনিত দৈহিকভাব)
ধারণ করিলেন এবং সেই প্রজ্ঞাৎসব ব্যঞ্জিত করিবার নিমিত্ত বিলম্বে ধারণযোগ্য
হইলেও সেই অলঙ্কার স্নিকার করিয়া যেন নৃত্য করিতে করিতে সেই নন্দপুরীর
উদ্দেশে গমন করিলেন । মঙ্গলের সহিত মঙ্গল প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিয়া এবং
স্নেহকামনা করাই যাহাদিগের পরিণাম ঐহারা নিজেই মহামণিময় উপঢৌকন
হস্তে গ্রহণ করিলেন । ঐহাদিগের আনন্দবশতঃ যেন অজ্ঞ কোন এক শোভা-
বৈভব আবির্ভূত হইয়াছিল ॥ ৩২ ॥

তথাহি ।

জিতকুকুমমুরু রুরুচে, মুখশশিনাং রোচিরেতাসাং ।

সমুদিতমুদিতং পৰ্বণি, স্নতজনুষঃ শ্রীযশোদায়াঃ ॥ ৩৩ ॥

তত্র চ গায়ন্তি—

অজনি যশোদা নিশি স্নতসারং । ইতি মহিলালিরিতা তদ-
গারং ॥ ৬৫ ॥

সম্ভ্রমবিরচিতবহুবিশেষং, পথি মাণ্যচ্যবপরিভদেশং ।

চলমণিকুণ্ডলবলিতকপোলং, অপরিকলিতগলদংশনিচোলং ॥

উচ্ছলিতচ্ছবি-চপলাহারং, চিত্রবসনবসরসনারাবং ।

* অপরম্পরগতিবিজিতান্মোহং, সগণা ব্যহসীদিহ চান্মোহং ॥

ইতি ॥ ৩৪ ॥

তাসাং শোভাবৈভবং বর্ণয়তি জিহেতাদিপদোন । সমুদিতমুদিতং । সমাক্ উদিতং
মুদিতং হমো যদ তদ্বর্ণা স্তাং ॥ ৩৩ ॥

তত্রোৎসবে গীতং বর্ণয়তি অজনীতাদি । ইতা প্রাপ্তা । মাণ্যচ্যবপরিভদেশং মাণ্যক্র-
ণন পরিভো দেশো যত্র তদ্বর্ণা স্তাং । অপরীতি । ন পরিকলিতো বৃষ্টো গলন অংশাৎ
পক্ষাৎ নিচোল উত্তরীয়বসনং যত্র তদ্বর্ণা স্তাং । চিত্রেতি । চিত্রং বসনং তত্র বসঃ স্থিতঃ রসনারাবঃ
কুদ্ব্যস্তিকশব্দো যত্র তৎ । সগণেতি পরিকরনহিতা হসিতবতী ॥ ৩৪ ॥

দেখ এই সকল গোপীমণ্ডলীর মুখশশির পভা কুকুমকে জয় করিয়া অত্যন্ত
শোভা পাইতে লাগিল । শ্রীমতী যশোদার পুত্র-জন্মের উৎসবে সমগ্ররূপে হর্ষ
উদিত হইল ॥ ৩৩ ॥

সেই স্থানে সকলে গান করিতে লাগিলেন যথা—রাত্রিকালে যশোদার একটা
উৎকৃষ্ট পুত্র জন্মিয়াছে এই কারণে মহিলাগণ তাঁহার গৃহে গমন করিলেন ॥ ৬৫ ॥

যাইবার সময় তাঁহারা সম্মুখে (দ্বারায়) বহুবিধ বেশভূষা করিয়াছিলেন ।
গমনবেগে পথিমধ্যে তাঁহাদিগের মালাচ্যুতিদ্বারা পথপ্রদেś সকল পরিপূর্ণ হইয়া-

* অপরেত্যারভ্য চরণদ্বয়ং গৌরানন্দবৃন্দাবনপুত্তকেষু নাস্তি ।

কিঞ্চ—

ব্রজঃ প্রকটতাং যাতস্তত্র কৃষ্ণশ্চ সঙ্গতঃ ।

ইত্যবাদ্যন্ত বাদ্যানি বাদ্যাধিষ্ঠাতৃদৈবতৈঃ ।

তস্মাদানন্দসন্দোহাদুপনন্দপুরঃসরাঃ ।

গম্ভীরাস্তেহপি চা গীরা বিজহ্নুর্নৃতুর্জগুঃ ॥ ৩৫ ॥

তদা তত্রাগতা যোষাস্তং সদাশীর্ভিরভকং ।

* বর্ণয়িত্বাভিষিঞ্চন্ত্যঃ স্বজনানিদমুজ্জগুঃ ॥ ৩৬ ॥

তত্রাশ্রদাশ্চর্য্যং বর্ণয়তি এজ ইত্যাদি পদ্যদ্বয়েন ॥ ৩৫ ॥

ততে মহিলানাশ্রয়ানাং প্রমোদকৃত্যং বর্ণয়তি তদেত্যাदिপদেন ॥ ৩৬ ॥

ছিল। চঞ্চল মণিকুণ্ডলে গণ্ডস্থল শোভা পাইতে লাগিল। স্কন্ধ হইতে উত্তরীয় বস্ত্র যে খসিয়া পড়িয়াছিল, তাহাও জানিতে পারেন নাই। দেহপ্রভা এইরূপ উজ্জলিত হইয়াছিল যে তাহাতে সকলে বোধ করিয়াছিলেন যেন বৈদ্যুতিক হার শোভা পাইতেছে। বিচিত্র বসনে সংযুক্ত হইয়া ক্ষুদ্রঘটিকা সকল শব্দিত হইয়াছিল। পরম্পরের গমনে পরম্পর জিত হইতে পারেন নাই, কেবল এই স্থানে পরিজনবর্গের সহিত মহিলাগণ পরম্পরে হাস্য করিয়াছিলেন ॥ ৩৪ ॥

অপিচ। ব্রজভূমি প্রকটিত হইল এবং তথায় শ্রীকৃষ্ণও মিলিত হইলেন। এইরূপ শব্দ করিয়া বাস্তব অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ বাস্তবস্থ সকল বাজাইতে লাগিলেন। তাদৃশ আনন্দরাশি উৎপন্ন হওয়াতে উপনন্দ প্রভৃতি সেই সকল গোপগণ গম্ভীর প্রকৃতি হইলেও চঞ্চলের মত বিহার, নৃত্য ও গান করিতেছিলেন ॥ ৩৫ ॥

তৎকালে রমণীগণ তথায় আসিয়া সেই বালককে উপযুক্ত আশীর্বাদদ্বারা অভিনন্দন করিলেন এবং স্বজনসকলকে দৃষ্টাদি দ্বারা অভিষেচন করত এই বলিয়া গান করিতে লাগিলেন— ॥ ৩৬ ॥

পাহি চিরং ব্রজরাজকুমার ! অস্মানত্র শিশো স্ককুমার ॥ ধ্রু ॥
 দ্রুততরবৃদ্ধিসমৃদ্ধিগতেন, শং ভবতাস্তবতাভিমতেন ।
 স্পৃহয়ামস্তে হসিতমুখায়, অঙ্গণ-সঙ্গত-রিস্ক-সুখায় ॥
 গোবালাবলিলুমালম্বি, চলনং তব বলতামবিলম্বি ।
 সহ গোশাবক-গম-রমণেন, সুখয়সি হস্ত কদা কমনেন ॥
 গোগণচারণবিহরণমশ্রু, স তু পশ্চেদ্রভাগ্যং যশ্রু ।
 দুষ্ক-কদন-দদ-সুষ্ঠু বলায়, ভবশিষ্টম্লিবিশিষ্টফলায় ॥ ৩৭ ॥

তাসাং প্রেমবিকারজাতং গীতং বর্ণয়তি পাহীত্যাদিপদ্যেন । শং ভবতাং শুভং ভুয়াং ভবতা
 হেতুনা অস্মাকং স্থং ভবতাং । অঙ্গণেতি । রিস্কং রিস্কণং করপাদদ্বয়েন চলনং । গোবাল-
 বলিলুমালম্বি—গোবৎসপ্রাণীনাং যৎ লুম পুচ্ছং তদাশ্রয় । বলতাং শোভতাং । সহেতি তাদৃশ-
 গমনরূপক্ৰীড়য়া । সুখয়সীত্যত্র কদাকর্হিভ্যাং বা, ইতি কদাযোগে ভবিষ্যতি কী । দুষ্টেভ্যাঃ
 কদনং মর্দনং দদতে তাদৃশং সুষ্ঠু বলং যশ্রু তস্মৈ ॥ ৩৭ ॥

তাহার অর্থ যথা—হে ব্রজরাজকুমার ! হে স্ককুমার শিশো ! এই বৃন্দাবনে
 তুমি আমাদের চিরকাল রক্ষা কর ॥ ধ্রু ॥

অতিলীঘ্র তোমার দেহবৃদ্ধি প্রাপ্ত হউক এবং তুমি ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হও । তুমি
 আমাদের অভিমত বস্তু, এখন তোমার দ্বারা আমাদের মঙ্গল হউক, তোমার
 হাসিমাখা মুখখানি দেখিতে আমরা সর্বদাই ইচ্ছা করিয়া থাকি এবং অঙ্গণসমা-
 গত হইয়া তোমার দুই হস্তপদ দ্বারা গমনসুখ (হামাগুড়ি) বাঞ্ছা করিতেছি ।
 গোবৎস শ্রেণীর পুচ্ছাবলম্বনপূর্ব্বক তোমার অনিলধে সর্বদা গমন হউক । আহা !
 কবে তুমি মনোহর গোশাবকদিগের সহিত কমণীয় গমনক্রীড়া করিয়া আমা-
 দিগকে সুখী করিবে । যাহার অতিশয় ভাগ্য আছে সেই ব্যক্তিই তোমার এই
 গোচাররূপ বিহার দর্শন করিতে পাইবে । তোমার যে প্রশস্ত বল ছুটিদিগকে
 মর্দন করিতে পারে, শিষ্টগণের তাদৃশ বিশিষ্ট ফলপ্রদানে তুমি সমর্থ হও ॥ ৩৭ ॥

ইতি সঙ্গীতসঙ্গিন্যো রঙ্গিন্যো মহসম্পাদি ।

পীতা-তৈলেন সিঞ্চন্ত্যঃ সিঞ্চন্ত্যঃ প্রযযুর্বাহিঃ ॥ ৩৮ ॥

তত্র চ—

দধিছুকাদিসেকেন মিথোহমো শুভ্রতাং গতাঃ ।

তরঙ্গা ইব ছুঙ্কাকেরনৃত্যন্ বরগোদুহঃ ॥ ৩৯ ॥

অথ তাস্তদবধায় তদেব গায়ন্তি স্ম । যথা—

পশ্য সখীকুল গোকুলরাজং, পুত্রোৎসবমনু খেলাভাজং ॥ ধ্রু

উদধি-প্রভ-দধি-সংপ্লু তদেশং, পরিতো ঘূর্ণিতমন্দরবেশং ।

মধ্যধটা-ফণিরাজে কৃষ্ণং, হৃদ্যসুহৃদ্বিরতীবচ হৃষ্টং ॥

তাসাং হৃষিকেশাস্তরং বর্ণয়তি ইতীতিপদ্যেন । মহসম্পাদি উৎসবসম্পত্তৌ । পীতাতৈলেন
পীতা হরিত্রা তদ্ব্যুততৈলেন ॥ ৩৮ ॥

তত্র গোপানাং প্রমোদকৃতাং বর্ণয়তি দধীতিপদ্যেন । বরগোদুহঃ শ্রেষ্ঠগোপাঃ ॥ ৩৯ ॥

তা রঙ্গিন্যাঃ । পুনর্মহিলানাং গীতং বর্ণয়তি পশ্চেত্যাদি । উদধীতি । কীরোদ ইব প্রভা যেবাং
তেদধিভিঃ সংপ্লুতো দেশো যত্র তৎ । পরিতো ঘূর্ণিতো যো মন্দরপর্কতঃ স ইব বেশো যত্র ।
মধ্যধটা এব ফণিরাজো নাস্তিকিস্তত্র কষ্টমাকৃষ্টং বন্ধমিতার্থঃ ।

এইরূপে রঙ্গিনী রমণীগণ সঙ্গীতস্থলে মগ্ন থাকিয়া এবং উৎসবসম্পত্তিতে
হরিদ্রাকৃত তৈলদ্বারা বার বার সেচন করিতে করিতে বাহিরে নির্গত হইলেন ॥ ৩৮ ॥

তথায় ঐ সমস্ত প্রধান প্রধান গোপগণ পরস্পর দধিছুকাদি সেচনে শুভ্রতা-
প্রাপ্ত হইয়া ক্ষীরসমুদ্রের তরঙ্গের আয় নৃত্য করিতেছিলেন ॥ ৩৯ ॥

অনন্তর সেই সকল গোপীগণ গোপগণের আনন্দনৃত্য অবধান করিয়া তাহাই
গান করিতে লাগিলেন. যথা—

হে সখীগণ ! গোপরাজকে দর্শন কর: ইনি পুত্রোৎসব উপলক্ষ্যে (বুদ্ধ
হইয়াও বালকের মত) খেলা করিতেছেন ॥ ধ্রু ॥

ক্ষীরসমুদ্রের আয় দধিরশিখারা দেশ পরিবাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে গোপরাজ
মন্দরপর্কতত্বলা বেশবিশিষ্ট হইয়া ঘুরিতেছেন । নন্দমহারাজের মধ্যদেশ
ধটারূপ ফণিরাজে (বাসুকিতে) বদ্ধ এবং ইনি প্রিয়তম সুহৃদগণে বেষ্টিত হইয়া

মধ্যে মধ্যে দুর্লভদানং, দদতং দধতং বিশ্বয়ভানং * ।

একং পুনরলমভবদপূর্বং, অজনি বিধুবত যদিতঃ পূর্বং ॥

ইতি ॥ ৪০ ॥

এতদপি শ্লোকয়ামাস্ত্—

নেয়ং দুষ্কবিকীর্ণিপালিরপিতু দ্রাঘারিধারাগতি-

নেয়ং স্মানবনীতপিণ্ডবিস্তৃতিমুক্তাস্ত মুক্তাস্বদাঃ ।

নেয়ং দীর্ণহরিদ্রনীরবিকৃতিঃ কিন্তু প্রীভা বিদ্যুতাং

পৰ্বৈবেদমতীব হর্ষমহসা বর্ষাবপুনির্ম্মমে ॥ ইতি ॥ ৪১ ॥

বিশ্বয়ভানং বিশ্বয়প্রকাশং । বিধুঃ কৃষ্ণঃ অথচ চন্দ্রঃ ॥ ৪০ ॥

উৎপ্রেক্ষালঙ্কারেণ ? (সাস্বরূপকগর্ত্তাপহৃত্যলঙ্কারেণ) তং মহোৎসবং বর্ণয়তি নেয়মিতি
পদ্যেন । দুষ্কবিকীর্ণিপালিঃ দুষ্কনিক্ষিপ্তশ্রেণী । মুক্তাস্বদাঃ গাঙমেধাঃ । মুক্তা নির্গতাঃ । দীর্ণৈতি ।
দীর্ণা বিক্ষিপ্তা হরিদ্রা যত্র তাদৃশস্ত নীরস্ত বিকৃতিঃ । অত্রাপহৃতিরলঙ্কার এব প্রদানং । প্রকৃত-
প্রতিষিদ্ধাশ্চস্থাপনং স্তাদপকৃতিঃ ॥ ৪১ ॥

অতিশয় হ্রষ্ট হইয়াছেন । অপর ইনি মধ্যে মধ্যে দুর্লভ বস্তু বার বার দান করত
বিশ্বয় প্রকাশ করিতেছেন । আহা ! এখানে ইহাই একটা অতিশয় আশ্চর্য
যে, ক্ষীরসমুদ্র-মন্তনের পরে প্রসিদ্ধ চন্দ্র উৎপন্ন হইয়াছিলেন কিন্তু এই কৃষ্ণচন্দ্র
ক্ষীরসমুদ্র মন্তন করিবার পূর্বেই উৎপন্ন হইলেন ॥ ৪০ ॥

এইরূপে ইহাও তাঁহারা শ্লোকনিবদ্ধ করিয়া বলিয়াছিলেন, যথা—

ইহা দুষ্ক নিক্ষেপের শ্রেণী অর্থাৎ নিক্ষিপ্ত দুষ্কধারা নহে, কিন্তু ইহা গলিত
জলধারার গতি । ইহা নবনীতের পিণ্ডবিস্তার নহে, কিন্তু ইহা মেঘমুক্ত মুক্তাফল ।
ইহা হরিদ্রাচূর্ণযুক্ত নীরবিকৃতি নহে, কিন্তু ইহা বিদ্যুৎপুঞ্জপ্রভা । যাহা হউক এত
পূর্বই অতিশয় হর্ষভরে যেন বর্ষারূপ দেহ নির্মাণ করিল ॥ ৪১ ॥

বালস্য মাতামহমেত্য মাতুলা-
 স্তদা গৃহীতাঃ করচোরকা ইব ।
 দধ্যাদিপক্ষেষু মুহূর্বিকর্ষণাৎ
 পিতৃব্যবর্গেণ বিহস্য দণ্ডিতাঃ ॥ ৪২ ॥
 শ্রীমানন্দশচ—
 মহোদারচিভ্ৰশ্চিতানেকবিত্তঃ
 সমাহুয় সর্বং গুণাজীবিকবৎ ।
 বিনা তদ্বিচারং বপুঃশক্তিসারং
 সমুৎক্ষিপ্য রত্নং দদে সাত্যবত্নং ॥ ৪৩ ॥

তত্র সপরিহাসমহোৎসবং বর্ণয়তি বালস্ত্যাদিপদ্যেন । বালস্য মাতামহমেত্যশ্রিতা
 বর্তমানা মাতুলা ইত্যর্থঃ । করচোরকা রাজপহারকাঃ ॥ ৪২ ॥

তদা শ্রীমন্মহাশ্রয় মহাদাতুতাং বর্ণয়তি মহোদারেত্যাদিপদ্যেন । খল্লং সংগ্যা বিশেষঃ ।
 খল্লং সংগ্যকান্ গুণাজীবিনঃ সমাহুয় ইত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণের পিতৃবাগণ আমাদিগকে দণ্ডিত করিলে এইরূপ শঙ্কা করিয়া, এবং
 পিতার নিকট নির্ভয়ে থাকিব এই উদ্দেশে কৃষ্ণের মাতুলগণ বালকের মাতামহের
 নিকট আগমন করিলেও রাজপ-অপহরণকারী তক্ষরদিগের স্তায় যেন তাঁহাদিগকে
 নন্দভ্রাতৃগণ আক্রমণ করিলেন । তৎপরে বালকের পিতৃবাগণ সহাস্রবদনে সেই
 সকল কৃষ্ণমাতুলদিগকে দধ্যাদির পক্ষে বারবার আকর্ষণ করিয়া দণ্ডপ্রদান
 করিলেন ॥ ৪২ ॥

মহোদারচিত শ্রীমান্ নন্দরাজও প্রচুর অর্থ সংগ্রহপূর্বক খর্বসংখ্যক বা সহস্র-
 কোটি গুণাজীবী অর্থাৎ বিভিন্ন গুণই যাহাদের জীবিকা হইয়াছে, তাদৃশ ব্যক্তি-
 দিগকে আহ্বান করিয়া এবং পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া শরীরের সামর্থ্যানুসারে
 রত্নরাশি উত্তোলনপুরঃসর অতিশয় যত্নসহকারে দান করিলেন ॥ ৪৩ ॥

কিঞ্চ—

গ্রহীতা যাচিতাশ্চত্র প্রদাতাস্ত্রীক্রিয়াযুতঃ ।

শ্রীমন্মন্দেন দানে তু তত্র জাতো বিপর্য্যয়ঃ ॥ ৪৪ ॥

অতএব—

বিনা যাদ্ভ্যাং দদানে তু সর্ব্বং ব্রজপতো তদা ।

কল্পদ্রু-চিন্তামণ্যাদ্যাস্তেহপ্যাসন্ রূপণা ইব ॥ ৪৫ ॥

তত্র চ—

অনেন প্রীয়তাং বিষ্ণুস্তেন স্তান্মৎস্রতে শিবং ।

এবং প্রসমুদ্ভূতা দানে নন্দস্য ভাবনা ॥ ৪৬ ॥

তস্মিন্ দানেতু কৌতুকং বর্ণয়তি গ্রহীতৌতি ॥ ৪৪ ॥

তত্র এজরাজস্ত মহোদারতাং বর্ণয়তি বিনেতিপদ্যেন ॥ ৪৫ ॥

তত্র চ দানে শ্রীএজরাজস্ত সঙ্কল্পং বর্ণয়তি অনেনেতিপদ্যেন । স্তাদিতি অস্বাভোরাশিবি
ভৃৎ তস্ত স্থানে তাং, তুস্তোস্তাত্ত্ব বাশিবি ইতি সূত্রায় ॥ ৪৬ ॥

অপিচ, অগ্নি দানে দেয় বস্তুর গ্রহণকর্ত্তা অর্থাৎ যাচক প্রথমে প্রার্থনা করিলে দাতা অঙ্গীকারবদ্ধ হইয়া দান করিয়া থাকেন, কিন্তু নন্দরাজের দানবিষয়ে দাতা এবং প্রতিগ্রহীতার দান ও গ্রহণবিষয়ে বৈপরীতা ঘটিয়াছিল, অর্থাৎ দাতা নন্দ বিনা প্রার্থনায় দান করিলেন, কিন্তু দেয় বস্তুর গ্রহণকর্ত্তা কেবল অঙ্গীকার অর্থাৎ স্বস্তি ক্রিয়ায়ুক্ত হইলেন ॥ ৪৭ ॥

অতএব তৎকালে ব্রজরাজ প্রার্থনাবাতীত সকলবিষয় দান করিলে, কল্পদ্রু ও চিন্তামণি প্রভৃতি যে সকল ভূরিদ বস্তু আছে, তাহারাও যেন রূপণ হইয়া উঠিয়াছিল ॥ ৪৫ ॥

সেই কার্য্যে ব্রজরাজের সহসা এইরূপ ভাবনা হইয়াছিল যে, এই দানকার্য্যে ভগবান্ নারায়ণ প্রসন্ন হউন এবং তাহাঙ্গারা আমার পুত্রের মঙ্গল হউক * ॥ ৪৬ ॥

* বস্তুতঃ ইহাই প্রকৃতপক্ষে বিষ্ণুপ্রীতিকামনায় দান অর্থাৎ নিকামভাবের দান ।

অথ সৰ্ব্বা জনতা জনিতস্নানকামা সমমমুনা যমুনায়াময়া-
মাস * ॥ ৪৭ ॥

তত্র চানন্দেন শ্রীনন্দেন সহ গলদ্বীড়াং জলক্লীড়াং সন্তত্যা
নির্ম্মলপরিমল-পরিমিলন-পূর্ব্বকং স্নানমাতত্য দিব্যবস্ত্রসংবস্ত্রণং
বিতত্য চন্দ্রচন্দনসমালস্তং প্রতত্য তত্রোটিজমধ্যমধ্যাসীনাং সিদ্ধ-
প্রতন-প্রযতনতয়া পূর্ণমানসাং পৌর্ণমাসীমনু নমনমবতত্য বন্দি-
জনজনিত-বিশ্রাব-পূরিতশ্রবসা শ্রবসা বলিতা সা পুনস্তদেব
সদনমাসাদ ॥ ৪৮ ॥

তদেবঃ মহোৎসবঃ সমাপ্য সা জনতা যথা স্নানং বিদধৌ তদ্বর্ণয়তি অথৈত্যাদিগদ্যোন । অমুনা
ব্রজরাজেন সহ । অয়ামাস জগাম ॥ ৪৭ ॥

তত্র জলক্লীড়াদিকং বিধায় সা জনতা যথা ব্রজরাজভবনং প্রাবিশস্তদ্বর্ণয়তি তত্র চেত্যাদি-
গদ্যোন । গলদ্বীড়াং লজ্জারহিতা* । নিম্নলিখিত । অতিসুগন্ধদ্রব্যপরিমিশ্রণপূৰ্ণকং দিব্যবস্ত্রাণাং
সংবস্ত্রণং পরিধানং । চন্দ্রচন্দনেতি । কপূরচন্দনাভ্যাং বিলেপনং । উটিজমধ্যং যমুনানিকটে ।
সিদ্ধেতি । সিদ্ধং যৎ প্রতনং পুরাতনং । অবতত্যা বিতত্যা । বন্দীতি । বন্দিজনজনিতেন
বিগ্রাণেণ প্রবিখ্যাতি পূরিতঃ শ্রবঃ কর্ণৌ যেন তেন শ্রবসা যশসা । বিগ্রাবস্ত্র প্রতিখ্যাতি
বিত্যমরঃ । বলিতা যুক্তা । সা জনতা ॥ ৪৮ ॥

নন্দোৎসবের অবসান হইলে সমস্ত লোক স্নানকামনা করিয়া ব্রজরাজের
সহিত যমুনার গমন করিলেন ॥ ৪৭ ॥

তথায় আনন্দের সহিত শ্রীমান্ নন্দের সঙ্গে সেই সকল জন নির্লজ্জভাবে
জলকেলি করিলেন । পরে নির্ম্মল পরিমল মিশ্রণপূর্ব্বক অর্থাৎ সুগন্ধি তৈল মর্দন
করিয়া স্নানকার্য্য সম্পাদনান্তর দিব্যবস্ত্র পরিধান এবং কপূর চন্দনের বিলেপন
ধারণ করিলেন । তথায় পর্ণশালার মধ্যে পূর্ব্বসঙ্কল্পিত চেষ্টা সফল হওয়াতে
পৌর্ণমাসী পূর্ণহৃদয়ে আসীনা ছিলেন, সেই যশস্বী জনসকল তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক
বন্দিগণের স্তুতিপ্রতিপূর্ণ যশোগান শ্রবণে কর্ণযুগল পরিপূর্ণ করিয়া পুনর্বার সেই
রাজভবনেই আগমন করিলেন ॥ ৪৮ ॥

ততঃ শ্রীমান্ ব্রজশ্চ রাজা রুচিদানানি রচয়ন্ বন্ধুবৃন্দসিঙ্খুং
পূরয়ামাস ॥ ৪৯ ॥

অথ তস্মিন্নানন্দগীর্ষি প্রতিদীর্ষি রোহিণ্যা শ্রদ্ধাযন্ত্রিততয়া
নিমন্ত্রিতাঃ কৃতঘ্নতপক্কেমনাঃ সর্ব্ব এব পর্ব্বলক্ষ্ম্যা পূরিতা-
শ্চন্দ্রা ইব স্বস্বমন্দিরমবিন্দন্ত ॥ ৫০ ॥

বিদিত্বা চ তদানন্দং প্রতিকৃতপ্রতিজাগরাং জাগরামেব
নৃত্যগীতাদিধন্যায়াং রজন্যামভজন্ত ॥ ৫১ ॥

শ্রীরোহিণ্যা হরিজনিস্থং শক্যতে কেন বক্তুং
যস্মাদ্বেষং বিবিধমদধাত্ত্বতঃ প্রোষিতাপি ।

তদেবং মহোৎসবে সম্পন্নো রাজরাজো ঘটকার তদ্বর্ণয়তি তৎ ইত্যাদিগদ্যোন । রুচিদানানি
কচিত্তকরদানানি ॥ ৪৯ ॥

ততঃ সপ্তেষাং স্বপ্নগৃহে আগমনং বর্ণয়তি অশেষত্যাদিগদ্যোন । আনন্দগীর্ষি আনন্দেন
গীর্ষি পুস্তে প্রতিদীর্ষি প্রশস্তদানে । প্রতি+দা+ভাবে কনিপু, সপ্তমৈকবচনং । প্রতিশব্দঃ
প্রশস্তিপদঃ । কুতেতি । কৃতপক্কেমনমাহারো যেষাং তে । চন্দ্রাঃ কলাভিরিব ॥ ৫০ ॥

দিন ইব রাত্তৌ উৎসবোহভূদতি বর্ণয়তি বিদেহেতিগদ্যোন । কৃতপ্রতিজাগরাং জাগরণঃ
প্রতি কৃতাবেক্ষণাঃ । অবেক্ষা প্রতিজাগর ইত্যমরঃ ॥ ৫১ ॥

অথন্য শ্রীকৃষ্ণজন্মনা শ্রীরোহিণ্যা প্রোষিতভক্তকাষ্মো বিম্বুত ইতি বর্ণয়তি শ্রীরোহিণ্যোক্ত-
পদ্যোন । বেষং প্রোষিতভক্তকাষ্মা হান্তবেষাদিনিষেধাদপি ।

তদনন্তর বজ্রের রাজা অর্গাৎ চন্দ্রবৎ আফ্লাদজনক নন্দরাজ রুচিজনক
মানকার্য্য সম্পাদন করিয়া বন্ধুসমূহরূপ সমুদ্রকে পরিপূর্ণ করিলেন ॥ ৪৯ ॥

অনন্তর সেই সকল প্রশস্ত দানকাণ্ড মহানন্দে সম্পন্ন ও সম্পূর্ণ হইল । রাম-
জননী রোহিণী সমাদরপূর্ব্বক যে সকল লোকদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন,
গাহারা সকলেই কৃতপক্কে নানা সামগ্রী আহার করিয়া উৎসবসম্পত্তিদ্বারা, পক্ষান্তরে
পূর্ণিমার ঐশ্বর্য্যে চন্দ্রসমূহের তায় নিজ নিজ গৃহ প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৫০ ॥

তৎকালে সকলেই আনন্দলাভ এবং আতাবেক্ষণ করিয়া নৃত্যগীতাদিপূর্ণ
রজনীতে কেবল জাগরণ করিয়াছিলেন ॥ ৫১ ॥

শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিলে শ্রীরোহিণীর যে কি প্রকার স্থখ উৎপন্ন হইয়াছিল

চিত্রং চিত্রং স্কৃতবরিমা দৃশ্যতাং, বিশ্ববন্দ্যঃ-

শ্রীমানন্দোহপ্যমনুত নিজং ভাগ্যমায়াতিমস্তাঃ ॥ ৫২ ॥

অথ সৌহৃৎ রত্নাকরোহপি ব্রজস্তং হরোরবির্ভাবমারভ্যাহ-
রহবিরহ-রহিত-তদ্বিরণাদ্বিষ্ণুসমৃদ্ধিঃ কামপি চমৎকারিতাং
বিতেনে । * গোপসমবায়াৎ ক্রমাদাবিভূতানাং প্রভূতানাং
পরমাণাং রমাণাং রমণধামতয়া তু কিমুত ॥ ৫৩ ॥

আয়াতিমাগমনং ॥ ৫২ ॥

শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাবেন এজন্ত সঙ্গসমৃদ্ধিমন্তং বর্ণয়তি অণেতিগদ্যোন । প্রভূতানাং প্রচুরাণাং ॥ ৫৩ ॥

তাহা কে বলিতে সমর্থ হইবে? যেহেতু তিনি গোষিতভর্তৃকা + হইয়াও
ঐ মহোৎসবে বহুবিধ বেষ রচনা করিয়াছিলেন । আশ্চর্য্য ! আশ্চর্য্য ! সকলেই
ইহার পুণ্যমহিমা দর্শন করুন, বিশ্বপুজ্য শ্রীমান্ নন্দমহারাজও নিজগৃহে
রোহিণীর যে আগমনকে আপনার ভাগা বলিয়া মানিয়াছিলেন ॥ ৫২ ॥

অনন্তর সমস্তরত্নের আকর অর্থাৎ সমুদ্রতুলা সেই ব্রজভূমি শ্রীকৃষ্ণের
আবির্ভাব-দিনকে আরম্ভ করিয়! প্রতিদিন অবিচ্ছেদে শ্রীকৃষ্ণের বিহারবশতঃ
প্রচুর ঐশ্বর্য্য লাভ এবং কোন এক অপূর্ব চমৎকার ভাব বিস্তার করিল ।
ক্রমান্বয়ে যে সকল বহুসংখ্যক উৎকৃষ্ট রমণী গোপগণের ঔরসে আবির্ভূত হইলেন,
অধিক কি বলিব ঐ ব্রজভূমি সেই সকল রমণীকুপিণী লক্ষ্মীগণের আশ্রয়স্বরূপ
হইয়া উঠিল ॥ ৫৩ ॥

* গোপসমবায়াৎ ইতি, প্রভূতানামিত্যত্র প্রশদৃশ বৃন্দাবনপুণ্ডকে নাস্তি ।

+ বাহার পতি দূরদেশে অবস্থিত সেই নারীকে গোষিতভর্তৃকা কহে । তাহার পক্ষে
বেশভূষা ধারণ হস্ত ও যাত্রাদিতে যোগদান সঙ্গা নিষিদ্ধ । শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসবে রোহিণী
দেবী সেই চিরপ্রথাও ভুলিয়া গেলেন ।

অথ মধুকণ্ঠেন চিস্তয়াঞ্চক্রে । আং শ্রীমদ্ভাগবতসম্বাদশচাত্র
সম্ভবতি—

“তত আরভ্য নন্দস্য ব্রজঃ সর্বসমৃদ্ধিমান্ ।

হরেনিবাসাত্মগুণৈরমাক্রীড়মভূন্ প ॥” ইতি ॥ ৫৪ ॥

ম্লিঙ্ককণ্ঠস্ত বিভাব্য পুনরাহ স্ম । অহো মহোৎসাহস্বভা-
বতাদিভির্বিরাজমানতা শ্রীমদ্রজরাজস্য । যতঃ—

তাবন্মানং বিতরণমহো সম্পদস্তাঃ কিয়ত্য-

স্তাবৎসম্ভাং মহসি রচনং ভূত্যবর্গাঃ কিয়ন্তঃ ।

তাবৎপ্রান্তং জনসমবনং কত্যগ্ণাবধানা-

শ্বেবং সর্বং ব্রজনরপতেঃ কো নু শক্তো বিবেক্তুং ॥

ইতি ॥ ৫৫ ॥

এজন্ত তথাভাবে শ্রীভাগবতীয়পদ্যং প্রমাণত্বেন মধুকণ্ঠে যথা চিস্তিতবান্ তদ্বর্ণয়তি অথৈ-
ত্যাদিগদোন ॥ ৫৪ ॥

অধুনা শ্রী রজরাজস্য রাজ্যস্থপপরাকাষ্ঠং ম্লিঙ্ককণ্ঠবাকোন বর্ণয়তি অহো ইত্যাদিপদোন ।
তাবন্মানং অপরিমিতং দানং । তাবৎপ্রান্তং নিঃসীমং । জনসমবনং জনসংরক্ষণং ॥ ৫৫ ॥

অনন্তর মধুকণ্ঠ চিস্তা করিতে লাগিলেন, হাঁ স্মরণ হইল ।

এ বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতের সম্বাদ অর্থাৎ ১০ম স্কন্ধের ৫ম অধ্যায়ে ১১ শ্লোক
সম্ভবপর হইতেছে । যথা—

হে রাজন্ ! ঐ সময় হইতে গোপরাজ নন্দের ব্রজপুরী সমস্তসমৃদ্ধিসম্পন্ন
হইয়াছিল, অধিকন্তু ঐ পুরী ভগবান্ হরির নিবাসস্থান হওয়াতে নিজগুণে মহালক্ষ্মী
রমাদেবীর বিহারভূমি হইয়া উঠিল ॥ ৫৪ ॥

ম্লিঙ্ককণ্ঠও চিস্তাপূর্বক পুনর্বার কহিলেন. আহা ! শ্রীমান্ ব্রজরাজ কেমন
শাভাবিক মহোৎসাহ প্রভৃতি গুণসমূহদ্বারা বিরাজমান আছেন ? কারণ অসংখ্য
দান, সেই সকল অসংখ্য সম্পত্তি, উৎসবকার্যো অসংখ্য রচনা, সীমাতীত ভূত্যবর্গ,

সমাপয়ংশেচাবাচ—

ঐদৃশস্তনয়ো জাতস্তব গোষ্ঠক্ষিতীশ ! যঃ ।

লক্ষ্মীলক্ষ্যনিতং কুব্বন্ গোষ্ঠং নিম্নে বিলক্ষতাং ॥ ৫৬ ॥

তদেতদ্বৃত্তে চ বৃত্তে পূর্বদিনবদখিলা এব নিজনিজালয়-
মাসাদিতবন্তঃ শ্রীগোকুলযুবরাজশ্চ গবাং কুলমিতি ॥ ৫৭ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীগোপালচম্পূমনু শ্রীমন্নন্দনন্দনপর্ব নাম
চতুর্থং পূরণং ॥ * ॥ ৪ ॥ * ॥

তাদৃশং ব্রজশ্রেষ্ঠাঃ শ্রীকৃষ্ণজয়নৈবতি বর্ণয়তি ঐদৃশ ইত্যাদিপদ্যোন । লক্ষ্মীলক্ষ্যনিতং
লক্ষ্মীঃ শোভা সম্পত্তির্বা । লক্ষ্মমত্ৰাপরিমিতবাচি ॥ ৫৬ ॥

এতৎ পূরণং সমাপয়তি তদেতদিত্যাদিগদ্যোন । বৃত্তে ভূতে । গবাং কুলং গোষ্ঠং ॥ ৫৭ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীগোপালচম্পূসংক্ষিপ্তটীকায়াং শকার্ণনোদিকায়াম্ চতুর্থং পূরণং ॥ * ॥

সেই পরিমাণ জনসকলের পালন এবং ইহঁদের অসংখ্য অবধান অর্থাৎ মনঃসংযোগ,
ব্রজরাজের এই সকল বিষয় কোন্ ব্যক্তি বলিতে সক্ষম হইবে ? অর্থাৎ তিনি
একাকী ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন ॥ ৫৫ ॥

পরে কথা সমাপ্ত করিয়া বলিলেন, হে গোষ্ঠাধিরাজ ! আপনার একরূপ পুত্র
জন্মিয়াছেন যে, যিনি গোষ্ঠকে অসজ্জা শোভা অর্থাৎ সম্পত্তিলক্ষণে সমবেত করিয়া
সমস্ত গোষ্ঠবাসি জনগণকে বিস্ময়াপন্ন করিলেন ॥ ৫৬ ॥

এইরূপ ঘটনা ঘটিলেপর পূর্বদিনের মত সকল লোকই নিজ নিজ আলায়ে
গমন এবং শ্রীগোকুলযুবরাজ গোষ্ঠে আগমন করিলেন ॥ ৫৭ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীগোপালচম্পূকাব্যে শ্রীমন্নন্দনন্দন-পর্বনামক চতুর্থ পূরণ
সম্পূর্ণ ॥ * ॥ ৪ ॥ * ॥

পঞ্চমং পুরণং ।

পূতনাবধঃ ।

অথোত্তরেদ্যুস্তথা দ্যোতমানায়াং সভায়াং কণ্ঠধ্বনিকৃতসর্বোৎ-
কণ্ঠঃ শুভংযুর্মধুকণ্ঠঃ সমাচকট । অয়ে স্নিগ্ধকণ্ঠ ! শ্রুয়তাং ॥১॥

অথ তস্মিন্নৈবাপদোমে প্রদোমে সমস্তদেবরূপ-শ্রীবসুদেব-
সদেশতঃ সন্দেশহরঃ কোহপি গোপিতাত্মা শ্রীব্রজরাজচরঃ-

পঞ্চমে পুরণে বক্যাঃ স্তনপানচ্ছলাদমৃন্ ।

পীড়া তাং হতবান্ কৃষ্ণ ইতু্যক্তং বালালীলয়া ॥ ০ ॥

অধুনা শ্রীকৃষ্ণস্তানিষচনীয়াং বালালীলাং বর্ণয়িতুং প্রসঙ্গমুত্থাপয়তি অথৈত্যাদিগদ্যেন ।
শুভংযুঃ শুভবিশিষ্টঃ ॥ ১ ॥

তত্র তদ্দিনে বক্তুর্মধুকণ্ঠস্ত বাক্যং বর্ণয়তি অথৈত্যাদিগদ্যেন । সদেশতঃ - সদেশঃ সমীপং ।
সন্দেশহরো দূতঃ ।

পঞ্চম পুরণে বালালীলায় শ্রীকৃষ্ণ স্তনপানচ্ছলে বকীর (পূতনার) ‘প্রাণ,
মপান, সমান, উদান, ব্যান,’ এই পঞ্চবিধ প্রাণবায়ুকেই পান অর্থাৎ আকর্ষণ বা
হরণ করিয়া তাহাকে যে বধ করেন, সেই লীলা বর্ণিত হইতেছে ॥ ০ ॥

অনন্তর পরদিবসে তাদৃশ শোভাশালিনী সভাতে নিজকণ্ঠধ্বনি দ্বারা সকলের
উৎকণ্ঠা দূর করিয়া মঙ্গলনিলয় মধুকণ্ঠ বলিতে লাগিলেন. অয়ে স্নিগ্ধকণ্ঠ ! শ্রবণ
কর ॥ ১ ॥

তাহার পর সেই নির্দোষ প্রদোষকালে সমস্তদেবরূপী শ্রীবসুদেবের নিকট
হইতে কোন এক বার্তাবাহক আত্মগোপন করিয়া ব্রজরাজের পাদপদ্মের পীঠ-
পাশ্ব স্থানে আগমন করিল । শ্রীমান্ ব্রজরাজ বসুদেবের পুত্রতন ভৃত্যের

রাজীবনীপৰ্য্যন্তধাম সমাজগাম । সচ শ্রীমতা তেন তদীয়-
প্রভু-সেবকরত্নতয়া পরিচিতিযুক্তঃ পৰ্য্যনুযুক্তকুশলততিনর্মঃ
সমাচরন্নুবাচ ॥ ২ ॥

রক্ষাংসি সর্বং ভক্ষয়িতুং জীবতি ভৃশং নৃশংসে কংসে
কিমিব নিরক্ষুশং কুশলং ? তচ্চ মম বেশেনৈব বিতৰ্ক্যতাং, যদ-
স্মাকং তরণ্যা তরণং তরণৌ চ সতি কুত্ৰাপি প্রস্থানং ন সম্ভব-
তীতি বাহুভ্যামেব সন্তরণাত্তীর্ণতরণিজঃ সার্দ্রবস্ত্রঃ প্রদোমে
সমাগতোহস্মি ॥ ৩ ॥

ব্রজরাজস্ত রক্ষং হসমাহ । বিশেষশ্চেৎ কথ্যতাং ॥

ধাম স্থানং । শ্রীমতা এজরাজেন । তদীয়প্রভৃতি । বহুদেবীয়পুরাতনসেবকগ্রেষ্ঠতয়া ।
পৰ্য্যনুযুক্তকুশলততিঃ—পৰ্য্যনুযুক্তকং জিজ্ঞাসিতং । প্রমোহনুযোগঃ পৃচ্ছা চেত্যমরঃ ॥ ২ ॥

তত্র দূতবাক্যং বর্ণয়তি রক্ষাংসীত্যাদিগদ্যোন । রক্ষাংসীতি প্রযোজ্যকল্পপদং । বেশেনৈব
ছিন্নমলিনবস্ত্রাদিন । তরণৌ সযো । তীর্ণতরণিজঃ—তীর্ণা উত্তীর্ণা তরণিজা যমুনা যেন সঃ ॥ ৩ ॥

অথ এজরাজদূতযোক্তিপত্নাত্তী বর্ণয়তি এজরাজস্তিত্যাদিনা ।

মধ্যে তাহাকে শ্রেষ্ঠ ভাবিয়া এবং তাহার সহিত পরিচয় থাকাতে কুশলপ্রশ্ন-
সকল জিজ্ঞাসা করিলে, সেই দূত নমস্কার করিয়া বলিতে লাগিল—॥ ২ ॥

রাক্ষসগণ দ্বারা সকলকে ভোজন করাইবার নিমিত্ত নৃশংস কংস যখন
জীবিত, তখন কিরূপে আর নির্বাধ মঙ্গল ঘটতে পারে ? তাহা আপনি আমার
ছিন্ন ও মলিন বস্ত্রাদি দেখিয়াই অত্মান করুন । কারণ আমাদের নৌকা-
যোগে উত্তীর্ণ হওয়া এবং সূর্যাস্তের (দিবাভাগে) কুত্ৰাপি প্রস্থান করিবার
সম্ভাবনা নাই, এই কারণে নিজে দুই বাহুর সাহায্যে সন্তরণ করিয়া এই সূর্যাতনয়া
যমুনানদী উত্তীর্ণ হইয়াছি, আমার পরিধেয় বস্ত্র সার্দ্র রহিয়াছে এবং আমি এই
সন্ধ্যাকালে আসিয়া উপস্থিত হইলাম ॥ ৩ ॥

ব্রজরাজ রক্ষভাবে হস্ত করিয়া কহিলেন, যদি কিছু বিশেষ থাকে বল ?

দূত উবাচ । কিমধিকয়া বৈবধিকতয়া সাম্প্রতমস্মাক-
মজীবনিরেব জীবাভুবল্লী । যয়া নিজাধীশং তাদৃশতদধীনং ন
পশ্যামঃ ।

ব্রজরাজ উবাচ । সম্প্রতি তং প্রতি কিমপি বিশেষবৃত্তং
বৃত্তমস্তি ?

দূত উবাচ । অথ কিং । যতএব তদীয়চরণহিতং প্রহিত-
স্তেনাহময়মস্মি ?

ব্রজরাজ উবাচ । কিং তৎ ?

দূত উবাচ । আনন্তর্য্যেণ পর্য্যবসিতায়া নিশায়া নিশীথে
শ্রীমদীশস্ত তস্মিন্ কারাগার এব শ্রীদেবকীদেবীতঃ কাচিৎ
কথা জাতা ।

বৈবধিকতয়া বার্তাবহতয়া । বার্তাগ্রহে বৈবধিক ইত্যমরঃ । অসৌবনিঃ জীবনাভাবঃ ।
জীবাভুবল্লী জীবনৌষধলতা । তদধীনং কংসাধীনং । বৃত্তং কৃত্যচরণং । শ্রীমদীশস্ত
শ্রীবহুদেবস্ত ।

দূত বলিল ; অধিক দোতাকার্য্যের প্রয়োজন নাই, সম্প্রতি আমাদের
জীবনলতার জীবননাশের সম্ভাবনা । এক্ষণে একরূপ প্রাণসঙ্কট উপস্থিত যে,
নিজ প্রভুকে তাদৃশ সহায়সম্পন্ন বলিয়াও দেখিতেছি না, তাঁহার অধীন ব্যক্তি-
গণও কংসের অধীন হইয়াছে ।

ব্রজরাজ কহিলেন, সম্প্রতি তাঁহার প্রতি কোন বিশেষ ঘটনা ঘটিয়াছে কি ?

দূত কহিল আজ্ঞা হাঁ ? বিশেষ ঘটনা ঘটিয়াছে বৈ কি ? এবং তাহাতেই
তিনি তদীয় চরণের হিতকর এই মাদৃশ ব্যক্তিকে দূত করিয়া পাঠাইয়াছেন ।

ব্রজরাজ কহিলেন, সে কি প্রকার ?

দূত কহিল, অনন্তর গত রাত্রির নিশীথকালে আমার প্রভু শ্রীমান্ বহুদেবের
সেই কারাগার মধ্যেই শ্রীদেবকী দেবী হইতে কোন একটা কথা জন্মিয়াছিল ।

ব্রজরাজ উবাচ । ততস্ততঃ ?

দূত উবাচ । ততঃ সা নবস্বতা স্ততরাং গুণাপি রুদতী রক্ষিভি-
রক্ষিভিরলক্ষিতাপি বিদিতা বেদিতা চান্তঃপুরীশয়-সানুশয়দুরাশয়-
দুরীশায় । সচ শ্রীদেবকীদেবোবিবাহগতাহমারভ্য নভঃসভ্যজনানাং
বাণীতঃ স্তম্ভু ভীতঃ সততং ব্যগ্রতয়া জাগ্রদেব তিষ্ঠতি । তত-
স্তবচনবর্ণাকর্ণনমাত্রেণ সমগ্রব্যগ্রমনা বিক্ষিপ্তকেশঃ স ভোজেশঃ
সকরবালঃ করালঃ শ্বলদগ্ধতিঃ কুমতিঃ সূতিকাগারমাসসার ।*

ব্রজরাজঃ সভয়মুবাচ । ততস্ততঃ ?

সানুশয়দুরাশয়দুরীশায়—অনুশয়ো দ্বেষঃ । ভবেদনুশয়ো দ্বেষে ইতি মেদিনী । অন্তঃপুর্যাং
শয়নং যন্ত দ্বেষণে সহ বর্তমানা যা দুরাশা তয়া দুষ্টো য ইশঃ স্বামী তস্মৈ বেদিতা জাপিতা চ ।
সচ কংসঃ । নভঃসভ্যজনানাং দেবানাং । সকরবালঃ সখড়গঃ । করালো ভয়ঙ্করঃ ।

ব্রজরাজ কহিলেন, তাহার পর তাহার পর ?

দূত কহিল, তাহার পর সেই নবগ্রস্থতা কন্যা গোপনে থাকিলেও কেবল
রোদন করাতে প্রহরিগণ স্বচক্ষে না দেখিলেও তাহাকে জানিতে পারিয়াছিল
এবং অন্তঃপুরস্থিত দেষাষিত দুরাশয় দুষ্ট প্রভু কংসকে কন্যার কথা নিবেদন
করিয়াছিল । সেই নীচাশয় কংস দেবকীদেবীর বিবাহের পর দিবস হইতে
আরম্ভ করিয়া দেবতাদিগের কথায় অত্যন্ত ভয় পাইয়া সর্বদা ব্যাকুল ও জাগরুক
(সতর্ক) ভাবে অবস্থিত ছিল । তৎপরে তাহাদের বাক্যের বর্ণমাত্র শ্রবণ
করিয়া সম্পূর্ণরূপে ব্যাকুলচিত্ত হওত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তকেশে সেই ভীষণমূর্তি
দুর্ন্যতি ভোজপতি কংস খড়্গ হস্তে করিয়া শ্বলিতপদে সূতিকাগৃহে আগমন
করিল ।

ব্রজরাজ সভয়ে কহিলেন, তাহার পর তাহার পর ?

* “সূতীগ্রহমগাভূর্নঃ প্রশ্বলমুক্তমুর্দ্ধজঃ ।” ইতিভু শ্রীমদ্ভাগবতে । ১০ । ৪ । ৩ ।

দূত উবাচ—ততশ্চ নিরবগ্রহবন্নিরনুগ্রহঃ সহসা রংহসা
স্মৃতিকাশয়ামেব সজ্জন্ স নির্লজ্জঃ প্রজাতায়া জাতপরিবেদনায়া
দেব্যাঃ ক্রোড়তঃ সমাচ্ছিন্ন তদ্বিগ্ৰহমানমেব বিক্ষিপ্তচিত্তঃ ক্ষিপ্ৰ-
মেব তাং প্রস্তরায় প্রক্ষিপ্তবান্ । যতঃ সর্ববতঃ সএব প্রতি-
ক্ষিপ্ততামাপ ॥ ৪ ॥

অথ ব্রজরাজঃ সাস্রমুবাচ । আঃ ! কথমেতৎ দুরক্ষর-
অক্ষিতমনক্ষরগম্যাস্ত্র শ্রাবিতং । ভবত্বদ্যাপ্যবগমিদং মদীয়-
সংস্তায়ে ন প্রস্তাব্যং । সা তু তদুৎখলুঃখিতা শ্রীদেবকীসখী
তথা তদ্বিরহিণী শ্রীরোহিণী চ মোহমাস্প্যতি ।

নিরবগ্রহঃ—নিরবগ্রহঃ প্রতিবন্ধরহিতঃ । অবগ্রহো বৃষ্টিরোধে প্রতিবন্ধে । ইতি
মেদিনী । নিরবগ্রহঃ স্বতন্ত্রশ্চ । প্রতিক্ষিপ্ততাঃ—অধিক্ষিপ্তপ্রতিক্ষিপ্তাবিত্যমরঃ ॥ ৪ ॥

তদেবঃ শ্রদ্ধা সাধুপ্ৰভাবাৎ শ্রীমত্বেদেবেন দৌঃদাচ্য । মহাধীরোহপি বজ্ররাজো যদাচ্যত
তদ্ব্যর্থ্যতি অথেষাংদিগদোন । অনক্ষরমনাচ্যঃ । মদীয়সংস্তায়ে মদীয়ানাং সংস্তায়ে সমুহে ।

দূত কহিল, তাহার পর প্রতিবন্ধরহিত ব্যক্তির দ্বারা অনুগ্রহশূন্য হইয়া সহসা
সবেগে স্মৃতিকাশয়ার নিকটে গমন করিয়া সেই নির্লজ্জ ও নির্দয় কংসাসুর
অপত্যবিশিষ্টা এবং বিলাপকারিণী দেবকীদেবীর ক্রোড় হইতে কন্যাটী কাড়িয়া
লইল এবং ক্ষিপ্তচিত্ত হইয়া শীঘ্রই সেই কন্যাকে দেবকীদেবীর সাক্ষাতেই প্রস্তরের
উপরে নিক্ষেপ করিল, এই কুকার্গাদ্বারা সেই কংস সর্বতোভাবে সকলের নিকটেই
তিরস্কার অর্থাৎ অবমাননা প্রাপ্ত হইয়াছিল ॥ ৪ ॥

অনন্তর ব্রজরাজ সজলনয়নে কহিলেন, আঃ কেন তুমি দুরক্ষরসংশ্লিষ্ট
এইরূপ অবাচ্য বিষয় আমাদিগকে শুনাইলে । আচ্ছা তাহা হউক, কিন্তু অত্যাধি
এই নিন্দনীয় বিষয় আমার আত্মীয়বর্গের কাছে অথবা আমার গৃহে বলিও না,
তাহা হইলে শ্রীদেবকীর সখী (শ্রীশোদা) তাঁহার হৃৎথে হৃৎখিতা হইয়া এবং
শ্রীরোহিণী ও তাঁহার বিরহে অধীর হইয়া মোহ প্রাপ্ত হইবেন ।

দূত উবাচ । দেব শ্রয়তামব্যগ্রমগ্রিমশ্চর্য্যং ।

ব্রজরাজঃ সহর্বমিবোবাচ । আয়ুস্মন্ ! কথ্যতাং তথ্যং ॥

দূত উবাচ । সা তু কন্যা তস্ত্রান্যায়ভাজো ভোজেশশ্চ
হস্তাদস্তাপি * প্রস্তুতমপ্রাপ্তা প্রত্যুত তন্মস্তক-শ্চস্তচরণমূর্দ্ধগত্যা
সমুৎপত্যাশু দিব্যান্যদেব দিব্যং রূপং স্মিতবতী প্রকাশিতবতী ।

ব্রজরাজ উবাচ । কৌদৃশং ? ॥ ৫ ॥

দূত উবাচ । “

শ্রামাক্তপাণিপরিবেষ্টিতপার্শ্বযুগ্মা

চক্রাদিশস্ত্রবলিতা খগসিংহবাহা ।

দেবাদিভিঃ পরিণুতপ্রসরৎপ্রভাবা

সর্বেষঃ সমুন্নতমুখেঃ পরিতো ব্যলোকি ॥

সংঘাতে সন্নিবেশেপি সংস্তায় ইত্যমরঃ । মদীয়গৃহে বা । শ্রীদেবকীদম্পী শ্রীযশোদা । অস্তা
নিক্সিপ্তাপি ॥ ৫ ।

তদা চ তস্ত্রাপ্তরূপং বর্ণয়তি গ্রামেত্যাদিপদ্যেন । খগসিংহবাহা—আকাশগতো যঃ সিংহঃ স
এব বাহুঃ বাহনং যস্তাঃ সা ।

দূত কহিল মহারাজ ! অব্যগ্রচিত্তে প্রধান আশ্চর্য্য বিষয় শ্রবণ করুন ।

ব্রজরাজ কহিলেন হে আয়ুস্মন্ ! বাহা তথ্য বিষয় তাহা বল ?

দূত কহিল, কিন্তু সেই কন্যা সেই অগ্নায়শীল দ্রাব্য ভোজরাজ কংসের হস্ত
হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়াও প্রস্তুত পতিত হইলেন না প্রত্যুত তাহার মস্তকে চরণ
রাখিয়া উর্দ্ধগতি দ্বারা সমুৎপতনানন্তর শীঘ্র আকাশে সহাস্রমুখে আর এক
প্রকার দিবা অর্থাৎ অলৌকিক রূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন ।

ব্রজরাজ কহিলেন, তাহা কি প্রকার ? ॥ ৫ ॥

দূত কহিল, সেই কন্যা শ্রামবর্ণা, অষ্ট বাহু দ্বারা তাহার উভয়পার্শ্ব পরি-
বেষ্টিত ছিল, তিনি চক্রাদি অস্ত্রসকল ধারণ করিয়াছিলেন, আকাশসঞ্চারী সিংহ

ইতি যাদৃশং ।

ব্রজরাজঃ সাশ্চর্য্যমুবাচ । কিং বদসি ?

দূত উবাচ । দেব নাত্রাণ্যথা । কিমপ্যন্যদপি কল্যামাক-
ল্যতাং সা খল্বিদং সাচ্ছুরিতমচ্ছমুবাচ ॥ ৬ ॥

রে পাপ কংস কিমিতি ত্রমহন্মুখা মাং

ত্বৎপূর্ব্বশত্রুরজনি কচন প্রাদেশে ।

যস্মাদুপেত্য নিধনং তব জাঠু কৰ্ত্তা

তন্নান্যমপ্যতিশিশুং কচিদিচ্ছ হন্তুং ॥ ৭ ॥

ব্রজরাজঃ সাশ্চর্য্যম্মিতমুবাচ ॥

নুনং শ্রীবহুদেবভক্তিপ্রণালীপুত্রীকৃতা ভদ্রকালী সা ভদ্র-

কল্যাং কল্যাণবচনঃ । সাচ্ছুরিতং উপহাসসহিতং । স্মাদাচ্ছুরিতকং হাসঃ সোৎপ্রাসঃ ।
ইতামরঃ । অচ্ছং স্পষ্টং ॥ ৬ ॥

দেবাস্তং সোপহাসবাক্যং বর্ণয়তি রে পাপেতিপদোন । জাঠু কদাচিত্ ॥ ৭ ॥

তদেবঃ নিশম্য ব্রজরাজঃ শ্রীবহুদেবসৌভাগ্যং বিভাগ্য যদাহ তদ্বর্ণয়তি নুনমিত্যাदिগদোন ।

ঠাহাকে বহন করিতেছিল, দেবাদি সকলেই ঠাহার বিস্তীর্ণ মহিমা গান করিতে
লাগিলেন এবং সকলেই উর্দ্ধমুখে সৰ্ম্মতোভাবে ঠাহার এই প্রকার রূপ দর্শন
করিয়াছিল । যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন তাহা এত প্রকার ।

ব্রজরাজ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিলেন, কি বলিতেছ ?

দূত কহিল হে দেব ! কিছু অগুণা নহে, ইহা ভিন্নও অত্র কোন শুভ বার্তা
শ্রবণ করুন । সেই কত্মা তখন সগন্ধে এবং পসন্নভাবে এই কথা বলিয়া-
ছিলেন ॥ ৬ ॥

রে পাপিষ্ঠ কংস ! কেন তুই আমাকে এথা বধ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিস্ ?
তোর পূর্ব্বশত্রু কোনও স্থানে জয়গ্রহণ করিয়াছে । সেই শত্রু সেই স্থান
হইতে আসিয়া কোনও সময়ে তোর প্রাণাণনাশ করিবে । অতএব তুই আর
কখন অত্র কোন অত্যন্ত শিশুকে বধ করিতে ইচ্ছা করিস্ না ॥ ৭ ॥

ব্রজরাজ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ঈষৎ হাস্তবদনে কহিলেন । নিশ্চয়ই বহুদেবের

মিদং বদতি স্ম । যদদ্য বিধিনা ধীরমবধীরিতঃ * সোহয়ং বচ-
সাপি কেনচনাপীতি ॥ ৮ ॥

দূত উবাচ । অর্যক্ষিতীশ ! পুনশ্চেদমাশ্চর্য্যমবধার্য্যতাং ।
স খলু ভ্রাতৃ-ব্যপদেশভ্রাতৃব্যঃ স্বভগিন্যক্টমগর্ভমনিষ্টতয়া নিষ্ট-
ক্ষিতং কুব্বতাং সুরবল্লবাণীমপি দেব্যাদিক্টঃ স্বদিক্টসুর-
কলপ্তাং † মত্বা তৌ কারাগারাদাহুয় ভূয়ঃ পাদগ্রহচর্য্যাপর্য্যন্তা-
গ্রহতঃ পুত্রঘটকহত্যাগন্ত্যাগং ভূরিবিস্মৃতিত ইব বিধিৎস-
ম্নিগড়ান্মোচিতবান্ ।

কেনচন বিধিনা । ধীরং মপ্তকন্তপদহেহপি ধীরং যেরং । বদ্য । অধীরং ক্লুপং যথা স্তান্তথা
অপমানিতঃ । স কংসঃ । কেনচন রে পাপ কংসেত্যাদিনা ॥ ৮ ॥

দূতস্ত পুনরশ্চদমাশ্চর্য্যবাচ্যং যদাহ তৎস্বয়মিতি অথোত্যাদিগদ্যেন । অর্যক্ষিতীশ বৈশ্বভূমি-
পতে ইত্যর্থঃ । ভ্রাতৃব্যঃ শত্রুঃ । পদিস্তমুরকলপ্তাং যন্ত ভাগ্যমেব সুরন্তেন রচিতাং । তৌ
বহুদেবদেবকৌ । পুত্রঘটকহত্যাগন্ত্যাগং আগোচপরাধঃ । ভূরিবিস্মৃতিতঃ ভূরি অন্ততাপো যন্ত
স ইব । অন্ততাপো বিস্মৃতিতঃ । ইতি ক্ষীরধামী ।

ভক্তি-প্রণালী দ্বারা কল্যা হইয়া সেই ভদ্রকালী এই শুভবাক্য বলিয়াছেন ।
যেহেতু অত্ৰ কোন বিধাতাই স্বাধীনভাবে কোন প্রকার বাক্যদ্বারা কংসকে
অবজ্ঞা করিয়াছেন ॥ ৮ ॥

দূত কহিল, হে অর্যক্ষিতীশ ! অর্থাৎ হে বৈশ্বভূমিপতে ! পুনর্বার এই
আশ্চর্য্য অবধারণ করুন । নিশ্চয়ই সেই কংস ভ্রাতৃব্য অর্থাৎ শত্রুজ্ঞে
স্বীয় ভগিনীর অষ্টমগর্ভজাত সন্তানকে অনিষ্টপদ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিল,
সেই দেববাণীকে নিজশত্রু দেবগণের পরিকল্পিত ভাবিয়া বহুদেব ও দেবকীকে
কারাগার হইতে আহ্বানপূর্ব্বক পুনর্বার এতদূর আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিল যে,
হুই চরণ পর্যাণ্ত ধারণ করতঃ অত্যন্ত অন্ততপ হইয়াই যেন ছয়টী পুত্রের হত্যা-
জনিত অপরাধ তাগ করাইতে ইচ্ছা করিয়াই শৃঙ্গল হইতে মুক্ত করিয়া দিল ।

* যদদ্যাগিধি নাধীরমবধীরিতঃ । ইতি বৃন্দাবনপুস্তকপাঠঃ ।

† আদ্যুর্গেতি মাণ্ডপুস্তকপাঠঃ ।

ব্রজরাজঃ সানন্দমুবাচ । ততস্ততঃ ॥

দূত উবাচ । ততশ্চ মদীয়শ্রীমদীশ্বরী পুত্রঘাতিশ্চপি তস্মিন্
সারল্যদোষাদেব রোষান্নিবৰুতে । শ্রীমন্মদীশিতা তু বিচারিতবান্,
পূৰ্ব্বং শুষ্কপেষং পিষ্টবান্ সম্প্রতি তু সর্পিঃপেষং পিনষ্টি সৌহৃদ-
মস্মান্নিতি, তদেবং তৎকৌটিল্যকোটিং পরিকল্প্যাপি সৌজ্ঞ-
প্রাবল্যাদিহ সারল্যমেবাবলম্বিতবান্ । তেন পিতরি শূরেণ
দুশ্মতিনানুমতঃ শূরনন্দনঃ সহধর্মিণ্যা সহ স্বগৃহমাগতবাংশচ ন
পুনর্বিশ্বাসমাশ্বাসঞ্চ লব্ধবান্ ।

যতঃ ।

জাত্যন্যজনিতঃ কংসঃ সদা দুশ্শনু সমাপ্রিতান্ ।

মাতরঞ্চ ধুনোতু্যচৈঃ শিলাপুত্রঃ শিলামিব ॥ ৯ ॥

পিতরি শূরেণ নিন্দিতেনেত্যর্থঃ । অলুং সমাসো নিন্দার্থে ॥ ৯ ॥

ব্রজরাজ (বন্ধন মোচনের কথা শুনিয়া) অতীব আনন্দ সহকারে বলিতে
লাগিলেন, তাহার পর তাহার পর ?

দূত কহিল, তাহার পর মদীয় শ্রীমতী ঈশ্বরী দেবকীদেবী পুত্রহন্তা কংসের
প্রতি যে সরলতা ব্যবহার করিতেন, তাহা দেবকী দেবীর স্বভাবের উপযুক্ত
হইলেও আধার দোষে ঐ সরলতাব্যবহার দোষ বলিয়াই গণ্য হইল, এবং
সেই কারণেই তিনি সহোদর কংসের প্রতি কোপ হইতে নিবৃত্ত হইলেন এবং
মদীয় শ্রীমান্ ঈশ্বর বসুদেব বিচার করিলেন যে, এই বাকি পূর্বে আমাদিগকে
শুষ্ক করিয়া পেষণ করিয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে দ্রুতদ্বারা পেষণ করিতেছে, তাহার
এই প্রকার কুটিলতার চরম সীমা অবগত হইয়াও সৌজ্ঞেয় প্রবলতা হেতু তিনি
এই বিষয়ে সরলতাই অবলম্বন করিলেন । সেই নিন্দিত ও দ্রাব্য কংস অনুমতি
করিলে শূরনন্দন বসুদেব সহধর্মিণী দেবকীর সহিত নিজগৃহে আগমন করিলেন,
কিন্তু তিনি আর কংসের প্রতি বিশ্বাস বা আশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাট ।

ব্রজরাজঃ সহাসমুবাচ । তদনন্তরং প্রাতরারভ্য স পুন-
রসভ্যঃ কাং কারিমকার্মীং ।

দূত উবাচ । স্বভাবজাং কারিমেব । তথাহি প্রাতরসৌ
দুষ্কৃত্যদুশ্চেষ্টিতমনুষ্ঠিতবান্ * ।

ব্রজরাজ উবাচ । হন্ত কথয় তৎ কিং ॥

দূত উবাচ । প্রাতঃ সতু মলিনীকূতনিজকুলঃ খলিনীপতিঃ
স্বদয়িতান্ দৈতেয়ানানয়িতান্ নিশানয়িতান্ চ নিশীথিনীবন্তং ।
তেচ ভিন্নসেতবঃ কেতব ইব রাহুনিভমেতং মিলিতা ব্যাস্রবর্গ-

তদেতৎ শ্রুতবতো ব্রজরাজস্ত তেন দূতেন সহ যে উক্তিপ্রত্যয়ী অভূতাং তে বর্ণয়তি তদ-
নন্তরমিত্যাদিগদোন । স কংসঃ । কাং কারিঃ কিং কার্মীঃ । স্বভাবজাং কারিঃ স্বভাব-
কাষাঃ । খলিনীপতিঃ খলসমূহপালকঃ ।

কারণ কংস অগ্ৰ জাতি অর্থাৎ ক্রমিলদানবের অংশ হইতে উৎপন্ন হওয়ায় সর্বদা
আশ্রিত ব্যক্তিদিগকে ব্যথা প্রদান করিত এবং শিলাপুত্র + যেরূপ শিলাকে সম্ভা-
পিত করে, কংসও সেইরূপ অধিকরূপে জননীকেও কষ্ট প্রদান করিত ॥ ৯ ॥

ব্রজরাজ সহর্ষে কহিলেন, তদনন্তর প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া সেই
অসভ্য পুনর্বার কি কার্য করিয়াছিল ?

দূত কহিল স্বাভাবিক কার্যই করিয়াছিল দেখুন, প্রাতঃকালে ঐ দুষ্ট কংস
এক অগ্ৰ প্রকার দুষ্ট চেটার অনুষ্ঠান করিয়াছিল ।

ব্রজরাজ কহিলেন, হায় বল তাহা কি ?

দূত বলিল, নিজকুলের কলঙ্কজনক খলসমূহের অধিপতি সেই কংস আপনার
প্রিয় দৈতাগণকে আনয়ন করাইয়া রাত্রির ব্রতান্ত সমুদয় শ্রবণ করাইল তাহারায়
সেতুভঙ্গকারী অথবা মাংসাদানাশক কেতুসমূহের স্থায় রাহুত্বলা ঐ কংসের সহিত

* অগ্ৰদুশ্চেষ্টিতমিতি আনন্দবৃন্দাবনপুস্তকপাঠঃ ।

† শিলাপুত্র—নোড়া, যদ্বারা হরিদ্রাদি পেষণ করা হয় । শিলা—পাটো, যাহা
কেলিয়া হরিদ্রাদি পেষণ করা হয় । শিলাকপ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডের অংশ বলিয়াই নোড়াকে
শিলাপুত্র বলা হয় ।

নির্ঘোমপ্রভর্ঘরায়মাণাং গোষ্ঠীমনুষ্ঠিতবন্তঃ। কিং বহুনা। তত্র মহেন্দ্রাদিনির্জয়গর্জনপর্য্যবসানতস্তাৎপর্য্যমিদমেব জাতং, যদ্বিশ্ব-
দ্রীচাং বিষ্ণুমনুচরিশূনাং দেবদেবদ্র্যগ্ভূদেবগবাদীনাং পীড়নে-
নৈব তৎপীড়নমীড়িতং তথা তৎসধ্বীচীনতয়া নির্দশানির্দশানাং
বালানাং নির্দয়তয়া নির্দলনমিতি খল্যামেব বল্যামবলম্ব্য তত্র
সচ সম্বলতে স্ম। তয়া চ তদানীং বহু সংপ্রযচ্ছতে স্ম।

ব্রজরাজস্ত তদিদং রুমধ্বচনমবকলয্য সরুম্বস্ততঃ সত্রাস-
মুবাচ। তত্র শ্রীমদ্ভ্রাতা কিমপ্যক্লিষ্টমুপদিষ্টমস্তু?

ঘর্ঘরায়মাণাং ঘর্ঘরং শকটাদেবর্যাক্তশব্দঃ। দেবদ্র্যক্ দেবানাং পূজকঃ সমীপগতা বা। ভূদেবঃ
বাক্ষণঃ। খল্যাং পলবৃন্দং। সচ কংসঃ। তয়া তস্মৈ পল্যায়ৈ। সংদানো ভেদধ্বং নিত্যং।
ইতি সম্প্রদানে তৃতীয়া। দানঃ সাচেচ্যথে। ইতি আয়নেপদং। রুমধ্বচনমবকলয্য। রুম্বতী
অকল্যাণী বাক্। অমরকোষে—উষতী বাগকল্যাণীতি সাধারণপাঠঃ। রুম্বতীতি কীর্ত্তনামিন্মতঃ
পাঠঃ। সরুম্বঃ সক্রোধঃ।

মিলিত হইয়া ব্যাঘ্রসমূহের শব্দসদৃশ ঘর্ঘরধ্বনিসুত্ৰ সভার অন্তর্ধান করিল অর্থাৎ
ব্যাঘ্রবৎ ভীষণগর্জনে সভামণ্ডপকে প্রতিধ্বনিত করিল। অধিক আর কি বলিব,
মহেন্দ্রকে জয় করিতে যেক্রপ হুঙ্কার বা গর্জন প্রয়োজন হয়, তদ্রূপ মহেন্দ্রবিজয়ী
গর্জনের অবসানে তথায় এইরূপ তাৎপর্য্য ঘটয়াছিল যে, সর্বব্যাপক বিষ্ণুর
অন্তর, দেবতা, দেবপূজক এবং গো-বাক্ষাদির পীড়নদ্বারাই বিষ্ণুর পীড়ন অনু-
যোজিত হইয়াছিল এবং ঐরূপ পীড়নের সাহায্যে দশ দিনের বালক এবং দশ
দিনেরও অনধিক বালকগণের নির্দয়রূপে পীড়ন কর্ত্তব্য, ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছিল।
সেই কংসও বলশালী খলগণকে অবলম্বন করিয়া সেই পীড়নমন্ত্ৰণায় মিলিত
হইয়াছিল এবং সেই উক্ত চর্ম্মস্নানসময়ের খলগণের উদ্দেশে তৎকালে বহুতর
দান করিয়াছিল।

ব্রজরাজ এই অকল্যাণকর বাক্য শ্রবণপূর্বক সক্রোধ-কংস হইতে ভীত
হইয়া কহিলেন, তথায় শ্রীমান ভ্রাতা বহুদেব কোন অক্লেশিত বাক্য বোধ হয়
উপদেশ দিয়া থাকিবেন?

দূত উবাচ । অথ কিং । যৎ খলু শীঘ্রমেবাস্মৈ রাজব্যাজ-
রাক্ষসায় সঙ্গত্য বলির্বলয়িতব্যো মিলিতব্যশ্চাহমিতি । কিঞ্চৈদ-
মপি সন্দিক্তং ভবন্নন্দনোৎপত্তিসময়ং সময়। বয়মুৎকণ্ঠিতা-
স্তন্মঙ্গলেন সঙ্গমনীয়াঃ । তথা ভবৎপুত্র-নির্ব্বিশেষস্য তস্য বাল-
বিশেষস্য * বৃত্তির্বর্তয়িতব্য। ইতি ॥ ১০ ॥

অথ তদেতদবকল্য সংশয় চ তং ভোজনাদিনা যোজয়িত্বা
নিজাগ্রজানুজানাকার্য্য তদগ্রে পুনস্তং তদনুরহসমনুব্যাহারিত-
বান্ ॥ ১১ ॥

তত উপনন্দ উবাচ । যুক্তমেবানকতুন্দুভিনা সন্দিক্তং ।

বলিঃ করঃ । সময়। বিজ্ঞানার্থং অব্যয়ানামনেকার্থত্বাৎ । বালবিশেষস্ত বালানাং বিশেষণ
শেষোহবশিষ্টঃ অস্মাভিঃ পরিত্যক্তো বা তস্য ॥ ১০ ॥

তদেবং শ্রীবত্সুদেবাভিপ্রায়মবগতা একরাজো যদ্বিহিতবান্ তদ্বর্ণয়তি অথৈত্যাদিগদোন ।
আকার্য্য আহ্বানঃ কুহ। । তদনুরহসং রহসী ত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

তদেবং শ্রুতবতা উপনন্দেন যদ্বিক্তং নিপাতং তদ্বর্ণয়তি যুক্তমিত্যাদিগদোন ।

দূত বলিল, আজ্ঞা হাঁ, তিনি বলিয়াছেন যে, ভ্রাতা নন্দ নৃপতিচ্ছলে রাক্ষস-
রূপধারী কংসের সহিত শীঘ্র মিলিত হইয়া কর দান করিবেন এবং আমার সহিতও
মিলিত হইবেন । অপিচ, ইহাও আদেশ করিয়াছেন যে, আপনার পুত্রোৎপত্তিরূপ
সম্পত্তি জানিবার জন্ত আমরা উৎকণ্ঠিত হইয়া রহিলাম অতএব মঙ্গলের সহিত
আমাদিগকে মিলিত করিবেন অর্থাৎ মঙ্গলসংবাদ দানে আমাদিগকে সুখী
করিবেন । এবং আপনার অপতানির্ব্বিশেষ সেই বালকবিশেষ অর্থাৎ রোহিণী-
পুত্রের (বলরামের) জীবিকাও সম্পাদন করিয়া দিবেন ॥ ১০ ॥

অনন্তর উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া সন্দিহানচিত্রে তাহার ভোজনাদি কাণ্ড
সম্পাদনপূর্ব্বক আপনার জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠদিগকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের সম্মুখে
নির্জনে দূতদ্বারা পুনর্বার সেই সকল বাক্যের উল্লেখ করাইলেন ॥ ১১ ॥

তদনন্তর উপনন্দ কহিলেন, বত্সুদেব যে আদেশ করিয়াছেন ইহা উপযুক্তই

* বৃত্তে ইতি বৃন্দাবনপুস্তকপাঠঃ । বলদেবস্ত সমাগ্যাপারে ইত্যর্থঃ ।

সাম্প্রতং করণেব করণ রাজবিষধরশ্চ তশ্চ মুখমুদ্রণমেব
সাম্প্রতং ॥ ১২ ॥

অথ ব্রজেশস্তং সন্দেশমুরসিকৃত্য প্রাতঃপ্রায়মধিগত্য দূতং
নিদিদেশ। সৌম্য! ভবান্ ব্যগ্রমগ্রতো যাতু তদালকশ্চ
সাস্রমঙ্গলসঙ্গিতাং তথা তশ্চ বাঞ্ছিতমন্ত্যমুদয়নুদমুদন্তমপি স্বমুখ-
স্বস্তিমুখতএব * প্রথয়তু। বয়ন্তু ভ্রাতুরাজ্যে রাজ্ঞে করমাচিত্য
প্রাভূতঞ্চ পরিতঃ প্রচিত্য দিনপঞ্চকানন্তরমাগচ্ছন্ত এব স্ম ॥১৩॥

সাম্প্রতং যোগ্যং ॥ ১২ ॥

তঃো ব্রজরাজ উপনন্দবাক্যং হৃদয়েকতা দূতং যথা মথুরায়াং প্রেষয়ামাস তদ্বর্ণয়তি অপে-
তাদিগদোন। প্রাতঃপ্রায়ঃ প্রাতর্বাচন্যং। ব্যগ্রং সহরং। উদয়গুদং উদয়ন্তী মুদয়ন্ত্যাং স তং।
স্বমুখস্বস্তিমুখতঃ স্বমুখদ্বারা স্বস্তি মুখে আদৌ যন্ত তেন। প্রাভূতং—প্রাভূতমুপচৌকনং। প্রাভূ-
তস্ত প্রদেশনমিত্যমরঃ ॥ ১৩ ॥

হইয়াছে। সাম্প্রতি কর অর্থাৎ হস্তদ্বারা সর্পমুখমুদ্রণ অর্থাৎ সাপের মুখে
ঢাকনা দেওয়ার মত কর অর্থাৎ রাজস দ্বারা রাজরূপ বিষধরের মুখমুদ্রণই উপযুক্ত
হইয়াছে। তাৎপর্য এই যে রাজাকে রাজকর দিয়া তাহার সহিত পূর্বে যে মানসিক
বৈর জন্মিয়াছে, সাম্প্রতি তাহা আবৃত রাখাই বুদ্ধিমানের কার্য হইবে ॥ ১২ ॥

ব্রজরাজ উপনন্দের সেই বাক্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া এবং প্রাতঃকাল উপস্থিত
হইয়াছে জানিয়া তখন দূতকে আদেশ করিলেন। হে পিয়দর্শন! তুমি সহর
অগ্রে গমন কর। তাঁহার বালকের সম্পূর্ণ মঙ্গলের বার্তা এবং সেই বহুদেবের
বাঞ্ছিত অল্প আনন্দদায়ক মঙ্গলাদি বৃত্তান্তও নিজ মুখদ্বারাই বিস্তার করিও। আর
আমরাও ভ্রাতৃ-আজ্ঞায় রাজ্যোদ্দেশে দেয়কর সংগ্রহ করিয়া এবং সকলদিক্ হইতে
উপচৌকন সঞ্চয় করিয়া পাঁচদিনের পর যেন আগতপ্রায় হইয়াছি এইরূপ
জানিবে। অর্থাৎ ঠিক পাঁচদিনের পর সে আশাদের মথুরাগমন হইবে, তাহাতে
আর সন্দেহ নাই ॥ ১৩ ॥

* স্বমুখেতি পাঠঃ আনন্দপুস্তকে নাস্তি।

তদেবং গতে দূতে দিনান্তরে তু জাতকমাতুঃ স্নানবিধানে
কৃতসন্ধানে সর্বমঙ্গলসঙ্গতমহঃ সঙ্গত্য মহম্মহঃ সন্তত্য*পুরোহিত-
সহিতহিতমহিতপঞ্চজনজনপ্রপঞ্চঃ যথাপুরঃসরমন্তঃপুরমানায়-
মানায়ং † নববালকং গোপালভূপালঃ সমালোকয়ামাস ॥ ১৪ ॥

তথাহি ।

তস্মিন্ পুণ্যাহবর্ষে ব্রজনুপতিশিশৌরাদিবীক্ষাস্থধাভিঃ
সত্রং জঙ্ঘে তথা তচ্ছৈ বণপরিমলাদেব শক্তা যথা তে ।
আজন্মপ্রাপ্তসম্পন্মুদুতরতনবোহপ্যাত্মান প্রীতিদানা-
ন্যুহুর্ভারায়মাণান্যুত দধুরমিতান্ স্বেদরোমাঞ্চবাস্পান্ ॥ ১৫ ॥

অথবা শ্রীকৃষ্ণ প্রাথমিকদর্শনং বন্ধুনাং সভাবয়িত্বং ব্রজাজো যথাকরোত্ত্ববর্ণয়তি তদেব
মিত্যাদিগদোন । জাতকমাতুঃ ব্রজরাজ্যোঃ । পুরোহিতৈতি । পুরোহিতসহিতা হিতনহি
তাশ্চ যে পঞ্চজনজনাঃ পুরুষজনাস্তেষাং প্রপঞ্চঃ । স্তাঃ পুমাংসঃ পঞ্চজনা ইত্যমরঃ । আনায়ঃ
আনায়ঃ অভিহিতেনানীয় । আ + নী + চণম্ ॥ ১৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণদর্শনে তেষাং ভাবোদেকং বর্ণয়তি তস্মিন্মিত্যাদিগদোন । আদিবীক্ষাস্থধাভিঃ
প্রথমদর্শনমুচ্যেতৈঃ । উহুর্ভারায়ামাশুঃ ॥ ১৫ ॥

অনন্তর দূত গমন করিলে অত্র দিবসে গোপরাজ জাতকমাতা প্রসূতি যশো-
দার স্নানবিধির সংযোজনা করিলেন এবং সমূহ মঙ্গলপরিপূর্ণ দিন প্রাপ্ত হইয়া
উৎকৃষ্ট মহোৎসব সম্পাদন করতঃ পুরোহিতের সহিত হিতকর অখচ পূজা পুরুষ
দিগকে যথাযোগ্য ক্রমে অন্তঃপুরে বারবার আনয়ন করিয়া গোপালভূপাল নন্দ
নব বালককে অবলোকন করিলেন ॥ ১৪ ॥

দেখ, সেই প্রধান পুণ্যদিবসে ব্রজরাজনন্দনের প্রথম দর্শনরূপ অমৃতদার
এক অমৃতযজ্ঞ হইয়াছিল এবং তাহার শ্রবণরূপ পরিমলবশতই গোপগণ একগু
সমর্থ হইলেন যে, সেই সত্তোজাত শিশুকে দর্শন করিয়া তাঁহাদের দেহে যে সৰ্ব

* মহম্মহঃ সন্তত্য ইতি আনন্দপুস্তকে নাস্তি ।

† অন্তঃপুরমানায়ং ইত্যেতন্মাত্রং আনন্দপুস্তকে ।

শ্রীমদগোপনূপেণ নৃতনতনুজাতস্য বীক্ষাকৃতে
 প্রাগ্রা এব নিমন্ত্রিতা ব্রজজনাঃ সৰ্ব্বৈ তু তত্রায়যুঃ ।
 যহ্যস্তোজগণাকরঃ স্বকুসুমত্রাতপ্রকাশপ্রথা-
 ব্যাপ্তঃ স্যাৎ কিমু তর্হি যট্পদগণান্নাকারয়ত্যান্ননা ॥ ১৬ ॥
 পর্য্যগ্দ্ধারিণি রাক্ষবাস্তরচিত্তে বিস্তীর্ণগেহে যশো-
 দাগ্রে স্হবিরোপনন্দগৃহিণীক্রেড়ে বিচিত্রং শিশুং ।

অর্থান্তরাস্থানকার্যেণ তেষাং মিলনং বর্ণয়তি শ্রীমদিত্যাদিপদোন । তত্র অর্থান্তরং লক্ষ্যত্বি ।
 অস্তোজগণাকরঃ পদ্মযণ্ডমণ্ডিতঃ সরোবরঃ যর্হি যদি শুক্লমহাতপ্রথাব্যাপ্তঃ নিজপুষ্পসমূহস্য
 ব্যাপারেণ সৌভেগে ব্যাপ্তঃ স্যাৎ তর্হি তদা যট্পদগণান্ ভ্রমরসমূহান্ কিমু কিং ন আকারিত
 যাপিতু আকারয়তি এব । ইত্থং কৃষ্ণাঙ্গমধ্যালোভাদেব সপে আকৃষ্টা ইত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণঃ নিরীক্ষমাণানাং ব্রজজনানাং তৃপ্ত্যভাবয়তি পর্য্যগ্দ্ধারিণি পদ্যগ্দ্ধারিণি
 সপদিস্থ দ্বারবিশিষ্টে । রাক্ষবাস্তরচিত্তে মৃগলোমজাতবস্ত্রাস্তরগব্যাপ্তে ।

সেদ রোমাঞ্চ ও বাস্পরূপ সাত্ত্বিক ভাবের উদ্গম হইয়াছিল, তাহাতে বোধ হইল
 যেন তাহারা অতিশয় কোমলাঙ্গ-রূক্ষরূপ যে সম্পত্তি জন্মাবধি লাভ করিয়াছেন
 সেই কোমলাঙ্গেই আবার অতিভারত্বলা প্রীতিদানের বস্তুকে ধারণ করিয়াছেন,
 অর্থাৎ যে অঙ্গে অতিভার সহ হইতে পারে না সেই অঙ্গেই তাহারা রূক্ষদর্শন-সুখা-
 পরিমলের গুণে অতিভার ধারণ করিতে সমর্থ হইলেন ॥ ১৫ ॥

শ্রীমান্ ব্রজরাজ নবকুমারের দর্শননিমিত্ত প্রাগ্রা অর্থাৎ প্রধান প্রধান
 জনসকলকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, এবং তাহারা সকলেই তথায় আগমন
 করিলেন । তন্নিমিত্ত অনিমন্ত্রিত বাক্টিগণও নবকুমারকে দেখিবার জন্ত আসিয়া-
 ছিলেন । এষ্ট বিষয়টী অর্থান্তরাস্থান অলঙ্কার দ্বারা নির্দেশ করিতেছেন যথা—
 পদ্মপুষ্পের আকর সরোবর নিজ পুষ্পসমূহের প্রকাশে ব্যাপ্ত হইয়া কি সমুদ্র ভ্রমর-
 দিগকে আহ্বান করে না? বলিতে হইবে যে অপ্রশুত তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া
 থাকে । প্রকৃতপক্ষে সরোবরের পদ্মে সৌরভ পাকায় ভ্রমরকে আহ্বান না করিলেও
 করা হয়, অর্থাৎ সৌরভই যেন আহ্বানকর্তা । সেইরূপ কৃষ্ণাঙ্গমাধুর্য্যবশতঃ
 লোকসকল সমুদ্র আকৃষ্ট হইলেও ঐ মাধুর্য্যই যেন সকলের আকর্ষক হইল ॥ ১৬ ॥

সকলদিকে দ্বারবিশিষ্ট, রাক্ষবাস্তরচিত্ত অর্থাৎ মৃগলোমজাত বস্ত্রাস্তরগ

দর্শং দর্শমমী ন যত্নপি গতাস্তৃপ্তিং তথাপ্যুচ্চকৈ-
 নাস্থুঃ পৃষ্ঠ্যজনাবকাশবিধয়ে শীলং হি মর্যাদি তৎ* ॥১৭॥
 অঙ্কভ্রাজিশিশূপনন্দগৃহিণীমাজ্জা মদীয়েদৃশী
 যন্মা মাদৃশদৃষ্টিসম্ভ্রমবশাদুত্থাত যুয়ং মুহুঃ ।
 ইত্যেবং বিনিগত যাজকগুরুঃ সম্মোদসম্পন্নিলাৎ-
 কম্পঃ সাক্ষতপাণি সাক্ষতনয়নং স্বস্তিশ্রুতীরুচিবান্ ॥ ১৮ ॥

৫.

অমী ভ্রাজনাঃ । নাস্থর্ন স্থিতবন্তঃ । হি মর্যাদি তদ্বিতি । হি যতঃ শীলং স্বভাবঃ মর্যাদা
 মর্যাদাবিশিষ্টং ॥ ১৭ ॥

তদা যাজকবিপ্রাণাং শুভকৃত্যং প্ৰয়তি অঙ্কভ্রাজীতি । অঙ্কে কোড়ে ভ্রাজী দীপ্তিশীলঃ
 শিশুঃ শ্রীকৃষ্ণে যন্তাঃ সা চাসৌ উপনন্দগৃহিণী চেতি তন্তা মা পূজা যন্তাঃ সা মদীয়া মৎসম্বন্ধিনী
 মদৃশী আজ্জা । যৎ মাদৃশদৃষ্টিসম্ভ্রমবশাৎ যুয়ং মুহুর্মা উত্থাত উত্থানং মা কুরুত ॥ ১৮ ॥

পরিণ্যাপ্ত বিস্তীর্ণ গৃহে, যশোদা প্রভৃতির সম্মুখে পাচীন উপনন্দপত্নীর ক্রোড়দেশে
 বিচিত্র শিশুকে বারবার দর্শন করিয়াও যত্নপি পূর্বসমাগত গোপগণ ভূষি
 লাভ করিতে পারিলেন না, তথাপি পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত জনসকলকে অবকাশ
 দিবার জন্ত বহুক্ষণ অবস্থিতি করিলেন না, অর্থাৎ সম্মুখবর্তী লোক কৃষ্ণদর্শনে
 তৃপ্তি না পাইয়াই পশ্চাদ্ভর্তী লোকদিগকে স্থান দিবার জন্ত সরিয়া গেলেন ।
 কারণ শীল অর্থাৎ স্বভাব কখনই মর্যাদাকে লঙ্ঘন করিতে পারে না ॥ ১৭ ॥

তৎকালে যাজকগুরু উপনন্দের গৃহিণীকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন,
 তোমার ক্রোড়দেশে নবকুমার শোভা পাইতেছে, অতএব আমার এইরূপ আজ্ঞা
 যে, তোমরা মাদৃশ গুরুজনকে দেখিয়া সম্ভ্রমবশতঃ বারবার গাত্ৰোত্থান করিও
 না । যাজকগুরু এইরূপ বলিলে তাহার দেহে প্রচুর হর্ষবশতঃ কম্প উপস্থিত
 হইল এবং আতপতঙ্গুল হস্তে লইয়া সজলনয়নে কেবল স্বস্তিবাক্য বলিতে
 লাগিলেন ॥ ১৮ ॥

আগচ্ছন্তো* জনা যহ্ ভিমুখমিলিতা বালবৈশিষ্ট্যপৃচ্ছা-
বন্তস্তহ্ স্তুরালাবকলিতশিশুভিঃ প্রোচিরে কৈশ্চিদেতৎ ।

দৃষ্টাত্রেণানুভাব্যং নতু পরবচসাং বাসিভিশ্চেতি কৈর-
প্যানন্দাৎ কুণ্ঠভাবৈন'তু কিমপি গিরা ব্যঞ্জনাশ্রাবি চাষ্টেঃ ॥ ১৯ ॥

আতৈকশোরং যৎ পরিস্কারবস্ত্রং

যাবদ্ধার্য্যং মাসমাসং স্নতেন ।

তস্মৈ তাবদ্ধিচারেণ সতৈর্কৈঃ •

প্রভং পিত্রা কোহপি কোষো হনন্তঃ ॥ ২০ ॥

তদা তত্রতাশিশুনাং বচনাদি বর্ণয়তি আগচ্ছন্ত ইত্যাদিপদোন । অন্তরালে গৃহমধ্যে
অবকলিতা দৃষ্টা যে শিশবৈষ্ঠঃ । পৃচ্ছাবস্ত্র ইত্যত্র বতুপরিতি পুরণায়ঃ ॥ ১৯ ॥

বালকশোভার্থং যক্ষ্মক্ষমাগাং বস্ত্র তৎ সপা সতৈর্কৈঃ পিত্রাপি কোহপি বস্ত্রাধারো দত্ত
ইতি বর্ণয়তি আতৈকশোরমিতিপদোন । পিএত্যাএ প্রঃ ইতি সম্বন্ধনীয়ঃ ॥ ২০ ॥

বালকগণ নিজ নিজ গৃহ হইতে আগমন করিয়া সম্মুখে মিলিত হইল । পরে
তাহারা বালকোচিত স্বভাবের বর্ণবস্ত্রী হইয়া যে প্রশ্ন করিতে লাগিল, ইহা সেই
গৃহমধ্যে দৃষ্ট হইল । এবং বালকদর্শনে স্তব্ধচিত্ত হইয়া কতিপয় বালক এইরূপ বলিয়া-
ছিল—সেই শোভা দর্শনমাত্রে অনুভব করা যায়, কিন্তু অপরের কণাসমূহে তাহা
জানা যাইতে পারে না । এই কথা বলা হইলে তথাকার অবস্থিত অপর লোক
হর্ষভরে প্রতিবাক্য দানে কণ্ঠকে কুণ্ঠিত করিলেন, কিন্তু অপরে সেই বালকের
আভাসমাত্রও শুনিতে পাইলেন না ॥ ১৯ ॥

কৈশোর বয়স্পর্গাস্ত এই বালক যে পরিমাণে যে যে হারাদি আভরণ এবং
বস্ত্রসকল মাসে মাসে ধারণ করিতে পারিবে, তাহা বিচার করিয়া সকলেই
বালককে সেইরূপ হারাদি আভরণ এবং বস্ত্র দান করিলেন এবং বালকের পিতাও
কোন এক অনন্ত কোষ অর্থাৎ ভাণ্ডারাগার পণ্যস্তু দান করিলেন ॥ ২০ ॥

* আগচ্ছন্তঃ স্বগেহাদভিমুখমিলিতা বালবৈশিষ্ট্য পৃচ্ছাবস্ত্রস্তদ্বালদৃষ্ট্যা প্রমুদিতহৃদয়ৈরুচিরে
কৈশ্চিদেবং । শোভা সা দৃষ্টিগম্যা নতু পরবচনশ্রেণিগম্যেতি হলাৎ, কুণ্ঠকঠৈরভাবি প্রতি-
বচনি পটৈস্তন্তু নাশ্রাবি চাষ্টেঃ । ইতি গৌরবান্বিতানন্দপুস্তকপাঠঃ ।

শোভাং বিন্দন্নন্দজালোকলোকঃ

সন্মায়াসীৎ কৃত্রিমাকৃত্রিমা বা ।

বস্ত্রাদীনাং চিত্রতা যত্র পূর্ব্বা

নেত্রাদীনাং চিত্রতাসীদপূর্ব্বা ॥ ২১ ॥

আগতা নিজগৃহং যদাপ্যমৃ-

নন্দবালমবলোচ্য লোভনং ।

হন্ত তহ'পি দীনানি কানিচিৎ

গেহনিরে দৃশিগতং ব্রজপ্রজাঃ ॥ ২২ ॥

অথ মথুরাপথিকতাং প্রথায়িত্বাণঃ শ্রীগোকুল-কুলরাজ-

শ্রীকৃষ্ণরূপদর্শনানন্তরং সপো লোকো গৃহমগাদিতি বর্ণয়তি শোভামিত্যাদিপদেন ।
নন্দজালোকলোকঃ নন্দজঃ শ্রীকৃষ্ণস্তুল্যলোকো দর্শনং যত্র স চাসৌ লোকশ্চেষ্টিতমঃ । শোভা-
কাণ্ডিং বিন্দন্ গৃহময়াদৌ । যত্র সন্মনি । চিত্রতা আসীৎ । চিত্রং ভাষ্যতে সম্বুনোতি গালয়তি
বা চিত্র + তায় + ক্রিবণ্ডপ্রয়োগঃ । যা দ্বিধা ক্রিমা অকৃত্রিমা চ । তত্র পূর্ণা কৃত্রিমা চিত্রতা
বস্ত্রাদীনাং । অপূর্ণা অকৃত্রিমা নেত্রাদীনাং সেত্যাং ॥ ২১ ॥

গৃহং গতানামপি ব্রজপ্রজানাং সদা শ্রীকৃষ্ণকৃষ্টিরভূদিতি বর্ণয়তি আগতা উতিপদেন ।
দৃশিগতং নন্দবালং ॥ ২২ ॥

অধুনা শ্রীব্রজরাজ্য রাজকরং দাণ্ডং মথুরায়া গমনং বর্ণয়তি অথেষ্ট্যাদিপদেন

নন্দকুমারকে দর্শন করিয়া সকললোকই তাঁহার শোভাকে মনে মনে
ধারণপূর্ব্বক গৃহে আসিয়াছিলেন, ইহারা যে শোভা ধারণ করিয়াছিলেন সেই শোভা
কৃত্রিম এবং অকৃত্রিম । তন্মধ্যে নানাবর্ণের বস্ত্রাদি ধারণ করিয়া যে শোভা হইয়াছিল
সেই শোভা পূর্ণা অর্থাৎ কৃত্রিম এবং নেত্র কর্ণাদি-অঙ্গে আশ্চর্য্য্যভাবে ধারণ করিয়া
যে শোভা হইয়াছিল সেই শোভাই অপূর্ণ অর্থাৎ অকৃত্রিম ॥ ২১ ॥

ব্রজবাসিগণ লোচনলোভনীয় নন্দকুমারকে দর্শন করিয়া যখন গৃহে ফিরিয়া
আসিলেন, তখন অবধি তাঁহার কিছুদিন ধরিয়া ঐ বালকে যেন নেত্রগঃ
করিয়াই মনে করিয়াছিলেন ॥ ২২ ॥

অনন্তর গোকুলকুলরাজ নন্দমহাশয় মথুরাপুরীর পথিক বা মথুরায় গমন

স্বগ্রজাদীন্ নিজপ্রতিনিধিতাদিকশ্মণি নিম্নায় চলন্তশ্চিন্তিবান্ ।
হন্তু স্তহুদি দুহুদি চ মম মানসং সমানসম্বন্ধহৃদবন্ধমপি প্রসভং
ভৃশমেব তত্র প্রসজতি নবজাতকে* । যেনাসৌ পীবিতা জীবিতা-
শাপি ন পরিচ্ছিন্নতায়িচ্ছতি । সম্প্রতি দুষ্কৃত্যাবপ্রকৃষ্ট-
মটমস্মি নানুভবমস্মি কিং ভবিতা । তস্মাদ্বিকলতাংবিকল-
নায় বিলোকং বিলোকমেব তং বালকং যদুনিয়ং চলানীতি ॥২৩

অথ গমনসময়ে চ ।

উৎসঙ্গে নিহিতস্ত তস্ত তু শিশৌর্বক্তুং নুহৃদৃষ্টবা
নামোদং চিরমাদদে নিটিলকাদগণ্ডাবাসী ভৃশং ।

সমানসম্বন্ধহৃদবন্ধঃ সমানসম্বন্ধেন সপৎ পরমায়ুক্ত্য হৃদবন্ধঃ প্রিয়তাসম্বন্ধমপি মানসং ।
চত্রেতি ত্রয়োঽধো । পাবিতা স্থলদ্বিবেশিতা অথায়িত্বা । অবিপকৃষ্টং নিকটং । বিকলিতাবিকল-
নায় দৌলভানানাশাৎ । তং বালকং শ্রীকৃষ্ণমেব বিলোকং বিলোকং দৃষ্ট্বা দৃষ্ট্বা আভীক্ষ্যে দিষ্ট্বা ।
লানি গচ্ছানি ॥ ২৩ ॥

গমনকালে । জরাজয়া আকৃতমুপদয়নে যো যো ভাবেঃ স্তব্ধ তং তং বর্ণয়ত্বং অথো ত
উৎসঙ্গে তত্রাদিবদ্যোন । নিটিলকাদগণ্ডাবাসী ।

করিবার জন্তু আপনার প্রতিনিধিকার্যো অর্থাৎ বালকাদির রক্ষণাবেক্ষণরূপ
গৃহকার্যো অগ্রজপ্রভৃতিকে নিম্ন করিয়া চলিতে চলিতে মনে মনে চিন্তা
করিলেন । হায় ! আমার অন্তঃকরণ শত্রু এবং মিত্রে সমানসম্বন্ধদ্বারা
প্রিয়তাবন্ধনে আবদ্ধ, তথাপি ঝটিতি সেই নবকুমারের উপর অত্যন্ত আসক্ত
রহিয়াছে । যে হেতু অত্যন্ত মহতী জীবনাশাও পরিচ্ছিন্নভাব পাপ হইতেছে
না, অর্থাৎ দীর্ঘ জীবনের আশা মনে স্থান পাইতেছে না । সম্প্রতি আমি চত্রে
নিকট গমন করিতেছি, কি যে ঘটবে তাহা অনুভব করিতে পারিতেছি
না, অতএব ব্যাকুলতা-দুরীকরণের জন্তু বারবার সেই বালককেই দর্শন করিয়া
যতকুলে (মথুরায়) গমন করা যাউক ॥ ২৩ ॥

অনন্তর গমনকালে, সেই বজরাজ ক্রোড়স্থিত শিশুর মুখ বারবার দর্শন

আশিল্পেষতরাং বপুন'তু তদা তৃপ্তিং ব্রজেশো যযৌ
 যাং পাথেয়তয়া বিবেদ মথুরাপ্রস্থানমাশ্রায় সঃ ॥ ২৪ ॥
 'বৎস শ্যাম পিতা তবায়ময়িতুং রাজ্ঞঃ পুরং ত্বৎকৃতা-
 হনুজ্ঞাং প্রার্থয়তে ততো বিতরতা'দিত্যেব ধাত্রীরিতঃ ।
 আশ্চর্য্যাতুলবালভাববলনাদ্বয়ে স্মিতং তেন চ
 শ্রীমান্ গোপজনাধিপঃ প্রচিহ্নীঃ প্রস্থানমাসেদিবান্ ॥ ২৫ ॥
 স্মারং স্মারং তস্মুখং স্মৃশ্বিতাক্তং
 ব্যক্তং ব্যক্তং গোপয়ন্ প্রেমধাম ।

যাং তৃপ্তিং ॥ ২৪ ॥

তদা তু শ্রীকৃষ্ণং প্রতি ধাত্রী যদাহ তদ্বাকাং বর্ণয়তি বৎসেত্যাদিপদ্যেন । বিতরতাং অর্থাৎহনুজ্ঞাং দেহি । আশ্চর্য্যোতি । আশ্চর্য্যরূপো যোহতুলভাবপুস্তক বলনাং স্বীকারাং । স্মিতং মন্দহাস্যং । বদ্রে ধৃতবান্ । প্রচিহ্নীঃ স্মৃতিরবুদ্ধিঃ ॥ ২৫ ॥

তদা তস্য প্রেমমূচ্ছাং বর্ণয়তি স্মারং স্মারমিতিপদ্যেন । স্মৃশ্বিতাক্তং মন্দহাস্যব্রজিতং ॥ ২৬ ॥

করিয়া বহুক্ষণ পর্য্যন্ত আনন্দানুভব করিলেন । তিনি ললাট হইতে গণ্ডস্থল পর্য্যন্ত অতিশয় চুম্বন করিয়া পুত্রের শরীরকে দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন করত মনে তেমন তৃপ্তি প্রাপ্ত হইলেন না । কিন্তু ঐ সামান্যতৃপ্তিও ব্রজরাজের মথুরাগমন-কালে পথের সম্বলস্বরূপ হইয়াছিল অর্থাৎ পুত্রস্পর্শ মনে করিতে করিতেই মথুরায় গমন করিতেছিলেন ॥ ২৪ ॥

ধাত্রী বলিতে লাগিল, 'বৎস শ্যাম কৃষ্ণ ! এই তোমার পিতা রাজপুরে গমন করিবার নিমিত্ত তোমার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছেন, অতএব তুমি অনুমতি প্রদান কর ।' শ্রীকৃষ্ণও আশ্চর্য্যরূপে অতুলা বালাভাব স্বীকার করিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন, ইহা দেখিয়া শ্রীমান্ গোপরাজ স্মৃতিরচিন্তে প্রস্থান করিলেন ॥ ২৫ ॥

অত্যন্ত মুহুমধুর হাস্যযুক্ত পুত্রমুখ বারম্বার স্মরণ এবং অতিশয় প্রকটিত প্রেমস্বভাব গোপন করিয়া শ্রীমান নন্দ গোপগণ সহর্ষে বহুতর জল্পনা করিতে

অনন্দেনানল্পজন্মে গৌপে-

ষাআরামপ্রায়তাং প্রাপ নন্দঃ ॥ ২৬ ॥

অথ মথুরামাসাং সত্বেব করাধিকারিষু করমুপসাং তদ্বারা
দূরতএব রাজানম্নুজানন্তং প্রসাং শকটঘটাবমোচনমেবানঞ্চ
নতু শ্রীবহুদেবসদ্য, কংসে তেন সাকং নিজানাসঞ্জনব্যঞ্জনায় ॥২৭

স্নিগ্ধকণ্ঠ উবাচ । শিষ্টদ্বিষ্টবিশিষ্টোহপি সঙ্গতজাতক-
দ্রেষপাতকোহপি পরধনায়য়া ধনানুসন্ধাননির্বন্ধসঙ্কোহপি স

ততো এজরাজস্য মথুরাপ্রাপ্তানন্তরং কৃত্যং বর্ণয়তি অথেষ্টাদিগদ্যেন । অনুজানন্তং
অনুজানিধায়িনং । অবমোচনং স্থানং । আনঞ্চ জগাম ॥ ২৭ ॥

ননু শ্রীনারদবাক্যজ্ঞাতভাবে দেবতাপ্রায়ে এজরাজে কংসস্য তদা কৌতুভাবো জাত-
ইত্যাহ্ব্য স্নিগ্ধকণ্ঠো যদবদন্তবর্ণয়তি শিষ্টেষ্টাদিগদ্যেন । দ্বিষ্টেষ্টাভাভে ক্তঃ । পরধনায়য়া
পরধনতৃণয়া । পরন্তু ধনং গ্রহীতুমিচ্ছয়া ইতি নামধাতুঃ ধনন্তু গ্রহণে ভা । স কংসঃ ।

থাকিলেও তাঁহাদিগের মধ্যে আত্মারামের অর্থাৎ বন্ধানন্দনিমগ্ন বোগীর সাদৃশ্য
লাভ করিলেন ॥ ২৬ ॥

অনন্তর মথুরা প্রদেশে গমন করিয়া তৎক্ষণাৎ করাধিকারী অর্থাৎ খাজানা
লইবার ভারপাপ্ত কর্মচারী জনসকলকে (কোষাধ্যক্ষ খাজাঞ্চিদিকে) কর
অর্পণ করিলেন এবং ঐ সকল করাধিকারী পুরুষদ্বারা দূর হইতে অনুজাকারী
রাজাকে প্রসন্ন করিয়া যে স্থানে শকটগুলি রাখা হইয়াছে, সেই স্থানেই আগমন
করিলেন, কিন্তু বহুদেবের গৃহে গমন করিলেন না, কারণ ইহার দ্বারা কংসরাজ
জানুন যে, বহুদেবের সহিত আমার কোন অত্বরাগ নাই, এই ভাব প্রকাশ
করিলেন ॥ ২৭ ॥

সেই কংস শিষ্টগণের উপর ঘেষান্বিত এবং নবকুমারের উপর দ্রেষরূপ পাতকে
পাতকী হইয়াছিল ও পরধনের তৃষ্ণায় কেবল ধনানুসন্ধানের আগ্রহই আভিসন্ধি
করিত, স্তুতরাং যিনি বেদানুশাসনে রত ছিলেন, যিনি বিচিত্র পুত্রের জন্মরূপ

কথমস্মিন্ নিগমশিষ্টিসংশ্লিষ্টে বিচিত্রেণ পুত্রেক্ষণেন পুত্রেক্ষণেন
চ বিস্মায়িতসকলে জগদ্বিত্তবিত্তাশকলে সরলায়তে স্ম ॥ ২৮ ॥

মধুকণ্ঠ উবাচ । উক্তমেব পুরা যৎ প্রগুণতয়াখিলসমঞ্জস্যমশঃ
শ্রীব্রজেশচন্দ্রমসঃ খল্লস্ম গুণেন গুণেনেব * কো বা বন্ধো ন
ভবেদিতি ॥ ২৯ ॥

স্নিগ্ধকণ্ঠ উবাচ । ততস্ততঃ ।

মধুকণ্ঠ উবাচ । শ্রুতো ব্রজব্রাতারি তং ভ্রাতরমনুনির্জন-
মিলনায় মন্ত্ৰং বলয়তি পর্য্যাকালতাবসরঃ স শ্রীশূরতনুজবরঃ
স্বয়ং কেবলসেবকবিশেষসঙ্গিতয়া সম্বলতে স্ম ॥ ৩০ ॥

অস্মিন্ ব্রজরাজে । নিগমশিষ্টিসংশ্লিষ্টে বেদশাসনসমৃদ্ধে । পুত্রক্ষণেন পুত্রজন্মনা যঃ ক্ষণ উৎ-
সবন্তেন । জগদ্বিত্তবিত্তাশকলে জগতি বাবন্তং প্যাং যাদন্তং ধনং তেনাশফলে অখণ্ডে পুণে ॥ ২৮ ॥

মধুকণ্ঠেন তু তজ্জৈতুধেন যথোক্তং তদ্বর্ণয়তি উক্তমেবেত্যাদিগদ্যেন । গুণেন গুণেনেব-
গুণেন রজ্জ্বা ইব গুণেন মহত্বা দনা ॥ ২৯ ॥

ততঃ স্নিগ্ধকণ্ঠপ্রশ্নানন্তরং মধুকণ্ঠঃ শ্রী ব্রজরাজেন সহ শ্রীবৃন্দদেবমিলনং বর্ণয়িতুং প্রদম্যতঃ
৩০ ইত্যাদিগদ্যেন । সুগমঃ ॥ ৩০ ॥

উৎসবে ক্ষণকালমধ্যে জগংকে বিগ্নিত করিয়াছিলেন এবং বাহার ধন জগতে
অখণ্ড বলিয়া বিখ্যাত ছিল, সেই মহাভাগা বজ্ররাজের প্রতি কংস বিরূপে
সরলব্যবহার করিতে পারিবে ॥ ২৮ ॥

মধুকণ্ঠ কহিলেন একথা পূর্বেও উক্ত হইয়াছে যে, পরুষ্ট গুণ থাকাতে বাহার
কৌত্তি নিখিল সামঞ্জস্য প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই বজ্ররাজরূপ নশ্বরের প্রশংসনীয়
মহত্বাদি গুণরূপ গুণ বা রজ্জ্বারা নিশ্চয়ই কোন্ ব্যক্তি না আবদ্ধ হইবেন ? ॥ ২৯ ॥

স্নিগ্ধকণ্ঠ কহিলেন, তাহার পর তাহার পর ।

মধুকণ্ঠ কহিলেন, তাহার পর রাজের ভ্রাতৃকর্তা সেই ভ্রাতাকে লক্ষ্য করিয়া
নির্জনে মিলনের জন্ত মন্ত্ৰণা নিরূপণ করিলে পর, অবসর পাইয়া সেই শূরনন্দন
বৃন্দদেব স্বয়ং কেবল কোন একজন বিশিষ্ট ভক্তকে সঙ্গে লইয়া নন্দের সহিত
মিলিত হইলেন ॥ ৩০ ॥

অথ তেনাব্রজিতসদেশঃ শ্রীমান্ ব্রজমহেশঃ সহসা মহসা
বৃততয়া সাভ্যুত্থানমুখায় ন্যায়পরমঃ কৃততদভিগমঃ স্বমনুজমনু-
রক্তঃ পরিষক্তবান্ পরিষক্তশ্চানেন নতু কঞ্চিং কশ্চিন্নতবান্
জাতাবেকশ্চ জ্যায়ন্তুমন্যস্ততু জাতাবিতি । ন চ কেবলমেত-
দেব কারণতামবলম্বতে, অপিতু পরস্পরপ্রণয়াতিশয়শ্চ, যেনা-
ন্যম্নানুসন্ধাতুং শক্যতে । এতদেবচ দৃষ্টান্তেন স্পষ্টীকৃতং শ্রীবাদ-

তদেবঃ বৃদ্ধে তয়োর্মিলনং বর্ণয়তি অথৈত্যাদিগদ্যেন । আব্রজিতসদেশঃ আব্রজিতঃ
প্রাপিতঃ সদেশো নিকটং যস্য সঃ । একস্য বহুদেবস্য ক্ষত্রিয়হাং । অগ্নস্য শ্রীনন্দস্য । জাতৌ
জন্মনি । সতু বহুদেবঃ তচ্ছিবিরাগতঃ ব্রজরাজবাসস্থানং প্রাপ্তঃ । অত্র শ্রীভাগবতীয়পদা-

অনন্তর বহুদেব তাঁহাকে নিকটে লইয়া আসিলেন, নীতিপরায়ণ শ্রীমান্
ব্রজরাজ সহসা তেজস্বিতায় পরিপূর্ণ হইয়া গৌরবের সহিত গাত্রোত্থান করতঃ
বহুদেবের সম্মুখে গমন করিলেন এবং অনুরক্ত ভাবে স্বীয় শ্রাতাকে আলিঙ্গন
করিলে পর বহুদেবও তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন । কিন্তু কেহ কাহাকে প্রণাম
করিলেন না । কারণ, একজন অর্থাৎ বহুদেব ক্ষত্রিয়জাতি বলিয়া জ্যেষ্ঠ ছিলেন,
আর একজন অর্থাৎ ব্রজরাজ জন্মে (বয়সে) জ্যেষ্ঠ ছিলেন ।* কেবল যে ইহাই
কারণ ছিল, তাহা নহে, কিন্তু পরস্পরের সাতিশয় প্রণয়ও ছিল, যাচা দ্বারা
অন্য কোন প্রণামাদি বিষয় অনুসন্ধান করিতে পারা যাইত না, অর্থাৎ সমধিক
শ্রীতির স্থলে প্রণামাদি বাহু অনুষ্ঠানের আদর নাই, ইহা কেবল লৌকিক মর্গাদা-
বিশেষ । এই কথাই ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণি শুকদেবও (শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধে
৫ম অধ্যায়ে ১৪ শ্লোকে) দৃষ্টান্তদ্বারা স্পষ্টরূপে নির্দেশ করিয়াছেন । যথা—

* শ্রীবহুদেব মূলপুরুষ দেবমীচের ক্ষত্রিয় পত্নীর গর্ভজাত শুররাজের পুত্র বলিয়া বর্ণজ্যেষ্ঠ
হইলেও বৈশ্য পত্নীর গর্ভজাত পঙ্কজের পুত্র শ্রীনন্দমহারাজ যে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন না,
ইহাতে জানা যায় যে বহুদেব বয়সে কনিষ্ঠ । ইহা “তত্র শ্রীমদ্ভ্রাতা কিমপ্যক্রিষ্টমুপদিষ্টমতি”
অর্থাৎ শ্রীমান্ বহুদেব ভায়া কোন অক্রিষ্টবাক্য বলিয়াছেন কি ? এই দূতের প্রতি পুরোক্ত
নন্দন্যাকে এবং “দ্বিষ্টা ভ্রাতঃ প্রবয়সঃ” (১০ । ৫ । ১৪ ভাগবত) এই বহুদেবোক্তিতেও ইহা
প্রমাণিত হয় । (এই বিষয়টি উক্ত স্থানের বৈষ্ণবতোষণীর ভাবেও জানা যায়) ।

রায়গিনা—“দেহঃ প্রাণমিবাগতং” ইতি । অত্র চ দেহস্থানীয়স্য গোস্থানপতেরস্মদীশিতুরেবাসক্তিরতিরিক্তা দর্শিতা, প্রাণঃ খল্বন্যং দেহং সঞ্চরতি, দেহস্ত তং বিনা ন ভবত্যেবেতি । সতু চতুর-শিরোমণিঃ স্বয়মেবাগতস্তচ্ছিবিরাগতস্তেনাতিথিবদেব পূজিত-স্তদ্যবহারেণ জিতঃ সম্প্রতিজাতয়োঃ স্বতনুজাতয়োঃ প্রসক্ত-ধীরিদমুক্তবান্ ।

“দিস্ত্যা ভ্রাতঃ প্রবদ্যস ইদানীমপ্রজস্য তে ।

প্রজাশায়া নিবৃত্তস্য প্রজা যৎ সমজায়ত * ॥” ইত্যাদি ।

উপাধিকৃতহানিরুদ্ধিং বিনা কৃতস্নেহসমৃদ্ধিময়দেহতয়া গন্তীর-

মুখাপন্নতি দিষ্ট্যেতি । উপাধীতি স্বভাবস্নেহাতিশয়ময়দেহতয়েতার্থঃ ।

“হে রাজন্ ! মৃতদেহে প্রাণ আগত হইলে দেহ যেরূপ উথিত হয়, প্রিয়মিত্র বসুদেবকে আসিতে দেখিবামাত্র নন্দ সহসা সেইরূপে উথিত হইলেন” । এস্থলে আমাদিগের অধিপতি গোষ্ঠপতিকে দেহস্থানীয় বলয় অতিরিক্ত আসক্তি দেখান হইয়াছে, অর্থাৎ বসুদেবকে প্রাণস্থানীয় ও নন্দকে দেহস্থানীয় বলা হইল । নিশ্চয়ই প্রাণ অত্র দেহে সঞ্চার করিয়া থাকে, কিন্তু সেই প্রাণবাতীত দেহ থাকিতে পারে না, (সুতরাং প্রাণ সর্বত্রসঞ্চারী কিন্তু দেহ প্রাণাভাবে জড় বা মৃত । এখানে স্নেহ-ভাবে দেহস্থানীয় নন্দেরই জলাভাবে মীনের গ্রাস সমধিক মাহাত্ম্য প্রকটিত হইল) । পরন্তু সেই চতুরশিরোমণি বসুদেব স্বয়ংই অমুরাগবশতঃ ব্রজরাজের শিবিরস্থান হইতে আগমনপূর্বক তৎকর্তৃক অতিথির গ্রাস পূজিত ও তাঁহার ব্যবহারে ভূষ্ট হইয়া সন্তঃসমুৎপন্ন নিজ অপত্যদ্বয়ের প্রতি আসক্তচিত্ত হওত এই কথা বলিলেন ।

দশমস্কন্ধের ৫ম অধ্যায়ে ১৪ শ্লোকে যথা—“বসুদেব কহিলেন ভ্রাতঃ ! তুমি অধিক বয়স্ পর্য্যাপ্ত নিঃসন্তান ছিলে, তোমার সন্তানাশা একপ্রকার নিবৃত্ত হইয়াছিল, এক্ষণে বৃদ্ধবয়সে যে সন্তান লাভ করিয়াছ, এ তোমার পরম ভাগ্য ।”

ঔপাধিক ক্ষয়বৃদ্ধিহীন স্নেহসম্পত্তি দ্বারা দেহ পরিপূর্ণ এবং গন্তীর স্বর

স্বরতয়া চ পয়ঃপরোধিরিবায়াং ব্রজাধীশ্বরস্ত তস্মৈ সর্বস্তুতস্যা
বংশান্ কংসকৃতধ্বংসাননুশোচন্ কৰ্ম্মবাদরোচনয়া ধৈর্য্যং সংবৰ্দ্ধ-
য়ন্নাত্মনশ্চ তস্য চ শৰ্ম্ম সূনৃতামৃতভূতসম্পূর্ণং কৃতবান্ ॥ ৩১ ॥

ততঃ শ্রীমানানকদুন্দুভিস্তং কৃতকার্য্যমবধার্য্য ভাব্যুৎপাতং
বিচার্য্য স্বভবনমেব গন্তুমনুমতবান্ শ্রীব্রজরাজস্ত বস্তুতশ্চেতসা
চেতঃ প্রচলিতএব সম্প্রতিতু গেহং প্রতি দেহমেবেহয়ামাস ।
অথ ব্রজব্রতমনুরত্যাং ॥ ৩২ ॥

যথা পূর্বদেবানাং পূর্বমন্ত্রণায়ামামন্ত্রিতা রাক্ষসপক্ষিণী

পয়ঃপরোধিঃ ক্ষীরসমুদ্রঃ । সংবৰ্দ্ধয়ন্ বংশাণা কবচেন সমাচ্ছাদয়ন্ সংবৰ্দ্ধন্ + নামধাতুঃ ক্রিঃ,
ততঃ শত্ৰুপ্রভায়াঃ । সূনৃতেনি সূনৃতঃ প্রিয়ং অথচ অমৃতেন পূর্ণং বদ্যাক্যং তেন সম্পূর্ণং বধ্যা স্যাৎ ॥ ৩১
তদেবমুভয়োঃ প্রিয়ভাষণে সমাপ্ততাং গতে উভাভ্যাং বদ্যচরিতঃ তবর্ণয়তি তত ইত্যাদি-
গদ্যেন । ইতো মথুরায়াঃ ॥ ৩২ ॥

অথ তাদৃশেহপি ব্রজে পুতনয়া গমনাদিকং বর্ণয়িতুং প্রক্রমতে যথেষ্টাদিগদ্যেন । পূর্ব-
দেবানামস্মরণাং ।

ধাকাতে ক্ষীরার্ণবের আয় ঐ ব্রজরাজ সৰ্বপূজ্য বসুদেবের বংশধরগণ কংসকর্তৃক
হত হওয়াতে অনুশোচনা করিলেন এবং কৰ্ম্মফলের অপারমহিমা বোধ করত
ধৈর্য্য-কবচ আচ্ছাদন করিয়া সত্য অথচ প্রিয়বাক্যরূপ অমৃতদ্বারা তৃপ্তিসাধনপূর্বক
নিজের এবং তাঁহার স্মৃতি উৎপাদন করিলেন ॥ ৩১ ॥

তদনন্তর শ্রীমান্ বসুদেব, ‘গোপরাজ কৃতকার্য্য হইয়াছেন,’ এইরূপ নিশ্চয়
করত ভাবী উৎপাত বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে নিজগৃহে গমন করিতেই অনুমতি
করিলেন । ব্রজরাজও বাস্তবিক মনে মনে মথুরা হইতে একরূপ বহির্গতই
হইয়াছিলেন, সম্প্রতি গৃহের প্রতি দেহকেও লইয়া যাইতে চেষ্টা করিলেন অর্থাৎ
শ্রীকৃষ্ণকে ত্যাগ করিয়া আসিয়া নন্দের মনঃপ্রাণ গৃহেই ছিল, বসুদেবের কথায়
এক্ষণে দেহটাকেও মথুরা হইতে ব্রজে লইয়া যাইতে উত্তত হইলেন । অনন্তর
ব্রজের চরিত্র অনুসরণ করা যাউক ॥ ৩২ ॥

অনুরগণ পূর্বে যেরূপ মন্ত্রণা করিয়াছিল, সেই মন্ত্রণায় রাক্ষসপক্ষপাতিনী

নির্দশাননির্দশাংশচ দেশদেশতঃ শাবকান্ বকানিব শ্যেনী বিনি-
 স্নতী কংসস্য নিস্নতী বৈরোচনিকন্যা রজশ্চামস্যাং ব্রজপ্রদেশ-
 সদেশমাজগাম । যা খলু জটাঘটা-বিঘটিত-প্রকটন-মুণ্ডা বিসঙ্কট-
 দংষ্ট্রাসংসৃষ্টদষ্টভিষ্কোটিকটভুণ্ডা নেত্রগর্ভবর্তমানবহ্নী-লোম-
 সমুদগু-কুণ্ডলি-খণ্ডিত-ব্রহ্মাণ্ডবর্ত্তিধৈর্যা পক্ষতিদ্বয়মধ্যস্থিতবক্ষ-
 স্থললম্বমানবক্ষোজযুগলোদগীর্ণ-দুগ্ধমিষবিষবিষমজ্জালাসহবলদহ-

—৪—

শ্যেনী শ্যেনপক্ষিণী । কংসস্তেত্যত্র স্বশামিভাবসম্বন্ধে বর্ণা । সদেশং নিকটং । জটা-
 ঘটেতি । জটাসমূহেন বিঘটিতং বিরূপস্যা প্রকটনং যস্য এবভূতং মুণ্ডং যস্যঃ সা । বিসঙ্কটেতি ।
 বিসঙ্কটদংষ্ট্রাভিঃ সংসৃষ্টদষ্টা চ আদৌ সংসৃষ্টা পশ্চাৎ দষ্টাচ যা ভিষ্কোটিকটভুণ্ডা যস্যঃ
 সা । নেত্রোতি । নেত্রগর্ভে বর্তমানং যদ্বয়ং তস্মিন্ যে লোমসমুদগুঃ কুণ্ডলিনঃ তৈঃ খণ্ডিতং
 ব্রহ্মাণ্ডবর্ত্তিজনানাং ধৈর্যং যদা সা । পক্ষতীতি । পক্ষতিঃ পক্ষমূলং পার্শ্বদ্বয়মধ্যং যদ্বক্ষস্থলঃ
 তস্মিন্ লম্বমানং যৎ স্তনযুগলং তস্মাৎ ক্ষরিতং যদুগ্ধং তদেব মিষং ছলং যস্য এবভূতং যদ্বিষং

বলিকন্যা পূতনাকে আহ্বান করা হইয়াছিল । শ্যেনপক্ষিণী যেরূপ বকশাবক-
 দিগকে বধ করে, সেইরূপ কংসের অধীন সেই রাক্ষসী দেশে দেশে অনির্দশ ও
 নির্দশ অর্থাৎ দশদিনের অনধিক ও দশদিনের অধিক বালকদিগকে বধ করিতে
 করিতে ঐ রাত্রিতেই ব্রজভূমির নিকটে আগমন করিল । উহার মুণ্ড জটাসমূহের
 ঘটনায় বিকৃতরূপে প্রকাশ পাইতেছিল । ভয়ঙ্কর দংষ্ট্রাধারা যে সকল শিশু
 প্রথমে সংসৃষ্ট এবং পশ্চাৎ দষ্ট হয়, তদ্বারা তাহার গুণ্ডভাগ অত্যন্ত বিকট
 হইয়াছিল । তাহার নেত্রের গর্ভমধ্যে যে পথ ছিল এবং সেই পথে লোমরূপ
 সমুদগু অর্থাৎ উর্দ্ধকণাযুক্ত যে কুণ্ডলী (সর্প) বিজ্ঞমান ছিল, তাহা দ্বারা ঐ রাক্ষসী
 ব্রহ্মাণ্ডস্থিত লোকসকলের ধৈর্য্য লোপ করিত অর্থাৎ নাসাবিবর হইতে বহির্গত
 সর্পাকৃতি ভীষণ লোমদর্শনে লোকসকল ভয়ে কম্পিত হইত । পার্শ্বদ্বয়ের
 মধ্যস্থিত বক্ষঃস্থলের মধ্যে তাহার যে স্তনযুগল লম্বমান ছিল ও তাহা হইতে যে
 দুগ্ধ রসিত হইত, সেই দুগ্ধক্ষরণচ্ছলে বিষ নির্গত হইত এবং ঐ বিষের বিষম
 জ্বালায় যে অসহ্য শক্তি ছিল, তাহা দ্বারা ঐ রাক্ষসী চরম অর্থাৎ প্রাণপরিণাম

মানপর্যন্ততয়া যন্ত্রিতজন্তুস্বৈর্য্য চৈত্যাদিমহাঘোরতাবহা । কিং
বহ্না । প্রতীকমাত্রপ্রাণিপ্রতীকা পৃথুকানিব চ পৃথুকানিব
কুর্ক্বতী বর্ততে ॥ ৩৩ ॥

অথ সা শ্রীব্রজক্ষিতীশরক্ষিত-গীর্বাণবাণজ-ধানুকভিয়া *
দুষ্করস্বরূপং বিহায় হারিরূপান্তরং প্রাতিহারিকতয়া ধৃতবতী ।
যেন খলু সম্পদধিদেবায়মধিভূমি সম্পতন্তী নিজাশ্রয়বিশেষ-
মন্নিচ্ছন্তী চ সর্বসম্বলক্ষণতয়া কৃতলক্ষণং সম্প্রতি জাতং শ্রীব্রজ-

তয়া বা বিষমজালা তয়া যদসহং বলং তেন দহমানং পর্য্যন্তং চরমো যয়া তয়া । যন্ত্রিতেতি
যন্ত্রিতং প্রতিবন্ধং জহ্নুনাং প্রাণিনাং হৈর্য্যং যয়া সা । প্রতীকেতি । প্রতীকেন একদেশস্পর্শ-
মাত্রেন প্রাণিনাং প্রতিকূলা । পৃথুকান্ বালকান্ । পৃথুকান্ চিপীটকান্ ॥ ৩৩ ॥

ননু তাদৃশে এজে তাদৃশ্যপ্তস্তাঃ কথং প্রবেশো বভূব কথং বা রক্ষাকারিভির্ন নিবারিতা
চৈত্যপেক্ষায়াং বর্ণয়তি অথৈত্যাদিগদোন । শ্রীব্রজেতি । গীর্বাণবাণা নারায়ণাদিবাণান্তান্ জানন্তি
যে ধানুকান্তেবাঃ ভিয়া । হারিরূপান্তরং মনোরমরূপভেদং । প্রাতিহারিকতয়া মায়োত্তমতয়া ।

করিত বলিয়া তাকে দেখিয়া প্রাণিগণের ধৈর্য্যও লোপ পাইত । এইরূপে সে
মহাভয়ঙ্কর ভাব ধারণ করিয়াছিল । অধিক আর কি বলিব. তাহার শরীরের
একদেশের স্পর্শমাত্রে সে প্রাণিগণের পক্ষে প্রতিকূল বা ভীষণমুষ্টি হইত । পৃথুক
অর্থাৎ বালকদিগকে পৃথুক বা চিপীটক (চিঁড়া) রাশির ত্রায় অক্লেশে ভোজন
করিতে পারিত ॥ ৩৩ ॥

অনন্তর সেই পূতনা ব্রজরাজরক্ষিত নারায়ণাদিবাণবেতা ধনুর্ধারিবাক্তিগণের
নিকট হইতে ভয়ের সম্ভাবনা জানিতে পারিয়া আপনার দুর্লভ রূপ পরিত্যাগ-
পূর্বক মায়ী উদ্ভাবন করতঃ একটা মনোহর রূপ ধারণ করিল । সেই অলৌকিক
রূপলাবণ্যদ্বারা লোকের মনে এবং পূতনার নিজস্বন্ধেও এই ব্যাপার ঘটয়াছিল,
যথা—নিশ্চয় হইল যে ইনি সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ভূলোকে আগমন এবং
আপনার আশ্রয়বিশেষের অবেষণ করিয়া ‘সর্বসম্বলক্ষণাক্রান্ত ও সম্প্রতি সমুৎপন্ন

রাজজাতমেব সমাশ্রয়িষ্যতীতি মত্বা তস্মা নূতনবপুঃ পুতনায়াশ্চা-
কৃতমমত্বা হারিতহস্তীরক্ষিভির্ন নিবারিতা, রক্ষিণীভিঃচ নাব-
ধারিতা, যেয়ং পক্ষপাতিনী কংসপক্ষপাতিনী * সাহতততর্ভুঃ
শ্রবণকীর্তনাদি প্রদেশমনুবর্তিতুমসমর্থী তবহিমুখানাংভকামিহ্নতী
তৎপক্ষপাতিণ্যেব লক্ষিতা । এবমপ্যস্মাঃ শ্রীমদ্ভজাগম-
নাদিকন্তু কোতুকবিশেষায় সাধয়িতুং যোগমায়া খলু যোগ-
মায়ান্তী বভূব । যস্মাশ্চ হেতোরণ্ডত্র কুত্রচিন্মেত্রমনাদধতী
সর্বমত্যাদধতী শ্রীমন্নন্দমন্দিরস্থং তমেব বালকমালোকয়ামাস ।

অধিভূমি ভূমিমধিকৃত্য । আকৃতং অভিপ্রায়ঃ অমত্বা অজ্ঞাত্বা । রক্ষিণীভির্ভাষ্যাদিভিঃ ।
পক্ষপাতিনী পক্ষাভ্যঃ পতিতুং শীলং যন্তাঃ সা । তৎপক্ষপাতিনী কংসসহায়ী । যোগঃ ব্রহ্মসম্বন্ধঃ
আয়াস্তী আগচ্ছন্তী অত্যাদধতী । অত্যাধানমতিক্রম ইতি ক্ষীরস্বামী ।

ব্রজরাজপুত্রকেই আশ্রয় করিবে” এইরূপ মনে করিয়া এবং সেই নূতন শরীরধারিণী
পুতনার অভিপ্রায় জানিতে না পারিয়া পুতনার বর্তমান ভাবদর্শনে বুদ্ধিহারী
রক্ষক পুরুষগণ তাহাকে নিবারণ করেন নাই, তথা বালকের রক্ষাকর্ত্রী ধাত্রী
প্রভৃতি রমণীগণও কিছুই নিশ্চয় করিতে পারেন নাই । এই পুতনা পক্ষপাতিনী
অর্থাৎ দুইধানী পাখা দিয়া গমন করিতে পারিত, অথচ কংসের পক্ষপাতিনী
(অমুগামিনী) ছিল । যদুকূলপতি শ্রীকৃষ্ণের যথায় শ্রবণ এবং কীর্তনাদি অমুষ্টিত
হইত, সেই সকল প্রদেশে গমন করিতে পারিত না, এই কারণে নারায়ণবহির্মুখ
লোকদিগের বালকদিগকে বধ করিলেও তাহাকে সকলেই কংসের পক্ষপাতিনী
বলিয়াই লক্ষ্য করিয়াছিল ।

এইরূপে শ্রীব্রজধামে পুতনার আগমনাদি কার্য্য কোতুকবিশেষের জন্ত
সম্পাদন করিতে নিশ্চয়ই যোগমায়া যোগ বিস্তার করিয়াছিলেন, এবং ঐ
যোগমায়ার প্রভাবেই পুতনা অথ কোন স্থলে নেত্র সমর্পণ না করিয়া
সকলকেই অতিক্রম করত শ্রীমান্ নন্দের গৃহস্থিত সেই বালককেই কেবল

অঙ্গারধানীসঙ্গতক্ষু লিঙ্গবদঙ্গারসঙ্ঘমিব তমসি পতঙ্গী তঞ্চ যোগ-
মায়াকৃতপ্রাকৃতবালককল্পতাকল্পনয়া যথাবদ্বানুবভূব, উজ্জ্বলগুঞ্জা-
পুঞ্জতুলনয়া প্রজ্বলদিঙ্গলমিব ॥ ৩৪ ॥

অয়ন্তু শ্রীমানন্দনন্দনঃ স্বতাতপ্তভানুধ্যানময়যোগমায়ায়া
সেবিততয়া জন্মতএব সমস্তজ্ঞানাদিসম্পন্নয়তাশস্তঃ স্বজনস্নেহ-
বশম্বদবাল্যা দিলীলাসুখাবেশেন তত্রানাদৃত্যতুলতদ্ব্যক্তিব্যতি-
রিত্তীকৃতস্তথাপ্যবসরমবাপ্য মধ্যং মধ্যং সা স্বসেবামধ্যবস্তুস্তী

ক্ষু লিঙ্গমগ্নিকণঃ তদ্বিশিষ্টাঙ্গারসমূহং । তমসি অন্ধকারে যোগমায়াকৃতপ্রাকৃতবালককল্পনয়া
যোগমায়াকৃতো যঃ প্রাকৃতবালককল্পঃ তস্ত ভাবস্তয়া যা কল্পনা তয়া । অত্র প্রাকৃতবালকতুল্য-
কল্পনয়া অঙ্গারসাদৃশ্যং বালকস্ত ক্ষু লিঙ্গসাদৃশ্যং । প্রজ্বলদিঙ্গলং প্রজ্বলিতানলং ॥ ৩৪ ॥

তাং দৃষ্ট্বা ভগবান্ কিং কৃতবান্ যোগমায়া বা কিং সাহায্যং চকার ইত্যপেক্ষায়াং বর্ণয়তি
অয়ন্তিত্যাदिगद्येन । অনুধ্যানময়েত্যত্র প্রাচুর্যার্থে ময়ট্ । শব্দঃ স্তবঃ প্রশস্তো বা । তত্র যোগ-
মায়ায়াং তদ্ব্যক্তিব্যতিরিত্তীকৃতঃ তদ্ব্যক্ত্যা সমস্তজ্ঞানাদিসম্পন্নয়প্রকাশেন ব্যতিরিত্তীকৃতঃ
বিরহিতঃ । সা যোগমায়া ॥ ৩৫ ॥

অবলোকন করিয়াছিল । অঙ্গারের মধ্যে অগ্নিকণ থাকিলে বিহঙ্গী বেরূপ কিছুই
অনুভব করিতে পারে না, সেইরূপ অঙ্গারের পাত্রস্থিত ক্ষু লিঙ্গবিশিষ্ট অঙ্গার-
সমূহের মত (ভস্মাচ্ছাদিত বহিঃ) সেই বালককে যথার্থরূপে অনুভব করিতে
পারে নাই । কারণ যোগমায়া যোগবলে প্রাকৃত বালকের সাদৃশ্য কল্পনা
করিয়াছিলেন, এই হেতু অগ্নিযুক্ত উজ্জ্বল অঙ্গাররাশিকে যেমন অজ্ঞ বালকাদি
হঠাৎ উজ্জ্বল গুঞ্জাপুঞ্জ অর্থাৎ কুঁচের রাশির মত বোধ করে, সেইরূপ প্রজ্বলিত
অঙ্গারের তুল্য বালকের প্রকৃত অবস্থা পূতনা অনুভব করিতে পারে নাই, সুতরাং
বৃত্তিতে হইবে যে প্রজ্বলিত অঙ্গারে ক্ষুদ্র পতঙ্গের মতই কৃষ্ণসমীপে পূতনা আত্ম-
বিনাশের জন্ত আগমন করিয়াছিল ॥ ৩৪ ॥

কিন্তু এই শ্রীমান্ নন্দকুমারকে তৎকালে নিজ পিতা নন্দের শুভানুধ্যায়িনী
দেবী যোগমায়া সেবা করিতে, জন্ম হইতেই শিশু সমস্ত জ্ঞানাদি সম্পত্তিবিষয়ে
প্রচুর নৈপুণ্য দেখাইয়াছিলেন এবং আত্মীয় জনগণের স্নেহানুকূল বাল্যাদি লীলার

তত্র প্রাদুর্ভবতি । ততঃ সম্প্রতি চ তামস্তর্বিহিতাকৃতিমুপলভ্য
ভব্যস্বভাবরোচনে লোচনে নিমীলিতবান্ ॥ ৩৫ ॥

ততশ্চ সা সহসা পরাভাব্যধিয়া ভিয়া বিনা ভূতা তমক্কেব
নিঃশঙ্কমানীতবতী মূষিকধিয়া * সর্পস্তী সর্পী নকুলমিব ॥ ৩৬ ॥

স্নিগ্ধকণ্ঠ উবাচ । অগ্রজন্মংস্তন্মাতরৌ কথমিব তামপরি-
চিতাং ন নিবারিতবত্যৌ নচ বিচারিতবত্যৌ ॥ ৩৭ ॥

এবমপি তস্তা নির্ভয়কাৰ্য্যং বর্ণয়তি ততশ্চেত্যাদিগদ্যোন । পরাভাব্যধিয়া এব মম
পরাত্তববিষয় এবংরূপয়া বুদ্ধ্যা ভয়রহিতা ॥ ৩৬ ॥

তদেবং সতি তস্তা মাত্রোবাৎসল্যভাবো ইতএব স্তাদিতি সন্নিহানঃ স্নিগ্ধকণ্ঠো যথা অপৃচ্ছৎ
তবর্ণয়তি অগ্রজন্মস্তিত্যাদিগদ্যোন ॥ ৩৭ ॥

সুখাবেশে যোগমায়ায় প্রতি আদর না থাকাকে প্রচুর জ্ঞানাদি সম্পত্তি প্রকাশ
করেন নাই । এইরূপ হইলেও অবসর পাইয়া মধ্যে মধ্যে সেই যোগমায়া স্বীয়
সেবা নিশ্চয় করত শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে প্রাদুর্ভূত হইতেন । তদনন্তর অন্তরে সেই
বিকৃতাকৃতি রাক্ষসীকে জানিতে পারিয়া শুভ অথচ স্বভাবসুন্দর নেত্রযুগল সম্প্রতি
নিমীলিত করিলেন ॥ ৩৫ ॥

তাহার পর মূষিকবুদ্ধিতে নিজের খাণ্ডজ্ঞানে ভৃঙ্করী ঘেরূপ নিকটে গিয়া
মকুলকে (নিজের শত্রুকে) ক্রোড়ে গ্রহণ করে, সেইরূপ সেই পূতনা সহসা এই
বালককে ‘আমি পরাভব করিতে পারিব’ এইরূপ বুদ্ধির বশবর্তিনী হইয়াই নির্ভয়-
মনে অকাতরে সেই বালককে ক্রোড়ে লইয়াছিল ॥ ৩৬ ॥

স্নিগ্ধকণ্ঠ কহিলেন, হে অগ্রজ ! অর্থাৎ হে জ্যেষ্ঠ মধুকণ্ঠ ! শ্রীকৃষ্ণের জননীদয়
(যশোদা ও রোহিণী) কেন অপরিচিতা সেই রমণীকে নিবারণ করিলেন না, এবং
কেনই বা বিচার করিলেন না ? ॥ ৩৭ ॥

মধুকৰ্ণ উবাচ । পুরস্তাদেব যোগমায়াখ্যং কারণমুপশাস্তং
প্রক্রিয়ান্তরঞ্চ তত্র তয়া ক্রিয়তে স্ম । যথা—সা হি, তত্রান্ত-
গূঢ়াঙ্গভুজঙ্গীসঙ্গতায়াঃ কূটকনকময়-পয়ঃকনকালুকায়াঃ সাম্যাব-
গম্যং রূপং দধতী পরিতঃ অবদপ্রধারা-বারাহজপ্রস্তুতপ্রবাহান্
বহন্তী স্নেহানুকরকদেহত এব তে মোহিতবতী ।

পুনশ্চৈদং সগদগদং জগাদ । অয়ি যশোদে ! ত্বমপি হঠো-
ত্তরতয়া কঠোরাসি, স্ততরাস্ত স্বস্ততস্থিতিচিন্তাদ্রোহিণী রোহিণী
শয়নতল এবৈদৃশস্বকুমারং কুমারং নিধায় চিন্তামবিধায় নাতি-
কৃতনিষ্ঠং তিষ্ঠথঃ * নতু হৃদয়ে । প্রাণা অপি হৃদয়েব রক্ষণীয়াঃ
কিমুত প্রাণাধিকোহয়ং স্ততঃ, তস্মাৎ ধিথো রাক্ষসীতোহপি

মধুকৰ্ণস্ত তত্র সমাধাতুঃ যদকথয়ন্তবর্ণয়তি পুরস্তাদেবেত্যাদিগদ্যেন । কনকালুকায়াঃ
স্বর্ণভূসারস্ত । ভূসারঃ কনকালুকা ইত্যমরঃ । ঈদৃশকুমারং অতিকোমলং ।

মধুকৰ্ণ কহিলেন, যোগমায়া যে ইহার কারণ তাহা পূর্বেই বলিয়াছি, যাহাতে
লোকে নিবারণ করিতে না পারে তদ্বিষয়ে পূতনা অতুপ্রকার প্রক্রিয়াও করিয়াছিল
যথা—সেই পূতনা পুরমধ্যে যখন প্রবেশ করিল, তৎকালে অন্তরে গূঢ়াঙ্গ ভুজঙ্গীর
সহিত সঙ্গতা অর্থাৎ কালসপীর মত মায়া বা গিণ্টিকরা স্বর্ণময় ভূসারের
(জলপাত্রবিশেষের) মত আকৃতি ধারণ করিয়াছিল ও নির্গলিত নয়নজলধারা
সমূহে অবিরত স্তম্ভদৃষ্টিপ্রবাহ বহন করিয়া স্নেহানুকরী দেহদ্বারা দুই জননীকেই
মোহিত করিয়া ফেলিল ।

পুনর্বার গদগদ বাক্যে পূতনা এই কথা বলিল, অয়ি যশোদে ! তুমিও অধিক
অবিবেচনার কার্যদ্বারা কঠিন হইয়াছ, স্ততরাঃ নিজপুত্রের প্রতি স্থিতিচিন্তা
রোহিণীও হিংসাকারিণী হইয়াছে । যে হেতু তোমরা শয্যাতেই এইরূপ কোমলাঙ্গ
পুত্রকে রাখিয়া নিশ্চিন্তভাবে পুত্রের প্রতি বিশেষ মনোযোগ না দিয়া কার্যান্তরে
অস্থান করিতেছ, কিন্তু তোমরা পুত্রকে ভুলিয়া বসিয়া আছ । প্রাণকেও যখন

* তিষ্ঠথঃ ইত্যত্র নিঃশঃ ইতি আনন্দপুস্তকে দৃশ্যতে ।

রূক্ষমানসা মানুযীঃ । অহন্ত সম্পদধিষ্ঠাত্রী দেবী ত্বয়া প্রসূতং
সূতং বিশ্ববিলক্ষণলক্ষণং শ্রুত্বা তৎক্ষণমেবাগতানেন বসন্তেন
বাসন্তীমিব দৃষ্টিং হৃষ্টাং কৃতবত্যস্মি, মম চ স্তনৌ সর্বশ্রেয়স্তন-
নাবিত্যমৃতং * ক্ষরতঃ যেন পীতেন সৌহৃৎ নিঃসন্দেহসিদ্ধদেহঃ
স্যাৎ । তস্মাদহমস্মা সর্বসুখবিধাত্রী ধাত্রী চ ভবিষ্যামীতি ॥৩৮

স্নিগ্ধকণ্ঠ উবাচ । ততো গ্রহণাদনন্তরং কিং জাতং ।

মধুকণ্ঠ উবাচ । তদেবং মিশ্রতঃ সা বিষযোষা তং গৃহীত্বা
বিলম্বং হিত্বা চূচুকোপর্যোব † তন্মুখবায়ুর্দ্রবং নিদধে ॥ ৩৯ ॥

তৎক্ষণমেব শ্রবণকালএব । বসন্তেন ঋতুনা মাধবীলতামিব ॥ ৩৮ ॥

এবং শ্রুতবতা স্নিগ্ধকণ্ঠেন যৎ পৃষ্ঠঃ মধুকণ্ঠেনচ যথোত্তরং দন্তঃ তদ্বর্ণয়তি তত ইত্যাদি-
গদ্যেন । মিশ্রতঃ মিশ্রযোষা বিষপ্রচুরা নারী । বায়ুর্দ্রবঃ পদ্মং ॥ ৩৯ ॥

হৃদয়ে রাখিতে হয়, তখন পাণাধিক এই পুত্রকে যে কি করিতে হয়, তাহা আর
কি বলিব, অতএব রাক্ষসী অপেক্ষাও কঠিনহৃদয়া তোমাদের মত মানবীদিগকে
ধিক । আর দেখ আমি সম্পত্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা (লক্ষ্মী) হইয়া আমার উৎ-
পাদিত অলৌকিক স্নলক্ষণদ্বারা লক্ষিত এই পুত্রের কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ আসি-
য়াছি এবং বসন্ত ঋতুর আবির্ভাবে মাধবীলতা যেরূপ আনন্দিত হয় সেইরূপ এই
বালককে দেখিয়া আমি আমার চক্ষুকে আনন্দিত করিয়াছি, আমার স্তনযুগলও
সকলের মঙ্গলবিস্তারকারী হইয়া নিত্যই অমৃতক্ষরণ করিতেছে । এই অমৃত পান
করিলে বালকটী নিশ্চয়ই সিদ্ধদেহ হইতে পারিবে । অতএব আমি এই বালককে
ধাত্রী হইয়া সর্বসুখ বিধান করিব ॥ ৩৮ ॥

স্নিগ্ধকণ্ঠ কহিলেন, তাহার পর সে বালককে গ্রহণ করিলে কি ঘটয়াছিল ?

মধুকণ্ঠ কহিলেন, এই প্রকার ছলনাদ্বারা সেই বিষপ্রদায়িনী পুতনা বালককে
গ্রহণ করিয়া অবিলম্বে স্তনের অগ্রভাগেই তাঁহার মুখপদ্ম স্থাপিত করিল ॥ ৩৯ ॥

* স্তননো নিত্যমমৃতং ইতি গৌরপুস্তকপাঠঃ ।

† চূচুকং চূচুকং চূচুকং ইতি রূপজয়ঃ দৃষ্টতেহমরকোষটীকারাং ।

স্নিগ্ধকণ্ঠঃ সভয়মুবাচ । ততস্ততঃ ॥

মধুকণ্ঠঃ সহাসমুবাচ । ততঃ স তু স্বমাতুঃ সাক্ষাত্তস্তা-
স্তাদৃশভূশত্বদর্শনাদুপজাতেন তৎপ্রাণান্ পিবতা রোষতেজঃ-
সজ্জাতেন তৎস্তম্ভস্য তদেহস্য চ দোষং শোষণংস্তথাপি *
মাতৃভাবাভাসম্ভূরুদ্রল্লাসস্বস্পর্শস্বাভাব্যেন তু তদেহে স্নগন্ধিতা-
স্নগন্ধিতামিব † তৎস্তম্ভে পীযুষতাং ক্রময়ংশ্চ চূষণং চকার ॥ ৪০ ॥

কৃষ্ণেন পূতনাস্তম্ভপানমিথং শিরোচতে ।

যথা গঙ্গাপ্রবাহেণ কৰ্ম্মনাশাজলাহতিঃ ॥ ৪১ ॥

তত্র শ্রীকৃষ্ণোহপি ছলমাপ্রিত্য যথা তস্যাঃ প্রাণানপিবত্ত্বর্ঘয়তি ততঃ স হিতাদিগদ্যোন ।
সহ বালকঃ । স্নগন্ধিতাস্নগন্ধিতাঃ স্নগন্ধিতায়া অপি স্নগন্ধিতাঃ স্নগন্ধিপরাকাষ্ঠামিব ।
পীযুষতাং সুধাহং । ক্রময়ন্ ব্রক্ষয়ন্ । ক্রময়ক স্যাৎক্ষুরণে ইত্যদন্তুরাদিঃ ॥ ৪০ ॥

অত্র কবিসম্প্রদায়ো যথোৎপ্রেক্ষতে তদ্বর্ঘয়তি কৃষ্ণেনেতিগদ্যোন ॥ ৪১ ॥

স্নিগ্ধকণ্ঠ সভয়ে কহিলেন, তাহার পর তাহার পর ?

মধুকণ্ঠ সহাস্তে কহিলেন । তাহার পর সেই বালক নিজ জননীর সাক্ষাতে
পূতনার তাদৃশ নিতান্ত দুর্নীতি দর্শনজ্ঞাত তাহার প্রাণান্তকারি কোপ-প্রসূত
তেজোরশি দ্বারা তাহার স্তম্ভজ্ঞ এবং তাহার দেহের দোষকে শোধিত করিল
এবং মাতৃভাবের যে আভাসমাত্র স্মৃতি পাইয়াছিল, সেই কিঙ্কিমাাত্র মাতৃতা-
সম্পর্শের স্বভাববশতই যেন তাহার দেহে সৌরভ সঞ্চারের হ্রাস অমৃতভা-
সংযোজিত করিয়া রোষবিস্তুরিতভাবে চূষণ অর্থাৎ স্তম্ভপান করিলেন ॥ ৪০ ॥

যেমন গঙ্গানদীর প্রবাহদ্বারা কৰ্ম্মনাশা নদীব জলের আহতি অর্থাৎ পবি-
ত্রতা হয়, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক পূতনার স্তনভূক্ষ পান এই প্রকারে শোভা
পাইতে লাগিল ॥ ৪১ ॥

* তথাপীতি গৌরানন্দপুস্তকে নাস্তি ।

† প্রথমঃ "স্নগন্ধিতা" ইত্যংশঃ গৌরানন্দপুস্তকে নাস্তি ।

সা তু রাক্ষসপক্ষিণী মুঞ্চ মুঞ্চেতি * পুষ্টক্লুষ্টতয়া ব্যথিত-
সনীড়াং পীড়াং প্রপঞ্চয়ন্তী প্রাণানপি মুঞ্চন্তী সংস্কারবশাৎ তং
বক্ষস্তেব নিক্ষিপ্য পক্ষবিক্ষেপাদ্ভ্রজাদ্বহিঃ সসার মমার চ । যত্র
হ্রাদিনী সা হ্রাদিনীতেব তর্ক্যতে স্ম । যত্র চ স্বরূপাবস্থিতিমেব
চাসসার ॥ ৪২ ॥

উড্ডিড্যে সপদি যদা তু পক্ষিণী সা

তং বালং হৃদি পরিগৃহ লম্বমানং ।

উড্ডীনা দ্রুততরমেব মাতৃযুগ্ম-

প্রাণাশ্চ স্মৃতিহৃদম্বুজাদিবাসন্ ॥ ৪৩ ॥

তদেবং শ্রীকৃষ্ণেন প্রাণাকর্ষণে কৃতে পুতনা যৎ কৃত্যং বিদধে তদ্বর্ণয়তি সা দ্বিত্যাদিগদ্যেন ।
ব্যথিতসনীড়াং ব্যথিততনুং । পক্ষবিক্ষেপাৎ পক্ষদ্বয়চালনাৎ । হ্রাদিনী শব্দায়মানা । হ্রাদিনী
সবজ্রবিদ্যুৎ । আসসার প্রাপ ॥ ৪২ ॥

তস্যা মৃত্যোঃ পূর্বাবস্থাং বর্ণয়তি উড্ডিড্যে ইতিপদ্যেন । আকাশমধ্যং প্রাপ্তা সতীতার্থঃ ।
উড্ডীনা মাতৃযুগ্মপ্রাণা উড্ডীনাঃ সন্তুঃ ॥ ৪৩ ॥

কিন্তু সেই রাক্ষসরূপিণী বিহঙ্গী ‘আমাকে ছাড়িয়া দাও ছাড়িয়া দাও’ এই
কথা বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল এবং দেহের ব্যাধাদায়িনী পীড়া
প্রকাশ করিয়া নিজ জীবনও বিসর্জন দিয়া কেবল সংস্কারবশতঃ ক্লষকে বক্ষ-
স্থলে নিক্ষেপ করিয়াই পক্ষচালনাপূর্বক ব্রজভূমির বাহিরে গমন করিল এবং
মরিয়াও গেল । তাহা দেখিয়া সকল লোক এইরূপ তর্ক করিয়াছিল যে, যেন
ভীষণশব্দে বজ্রই পতিত হইয়াছে । ঐ স্থানে গিয়া পুতনা নিজের স্বাভাবিক মৃতি
ধারণ করিয়াছিল ॥ ৪২ ॥

যৎকালে সেই রাক্ষসরূপিণী পাষাণী হৃদয়ে লম্বমান বালককে লইয়া সহসা
উড়িয়া গেল, তৎকালে স্মৃতিহৃদয়রূপ কমল হইতে যেন মাতৃবয়ের জীবনও শীঘ্র
উড়িয়া গিয়াছিল ॥ ৪৩ ॥

* সা মুঞ্চ মুঞ্চালমিতি প্রভাবিণী, নিষ্কাম্যাপাণিলজীবমর্দয় । ইতিভস্য মূলং ভাগবতে ।

তস্মিন্ হতে পূতনয়াতু বালে
মাত্রোর্থদি প্রাণগণে ন মূচ্ছেৎ ।

ভোক্তুং তদাভীলকুলং তদা তে
কিং শরুয়াতামপি কিন্তু নৈব ॥ ৪৪ ॥

আক্রন্দান্তিহুৱাণি পক্ষপবনাং কল্পং ভুবি ভ্রংশনাং
ভূভ্রংশং শবরুপতাশবলনাদোগোত্রাস্পপঙ্ক্তীরপি ।
আশঙ্ক্যাভিগতা দিবিষ্ঠপটলী তত্ত্বিজাতীয়তাং
নির্গীয়াথ বিসিদ্ধিয়ে কতিপয়ং কালং বকীসংস্থিতো ॥ ৪৫ ॥
ততশ্চ পূতনাং নিশ্চিত্য—

তস্মাঃ সুরা বক্ষসি লগ্নমেনং

স্মোরং গৃহীতাক্ষচূচুকাগ্রং ।

তদাচ মাত্রোষাদৃগ্‌বহা জাতা তাং বর্ণয়তি তস্মিন্‌বিভ্যাদিপদ্যেন । তদাভীলকুলং তাদৃশ-
কষ্টসমূহং । তে মাতরো । কিন্তু নৈব মৃত্যুং প্রাপতুরেব ॥ ৪৪ ॥

তদা দেবানাং যাদৃগ্‌বিস্ময়ো জাতস্তং বর্ণয়তি আক্রন্দাদিতি পদ্যেন । ভিহুৱাণি বজ্রাণি ।
শবরুপতা মৃতদেহমিগ্রগাং । গোত্রাস্পপঙ্ক্তিঃ পদতর্শিলাশ্রেণীঃ । তত্ত্বিজাতীয়তাং বজ্রাদীনাং ।
বকীসংস্থিতো পূতনামৃতো ॥ ৪৫ ॥

ঐকৃৎপ্রভাবনিজ্ঞানাং দেবানাং বৃত্তং বর্ণয়তি তস্মা ইত্যাदिপদ্যেন । অকুশং স্থলং ॥ ৪৬ ॥

পূতনা রাক্ষসী সেই শিশুকে হরণ করিলে যদি মাতৃদয়ের প্রাণবায়ুসকল মুচ্ছিত
না হইত তাহা হইলে তৎকালে তাঁহারা উইজনে কি সেই কষ্টরাশি ভোগ করিতে
সমর্থ হইতেন ? কিন্তু কখনই পরিতেন না, সত্যই উভয়ে মরিয়া বাইতেন ॥ ৪৪ ॥

পূতনার মৃত্যু হইলে স্বর্গবাসী দেবগণ এইরূপ আশঙ্কা করিলেন যথা—
তাহার ক্রন্দনরবে বজ্রপাত শব্দ, তাহার পক্ষপবনে উপস্থিত প্রলয়কাল, ভূতল-
পতনে সজ্জাতিত ভূমিকম্প এবং শবদেহের মিশ্রণকে পর্কতের শিলাশ্রেণী আশঙ্কা
করিয়া নিকটে গমনপূর্বক সেই সেই দ্বিজাতীয় ভাব নির্ণয় করত বিস্ময়াপন্ন
হইয়াছিলেন ॥ ৪৫ ॥

তদনন্তর দেবগণ পূতনাকে নিশ্চয় করিয়া দেখিলেন—পূতনার বক্ষঃস্থলে ঐ

অশ্রু প্রভাবাবলিবিজ্ঞচিত্তাঃ

সর্বৈ সমস্তাঃ হৃদয়বিলোক্য ॥ ৪৬ ॥

উচুশ্চ ॥

অভজদিহ যদেষা পর্বতাকারবদ্বা

ক্ষয়মতিতনুমূর্ত্তিং প্রাপ্য বালং তমেতং ।

ন হি তদতিবিচিত্রং প্রেক্ষ্যতামেব সাক্ষা-

দ্বিধুরয়মমৃতাস্তং পূতনেয়ং বিষাক্ষী ॥ ৪৭ ॥

তথাচ ।

বিষং শ্রাদ্ধমমৃতশ্লিষ্মমৃতস্ত বিধে বিষং ।

পূতনাক্ষয়সঙ্ঘর্ষে দৃশ্যতামেতদেব হি ॥ ৪৮ ॥

তেষাঞ্চ সমুজ্জ্বলাকাং বর্ণয়তি অভজদিতিপদ্যয়েন । অমৃতাস্তঃ অমৃতেন বিষস্ত নাশো
ভবত্যেব ॥ ৪৭ ॥

তদ্ব্যুজ্জ্বলাকাং নির্দিশতি বিষমতিপদ্যোন ॥ ৪৮ ॥

বালক সংলগ্ন রহিয়াছেন এবং ঐ শিশু রাক্ষসীর স্থূল স্তন্যগ্রভাগ গ্রহণ করিয়া-
ছেন । দেবতাদিগের অন্তঃকরণে শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব পরিচিতই ছিল, এই হেতু
তাহা দেখিয়া সকলে চারিদিকে হাসিতে লাগিলেন ॥ ৪৬ ॥

তৎকালে সেই পূতনা রাক্ষসীকে দেখিয়া দেবগণও বলিতে লাগিলেন ।
অত্যন্ত ক্ষুদ্রমূর্ত্তি এই বালককে পাইয়া পর্বতের ত্রায় দীর্ঘাকার এই রাক্ষসী যে
এই স্থানে ক্ষয় পাইয়াছে, ইহা অত্যন্ত বিচিত্র নহে, দেখ এই শিশু অমৃতদেহধারী
সাক্ষাৎ শশধর এবং এই পূতনার দেহ বিষময় । অর্থাৎ অমৃতে দ্বারা বিষের নাশ
অবশ্যজ্ঞাবী ॥ ৪৭ ॥

বিষ অশ্রু কোন রস্তুতে সংযুক্ত হইয়াও সেই রস্তু সহিতই বিষ হইয়া থাকে
অর্থাৎ তাহাকেও বিষ করিয়া লয়, এবং অমৃতও বিষ সংযুক্ত হইলে উভয়ে
বিষ হইয়া থাকে । ইহাই প্রসিদ্ধ । কিন্তু কি আশ্চর্য্য ! অমৃতাস্ত ক্রীকৃষ্ণ

অথবা ।

নবনবরসপাকাছুৎপলাভোগধাত্রী

স্থলজ-জলজ-পদ্মে সর্বদা দুঃখদাত্রী ।

রজনীচরগণানাং শশ্বদামোদপাত্রী

প্রতিহরি লয়মাগাৎ পূতনাব্যাজরাত্রী ॥ ৪৯ ॥

কিন্তু, স্বচরিতচাতুরীভিরিদমিবাযং সূচয়তি ॥ ৫০ ॥

পূতনায়াঃ সৃষ্টাঙ্গং সূতং তেষাং বাক্যেন বর্ণয়তি নবনবেতিগদ্যেন । নবনবেত্যাदि
পূতনাপক্ষে—নবনবরসো যঃ পাকো ভিস্তস্তস্মাৎ তং প্রাপ্য । উৎপলং উৎকৃষ্টং পলং মাংসং
তস্তাভোগধাত্রী । রাত্রিপক্ষে—নবনবজলানাং যঃ পাকঃ পরিণামস্তস্মাৎ উৎপলানাং পোষণ-
কত্রী । স্থলজানাং জলজানাঞ্চ পদ্মে বৃন্দে । পক্ষে । পদ্মং কমলং তস্মিন্ । প্রতিহরি হরিং
বিশ্বং লক্ষ্যকৃত্য । রাত্রিপক্ষে হরিঃ সূচ্যঃ ॥ ৪৯ ॥

তত্র শ্রীকৃষ্ণস্ত হার্দং ভাবং বর্ণয়তি কিন্চিত্তাদি গদ্যেন । অয়ং বালকঃ ॥ ৫০ ॥

বিষাঙ্গী পূতনাতে সংযুক্ত হইল, অথচ শ্রীকৃষ্ণ অমৃতভ্রমই থাকিলেন, পূতনাও
বিষাঙ্গী থাকিল, উভয়ের সত্যবের কিছুই বৈপরীত্য ঘটিল না ॥ ৪৮ ॥

অথবা—এই পূতনানায়ী কপটরাত্রি, নব নব রসপরিপক বালক হইতে “উৎ-
পল” অর্থাৎ উৎকৃষ্ট মাংসের পরিপূর্ণতা (রাক্ষসোচিত ভীষণ দুহুপঃ) ধারণ
করিয়া স্থলজ ও জলজ পদ্মের (স্থলচর জলচর জীবগণের) উপর সর্বদা দুঃখ
দানপূর্বক রজনীচরগণের সর্বদা আনন্দ উৎপাদন করিয়া “প্রতিহরি” (শ্রীকৃষ্ণকে
লক্ষ্য করিয়া) লয় পাইয়াছিল ।

পক্ষান্তরে, রাত্রিও নব নব রসের পরিণামহেতু উৎপলদিগের পোষণকারিণী
হইয়া স্থলপদ্ম এবং জলপদ্মের প্রতি দুঃখ দানপূর্বক রাত্রিসঞ্চারী জীবগণের
সর্বদা আনন্দপাত্রী হইয়া “প্রতিহরি” (স্বর্গকে লক্ষ্য করিয়া অর্থাৎ স্বর্গোদয়ের
আভাসমাত্রেই) লয় পাইয়া থাকে । স্বর্গের নিকট নৈশ অন্ধকারের ত্রয় শ্রীকৃষ্ণের
নিকট পূতনার বিনাশ অবশুভাবী, ইহাই ফলার্থ ॥ ৪৯ ॥

কিন্তু এই শ্রীকৃষ্ণ আপনার চরিত্রের বহুবিধ চাতুরীদ্বারা কেবল ইহাই সূচনা
করিতেছেন ॥ ৫০ ॥

স্তনক্লয়স্ত স্তন এব জীবিকা

দত্তত্বয়া স স্বয়মাননে মম ।

ময়া চ পীতো ত্রিয়তে যদি ত্বয়া

কিস্মা মমাগঃ স্বয়মেব কথ্যতাং ॥ ৫১ ॥

শ্লিষ্টকণ্ঠ উবাচ । হন্ত শ্রীব্রজেশ্বর্যাদীনাং দীনানাং কা
মর্যাদা ধৈর্য্যায় জাতা কিস্মা তৎপরিজনৈঃ সমাধানমধায়ি ॥ ৫২ ॥

মধুকণ্ঠ উবাচ । অথ ব্রজেতু মহাকোলাহলব্রজে জাতে
ব্রজেশগৃহিণীং রোহিণীঞ্চ বিহায়ং বিহায়মুপর্য্যপরি পরিদ্রুতাস্থ
বৃদ্ধামধ্যাবধুস্তাস্থ তদৈব দৈবনিশ্চিতদিশঃ কাশ্চিৎ পৃথুনগ-

তাং শ্রীকৃষ্ণচাতুরীং বর্ণয়তি স্তনক্লয়স্তোতিপদ্যেণ ॥ ৫১ ॥

তদেবং শ্রদ্ধা ভয়ব্যাকুলচিত্তঃ শ্লিষ্টকণ্ঠঃ যদপ্ছত্ত্বয়বর্ণয়তি হস্তেত্যাদিগদ্যেণ ॥ ৫২ ॥

তত্র মধুকণ্ঠেন যৎ সমাধানং কৃতং তদ্বর্ণয়তি অথেষ্ট্যাদিগদ্যেণ । বৃদ্ধা মধ্যা ইত্যনয়োঃ
সংজ্ঞাশব্দহাৎ নোপ্তাককোঙিত্যনেন ন পুথস্তাবঃ । বিহায়ং বিহায়ং ত্যক্তা ত্যক্তা । দেব-

যথা—স্তম্ভপায়ী বালকের স্তনই জীবিকা, তুমি আমার মুখে যখন সেই স্তন
অর্পণ করিয়াছ, এবং আমিও সেই স্তন পান করিয়াছি । ইহাতে তুমি যদি মরিয়া
যাও, তাহা হইলে আমার অপরাধ কি, তুমি নিজেই ইহা আমাকে বলিয়া
দাও ॥ ৫১ ॥

শ্লিষ্টকণ্ঠ কহিলেন, আহা ! অত্যন্তকাতরা শ্রীমতী ব্রজেশ্বরী প্রভৃতি মাতৃবর্গের
ধৈর্য্য সম্পাদন করিবার জন্ত কিরূপ আশ্রয়সঙ্গত উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল এবং
ঔহাদের পরিজনবর্গ ই বা তদ্বিষয়ে কিরূপ সমাধান করিয়াছিলেন ? ॥ ৫২ ॥

অনন্তর ব্রজমধ্যে মহাকোলাহলসমূহ উৎপন্ন হইলে বৃদ্ধা, মধ্যাও বধূগণ
ব্রজরাজের গৃহিণী ও রোহিণীকে সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া উপর্য্যপরি
ধাবমান হইলেন এবং সেই সময়েই কতিপয় রমণী দৈবনির্ধ্বজে দিগ্‌নির্গম্য করিয়া
স্ববৃহৎ শৈলসেনার আশ্রয় সেই পুতনাকে ভূতলে পতিত দেখিয়াও নির্ভয়ে তাহার

পূতনামিব পতিতাং পূতনাং দৃষ্ট্বাপি বিষটিতভয়া নিকটমটিতা
বিধিঘটিতস্থলিতবাহুঘট্টমাক্রুড়া বালভাবাদকুতোভয়তয়া খেলন্ত-
মিব তং বালগোপালমবিলম্বিতং গৃহীত্বা তাং হিত্বা সম্বেগজাত-
বেগতয়া সর্বং চাতিহায় গৃহায় ছুদ্রবুঃ ॥ ৫৩ ॥

ততশ্চ তদবলোকেনাসজ্জ্যালোকেন স্তম্ভমগ্নেন পশ্চাৎলগ্নেন
পরিপ্লবতয়া সমুৎপ্লবগানেন সহসমহং মহান্তঃপুরমাগতাঃ ।
নারীজনা জনন্যোনিশ্চেষ্টতাং দৃষ্ট্বা কৰ্ত্তব্যমূঢ়তামূঢ়া বভূবুঃ ॥ ৫৪ ॥

নিশ্চিতদিশঃ দৈবেন নিশ্চিতা দিক্ যাভিস্তাঃ । পুথুনগপূতনাং স্থলপদতত্ত্ব সেনাবৎ শিখর-
খণ্ডাং । বিষটিতভয়া ভয়রহিতাঃ । ঘটং স্থানং । তাং পূতনাং । অতিহায় ত্যক্তা ॥ ৫৩ ॥

ততো যদ্বৃন্তং জাতং তদ্বর্ণয়তি ততশ্চেত্যাদিগদ্যোন । সহসমহং হাসেন সহ বৰ্ত্তমানো
মহ উৎসবো যত্র তদ্বর্ণনা শ্রাং । যদা । সমহমিতি পৃথক্ পদং । জনন্তোঃ স্ত্রীযশোদা-
রোহিণ্যোঃ ॥ ৫৪ ॥

নিকটে আগমন করিলেন এবং দৈবনির্ভর্য্যে তাহার দেহ হইতে যে বাহু ভূতলে
পতিত হইয়াছিল, সেই বাহুরূপ আরোহণপথ অবলম্বন করিয়া অবিলম্বে সেই
বালগোপালকে গ্রহণ করিলেন, তাহার বিশাল উন্নতদেহে উঠিবার জন্ত ভূপতিত
লম্বমান ও সুদীর্ঘ তদীয় বাহুবয় যেন পৰ্পতারোহণের পথের ত্রায় (সোপানের
মত) হইয়াছিল । ঐ বালক পূতনার বক্ষে যেমন অকুতোভয়ে খেলা করিতে-
ছিলেন, তাঁহারা বালককে সেই ভাবেই লইয়া এবং সেই রাক্ষসীকে পরিত্যাগ
পূর্বক অনুগামী কোন ব্যক্তিকে লক্ষ্য না করিয়া অর্থাৎ পশ্চাৎদিকে দৃষ্টিপাত না
করিয়া নিজ গৃহেই ধাবিত হইলেন, গৃহে আগমন কালে তাহাদের মনোযোগের
অনুযায়ী দেহেও প্রবল বেগ হইয়াছিল ॥ ৫৩ ॥

অনন্তর পূর্বোক্ত ব্যাপার অবলোকনে অসজ্জা অসজ্জা লোক স্তম্ভে নিমগ্ন
হইয়া এবং পশ্চাতে থাকিয়া চঞ্চলভাবে নিন্ম ও উচ্চভূমি উল্লম্বনপূর্বক গমন
করিতে লাগিল । এই সকল লোকদিগের সহিত মহাসমারোহ-পুরঃসর মহা
অস্তঃপুরে আসিয়া স্ত্রীলোক সকল অর্থাৎ বৃদ্ধা, মধ্যা ও বধূগণ যশোদা এবং
রোহিণীর নিম্পন্দভাবে দর্শন করিয়া কিংকৰ্ত্তব্যবমূঢ় হইয়া পড়িল ॥ ৫৪ ॥

অথ তথালক্ষণতয়া ক্ষণকতিপয়ে লব্ধব্যত্যয়ে যত্নান্তরপথে চ
বিতথে কাচিদ্বুদ্ধিমতী সকশ্মলয়োস্তুয়োরপ্যক্ষে তং বালক-
মেবাবলম্বয়ামাস, অবলম্বিতে চ বালে তেনৈবামৃতেনেব কৃত-
ত্ৰাণেষু প্রাণেষু তং বালকমবলোকমানে তে পুনরগ্নাং মূচ্ছামান-
চ্ছতুঃ । ততঃ পুনঃপুনরেবান্ধ্বধানাচ্চিদাধানেন প্রকৃতিমাসে-
দতুঃ, মূহুরেব জলসম্বলনেন নিদাঘদগ্ধভূমিবৎ ॥ ৫৫ ॥

অথ বালকমপ্যবলম্বকয়ন্ত্যা বালোকনবচনয়োঃ কারাভি-
রিবাশ্রুধারাভিরতীব ব্যগ্রতামগ্রতঃ প্রাপতুঃ । ততশ্চান্ধাভি-

তদা তয়োর্মূচ্ছাভঙ্গায় য উপায় উদ্ভূতস্তং বর্ণয়তি অথৈত্যাদিগদ্যেন । বিতথে মিথ্যাভূত-
সতি । পুনরগ্নাং আনন্দজাঃ । চিদাধানেন জ্ঞানপ্রাপ্ত্যা ॥ ৫৫ ॥

ততস্তয়োর্ধৈর্যং কথঞ্চিদপি সঙ্গতামিতি বর্ণয়তি অথৈত্যাদিগদ্যেন । কারাভির্বাণাদগ্নিরিব
স্থলাভিঃ । (বস্তুতস্ত চন্দ্রপ্রভেদিকা যা লৌহস্ট্রী তদ্বদিত্যর্থ এব সঙ্গতঃ । কারা শব্দস্য বাণাদগ্ন-

অনন্তর এইরূপ ভাবে ক্লিষ্টক্ষণ গত হইলে এবং জননীদ্বয়ের মূচ্ছাভঙ্গের
অগ্নি অগ্নি সকল উপায় নিষ্ফল হইয়া গেলে, কোন একজন বুদ্ধিমতী স্ত্রী
যশোদা এবং রোহিণী মোহাচ্ছন্ন হইলেও তাঁহাদিগের ক্রোড়ে সেই বালককে
বসাইয়া দিলেন, বালক ক্রোড়দেশে অবলম্বিত হইলে সেই পুত্রলাভরূপ অমৃত-
দ্বারাই সমস্ত প্রাণবায়ু রক্ষিত হইল, বালককে দেখিতে দেখিতে উভয় জননী
পুনর্বার অগ্নিপকার (আনন্দজনিত) মূচ্ছা প্রাপ্ত হইলেন । তৎপরে বারম্বার
এইরূপ ঘটনার পর চেতনাপ্রাপ্তি দ্বারা উভয়েই প্রকৃতিস্থ হইলেন । বারম্বার
জলসেচন করিলে নিদাঘ-তাপিত ভূতল যেরূপ শিথল হয়, তখন তাঁহারাও সেইরূপ
ভাব ধারণ করিলেন ॥ ৫৫ ॥

অনন্তর যশোদা ও রোহিণী বালককে অবলোকন করিলেও তাঁহাদের
লোচন হইতে চন্দ্রপ্রভেদিকা ক্ষুদ্র লৌহস্ট্রীর গায় লব ও স্থল অশ্রুধারা পতিত
হইতে লাগিল এবং তাহাতে নয়ন ও বচনের অগোচর ব্যাকুলতা অগ্রেই প্রাণ

ৰেব স্তন্যাভিমুখীকৃতেন তেন স্কুমারেণ কুমারেণ ক্ৰমানু-
সারেণ ধীৰতাং ধারয়ামাসতুঃ ॥ ৫৬ ॥

ততশ্চ ॥

আশ্লিষ্টঃ প্রতিদৃষ্টিচুম্বিতমুখঃ স্ত্রোতামূৰ্দ্ধা দৃগ-
ৰ্ণঃসিক্তঃ স্কুহদাং পুরো ভুবি ধৃতঃ স্বেনাপি নিশ্চঙ্কিতঃ ।
সত্যং সত্যমিদং নচান্যদিতি স ব্যক্তং বিবিক্তীকৃতো
মাতৃভাং ন তথাপি সংহতভয়ং দৃষ্টৌ বকীৰ্মদনঃ ॥ ৫৭ ॥
অথ শ্ৰীব্রজেশ্বরী সচমৎকারমুবাচ । হন্ত, বিলোক্যতামসৌ

বাচিৎ শস্ত্রীবাচিৎ বা বিবলপ্রচারং । আরা চম্পুপ্রভেদিকা ইত্যমরঃ । ঈষৎ কুদ্রা আরা
কারা । কোরীষদখে ইতি কোঃ কাদেশঃ) ॥ ৫৬ ॥

ততঃ শ্ৰীকৃষ্ণদশনে তয়োৰ্বাৎসল্যোদ্রেককৃত্যং বর্ণয়তি আশ্লিষ্ট ইত্যাদিঃ দোদান । দৃগৰ্ণঃসিক্তঃ
ঋশ্ৰজলৈঃ সিক্তঃ । অস্তোহৰ্ণস্তোয়পানীয়েত্যমরঃ । স্বেনাপি মাতৃগুলেনাপি । ইদং বালকা-
ন্যনাদি । সংহতভয়ং ক্রিয়াবিশেষণং ॥ ৫৭ ॥

তত্রাপি ব্রজেশ্বরী ভাববৈশিষ্ট্যং বর্ণয়িতুং প্রক্ৰমতে অথৈত্যাदिना साक्षितवतीत्यन्तेन ।

হইয়াছিলেন । তৎপরে অগ্নাগ্ন নারীগণ কর্তৃক সেই কোমলাঙ্গ বালক স্তন্য চুষ্ট
পান করাইবার নিমিত্ত সম্মুখে আনীত হইল । সেই বালককর্তৃক ঐ জননীদ্বয়
ক্রমে ক্রমে ধৈর্য্য ধারণ করিলেন ॥ ৫৬ ॥

তৎপরে সেই বালককে আলিঙ্গন করা হইল, বার বার দর্শনপূৰ্ণক তাঁহার
মুখচুম্বন করা হইল, মস্তক আঘাণ করা হইল, বন্ধগণের সম্মুখবর্তিনী ভূমিতে
স্থাপিত ও নিশ্চঙ্কিত করা হইল । পুতনা যে বালককে লইয়া গিয়াছিল তাহাও
সত্য এবং এইটী যে তোমার পুত্র তাহাও সত্য, এইরূপে সুস্পষ্টভাবে তাঁহাকে স্থির
করা হইল । কিন্তু তথাপি জননীদ্বয় নির্ভয়ে শ্ৰীকৃষ্ণকে পুতনারূপে দেখিতে
পাইলেন না ॥ ৫৭ ॥

অনন্তর শ্ৰীব্রজেশ্বরী চমৎকৃত হইয়া কহিলেন । আহা ! এই দ্বিতীয় বালক

দ্বিতীয়ো বাল ইতি । তদেতদুক্ত্বা চ তাং স্বয়ং ধাবিতুমুদ্যতাং
বিবুধ্য প্রতিরুধ্য শ্রীলরোহিণী বহুলমহিলাভিঃ সহ গৃহাস্তর-
মবগাহমানা তং মঙ্গলসঙ্গতং বিলোকয়ন্তী সঙ্গিনীভিরঙ্গীকৃত-
পালনং বিধায় বিহায়চ তদাগমনস্পৃহিণীং সংহায় সাস্থিত-
বতী ॥ ৫৮ ॥

পূতনাহস্তস্ত—

গোমূত্রোদৈঃ স্নানমাচর্য্য তস্মৈ

প্রেম্না চক্রমস্ত্ররক্ষাং জনন্যঃ ।

শ্রুত্বা যস্মিন্ শাস্ত্রবিজ্ঞত্বমাসাং

সর্বৈহ পু্যচৈঃ কোবিদা বিস্ময়ন্তে ॥ ৫৯ ॥

তদাগমনস্পৃহিণীং তত্রাগতিকামিনীং । সংহায় সংপ্রাপ্য ॥ ৫৮ ॥

ততোহরিষ্টবিনাশায় শ্রীকৃষ্ণস্ত স্নাপনাদি কৃতাং বর্ণয়তি গোমূত্রাদ্যোরিত্যাदिपदेन । यस्मिन्
रक्षणविषये ॥ ৫৯ ॥

বলরামকে দর্শন কর । এই কথা বলিয়া যশোদা স্বয়ং ধাবমান হইতে উদ্বৃত্তা
হইলে তাহা জানিতে পারিলেন এবং তাঁহার গমনে বাধা দিয়া শ্রীমতী রোহিণী
বহুতর মহিলাগণের সহিত গৃহাস্তরে আসিয়া পুত্র বলরামকে গুভচিহ্নে চিহ্নিত
দেখিলেন ও সঙ্গিনীগণ দ্বারা পুত্রের রক্ষাকার্য্য সম্পাদন করিলেন, তৎপরে
পুত্রকে পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রজরাজগৃহিণী তথায় আসিতে বাসনা করিলে তাঁহার
সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাকে সাস্থনা করিলেন ॥ ৫৮ ॥

জননীগণ প্রেমের সহিত সেই পূতনাবিনাশী শ্রীকৃষ্ণের স্নানকার্য্য গোমূত্রাদি-
দ্বারা সমাপন করিয়া মন্ত্রদ্বারা তাঁহার রক্ষাবিধান করিলেন, যে রক্ষাকার্য্যে
সমস্ত পণ্ডিতগণ ইহাঁদিগের শাস্ত্রজ্ঞান শ্রবণ করিয়া অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হই-
লেন ॥ ৫৯ ॥

অথ তাদৃশমহোৎপাতদৃশরী শ্রীমতী ব্রজেশ্বরী সর্বানকী-
চীনাঃ প্রতি সগদাদং জগাদ ॥ ৬০ ॥

পুত্রো ভবেদেবমতিস্পৃহা নো
নাসীদভূদেষ তু বঃ স্পৃহাতঃ ।
প্রত্যর্পি সোহয়ং বত যুগ্মকাভি-
রস্মাস্ত্র যুগ্মাস্ত্র তথাস্মকাভিঃ ॥ ৬১ ॥

ইতি তাসাং চরণপরিসরমনু বালং নময়ন্তী বাস্পং মুমোচ ॥ ৬২
তাশ্চ ধৈর্যং হিত্বা সসম্ভ্রমং বালকং গৃহীত্বা প্রোচুঃ ॥ ৬৩ ॥

এবং সতি শ্রীব্রজেশ্বরী ময়ি পুত্রলালনাদিমুখঃ । বধাত্রা ন । বহিতমিতি বিভাব্য অয়ং মম
পুত্রো ন কিস্ত যুগ্মাকমেবেতি খেদাদ্বদাহ তদ্বর্ণয়তি অথেষ্টাদিগদোন ॥ ৬০ ॥

তদ্বাক্যং বর্ণয়তি পুত্র ইত্যাদিপদোন । নো আবয়োঃ । যুগ্মাশিত্যত্র প্রতাপীতি ক্রিয়া
যোজ্য ॥ ৬১ ॥

তন্তু ন কেবলং বাচা কিস্ত কাষ্যোণীতি বর্ণয়তি ইতীতিগদোন ॥ ৬২ ॥

তদেবঃ দৃষ্ট্বা তাশ্চ যথা চক্রুযথাশ্চ তদ্বর্ণয়তি তাশ্চেত্যাদিগদোন অস্মাকমিতি পদোন
চ ॥ ৬৩ ॥

অনন্তর তাদৃশ মহোৎপাত দর্শন করিয়া শ্রীমতী ব্রজেশ্বরী প্রাচীনা রমণী-
দিগকে গদাদ বাক্যে কহিলেন ॥ ৬০ ॥

আমাদের দুই জনের পুত্র হইবে, এরূপ কোন অতিশয় স্পৃহা ছিল না, কিস্ত
তোমাদের বাসনায় এই পুত্র হইয়াছে । আহা ! তোমরাই আমাদের নিকটে
এই বালককে প্রত্যাগণ করিয়াছ এবং আমরাও তোমাদের নিকটে প্রত্যাগণ
করিলাম ॥ ৬১ ॥

এই বলিয়া ঐ সকল বৃদ্ধা রমণীগণের পাদ প্রাক্ত-ভূমিতে বালককে নামাইয়া
বাস্পমোচন করিলেন ॥ ৬২ ॥

ঐ বৃদ্ধা রমণীগণও ধৈর্যাত্যাগপূর্বক সবেগে বালককে গ্রহণ করিয়া কহি-
লেন ॥ ৬৩ ॥

অস্মাকং যদখিলমস্তি পুণ্যজাতং

যদ্বাস্মৎপিতৃজননীকুলানুজাতং ।

তেনাসৌ বত ভবতাদহো যশোদে !

পুত্রস্তে নিরবধিমঙ্গলপ্রমোদে ॥ ৬৪ ॥

ইতি সাত্ৰমাত্মনা তং নিশ্চিন্তয়াৎকুরুঃ ॥ ৬৫ ॥

তত্ৰাঃ সাত্ত্বনার্থং সমুদিতা মুদিতাস্তত্ৰৈব তস্মুশ্চ । তত্রৈচ
পুতনয়া কৃতমজ্ঞ্যং জনন্যাবন্যাশ্চ স্বস্বদৃষ্টমন্যোন্ম্যং নির্দিষ্ট-
বত্যঃ ॥ ৬৬ ॥

তথাহি ।

যথা গতা সা যদুবাচ যচ্চ বা

চকার তদগ্রস্তমমৃ সমুচতুঃ ।

মঙ্গলপ্রমোদে ইত্যত্র বিষয়দপ্তরী ॥ ৬৪ ॥

ইতীতি গদ্যঃ স্তম্ভঃ ॥ ৬৫ ॥

তদনন্তরবৃত্তান্তং বর্ণয়তি তত্ৰা ইত্যাদিগদ্যেন । অজ্ঞমুৎপাতং ॥ ৬৬ ॥

তাসাং নির্দেশবাক্যং বর্ণয়তি যথা গতেত্যাদিগদ্যেন । গ্রস্তং লুপ্তবর্ণপদং যথা স্তাৎ । অমৃ
জনন্তো ॥ ৬৭ ॥

আমাদিগের যে পুণ্যসমুৎপাদ আছে, অথবা আমাদিগের পিতৃ এবং মাতৃকুলসমুৎপাদ
যে পুণ্যরীতি নিবৃত্তমান আছে, হে যশোদে ! সেই পুণ্যসমুৎপাদদ্বারা তোমার এই
পুত্রগণ নিরবধি মঙ্গল ও প্রমোদার্থে বর্ত্তমান হউক ॥ ৬৪ ॥

এই বলিয়া ব্রহ্মাগণ সজ্জলনয়নে স্নেহে ঐ বালককে নিশ্চিন্ত করিলেন ॥ ৬৫ ॥

যশোদাকে সাস্তনা করিবার জন্য সকলে আনন্দিত হইয়া সেই প্রকারেই অব-
স্থান করিলেন, তথায় পুতনা যেরূপ উৎপাত করিয়াছিল, জননৌদয় এবং অজ্ঞান
নারীগণ পরস্পর নিজ নিজ দশনানুসারে নির্দেশ করিতে লাগিলেন ॥ ৬৬ ॥

সেই পুতনা যেরূপে আসিয়াছিল, বাহা বলিয়াছিল, অথবা বাহা করিয়াছিল

অমৃঃ সমুচ্চ যথা স্বয়ং গতা

যথান্বপশ্যংশ্চ তথা সগদাদং ॥ ৬৭ ॥

শ্রীব্রজরাজাদয়স্ত দূরতঃ কিঞ্চিদীক্ষিত্বা মিথঃকথয়া কথন্তয়া
তদেতদুচ্চাবচবচনং রচয়ামাস্ত্ৰঃ ॥ ৬৮ ॥

তথাহি । সমুড্ডীয়মানামানবায়সাতায়িসমুদায়াবিবিক্তমহা-
ঘোররূপং চণ্ডরশ্মি-রশ্মি-ভস্মীকৃত-সন্তমসাবশিষ্ট-মহিষ্ঠ-গ্রন্থি-
সন্ততিতয়োপহসিতং ঝটিতি নিবিড়িত-বদ্রীভূতাটবী-খণ্ডমণ্ডিত-

শ্রীমথুরায়াঃ পরাবৃত্ত্য ব্রজরাজাদয়ো যথা চেষ্টাং চক্ৰপুংস্বর্যয়তি শ্রী ব্রজত্যাদিগদেন। মিথঃ-
কথয়া পরস্পরমুক্তিপ্রত্যাশিত্যং । কথন্তয়া সন্দেহেন অনুসন্ধানেন বা ॥ ৬৮ ॥

তদুচ্চাবচবচনং বর্ণয়তি সমুড্ডীয়েত্যাদিগদেন। সমুড্ডীয়মানা অসম্ভায়া যে বায়সাঃ
কাকা আতায়িনশ্চিল্লান্তেবাঃ সমুদায়া যৎ । অবিকৃতং মহাঘোররূপং যত্র তৎ । চণ্ডরশ্মীতি ।
স্বয়ং রশ্মিভিঃ ভস্মীকৃতং দক্ষঃ যৎ সন্তমসঃ ঘোরাককারন্তসাদবশিষ্টা গথচ মহিষ্ঠা বন্ধনশ্রেণী
যন্তাস্তস্তাবতয়া ঋগিষ্ঠামবর্ণেন উপহসিতং পরিহাসনিষয়ং । ঝটিতীতি । ঝটিতি শীঘ্রং ।
নিবিড়িতা ঘনীভূতা । বদ্রীভূতা বৃহদ্রূতা । বড্রাক বিপুলং পানমিত্যাদ্যময়ঃ । বৃহদ্রূতা
চ যা অটবী বনঃ তন্তাঃ খণ্ডেন একদেশেন মণ্ডিতঃ প্রদেশো যস্যাস্তস্তাবতয়া ।

তৎসমুদায় জননীদ্বয় বর্ণন করিলেন । বর্ণনকালে হঃখবশতঃ কণ্ঠস্বর বিকৃত
হওয়ায় বাক্যের বর্ণ ও পদগুলি সমাক্ উচ্চারিত হইল না, তথা অপর স্ত্রীগণও
যেক্ষেপে স্বয়ং গমন করিয়াছিলেন ও পশ্চাৎ যেক্ষেপে তাঁহারা দেখিয়াছিলেন, তাহা
তদ্রূপ গদ্যদবচনে বর্ণন করিলেন ॥ ৬৭ ॥

অনন্তর ব্রজরাজপ্রভৃতি সকলেই মথুরা হইতে আগমন কালে দূর হইতে
পুতনার মৃতদেহকে কিঞ্চিৎ নিরীক্ষণ করিয়া পরস্পর কথন্তা (সন্দেহ অথবা অনু-
সন্ধান রূপ কথা) দ্বারা এই পূৰ্ব্বোক্ত নানা প্রকার বচন রচনা করিলেন ॥ ৬৮ ॥

যথা—যে সমুদায় অপারিমিত কাক এং চিল উড়িতেছিল, তদ্বারা এই ভয়ঙ্কর
রূপ পৃথক্ করিয়া নির্দেশ করিতে পারা যায় না । বোধ হইল যেন প্রচণ্ড সূর্য্য-
কিরণ দ্বারা যে গাঢ় অন্ধকার ভস্মীকৃত হইয়াছে, তাহার অবশিষ্ট অথচ অতিস্থল

প্রবেশতয়া নির্দিষ্টং ভূরিদূরতয়া ভূলগ্নবৎ প্রতীয়মানোহয়ং
তোয়দসস্তার ইতি সম্ভাবিতং শ্রীবহুদেবসূচিতোৎপাতোচিতং
কিঞ্চিরিচিতিমিদমিতি চিন্তিতং পুনর্লক্ষপক্ষতয়োৎপাতমাচরন্মু-
পত্য পতিতোহয়মখর্বপর্বতবিশেষ ইতি বিতর্কিতং ।

রাক্ষসাকার-সাক্ষাৎকারবিকল্পকল্পনা-জনিত-জনচয়ভয়হাস-
কৌতুকবিসম্বাদনাদং ক্ষণতো রাক্ষসতালক্ষণালক্ষণবিনিশ্চিত-
ব্রজাপচিতিপ্রচয়ং সাভিমুখমাগতয়া জনতয়া মুখান্নৈকভেদ-

তোয়দসস্তারঃ মেঘসমূহঃ । রাক্ষসাকারেতি । রাক্ষসানাং য আকারন্তস্য সাক্ষাৎকারে যা
বিকল্পকল্পনা তয়া জনিতো জনসমূহানাং ভয়স্য হাসস্য কৌতুকস্য চ বিসম্বাদশব্দো যস্মান্তঃ ।
রাক্ষসতালক্ষণা রাক্ষসতাদশনং তস্যাঃ লক্ষণেন শব্দাতাসম্বন্ধস্ত নিদর্শনেন বিনিশ্চিতো ব্রজাপ-
চিতিসমূহো যেন তং । নৈকভেদেতি ।

শব্দেহের বেষ্টনশ্রেণী থাকাতে তাহা উপহাসাস্পদ হইয়াছে, যেন সহসা নিবিড়িত
এবং অত্যন্তদীর্ঘ বনের একদেশরূপে যাহার প্রদেশ অলঙ্কৃত বলিয়া নির্দিষ্ট
হইয়াছে, অত্যন্ত দূরত্বনিবন্ধন ভূতলসংলগ্ন মেঘরাশি বলিয়া যাহা প্রতীয়মান হইয়া-
ছিল, শ্রীবহুদেব যে ভাবী উৎপাতের শঙ্কা করিয়া প্রথমে মথুরায় নন্দরাজের
প্রতি সূচনা করিয়াছিলেন তাহাই এখন চিন্তার বিষয় হইল । ইঙ্গকর্তৃক পক্ষ-
চ্ছেদনের পর পুনর্বীর পক্ষ লাভ করিয়া উৎপাত আচরণ করত উর্দ্ধে উঠিয়া এই
অতিবিশাল পর্বতবিশেষ যেন পতিত হইয়াছে ইহাও বিতর্কিত হইয়াছিল ।
রাক্ষসদিগের আকার সাক্ষাৎকার করিলে যেরূপ বিকল্পকল্পনা হইয়া থাকে,
সেইরূপ পুতনাদেহ হইতে জনসমূহের ভয়, হাস্য এবং কৌতুকের বিসম্বাদ
শব্দ উৎপাদিত হইয়াছিল । ক্ষণকালমধ্যে রাক্ষসভাবের লক্ষণ দেখিয়া যে
পুতনার দেহ হইতে ব্রজবাসি লোকদিগের অনিষ্টসমূহ হিরীকৃত হইয়াছিল ।
বন্ধনরজ্জুকে ভয়ীকৃত অন্ধকার, প্রকাণ্ড দেহকে সুরহৎ বনের একদেশ, মেঘ
রাশি ভূতলপতিত, পুনর্বীর লক্ষপক্ষ পর্বত, ইত্যাদিরূপে নন্দমহারাজ যে পুতনা-
দেহকে বিভিন্ন জ্ঞানে সন্দেহ করিতেছিলেন, এমন সময়ে নিকটে কতিপয় ব্রজ-

বেদনবিচ্ছেদকারণাবধারণাদবধারিতবেদনং * নৈকট্যঘট্যমান-
বৈকট্যতয়া বিত্রস্তসমস্তচিত্তং পরি ব্রজাৎ পতিতং পূতনাপুদাল-
মুদ্ভাবয়ামাস্তুঃ ॥ ৬৯ ॥

শ্রদ্ধা পূতনয়া স্ততস্ত নয়নং তস্তাস্ত তস্মান্মৃতিং
মুচ্ছম্বেব তদা ব্রজক্ষিতিপতিঃ সম্যক্ প্রবোধং যযৌ ।
লঙ্কা দুর্দ্ধরকালনাগদশনত্রোটং যথা তৎক্ষণা-
দ্বিব্যং মন্ত্রমপি শ্রয়েত মনুজঃ কশ্চিদদ্ভুতং জীবিতুং ॥ ৭০ ॥

অনেকভেদস্ত যবেদনং জ্ঞাপনং তস্ত যদ্বিচ্ছেদকারণং তস্তাবধারণাৎ । অবধারিতবেদনং
নিশ্চিতানুভবং । নৈকট্যেতি স্বার্থে ট্যণ্ । নিকটে ঘট্যমানমার্চিতং বৈকট্যং যয়া তদ্ভাবতয়া ।
বিত্রস্তসমস্তচিত্তং । ত্রসী য ভয়ে । ভীতং সমস্ত জনানাং চিত্তং যেন ত্তং । পরি ব্রজাৎ ব্রজং
বর্জয়িত্বা । পুদালং দেহং ॥ ৬৯ ॥

ততো ব্রজজনমুখান্দাদিতদন্তং বৃত্তান্তং শ্রুতবতো ব্রজরাজস্ত যা অবস্থা জাতা তাং বর্ণয়তি
শ্রুত্বৈত্যাদিপদ্যোন । ত্রোটং দংশনং ॥ ৭০ ॥

বাসী লোক সমাগত হইয়া প্রকৃত পূতনারাক্ষসীর বিশাল দেহের কথা বর্ণন
করিলে নন্দমহারাজের ভেদনিষ্ঠ সংশয়জ্ঞান দূর হইল এবং প্রকৃতজ্ঞানের উদয়
হইল । নিকটপ্রদেশে বিকটমূর্তি প্রকটিত হওয়াতে যাহা সকলের চিত্তে ভয়ের
সঞ্চার করিয়া থাকে, এইরূপে সকলে ব্রজের বাহিরে নিপতিত পূতনার দেহ
বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছিলেন ॥ ৬৯ ॥

পূতনারাক্ষসী পুত্রকে লইয়া গিয়াছে এবং পুত্র হইতে সেই রাক্ষসীর মৃত্যু
হইয়াছে, এইরূপ বার্তা শ্রবণ করিয়া তৎকালে ব্রজরাজ মুগ্ধিত হইয়াও সমাক-
রূপে চৈতন্ত লাভ করিলেন । তাহার দৃষ্টান্ত এই যে, যেমন কোন মনুষ্য কালা-
মর্পের দস্তাঘাত লাভ করিয়া শীঘ্র বাঁচিবার জন্ত তৎক্ষণাৎ দিব্যমন্ত্র অবলম্বন করে,
ব্রজরাজেরও সেইরূপ অবস্থা হইল ॥ ৭০ ॥

* বিচ্ছেদকাবধারণাদবধারিতবেদনং । ইতি গৌরানন্দপুস্তকপাঠঃ ।

† জীবিতং ইতি বৃন্দাবনপুস্তকপাঠঃ ।

অথ ব্রজরাজস্তত্রাশ্চর্য্যপারম্পর্য্যমিদমশৃণোদদর্শয়দম্বভূদপি॥৭১

তত্রাশৃণোদযথা—

প্রথমং তাবৎ পুতনাতনূরায়ামতস্ত্রিগব্যুতিং ব্যাপ্য পতিতবতী
বিস্তারতস্ত গব্যুতিং, উচ্ছ্রায়তশ্চ প্রায়ঃ ক্রোশমিতি ॥ ৭২ ॥

সাত্ যামদ্বয়গম্যায়াম-তদর্ক-বিস্তার-ব্রজাগার-ব্রজাবহিরেব
পপাত, তত্র চ ন প্রাণিনঃ পীড়িতবতী কিন্তু ক্রমাৎবেতি ॥৭৩

তথাদর্শয়দযথা—

এতর্হি* কুলিশতুল্যানিষ্ঠু রুমহিষ্ঠকূল্যকূল্যকূলাঘনাস্তদপঘনাঃ

ততো বোধঃ প্রাপ্তবতো ব্রজরাজস্ত বৃত্তান্তং বর্ণয়তি অপেত্যাদিগদোন ॥ ৭১ ॥

তত্র শ্রবণং বর্ণয়তি প্রথমমিত্যাদিগদোন । ত্রিগব্যুতিং ষট্ ক্রোশান্ । গব্যুতিং দ্বৌ
ক্রোশৌ ॥ ৭২ ॥

তন্তাঃ পতনং বর্ণয়তি সা চেত্যাদিগদোন । যামদ্বয়গম্যো য় আয়ামঃ সীমাপর্ঘ্যাস্তো যঃ
কালন্তেন গম্য আয়ামো দৈর্ঘ্যং যন্ত সঃ । তদর্কো যামগম্যো বিস্তারো যন্ত সচ সচ ব্রজাগারব্রজ-
শ্চেতি তস্মাৎ । ব্রজঃ সম্ভার্যঃ ॥ ৭৩ ॥

দর্শনপ্রকারং বর্ণয়তি এতর্হীত্যাদিগদোন । কুলিশতুল্যোতি । বজ্রতুল্যানিষ্ঠুরৌহচ মহিষ্ঠো-

অনন্তর ব্রজরাজ তথাঃ এইরূপ আশ্চর্য্যসমূহ শ্রবণ করিলেন১, দেখিলেন২
এবং অনুভবও করিলেন ৩ ॥ ৭১ ॥

১ । তদ্বোধো যাহা শ্রবণ করিয়াছিলেন তাহা দর্শিত হইতেছে যথা—প্রথমেই পুতনার শরীর দৈর্ঘ্যে ছয় ক্রোশ ব্যাপিয়া পতিত হইয়াছিল এবং তাহার বিস্তার দুই ক্রোশ এবং উর্দ্ধে প্রায় এক ক্রোশ ছিল ॥ ৭২ ॥

ব্রজভূমির যে গৃহশ্রেণী, তাহার দীর্ঘতা দুইপ্রহরগম্য অর্থাৎ একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্তে যাটতে দুইপ্রহর সময় লাগিয়া থাকে, এবং প্রান্তটীও এক প্রহরগম্য, এতাদৃশ বিপুলনগরীর কোনই অনিষ্ট হয় নাই, অর্থাৎ পুতনার দেহ ঐ নগরীর বাহিরে পতিত হইয়া কেবল বৃক্ষাদিকেই চূর্ণ করিয়াছিল, পুতনার দেহ-পাতে কোন প্রাণীর হিংসা হয় নাই, কেবল বৃক্ষেরই হিংসা হইয়াছিল ॥ ৭৩ ॥

২ । যাহা দেখিয়াছিলেন তাহা নির্দিষ্ট হইতেছে যথা—ঐ সময়ে ব্রজবাসিন

* তদ্বহি ইতি বৃন্দাবনগৌরপুস্তকপাঠঃ ।

স্বীয়সমাজয়া ব্রজজনপৃথগ্জনব্রজেন ষটিত্যেব কঠিনকুঠারৈ-
বিপাটিতাঃ প্রচুরতরস্থানস্থাপিতাস্ততোহতিবিততানি নির্বন্ধে-
নেন্ধনানি সন্ধায় সন্দন্ধাশ্চেতি ॥ ৭৪ ॥

তদেবং তদব্রজবহির্দ্ধামপামরচক্ষ্মকারাদিকক্ষ্মকারগণানামপি
গণনাশক্তিসমতিরিক্ততা চ ন ব্যক্তীকর্তুং শক্যতে, কিমুত
গোপাদীনামিতি ॥ ৭৫ ॥

অথানুভূদযথা—

কংসারেঃ স্তমধুরিমা প্রমাণচর্য্যাং

ন প্রাপ্যত্যধিযুগকোটিকুটিতোহপি ।

হস্তিসমূহো যেষু তে । কুল্যং অস্থি । কাকসং কুল্যমাস্ত চ ইত্যমরঃ । ঘনা নির্বিড়াঃ তস্তা
অপঘনা অঙ্গানি । স্বীয়সমাজয়া আয়ীয়ানাং শ্রীমদুপনন্দাদীনাং সম্যগাজয়া । ব্রজজনেভ্যঃ পৃথক
পৃথগ্জনা নীচজাতয়ন্তেভ্যঃ সমূহেন । ইন্দ্রনানি কাষ্ঠানি ॥ ৭৪ ॥

তত্তৎকাব্যসাধনে অসম্মান্যঃ নীচজাতীনাং শক্তিপ্রাচুধ্যমেব হেতুরিতি বর্ণয়তি তদেব-
মিত্যাদিগদোন । শক্তিসমতিরিক্ততা শক্তিপ্রচুরতা ॥ ৭৫ ॥

তমুভবঃ বর্ণয়তি কংসারেরিতিপদোন । অধিযুগকোটিকুটিতোহপি অধিযুগকোটী-
হইতে পৃথক্ অত্রাণ্ড নীচজাতীয় লোকসকল উপনন্দ ও নন্দাদির সম্যক্ আজ্ঞা
প্রাপ্ত হইয়া অথচ ব্রজতুলা নিষ্ঠুর বহুতম অস্তিসমূহদ্বারা ব্যাপ্ত পুতনার নিবিড়
অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল তৎক্ষণাৎ কঠিন কুঠারাঘাতে বিদারিত করিয়া এক প্রকাণ্ড
প্রান্তরে (ময়দানে) স্থাপনপূর্বক আগ্রহ সহকারে অতিবিস্তৃত কাষ্ঠরাশি সংগ্রহ-
পূর্বক দগ্ধ করিল ॥ ৭৪ ॥

এই প্রকার ঐ ব্রজধামের বাহিরে যে সকল স্থান ছিল, সেই সকল স্থানে
পামর অর্থাৎ অতিহীন চক্ষ্মকার প্রভৃতি কিঙ্কর বা কার্যনির্বাহক, লোকদিগের যে
সকল সম্মান ছিল, তাহাদের গণনা এবং প্রচুরশক্তি, অর্থাৎ সেই নীচ লোক-
দিগের কত সম্মান ও তাহাদের দেহেই বা কত বল ? ইহাই যখন প্রকাশ করিতে
পারা যায় না, তখন গোপপ্রভৃতি সাধুগণের সম্মান এবং অসীম শক্তি কিরূপে
ব্যক্ত করা যাইবে ॥ ৭৫ ॥

৩ । অনন্তর তিনি বাহা অনুভব করিয়াছিলেন তাহা দর্শিত হইতেছে যথা—

স। রাক্ষশ্যপি রুধিরাশনাপি যন্ত
স্পর্শাংশাদ্বরস্বরভিত্তমাসাদ ॥ ৭৬ ॥

যতঃ ।

তদা চ দূতা ইব পূতনাঙ্গতো
দন্ধাদগতা ধূমগণাঃ স্নগন্ধয়ঃ ।
গ্রামান্তরং যাতবতাং দিনান্তরে
কেষাঞ্চিদাহ্বানকৃতিং বিনির্মগুঃ ॥ ইতি ॥ ৭৭ ॥
অথাত্মজং কলয়িতুমাশু গোকুল-
ক্ষিতীশিতা ব্রজপুরমধ্যমায়যৌ ।
গতেহস্তিকে পথি পতদশ্রবিগ্রহঃ
ক্ষণং স্থিতঃ স্বজনগৃহীতদৌর্যুগঃ ॥ ৭৮ ॥

কৈতবযুক্তোহপি । স্তম্ভপাননিষেধে প্রাণাপকষণাৎ কিমুত কুপায়ুক্তঃ । যদ্বা । কুটীতো নিশ্চলঃ ।
স্পর্শাংশাৎ স্পর্শলেশাৎ ॥ ৭৬ ॥

তদ্বরস্বরভিত্তিং বর্ণয়তি তদা চেত্যাদিগদ্যেন ॥ ৭৭ ॥

অধুনা ব্রজরাজ্যে ন্যস্তবনপ্রবেশং বর্ণয়িতুমারভতে অথাত্মজমিতি পদ্যদ্বয়েন । পতদশ্র-
বিগ্রহঃ পতন্তি অশ্রুণি যত্র এবভূতো বিগ্রহো যন্ত সং ॥ ৭৮ ॥

রক্তপায়িনী নিশাচরীও যে শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শলেশে উৎকৃষ্ট সৌরভবাপ্ত হইয়াছিল,
সেই কংসরিপু শ্রীকৃষ্ণের স্নমধুর মাধুরী কোটি কোটি যুগে স্তম্ভপানচ্ছলে প্রাণ
আকর্ষণ করায় কপটতাবৃত্ত হইলেও পমাণের পরিচর্যা প্রাপ্ত হয় নাই ॥ ৭৬ ॥

কারণ, তৎকালে পূতনার শরীর দন্ধ হইলে তাহা হইতে দূতগণের ত্রায়
স্নগন্ধি ধূমপটল উৎপন্ন হইয়াছিল, অত্যাশ্র লোক কোন দিবসে গ্রামান্তরে গমন
করিলে ঐ দূতস্বরূপ ধূমশ্রেণী তাহাদিগের আহ্বানকার্য্য সম্পাদন করিয়া-
ছিল, অর্থাৎ পূতনার দন্ধদেহোথিত ধূমশিখা বহুদূরে উথিত হইয়াছিল, এবং
তাহা দেখিয়া বহুলোকই তথায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল ॥ ৭৭ ॥

অনন্তর গোকুলভূপতি নন্দ শীঘ্র পুত্রকে দেখিবার নিমিত্ত ব্রজপুরমধ্যে আগ-

অথ ধীরতামেব ধারয়ন্ পরমধীরধীরসৌ দ্বিত্রমিত্রপরিবৃত-
তয়া * বৃহদৃগ্‌হালিন্দবেদীং বিন্দমানঃ কনকাসনকৃতাসনঃ স্বকুল-
গোকুলকুলপুরস্ক্রীভিঃ সার্কমর্দ্বাঙ্গেন সানন্দমুপনন্দবধূহস্তবিম্বস্তং
বালং পুরস্কুব্বতা পুরতঃ পতিরভিজগ্মে । বালশ্চ তন্ত্ৰোৎসঙ্গ-
সঙ্গী কারয়াঞ্চক্রে ॥ ৭৯ ॥

তত্র চ ।

কিং গ্রহাদিততয়া স বালকো দূনতামগমদেকরাত্রতঃ ।

ইত্যচিন্তয়দমুং তদেন্দুবৎ স্মৃতিমৈক্ষত পুনত্র জাধিপঃ ॥ ৮০ ॥

দ্বিত্রমিত্রপরিবৃততয়া দ্বিসংখ্যানিশিষ্টসপিজনেন ব্যাপ্ততয়া তেন হস্তদ্বয়গ্রহণাৎ । অর্দ্ধাঙ্গেন
ভাষায়া কর্ণা । পতিরঞ্জরাজঃ অভিজগ্মে, কর্ণাণি লিট্ ॥ ৭৯ ॥

অথ ক্রোড়ে বালং ধৃতবতো ব্রজরাজস্তুাপূর্বভাবং বর্ণয়তি কিমিত্যাदिपदोऽयम् । ইন্দুবৎ
পূর্ণচন্দ্রমিব ॥ ৮০ ॥

মন করিলেন । তিনি নিকটে গমন করিবার কালে পৃথমধ্যে নির্গলিত নেত্র-
নীরে দেহ অভিসিক্ত করিলেন এবং আত্মীয়গণ তাঁহার বাহুগল ধারণ করিলে
তিনি ক্ষণকাল অবস্থান করিলেন ॥ ৭৮ ॥

তৎপরে পরমপ্রশান্তচেতাঃ ব্রজরাজ ধৈর্য্য ধারণ করিয়া দুইজন মিত্রসমভি-
ব্যাহারে বৃহৎ গৃহের বহির্দ্বারপ্রকোষ্ঠের বেদীতে গিয়া তথায় কনকাসনে
উপবেশন করিলেন । তৎকালে তদীয় অর্দ্ধাঙ্গরূপিণী পত্নী আপনার আত্মীয়
গোকুলস্ত কুলকামিনীগণের সহিত সহর্ষে উপনন্দপত্নীর হস্তস্থিত বালককে দুই হস্ত
অগ্রসরভাবে ধারণ করিয়া সম্মুখে পতির নিকট উপস্থিত হইলেন এবং বালককে
তাঁহার ক্রোড়দেশে অর্পণ করিলেন ॥ ৭৯ ॥

সেই বালক গ্রহণীড়িত হইয়া কি একরাত্রির মধ্যেই উতপ্ত হইয়াছে ? এই-
রূপে ব্রজেশ্বর পুত্রের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং তৎকালে পুনর্বার
পুত্রকে চন্দ্ৰের মত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত দর্শন করিলেন ॥ ৮০ ॥

দ্বিত্রমিত্রপরিবৃততয়া । ইতি মাণ্ডুপুস্তকপাঠঃ ।

কিঞ্চ ।

লীড়ং রূপমধু প্রকৃশ্য রসিতং বক্তু প্রসাদামৃতং
সম্যক্ স্বাদিত এব তুল্যরহিতস্পর্শোৎসবঃ কোহপ্যসৌ ।

তস্য শ্রামলবালকোমলতনোমূর্দ্ধস্থ তাতেন তাং
সৌরভ্যস্বদনানুভূতিমভিতো বিশ্বং মদাদ্বিস্মৃতং ॥ ৮১ ॥

নিভাল্য চ শ্রীমন্মুখং সুখমৃচে—

যদি নারায়ণেন ত্বং দত্তোহসি কৃপণায় মে ।

তেনৈব সর্বং নির্বোঢ়া সোঢ়া চ মম দুর্নয়ঃ ॥ ৮২ ॥

অথ নির্বোঢ়া নির্বোঢ়েত্যনুবদন্ত্যত্যন্তাভিনিবেশাদেকেনাপ্য-

তদানীং মৃতং লালয়তা ব্রজরাজেন প্রেমমোহাজ্জগদ্বিস্মৃতমভূদিতি বর্ণয়তি লীড়মিত্যাदि-
পদ্যেন । প্রকৃশ্য প্রকর্ষণকং । তুলায়াভাবস্তল্যাং তদ্রহিতঃ । যয়োলোপহিত আলোপঃ ।
কোহপ্যসৌ অনির্লচনীয়েহসৌ । তাতেনেতি পদং সন্দত্ত্ব সধ্বাতে ॥ ৮১ ॥

তদা ব্রজরাজস্ত সহবাক্যং বর্ণয়তি যদীত্যাদিপদ্যেন । কৃপণায় পুত্রলাভপরায় দীনায় বা ।
নির্বোঢ়া কঞ্চি লুট্ । নির্বহণং করিষাতে সহিষাতে চ ॥ ৮২ ॥

তদেবং মুখসম্প্রে ব্রজরাজে তত্র শ্রীপৌর্নমাস্তা আগমনং বর্ণয়তি অথেত্যাদিগদ্যেন ।

অপিচ, বালকের পিতা নন্দ, বালকের রূপমধু আশ্বাদন করিলেন, সম্যক্ভাবে
মুখের প্রসন্নতারূপ অমৃত পান করিলেন, কোন এক অনির্লচনীয় তুলনারহিত
স্পর্শসুখ সম্যক্ প্রকারে অনুভব করিলেন এবং সেই শ্রামল ও কোমলাঙ্গ বালকের
মস্তকের সৌরভ্যরসের অনুভব করিতে গিয়া সেই আনন্দবশতঃ এই ব্রজাণ্ড
পর্যাস্ত ও বিস্মৃত হইলেন ॥ ৮১ ॥

বালকের শোভমান মুখমণ্ডল দর্শন করিয়া কহিতে লাগিলেন—আমি এরূপ
দীনব্যক্তি ছিলাম যে কিছুতেই পুত্রলাভ করিতে পারি নাই, তবে যদি নারায়ণ
কৃপা করিয়া পুত্ররূপে তোমাকে আমায় দান করিয়াছেন, তাহা হইলে তিনিই
মমস্ত নির্বাহ করিবেন এবং আমার দুর্নীতিও সহ্য করিবেন ॥ ৮২ ॥

অনন্তর “নির্বাহ করিবেন, নির্বাহ করিবেন” এই কথা বারম্বার উচ্চারণ করিতে

কৃতনির্দেশা পৃষ্ঠদেশাদিতপ্রবেশা জটিলিতকচা সত্যবচাঃ পৌর্ণ-
মাসী সর্বৈরেব তুর্নমুখায় সমনস্কারেণ নমস্কারেণ পুরশ্চক্রে
অর্চয়াঞ্চক্রে চাসনানিভিঃ ॥ ৮৩ ॥

ততশ্চ। স্বপ্রশ্নোত্তরবিষয়ীকৃত-তদ্বিষয়োষাবৃত্তবিশেষা
রাজ্ঞানুজ্ঞাপয়াম্বভূবে পূর্ববদপূর্বদানাতপূর্বায়, তচ্চ তামেব
প্রধানং বিধায় বিধীয়তে স্মৃতি ॥ ৮৪ ॥

একেনাপ্যকৃতনির্দেশা স্বাতন্ত্র্যেণ আগতেতার্থঃ। ইতপ্রবেশা, ইতঃ প্রাপ্তঃ প্রবেশো যয়া। সমন-
স্কারেণ স্থিরচিত্তেন। চিন্তাভোগো মনস্কার ইত্যমরঃ ॥ ৮৩ ॥

পৌর্ণমাস্যা গমনানন্তরং কৃত্যং বর্ণয়তি স্বপ্রশ্নোত্তরেতিগদোন। স্বস্য ব্রজরাজস্য প্রশ্নে যদুত্তরং
তস্য বিষয়ীকৃতঃ গোচরীকৃতঃ তস্য। বিষয়োষায়াঃ বৃত্তবিশেষঃ চরিত্রবিশেষঃ যয়া সা পৌর্ণমাসী।
অপূর্ণায় কৰ্মজ্ঞগুণভাদৃষ্টায়। তচ্চ অপূর্ণদানাদি। তাং পৌর্ণমাসীং ॥ ৮৪ ॥

করিতে পৌর্ণমাসী তথায় আসিয়া প্রবেশ করিলেন। কিন্তু সকলে তখন একরূপ
অভিনিবিষ্ট ছিলেন যে, কেহই তাঁহার প্রবেশ নির্দেশ করিতে পারিল না। তিনি
সহসা সকলের পশ্চাদ্দেশ হইতে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তাঁহার কেশসমূহ
জটায় পরিণত হইয়াছিল, সকলেই সত্ত্বর উঠিয়া মানসিক ভক্তি ও স্থিরচিত্ততা-
সহকারে নমস্কারপূর্বক সেই সত্যবাদিনী পৌর্ণমাসীকে সম্মুখীন করিয়া এবং
আসনাদিদিয়া পূজা করিলেন ॥ ৮৩ ॥

তাঁহার পর ব্রজরাজের প্রশ্নে যেরূপ উত্তর হওয়া আবশ্যক, পৌর্ণমাসী সেই
বিষয়ী পুতনার চরিত্র বিশেষরূপেই অবগত আছেন, এজন্ত ব্রজরাজ তৎসম্বন্ধে
কি কর্তব্য ইহা আদেশ করিতে আজ্ঞা করিলেন। তিনিও পূর্বের তায় অপূর্ণ
প্রকাশ করিয়া অপূর্ণ অর্থাৎ কৰ্মজ্ঞ গুণভাদৃষ্টনিমিত্ত, অপূর্ণ দানাদি করিতে
অনুজ্ঞা প্রদান করিলেন, সেই অপূর্ণ দানাদি কার্যও তাঁহাকেই প্রধান করিয়া
অর্থাৎ তাঁহার দ্বারা নিম্পন্ন করা হইয়াছিল ॥ ৮৪ ॥

তদেবং পূতনাং ঘাতয়িত্বা সমাপনায় পুনরপীদং মধুকণ্ঠঃ
পরমর্ষিসম্মততাব্যঞ্জনয়া সমুট্টক্ৰিতবান্ ॥ ৮৫ ॥

ঐদৃশস্তনয়ো জাতস্তব গোপপতে যতঃ ।

সা বালরাক্ষসী জজ্ঞে নিজসংসাররাক্ষসী ॥ ৮৬ ॥

চেতসি চেদং বিবিক্তবান্—

অর্ভাস্থগ্ভুগজনি যৎ পুরা যদব্বাগ্-

ধাত্রী চাতবদিত্তমত্র নন্দসূনোঃ ।

তৎ ক্রাধম্পাদমথ তচ্ছিরম্পাদং বা

কৈত্যস্তহাদি বিমূশন্ ভৃশং ভ্রমামি ॥ ৮৭ ॥

অধুনা পূতনাবধলীলাং সমাপ্য পুনর্মপকণ্ঠো যদুট্টক্ৰিতবান্ তদ্বর্ণয়িতুমারভত তদেবমিতাদি-
গদ্যেন । ঘাতয়িত্বা পূতনাবধমাখ্যায়নামধাতো আখ্যানে ক্রো অলো লুক্ ॥ ৮৫ ॥

তদুট্টক্ৰনপ্রকারং বর্ণয়তি ঐদৃশ ভূতিপদ্যেন । রাক্ষসী ভক্ষিকা ॥ ৮৬ ॥

তদা চেতসি স যথা বিবেচ তদ্বর্ণয়তি অর্ভাস্থগিত্যাদিপদ্যেন । যদন্তাক্ যদনস্তরং অধ-
ম্পাদমধোগতিঃ শিরম্পাদমত্যাচ্চা গতির্বা ॥ ৮৭ ॥

সে যাহা হউক, এই প্রকারে পূতনাবধ বর্ণন করিয়া সেই কথার সমাপন-
নিমিত্ত পুনর্বার মধুকণ্ঠ দেবর্ষির সম্মতি সূচনা করিয়া ইহা সম্যক্ প্রকারে উল্লেখ
করিলেন ॥ ৮৫ ॥

হে গোপপতে ! আপনার এইরূপ পুত্রই জন্মিয়াছে যে, যেরূপ পুত্র হইতে
ঐ বালরাক্ষসী পূতনা নিজসংসারের রাক্ষসী বা ভক্ষিকা হইয়াছে অর্থাৎ
তোমার পুত্রস্বরাই তাঁহার মাতৃগতি লাভ হইল, বা জন্মমরণায়ুক সংসার ক্ষয়
প্রাপ্ত হইলে পূতনার মুক্তি লাভ হইল ॥ ৮৬ ॥

তিনি মনে মনে এইরূপ বিবেচনা করিলেন যে, পূর্বে এই রাক্ষসী বালকের
রক্ত পান করিতে ইচ্ছা করে, তৎপরে এইখানে নন্দকুমারের ধাত্রীও হয় । কোথায়
বা সেই অধোগতি এবং কোথায়ই বা অত্যন্ত উচ্চগতি । ইহা আমি হৃদয়ের
মধ্যে বিবেচনা করিয়া অত্যন্ত ভ্রমাকুল হইতেছি ॥ ৮৭ ॥

তদেবং বৃত্তে বৃত্তে তদ্দিনেহপি পূর্ববদেব কথা রক্ষিতা।
যথাযথমপি স্বাবসখাদিপথানুগতিরাচরিতা ॥ ৮৮ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীগোপালচম্পুমনু পুতনাবধাবধারণং নাম
পঞ্চমং পূরণং ॥ * ॥ ৫ ॥ * ॥

অধুনা সমাপনপ্রকারং বর্ণয়তি তদেবমিত্যাদিগদোন। স্বাবসখাদি অন্য গৃহাদি ॥ ৮৮ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীগোপালচম্পুসংক্ষিপ্তটীকায়াং শব্দার্থবোধিকায়াং পঞ্চমং পূরণং ॥ * ॥

সে যাহা হউক, এইরূপ ঘটনা ঘটিলে সেই দিবসেও পূর্বের ত্যায় কথা
স্থগিত থাকিল এবং সকলেই যথোচিতবিধানে স্ব স্ব গৃহাদি গমনপথের অভ্যুসরণ
করিলেন ॥ ৮৮ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীগোপালচম্পুকাব্যে পুতনাবধাবধারণ নামক পঞ্চম পূরণ
সম্পূর্ণ ॥ * ॥ ৫ ॥ * ॥

ষষ্ঠং পূরণং ।

শকটভঞ্জনাদিঃ ।

অথ তথৈবাবধরেছাঃ স্তুভাসমানায়াং সভায়ামনুমোদননিদিদ্ধঃ
স্নিগ্ধকণ্ঠঃ সোৎকণ্ঠ উবাচ । মধু-মধুরকণ্ঠ শ্রীমন্মধুকণ্ঠ !
শ্রয়তাং ॥ ১ ॥

ততঃ সমস্তাদহরহরন্যদ্যল্লাবণ্যমুৎফুল্লয়ন্ বিধুঃ স্বজন্মপক্ষ-
মুল্লাসয়ামাস ॥ ২ ॥

ষষ্ঠে চ পূরণে যস্মিন্ শকটাসুরভঞ্জনঃ । এব নানাবিধা লীলা বর্ণ্যতে শ্রবণশ্রিয়া ॥

তদেবং শ্রবণেন পরমপ্রমোদাধিতে এজরাজসমাজে সতি শকটভঞ্জনাদিবাললীলাং বর্ণয়িতুঃ
স্নিগ্ধকণ্ঠো যথ।বৎ তদ্বর্ণয়িতুমারভতে অথৈত্যাদিগদ্যান ॥ ১ ॥

তং স্নিগ্ধকণ্ঠব্যাক্যং বর্ণয়তি তত ইত্যাদিগদ্যান । বিধুঃ কৃষ্ণঃ । কৃষ্ণপক্ষঃ শুভকৃষ্ণপক্ষঃ ।
শ্রবণপক্ষে বিধুশ্চন্দ্রঃ শুক্লপক্ষঃ ॥ ২ ॥

ষষ্ঠপূরণে শকটাসুরভঞ্জন প্রভৃতি নানাবিধ শ্রবণরসায়ন বিচিত্র লীলা বর্ণিত
হইতেছে ॥ ০ ॥

অনন্তর সেটরূপ নিয়মই, তাহার পরদিনসে সুন্দররূপে প্রকাশমান সভায়
সকলের অনুমোদনে স্নিগ্ধকণ্ঠ পরিবর্তিতচিত্ত হইয়া উৎকণ্ঠাসহকারে কহিলেন,
হে শ্রীমন্ মধুকণ্ঠ ! তোমার কণ্ঠ মধু অপেক্ষাও সুমধুর, অতএব শ্রবণ কর ॥ ১ ॥

তদনন্তর দিন দিন সর্বতোভাবে অগ্রাগ্র লাবণ্যকে প্রকটিত করিয়া বিধু
(শ্রীকৃষ্ণ) স্বজন্মপক্ষ অর্থাৎ আপনার ভক্তবর্গকে আনন্দিত করিতেলাগিলেন ।
পক্ষান্তরে, বিধু (চন্দ্র) স্বজন্মপক্ষ অর্থাৎ শুক্লপক্ষকে বর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন,
অর্থাৎ শুক্লপক্ষের চন্দ্রের ত্যায় শ্রীকৃষ্ণ দিন দিন বাড়িতে লাগিলেন ॥ ২ ॥

তত্র দিগদর্শনং যথা—

একা বিত্রাশ্চতশ্চৈ যুগবিযুততয়া পঞ্চাঃ সপ্ত চাষ্টৌ
পঙ্তিকিবর্ষা পঙ্তিকিবদ্ধাঃ শিশুযুবতিজরতর্কিবদ্ধাঃ সমস্তাঃ ।
আয়াস্তি দ্রাঘিশস্তি ত্রজনৃপতিগৃহং তঞ্চ পশ্যন্তি বালং
কৃষ্ণা চূকারমিশ্রং * বহুলবিলসিতং স্নায়য়ন্ত্যো হসন্তি ॥৩॥
যথা চ ।

মাত্রা পিত্রার্থ মাতাপিতরকুলভেদরাকুলৈশ্চিত্রমিত্রে-
র্নেত্রাণামঞ্জনাভং শিশুমনুভবিতুং সন্ততং কঞ্জনাভং ।
আগম্যাগম্য রম্যাকৃতিপরিবৃতিমুদাস্ত হাস্তাদিপূর্বং
স্পর্শং স্পর্শং তমুচ্চৈরহরহরহহো দুঃখহো লভ্যতে স্ম ॥ ৪ ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণঃ পলাষণ্যপ্রকাশনেন পাপক্ষমুন্নাসিতবান যথা তদ্বর্ণয়তি একেত্যাদিপদোদ্যোতন ।
চূকারমিশ্রং চূকারো লৌকিকশব্দঃ । স্নায়য়ন্ত্যো অথাচ্ছালং বহু হানয়ন্ত্যো ॥ ৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণপদদর্শনেন মাত্রাদিনা নেত্রোৎসর্গে যথা জাতস্তং বর্ণয়তি মাত্রেত্যাদিপদোদ্যোতন । চিত্র-
মিত্রেঃ চিত্রং বিষয়ো যিৎ সহায়ো যেবাং তেঃ কিংবা আশ্চর্য্যমিত্রেঃ । রম্যাকৃতিপরিবৃতি-
শোভনমঙ্গাবরকবস্ত্রং । উদাস্ত নিক্টিপ্যা । দুঃখঃ নেত্রোৎসর্গঃ ॥ ৪ ॥

তাহাতে এক দেশমাত্র দর্শিত হইতেছে যথা—প্রথমে একটী, পরে দুইটী, তিনটী, চারিটী তৎপরে পঞ্চ এবং অষ্ট, নৈ, সাত, অট, নয় এবং দশজন, শিশু, যুবতি, বৃদ্ধা এবং অন্ধবৃদ্ধা রমণীগণ চারিদিকে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া আগমন পূর্বক রজরাজের গৃহে প্রবেশ করত সেই বালককে দেখিতে লাগিলেন, পরে চূকার শব্দমিশ্রিত + পছত্তর বিনাস করিয়া বালককে মৃদু-অধুর ভাবে হাস্ত করাইয়া আপনারাও হাঁসিতে লাগিলেন ॥ ৩ ॥

আরও দেখ, মাতা, পিতা, তথা মাতৃকুলজাত ও পিতৃকুলজাত আশ্চর্য্য

* চূকারেতি বৃন্দাবনপুস্তকপাঠঃ ।

+ পশু শাবকারিকে ডাকিতে হইলে এবং মৃত্যুসংবাদাদি কষ্টজনক ব্যাপারে চূকার ব্যবহৃত হয় । ইহাতে দুই ওষ্ঠ দীর্ঘভাবে দলুচিত ও তন্মধ্যে সজল রিহ্মা সংলগ্ন হয় । সকলেই ব্যবহার করিয়া বুঝিতে পারেন । ইহাতে টিক্‌টিকির ডাকের স্থায় শব্দ উচ্চারিত হয় ।

ততশ্চ ।

বিগলদলকজালালোলদুখঞ্জরীটঃ

প্রকটিতিলকশ্রী রোচনাকুঙ্কুমাভ্যাং ।

স্মিতবিলসিতবক্সঃ শ্যামধামাচলাজিহ্বাঃ

শিশুরতিশুশুভে স প্রাপ্য মাসং তৃতীয়ং ॥ ৫ ॥

তত্র চ ।

স্নিগ্ধং পশ্যতি সেন্সয়ীতি ভুজয়োযুগ্মং মুহুশ্চালয়-

ন্নত্যঙ্গং মধুরঞ্চ কুজতি পরিষঙ্গায় চাকাঙ্ক্ষতি ।

অথ বাল্যানুকারিণঃ শ্রীকৃষ্ণস্য তদুচিতশোভাং বর্ণয়তি বিগলদিতিপদ্যেন । অচলাজিহ্বা-
গতিরহিতঃ ॥ ৫ ॥

তদানীন্তনভবমপূর্ণং বালচরিতং বর্ণয়তি স্নিগ্ধমিত্যাदिপদ্যেন । সেন্সয়ীতি পুনঃ পুনর্মন্দং
মন্দং হসতি । পরিষঙ্গায় ক্রোড়ারোহণায় ।

মিত্রগণ আকুল হইয়া নেত্রপঙ্ক্তির অঞ্জনসদৃশ পদ্মনাভ শিশুকে সর্বদা অনুভব
করিবার জন্য বারংবার আগমন করিয়াছিলেন এবং মনোহর গাত্রাবরণ বস্ত্র উত্তোল-
ন করিয়া হাত্যাদিপূর্বক প্রতিদিন তাঁহাকে অতিশয়রূপে বারংবার স্পর্শ করত
নেত্রের উৎসব লাভ করিয়াছিলেন, অহো আশ্চর্য্য !!! ॥ ৪ ॥

অনন্তর বাল্যলীলানুকারি শ্রীকৃষ্ণের তদুচিত শোভা বর্ণন করত কহিলেন ।
অলকাবলি অর্থাৎ চূর্ণকুস্তলরাশি বিগলিত হওয়াতে যাহার নেত্ররূপ খঞ্জনপক্ষী
চঞ্চল হইতেছিল, তথা গোরোচনা ও কুঙ্কুমদ্বারা তিলক রচিত হওয়ায় যিনি
হাস্তাবদন হইয়া শোভা পাইতেছিলেন, সেই নীলবর্ণ এবং গতিশূন্য বালক তিন
মাসে পতিত হইয়া অতিশয়রূপে দীপ্তি পাইতে লাগিলেন ॥ ৫ ॥

তৎকালে বাল্যলীলার অনুকরণ এইরূপ হইয়াছিল যথা—শ্রীকৃষ্ণ স্নিগ্ধভাবে
দৃষ্টিপাত করিতেছেন, বারংবার মন্দ মন্দ হাস্য করিতেছেন, ভুজদ্বয়কে বারংবার
চালনা করত অত্যন্ত এবং মধুরস্বরে শব্দ করিতেছেন, ক্রোড়ে আরোহণ করিবার

লাভালাভবশাদমুখ্য লসতি ক্রন্দত্যপি কাপাসৌ

পীতস্তন্যতয়া স্বপিত্যপি পুনর্জাগ্রন্মুদং যচ্ছতি ॥ ৬ ॥

অথ কদাচিৎক্ষত্রমাসত্রয়াস্তে নক্ষত্রেশকাস্তে তজ্জন্মনক্ষত্রে
শ্রীমন্মাত্রা পুত্রাভিষেককৌতুকযাত্রা প্রবর্তিতা ॥ ৭ ॥

তদা চ—

ভবনমনু স্ন্যত্রে রত্নপর্যাক্ষবর্ষে

স্বরভিমুদুলতুলী শুভ্রবস্ত্রপ্রশস্তে ।

হরিমণিরুচিবালঃ শোভতে স্যাসিতান্ত্রো-

রুহনিব সুরসিন্দৌ ক্ষীরসিন্দৌ হরিবর্বা ॥ ৮ ॥

অমুখ্য পরিধঙ্গস্য ॥ ৬ ॥

ততস্তস্য পার্শ্বপরিবর্তনোৎসবং বর্ণয়িত্ব প্রকমতে অথ কদাচিদিত্যদিগদোন । নক্ষত্রেশ-
কাস্তে নক্ষত্রেশচলঃ কাপ্তো যস্য তস্মিন্ রোহিণীনক্ষত্রে ॥ ৭ ॥

তদা শয্যায়াং শায়িতস্য শ্রীকৃষ্ণস্য শোভাং বর্ণয়তি ভবনমিত্যাদিপদোন । সুরসিন্দৌ
দেবনদ্যাং । হরিন্দো বিষ্ণুরিব । ইবার্থে বাশকঃ ॥ ৮ ॥

টীকা করিতেছেন, ক্রোড়ে উঠিতে পারিলে আনন্দিত হইতেছেন, এবং ক্রোড়ে
উঠিতে না পারিলে রোদন করিতেছেন, কখন বা স্তনপান করিয়া নিদ্রা
যাইতেছেন এবং পুনর্বার জাগরিত হইয়া হর্ষপদান করিতেছেন ॥ ৬ ॥

অনন্তর পার্শ্বপরিবর্তন লীলা বর্ণন করিতেছেন, যথা—কোন এক সময়ে
নাক্ষত্রিক মাসত্রয়ের অবসান হইলে, চন্দ্র যাত্রার পতি সেই রোহিণীনক্ষত্রে
শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথিতে শ্রীমতী যশোদা শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক-কৌতুকযাত্রা প্রবর্তিত
করিলেন ॥ ৭ ॥

তৎকালে গৃহমধ্যে অত্যন্ত যত্নের সহিত স্থাপিত এক উৎকৃষ্ট মণিময় পর্যাক্ষ
ছিল, তাহাতে সূর্যকমল অথচ কোমল ক্ষুদ্র বালিশ এবং প্রশস্ত শুভ্রবস্ত্র ছিল,
সেই শয্যার মধ্যে ইন্দ্রকান্তমণির গ্রাম প্রভাশালী বালক শোভা পাইতেছিলেন ।
তাহাতে বোধ হইল যেন গঙ্গানদীর ভলে নীলপদ্ম অথবা ক্ষীরসমুদ্রে নারায়ণ
শোভা পাইতেছেন ॥ ৮ ॥

অথোত্তানশায়ী স সৰ্ব্বাতিশায়ী

নিজাম্বায়শোদঃ স্বতাতপ্রমোদঃ ।

দনক্ষত্রভাতে বভূব প্রভাতে

বলেনাতিসঙ্গঃ পরাবর্তিতাঙ্গঃ ॥ ৯ ॥

ততশ্চ । শয়নং পার্শ্বেনোপগীড়ং শয়ানমমুং স্কুমারকুমারা-
পীড়মকস্মাবিলোক্য তবৃত্তে ধাত্রীভির্মােত্রে নিবেদিতমাত্রে সতি
সাতিমাত্রা নন্দকন্দলিতীনিজনন্দনমঙ্গলাতিশয়স্পৃহিণী শ্রীমন্নন্দ-
ক্ষিতীশগৃহিণী তৰ্ত্তুরাজ্ঞাং স্তজ্ঞাতাং সমুয়ুত্বয়ঃ সৰ্ব্বাঃ সমাহুয়
তমেব মহোৎসবমহো মহোৎসবং চকার ॥ ১০ ॥

পাৰ্শ্বপরিবর্তনপ্রকারঃ বর্ণয়তি অথোত্তানশায়ীতিপদেন । নিজাম্বায়শোদঃ সমাত্মশো-
দাতীতি সং । বলেনাতিসঙ্গঃ তাদৃশবলেন সম্পূর্ণাঙ্গঃ ॥ ৯ ॥

তদেবং পাৰ্শ্বপরিবর্তনে ভূতে মহোৎসবঃ সম্প্রবৃত্তঃ বর্ণয়তি ওতশ্চেতাদিগদোন । স্কু-
মারকুমারাপীড়ঃ স্কুমারকুমারামপি স্পর্শেনাপীড়ং পীড়নভাগে যস্মাৎ । পরমমুকোমলমিতার্থঃ ।
যথা । কশ্চিৎ স্কুমারকুমারস্তচ্ছয়ায়াং গায়িত্বাদীত্বদা অপীড়মাংসং যথা স্যাৎ । অতি-
মাত্রানন্দকন্দলিতা অতিশয়ানন্দযুক্তা । মহোৎসবমহো—মহো। আশ্চর্যো, মহান উৎসবো যত্র
এবভূতো যো মহোৎসবঃ অতিশয়সুখজনকং কথ্য তং ॥ ১০ ॥

অনন্তর উত্তানশায়ী, নিজ-জননীর যশোদাতা, সীম-জনকের আনন্দজনক,
বলপরিপূর্ণ ও সর্বোৎকর্ষশালী সেই বালক রোহিণীনক্ষত্রযুক্ত প্রভাতকালে অঙ্গ-
পরিবর্তন অর্থাৎ পাশ ফিরিয়া শয়ন করিলেন ॥ ৯ ॥

তদনন্তর ঐ স্কুমার কুমারশিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ পাৰ্শ্বভাগদ্বারা শয্যা তল পীড়ন
করিয়া যখন শয়ন করিলেন, অকস্মাৎ উহা দর্শন করিয়া ধাত্রীসকল বালকের
ঐরূপ চরিত্র জননীর নিকট যেমন নিবেদন করিলেন, অমনি শ্রীমন্নন্দরাজগৃহিণী
যশোদা অতিশয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া নিজপুত্রের মঙ্গলকামনা করত পতির আজ্ঞা
সুন্দররূপে অবগত হইলেন ও পুনর্বার পুরুষোত্তমকে ডাকিয়া অত্যন্ত ইচ্ছাপূর্ণ
মহান উৎসবযুক্ত মহোৎসব অর্থাৎ অতিশয় সুখজনক কর্ম করিলেন ॥ ১০ ॥

তত্র কাসাঞ্চিদপি গৃহপালনায় স্থিতানামাহুতিরেবমমু-
দ্বিক্ষেয়া ॥ ১১ ॥

লাল্যাশ্রাণতু জন্মভং বিজয়তে তত্রাপি চৌখানিকং
সৰ্ব্বা এব গতাস্থয়েব কিল কিং সন্মাবিতুং বহুসে ।
আগৃহ্নাতি মুহুর্তজেশগৃহিণী কিং বা ব্রজে নোযকঃ
কোহপ্যস্তি স্ফুটমস্তি বা সতু শিশুমৃষ্যাতি চেতঃ পরং ॥ ১২ ॥
অথ তত্র চিত্রবাদিত্র-শুভগীতি-প্রশস্ত-বিপ্রকুলশস্ত-স্বস্তি-
বাচনপূর্বকবিধিমতিরচ্যাভিষিচ্য পীতবাসসা পরিহৃত্যলঙ্কৃত্য

তাদৃশে মহোৎসবে সন্মান্যমাগমনে সতি গৃহরক্ষণায় কাঃ স্থিতা ইত্যপেক্ষারামাহ তনেন্ত্যাदि-
গদ্যেন ॥ ১১ ॥

তদর্থং ব্রজেখরীআদেশবাক্যং বর্ণয়তি লাল্যাশ্রতিপদ্যেন । অধিতুঃ রক্ষিতুঃ আগৃহ্নাতি
আগ্রহং করোতি । তদাগ্রহে কারণং কিং বেতি । কিম্বেতি সন্মাবনয়াঃ । মোষকচোরঃ ॥ ১২ ॥

তত্র মহোৎসবে পুত্রশুভার্থং ব্রজেখরীকৃত্যং বর্ণয়তি অথ তদেত্যানিগদ্যেন । অতিরচ্যা
আধিক্যেন কৃষ্ণা পরিহৃত্য অভিষেচনজলং নিশ্চর্য চ্য ।

সেই মহোৎসবে গৃহরক্ষার নিমিত্ত কতিপয় রমণী বিद्यমান ছিলেন । তাঁহা-
দিগেরও যে আহ্বান করা হইয়াছিল, ইহা এইরূপে অনুসন্ধান করিতে হইবে
যথা— ॥ ১১ ॥

ব্রজেখরী আদেশ করিতেছেন যথা—আজ কিন্তু বালকের জন্মনক্ষত্র শোভা
পাইতেছে । তন্মধ্যে আবার ঔখানিক পর উপস্থিত । একেই সেই উপলক্ষে
গমন করিয়াছে, তুমিই কি কেবল গৃহরক্ষার নিমিত্ত আসিয়া রহিয়াছ । এইরূপে
ব্রজরাজমহিষী বারবার আগ্রহ করিয়া কহিলেন, ব্রজে কি কোন চোর আছে ?
যদি স্পষ্টই চোর থাকে, তাহা হইলে এই শিশু তাহার চিত্র চুরি করিবেন,
অর্থাৎ আমার গৃহে কেহই না আসিয়া থাকিতে পারিবেন না ॥ ১২ ॥

ব্রজেখরী এইরূপ আদেশ করিয়া তথায় বিচিত্র বাস্তব, মঙ্গলগীতি এবং প্রশস্ত
বাঙ্গণকুলের শুভ স্তুতিবাচনাদিবারা অতিশয়রূপে বিধানকাণ্ডটি সম্পাদন করিলেন ।
বালকের অভিষেক করিয়া, পীত বস্ত্রধারী অভিষেচন জলকে প্রোছন করিলেন,

মন্ত্রাদিভিরভিরক্ষ্যাভিলক্ষ্য তদুৎকর্ষহর্ষময়বহুতরকার্যচর্য্যামর্ষ্যাদাং
পর্য্যাপয়িতুমিতস্ততশ্চলন্তী প. জনানপি নিয়োজনয়া সপ্রয়োজনানু
জনয়ন্তী জননী * গেহায়মানানুবিসঙ্কটঘটমহাশকটাদিঃ কল্যা-
এব পল্যক্কে বালমালোকাজির এবাজিরে শায়িতবতী । তত্র
কুমারয়তঃ কুমারান্শচ স্থাপিতবতী তত্রীহবৎস্তস্তস্তচতুষ্টয়মধ্যগ-
দোলাকারঃ স পল্যক্কে যথা—॥ ১৩ ॥

প্রবালাজির্গারুত্বাঘটিতপট্টীপ্রকটিতঃ *

স্ফুটভেজঃ পট্টারুণচিপিটডোরীকটয়ুতঃ ।

তদুৎকর্ষেত্যাदि । তদুৎকর্ষে য়া হনময়বহুতরকাবাস্ত চর্চ্চা আচরণং তদুৎকর্ষা মযাদা ছায়-
পর্ষ্যহিতস্তাং সমাপয়িতুং । গেহায়মানোতি । গেহমিবাচরতি এবতুতৌহনু আয়ামো যন্ত এবং
বিসঙ্কটো বিশালঘটনা যন্ত এবতুতঃ বহুহাশকটং তস্তাধঃ নিম্নভাগে । কল্যে নিরাময়ে । কল্যা-
সঙ্ক-নিরাময়োরিতি নানাধঃ । পথ্যক্কে আলোকাজিরেদর্শনবিষয়ে । অজিরঃ বিষয়ঃ প্রাসঙ্গিক ।
কুমারয়তঃ কুমারঃ বালং যন্তি প্রাপ্নবন্তি কুমারয়ন্তস্তান্ পঞ্চবর্ষীয়বালকান্ । অথবা, ত্রাৎ
কুমার কুমালং ক কেলো । ইতি কবিঃ ক্ষুদ্রমদৃতকুমার ধাতোঃ শত্ । অবষ্টভঃ আগ্রয়ভূতঃ ॥ ১৩

অন্যপর্ষ্যক্কেতোজাঃ বর্গাতি প্রবালেত্যাदिপদোন । গারুত্বং মরকতমণিঃ । চিপিটডোরী

এবং অলঙ্কার পরাইয়া, মন্ত্রাদিদিবরা সর্বশোভাবে রক্ষা এবং নিরীক্ষণ করিয়া
বালকের উৎসবে হর্ষপূর্ণ বহুতর অলঙ্কারের সৌমা সম্পাদন করিবার নিমিত্ত জননী
চারিদিকে গমন করিতেলাগিলেন এবং প্রত্যেক পরিজনদিগকে কোন না
কোন প্রয়োজনীয়কারণে নিষ্কৃত করিলেন । তাহার দেহঘটনা গৃহের ছায়
দীর্ঘ ও অত্যন্তভীষণ অর্থাৎ বৃহৎ, এরূপ কোন এক শকটের নিম্নপাদদেশে নিরাময়
পর্ষ্যক্কেমধ্যে দৃষ্টিগোচর প্রাসঙ্গ্যভাগেই বালককে শয়ন করাইয়া তথায় ক্রীড়ন-
শীল পঞ্চবর্ষীয় বালকদিগকেও স্থাপিত করিয়াছিলেন । তথায় আশ্রয়স্বরূপ
চারিটা স্তম্ভের মধ্যবর্তী দোলারূতি সেই পর্ষ্যক্কে বিদ্যমান ছিল ॥ ১৩ ॥

যে দোলার উপরিভাগে বালক শ্রীকৃষ্ণ বিরাজ করিতেছিলেন, তাহার চারিটা

* গেহায়মানবিসঙ্কটেতি বৃন্দাবনপুস্তকপাঠঃ ।

† প্রবালাজির্গারুত্বাঘটিতপট্টীপট্টকর্চিবহ্মাধ্য পট্টারুণচিপিটডোরীপট্টবৃত্তিং ।

দুকূলান্ততুলক্ষুরিত-বরতুলী-বলয়িতো

দরান্দোলো দোলো যদুপারি বিরেজে শিশুহরিঃ ॥ ১৪ ॥

তত্র চ

স্ববিষ্ঠপটুস্তবকং বিচিত্রং নিবন্ধমুর্দ্ধাদভিলম্বমানম্ ।

স্পর্শন্ করাত্যামসিতঃ স কূজমুত্তানশায়ী

মুহুরঞ্জহাস ॥ ১৫ ॥

ততশ্চ* ব্রাহ্মণাদিপূজায়াং পূৰ্ণমাগায়াং কৃতসমাহরণেন
হরণেন সার্কং সার্কপ্রহরেহপ্যতিযাতে ন কস্মচিদম্ভাৎ কিঞ্চি-
দপি ছিদ্রমাত্রমাসীৎ ॥ ১৬ ॥

কটযুতঃ চিপীটডোরী ফিতা ইতি প্রসিদ্ধা, সা কটে পাশ্বে যুতা যন্ত সঃ । দুকূলান্ত ইতি দুকূলমধ্যে
যন্তুলং তেন ক্ষুরিতা যা বরতুলী (তোষক ইতি পাতা) তেন যুক্তঃ, দোলঃ দোলো ইতি
প্রসিদ্ধঃ । যদুপারি যন্ত উপরি ॥ ১৪ ॥

তদা রহস্তং প্রাপ্য বাল্যভাবেন ত্রীকূক্ষে যদকরোত্তরঘর্ষতি স্থবিষ্ঠেতি পদোদয়ঃ । নিবন্ধমুর্দ্ধা-
পরিভাগা অসিতঃ কুম্ভবর্ণো বালঃ (কূজম্ অব্যক্ত-শব্দং কূজম্) ॥ ১৫ ॥

ততোঃ যন্তুত্তমভূতঘর্ষতি—ব্রাহ্মণাদীত্যাদিগদোদয়ঃ । হরণেন যৌতুকদেয়-দ্রব্যেণ ছিদ্রমাত্রং
বিচ্ছেদমাত্রং ॥ ১৬ ॥

চরণ অর্থাৎ খুরা প্রবালখচিত এবং ঐ খুরার নীচে মরকত মণি-নির্মিত পটু
অর্থাৎ পাটা শোভা পাইতেছিল, আর উজ্জল বর্ণ চাক্চিক্যময় অরুণবর্ণ পটু-
নির্মিত ফিতা তাহার পার্শ্বে সংযুক্ত, তথা পটুবস্ত্রের মধ্যে স্থূল ভাবে স্থাপিত
ও ফাঁপা উৎকৃষ্ট তোষক মিলিত ছিল এবং তাহা মৃদু মৃদু হালিতে ছিল ॥ ১৪ ॥

ঐ দোলার মধ্যে উর্দ্ধ হইতে লম্বমান অত্যন্ত স্থূল অথচ বিচিত্র পটুগুচ্ছ নিবন্ধ
ছিল । উত্তানশায়ী কুম্ভবর্ণ বালকটী করযুগল দ্বারা তাহা স্পর্শ করিয়া অব্যক্ত
শব্দ করিতে করিতে বারম্বার হাসিতে ছিলেন ॥ ১৫ ॥

তদনন্তর ব্রাহ্মণাদির পূজা সমাপ্ত হইলে, সকলে যে যৌতুক সংগ্রহ করিয়া
আনিয়াছিলেন সেই যৌতুকের সংগ্রহে দেড় প্রহর কাল অতীত হইলেও কোন
ব্যক্তির যৌতুক-দেয় দ্রব্যো কিঞ্চিন্নাত্র বিচ্ছেদ হয় নাই ॥ ১৬ ॥

* তত ইতি বিদ্যারত্ন পাঠঃ ।

+ চিদমাত্রমাসীদিতি বৃন্দাবনানন্দ-গৌরপুস্তকেষু পাঠঃ । চিত্তো জ্ঞানস্ত্রয়মাত্রং পাত্রং বিষয়ঃ ।

তদাচ পুতনাবম্মৃতনার্ভকায় কংসপ্রহিতঃ কশ্চিদ্বিষদহিতঃ
সমাগম্য দিবিস্থিত এব (এবং) চিন্তয়ামাস । স পুতনা-
পোথকোহয়ং পোতো বিশঙ্কট-শকটাদধস্তাদাস্তে, সাক্ষান্মন্তং
বিধাতুং ন কোহপি জন্তুরমুখ্য শক্ষ্যতীতি লক্ষ্যতে । ছদ্ম-
রূপসদ্ব্যতয়া চ পুতনা সংস্থিতা, তস্মাদমূর্ত্ত এব সম্ভ্রা পূর্ত্তয়ে
ভবানীতি । ততশ্চাসৌ শকটমপ্রকটমাবিষ্টবান্ ॥ ১৭ ॥

তদাবেশেন চাসৌ ভূম্যাং প্রবিষচ্চক্রতয়া বক্রীভবদক্ষ-
তয়া চোপরিপাত-পরীপাতকে প্রক্রমং § যদা চক্রে তদৈব
তদৈববশতঃ কিল তস্মৈ পোতস্মৈ স্তননিদিক্-দুগ্ধজক্ষীচ্ছা

তদেবং তেষাং মহোৎসবং দৃষ্ট্বা তদসহমানঃ কংসপ্রহিতঃ কশ্চিদম্বরঃ শ্রীকৃষ্ণং হস্তং
যপাচিন্তয়ন্তুয়র্ণয়তি—তদাচেত্যাदि गदोन। अर्भकय अर्भकं हस्तं, दिविषदहितोहम्वरः ।
पुतनापोथकः नाथकोहयं (पुथा हिंसे) पोतो बालः, मन्त्रमपराधं, छद्मरूपसद्व्यतया,
कपटरूपाश्रयतया, संस्थिता मृता । पूर्वये कायसाधनाय ॥ १७ ॥

তস্মৈ তথাবেশে কিং জাতমিত্যপেক্ষায়াং তদ্বৃত্তং বর্ণয়তি—তদাবেশেনেত্যাदि गदोन ।
असौ शकटः वक्रीभबदक्षतया अक्षो मिषा इति प्रसिद्धः । उपरिपাতেति उपरिपাতে पतने
यः परीपातः अस्तुतः तत्र प्रक्रमं (आरम्भः) पोतस्य बालस्य । (निदिकः—उपचितः) जक्षीच्छा

তৎকালে নূতন বালকের উদ্দেশে কংসপ্রেরিত কোন এক অম্বর পুতনার
মত আগমন পূর্বক আকাশে থাকিয়া এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিল । এই সেই
পুতনাবিনাশী বালক, বিশাল শকটের নিম্নদেশে বিদ্যমান আছে, কোন জন্তু
এই বালকের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অপরাধ করিতে পারিবে না বলিয়া বোধ হইতেছে,
কপটমূর্ত্তি ধারণ করিয়া আসিয়া পুতনা মারা গিয়াছে । অতএব আমি মূর্ত্তি
ধারণ না করিয়াই এখানে কার্য সাধন নিমিত্ত চেষ্টা করি, এই মন্ত্রণা করিয়া
অম্বর অপ্রকাশ্য ভাবে শকট মধ্যে প্রবেশ করিল ॥ ১৭ ॥

শকটে প্রবেশ করিতে শকটের চক্র ভূমিমধ্যে প্রবিষ্ট হইল এবং অক্ষ অর্থাৎ
চক্রাধার দণ্ড বক্রভাবে থাকাতে ঐ অম্বর যখন উপরি পতনের জন্ত উপদ্রব
আরম্ভ করিল তখনই তাহার অদৃষ্টমুসারে সেই বালকের স্তনলিপ্ত দুগ্ধপানে ইচ্ছা

জাতা । তদা চ মাতরমমুপলভ্য কাতর ইব নবকমলদল-
কোমলচরণাফালনাছুদ্বাটিতং নিকটসজ্জাটিতং নিজশকটং পক্ষ-
বিহীনমপি *কুতুকাদিব রাক্ষসপক্ষিণীবদুড্ডীনং বিধায়
বিরূপতনত্বমাসাদয়ামাস (স) শাবকঃ ॥ ১৮ ॥

ইদমেব সাস্চর্য্যাতয়ানুদিতং শ্রীমদজ্জু'নেন বিসুগ্ধস্মে—
“তালোচ্ছিত্রাগ্রং গুরুভারসারমায়াম-বিস্তারবদদ্যজাতংগা ।
পাদাগ্রবিক্ষেপবিভিন্নভাণ্ডং চিক্ষেপ কোহন্যঃ শকটং যথা ত্বম্ ॥”
ইতি ॥ ১৯ ॥

ভোজনেচ্ছা । উৎখাটিতং নিক্ষিপ্তং, (উৎক্ষেপ্য চালিতঃ 'বটক চালে') রাক্ষসপক্ষিণী পুতনা
উড্ডীনমাকাশগামিনং কৃষ্ণা বিরূপতনত্বং ত্বম্ সংযাপিস্থং । শাবকো বালকঃ ॥ ১৮ ॥

এতত্ত্ব প্রমাণান্তরলক্ষ্যং ন কেবলং শ্রীভাগবতীয়সম্মতমিতি বর্ণয়তি—ইদমিতি গদ্যেন
(আয়ামঃ দৈর্ঘ্যঃ) ॥ ১৯ ॥

জন্মিয়া ছিল, কিন্তু তৎকালে তাহা প্রাপ্ত না হওয়াতে যেন কাতর হইয়াই নব-
কমলদলসদৃশ কোমল চরণ আফালিত করিতে লাগিলেন, সেই আফালিত
চরণাঘাতে নিকটস্থিত নিজ শকট পক্ষবিহীন হইলে ও রাক্ষস-পক্ষিণীর আয় তাহাকে,
কোতুক পরবশ হইয়াই যেন আকাশগামি করিয়া পরে ভূমিতলে মিলিত
করিলেন ॥ ১৮ ॥

এই বিষয় শ্রীমান্ অর্জুন বিসুগ্ধস্মোত্তর গ্রন্থে আশ্চর্য্যাতা সহকারে বর্ণন
করিয়াছেন, যথা—

যাহার অগ্রভাগ তালবৃক্ষের আয় উন্নত, এবং সারাংশ অত্যন্ত গুরু-
ভার বিশিষ্ট এবং যাহা দৈর্ঘ্য ও বিস্তার বিশিষ্ট হইয়াও চরণের অগ্রভাগ
দ্বারা বিদীর্ণ-ভাণ্ড হইয়াছিল, সেইরূপ শকটকে অগ্র জাত—নিতান্ত শিশু অবস্থায়
আপনি ভিন্ন অগ্র কোন ব্যক্তি নিক্ষেপ করিয়াছে ? ॥ ১৯ ॥

* স কুতুকাদিত্তি বিদ্যারত্নপাঠঃ ।

+ জাতং ইতি মাণ্ডবিদ্যারত্নপাঠঃ ।

স চাস্ত্রঃ স্বয়মেবামূর্ত্ততামুরীকৃতবানিতীব তমপ্যসাবাকাশ-
নীকাশতয়া নাশয়ামাস । তদিদমহো কাকতালীয়মেব জাতম্ ।

সোহয়মস্ত্রাবেশ এব ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে শ্রীকৃষ্ণাষ্টোত্তর-শত-
নামস্তোত্রে “শকটাস্ত্রভঞ্জন” ইতিনান্না ব্যঞ্জিতঃ* ॥ ২০ ॥

অত্র (তত্র) দেবাঃ শ্রীগোপালভাবমুৎপ্রেক্ষাঞ্চকিরে ॥ ২১

তস্ত্র নাশে পরিহাসঃ বর্ণয়তি - সচেত্যানি গদোন । অসৌ বালঃ আকাশনীকাশতয়া
(আকাশ) তুলাতয়া ॥ ২০ ॥

তদা তন্ত্রাশনেন সষ্টানাং দেবানাং কাষাং বর্ণয়তি - অত্র দেবা ইত্যাদি গদোন ॥ ২১ ॥

ঐ অস্ত্র স্বয়ংও মূর্ত্তি ধারণ করে নাই, এই হেতুই শ্রীকৃষ্ণ তাহাকেও
আকাশের সাদৃশ্বে বিনাশ করিয়াছিলেন ; কি আশ্চর্য্য ! বস্তুতঃ মূর্ত্তিহীনের
মূর্ত্তি-হীনতা কাকতালীয় + ত্রায়ে অর্থাৎ ঘটনা চক্রেই নিম্পন্ন হইয়াছিল ।

এইরূপ অস্ত্রাবেশ হওয়াতেই ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শত নাম
স্তোত্রে “শকটাস্ত্রভঞ্জন” এই নামে ভগবান্ কথিত হইয়াছেন ॥ ২০ ॥

সেই অস্ত্র মরণে দেবগণ অনন্দিত মনে শ্রীগোপালের ভাবকে উৎপ্রেক্ষা
করিয়া বলিয়াছিলেন । ॥ ২১ ॥

* নাশয়ামাস ব্যঞ্জিতঃ ইত্যত্র “নাশয়ামাস । ইখঃমব ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে “শকটাস্ত্রভঞ্জন”
ইত্যোতদশ্লোকং নামায়্যতে । অত্র দেবাঃ শ্রীগোপালভাবমুৎপ্রেক্ষাঞ্চকিরে, তদিদমহো
কাক তালীয়মেব জাতং ইত্যেব মাণ্ডুপুস্তক পাঠঃ ।

+ তালটা পাকিয়া পড়িবার সময় হইয়াছে, কাকটাও তালের উপর আসিয়া বসিয়াছে
কাক বসিবামাত্র তালটা পড়িয়া গেল । লোকে মনে করিল কাকে তাল ফেলিয়া দিল । বস্তুতঃ
তালের পড়িবার উপযুক্ত সময় না হইলে কাকে কখনই তাল ফেলিতে পারে না । ঘটনাচক্রে
তালের পতন সময় ও কাকের তালোপরে উপবেশন সময়, যুগপৎ সংঘটিত হওয়ায় উভয় কার্য্য
নিম্পন্ন হইল : ইহাকে কাকতালীয় স্থায় কহে ।

যথা—শকটমিদমিহাস্তি মদগৃহস্থ †

স্বয়মবিশস্তদনে চোৎপ্লুতোহসি ।

রুদিতমনুপদং ময়া বিকীর্ণং

তদপি যদি ত্রয়সে ন তন্মমাগঃ ॥ ইতি ॥ ২২ ॥

আবির্ভবৎকটকটে শকটেহথ সর্কে

কিং কিং কিমিত্যভিত এব ভিয়াভিবাতাঃ ॥

তস্মাতিপাতমবলোক্য বিলৌক্য তোকং

ক্রন্দদ্বিমুচমতিতাততিমুচবন্তঃ ॥ ২৩ ॥

মাতা চ তং বিবশিতাবয়বাপি দেবা-

বিষ্টেব পশ্যতি জনে জগৃহে দ্রবেণ ।

পশ্চাত্ত্ব কম্পমুখভাবনিপীড়িতান্ধী

তাং বিক্রতাঃ পরপরাঃ পরিতোহপ্যগৃহুন্ ॥ ২৪ ॥

তামুৎপ্রেক্ষাং বর্ণয়তি—শকটমিত্যাদি পদ্যেন । উৎপ্লুত উদ্ধৃতং গতঃ । অন্তপদং প্রতিক্ষণং ॥ ২২ ॥

অধুনা শকটপতন-মহাধ্বনৌ জাতে যদ্বৃন্তমভূতবর্ণয়তি—আবির্ভবদিত্যাদি পদ্যেন । (তোকং বালং) ক্রন্দদিত ক্রন্দঃ ক্রন্দনং তৎ করোতীত্যাদৌ আয়লুগস্তাৎ কিপ্ । ক্রন্দৎ যথা স্তাৎ বিমুচমতিতাসমূহং তথা ধৃতবন্তো বভূবুঃ ॥ ২৩ ॥

তদা তু শ্রীব্রজেশ্বর্যা বাৎসল্যাকৃতং সাত্ত্বিকভাবক বর্ণয়তি মাতা তেত্যাদি পদ্যেন । বিবশিতা-বয়বা অবশাঙ্গাপি দ্রবেণ বেগেন । (মুখং—আদিঃ) তাং মাতরং পরপরাঃ অন্তান্তাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ২৪ ॥

যথা—আমার গৃহের এই অংশে এই শকট আছে । তুমি স্বয়ং সেই শকটের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছ এবং শকট দ্বারা উদ্ধে গমন করিয়াছ । আমি প্রতিক্ষণ রোদন করিয়াছি । তথাপি যদি তুমি মরিয়া যাও তাহা হইলে আমার অপরাধ নাই ॥ ২২ ॥

অনন্তর শকটের কট কট শব্দ আবির্ভূত হইলে ভয় বশতঃ সকলে “কি কি কি” বলিয়া চারিদিকেই গমন করিতে লাগিলেন । পরে শকটের পতন ও বালককে অবলোকন করিয়া ক্রন্দনবিধায়ক সমধিক মৃদুবৃদ্ধিতা ধারণ করিলেন ॥ ২৩ ॥

জননীও অবশাঙ্গী হইয়া দেবাবিষ্টা রমণীর ছায় দর্শকদিগকে অবজ্ঞা

† শকটমিদমন্তরে ত্বং মদগৃহস্থ ইতি পাঠান্তরঃ ।

তস্মিন্মনশ্চবচ্ছব্দে (ব্দ) জাতে তু ॥ ২৫ ॥

*কিস্তুং কিস্তুং কিমেতচ্ছকট-শকটং তস্মা কিং পর্যায়োহভূৎ-
কস্মাৎ কস্মাদকস্মাৎ কুশলকুশলকং বাসুদেব-প্রসাদাৎ† ।
ইথং প্রশ্নোত্তরাভ্যাং ব্রজকুলপতয়ঃ প্রাপুরন্তঃপুরান্ত-
দৃষ্ট্বানঃপাতমাসন্ ঃ দশনততিশিখাদক্ট-জিহ্বাশ্চিরায় ॥২৬॥

তস্মিন্ শকটে মেববচ্ছব্দে জাতে সতি ॥ ২৫ ॥

তদেবং জাতে ব্রজকুলপতীনাং বৈয়গ্ৰোণ প্রশ্নোত্তরে খেদেন জিহ্বাদংশনমপি বর্ণয়তি—
কিস্তুর্দিত পদোন। শকটশকটমিতি ত্রয়াং শস্ত শকটস্ত চ দ্বিত্বং। (ত্রয়ায়াং
যাবদবোধ ইতানেন বীপ্সায়াং দ্বিত্বং, এবমগ্রহপি। অত্র বীপ্সায়াং বক্তৃণাং ভয়াদাতিশয়ঃ সূচ্যতে।
এবং সর্কত্র। পর্যায়ো বাতিক্রমঃ অতিপতনং। কুশলকমিত্যত্র স্বার্থে কঃ। পুরান্তঃ পুরমধ্যঃ
অনঃপাতং শকটপতনং। (দৃষ্টেতি বাকোনাস্তুতো। রসো বাজাতে) দশনেতি দন্তব্রজাগ্রাণ দষ্টা
জিহ্বা ঘেষাং তে ॥ ২৬ ॥

করিয়া বেগে পুত্রকে গ্রহণ করিলেন, পশ্চাৎ কম্পাদি সাস্ত্বিক ভাবে তাঁহার
অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল নিপীড়িত হইলে অত্যাশ্রয় স্ত্রীগণ বেগে আগমন করিয়া চারিদিকে
তাঁহাকে ধারণ করিলেন ॥ ২৪ ॥

সেই শকটপতনকালে মেঘের ত্রায় শব্দ হইতে থাকিলে এইরূপ প্রশ্নো-
ত্তর হইল যথা ॥ ২৫ ॥

প্রশ্ন ;—ইহা কি, ইহা কি, একি ? উত্তর ;—শকট, শকট। প্র ;—তাহার
কি ? উ ;—বিপর্যয় হইয়াছে। প্র ;—কি হেতু ? কি হেতু ? উ ;—অকস্মাৎ।
প্র ;—কুশল কুশল ? উ ;—বাসুদেবের অমুগ্রহে।

এইরূপ বাক্যের প্রশ্ন এবং উত্তর দ্বারা ব্রজকুলপতিগণ অন্তঃপুরের মধ্যে
গমন পূর্বক শকটপতন নিরীক্ষণ করিয়া দন্তপঙ্ক্তির অগ্রভাগ দ্বারা স্ব-স্ব জিহ্বা
দংশন পূর্বক বহুক্ষণ পর্যন্ত বিস্মিত ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ২৬ ॥

* কিস্তুং কিস্তুন্নাদ প্রতিকটুশকটস্তুং কথং স বালোষ্ঠীং। ইতি গৌরানন্দ-বৃন্দাবন-
পুস্তক-পাঠঃ।

† কুশলকুশলমোন্ বাসুদেবপ্রসাদাৎ ইতি গৌরানন্দ-বৃন্দাবনপাঠঃ।

‡ দৃষ্ট্বা তৎ পাতমাসন্ ইতি বৃন্দাবনানন্দ গৌর পাঠঃ।

ততশ্চ সহসা বহিঃপুরাদন্তঃপুর-পুরঃস্থলভাজং শ্রীমদ্রজ-
রাজং নির্বর্ণ্য সর্বৈ পৰ্য্যায়গতা দ্বিধাভূতাঃ পুরতো দূরতোহ-
বকাশং দদুঃ ॥ ২৭ ॥

ততোহসৌ জনকস্ত জন-কলকলতন্তদ্বৃভমবকলয়ন্নস্বা-(লা)
গলাবলম্বং বালকমেব স্বপাণিতলমবলম্বয়ামাস,বিলোকয়ামাস চ
তস্ত সৰ্বাবয়বান্ ॥ ২৮ ॥

তদনু চ সৰ্ব্ব এব শান্ততামায়াস্তন্তদুদন্তং সমন্ততঃ শকট-
নিকট-সম্বলকান্ বালকানেব পপ্রচ্ছুঃ । তেচ তদেকনির্দে-
শিত্যা প্রদেশিত্যাঃ দর্শয়ন্তস্তমেব নির্দিদিশুঃ, তত্রৈকো
লোহলোহপ্যত্রবাদী নিবারিত-কোলাহলঃ প্রলাপ ॥ ২৯ ॥

ততো যদ্বৃভমভূতবর্ণয়তি ততশ্চেতাদি গদ্যেন । পুরঃস্থলভাজং অগ্রদেশং নির্বর্ণ্য অব-
লোক্য (পৰ্য্যায়গতা -ক্রমেণাগতাঃ “পৰ্য্যায়োঃবসরে ইম” ইতি নানার্থঃ) তস্ত গমনায়
পস্থানং দাতুং পৃথগ্ভূতাঃ অবকাশং স্থানং ॥ ২৭ ॥

এবং জনজাতে ব্রজরাজায়মভিষাতে ব্রজরাজস্ত্রীকৃষ্ণে স্নেহকাৰ্য্যং বর্ণয়তি- ততোহসাবিতি
গদ্যেন । (তেষাং সৰ্বৈষাং বৃত্তং চরিত্রং বালস্ত্রালোকস্পৃহাং অবকলয়ন্ জনন্) অঙ্গাগলাবলম্বং
মাতৃগলাশ্রয়বস্ত্রং অবলম্বয়ামাস আশ্রয়ামাস । বিলোকয়ামাস দদর্শ ॥ ২৮ ॥

ততস্তৎপরবৃত্তান্তং বর্ণয়তি- তদনু চেতাদি গদ্যেন । তদুদন্তং তদ্বৃভাস্তং বচঃ সম্বলকান্
মিলিতান্ (প্রদেশিত্যা তর্জিত্যা) তমেব বালং, লোহলোহস্পষ্টবাক্ (লোহলঃ স্তাদক্ষুটবাক্
ইত্যমরঃ ॥ ২৯ ॥

অনন্তর, সহসা পুরের বহিঃপ্রদেশ হইতে শ্রীমান্ ব্রজরাজকে অন্তঃপুরের
সম্মুখবর্তী দেখিয়া সকলে ক্রমে ক্রমে আগমন করতঃ তাঁহাকে গৃথ দিবার জন্ত
পথের দুইধারে দুইভাগে দণ্ডায়মান হইলেন এবং সম্মুখ প্রদেশে দূর হইতে স্থান
দান করিলেন ॥ ২৭ ॥

অনন্তর পিতা নন্দ জন-সকলের কোলাহল শব্দে শকট-বৃত্তান্ত অবগত হইয়া
জননীর গলদেশাবলম্বী সেই বালককে নিজ করতলে স্থাপন পূর্বক তাহার
সর্বান্ন নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৮ ॥

তদনন্তর সকলেই শান্তভাবে অবলম্বন করিলেন এবং শকটের চতুঃপার্শ্বে

* প্রদেশিত্যা ইতি পাঠঃ গৌর-পুস্তকে নাস্তি ।

* মম মম পা পা পা পার্শ্বতঃ শ্রয়তাং, য য য যদা চ চ
চরণ মুমুখ্যাপিতবানয়ং, ত ত ত তদা তে তেন স্পৃষ্টমাত্রো
ডি ডি ডি ডি ডীন ইবোদ্ধৃতঃ সোহয়ং শ শ শকট ইতি ॥ ৩০ ॥

ততশ্চ তদ্বিড়ম্ববাদিস্থ বালাদিস্থ হসৎস্ব বীভৎসিত-
বালিশভাষিতাঃ পরমবৎসলা বিচিকিৎসাং ন ধিৎসাং চক্ৰুঃ ।
পূতনাবধাবধারিতানুবাদিতয়া কর্কশ-তর্ক-চক্র-নিরুদ্ধবুদ্ধয়স্ত
চক্ৰুঃ ॥ ৩১ ॥

তস্ত প্রলাপবাক্যং বর্ণয়তি—মমেত্যাदि গদ্যেন । পার্শ্বতো মম নিকটে ডীন ইব যথা পক্ষী
উদ্ধৃতং গত্বা পততি ॥ ৩০ ॥

ততো যদ্বৃত্তমভূত্তদ্বর্ণয়তি—ততশ্চেত্যাदि গদ্যেন । তদ্বিড়ম্ববাদিস্থ (তদনুকরণবাদিস্থ) তত্র
বিড়ম্বনং প্রহারণং, বীভৎসিতবালিশভাষিতাঃ বীভৎসিতং যুগাস্পদীকৃতং বালিশস্ত
শিশোভাষিতং গৈস্তে, বিচিকিৎসাং বিগতঃ সংশয়ো যস্তাং । বিচিকিৎসা তু সংশয়ঃ ইত্যমরঃ)
এবং ধিৎসাং পিপাসাং তৃষ্ণামাকাজ্জাং ন চক্ৰুঃ কিস্ত সংশয়মিতি । কর্কশেত্যাदि কর্কশতর্ক-
সমূহেন নিরুদ্ধা ধীযেষাং তে তত্র নিঃসন্দেহধারণাং চক্ৰুঃ ॥ ৩১ ॥

নিকটস্থিত বালকদিগকে সেই বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন । বালকেরাও একমাত্র
তর্জনী অঙ্গুলি দ্বারা দেখাইয়া দিয়া সেই বালককেই নির্দেশ করিল । তন্মধ্যে
একজন অস্পষ্টভাষী (তোতলা) ও মুখর বালক কোলাহল নিবারণ করিয়া
প্রলাপ বাক্যে বলিতে লাগিল ॥ ২৯ ॥

“মম মম” অর্থাৎ আমার আমার “পা পা পা” পার্শ্বে । শ্রবণ কর । “য য য”
যখন এই বালক “চ চ” চরণ তুলিয়াছিল “ত ত ত” তখন, তা তাহার স্পর্শমাত্র
এই “শ শ” শকট উদ্ধে উঠিয়া যেন “ডি ডি ডি ডি” ডীন অর্থাৎ পক্ষীর মত
উড়িয়া গিয়াছিল ॥ ৩০ ॥

তাহার পর অত্যাশ্রিত বালকগণ উক্ত তোতলা বালকের বাক্যের অনুকরণ করিয়া
হাসিতে থাকিলে, পরম স্নেহাশ্রিত ব্যক্তিগণ বালকদিগের কথায় নিন্দা প্রকাশ

* মম মম পাপা পাপা ইত্যাদেকিবাক্যতোহংশো যথা—মম পার্শ্বতঃ শ্রয়তাং, যদাচরণ-
মুখ্যাপিতবানয়ং । তদা তেন স্পৃষ্টমাত্রো ডীন ইবোদ্ধৃতঃ সোহয়ং শকট ইতি ।

পিতা তু পুনঃ স্বস্তিবাচনাভিষেচনাদিনা বিপ্রকুলপ্রতোষণা-
দিনা সৰ্ব্বাশীরাশিনা চ তং লঙ্গিমবালং মঙ্গলেন সঙ্গময়ামাস
মাতুরুৎসঙ্গেন চ ॥ ৩২ ॥

তয়া চ স্ববালললনাকলাপমব্যা গৃহান্তঃশয্যায়ামেবায়ং
শায্যতে স্ম ॥ ৩৩ ॥

গোপমহেন্দ্রাদিভির্মহিত-মহাশকটশ্চ যথাস্থানং ঘটয়া-
মাসে ॥ ৩৪ ॥

ব্রজরাজস্ত পুত্রমঙ্গলার্থং শাস্ত্রং কারয়ানাসেতি - বর্ণয়তি পিতৃত্বিত্যাদি গদ্যেন । লঙ্গিমবালং
রম্যবালং (লোকাতীতবালং যদ্বা অতিশিশুত্বেন পতিশক্তিরাহতবালং “লগি গতো গঙ্গে” ইতি
যাতুপাঠ্যং) ॥ ৩২ ॥

তদা তু ব্রজেশ্বর্য্য। বাৎসল্যকৃতং দদাচরিতং তদ্বর্ণয়তি -- তয়াঃ চেত্যাদি গদ্যেন । কলাপঃ
দম্বঃ ॥ ৩৩ ॥

ততশ্চ গোপরাজাদিভিঃ পুনঃ শকটস্থাপনং দপাকৃতং তদ্বর্ণয়তি—গোপেত্যাদি গদ্যেন ।
মহিতং পূজিতং ॥ ৩৪ ॥

করিয়া সেই বাক্যে সংশয় রহিত আগ্রহ প্রকাশ করিলেন না । কিন্তু পুত্রনা-
বধে বাহা অবধারিত হইয়াছিল, তাহার বিষয় অনুধাবন পূর্বক কর্কশ তর্কসমূহে
বুদ্ধিবৃত্তি নিরুদ্ধ হইয়া আসিলে সংশয় ও করিয়াছিলেন ॥ ৩১ ॥

কিন্তু পিতা পুনর্ব্বার স্বস্তিবাচন, অভিব্যেচাদি, ব্রাহ্মণবর্ণের সন্তোষসাধনাদি
এবং সকলের প্রচুর আশীর্ব্বাদ দ্বারা সেই রমণীয় বালককে মঙ্গলাচার পূর্ব্বক
জননীর ক্রোড়ে প্রদান করিলেন ॥ ৩২ ॥

জননীও নিজ বালকের লালন পালনাদি নানাকার্য্যের অন্তর্গতানে বাস্ত
থাকিয়া গৃহ মধ্যে শয্যাতেই ঐ শিশুকে শয়ন করাইলেন ॥ ৩৩ ॥

ব্রজরাজ নন্দ অন্তান্ত লোক সমভিব্যাহারে উক্ত মহাশকটের পূজা করিয়া
যথাস্থানে রাখিয়া দিলেন ॥ ৩৪ ॥

অথ মধুকণ্ঠ উবাচ—বৎস ! বালকেন মহাশকটসমুচ্চাটন-
মসম্ভাব্যমিতি সম্ভাব্য ভণ্যতাং* । অন্তথা হি কবেরেবান্যথা-
ত্বমাপদ্যেত ॥

স্নিগ্ধকণ্ঠ উবাচ—আর্য্য ! পূর্বমেবাত্রাপূর্বতা নিবারিতাস্তি
যতো যোগমায়া! খল্বশ্চ সম্ভাবিতযোগং নিশ্চাপয়তীতি পুনশ্চা-
প্রাক্ষীঃ ॥ ৩৫ ॥

মধুকণ্ঠঃ সশ্মিতমুবাচ—তদনন্তরমুদন্তঃ কঃ ?

স্নিগ্ধকণ্ঠ উবাচ—অথাগ্রজানুজাননুত্রজশ্চ রাজা বিবি-
বেচ । বালক-যুগলমিদমপৃথগালয়ালম্বনতামেব নিতরামহীতি ।
যতন্তদীয়জনন্যোঃ স্বয়মেব তল্লালনায় লালসাধ্যন্যো স্তত্রচ

অধুনা বালকেনাশকো তাদৃশকশ্লিণি সমাধানার্থং মধুকণ্ঠস্নিগ্ধকণ্ঠয়োঃ ক্তিপ্রত্যুক্তী বর্ণয়তি - অথ
মক্ষিণত্যাদিনা মাপ্রাক্ষীরিতান্তেন গদোন ॥ ৩৫ ॥

ততো মধুকণ্ঠবাক্যং বর্ণয়তি - তদনন্তরেত্যাদি গদোন । উদন্তো বৃত্তান্তঃ ।

অনন্তরবৃত্তং শুদ্ধম্বে মধুকণ্ঠে স্নিগ্ধকণ্ঠবাক্যং বর্ণয়তি—এথেত্যাদি গদোন । অগ্রজানুজান

অনন্তর মধুকণ্ঠ কহিলেন, বৎস ! বালক দ্বারা মহাশকটের উচ্চাটন
(পাতিত করা) অসম্ভব, তুমি ইহা বিবেচনা করিয়া বল, অন্তথা ঐ বক্তার
তাৎপর্য্য অত্র প্রকারও হইতে পারে ।

স্নিগ্ধকণ্ঠ কহিলেন, আর্য্য ! পূর্বেই এই বিষয়ে অদ্ভুত ভাব নিবারিত
হইয়াছে । যে হেতু নিশ্চয়ই যোগমায়া এই বালকের সম্ভব পর সম্বন্ধ
নিশ্চয় করিয়াছেন । অর্থাৎ যোগমায়ার বলে ইহার পক্ষে কিছুই অসম্ভব
নহে অতএব আপনি আর পুনর্ব্বার এ কথা জিজ্ঞাসা করিবেন না ॥ ৩৫ ॥

মধুকণ্ঠ হস্ত-বদনে কহিলেন, তাহার পরে কি বৃত্তান্ত ঘটয়াছে ? ।

স্নিগ্ধকণ্ঠ কহিলেন, তৎপরে ব্রজরাজ, অগ্রজ এবং অনুজগণের সহিত বিবে-
চনা করিলেন, এই দুইটা বালক নিতান্তই এক গৃহে থাকিবার উপযুক্ত ;

* মহাশকটসমুচ্চাটনমশক্যমিতি সম্ভাব্য গণ্যতাং ইতি বিদ্যারত্ন-মাণ্ড-পাঠঃ ।

*পরস্পরং তদাস(শ)ক্রয়ো নানাস্পৃহগৃহকার্যপর্যাপণব্যসনয়ো-
যুগপত্তদ্যুগলস্ত পৃথগবকলনং দুর্বলমিতি কেবলং স্তুদিনাগমন-
বিলম্বতামবলম্বে । যথা বা ভবতামিচ্ছা ভবতীতি শ্রুত্বা
শ্রুতজ্ঞাঃ শ্রোত্রিয়ানাশ্রাব্য তদৈব দৈবানুকূল্যং নিভাল্য
নসমমুদ্যদ্বাদ্যপরীত-গীতস্বস্তিবাচনাди-প্রশস্তিপূর্বকং দ্বয়ো-
রপূর্বমিলনমাশু কলয়ামাস্ত্ৰঃ ॥ ৩৬ ॥

তচ্চ যথা—মিথোলগ্না দৃষ্টিঃ সমজনি^{*}চিরং মূর্তিরচলা

দ্রবচ্চিত্তং নেত্রোদকমিবতয়াগাদভিমুখম্ ।

ইতি ভ্রাত্রোর্ব্যালোহ্যপাসিতসিতয়োঃ সা প্রসিততা

নবে ব্যত্যালোকে কুতুকমিহ কিং বা ন তনুতে ঃ ॥৩৭॥

জ্যেষ্ঠকনিষ্ঠান্ অমৃতৈঃ সহ পৃথগিতি একগৃহবাসস্থং, (পর্যাপণং সম্পাদনং) ব্যসনয়োর্ব্যাকুলয়োঃ
(অবকলনং রক্ষণং) দুর্বলং ন শক্তিমং (শ্রুতং শাস্ত্রং জানন্তীতি ‘শ্রুতং শাস্ত্রাবধৃতয়ো’রিত
নানার্থঃ) শ্রোত্রিয়ান্ বিজ্ঞব্রাহ্মণান্ নিভালা নিরূপা, সমঃ সত্বেব) কলয়ামাস্ত্ৰঃ যোজিতবস্তুঃ ॥ ৩৬

তদা তয়োঃ শ্রীরামকৃষ্ণয়োঃ নব-মিলনে যো যঃ প্রেমবিকারেঃ[‡]ভূতদ্বর্ণয়তি- মিথো ইত্যাদি

যে হেতু উভয়ের জননী স্বয়ংই উভয়কে লালন করিবার জন্তু নিতান্ত
ভাল বাসিয়া থাকেন, তন্মধ্যে আবার পরস্পরই উভয় বালকেব প্রতি
আসক্ত, এবং অভিপ্রেত ও স্পৃহণীয় নানাবিধ গৃহকার্য সম্পাদন করিতে
উভয়েই ব্যাকুল, বালক দুইটাকে পৃথক্ ভাবে রক্ষা করা নিতান্ত অসাধ্য ।
কবে শুভদিন আসিবে এই ভাবে আমি কেবল বিলম্ব অবলম্বন—সময়াপেক্ষা
করিতেছি । অথবা “আপনাদের যেরূপ ইচ্ছা হয়, তাহাই কর্তব্য” শাস্ত্রজ্ঞ
ব্যক্তিগণ ইহা শ্রবণ করিয়া বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগকে উহা শ্রবণ করাইলেন
এবং সেই মুহূর্ত্তেই দৈবের আনুকূল্য নিরূপণ করিয়া এককালে সমুদ্যত-
বাদ্য সংযুক্ত গীত এবং স্বস্তিবাচনাदि ও প্রশস্তি অর্থাৎ স্তোত্র পাঠ পূর্বক
শীঘ্র রামকৃষ্ণের অপূর্ব মিলন ঘটাইয়া দিলেন ॥ ৩৬ ॥

সেই মিলন যথা—পরস্পরের দৃষ্টি সংলগ্ন হইয়াছিল, বহুক্ষণ ধরিয়া

* পরস্পরতদাশ্রয়োঃ ইতি বৃন্দাবন-পাঠঃ ।

† সমুদ্যদ্বাদি মাণ্ড-পাঠঃ ।

‡ মনুতে ইতি মাণ্ড-পাঠঃ ।

বাল্যে প্রথমমন্তোহন্যং মিলতো রামকৃষ্ণয়োঃ ।

সিতাসিতাংশবঃ পৃক্তা জজিরে যুগলাঙ্কনাঃ ॥

তদেবমেব সর্ব্ব এব পর্ব্ব বিধায় নিজ-নিজ-নূতনতনূজান্
গণকগুণিতগুণগণেহহনি স্নেহং তেষাং তেনেহ সহেহমানাঃ
সমঙ্গলং সম্ভগয়ামাসুঃ ॥ ৩৮ ॥

অথ যুক্তিমত্যা সছুক্তিসম্মত্যা শ্রীমদ্ভাগবতকথনব্যুৎক্রমে-
ণাপ্যুপক্রম্যতে ॥ ৩৯ ॥

পদ্যেন । (অভিমুখঃ প্রাকট্যঃ) প্রসিততা অনুরক্ততা । তৎপরে প্রসিতাশক্তৌ ইত্যমরঃ)
ব্যত্যালোকে পরস্পরদর্শনে ॥ ৩৭ ॥

তয়োঃ পরস্পর-মিলনজাতাং শোভাং বর্ণয়তি—বাল্য ইত্যাদি পদ্যেন । (পৃক্তাঃ সম্ভাঃ
চন্দ্রাঃ জজিরে) অধুনা শ্রীরামকৃষ্ণভ্যাং সহ তৎসমবয়ঙ্গানাং গোপবালকানাং মিলনং বর্ণয়তি—
তদেবমিত্যাদি গদ্যেন । তনুজান্ পুত্রান্ । ইহ বালযুগলে তেষাং স্নেহমীহমানঃ তেন বালযুগলেন
সহ নিজনিজতনূজান্ সমঙ্গলং যথা শ্রুতং তথা সম্ভগয়ামাসুঃ) ॥ ৩৮ ॥

অথ স্বয়ং কবিরমুকুমলীলাবর্ণনে রসাস্বাদপরিপাটী শ্রাদ্ধিতি বিভাব্য ক্রমেণ লীলাঃ
বর্ণয়িতুং যুক্তিমপি নির্দিশতি— অধেত্যাদি গদ্যেন ॥ ৩৯ ॥

মূর্ত্তি স্তব্ধ থাকায় চিত্ত দ্রবীভূত হইয়া নয়নজলচ্ছলে প্রকাশ পাইয়াছিল ।
এই রূপে কৃষ্ণ এবং বলরাম দুই ভ্রাতার বাল্যকালেও প্রসিদ্ধ আশক্তি
ছিল, পরস্পরের নবদর্শন হইলে এই জগতে সেই আশক্তি কি কোতৃহল
না বিস্তার করিয়া থাকে ? ॥ ৩৭ ॥

বাল্যকালে প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম যখন পরস্পর মিলিত হন
তখন উভয়ের কৃষ্ণবর্ণ এবং শুভ্র কিরণমালা পরস্পর সংযুক্ত হইয়া বহুতর
চন্দ্রমা জন্মিয়াছিল ।

অতএব এইরূপ প্রকারে সকল লোকেই উৎসব করিয়া গণকেরা যে
সকল দিবসের বহুতর গুণ গণনা করিয়াছিলেন, সেই সকল দিবসে এই
বালক যুগলের সহিত নিজ নিজ নূতন বালকদিগকে মঙ্গলাচারের সহিত
সঙ্গত করিয়া দিয়াছিলেন, অর্থাৎ কৃষ্ণ বলরামের প্রথম মিলনের পর অগ্ৰাণু
ব্রজ-বালকও কৃষ্ণরামের সহিত মিলিত হইলেন, ॥ ৩৮ ॥

অনন্তর (স্বয়ং গ্রন্থকার বলিলেন) অমুকুম লীলা বর্ণনে রসাস্বাদের পরি-

যতঃ—

সর্বৈঃ কবিভিরনুক্রমশালি প্রোচ্যেত কৃষ্ণলীলাদ্যম্ ।

শুকমুখবচসি প্রেম-প্রমদময়ে তদ্বিনা তু চিত্রায় ॥ ৪০ ॥

তদেবং নানাকৌতুকেন দিনানাং শতং কনিষ্ঠস্য জাতং
জ্যেষ্ঠস্য কিঞ্চিদধিকং* ॥ ৪১ ॥

তদাচ—

সম্যজ্জাতুঃ পরিচিতিরভূৎ যত্র কিঞ্চিং পিতৃশচ

প্রাপ্তঃ সোহয়ং স্বসদনজনঃ কিং ন বেথং মতিশ্চ † ।

তস্মিন্ বাল্যে বলয়তি তয়োঃ কাপি শোভা স্খাঙ্কি-

প্রথ্যা গোষ্ঠং ভুবনমপি সা বীচিভিঃ সিক্তাতি স্ম ॥ ৪২ ॥

তাং যুক্তিঃ বর্ণয়তি ---সর্বৈরিভাদি পদোন । অনুক্রমশালি অনুক্রমেণ শ্লাঘাবিশিষ্টং, তদ্বিনা
অনুক্রমং বিনা ॥ ৪০ ॥

তদনন্তরবৃত্তঃ বর্ণয়িতুং প্রক্রমতে তদেবমিভাদি পদোন ॥ ৪১ ॥

তদেবং তয়োঃ ক্রমেণ বয়ঃপ্রাকটো যা যা লীলা উদ্ভূতা যা শোভা প্রাভূত্বা চ তাং

পাটী হয়, এই হেতু স্তুতি যুক্ত সংসম্মতি বিবেচনা করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের
কথাই বাতীক্রমে আরম্ভ করা যাইতেছে ॥ ৩৯ ॥

যে হেতু সকল কবিগণই বিচিত্র ভাবের জগৎ অনুক্রম বাতীত প্রেম ও
হর্ষ পূর্ণ শুকদেবের মুখেদগত বাক্যে কৃষ্ণলীলাদি বিষয় অনুক্রম সম্পন্ন
অর্থাৎ শ্লাঘাযুক্ত বলিয়া নির্দেশ করিতে পারেন ॥ ৪০ ॥

অতএব এই প্রকারে নানাবিধ কৌতুকে কনিষ্ঠের এক শত দিন এবং
জ্যেষ্ঠের তদপেক্ষা কিঞ্চিং অধিক দিন গত হইল ॥ ৪১ ॥

সেই সময়ে যে শৈশবে জননীর সঙ্গে সম্যক রূপে ও পিতার সঙ্গে কিঞ্চিং
পরিচয় হইয়াছিল এবং পিতা উপস্থিত হইলে “ইনি আমাদের নিজ গৃহলোক

* তদেবং দিনশতপূরণমদূরতমানুকৃত্যগ্রজন্তু তু ওগ্নাদ(পা) গাদূরতাং লক্ষঃ । ইতি গৌরানন্দ-
বৃন্দাবন-পুস্তকপাঠান্তরং ।

† প্রাপ্তোহয়ং নঃ স্বসদনজনঃ কিং ন বেতুহনঞ্চ” ইতি মাণ্ডুকার্য পৃষ্ঠঃ ।

* তত্র তমেব বাসরং নামকরণাবসরং স্মরন্ বসুদেব-
স্তৎপূর্বদিবসে তপোধামানং গর্গনামানমাত্মনঃ পরমহিতং কুল-
পুরোহিতং মনসি সন্মত্য রহসি সঙ্গত্য নিজতনয়-বিনিময়ময়ং
ব্রহ্মং বিতত্য নিবেদয়ামাস । সচ সহাসমাহ স্ম— তদেতদ-
পরমপ্যহং নানাব্রহ্মং জানাম্যেব সম্প্রত্যত্র মৎকৃত্যস্থা-
জ্ঞাপ্যতাম্ ॥ ৪৩ ॥

৫

তাঃ বর্ণয়তি—সম্যগিতি পনোন । (যত্র বালো) (স পিতা) বসদনজনঃ স্বগৃহজনঃ
(বলয়তি অসমর্থয়তি সতি) (প্রথা তুলা) বীচিভিঃ তরঙ্গৈঃ ॥ ৪২ ॥

অথ কমেণ নামকরণাদি লীলাং বর্ণয়িতুমানন্তে—তত্রৈতাদি গদ্যেন । (তপসো ধাম
প্রভাবঃ যস্ত তং “গৃহদেহিহিটু প্রভাবা ধামানি” ইতি নানার্থঃ) বিনিময়ঃ পরিবর্তনঃ ॥ ৪৩ ॥

কি? অথবা নয়, এই প্রকার বুদ্ধি হইয়াছিল, সেই বালাভাব প্রবল হইলে স্মৃধাসিদ্ধুর
জ্ঞায় কোন এক অপূর্ব শোভার তরঙ্গসমূহ-দ্বারা গোষ্ঠ এবং জগৎকেও সিন্ধু
করিয়াছিল, অর্থাৎ যখন রামকৃষ্ণ আত্মীয় ও পর লোককে কিছু কিছু চিনিতে
লাগিলেন, তখন সকলেই তদর্শনে অপার আনন্দ লাভ করিলেন ॥ ৪২ ॥

তখন বসুদেব সেই দিনকেই নামকরণের উপযুক্ত দিন মনে করিয়া তাহার
পূর্বদিবসে নিজের পরম হিতকর কুলপুরোহিত তপোনিধি গর্গাচার্য্যকে মনে স্থির
করিয়াছিলেন এবং নির্জনে তাঁহার নিকট গমন পূর্বক নিজ পুত্রের পরিবর্তন
ব্যাপার বিস্তৃত ভাবে নিবেদন করিলেন ; তিনিও হস্ত সহকারে বলিলেন—ইহা
ভিন্ন আমি আরও নানাবিধ চরিত্র অবগত আছি ; কিন্তু সম্প্রতি এই বিষয়ে
আমাকে কি করিতে হইবে অনুমতি কর ॥ ৪৩ ॥

* তত্র.....দিবসে, ইত্যত্র “তদেতদধিগত্য শীঘ্রমেব নামকরণং কর্তব্যমিতি সন্মত্য শ্রীমন্তঃ
বসুদেবঃ প্রতি বদ। শ্রীব্রজনরদেবস্তম্নিজমিষ্টং সন্নিষ্টেবান্ তদ। পরমার্থবিচারেণ মিত্রপুত্রচার্যসমধিক-
বহির্ব্যবহারেণ চানুজস্য শততমং বাসরমেব তদবসরং নিশ্চিনন্ শ্রীবসুদেবঃ শ্রীব্রজরাজঃ প্রতি
যথাবসরং তন্নিবেদয়িষ্যাম ইত্যনিশ্চিন্ধব সন্নিদেশ । অথ” ইত্যেব গোয়ানন্দবৃন্দাবন পাঠঃ)
বহুপুস্তকপঠিতোহপ্যায়ং পাঠঃ সর্বথা স্মরণতোহপি টীকানুরোধাদেব মূলান্তনিবেশয়িতুং ন
সমর্থা বয়ঃ ।

বহুদেব উবাচ—

ততস্তত্র ভবতা নন্দব্রজভুবং ব্রাজং ব্রাজং মিথঃ সংযুতো
নব্যো নিজযজমানস্বতো দ্বিজাতিজাতিসমুচিতপ্রকারেণ সংস্কা-
রেণ পুরস্কর্তব্যো কিন্তুপনয়নোপযমনে যথা তস্মাং ন স্মাতাং
তথা প্রযতনীয়ম্ ॥

মুনিরুবাচ,—যুক্তযুক্তং, যতঃ স্বপক্ষ এবাস্মাভির-
পেক্ষণীয়ঃ ॥ ৪৪ ॥

† তদেবং স্থিতে মুনৌ চ প্রস্থিতে তস্মিন্নেব শততমদিনে
প্রাতরেব তর্গকাণাং কোটিভিনৃত্যপরিপাটীভিরাটীক-

তদেবং গর্গবহুদেবয়োঃ কথোপকথনে বহুদেবস্ত নিবেদনং বর্ণয়তি—ততস্তত্রৈতাদি
গদ্যেন (ব্রাজং ব্রাজং ব্রজিহা ব্রজিহা ইতি ত্রয়াং বীপ্সা) পুরস্কর্তব্যো দ্বিজাতিত্বেনাদরণ্যো,
উপনয়নোপযমনে উপনয়ন-বিবাহো, তস্মাং নন্দব্রজ-ভূবি ॥ ৪৪ ॥

অথ ত্রীগর্গস্ত ব্রজে আগমনং বর্ণয়িতুং তৎপ্রসঙ্গং বিবরণীতি—তদেবমিত্যাদি গদ্যেন ।

বহুদেব কহিলেন ; অনন্তর আপনি ত্রা করিয়া নন্দ-ব্রজভূমিতে গমন পূর্বক
পরস্পর একত্রস্থিত নিজ যজমানের নবীন পুত্রযুগলকে দ্বিজাতির উচিত প্রণালী
যুক্ত সংস্কারে সংস্কৃত করিবেন কিন্তু সেই ব্রজভূমিতে যাতাতে তাহাদের উপনয়ন
এবং বিবাহ না হয় তদ্বিষয়ে যত্নবান থাকিবেন ।

মুনি কহিলেন—যথার্থই বলিয়াছ,যেহেতু আমাদিগের স্বপক্ষকে অপেক্ষা করাই
উচিত (কিন্তু উপেক্ষা করা কখনও কর্তব্য নহে) ॥ ৪৪ ॥

এইরূপ নিশ্চয় করিয়া মুনিবর গর্গ প্রস্থান করিলে সেই শততমদিবসের

† তদেবং.....দিনে ইত্যত্র “অথ তস্মিন্নবুজস্ত শততম এব বাসরে ব্রজং প্রস্থিতে চ
মুনিবরে ব্রজরাজস্ত জ্যায়দস্তদ্বিনাতিক্রমাং পুণ্যতরং নিদাস্তরমেব ছয়োরপি নামকরণস্তাধিকরণং
ভবিষ্যতীতি নিশ্চিত্য” (১) ইত্যোব বৃন্দাবনগৌরানন্দপুস্তকপাঠান্তরং ।

(১) অনন্তর অমুজের অবিকল সেই শততম দিবসেই মুনিবর গর্গ ব্রজের দিকে গমন
করিলেন, ব্রজরাজও জ্যোতের নামকরণের উপযুক্ত দিবসের অতিক্রম হেতু কোন এক পুণ্যপূর্ণ
দিবসে দুই জনেরই নাম করণের কার্য্য অন্তর্ভুক্ত হইবে ইহা নিশ্চয় করিয়া ।

মানাভিব্বিচিত্রং স্থানং গো-গোপানাং বন-প্রস্থানান্নিজ্জ-
নাবস্থানং গোস্থানমনুসংস্কারসম্ভালনার্থমেকসেবকমাত্রকৃতানু-
ব্রজনতয়া কৃতব্রজনঃ শ্রীমান্ ব্রজরাজঃ সৰূপতয়া তান্
পশ্চম্নাসীৎ । তত্রৈব* সৰ্ব্বতোহপ্যতিরিক্তে বিবিক্তে বাল্যত এব
কৃতসেবং নিজদেবং সৰ্বসম্প্রক্ষণনন্দিতনিখিলায়াং † শ্রীমল্লক্ষ্মী-
নারায়ণাখ্য—শালগ্রামশিলায়ামষ্টাক্ষরেণোপতিষ্ঠমানশ্চিরাদ্বিরা-
জতে স্ম । কৃতসমাপনে চ সভাজনে সৰ্বসৰ্বভ্র-গুরুমুনি-
পরিষদামুরূৰ্বাণীবাসিতসামা শ্রীগর্গনামা বারং বারং নিজ্রম-

তৰ্ণকাণাং গোবৎসানাং আটিকমানাভিঃ লক্ষ্যং কুৰ্ব্বতীভিঃ, বিচিত্রস্থানং বিচিত্রং সন্নিবেশে।
যন্ত তৎ, নির্জ্ঞনাবস্থানং নির্জ্ঞনে অবস্থিত যত্র তৎ, (তান্ তৰ্ণকান্) সৰ্ব্বোক্তি সৰ্বসম্প্রক্ষণে-
নন্দিতং নিখিলং যয়া তন্ত্ৰাঃ সভাজনে পূজনে উরুধিকঃ বাণীবাসিতসামা বাচি নিবেশিতঃ
সামবেদো যেন সং । (একস্মাৎ নিজ্রমদ্বারঃ প্রাপ্য উৎকৰ্ণতা নিবৰ্ণনয়া উদ্ধকৰ্ণতা দর্শনেন
অভ্যৰ্ণতঃ নিকটে নিরবর্ণি) ॥ ৪৫ ॥

প্রাতঃকালেই কোটি কোটি নববৎস স্থপরিপাটিতে নৃত্য করিয়া এবং লক্ষ দিয়া
ইতস্ততঃ গমন করিতে করিতে ঐ গোষ্ঠ স্থান মনোরম করিয়াছিল। দেখু এবং
গোপগণ বনে প্রস্থান করাতে গোষ্ঠভূমি নির্জ্ঞন হইয়াছিল। শ্রীমান্ ব্রজরাজ
এইরূপ গোষ্ঠ লক্ষ্য করিয়া সংস্কারের শোভা নিরীক্ষণ করিবার জন্ত একটা মাত্র
ভৃত্যকে পশ্চাতে লইয়া গমন পূৰ্ব্বক দয়া পূর্ণহৃদয়ে ঐ সকল নব বৎস দর্শন
করিলেন। সৰ্বাপেক্ষা অত্যন্ত পবিত্র (অথবা নির্জ্ঞন) সেই স্থানে, বাল্যকাল
হইতে যাহার সেবা করিয়া আসিতেছেন এবং প্রশস্তচিহ্ন সমূহ দ্বারা যিনি নিখিল
লোকের আনন্দদায়িনী, সেই নিজ দেবতা শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ নামক শালগ্রাম
শিলাতে অষ্টাক্ষর মন্ত্রে পূজা করিয়া বহুক্ষণ বিরাজ করিলেন। পূজা

* এক সেবক ইত্যতঃ তত্রৈব ইত্যন্তগদ্যাংশে “কৃতানুব্রজনতয়া” “সরূপতয়া” “পশ্চম্নাসীৎ”
ইতি গদ্যাংশাঃ মাণ্ডুপুস্তকে ন সন্তি। “শ্রীমান্ ব্রজরাজঃ” অয়ং তু গদ্যাংশঃ গৌরানন্দ-বৃন্দাবন-
পুস্তকেষু নাস্তি।

† শ্রীমল্লক্ষ্মীনারায়ণাখ্যোতি বিশেষণ-পদং মাণ্ডুপুস্তকে নাস্তি।

দ্বারং বিলোকমানেন গোপলোক-প্রধানেন তস্মাদকস্মাত্তর্ণ-
কানামুৎকৰ্ণতা-নিৰ্বৰ্ণনয়া কস্যচিদাগমনং বিতৰ্কয়তা তূর্ণ-
মভ্যৰ্ণত এব নিরবৰ্ণি ॥ ৪৫ ॥

তদাচ—উন্মীলদ্বিধুবর্ণমর্দপলিতং বক্তাদিরূপান্বিতং

কিঞ্চিৎস্থূলমথৰ্বমায়তভূজং বিশ্বকপ্রসাদাকরম্ ।

শুভ্র-শ্রীবসনদ্বয়ং শ্রুতিকরালঙ্কারদীব্যংপ্রভং

পুত্রপ্রেমবিলক্ষিতাখিলমুখিঃ শ্রীনন্দমত্রেক্ষিত ॥ ৪৬ ॥

শ্রীগো যথা ব্রজ-রাজেন দৃষ্টস্তথা ব্রজ-রাজোচপি তেন দৃষ্ট ইতি বর্ণয়তি—উন্মীলদ্বিত
পদ্যেন । অর্দ্বপলিতং অর্দ্ববৃদ্ধঃ (পলিতঃ জরমা শৌক্যঃ কেশাদৌ) বিশ্বকপ্রসাদাকরং সর্ব-
প্রাণিনামনুগ্রহাধারং (সমস্ততঃ প্রসন্নতাশ্রয়ং) । শ্রুতিকরেত্যাদি । কণ্ঠস্থয়ো যো অলঙ্কারস্তিঃ
দীব্যস্তা প্রভা যন্ত তং । পুত্রোতি, পুত্রে প্রেম-বিলক্ষিতোচখিলেনু যেন, (পুত্রবিষয়প্রেমণা
বিলক্ষিতং বিশ্বায়িতং অখিলং যেন তং) নন্দে পুত্রম্নেতৃত্বা ইতি ভাবনাগুক্তমিতি । ঋষিগণঃ
একত দদশ ॥ ৪৬ ॥

সমাপন করিয়া সর্বাপেক্ষা সর্বোচ্চ গুরু, মনিগোষ্ঠীর মধ্যে প্রধান, বাক্যে
সামবেদের নিবেশকতা গর্গনামক মুনি অবস্থান করিলে শ্রীব্রজরাজ তথা হইতে
বারম্বার নির্গমনের দ্বার দিয়া বৎসগণের অকস্মাৎ উদ্ধকর্ণে অবস্থান দর্শন করিয়া
কোন ব্যক্তি যেন আগমন করিতেছেন এইরূপ ভাবিয়া নিকটেই তাঁহাকে শীঘ্র
দর্শন করিলেন ॥ ৪৫ ॥

তৎকালে গর্গমুনিও ঐস্থানে ব্রজরাজ শ্রীনন্দকে দর্শন করিলেন । দেখিলেন
উদীয়মান শশধরের ত্রায় তাঁহার দেহকাস্তি, তিনি সম্পূর্ণ বৃদ্ধ নহেন, মুখ ও লোচন
প্রভৃতির বিলক্ষণ শোভা আছে । কিঞ্চিৎ স্থূল কিন্তু খর্ব্ব নহেন, বাহুদ্বয় দীর্ঘ
এবং চারিদিকেই যেন প্রসন্নতার আকর স্বরূপ । পরিধেয় এবং উত্তরীয় বস্ত্র
সুন্দর শুভ্র । তাঁহার কর্ণে এবং হস্তে যে সকল অলঙ্কার আছে তাহা দ্বারা প্রভা
বিরাজমান রহিয়াছে, এবং তিনি পুত্রবিষয়ক প্রেমে অখিল-ভূ-মণ্ডলকে বিশ্বয়াপন্ন
করিতেছিলেন ॥ ৪৬ ॥

অস্য চ মুনেরনেন চিরাদ্বীপ্সয়াভীপ্সিতমাগমনমাসীৎ । যতঃ
প্রতীক্ষ্য এব সৰ্বদ্রাযং প্রতীক্ষ্যতাং বা কথং ন লভেত ॥৪৭॥

তদেবং প্রতীততয়া প্রতীতঃ সোহয়মিতি তং ব্রজপতিরপি
নিপীতামৃতবৎ পরমপ্রীতঃ শীঘ্রমাসন-প্রদেশং সমানীতঃ *
সমতিরিক্তভক্তিপরীতঃ কুতাজ্জলিতয়াতিবিনীতঃ সাক্ষাদধোক্ষজ-
ধীতঃ প্রণনাম । ব্রহ্মবর্চসেন চর্চিতমেনমানর্চাশেষেণ
দেবার্চনদ্রব্যশেষেণ ; প্রেবচ্ চ—

অলমিহ কুশলং পৃষ্ট্বা, কুশলং কুশলং ভবেদ্যস্মাৎ ।

কিস্তু স্ক-কুশলার্থং, কুশলং তত্র চ বিপৃচ্ছ্যতে সদ্ভিঃ ॥৪৮॥

ঐগর্গস্ত ব্রজে আগমনং ঐব্রজরাজস্তাপি চিরাদাকাঙ্ক্ষিতং তদেব তদা সিদ্ধমিতি
বর্ণয়তি—অস্ত চেতাদি গদ্যোন । অনেন ঐনন্নেন । (পোনঃপুণ্ড্রনাভীপ্সিতং) অয়ং প্রতীক্ষ্যো
দর্শনীয়ঃ (পূজ্যতাং “পূজাঃ প্রতীক্ষ্য” ইত্যমরঃ) ॥ ৪৭ ॥

ততঃ পরস্পরদর্শনানন্তরং ঐব্রজরাজস্ত কৃত্যং বর্ণয়তি—তদেবমিত্যাদি গদ্যোন । (প্রতী-
ততয়া প্রতীতঃ পরিচিততয়া বিজ্ঞাতঃ “প্রতীতে প্রথিতখ্যাত-বিত্ত-বিজ্ঞাতবিশ্রুতঃ” ইত্যমরঃ) স
গর্গঃ আনীতঃ সম্যক্ প্রাপিতঃ । অধোক্ষজধীতঃ বিষ্ণুবৃদ্ধা । ব্রহ্মবর্চসেন ব্রহ্ম-তেজসা চর্চিতঃ
ব্রহ্মিতঃ, আনচ্ পূজয়ামাস ।

তং ব্রজরাজস্ত বচনং শ্লোকষট্কে বর্ণয়তি—অলমিত্যাদি করণ ইত্যন্তে । অল-
নিষেধার্থঃ (ইহ অলং কুশলস্ত অশ্বেনেত্যর্থঃ “ক্ৰুচ্ বা নিষেধেহলং থলুনা” ইত্যনেন নিষেধার্থালং

এই গর্গ মুনির ব্রজে আগমন হয়, ইহা ব্রজরাজ বহুকাল ধরিয়া পুনঃপুনঃ
বাসনা করিয়াছিলেন ; যে হেতু এই মুনি সকল স্থানেই পূজা অতএব কেনই বা
তিনি দর্শনযোগ্য হইবেন না ? ॥ ৪৭ ॥

সে যাহাই হউক, এই প্রকারে তিনি পরিচিত বলিয়া বিদিত হইলে
ব্রজপতিও যেন অমৃত পান করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইলেন । তাঁহাকে শীঘ্র আসন-
স্থানে আনয়ন করিয়া পরম ভক্তিবৃত্ত হইয়া কুতাজ্জলি পূর্বক বিনীত ভাবে

স্বাগত-পৃচ্ছা ধাৰ্য্যে, ভবতি মহিষ্ঠে সদেতি গীযুক্তা ।

তদপি স্মরাচ্চামনু সা, যদ্বন্ধিন্মীয়তে তদ্বৎ ॥ ৪৯ ॥

কেবলবচসা তোষো, বৈভবসদে ন যুজ্যতে নুনং ।

কিস্তিদমপূর্ণবিষয়ং, পূর্ণে কিস্তিন্ন মাত্যেব ॥ ৫০ ॥

ন সতঃ স্বার্থাপেক্ষা, কিস্তু সদা সা পরার্থেব ।

তস্মাদ্বিহরতি তস্মিন্, পর-পর-বিজ্ঞাপনং স্তুতদম্ ॥ ৫১ ॥

যোগে প্রচ্ছদাতো ভাবে বৈকল্পিকঃ জ্ঞাৎপ্রত্যয়ঃ, কচিং ভাবেহপি সন্ধিকতা স্তাৎ ইতি ।
“পর্যাপ্তক্কেমপুণ্যেবু কুশলং শিক্তিতে ত্রিষু” ইতি নানার্থঃ) ॥ ৪৮ ॥

স্বাগতপৃচ্ছা স্মৃথেন আগতমাগমনং তস্ত জিজ্ঞাসা ॥ ৪৯ ॥

(বৈভবস্ত বর্তমানদে সতি) ইদং তোষাত্ববনং (পূর্ণে ঐশ্বৰ্য্যাদিভিঃ পরিপূর্ণ পুরুষে) মাত্যেব
মিতং ন ভবতি ॥ ৫০ ॥

তস্মিন্ বিহরতি সতি পরপর-বিজ্ঞাপনঃ পরস্ত অভীষ্টবিজ্ঞাপনং । তস্মাৎ পরার্থা-
বিহরতি, “বিহারস্ত পরিক্রম” ইত্যমরোক্তেঃ পরিক্রামতি তস্মিন্ সাধো । পঠৈঃ কৰ্ত্ত্বিঃ

ও সাক্ষাৎ নারায়ণ বুদ্ধিতে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং বন্ধুত্বজ্ঞে দেদীপ্যমান
ঐ মুনিকে বহুবিধ দেবপূজার অবশিষ্ট দ্রব্য দিয়া অর্চনাও করিলেন ।

পরিশেষে বলিলেন, এই স্থানে কুশল জিজ্ঞাসা করিবার কোন প্রয়োজন নাই,
বে হেতু আপনার নিকট কুশলও কুশল লাভ করিয়া থাকে, কিন্তু পণ্ডিতগণ
নিজের কুশলের জন্তই তথায় অর্থাৎ কুশলময় আপনার নিকটেই কুশল জিজ্ঞাসা
করিয়া থাকেন ॥ ৪৮ ॥

আপনার মত পূজনীয় ব্যক্তির নিকটে স্বাগত প্রশ্ন ধৃষ্টতার পরিচায়ক, এই
কথা সৰ্ব্বদাই জ্ঞায়া, তথাপি স্বাগত প্রশ্ন যেরূপ দেবপূজায় প্রযুক্ত হইয়া থাকে
সেইরূপ ভবাদৃশ জনের প্রতিও স্বাগতবাক্য প্রযুক্ত হইতেছে ॥ ৪৯ ॥

বৈভব সত্ত্বে কেবল বাক্য দ্বারা সন্তুষ্ট করা নিশ্চর্যই উপযুক্ত নহে, কিন্তু এই
বিষয়টা অপূর্ণ বিষয় অর্থাৎ ধাহারা কোন প্রকার অভাব যুক্ত তাঁহাদের নিকটেই
খাটে কিন্তু সৰ্ব্বপ্রকার ঐশ্বৰ্য্য পূর্ণ (অথবা আত্মানন্দে পরিপূর্ণ পুরুষের উপর
ঐ বৈভব স্থানও প্রাপ্ত হয় না, তথায় সমুদ্রে পাণ্ডারের জ্ঞান হইয়া থাকে) ॥ ৫০ ॥

সাধু ব্যক্তি কখনও স্বার্থ অপেক্ষা করিতে চাহেন না, কিন্তু তাঁহাদিগের বে

জ্যোতিঃশাস্ত্রং ভবতা কৃতমথ বেদেহপি নিষাতম্ ।

তত্তৎ পরস্বখমাত্রাপেক্ষং তদিদং (বি) নিবেদ্যং মে ॥৫২॥

বালো যো মম জাতস্তস্মাদধিকশ্চ (হি) বাসুদেবো যঃ ।

নিজদৃক্‌স্বধয়া তং তং, শীকিতুমাস্তাং ভবান্ করুণঃ ॥৫৩॥

তদেতদাক্রান্ত্য গর্গঃ সগদগদং জগাদ ;—

যন্মনা ভিক্ষুরায়াতস্তদাতা দিৎসতি স্বয়ং ।

তদা ভাগ্যং কিয়বর্ণ্যং ভিক্ষোদীতুশ্চ কৌশলম্ ॥ ৫৪ ॥

পরন্ত উত্তরন্ত আগামিনঃ কল্পণো বিজ্ঞাপনং স্বপদং ভবতি (পরঃ শ্রেষ্ঠাবিদুরাত্তোত্তরে ক্লীবন্ত কেবলে) ॥ ৫১ ॥

নিষাতং ভাবে প্রত্যয়ঃ কুশলং ॥ ৫২ ॥

বাসুদেবঃ ত্রিরোহণীপুত্রঃ । (নিজ দৃক্‌স্বধয়া নিজজ্ঞানামৃতেন) শীকিতুং সেচয়িতুং (শীকৃৎ-সেকে ইতি ধাতুঃ) ॥ ৫৩ ॥

তাদৃশং ব্রজরাজবচনং শ্রদ্ধা ত্রীগর্গো মনসি যদকথয়ত্ত্বগর্য়তি- তদেতদিত্যাদি গদ্যেন গদ্যেন চ (যন্মনা মনো যন্ত সং) ॥ ৫৪ ॥

স্বার্থাপেক্ষা তাহা সর্বদা পরের জন্তই ঘটয়া থাকে । অতএব তাদৃশ সাধু-পুরুষ পরার্থে ভ্রমণ করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত হইলে তাঁহার নিকট ভাবী কার্যের বিজ্ঞাপন করাই সুখের বিষয় হইয়া থাকে ॥ ৫১ ॥

আপনি জ্যোতিঃশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন এবং আপনি বেদেও সুনিপুণ ; সেই সেই বিষয় কেবলমাত্র পরস্বখাপেক্ষা অতএব এই সকল বিষয় আমি নিবেদন করিতেছি ॥ ৫২ ॥

আমার যে বালক জন্মিয়াছে এবং তাহা হইতেও অধিক যে বাসুদেব অর্থাৎ বলদেব, সেই দুই বালককে আপনি নিজ জ্ঞানামৃত দ্বারা অভিশেক করিবার জন্ত সদয় হউন ॥ ৫৩ ॥

এই বাক্য শ্রবণ করিয়া গর্গমুনি গদগদ স্বরে কহিলেন ;—

ভিক্ষুক যে বিষয় মনে করিয়া আসিয়াছে, দাতা যদি স্বয়ং তাহা দান করেন তাহা হইলে ভিক্ষুর ভাগ্য এবং দাতার কৌশল যে কতদূর তাহা আর কি বর্ণন করিব ? ॥ ৫৪ ॥

তদেবমাস্থানে শ্লাঘ্যমানে মুনিরাজে শ্রীব্রজ-রাজঃ স্ব-নিযো-
জ্যস্ত কৰ্ণে বৰ্ণিতবান্ এবমেবং কুৰ্ব্বতি ॥ ৫৫ ॥

প্রবর্তয়ামাস চ মুনির্না কংসদুৰ্ব্বৃত্তবিবর্তিত-বহুদেব-
বৃত্ত-সংবাদম্ ॥ ৫৬ ॥

সংপ্রবদমানয়োশ্চ তয়োঃ সোহপি তৎপ্রয়োজনং পরামৃশ্য
শুদ্ধান্তং প্রবিশ্য নিজনিজোৎসঙ্গ-সঙ্গতীকৃতবালে অস্থালে
পুরো বিধায় গন্ধপুষ্পাদিলিখিত-চামীকরভাজন-করঃ পরমকিঙ্করঃ
সহসা রহসা সসাদ ॥ ৫৭ ॥

“মৌনং সম্মতিলক্ষণ”মিতি স্থায়েন শ্রীগর্গেণ তথা স্বীকারে প্রাপ্তে ব্রজরাজস্ত রহস্ত-
কৃত্যং বর্ণয়তি—তদেবমিত্যাदि কুৰ্ব্বিত্যন্তেন। আস্থানে ইত্যত্র কণ্ঠপ্রাপ্তৌ সম্প্রদানং (স্ব-
নিযোজ্যস্ত সেবকস্ত) ॥ ৫৫ ॥

তদা তু শ্রীগর্গঃ বহুদেববৃত্তান্তং জ্ঞাপিতবানিতি বর্ণয়তি—প্রবর্তয়েত্যাदि গদ্যেন। কংসেতি
কংসদুৰ্ব্বৃত্তেন বিবর্তিতং যদ্বহুদেবসা বৃত্তং বিবরণং তস্য সংবাদং (দ্বুশ্চরিত্রকংসেন বিবর্তিতং
আরোপিতং বহুদেবস্ত যদ্বৃত্তং চরিত্রং তৎসংবাদং। কংসদুৰ্ব্বৃত্তেত্যত্র ভাস্তবিশেষণপদস্ত পর-
নিপাতঃ) ॥ ৫৬ ॥

তদৈব স্ব-নিযোজ্যসা তস্য ভৃত্যসা কাৰ্য্যং বর্ণয়তি—সংপ্রবদমানয়োশ্চেত্যাदि গদ্যেন।
(নানাপ্রকারজ্ঞানপূৰ্ব্বকং ব্যক্তং সহ বদতোঃ। ‘তদযোগে বে’তানেনাস্থানে পদং। সোহপি নিযো-
জ্যোহপি) শুদ্ধান্তমন্তঃপুরং। অস্থালে জনস্থৌ। (সহসা—অতর্কিত তু সহনৈত্যমরঃ) রহসা
বিরলেন (নির্জন-পথেন, সসাদ জগাম) ॥ ৫৭ ॥

মুনিবর এইরূপে আশ্বস্তাধা করিলে ব্রজরাজ, নিজ ভৃত্যের কৰ্ণে বলিয়া দিলেন
“এইরূপ এইরূপ কর” ॥ ৫৫ ॥

অপিচ তিনি ঐ মুনিদ্বারা দুৰ্ব্বৃত্ত কংস কর্তৃক আরোপিত বহুদেবের চরিত্র-
সংবাদ প্রবর্তিত করাইলেন ॥ ৫৬ ॥

এইরূপে উভয়েই নানাপ্রকার জ্ঞান পূৰ্ব্বক প্রকাশবিষয় এক সঙ্গে বলিতে
ছিলেন। তখন সেই পরমভৃত্যও সেই প্রয়োজন জানিতে পারিয়া অন্তঃপুরে

বীক্ষ্যাপি* মাত্রোরুসি প্রসঞ্জিতাবত্যাৰ্ভকৌ দূরত এব তারুযিঃ ।
জ্বাভুদস্থান্মগিমন্ত্রবৎ প্রভোঃ প্রভাব এবাদৃতয়ে ন বিস্তৃতিঃ ॥৫৮

ততশ্চ —

মাতৃযুগ্মললিতাঙ্গ-লালিতৌ বীক্ষ্য কৃষ্ণ-ধবলৌ স বালকৌ ।
নির্ণিমেষদশয়া দৃশোৰ্জলং রোদ্ধু মৈষ্ট নিতরাং ন তাপসঃ ॥৫৯ ॥

তদা তৌ মাতৃকোরহৌ জীৱামক্কৌ দৃষ্ট। জীগর্গো বদাচাৱ তদ্বর্ণয়তি—বীক্ষ্যত্যাঙ্গি
পদোন। ঋষি গর্গঃ উদহ্বাহুখিতবান্। যতন্তস্য বিস্তৃতিরচ্ছাদনং ন ভবতি ॥ ৫৮ ॥

তৌ দৃষ্ট। জীগর্গস্য সাধিকভাবোদয়োহভূত্তদেকদেশং বর্ণয়তি—মাতৃযুগ্মেতি পদোন। (মাতৃ-
যুগ্মেন ললিতাঙ্গানি লালিতানি যয়োত্তৌ, দশয়া—অবস্থয়া) স গর্গঃ ন ঐষ্ট ন সমর্থঃ (নিতরাং
সমর্থো নাতবৎ, ঈশনঙ্ ঐখ্যে) ॥ ৫৯ ॥

প্রবেশ করিল। যাহারা নিজ নিজ ক্রোড়দেশে পুত্রকে রাখিয়া ছিলেন, সেই
বশোদা এবং রোহিণীকে অগ্রে করিয়া গন্ধপুষ্পাদি শোভিত স্বর্ণপাত্র হস্তে গ্রহণ-
পূর্বক সহসা নির্জল পথ দিয়া উপস্থিত হইল ॥ ৫৭ ॥

অনন্তর গর্গমুনি দূর হইতে জননীদ্বয়ের বক্ষঃস্থলস্থিত সেই অভ্যন্ত শিশু
পুত্রদ্বয়কে দর্শন করিয়া নগ্নিমস্ত্রের জায় সবেগে উখিত হইলেন, কারণ প্রভুর
প্রভাবই আদরের কারণ হয়, কিন্তু বয়োহধিকতা নহে + ॥ ৫৮ ॥

তদনন্তর সেই তপস্বী গর্গাচার্য্য কোমলাঙ্গ কৃষ্ণ ও বলরাম নামক বালক
ষ্ণলকে জননীদ্বয়ের ক্রোড়ে লালিত দেখিয়া নেত্রদ্বয়ের নিতান্ত নির্ণিমেষ ভাব
উপস্থিত হওয়ায় নেত্রজল রোধ করিতে সমর্থ হন নাই ॥ ৫৯ ॥

* বীক্ষ্য ইতি বৃন্দাবনানন্দ পাঠঃ ।

+ মণিমস্ত্রাদির প্রভাবে যে কার্য্য নিষ্পন্ন হয় তাহা যেমন অসম্ভব, বালক দ্বয় দর্শনে জ্ঞানি
শ্রেষ্ঠ মুনিবরের গাত্ৰোথানও সেইরূপ অসম্ভব বা অতিক্রান্ত ভাবেই যেন নিষ্পন্ন হইল। “গুণাঃ
পূজা স্থানং গুণিবু নচ লিংগং নচ বয়ঃ “তাৎপৰ্য্য—স্ত্রীপুংস্বাদি চিহ্ন বা বৃদ্ধজ বাল্যাদি বয়স
সম্বানের কারণ নহে, কিন্তু গুণগণই তাহার কারণ হইয়া থাকে। (উত্তর রাম চরিত)

অথ সঙ্কোচং বিধায় সম্মিধায় মাতৃভ্যাংমাতৃজাত্যাং *
মৌনেনৈবানামি মুনিবরঃ ॥ ৬০ ॥

সোহয়মুচ্চৈরাশীশিমচ্চ ॥†

যথা—

পিত্রোঃ প্রতিষং কুলয়োস্তদীয়য়োঃ

সম্বন্ধিবন্ধুপ্রকরে জগত্যাপি ।

আনন্দদাতা ‡ ভব নন্দনন্দন !

ত্বং তদ্বদপ্যানকদুন্দুভেঃ স্মৃত ! ॥৬১—৬২॥

তদা তু শ্রীগর্গং দৃষ্ট্বা সাক্ষজাত্যাং মাতৃভ্যাং যথা প্রণতিঃ কৃত্য, তাং বর্ণয়তি—অথেষ্ট্যাং
পদ্যেন । অনামৌতি কন্দ্রপি লুঙ প্রণতঃ ॥ ৬০ ॥

তদা তেন শুভাশীর্বাদো যথা বিহিতস্তং বর্ণয়তি—সোহয়মিত্যাং হৃতেহ্যন্তেন । আশীশিমং
আশিমঃ কৃতবান্ । আশীর্বাদবাক্যং বর্ণয়তি—পিত্রোরিতি পদ্যেন । প্রতিষং ষং প্রতি । পিতৃ-
মাতৃবংশয়োঃ তদীয়য়োঃ কুলদ্বয়য়োঃ (প্রকরে—সমূহে আনন্দদাতা আনন্দকঃ) স্মৃত
হে রোহিণীনন্দন ! ॥ ৬১—৬২ ॥

অনন্তর জননীদ্বয় ও পুত্রদ্বয় সঙ্কুচিত ভাবে নিকটে গিয়া মৌনাবলম্বন পূর্বকই
মুনিবরকে প্রণাম করিলেন ॥ ৬০ ॥

সেই গর্গমুনিও উচ্চৈঃস্বরে আশীর্বাদ করিলেন । যথা—হে নন্দনন্দন !
তুমি পিতা, মাতা এবং তাঁহাদের পিতৃকুল ও মাতৃকুল সম্বন্ধি প্রত্যেক জনের প্রতি
এবং কুলদ্বয় সম্বন্ধি বন্ধুসমূহের প্রতি, অধিক আর কি বলিব সমুদায় জগতের
প্রতি আনন্দদাতা হও, তথা তে বসুদেবনন্দন বলরাম ! তুমিও তদ্রূপ আনন্দ-
প্রদ হও ॥ ৬১—৬২ ॥

* মাতৃভ্যাংমাতৃজাত্যাংকৈতি বৃন্দাবনানন্দ পাঠঃ ।

† “সোহয়মুচ্চৈকৈ”রিতি বৃন্দাবনানন্দ পাঠঃ ।

‡ কল্যাণদাতা ইতি আনন্দপাঠঃ ।

ততশ্চ তদেকসর্গে গর্গে ব্রজেশ্বর-যাচনতঃ শ্বাসনমাগতে
পুরতঃ কিঞ্চিদূরতঃ * ॥ ৬৩ ॥

সিতাসিতৈকৈকপুষ্প-বিষ্ণুক্ৰান্তাদ্বয়প্রভে ।

তে রোহিণী-যশোদাথ্যে তনয়াভ্যাং বিরেজতুঃ ॥ ৬৪ ॥

ততো মুনেরাদেশতন্তেহপ্যুপবিবিশতুঃ চ ঞ্ শ্রীগর্গে চ
তয়োরাবেশিতবীন্দ্রিয়বর্গে ব্রজক্ষতিপতিঃ ক্ষণং প্রতীক্ষ্য
সাজ্জলিগিরাভিলষিতং ব্যঞ্জিতবান্ ॥ ৬৫ ॥

অথ তদনন্তর-বৃত্তান্তং বর্ণয়তি—তদেতৎতাদি গদ্যেন পদ্যেন চ । তদেকসর্গে তাসামাশিষাং
এক এব সর্গ উচ্চারণং যেন তস্মিন্, (তস্মিন্ আশীর্বাদে একসর্গ একতানন্তস্মিন্ “একতানোহনন্ত-
বৃত্তিরেকাগ্রৈকায়নাবপি, অপ্যেক সর্গ” ইত্যমরঃ) ততো যদ্ব্যন্তনত্বভূতবর্ণয়তি—পুরত ইতি গদ্যেন
(বিরেজতুরিতি পরপদ্যোনাধঃ ॥ ৬৩ ॥

(শুভ্রং কৃষ্ণং একং একং পুষ্পং যন্ত তাদৃশাপরাজিতালতাধ্বয়েন তুল্যো) সিতৈতি বিষ্ণুক্ৰান্তা-
অপরাজিতা লতাবিশেষঃ । তে রোহিণী-যশোদে ॥ ৬৪ ॥

তয়োর্বালকয়োঃ (রাম-কৃষ্ণয়োঃ) আবেশিতৈতি আবেশিতো জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহো যন্ত
তস্মিন্ ॥ ৬৫ ॥

তদনন্তর আশীর্বাদপরতন্ত্র গর্গাচার্য্য ব্রজেশ্বরের প্রার্থনায় স্বীয় আসনে উপ-
বেশন করিলে, সম্মুখভাগে কিঞ্চিদূরে একটি কৃষ্ণ এবং একটি শ্বেতবর্ণ পুষ্পযুক্ত
দুইটি অপরাজিতা লতার মত সেই যশোদা এবং রোহিণী (কৃষ্ণ ও শ্বেতবর্ণ)
দুইটি পুত্র লইয়া শোভা পাইতেছিলেন । অনন্তর মূনির আদেশক্রমে যশোদা
এবং রোহিণীও উপবেশন করিলেন । শ্রীগর্গমুনি শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামের প্রতি
জ্ঞানেন্দ্রিয় বর্গ সন্নিবেশিত করিলে, ব্রজরাজ ক্ষণকাল প্রতীক্ষা করিয়া অঞ্জলি
বন্ধন পূর্বক বাক্য দ্বারা বাঞ্ছিত বিষয় ব্যক্ত করিলেন ॥ ৬৩—৬৫ ॥

* কিং দূরতঃ ইতি গৌর পাঠঃ ।

‡ তেহপ্যবেশমঙ্গীকূর্বন্তি স ইতি গৌরানন্দ-বৃন্দাবন-পুস্তকপাঠঃ ।

যোগ্য এব পরযোগ্যতাকরস্তাদৃশত্বমপি বেদবেদজন্ম ।

ত্বস্ত বেদবিদুষাং বরস্ততঃ সংস্কুরু দ্বিজজন্মস্তনু অমৃ ॥ ৬৬ ॥

গর্গ উবাচ, ভবন্তো যদুবীজ্যাত্নেহপি বৈশ্বততীজ্যমাতৃবংশা-
ন্বয়িতয়া তদগুরুপদব্যাগতৈরেব কৰ্ম কারয়িতব্যা, নতু
ময়া ॥ ৬৭ ॥

ব্রজ-রাজ উবাচ ;—ভবেদেবং কিন্তু “কচিছুৎসর্গোহপ্যপ-

ব্রজপতেস্তদভিলষিতং বানক্তি—যোগ্য এবতি পদ্যেন । পরযোগ্যতাকরঃ পরস্ত যোগ্যতাং
করোতীতি যঃ স যোগ্য এব পরযোগ্যতাকরত্বমপি বেদবেদজং বেদজ্ঞানজাতং দ্বিজজন্ম-
স্তনু দ্বিজজন্মাবিশিষ্টে তনু বয়োঃ ॥ ৬৬ ॥

শ্রীগর্গস্ত আভিপ্রেতে কৰ্মণি নিযুক্তোহপি তৎকুল-পুরোহিত-সম্মানার্থং যদবোচন্তদ্বর্ণয়তি
ভবন্ত ইত্যাদি গদ্যেন । বৈশ্বততীজ্যো বৈশ্বসমূহপূজাঃ * যদুকুলসম্ভবদেহপি । বীজান্ত কুলসম্ভবঃ
ইত্যমরঃ) তদগুরুপদব্যাগতৈস্তেবাং বৈশ্বানানাং গুরুপথাগতে বিষ্টৈঃ ॥ ৬৭ ॥

ব্রজরাজস্ত তদভিপ্রায়ং জ্ঞাত্বা সন্তায়বাক্যং যদাহ তদ্বর্ণয়তি—ভবেদেবমিত্যাदि করিষ্যাম

যোগ্য ব্যক্তিই অপরের যোগ্যতা করিতে পারেন, গুণ ব্যক্তিই গুণ জানাইয়া
থাকেন । অপরের যোগ্যতাকারিণী যোগ্যতাও বেদজ্ঞান হইতে জন্মিয়া থাকে
কিন্তু আপনি বেদজ্ঞ ব্যক্তিদিগের মধ্যে প্রধান অতএব আপনি দ্বিজজাতি-
জাততনু + এই তনুজন্মের সংস্কার করুন ॥ ৬৬ ॥

গর্গ কহিলেন, আপনারা যদুবংশসম্ভূত হইলেও বৈশ্বগণের পূজা এবং মাতৃবংশ
সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকায় যে সকল ব্রাহ্মণ বৈশ্বগণের গুরুপদে আকূঢ় ; তাঁহারা
আপনাদের সংস্কার কার্য সম্পাদন করিবেন, কিন্তু আমাদ্বারা হইবে না ॥ ৬৭ ॥

ব্রজরাজ কহিলেন, এইরূপ হওয়াই উচিত । কিন্তু কোন স্থানে অধিকারি-

* বৈশ্বসমূহপূজ্যমাতৃবংশসম্বন্ধিতয়া তেবাং বৈশ্বানানাং গুরুপদবীমাগতেঃ প্রাপ্তুরেব ব্রাহ্মণৈ-
র্ভবন্তঃ কৰ্ম কারয়িতব্যাঃ । ভবন্ত ইতি হেতুকরণ উক্তহাং প্রথম ।

+ “ব্রাহ্মণ-কত্রিয়-বিশস্ত্রয়োবর্ণা দ্বিজাতয়ঃ” অর্থাৎ ব্রাহ্মণ কত্রিয় এবং বৈশ্ব এই তিন জাতিকেই
দ্বিজাতি বা দ্বিজশব্দে উল্লেখ করা যাইতে পারে ; এখানি শ্রীকৃষ্ণের জন্মপ্রসঙ্গে বৈশ্বজাতীয় ও
কত্রিয় জাতীয় ভেদে বৈশ্বের পৃথক্ । দেবমীড়ের বৈশ্বপত্নীর গর্ভজাত মহাবনবাসী পর্জন্য-পুত্র
গোপজাতি নন্দমহারাজের দ্বিজহ মীমাংসিত আছে ।

বাদ-বর্গং বাধতে” অধিকারবিশেষল্লেক্ষমাসাদ্য । যথৈবাহিংসা-
নিবৃত্তকর্মণি বন্ধশ্রদ্ধং প্রতি যজ্ঞেহপি পশুহিংসাং । তস্মাদ্-
ভবতাং ব্রাহ্মণভাবাত্মসর্গসিদ্ধা গুরুতা শ্রদ্ধাবিশেষবতামস্মাকং
কূলে কথং লঘুতামাপ্নোতু । তত্রাপি ভবতঃ সর্বপ্রমাণতঃ
সমধিকতা সমধিগতা, তস্মাদন্যথা ন মন্যতাং ঃ । এতদুপরি
নিজপুরোহিতানামপি হিতমপি হিতমহসা করিষ্যামঃ ॥ ৬৮ ॥

গর্গঃ পুনরতিগোপনাং সবিচারমুবাচ ;—তথাপি খলঃ স
খলু দেবকী-তোকহস্তা দুর্শ্মস্তা দেব্যাঃ শংসেনে নৃশংসঃ কংসঃ

ইত্যন্তেন গদ্যেন । (উৎসর্গোহপি সামান্তবিধিরপি) অপবাদবর্গং বাধকসমূহঃ (বিশেষবিধি-
বর্গং) । বিশেষঃ সংযোগঃ প্রাপ্য (উৎসর্গসিদ্ধা সামান্তসিদ্ধা) লঘুতাং অধিকারভাবেনেতি
(প্রমাণং হেতুমধ্যাদা-শাস্ত্রেরূপা-প্রমাতুসু ইতি নানার্থঃ । সমধিগতা বিজ্ঞাতা এতদুপরি ত্বয়া নাম-
করণাৎ উত্তরকালে) হিতমহসা তিতবৈশিষ্ট্যেন (অনাচ্ছন্নোৎসবেন ‘মহন্তু দ্ববতেজসো’রিত
নানার্থঃ) ॥ ৬৮ ॥

এবং চেতথাপি এতৎ কর্ম গুপ্তং ন স্থাশ্রুতি, তপাৎ মহাননয়ো ভবিষ্যতীতি জ্ঞাপয়ন্ গর্গঃ
পুনরুদাহ তদ্বর্ণয়তি --গর্গঃ পুনরতীত্যাदि आदित्यन्तेन गद्येन । (পুনরাগতা আশঙ্কা যন্ত

বিশেষে সংযোগ প্রাপ্ত হইয়া সামান্তবিধিও বিশেষ বিধির বাধা দিয়া থাকে ।
যেদ্রুপ অহিংসারূপ নিবৃত্তি মার্গে যে ব্যক্তি বিশেষ শ্রদ্ধাবান, সেই ব্যক্তির উদ্দেশে
যজ্ঞকার্য্যেও অহিংসা দ্বারা পশুহিংসার বাধ ঘটয়া থাকে । অতএব আপনাদের
ব্রাহ্মণত্ব নিবন্ধন সামান্ত বিধিদ্বারা গুরুত্ব সিদ্ধ হইয়াছে । তাদৃশ গুরুপদ বিশেষ
শ্রদ্ধাবিশিষ্ট অস্মদাদির বংশে কিরূপে লঘুত্ব প্রাপ্ত হইবে ? তাহার মধ্যেও সর্ব-
প্রকার প্রমাণদ্বারা আপনার আধিক্য জানিয়াছি, সুতরাং আপনি আর কিছুতেই
তাহার অন্তথা বিবেচনা করিবেন না । আপনি নামকরণ করিলে পর আমরা
বিশেষরূপ হিতকার্য্য দ্বারা নিজ-পুরোহিতদিগেরও হিতকর বিষয় সম্পন্ন করিব,
অর্থাৎ আপনি ক্রিয়া করিলে আমরাদিগের পুরোহিতগণ অসন্তুষ্ট হইবেনই না
বিশেষতঃ তাঁহাদিগকে অধিকরূপে সন্তুষ্টই করিব ॥ ৬৮ ॥

গর্গাচার্য্য পুনর্বার অত্যন্ত গোপন করিবার জন্য বিচার পূর্বক বলিতে লাগি-

“অলঙ্কিতোহস্মিন্ রহসি মামকৈরপি গোব্রজে ।

কুরু দ্বিজাতিসংস্কারং স্বস্তিবাচনপূর্ব্বকম্ ॥”৭০॥ ভা ১০।৮।১০
গর্গ উবাচ ;—ভবতু ভবদিচ্ছয়া যদৃচ্ছয়া মঙ্গলং সঙ্গময়িষ্যতে ।

ততঃ সময়সম্মতত্বাদাপাততস্ত্ব নামকরণমেব করবাণি ॥ ৭১ ॥

ইতি স্বস্তিবাচনাগ্গাচর্য্য প্রোবাচ । তত্রাগ্রজমুদ্दिष्ट ॥ ৭২ ॥
যথা—

ঈর্ষ্যেত প্রণয়াদিসদৃশগণৈরেতং তথা (দা) বন্ধুতা-

মুখ্যং লোকমশেষমেব রময়ন্ রামো বলিহ্নাদ্বলঃ ।

কিঞ্চায়ং ভবদাদিশূরতনয়াদীনাং যদূনাং গগং

সংক্রম্যত্যুভয়ত্র ভাবতুলয়া স্বং তেন সঙ্কর্ষণঃ ॥ ৭৩ ॥

তদেবং নিশম্য গর্গো যদাহ তদ্বর্ণয়তি—ভবদিত্যাদি গদ্যেন । ভবদিচ্ছয়া যদৃচ্ছয়া বেচ্ছা-
চায়েণ (সময়ঃ শপথোচারণকাল-সিদ্ধান্ত-সম্বদ ইতি নানার্থঃ) ॥ ৭১ ॥

ততো যথোভয়োনামকরণং কৃতং তৎ সপ্রসঙ্গং বর্ণয়তি—ইতীত্যাদি গদ্যেন ॥ ৭২ ॥

রাম-বল-সঙ্কর্ষণ-নামস্ব হেতুং বর্ণয়তি—ঈর্ষ্যেতেত্যাদিগদ্যেন । সংক্রম্যতি সঙ্কর্ষণং করিষ্যতি ।
(উভয়ত্র ভাবরূপপরিমাণদণ্ডেন স্বাভাবিকং সঙ্কর্য্য সমানপরিমাণীকৃত্যোভয়গণং সংক্রম্যতি, পৃথগ্-
ভাবাদিরাহিত্যেন করিষ্যতি । ক্রমধাতোদ্বিকল্পকত্বাৎ অয়মর্থঃ) ॥ ৭৩ ॥

না, অলঙ্কিত ভাবে কেবল স্বস্তিবাচনটী করিয়া দুইটী বালকের দ্বিজাতি-সংস্কার
অর্থাৎ দ্বিজাতিদিগের অবশ্য কর্তব্য সংস্কার মাত্র করিয়া দিতে আজ্ঞা হউক ॥ ৭০ ॥

গর্গাচার্য্য কহিলেন, আচ্ছা তাহাই হউক । আপনার ইচ্ছানুসারে মঙ্গল
স্বটান যাইবে । অতএব সময়ের উপযুক্ত বলিয়া আপাততঃ কিন্তু নামকরণই
করা যাউক ॥ ৭১ ॥

এই বলিয়া স্বস্তিবাচনাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া কহিলেন । বিশেষতঃ
জ্যোষ্ঠকে উদ্দেশ করিয়া ॥ ৭২ ॥ যথা—

প্রণয় প্রভৃতি সদৃশ সমুহদ্বারা ইহাঁকে বন্ধুগণ প্রশংসা করিবেন এবং অশেষ
প্রধানলোকদিগকে রমিত করিবেন বলিয়া এই বালকের নাম রাম, তথা বলশালী
বলিয়া বল নাম হইবে । অপিচ এই বালক আপনাকে (নন্দকে) এবং শূরতনয়

অথানুজমুদিশ্য—

‡ শুল্কো রক্তঃ পীত ইত্যাদি বর্ণাস্তত্ত্ববাদস্য তত্ত্বদুগেষু ।
তত্ত্বমূলশ্যামতৈকাত্ম্যযোগাজ্জন্মশ্চাস্মিন্ কৃষ্ণনামায়মাস্তি ॥৭৪

অমুজং শ্রীকৃষ্ণঃ । “শুল্কো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গত” ইতি প্রমাণাৎ নাম কৃতবানিতি বর্ণয়তি শুল্ক—ইত্যাদি পদ্যেন । অর্থানুরোধেনাত্র ছন্দোভঙ্গাদি স্বীকৃত্যমতি জেয়ং তত্ত্বদিতি । “দ্বাপরে ভগবান্ শ্যাম” ইতি বচনাৎ তত্ত্ববর্ণনাঃ মুক্তত্বা বা শ্যামতা ইয়া একাত্ম্যযোগা-
ত্তেদরাহিত্যাৎ ইত্যর্থঃ * ॥ ৭৪ ॥

বসুদেব প্রভৃতি যদ্বংশীয় লোকদিগকে এই উভয় স্থানেই ভাবরূপ তুল্য দণ্ড দ্বারা নিজের সহিত সমান পরিমাণ করিয়া সমাক্রমে আকর্ষণ করিবে, এই হেতু ইহাঁর নাম সঙ্কর্ষণও থাকিল ॥ ৭৩ ॥

অনন্তর কনিষ্ঠকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন—এই বালকের সত্যাদি যুগত্রেয়ে সেই সেই ভাব হেতু শুল্ক, রক্ত ও পীত ক্রমে এই সকল বর্ণ হইয়া-

‡ “শুল্কোরক্তস্তথা পীতেত্যাদিবর্ণাঃ” ইতি
প্রসঙ্গঃ ॥ পরন্তু ভাগবতীয়াবিকলপাঠানুরোধাৎ চেৎ ছন্দোভঙ্গঃ স্বীকৃত্যেত তত্র কঃ পস্থাঃ ॥
মূলপাঠস্ত বৃন্দাবন-গৌরানন্দ-পুস্তকানাং ।

* এবং জন্ম ক্রমোপেক্ষ্যাদৌ শ্রীবলদেবশ্চ নামানি বাজ্য শ্রীকৃষ্ণশ্চ নামানি প্রকাশয়ন্নাহ-
শুল্ক ইতি । তত্র প্রকটার্থোহয়ং—তত্ত্বদুগেষু সত্যাদৌ যুগে যুগে বারং বারং তত্ত্বস্তাবাং তস্মিন্
তস্মিন্ শুল্কাদৌ যো ভাব উপাসনা, তস্মাৎ তত্ত্বসাম্যপ্রাপ্ত্যন্ত শুল্কাদিবর্ণা আসন্নিত্তি শেষঃ ।
সম্প্রতি তু তত্ত্বমূলকৃষ্ণতাপ্রসিদ্ধসাক্ষারায়ণস্তাস্মিন্ য একাত্ম্যযোগঃ অস্থানুসন্ধিশৃঙ্খলসমাধি-
প্তত্মাৎ তৎসাম্যপ্রাপ্ত্যা তস্মিন্ জন্মনি তৎপুত্রয়ে কৃষ্ণবর্ণত্বাৎ কৃষ্ণনামায়মাস্তি । অপ্রকটবাস্তবার্থ-
শচয়ং—তত্ত্বদুগেষু সত্যাদিযুগেষু অস্ত শুল্কাদিবর্ণা আসন্ । তত্র হেতুমাহ তত্ত্বস্তাবাদিত্তি,
অস্তেব তত্ত্বদংশত্বাৎ । তত্র যো যঃ শুল্কঃ প্রাপ্তর্ভাঃ, যো যো রক্তঃ, যো যঃ পীতশ্চ, উপলক্ষকা-
শ্চৈতে বর্ণান্তরবতাং । আস্মিন্ জন্মনি তৎপুত্রয়ে নাবিভাব্যে তস্ত তস্ত মূলশ্যামতয়াং স্বয়ং কৃষ্ণ-
তায়ামৈকাত্ম্যযোগাৎ অন্তর্ভূতত্বেনৈকীভাবাৎ অয়ং কৃষ্ণনামা । অয়ং ভাবঃ—স্বয়ং কৃষ্ণত্বাৎ সর্ব-
নিজাংশস্ত কৃকীকর্তৃত্বাৎ সর্বাকর্ষকত্বাৎ চ মুখ্যং ভাবং কৃষ্ণেতি নাম ইতি ।

যুগ্মভো জন্মতঃ পূর্বং বহুদেবান্নবাজঃ ।

জাতো যুগ্মভো বহুদেব ইত্যপি গীয়তে ॥৭৫ ॥

ব্রহ্মরাজ-পুত্রস্ত বহুদেবনামনি হেতুং বর্ণয়তি—যুগ্মভ ইতি পদ্যেন * ॥ ৭৫ ॥

ছিল। + এই জন্মে সেই সেই বর্ণের মূল যে শ্রামবর্ণ, তাহার সহিত একযোগে হওয়ায় এই জন্মেও এই বালকের কৃষ্ণ বলিয়া একটি নাম হইল ॥ ৭৪ ॥

তোমাদের নিকট হইতে জন্মিবার পূর্বে তোমার পুত্র যখন বহুদেব হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই কারণে ইহার বহুদেব বলিয়াও একটি নাম হইবে ॥ ৭৫ ॥

* যুগ্মভ ইতি প্রকটার্থে তবায়জোহং বহুদেবাদপি জাতঃ। তৎকথং তত্রাহ—পূর্বং অস্ত তস্তচ পূর্বজন্মনি এবং শ্রীবাহুদেবস্ত পূর্বজন্মস্তপি তন্মাসাদীদিত শ্রীমন্মেনাবগতং। অপ্রকটার্থে—ইহৈব জন্মনি পূর্বং কংসকারাগৃতে বহুদেবাজাতোহপি তবান্নজ এবতি, অন্তথা তবান্নজ ইত্যস্তাধিকাং শ্রাং।

+ সত্যযুগে—শুক্লবর্ণ, চতুর্বাহ, জটিল, বকল বসন, দণ্ড, কমণ্ডলু, কৃষ্ণসার যুগচর্ম, যজ্ঞসূত্র ও মালাধারী ব্রহ্মচারি বৈশ। ইহার বর্ণ ও নাম উভয়ই শুক্ল। ইহা স্বচ্ছ সঙ্কল্পণ এবং তপস্তা ও শমদম প্রধান সত্যযুগের উপযোগী। (ভা ১১।৫।২১)

ত্রেতাযুগে—রক্তবর্ণ, চতুর্বাহ, মেখলাত্রয়ধারী, হিরণ্যকেশ, বেদাশ্রয় দেহ, অক্ষুণ্ণবাদি উপলক্ষিত যজ্ঞমূর্তি। ইহা যাজ্ঞিক বৈশ। এবং রক্তনশীল রজঃস্পৃগ, বেদবর্ণাদি যজ্ঞ প্রধান দ্বৈতের উপযোগী। (ভা ১১।৫।২৪)

দ্বাপরযুগে—শ্রাম বা শুক্লবর্ণ, চক্রাদি অস্ত্র, শ্রীবৎসাদি ও ছত্র চামরাদি মহারাজ চিরুধারী। সর্কারী গুণত্রয় ও বেদ তপ্ত প্রধান দ্বাপর যুগের ইহা উপযোগী।

কলি যুগে—প্রাক্তন স্বভাবে পীতবর্ণ। (ভা ১১।৫।২৭)

পূর্ব পূর্ব যুগে ভগবদংশভূত শুক্লাদির উপাসনা বশতঃ তত্ত্ব অংশের সামাদি প্রাপ্তি হেতু শুক্লতাদি প্রাপ্ত হয়। সম্প্রতি কৃষ্ণরূপে (বাল্যাবতাররূপে) অসিদ্ধ সাক্ষাৎ নারায়ণের উপাসনাতেও তৎসাম্য প্রাপ্তি দ্বারা কৃষ্ণতার প্রাপ্তি হয়, যেহেতু কৃষ্ণ কতিপয় গুণাংশে নারায়ণের তুল্য, স্তবরাং তুল্যাংশ নারায়ণেরও উক্তবিধ ভাববশতঃ শুক্লাদিবর্ণ বৃদ্ধিতে হইবে। (ভাগবতের টীকার মর্ম)

§ একযোগ অর্থাৎ “দ্বাপরে ভগবান্ শ্রামঃ” এই বাক্য নিবন্ধন যুগাবতার শ্রামবর্ণের সহিত একযোগ

নামানি যানি গুণ-কৰ্ম-নিবন্ধনানি
 রূপাণি চ প্রতিদিশং নিখিলস্ততানি ।
 সাকল্যতো নহি বয়ং যদি তানি বিদ্যো
 জানন্তি তর্হি ন পরে স্থিতি পৌনরুক্ত্যম্ ॥ ৭৬ ॥
 সানন্দং নন্দরাজেন তদা মুনিরগদ্যত ।
 লগ্নং হৃদি ন লগ্নং নঃ সৰ্ব্বজ্ঞস্তদুবান্ গতিঃ ॥ ৭৭ ॥
 পুনশ্চ । ঈক্ষতাং ভগবন্মৈ ভবানিতি নিবেদিতঃ ।
 গর্গস্তম্শৈ রাধ্যতি স্ম প্রহসন্মহসান্বিতঃ ॥ ৭৮ ॥

এতস্ত গুণকৰ্মনিবন্ধননামকপাণি বহুনি সন্তি তাস্তহমপি ন বেদ্য ইত্যেবং যদবোচস্তদ্বর্ণয়তি
 নামানীতাদি পদোন্ + ॥ ৭৬ ॥

তদেবং স্বপুত্রস্তৈখ্যপ্রতিপাদকং বাক্যং নিশমা সৎসল্যরসাত্ময়ে বজরাজো যথাবৎ তদ্বর্ণয়তি
 সানন্দমিতি পদোন্ । ন লগ্নমগ্রবিশ্তং স্তাৎ ॥ ৭৭ ॥

কিঞ্চাস্ত জন্মক্লেবে বহুশুভযোগোহস্তি ন বেতি ভাবেন বজরাজেন যন্নিবেদিতং তদ্বর্ণয়তি
 ঈক্ষতামিতি পদ্যাক্ষেপে । (ঈক্ষতাং অস্ত শুভাশুভং পৰ্যালোচতাঃ । অস্মা ইতি ঈক্ষতে-

গুণ এবং কার্য্য ঘটতি যে সকল নাম এবং প্রত্যেক দিকে সৰ্ব্বপূজ্য যে সকল
 রূপ আছে, আমরাই যখন সম্পূর্ণরূপে সেই সকল নাম রূপ জানিতে পারি না
 তখন অপরে যে ঐ সকল নাম রূপ জানিতে পারিবে না ইহা পুনরুক্তি-
 যাত্র ॥ ৭৬ ॥

তৎকালে নন্দরাজ আনন্দসহকারে মুনিকে কহিলেন, আমাদের হৃদয়ে লগ্নের
 কথা সংলগ্নই হয় নাই, আপনি সৰ্ব্বজ্ঞ স্মৃতরাং আপনিই আমাদের গতি ইহীয়াছেন
 অর্থাৎ তৎসম্বন্ধে বাহ্য কর্তব্য আপনিই তাহার ব্যবস্থা করুন ॥ ৭৭ ॥

পুনর্বার কহিলেন, হে ভগবন্! আপনি এই বালকের শুভাশুভ বিষয়
 পর্যালোচনা করুন । বজরাজ এই কথা নিবেদন করিলে, ব্রহ্মতেজঃসম্পন্ন

+ রূপাণিতি দৃষ্টান্তেহেনোক্তঃ । যথা গুণাদিরূপাণি তথা নামান্ত্রাণি জন্মান্তরসম্বন্ধানি অপ্র-
 কটার্থেতু গুণনিবন্ধনানি ত্রীনরনারায়ণমুসিংহাদীন, কৰ্মনিবন্ধনানি ক্রীমৎস্তাদীন । অথ গুণ-
 নিবন্ধনানি ভক্তবৎসল ইত্যাদীন । কৰ্মনিবন্ধনানি জগৎপ্রষ্টা জগৎপালক ইত্যাদীন ।

তদেতদস্মাকং খ-গাণিক্যানস্মি জ্যোতিগ্রহে প্রাগেব
নিরূপিতমস্তু ॥ ৭৯ ॥

উচ্চস্থঃ শশি-ভৌম-চান্দ্রি-শনয়ো লগ্নঃ বৃষো লাভগো

জীবঃ সিংহতুলালিষু* ক্রমবশাৎ পুষোশনোরাহবঃ ।

নৈশীথঃ সময়োহষ্টমী বৃধদিনং ব্রহ্মক্ষমত্র ক্ষণে

শ্রীকৃষ্ণাভিধগম্নুজেক্ষণমভূদাবিঃ পরং ব্রহ্ম তৎ ॥ ইতি ॥ ৮০ ॥

বৃষ-কন্যা-তুলা-মীনরাইজেযু স্ফুটমুচ্চগাঃ ।

সোম-সৌম্য-শনি-ক্ষৌণীস্তুতাস্তজ্জন্মনি স্থিতাঃ ॥ ৮১ ॥

যোগে চতুর্থী । রাধাতি স্ম তস্ত শুভাশুভং পর্যালোচতে স্ম । তত্রাপি রাধাতেযোগে তস্মা ইতি
চতুর্থী) তস্মা ইতি কপ্তপ্রাপ্তৌ চতুর্থী । “রাধাক্ষেপস্ব বিপ্রঃ” ইতি শব্দঃ । বিপ্রঃ শুভাশুভ-
পর্যালোচনমিতি তদর্থঃ) । মহাসাধিতো একতেজসাবুজঃ ॥ ৭৮ ॥

অতো গর্গে যদাহ তদ্বর্ণয়তি--তদেতদ্বিতি গদোন ॥ ৭৯ ॥

তন্নিরূপণং পদোন বর্ণয়তি--উচ্চস্থ ইত্যাদি । চান্দ্রির্বৃধঃ, পুষা রবিঃ, উশনা শুক্রঃ, নৈশীথঃ
অর্দ্ধরাত্রঃ, ব্রহ্মক্ষং রোহিণী ॥ ৮০ ॥

পুনস্তদ্বিশদয়তি--বৃষেতি ॥ ৮১ ॥

গর্গমুনি হ্যস্ত পূর্বক বালকের শুভাশুভ চিহ্ন পর্যালোচনা করিয়া
ছিলেন ॥ ৭৮ ॥

এই সকল বিষয় আমাদের “খ-গাণিক্য” নামক জ্যোতিঃশাস্ত্রে পূর্ব্বেই নিরূপিত
হইয়া আছে ॥ ৭৯ ॥

যে সময়ে চন্দ্র, মঙ্গল, বৃধ এবং শনিগ্রহ স্ব স্ব উচ্চস্থানে অবস্থিত ছিলেন ।
বৃষ লগ্ন ছিল, বৃহস্পতি লাভস্থান একাদশে অর্থাৎ মীনরাশিতে, আর সূর্য্য, শুক্র
এবং রাহু ক্রমান্বয়ে সিংহ, তুলা ও বৃশ্চিকে (পাঠান্তরে মেঘে) বিত্তমান ।
কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথি, অর্দ্ধরাত্রের সময়, বৃধবার, রোহিণী নক্ষত্র, এইরূপ সময়ে
পদ্মনেত্র শ্রীকৃষ্ণ নামক সেই পরমব্রহ্ম আবির্ভূত হইয়াছিলেন ॥ ৮০ ॥

শ্রীকৃষ্ণের জন্মকালে চন্দ্র, বৃধ, শনি ও মঙ্গল এই কয়টি গ্রহ যথাক্রমে বৃষ,
কন্যা, তুলা ও মকর এই সকল উচ্চস্থানে স্ফুটভাবে অবস্থিত ছিলেন ॥ ৮১ ॥

* সিংহ তুলাবিষু ইতি মাণ্ডগৌরপাঠঃ ।

যস্মাদ্বিভাবসৌ বৰ্ষে জন্ম ত্বজ্জন্মনঃ শিশোঃ ।
 বিশ্বমেব বসুশ্রীমদ্ভবিতামুষ্য ভূষ্যতঃ ॥ ৮২ ॥
 রোহিণ্যাং জন্মনা রোহিণ্যযুতানামসৌ পতিঃ ।
 বৃষলগ্নঞ্চ তত্রাসীদ্বৃষকোটীশিতা ততঃ ॥ ৮৩ ॥
 আয়তিশ্চাস্ত্য ভবিতা সদৈবায়তিমত্যতঃ † ।
 আয়ত্যাং মুনয়োহপ্যস্মিন্ কুৰ্য্যুৰ্মনস আয়তিম্ ॥ ৮৪ ॥
 এষ বক্ষ্যতি শাস্ত্রাণি শস্ত্রাণ্যপন্নত্নতেজসা ।
 ‡ অরিষ্টকৃদমিত্রাণাং মিত্রাণাঞ্চ ব্রজাধিপ ! ॥ ৮৫ ॥

অথ শ্রীগো। ভাতককলং যদকপয়ং তং সপ্তভিঃ পদৈর্বার্ধয়তি—যস্মাদিত্যাদিভিঃ । বিভাবসু-
 নামা বর্ষঃ ॥ ৮২ ॥

রোহিণী ধেমুঃ ॥ ৮৩ ॥

আয়তিঃ সা চ কোষদণ্ডেভ্যোযুক্তা, আয়ত্যা উত্তরকালে, (আয়তিমতী দৈর্ঘ্যবতী) আয়তিং
 সঙ্গং । (আয়তিং সংযমনং, “আয়তিং সংযমে দৈর্ঘ্যে প্রভাবাগ্যামকালয়ো”রতি বিখ্যঃ) ॥ ৮৪ ॥

(বক্ষ্যতীতি । শাস্ত্রাণি বক্তা, শস্ত্রাণি চ বোঢ়া ইতি বচন্যতোক্ৰহধাতোৰ্ভেদেহপি প্রত্যয়েক্যে

ইহাঁর জাতকফল এইরূপ যথা—হে নন্দ ! যখন বিভাবসু নামক বর্ষে
 তোমার পুত্রের জন্ম হয়, তখন ইহাঁর সন্তোষে সমুদায় বিশ্বও বসু দ্বারা শ্রীসম্পন্ন
 হইবে ॥ ৮২ ॥

অপিচ রোহিণীনক্ষত্রে জন্ম হইয়াছে বলিয়া এই বালক অবুত রোহিণী অর্থাৎ
 অবুত সংখ্যক ধেমুগণের পতি হইবেন, এবং জন্মকালে বৃষলগ্ন হইয়াছিল বলিয়া
 কোটিবৃষের অধীশ্বর হইবেন ॥ ৮৩ ॥

অপিচ সর্ষদাই ইহাঁর কোষদণ্ড ও তেজোযুক্ত সুবিস্তৃত প্রভাব * থাকিবে
 অতএব উত্তরকালে মুনিগণও এই বালকের প্রতি মনঃসংযোগ করিবেন ॥ ৮৪ ॥

হে ব্রজরাজ ! এই বালক নিজ তেজে সকল শাস্ত্র বলিবেন এবং সকল শস্ত্র

† সদৈবায়তিমত্যত ইতি পাঠান্তরম্ ।

‡ অনিষ্টকৃদমিত্রাণাং ইতি ঙ্গৌরানন্দব্রহ্মাবনপাঠঃ।—অনিষ্টং হৃদং হৃদয়ং বস্ত্রং, মিত্রং
 পক্ষে অনিষ্টং, হরতীতিার্থঃ ।

* সম্পূর্ণ ভাণ্ডার, অপ্রতিহত দণ্ডবিধি থাকিলে তাহাকে প্রাণ বা প্রভাব বলা যায় ।

ভবতোৰ্ভবিতা ভব্যমস্মাদিতি বৃথা কথা ।

তাবৎকানাঞ্চ তদ্ব্যং ভবন্ত চ ভবন্ত চ ॥ ৮৬ ॥

অস্ত্রাশ্চর্য্যাচর্য্যা, বহতি বহুনাং কুতূহলং বহ্লম্ ।

সস্মরানস্মরান্ দ্রুঘন্, ভবতি স্মরাণাং পুরাপ্যসাববিতা ॥ ৮৭ ॥

সহজপ্রেমুণাং ভবতামমুনা কিং তারণং চিত্রম্ ।

তানপি কৃত্রিমহাদান্ সৰ্বান্নিস্তারয়েদেষঃ ॥ ৮৮ ॥

ঐকল্প্যমতঃ প্রকৃতিরৌষোহলঙ্কারঃ) অরিষ্টকৃৎ অমিত্রপক্ষে তৎকর্তৃকমুপদ্রবং, মিত্রপক্ষে অশুভং ॥ ৮৫ ॥

ভবতোৰ্দ্দপ্পাত্যোঃ, ভব্যং শুভং, তাবৎকানাং যুদ্ধদীয়ানাং, ভবঃ শিবঃ সংসারশ্চ (তদ্ব্যং তদ্বদ্বলং ভবিষ্যতি । অত্র কর্ত্তরিয প্রত্যয়ঃ । যথা ভব্যে ভবিষ্যৎকালে ইতি প্রসিদ্ধপ্রয়োগঃ । ভবন্ত সংসারন্ত চ সন্তায়ান্ত যজ্ঞাদিক্রিয়ায়াঃ । “ভাবঃ ক্ষেমে চ সংসারে সন্তায়ান্ত প্রাপ্তিজন্মনো”রিতি কোষঃ) ॥ ৮৬ ॥

আশ্চর্য্যাচর্য্যা আশ্চর্য্যোৎপাদিকাচর্য্যা, আচরণং, কুতূহলং আনন্দবিশেষং সস্মরান্ প্রভুত্ব-বিশিষ্টান্, দ্রুঘন্ পীড়য়ন্, অবিতা রক্ষিতা ॥ ৮৭ ॥

কৃত্রিমহাদান্ কৃত্যা কায়েণ মহাপীড়কান্ অস্মরান্ ॥ ৮৮ ॥

বহন বা ধারণ করিবেন । এই বালক শত্রুদিগের অনিষ্টকারী এবং মিত্রদিগের অনিষ্ট বিনাশী বলিয়া বিখ্যাত হইবেন ॥ ৮৫ ॥

অপিচ এই বালক হইতে পিতা মাতা তোমাদেরই কেবল মঙ্গল হইবে এ বৃথা কথা, ভবদীয় জনের, সংসারের এবং সকল মঙ্গলময় শিবেরও মঙ্গল হইবে (কিন্তু যজ্ঞাদি ক্রিয়ার মঙ্গল হইবে) ॥ ৮৬ ॥

আর ইহঁার আশ্চর্য্যজনক আচরণ বহুজনের বহু আনন্দবিশেষকে বহন করিবে, তথা পূৰ্বেই প্রভুত্ববিশিষ্ট অর্থাৎ প্রভুত্ব গৰ্বে গৰ্কিত অস্মরগণের পীড়না-নস্তর দেবগণকে রক্ষা করিবেন ॥ ৮৭ ॥

অপিচ, এই বালকের প্রতি তোমাদের স্বাভাবিক প্রেম আছে, এজন্ত ইহা-দ্বারা তোমাদের যে নিস্তার হইবে ইহা বিচিত্র নহে, কিন্তু বাহারা কার্য্যদ্বারা অত্যন্ত পীড়াকারী, সেই সমস্ত অস্মর লোকদিগকে অথবা বাহারা মুখে সঙ্ঘদয়তা দেখাইয়া অন্তরে কপটতা প্রকাশ করে সেই চ্যুতঃকরণ লোকদিগকেও এই বালক নিস্তার করিবেন ॥ ৮৮ ॥

তস্মান্নন্দাত্মজন্তে যদপি হরিসমঃ সৰ্বসাদৃশ্যবৃত্ত্য।
 সৰ্বত্ৰেমং তথাপি স্ব-মহিম-বিভব-খ্যাতিভঃ পালয় ত্বম্ ।
 বশ্চং কুৰ্ব্বন্ স্বদেবং হরিসমুমপি তং সান্নজং নিমিমীষে
 তদ্বীর ! স্বাং বিনা ন স্বয়ময়ময়তে স্বৈরতাং স্বাবনায় ॥৮৯॥
 তদেবং ভবন্তিঃ স্বদেবেন তুল্যাণ্ডগিত্যস্ম্যন্তন্মান্মন্যেব কামং
 গণনীয়ানীতি সংক্ষেপেণার্থনিক্ষেপঃ ॥ ৯০ ॥

তদেবং জাতককলং কিঞ্চিৎ প্রকাশ্য জাতককলাতীত-নারায়ণসমগুণোহয়ং ভবিষ্যতি, তথাপি
 তব সদা পালনীয়ং, উপসংহারং কুৰ্ব্বন্ যদাহ তদ্বর্ণয়তি—তস্মাদিতি পদোদান । * বশ্চং স্বামুকুলং
 (তং হরিসমপি অমুং স্বাস্ত্রজমায়জং নিমিমীষে নিমিমাণং কৃতবান্) হরিসমুললক্ষীকৃত্য নিমিমীষে ।
 উপমানং কুৰ্ব্ব, অয়ং বালঃ ন অয়তে ন প্রাপ্নোতি ॥ ৮৯ ॥

কিং বহুনা নামকরণেন যানি জীনারায়ণনামানি তাস্থেব তব পুত্রস্ত নামানীতি যদুপসংজহার
 তদ্বিবরণীতি তদেবমিত্যাদি গদোদান + ॥ ৯০ ॥

অতএব হে নন্দ ! যত্বপি সৰ্ব প্রকার সদৃশ্য বৃত্তি দ্বারা তোমার এই পুত্র
 নারায়ণ-তুলা, তথাপি তুমি আপনার মহিমা, বৈভব এবং স্তুত্যাতি দ্বারা এই
 বালককে রক্ষা করিবার জন্ত সৰ্বত্র যত্ন প্রকাশ কর । যখন তুমি আপনার নিজ
 ইষ্টদেবতা নারায়ণকেও বশীভূত করিয়া নিজে পুত্র করিয়াছ, হে বীর ! তখন
 তোমার এই পুত্র তোমা ব্যতীত আশ্চর্য্যের জন্ত স্বয়ং অচ্ছন্দতা প্রাপ্ত হইতে
 পারিবেন না ॥ ৮৯ ॥

অতএব এই প্রকারে তোমরা এই নিজ দেবতা হরির সদৃশ গুণ বিশিষ্ট এই

* হে নন্দ ! স্বেমেন অতোহধুনা নন্দং কুৰ্ব্বিত্যর্থঃ । হরিসমঃ সৰ্বসাদৃশ্যবৃত্ত্য। হরিণা
 সমঃ; অপ্রকটার্থে তু হরিরেব সমো যস্ত ইতি হরেঃ পরমব্যোমনাপাদপি মাহাত্ম্যমধিকং
 বোধিতং । তত্র গুণা আশ্চনিষ্ঠাঃ ধৰ্ম্মাঃ, করণাদয়ো রূপাদয়শ্চ, পক্ষদ্বয়েহপি যদ্যপীদৃশস্তথাপি তে
 তবাস্থনো জাতঃ স্বপ্রভাবমন্তর্দীপ্য ত্বমেবায়ুগত ইতি ।

+ স্বস্তাস্থনো মহিমাতিভঃ সৰ্বত্র ইমং পালয় বালোহস্ত্রমস্ত্র রক্ষায়াং প্রবৃত্তং কুৰ্ব্বিত্যর্থঃ । তত্র
 মহিমা প্রভাপঃ, বিভবঃ সম্পত্তিঃ; খ্যাতিঃ কীর্ত্তিবিখ্যাপনেন লোকরঞ্জনং ।

স্বদেবেন জীহরিণা—অস্মিন্ বালে তস্ত হরিনামানি মুকুল-ইত্যাদীনি অতএব ব্রজে
 জীনন্দেনৈব বিখ্যাপিতানি মুকুলাদি নামানি চ ।

তদেবমাকর্ণ্য জোষং জুষমাণে তু ব্রজ-রাজে মুনিঃ পুনরুবাচ
ব্রজরাজ ! ভবদিচ্ছয়া বয়মেবাগম্য ণ চানয়োদ্বিজাতি-
সংস্কারান্ করিষ্যামঃ । কিন্তু কর্ণবেধ-চূড়াকরণে ন সম্ভবতঃ ।
পশ্যত চাভ্যর্থতঃ সূক্ষ্মতয়া কর্ণচ্ছিদ্রমস্তি, কেশলবস্ত্রাপি লবঃ
ক্ষুটং ন সম্ভবতীতি, ততশ্চান্নপ্রাশনমাত্রং ভবদ্বিরাচর্য্যম্ ।
সাবিত্রসমাবর্তন-বিবাহরতন্তু ন স্বয়মুদ্যমপাত্রং কার্য্যম্ । কিন্তু
সময়জ্ঞৈরসময়জ্ঞৈরস্মাভিরেবেতি ॥ ৯১ ॥

এং পুত্রগুণশ্রবণেন স্থখিনঃ ব্রজরাজঃ প্রতি স গর্গো যং পুনরাহ তদ্বর্ণয়তি—তদেবমাকর্ণোতি
গদ্যেন । (তুক্ষীমর্থং স্থপে জোষমিতি নানার্থব্যয়ঃ) জোষং প্রীতিং সেবমানে কেশলবস্ত্রাপি
ছেদনীয়স্তাপীতি জ্ঞেয়ং । উদ্যমপাত্রং যত্নযোগাৎ, সময়জ্ঞৈঃ শুভকালবিস্তিঃ, অসময়জ্ঞৈঃ ন
বিদ্যন্তে সমা বেষামেবজুতা বজ্রা বেষাং তৈঃ ॥ ৯১ ॥

বালকের প্রতি হরির “মুকুন্দ, গোবিন্দ” ইত্যাদি নাম সকল যথেষ্ট পরিমাণে
গণনা করিবে, ইহাই সংক্ষেপে অর্থবিজ্ঞাস করা হইল ॥ ৯০ ॥

অনন্তর এই কথা শুনিয়া বজ্ররাজ প্রীতি প্রাপ্ত হইলে, গর্গমুনি পুনর্বার
কহিলেন, হে ব্রজরাজ ! তোমার ইচ্ছামুসারে আমরাই আগমন করিয়া এই
বালক দুইটির দ্বিজাতি-সংস্কার সকল সম্পাদন করিব । কিন্তু কর্ণবেধ ও চূড়া-
করণের সম্ভাবনা নাই । তোমরা সকলে নিকটে আসিয়া দেখ, বালকের কর্ণে
সূক্ষ্মভাবে একটা ছিদ্র রহিয়াছে, সূক্ষ্মকেশেরও ছেদন হইতে পারে না, অতএব
কেবল মাত্র তোমরা অন্নপ্রাশন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে । সাবিত্রীর উপদেশ,
সমাবর্তন * এবং বিবাহকার্য্য স্বয়ং উত্তম সহকারে করিবে না । কিন্তু শুভকালজ্ঞ
এং মহাযাজ্ঞিক আমরাই সেই কার্য্য সম্পাদন করিব ॥ ৯১ ॥

১. (“বয়মেবাগম্যচাগম্য” ইতি গৌরানন্দ-বৃন্দাবন পুস্তক পাঠঃ) ।

* উপনয়নের পর গুরুগৃহে বাস পূর্বক যথানিয়মে বেদাদি অধ্যয়ন এবং তপা হইতে
বৎসকালে গৃহে আশ্রয়ন করাকে সমাবর্তন কহে ।

ততশ্চ ক্ষণং মুনিতামেব ব্যবস্থান্ মুনিষ্ঠৌ পশ্যন্ বশ্যমনাঃ
বভূব ॥ ৯২ ॥

ততশ্চ ; যদ্যপি পিত্রোঃ স্নেহান্নয়ময়বালৈকতানৌ তৌ ।

তদপি মুনিস্তজ্জ্ঞানঃ শঙ্কিতবান্ সঙ্কুচনাসীৎ ॥ ৯৩ ॥

সঙ্কোচাদিব গোপ-প্রভুমনু স মুনির্বিধাপয়মাজ্ঞাম্ ।

চলিতোহপ্যলভত তস্মিন্ স্থিত ইব তত্তৎপরিষ্কৃতিম্ ॥ ৯৪ ॥

চলনসময়ে তু শ্রীমান্ ব্রজেশঃ স্বয়মনুব্রজ্য বালকাত্ম্যামভ্য-
বাদয়ত, স চ “সগবে সহ পুত্রায় স্বস্তি তেহস্ত ব্রজাম্যহ”মিতি
ব্যক্তমুক্তবান্ ॥ ৯৫ ॥

এবমুপদেশানন্তরং তজ্জাবস্থাং বর্ণয়তি—ততশ্চেত্যাদি পদেন। মুনিষ্ঠাং মৌনং ব্যবস্থনা
আলম্ব্যমানঃ ॥ ৯২ ॥

তদা বজ্রাভায়াং হেতুং বর্ণয়তি—যদ্যপি পদেন। (স্নেহযোগ্যময়বাল্যে একতানৌ একাগ্রৌ ।
একতানোহনন্তবৃত্তরেকাগ্র্যৈকায়নাবপীত্যমরঃ) একতানং একবিষয়ঃ (তজ্জ্ঞানং তাত্ম্যং
নিজকপটবাক্যস্ত জ্ঞানং) ॥ ৯৩ ॥

তস্মৈ সঙ্কোচকাত্যং বর্ণয়তি—সঙ্কোচাদিবেতি পদেন (তস্মিন্ গোষ্ঠে) ॥ ৯৪ ॥

শ্রীগর্গস্ত গমনসময়ে শ্রী ব্রজরাজস্য কৃত্যং মুনিবৃত্ত্যং বর্ণয়তি—চলনেত্যাদি পদেন ॥ ৯৫ ॥

তৎপরে, মুনি গর্গাচার্য্য ক্ষণকাল ব্যাপিয়া মৌনাবলম্বন পূর্বক বালক দুইটাকে
নিরীক্ষণ করিয়া বর্ণীকৃত চিত্ত হইলেন ॥ ৯২ ॥

তদনন্তর যত্নপি ঐ বালকদ্বয় বাল্যকালে পিতা মাতার সমুচিত স্নেহময়ভাবে
একাগ্র ছিলেন, তথাপি গর্গমুনি “ঐ দুইটা বালক আমার কপটবাক্য জানিতে
পারিয়াছেন” এইরূপ আশঙ্কা করিয়া সঙ্কুচিত হইয়াছিলেন ॥ ৯৩ ॥

তিনি যেন সঙ্কোচ বশতঃই গোপরাজ নন্দকে লক্ষ্য করিয়া আস্থা প্রদান
করিয়া চলিয়া গেলেন এবং চলিয়া গেলেও ঐ ন-কৃষ্ণগত তত্তৎ বিষয় তাঁহার মনে
সম্যক্ স্মৃতি পাইতে লাগিল; এমন স্মৃতি পাইল বাহাতে তিনি বোধ করিলেন
তিনি যেন ব্রজমধ্যেই বর্তমান আছেন ॥ ৯৪ ॥

কিন্তু গমনকালে শ্রীমান্ ব্রজরাজ স্বয়ং অনুগমন করিয়া বালকদ্বয়ের সহিত

ততশ্চাত্তনো মহতা স্প্রজস্বেন ব্রজ-রাজঃ স্বাস্তুরেবমাত্মান-
মামস্ত্য বদন্ননন্দ ।

পুত্রো লব্ধঃ স্মৃতিরাদিক্‌ঃ স মহন্তিরেবমাদিক্‌ঃ ।

অস্মাৎ পূর্ণানন্দাম্‌নুধ নমু নন্দপূর্ণোহস্মি ॥ ৯৬ ॥

অথ মুনয়ে সদাক্ষিণ্যায় দক্ষিণায় সদক্ষিণানাং গবামযুতং
প্রযুতঞ্চ গোপৈরিন্দ্রগোপবর্ণানাং স্বর্ণানাং পরোক্ষং
বিহাপয়ামাস — যথেষ্টং স্বীয়-পরকীয়-যজ্ঞযোগ্যং ক্রিয়তামিদ-
মিতি ॥ ৯৭ ॥

এবমুক্তা ত্রিগর্গে চলিতে সতি ত্রিভুজরাজ আত্মানং কৃতার্থং মন্তমানো যথাবর্ত্তত তদ্বর্ণয়তি—
ভক্তিসেতাদি নন্দপূর্ণোহস্মীত্যন্তেন । (স্বাস্তুরেব যন্ত অন্তঃকরণে, আদেশমাহ অস্মাদিত্যাদিনা)
এবং নারায়ণতুল্যেহেন মনুষ্য বুধ্যস্ব ॥ ৯৬ ॥

তদা কংসভয়াৎ দক্ষিণাং দাতুমসমর্থঃ পরত্রাতিশৃঙ্ষতং যথা শ্রান্তথা প্রেষয়ামাসেতি বর্ণয়তি—
ঋণেষ্টাদি গদ্যেন । সদাক্ষিণ্যায় সসারল্যায় । (সরলায়—“দক্ষিণে সরলোদারা” বিতামরঃ
প্রযুতং দশাবুতং) ইন্দ্রগোপবর্ণানাং ইন্দ্রগোপঃ অতিরক্তবর্ণঃ কীটবিশেষঃ, তদেব বর্ণানাং পরোক্ষ-
মন্ত্যগোচরং যথা শ্রাৎ (বিহাপয়ামাস দাপয়ামাস) ॥ ৯৭ ॥

অভিবাদন করিলেন । গর্গমুনিও “ধেনুগণ ও পুত্রবৃন্দের সহিত তোমার মঙ্গল
হউক আমি চলিলাম” এই কথা স্পষ্টরূপে কহিয়াছিলেন ॥ ৯৫ ॥

তদনন্তর নিজের সুন্দর পুত্র হওয়াতে ব্রজরাজ স্বীয় অন্তঃকরণেই আপনাকে
সংবোধন করিয়া বলিতে বলিতে আনন্দিত হইলেন ।

আমি বহুকালের পর প্রিয়পুত্র লাভ করিয়াছি এবং এই প্রকার পরিপূর্ণ
আনন্দ হেতু তুমি ইহাকে নারায়ণ তুল্য বলিয়া বিবেচনা কর, মহাজনগণও সেই
পুত্রকে এইরূপ আদেশ করিয়াছেন, সুতরাং আমি আনন্দে পরিপূর্ণ
হইলাম ॥ ৯৬ ॥

অনন্তর গোপরাজ অতি গোপনে গোপদ্বারা দক্ষিণার সহিত অযুত সংখ্যক
গো আর ইন্দ্রগোপ অর্থাৎ রক্তবর্ণ কীট সদৃশ বর্ণশালী লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা সারল্যপূর্ণ
ঊষারচেতা মুনবরকে প্রেরণ করিলেন এবং বলিয়া দিলেন “আপনি ইচ্ছা হইলে

অথ নিজ-দ্বিজ-স্বজনবর্গানাহুয় চ ভুয়ঃ প্রকটমেব বিশঙ্কট-
তত্ত্বমামকরণপর্বণা সর্বানানন্দিতবানিতি ॥ ৯৮ ॥

তদেবমবধারয়ন্ মধুকণ্ঠঃ সহবিস্ময়-গদগদকণ্ঠমাহ স্ম ॥ ৯৯ ॥

নান্ম প্রসিক্তিমন্ত্য প্রসাধয়তি নামকৃৎ ।

অহো কৃষ্ণস্য তৎকর্তা গর্গস্তেন প্রসিধ্যতি ॥ ১০০ ॥

অথ মধুকণ্ঠশ্চিন্তয়ামাস ;—“তস্মান্মন্দাত্মজন্তে যদপি হরি-
সম” ইতি যদুন্তং তত্ত্ব যুক্তমেবণ “নারায়ণসমো গুণৈঃ” রিতি হি

ততঃ পুত্রস্ত নামকরণবৃত্তান্তং পরমাত্মীয়ান্ বিজ্ঞাপয়ন্ যথা স্থয়ামাস তদ্বর্ণয়তি—অথ নিজে-
তাদি গদোন । বিশঙ্কটং বিশালং যম্মামকরণপর্ব তেন ॥ ৯৮ ॥

ততস্ত মধুকণ্ঠে! হর্ষভরেণ যদ্বাচ তদ্বর্ণয়তি—তদেবমিত্যাди গদোন ॥ ৯৯ ॥

তদ্বধুকণ্ঠবাক্যং বর্ণয়তি—নাম্যেতি পদোন । নামকৃৎ নামকর্তা, তৎকর্তা নামকর্তা ॥ ১০০ ॥

তদেবং চিন্তনদ্বারা মধুকণ্ঠঃ শ্রীনারায়ণাৎ শ্রীকৃষ্ণত্বাধিক্যং যম্মান্দিতবান্ তদ্বর্ণয়তি—অথৈ-

এই সকল বস্তু স্বকীয় এবং পরকীয়বস্তুর উপযুক্ত করিয়া ব্যবহার
করুন” ॥ ৯৭ ॥

তদনন্তর নিজ পুরোহিত ব্রাহ্মণ এবং আত্মীয় জনসমূহকে আহ্বান পূর্বক
পুনর্ব্বার সর্বসমক্ষে অতিবৃহৎ সেই সেই নামকরণ মহোৎসব দ্বারা লোক
সমুদায়কে আনন্দিত করিয়াছিলেন ॥ ৯৮ ॥

তদ্বিস্ময় এই প্রকার নিশ্চয় করিয়া মধুকণ্ঠ বিস্ময় এবং গদগদকণ্ঠসহকারে
কহিলেন ॥ ৯৯ ॥

নামকর্তা জন নানদ্বারা অন্তের প্রসিক্তিকে সাধন করেন । কিন্তু এখানে
আশ্চর্য্য এই যে, কৃষ্ণের নামকর্তা গর্গমুনি সেই নামকরণ দ্বারাই প্রসিক্ত
হইয়াছিলেন ॥ ১০০ ॥

অনন্তর মধুকণ্ঠ চিন্তা করিতে লাগিলেন ;—“অতএব হে নন্দ ! যদিচ
তোমার আত্মজ যে হরিসম” এই কথা বলা হইয়াছে, তাহা যুক্তই বটে, কারণ
“নারায়ণসমো গুণৈঃ” এই শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ স্কন্ধের ৮ অধ্যায়ে ১৩ শ্লোকে গর্গের
বাক্যও এইরূপই দৃষ্ট হইতেছে । “হরিসম” (হরির সমান হইয়াছেন যিনি)

+ তত্ত্ব যুক্তমেব । ইতি গৌরানন্দপুস্তকে নাস্তি । প্রকটক ইত্যাদিঃ পুনঃ ইত্যন্তঃ পাঠস্ত
মাষ্টপুস্তকে নাস্তি । অন্ততঃ সর্বত্রান্তি ।

শ্রীমদ্ভাগবতস্থং তদ্বাক্যমপীদৃশং দৃশ্যতে, তৎপুরুষ-বহ-
ব্রীহিভ্যাং শ্লিষ্টত্বাদশ্রাধিক্যঞ্চ লক্ষ্যত ইতি ঃ ॥ ১০১ ॥

শ্লিষ্টকণ্ঠঃ সানন্দমুবাচ-ততঃ শ্রয়তামুত্তরবৃত্তান্তঃ ;

যদবধি গর্গঃ প্রযবৌ ব্রজসদনাম্মাম নিশ্মায় ।

ক্রমতস্তদবধি পৃথুকাবভিমাণ্ডেতে স্ম তেন শ্বৈঃ ॥ ১০২ ॥

তাদি লক্ষ্যত ইত্যন্তেন গদ্যেন । অশ্রাধিক্যঞ্চ লক্ষ্যত ইতি তৎপুরুষে উত্তরপদার্থপ্রাধান্তে
স্বভাব এব হেতুত্বেন স্বীকৃতঃ, বহুব্রীহৌ তু উত্তরপদার্থপ্রাধান্তং লাক্ষণিকমেব “অন্তপদার্থো
বহুব্রীহি”রিতি সূত্রাৎ, অতো নির্দিষ্টাপেক্ষয়ানির্দিষ্টস্ত বলবদ্ভাদত্র বহুব্রীহিরেবেতি গ্রন্থকৃতামভি-
প্রায়ঃ ॥ ১০১ ॥

ততঃ শ্লিষ্টকণ্ঠো যদকথয়ত্ত্বর্ঘ্যরতি—সানন্দমিত্যাদি গদ্যেন । পৃথুকৌ রামকৃষ্ণৌ তেন
ব্রজস্ত রাজা (জাতাবেক ইং তেন তেন নাম্নেত্যর্থঃ) শ্বৈরাষ্ট্রীয়ৈশ্চ ॥ ১০২ ॥

এই বষ্টীতৎপুরুষ “হরিসম” (হরি হইয়াছেন সমান যাহার) তিনি হরিসম এই
বহুব্রীহি সমাস দ্বারা পদটী শ্লেষযুক্ত হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণের আধিক্যই লক্ষ্য হইতেছে ।
অর্থাৎ নারায়ণ অপেক্ষা উৎকর্ষ প্রকাশ পাইতেছে ॥ ১০১ ॥

এই কথা বলিয়া শ্লিষ্টকণ্ঠ আনন্দ সহকারে কহিলেন, তাহার পর বাহা হইয়া-
ছিল বলি শ্রবণ করুন ।

‡ প্রকটকোবাচ—ননু নামকরণং বিশিষ্য ন প্রোক্তমন্নপ্রাশনস্ত ন কিস্বিদপীতি । তচ্চ তচ্চ
সুত্মমানতয়া প্রস্তুয়ত ।

শ্লিষ্টকণ্ঠঃ সহাসমাহ স্ম

তন্মামকরণঞ্চান্নপ্রাশনঞ্চ ব্রজে মহঃ যাতমস্মন্ননোরাজাং ন পৃথক্ স্তোতুমীশ্মহে তদিদং
প্রোচ্য পুনঃ” ॥

ইতি গৌরানন্দ-বৃন্দাবন-পুস্তকাধিক-পাঠঃ ।

তৎ তস্ত প্রসিদ্ধং বা । নাম্নাং করণং যত্র, অন্নস্ত প্রাশনং যত্র, তচ্চ তচ্চেতি
বিশেষণদ্বয়েণ বিশেষ্যস্তাপি মহঃ উৎসবস্ত দ্বৈবিধ্যভাভঃ । বষ্টীতৎপুরুষেণ বা তদ্বয়মেব
মহোদয়মিত্যাদি তদারোপেণ মহাসন্তুতদায়কত্বাদ্বাঞ্চাদ্যতিশয়জনক ইং সূচিতং । তচ্চ মহোহস্মাকং
মনোরাজাং মনোহভিলাসবিষয় ইং, জাতং প্রাপ্তমিত্যেনে তস্তাপ্যতিমহত্বং দ্যোতিতমতো ন
পৃথক্ স্তোতুমীশ্মহে মহন্তুৎসব তেজসোরিতি নানার্থঃ । প্রযুক্ত্য কর্তৃপদং । নিজাভিমানবিষয়ো
কারিতাবিত্যর্থঃ । অধিক পাঠস্বার্থোহয়ং ।

স্পষ্ট করিয়াও বলিলেন ;—নামকরণ বিশেষ করিয়া বলা হয় নাই । অন্নপ্রাশন ত কিছুই বলা

যথা ;—উৎকর্ণতা নিশমনং নয়নাভিমুখ্যং

স্বভ্রাতৃনাম্নি চ নিজাস্বয়ভাগরীতিঃ ।

তত্তদ্বিবিক্তিমভিব্যক্তিমাধুরী চ ঃ

স্বানত্র কৃষ্ণ-বলয়োর্বলবৎ পুষ্পোষ ॥ ১০৩ ॥

উদীক্ষ্য মধুরং মুখং সুখচরিয়ুঃ কৃষ্ণাখয়া

তদা জনকদিষ্টয়া তনয়মিচ্ছমাছুয় তম্ ।

যশসমপি উত্তরবৃত্তান্তং বর্ণয়তি—উদিতাদি পদ্যেন । তত্তদ্বিবিক্তিমভি তত্তদ্বিবিক্তিমভি
অভি লক্ষ্যকৃত্য (স্বান্ স্বীয়ান্ পুষ্পোষ হৃদয়ীততাং প্রাপয়ামাস) ॥ ১০৩ ॥

ঈব্রজেষুখাঃ সৌভাগ্যং কিয়দ্বর্ণনীয়ং, মাপি ভবনে স্থং ততানেতি বর্ণয়তি—উদীক্ষ্যতি
পদ্যেন । * অমৃতভূতপ্রভা শ্রীমমেঘকাণ্ডিঃ ॥ ১০৪ ॥

যে অবধি গর্গমুনি নামকরণ করিয়া ব্রজভূমি হইতে চলিয়া গেলেন সেই
হইতে ব্রজরাজ ও আশ্বীয়জন সকল ক্রমে ক্রমে সেই সেই নামদ্বারা অর্থাৎ
'রাম কৃষ্ণ' এই বলিয়া বালকদ্বয়কে ডাকিয়া আদর করিতে লাগি-
লেন ॥ ১০২ ॥

যথা—উৎকর্ণ করিয়া বাক্যশ্রবণ, নয়নে নয়নে আপনার অভিমুখতা, কোন
ব্যক্তি এক ভ্রাতার নাম ধরিয়া আহ্বান করিলে তাহাতে যেন আমাকেই
আহ্বান করিতেছে বলিয়া বোধ করা, আর সেই সেই নির্জনস্থানকে লক্ষ্য করিয়া
ভূষণ সকলের স্বাক্ষর মাধুরী, কৃষ্ণবলরামের এই সকল বিষয় এই স্থানে আশ্বীয়-
দিগকে বলবৎ পরিপুষ্ট করিয়াছিল, অর্থাৎ রাম কৃষ্ণের উল্লিখিত বালাচরিত্র দর্শনে
আশ্বীয়বর্গ সমধিক ভাবে আনন্দ দ্বারা হৃদয়কে পূর্ণ করিয়াছিলেন ॥ ১০৩ ॥

সুখসঞ্চারিত মধুর মুখ নিরীক্ষণ করিয়া নন্দমহারাজের আদেশমত কৃষ্ণ নামে
হয় নাই। কিন্তু সেই সেই বিষয়ের প্রশংসনীয়রূপে প্রস্তাব করুন। স্মিতকণ্ঠ হাস্ত করিয়া
বলিলেন—

সেই নামকরণ ও অনুরোধ এই দুইটি প্রজের-উৎসবরূপে সম্পন্ন হইবে; বস্তুতঃ ইহাই
আমাদের মনের অভিলাষ, ইহা ভিন্ন অণু বিঃ-এর প্রস্তাব করিতে আমরা সমর্থ নহি।

(গৌর ও আনন্দপুস্তক)

‡ “বিক্তিমভিব্যক্তিমাধুরী চ” ইতি বৃন্দাবন-নন্দ-গৌর-পাঠঃ ।

* দিষ্টয়া—আদিষ্টয়া। প্রস্তুতাতা যোগদা তনয়মুগদর্শনাদিকং কৃষ্ণা জগতি নিখিল

তদীয়-কল-হুঙ্করীরাপি নিশম্য রম্যাকৃতীঃ

প্রসূরমৃতভূংপ্রভা জগতি শর্ম্ম সা নিশ্মমে ॥ ১০৪ ॥

অথাত্রজদ্ভুতমিব রিঙ্গ-রঙ্গতাং

তয়োত্রজেশ্বরসদনাঙ্গগন্ধিতিঃ ।

সমেত্য তৌ চরণচরার্ভকা মুহু-

র্বিবেলভিরে সুখমভিলেভিরে ততঃ ॥ ১০৫ ॥

অত্র গায়ন্তি চাদ্যাপি ।

রিঙ্গণকেলি-কূলে জননীসুখকারী ।

তৎপ্রাঙ্গণস্ত সৌভাগ্যং বর্ণয়তি অধেতি—পদ্যেন । আরজং প্রাপ্তঃ, রিঙ্গরঙ্গতাং রিঙ্গরঙ্গ হস্তপাদাভ্যাং চলনস্ত বিহরণস্থানতাং, তয়োঃ রামকৃষ্ণোঃ, চরণচরার্ভকাঃ চরণাভ্যাং চরো গতি র্থেবাং তে চ তে, অর্ভকাশ্চেতি তে বিলেভিরে প্রাপুঃ সুখমভিলেভিরে সুখাতিশয়ং প্রাপ্তবন্তঃ (ততঃ তাভ্যাং) ॥ ১০৫ ॥

(জামুপার্ণিভির্গমনঃ রিঙ্গণং, তদ্বিলাসাতিশয়সময়ে) হসিতলসিতোতি হাস্ত-প্রদর্শনেন শতজনানাং তাপনানী (জয়—ভূমিতি কর্তৃপদং উক্তং । অস্ত্র বিশেষণানি সর্বত্র প্রথমান্তপদানি)

সেই প্রিয়পুত্রকে ডাকিয়া এবং পুত্রের শ্রবণ-রসায়ন অব্যক্ত ধ্বনির হুঙ্কার সকল শ্রবণ করিয়া তৎকালে তদীয় শ্রামমেধকাস্তি জননী জগতে সুখ রশ্মি বিস্তার করিয়াছিলেন ॥ ১০৪ ॥

অনন্তর ব্রজরাজের গৃহাঙ্গণ ভূমি শীঘ্রই যেন রামকৃষ্ণের রিঙ্গরঙ্গতা হস্তপদ দ্বারা চলাচলের বা হামাগুড়ি দিবার রঙ্গ ভূমি হইয়া উঠিল এবং তৎকালে পাদচারী বালকগণ আসিয়া বারম্বার কৃষ্ণবলরামের সঙ্গে যোগ দিয়া সুখাতিশয় লাভ করিয়াছিল ॥ ১০৫ ॥

এই বিষয়ে কবিগণ আজ পর্য্যাস্তও গান করিয়া থাকেন যথা—

হে হরে ! তুমি বলদেবের সহিত জয়যুক্ত হও । তুমি রিঙ্গণ অর্থাৎ হস্ত পদ

ব্রজজনে সুখং নির্মিতবতী । যতোহমৃতভূং পরিপূর্ণচন্দ্রঃ তন্তুল্যা সা তদানীমতিসুখময়ন্থেহাদি মূর্ত্তিতয়া প্রসিদ্ধোত্যয়ঃ । সুখচরিত্ত্ব আনন্দজনকং জনকদিষ্টয়া পিতাদিষ্টয়া নিশম্য শ্রবোত্যর্থঃ ।

হসিতলসিত-শতজন-তাপহারী। ‡

বলয়িতবাল্যবিলাস জয় বলবলিত হরে ॥ ৬৮ ॥

কিঙ্কিণীগণগণনে লকুং স্তবরত্নং।

চরণযুগং ক্রময়ন্ততিযত্নং ॥

অঙ্গণসজ্জঙ্গমবিশঙ্কং।

খেলিতকুতুকাদগণিতপঙ্কং ॥

অকলিতজনমিলনে হিতং পরিচিতবান্।

অতি সত্ত্বরগতি মাতরমিতবান্।

অস্বাস্তনবসনে নিজগোপনকারক।

বদন-প্রস্নুতকুচযুগ-ধারণক ॥

হরিবদবয়বৈর্বিবরচিতরুচিকর্দমং।

অস্মা লঘু লঘু কৃতমলিনিমশং।

বলবলিত-বলরামেণ সংযুক্তঃ। ক্রময়ন্ত চলয়ন্ত অঙ্গণসমূহে যজ্জঙ্গমং চলনং তস্মিন্ বিশঙ্কং যথা স্ত্রাং।
অগণিতঃ পঙ্কে যত্র তদযথা স্ত্রাং। ইতিবান্ প্রাপ্তবান্। অর্থেতি মাতৃস্তনবস্ত্রেণাচ্ছাদিত অম্বরায়

দ্বারা গমন ক্রীড়ায় জননীর স্তব বিধান কর। বাল্যবিলাস প্রকটিত করিতেছ, নিজ হস্তবিলাস দেখাইয়া শত শত জনের তাপ নাশ করিতেছে। কিঙ্কিণী-মালার শব্দে স্তবতিশয় লাভ করিবার নিমিত্ত অত্যন্ত যত্নসহকারে চরণ-যুগল চালনা করিতেছ। প্রাঙ্গণসমূহে নির্ভয়ে গমন করিতেছ। খেলিবার কৌতুক-নিমিত্ত পঙ্কেও গণনা করিতেছ না। অপরিচিত জনসকলের সহিত মিলন হেতু হিতের চেষ্টা করিতেছ। অতিদ্রুত গমনে জননীর নিকট গমন করিতেছ, জননীর স্তন্যচ্ছাদন বসনে আয়োগোপন করিতেছ। মুখ দিয়া দুগ্ধস্রাবী স্তনযুগল ধারণ করিতেছ। সিংহের দ্বারা অবয়ব সমূহে রুচিরূপক কর্দম লিপ্ত করিতেছ। জননী

‡ দ্বিতীয়-চরণস্ত গৌর পুস্তকে এবং দৃশ্যতে, যথা—ব্রজদৃশি স্কৃততন্দ্রদবতারী। ইতি।

ব্রজজনানাম দৃশি পুণ্যেন প্রকাশমানন্দাসৌ সর্বধাশেন পরিপূর্ণশ্চেতি ইত্যর্থঃ।

এক-স্তনধয়নে কলয়ন্ স্তনমগ্নং ।

নিজমুখরুচিপ্রস্রমরস্তগ্নং । ইতি । ততশ্চ ঃ ॥ ১০৬ ॥

বর্ষপঞ্চকম্নুশ্বলেদ্বয়-

স্তত্ব তত্র যম্নুদ্বয়োস্তয়োঃ ।

কিস্ত ন শ্বলতি তৎকিশোরতা ।

যা গতাগমিদশাতিরস্করী ॥ ১০৭ ॥

লঘুলবুকুতো যো মলিনিমা কর্দ্দমকৃতস্তেন শং সৌন্দর্য্যঃ যত্র তদ্ব্যথা স্তাৎ । ধয়নং পানং । কলয়ন্ ধারয়ন্ ॥ ১০৬ ॥

রামকৃষ্ণয়োর্বয়ঃপ্রবেশে বৈশিষ্ট্যং বর্ণয়তি বর্ধেত্যাदि পদোদ্যন । বর্ষপঞ্চকং লক্ষীকৃত্য সর্বেষাং শৈশবং বয়ঃ শ্বলেৎ নিবর্ত্ততে, তয়োদ্বয়োঃ রামকৃষ্ণয়োঃ তন্তু শৈশবং বর্ধয়ন্নু-শ্বলেৎ অপগতং বভূব । তয়োঃ কৈশোরস্ত অতিরস্করী গতদশা আগামিদশা চ ন শ্বলতি ভক্তভেদে তয়োঃ ক্ষেপ্তেঃ । যদ্বা গতাগমিদশয়োঃ তিরস্করী যা কিশোরতা সান শ্বলতি নিত্য-কৈশোরত্বাৎ (অতীত-ভবিষ্যদরস্থানোপকরণী তস্তা এব নিত্যস্থায়ীত্বাৎ) ॥ ১০৭ ॥

কর্তৃক অল্পে অল্পে লালন জনিত মলিনিমা ও সৌন্দর্য্য সহকারে একটী স্তন পান করিতে গিয়া সেইরূপ আর একটী স্তন ধারণ করিতেছ । আর নিজ মুখের রুচি অনুসারে এই স্তনের দুগ্ধ বিস্তারিত হইয়া পতিত হইতেছে ॥ ১০৬ ॥

অপিচ পাঁচবৎসর পর্য্যন্ত সকলেরই শৈশব অর্থাৎ কোমার কাল থাকে, তাহার পর সকলেরই শৈশব নিবৃত্ত হয়, রাম কৃষ্ণের সেই শৈশব কাল তিন বৎসরের মধ্যেই অপসৃত হইয়াছিল । কিন্তু অস্ত্রের ত্রায় তাঁহাদিগের কৈশোর দশার তিরস্করী শৈশব দশা এবং আগামিনী অর্থাৎ ভাবিনী দশা অতীত হইতে

‡ কিষ্কিণী ইত্যারভ্য স্তম্ভমিত্যস্তং যাবৎ গদাং বৃন্দাবন-গৌরানন্দপুস্তকেষু নাस्ति । তত্র তু এবশ্বিধমেব, যথা—কিষ্কিণীগণরণে হৃদিরুচিধারী । পদযুগলান কুতুকবিহারী ॥ গেপ্তসকীর্ণি ভবে পক্ষে লঘুচারী । বারণ-কারণ-বাগতিচারী । অকলিতজনমিলনে তন্মাদপসারী । জননীং প্রতি গতিচাপলভারী । জননী-স্তনবদনে ভয়ভাগমুহারী । তত্র পয়োঃসবিসরাহারী ॥ বপুৰি হৃদা মলিনে মুদ্রতাপবিহারী । জননীকরকৃতমুজরাহারী ॥ অপি তন্মাবলনে স্তনপামনুকারী । জননীশ্মিতপতদমৃতাসারী ॥

যথানন্তরমাহ ॥

“কালেনাল্লেন রাজর্ষে রামঃ কৃষ্ণশ্চ গোকুলে।

অঘৃষ্টজানুভিঃ পদ্মি কিঞ্চক্রমতুরঞ্জসা।” (*)

যথা চ শম্বরগৃহাৎ প্রথমবয়সঃ প্রত্নান্নশ্রাগমনসময়ে প্রাহ—

“কৃষ্ণঃ মত্না স্ত্রিয়ো হ্রীতা নলিন্যাস্তত্ৰ তত্ৰ হে”তি ॥১০৮॥

তত্ৰ চ, ন নব্যাদেযৌবনাদন্যাবস্থা তস্মেতি যন্মতং।

বর্জয়ত্যঙ্গবৃদ্ধিং তন্ন মাধুরীসমর্জনং ॥

তত্ৰ আমাণ্যায় শ্রীভাগবতীয়-পদ্যমুখ্যাপর্যতি --কালেনেত্যাদি ॥ ১০৮ ॥

বালেহপি যৌবনমাধুর্যং তস্মাঃ সদা বিরাজতে ইতি সিদ্ধান্তমুদঘাটয়তি-- ন নবাদিত

পারে নাই। যেহেতু ভক্তগণের ভাবানুরোধে সৰ্বদাই উভয় দশার স্ফুৰ্ত্তি হইয়া থাকে। অথবা নিত্যকৈশোর হেতু তাঁহাদিগের কিশোরতা স্থলিত হয় নাই ॥ ১০৭ ॥

অনন্তর শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের -ম অধ্যায়ে ১৯শ শ্লোকে বলিয়াছেন যথা—“শুকদেব কহিলেন, হে রাজর্ষে! অল্পকাল মধ্যেই রাম এবং কৃষ্ণ য য বলে জানুকর্ষণ বাতিরেকে পদবয় দ্বারা ব্রজপুর মধ্যে চলিয়া বেড়াইতে আরম্ভ করিলেন।”

অপিচ, প্রথমবয়োগুক্ত প্রত্নান্ন যখন শম্বরদৈত্য-গৃহ হইতে আগমন করেন, তৎকালে শুকদেব বলিয়াছেন, অর্থাৎ দশমস্কন্ধে ৫৫ম অধ্যায়ে ২১শ শ্লোকে শুকদেবের উক্ত আছে যথা—“প্রত্নান্নকে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণবোধে জ্ঞীগণ মনে করিণেন এবং তন্মধ্যে যিনি যে স্থানে ছিলেন তিনি সেই সেই স্থানে লজ্জার লুকাগ্নিত হইলেন ॥ ১০৮ ॥”

বাল্যকালেও নবায়ৌবন ছিল অর্থাৎ কৈশোর দশা হইতে তাঁহাদিগের অল্প দশা হয় নাই, ইহা যখন স্বীকৃত আছে, তখন নবায়ৌবন সম্বৃত্ত মাধুরী অঙ্গবৃদ্ধি পরিত্যাগ করে নাই।

(*) অঞ্জসা ইত্যত্র ওজ্জসা ইতি গৌরানন্দ পুস্তক পাঠঃ। অঞ্জসা ইতি দু বৈকব ভোষণ্যাং পাঠান্তরদ্বেন স্বীকৃতঃ।

যতঃ প্রিয়জনভাবভাবিত এব তস্মাবির্ভাব ইত্যবাদি স্ম(স্ম) ।

তত্র তদ্ভাবো যথা ॥ ১০৯ ॥

উৎকণ্ঠা বষ্টি তৃপ্তিং স্ববয়িতুমভিতঃ সা তু শশ্বৎকৃশন্তী
তামেবোচ্চৈৰ্বকারেঃ স্ববয়তি ঝটিতি প্রেমভাজাং জনানাং ।
যদ্যপ্যেবং তথাপি প্রথমজ-বয়সস্তু ক্ৰ্গাং তত্তদীহাং
নোষ্টস্তে স্তৃষ্টু কিস্ত প্রস্মরমধুরিম্ণ্যেবতাং নিশ্চিন্মাতে ॥ ১১০ ॥

পদ্যেন । (নবাং—কৈশোরাং । তৎ—যস্মতং) মাধুর্যসমর্জনং যৌবনোদ্ভবমাধুর্যবৃদ্ধিঃ, অঙ্গবৃদ্ধিঃ
ন বর্জয়তি । অস্তথা বাল্যাদিলীলানামসিদ্ধিঃ স্মাং । তত্র যুক্তিং বর্ণয়তি—যত ইত্যাদি ॥ ১০৯ ॥

প্রেমভাজাং তং ভাবং বর্ণয়তি—উৎকণ্ঠেত্যাদি পদ্যেন । (বকারেঃ শ্রীকৃষ্ণস্ত প্রেমভাজাং
জনানাং উৎকণ্ঠা তৃপ্তিং স্ববয়িতুং স্তৃলাং কর্তুং অভিভঃ সৰ্ব্বতোভাবেন বষ্টি স্পৃহয়তি) প্রেমভাজা-
মুৎকণ্ঠা তত্র পরিতোষং স্থিরীকর্তৃং বষ্টি কাময়তে সা তু তৃপ্তিঃ অপুষ্টা তামুৎকণ্ঠামতিস্থিরী-
করোতি । প্রথমজবয়সো বাল্যাং নোষ্টঃ স্তৃষ্টু ন উষ্টঃ । বশ কাস্তৌ ধাতুঃ । তে উৎকণ্ঠাতৃপ্তী
(তত্তদীহাং উৎকণ্ঠাতৃপ্ত্যন্তত্বেষ্টাং) প্রস্মরমধুরিম্ণি প্রস্মরং কোমলং ॥ ১১০ ॥

একুপ সিদ্ধাস্ত না করিলে বাল্যাদি লীলা সকল অসিদ্ধ হইয়া পড়ে, কারণ,
শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়জনের ভাবে ভাবিত হইয়াই আবির্ভাব করেন । ইহাই কথিত
আছে ॥ ১০৯ ॥

তদ্বিষয়ে তাঁহাদিগের ভাব যথা—শ্রীকৃষ্ণ প্রেমিক জনগণের উৎকণ্ঠা তৃপ্তিকে
স্থূল অর্থাৎ বৃহৎ করিবার নিমিত্ত সৰ্ব্বতোভাবে ইচ্ছা করিয়া থাকে, কিন্তু সেই
তৃপ্তি আবার প্রতিক্ষণে কৃশত্ব প্রাপ্ত হইয়া শীঘ্র সেই উৎকণ্ঠাকেই অধিকরূপে
স্থূল করিয়া দেয় । যত্বপি এইরূপ ঘটয়া থাকে সত্য, তথাপি সেই উৎকণ্ঠা
এবং তৃপ্তি প্রথমজনিত কৈশোর বয়স হইতে পরবর্ত্তিনী উৎকণ্ঠা এবং তৃপ্তি তত্তৎ
চেষ্টা ভাল করিয়া ইচ্ছা করে না কিন্তু কোমল মাধুরীতেই তত্তৎ চেষ্টা নির্মাণ
করিয়া থাকে* ॥ ১১০ ॥

* শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমিকগণের মনে উৎকণ্ঠা উপস্থিত হইলে তৃপ্তির আশা হয়, তৃপ্তি আবার ক্রীণ
হইয়া উৎকণ্ঠাকে বর্দ্ধিত করে, অর্থাৎ উক্ত ভাবদ্বয়ের মধ্যে একটা ক্রীণ করিতে উদ্যত হয়, কিন্তু
কার্যতঃ তাহার বিপরীত হয় । তাৎপর্য এই যে প্রাথমিক কৈশোর বয়সের বে উৎকণ্ঠা ও

অথ কালেনাগ্নেনেত্যাদৌ লীলায়াঃ সাধুরীতি-মধুরতা
স্বাদ্যতাং ॥ ১১১ ॥

তত্র গতিশিক্ষা যথা—

হস্তত্যাগময়ে নব্যে সংস্বে গতি-শিক্ষণে ।

যশোদা-কৃষ্ণয়োজীয়াং স্থলনারম্মতস্তুরা (*) ॥ ১১২ ॥

দ্বিত্রৈকমং গতঃ কৃষ্ণশ্চলিতঃ স্থলনে রুদন্ ।

পুত্র পুত্রোতি চুম্বন্তীমম্বামালোলয়মুহঃ ॥ ১১৩ ॥

অধুনা বাল্যলীলাং বর্ণয়িতুং প্রক্রমতে— অথৈতাদি গদ্যেন ॥ ১১১ ॥

তত্র গতিশিক্ষাং হস্তেত্যাদি চতুঃশ্লোকৈর্বর্ণয়তি ॥ ১১২ ॥

(যৌ বা ত্রয়ো বা ক্রমাঃ পাদবিক্ষেপা যত্র ৩৭স্থানং) আলোলয়ন্ চঞ্চলয়ন্ ॥ ১১৩ ॥

অনন্তর দশম স্কন্ধের ৮ম অধ্যায়ে ১৯শ শ্লোকে “কালেনাগ্নেন রাজর্ষে” ইত্যাদি শ্লোককে আরম্ভ করিয়া লীলার সাধুরীতির মধুরতাকে আশ্বাদন কর ॥ ১১১ ॥

বাল্যে গতি শিক্ষা যথা—

জননী শ্রীকৃষ্ণকে হস্ত ধরিয়া প্রথম গমন শিক্ষা দিতেছেন, গমনটী পরিচিত অর্থাৎ ঠিক হইল কি না ইহা পরীক্ষা করিতে সময়ে সময়ে কৃষ্ণের হস্ত ছাড়িয়া দিতেছেন। অথচ কৃষ্ণ ভূতলে পতিত হইতে উত্তত হইলে জননী তাড়াতাড়ি কৃষ্ণকে ধরিতে যাইতেছেন, কৃষ্ণও পতনভয়ে জননীর হস্ত ধরিতে তাড়াতাড়ি করিতেছেন। জননী ও কৃষ্ণের এই তাড়াতাড়ি ভাবটী প্রাণের আবেগময় ও অতি সুন্দর। সুতরাং ঐ সম্বন্ধে ভাবের জয় হউক ॥ ১১২ ॥

শ্রীকৃষ্ণ দুই তিন পদ গিয়া পতিত হইয়া রোদন করিতে থাকেন। পুত্র !

তৃপ্তি, তাহারা শ্রীকৃষ্ণের বর্জনান বয়োহবস্থাতেই পূর্ণ হয়, পরবর্তি অবস্থাকে কামনা করে না। মর্ম্মার্থ এই যে ;—শ্রীকৃষ্ণের রূপদর্শনকালে ভক্তের দৃষ্টি যখন যে সঙ্গে পতিত হয় তাহাতেই মগ্ন থাকে, তাহা ত্যাগ পূর্ব্বক অস্ত্রাঙ্গে যাইতে পারে না, বয়ঃক্রমধর্ম্মেও ঠিক সেইরূপ। এইরূপ হইবার কারণ শ্রীকৃষ্ণের রূপাদি অলৌকিক সৌন্দর্য্যযুক্ত। এতদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের উক্ত ধর্ম্ম চমৎকার-কারীও অদৃষ্টপূর্ব্ব ভাবের উৎপাদক এবং শ্রীকৃষ্ণও জগন্নাথমোহনের মোহন। ইহাই শেষ সিদ্ধান্ত।

(*) পুত্রে স্থলতি সা জীয়াত্মাতুঃ পুত্রস্ত দ্বেরা। ইতি দ্বিতীয়াঙ্কপাঠঃ বৃন্দাবনানন্দগৌর-পুঙ্ক্তকেশু।

কিঞ্চিদূরং যদানঞ্চ স্বকতেজঃপ্রপঞ্চকঃ । (†)

‡ তদা পশ্যন্ প্রসুবক্তং স্ততস্মিতমমৃদৎ ॥ ১১৪ ॥

দূরং মাতুৰ্যদা যাতি তদাসৌ মম্বরায়তে ।

সগীপস্ত যদা তর্হি স্ময়মানা (নো) দ্রুতায়তে ॥ ১১৫ ॥

গীঃশিক্ষা যথা—

প্রথমমগ্রজস্ত তুণ্ড-পুণ্ডরীকে, ক্ষরদক্ষরমধুমধুরে জাতে

তম্নুজাতমপি ধাত্র্যা লাপয়ামাস ॥ ১১৬ ॥

আনঞ্চ জগাম । স্ততস্মিতং ক্ষরিতং মৃদুহাস্তং যত্র তৎ ॥ ১১৪ ॥

(মাতুঃ সকাশাদূরে) অসৌ মাতা মম্বরায়তে বিলম্বমিব আচরতি ॥ ১১৫ ॥

তত্র ব্রজেষব্যঃ কৃত্যং বর্ণয়তি প্রথমমিত্যাদি গদ্যেন । তুণ্ডপুণ্ডরীকে মুখপদ্মে ক্ষরদক্ষরমধু-
মধুরে—ক্ষরন্তি যান্ত্রক্ষরাপি তাস্যেব মধুনি ৬৩মধুরে । লাপয়ামাস অবাচয়ৎ ॥ ১১৬ ॥

পুত্র ! বলিয়া জননী চুখন করিলে, তিনি তাঁহাকে বারবার বাতিবাস্ত করিয়া
ছিলেন ॥ ১১৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণ যখন স্বীয়তেজঃ প্রকাশ করিয়া কিঞ্চিদূরে গমন করিতেন, তখন
তিনি জননীর মৃদুমধুর হাস্তক্ষরগযুক্ত মুখ দেখিয়া তাঁহাকে প্রমোদিত
করিতেন ॥ ১১৪ ॥

যখন কৃষ্ণ জননীর নিকট হইতে দূরে গমন করেন, তখন মাতা স্থির হইয়া
বিলম্ব করিতে থাকেন, কিন্তু যখন কৃষ্ণ জননীর কাছে আইসেন তখন মাতা
মৃদুমধুর হাস্ত করিয়া দ্রুতগমন করেন ॥ ১১৫ ॥

বাক্য-শিক্ষা যথা—

প্রথমে জ্যেষ্ঠ রামের মুখপদ্ম নির্গলিত অক্ষররূপ মধুধারা মধুর হইলে অর্থাৎ
রামের মধু অপেক্ষাও মধুর মুখপদ্ম হইতে অর্দ্ধফুট কথা বহির্গত হইতে আরম্ভ
হইলে ধাত্রীগণ অমুজ কৃষ্ণকেও ঐ কথা বলাইয়াছিলেন ॥ ১১৬ ॥

(†) প্রকাশক ইতি আনন্দ পুস্তকে ।

(‡) তদাপশ্যন্ ইত্যত্র “স্থিরীভূয় প্রসুবক্তঃ সস্মিতং স বালোকত” ইতি গৌরানন্দপুস্তক পাঠঃ ।

যত্র চ

মা মা তা তা ইতি বচঃ পঠ্যম্ভদতমুজ্জ্বলঃ ।

আনন্দার্থমভূৎ পিত্রো ব্রজস্য নিখিলস্য চ ॥ ১১৭ ॥

অর্কোদিতানাং দন্তানামক্ষরাণাং তথা ততিঃ ।

চিত্রীয়ামাস কৃষ্ণস্য যত্রাচিত্রীয়ত প্রসূঃ (ক) ॥ ১১৮ ॥

ঈশীথাঃ কিং জগত্যাশ্রয়ঙ্কুন্ পাশ্বসি নঃ কিমোম্ ।

ইত্যাদি মাতৃস্বতয়োঃ সম্বাদদভূদ্বিহ (খ) ॥ ১১৯ ॥

তদেবং বাক্যশিক্ষণে শ্রীকৃষ্ণেন সর্বেষামানন্দদানং কৃতং তদ্বর্ণয়তি—মামিত্যাदि चतुः-
पद्येन ॥ ११७ ॥

(চিত্রমাশ্রয়ামিবাচচার। “ডোপমানাদাচারে ক্য” ইতি সূত্রেণ সিদ্ধং) অচিত্রীয়ত আশ্রয়ামিতা
বভূব ॥ ১১৮ ॥

ঈশীথাঃ সমর্থো ভবেৎ । পাশ্বসি রক্ষিষ্যসি । সম্বাদবৎ প্রশস্তবাক্যমিব (গীঃশিক্ষায়ঃ) ॥ ১১৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণের বাক্যশিক্ষায়, নন্দতনয় “মা, মা, তা, তা” এইরূপ বাক্য উচ্চারণ
করিয়া জনক জননী এবং সমস্ত ব্রজবাসিলোকদিগের আনন্দের কারণ হইয়া
ছিলেন ॥ ১১৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণের অর্দ্ধপরিষ্কৃত দন্তপঙ্ক্তি এবং অর্দ্ধপরিষ্কৃত অক্ষরপঙ্ক্তি বেন
আশ্রয়রূপ হইয়াছিল, যাহাতে মাতাও আশ্রয়ামিত হইয়াছিলেন ॥ ১১৮ ॥

মাতা । অরে কৃষ্ণ ! তুই কি জগতে সমর্থ হইবি ?

কৃষ্ণ । ওং অর্থাৎ হাঁ ।

মাতা । অরে ! আমাদের বন্ধুসকলকে কি রক্ষা করিতে পারিবি ?

কৃষ্ণ । ওং অর্থাৎ হাঁ ।

এইরূপ বাক্য শিক্ষাবিষয়ে জননী এবং পুত্রের প্রশ্ন উত্তর প্রশস্ত-বাক্যের ভ্রায়
হইয়াছিল ॥ ১১৯ ॥

(ক) “যত্রাচিত্রায়ত প্রসূঃ” ইতি গৌরানন্দ-পাঠঃ ।

(খ) “সম্বাদবদভূদ্বিহ” ইতি গৌরানন্দ-বৃন্দাবন-পাঠঃ ।

অজ্ঞাতবাচং শুকবৎ পঠন্তুং বিশেষপৃচ্ছাকৃতি-তর্জনীকম্ ।
ধাত্রীজনাধ্যাপিতবাক্ প্রচারং ব্রজশ্চ ভাগ্যং পরিতঃ স্মরামি ॥ ১২০ ॥

নামগ্রাহং তদা প্রাহ রামঃ কৃষ্ণঃ শনৈঃ শনৈঃ ।

কৃষ্ণে রামমথার্থ্যেতি মাতৃগাং পরিশিক্ষয়া ॥ ১২১ ॥

তদা চ—

পৃচ্ছন্ত্য। বুদ্ধয়াঙ্গানি যদা কিমপি পৃচ্ছ্যতে ।

তদান্ধাশিক্ষয়া(ক) বালুঃ স তাং মুহুরতাড়য়ৎ (খ) ॥ ১২২ ॥

(অজ্ঞাতবাচং—অজ্ঞাতা চাসৌ বাক্ চেতি তাং) বিশেষ্যেতি । বিশেষপৃচ্ছায়াং কৃতিতর্জনী
বস্ত তং । ভাগ্যং ফলভূতং ॥ ১২০ ॥

তদা রাম-কৃষ্ণয়োর্নামগ্রহণপূর্বকং পরস্পরবচনং বর্ণয়তি—নামগ্রাহমিতি পদ্যোন । (দ্বিতীয়া-
স্তাক্ষাত্তোল্পগম্ সমাসস্ত বেত্যনেন চণম্, ততশ্চ নাম গৃহীত্বৈত্যর্থঃ) আৰ্য্য ! জ্যেষ্ঠভ্রাতঃ ! ॥ ১২১ ॥

অথ শৈশবচাপল্যং বর্ণয়তি—পৃচ্ছন্ত্যেতি পদ্যোন ॥ ১২২ ॥

যিনি শুকপক্ষির ছায় অজ্ঞাত বাক্য উচ্চারণ করিতেন, বিশেষ প্রশ্ন করিলে
যাঁহার তর্জনী অঙ্গুলী নৈপুণ্য প্রকাশ করিত এবং ধাত্রীগণ যাঁহাকে বাক্য সকল
অধ্যয়ন করাইতেন, আমি ব্রজের ভাগ্য অর্থাৎ ফলস্বরূপ সেই শ্রীকৃষ্ণকে
সর্ব্বতোভাবে স্মরণ করি ॥ ১২০ ॥

তৎকালে জননীগণের সবিশেষ শিক্ষায় বলরাম ধীরে ধীরে নামোল্লেখ করিয়া
শ্রীকৃষ্ণকে ডাকিতেন এবং শ্রীকৃষ্ণও মুহু মুহু স্বরে জ্যেষ্ঠকে আৰ্য্য ! (দাদা)
এইরূপে আহ্বান করিতেন ॥ ১২১ ॥

এই সময়ে শ্রীকৃষ্ণের হস্তপদাদি অঙ্গ সকল জানিতে ইচ্ছা করিয়া কোন

(ক) তদান্ধাশিক্ষয়া ইতি মাওপাঠঃ ।

(খ) এতদর্শনং শ্রীরূপগোষ্মমিকৃত-পদ্যাবল্যাং দৃশ্যতে যথা—

“কাননং ক নয়নং ক নাসিকা, কচ শিখেতি দেশতঃ ।

তত্র তত্র নিহিতাঙ্গুলীদলো বল্লবীকুলমনলয়ং প্রভুঃ ॥

অর্থ । তোমার মুখ কৈ ? নয়ন কৈ ? নাসিকা কৈ ? মস্তক কৈ ? গোণবধুগণ এইরূপ
আদেশ করিলে শ্রীকৃষ্ণ সেই স্থানে অঙ্গুলি স্থাপন পূর্বক তাহাদিগকে আনন্দিত করিতেন ।

অথ ভ্রাতৃত্বয়মপি মিথঃ কিক্ষিৎস্বদতি স্ম ।

যথা—

আগচ্ছ খেলাং গচ্ছাব মাতা কোপং করিষ্যতি ।

ন কুৰ্য্যাদিতি তৌ বালৌ কৃষ্ণ-রামৌ সমুচ্যুতঃ ॥১২৩ ॥

অথ বাল্য-চাপল্যাকাবকল্যতাং ॥ ১২৪ ॥

দংষ্ট্রা ধিৎসতি দংষ্ট্রিণঃ ফণিপতেরদ্যৎফণাং শৃঙ্গিণঃ

শৃঙ্গং প্রজ্বলদর্চিষং হৃতভুজঃ কোটিক খড়্গাদিনঃ ।

ইথং ভ্রাতৃযুগং নিবর্তিতমপি প্রাগলভ্যমেবাসদ-

ম্মাত্রোস্তেন সমস্তবিস্মৃতিরভূদগোহেহপি দেহেহপি চ ॥১২৫ ॥

অধুনা রামকৃষ্ণয়োঃ পরস্পরবাক্যং বর্ণয়তি অথৈতাদি পদ্যেন । তৎ স্নোকেণ বর্ণয়তি—
আগচ্ছেতি ॥ ১২৩ ॥

অধুনা বাল্যচাপল্যং প্রাধাচ্ছেন বর্ণয়তি—অথেতি ॥ ১২৪ ॥

তন্মোস্তাদৃশে চাপল্যে মাতোরবস্থাং বর্ণয়তি - দংষ্ট্রৈতাদি পদ্যেন । কোটিকং অগ্রদেশং,
“খড়্গাদিন” ইতি সামান্যস্বাক্ষরপুংসকৃতং, আসদং প্রাপ ॥ ১২৫ ॥

বৃদ্ধা কোন অঙ্গের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, জননীর শিক্ষানুসারে বালক ত্রীকৃষ্ণ
সেই সেই অঙ্গ দেখাইয়া বার বার বাতিবাস্ত করিতেন ॥ ১২২ ॥

যথা—অনন্তর ভ্রাতৃযুগলও পরস্পরে কিছু কিছু কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন
একজন কহিলেন, আইস আমরা দুইজনে খেলিতে যাই। আর একজন
কহিলেন মাতা ক্রোধ করিবেন। পুনর্দার অগ্র ভ্রাতা বলিলেন, জননী ক্রোধ
করিবেন না। বালক কৃষ্ণ ও রাম পরস্পর এইরূপ বাদানুবাদ করিয়া-
ছিলেন ॥ ১২৩ ॥

অনন্তর বাল্যচাপল্য শ্রবণ করুন ॥ ১২৪ ॥

দুই ভ্রাতাই ভয়াবহ দস্ত শালি জন্তুর দস্ত, ফণিপতির উত্ততফণা, শৃঙ্গধারি-
গণের শৃঙ্গ, প্রজ্বলিত অগ্নির জ্বলন্তশিখা এবং খড়্গাদি অস্ত্রসকলের অগ্রভাগ ধারণ
করিতে ইচ্ছা করিতেন। সেই সেই অনিষ্ট কার্যে মাতৃত্ব কর্তৃক নিবারিত হইয়াও
দুই ভ্রাতা প্রগল্ভতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আহা! সেই প্রাগল্ভ্যে যশোদা এবং

দূরমঞ্চ ন হি চঞ্চল ! ক্ষুণ্ণং তত্র কোহপি বারবর্তি ভীষণঃ ।
 এবমেব জননীগিরা পুনস্তৎকৃতে কুতুকিতাং দধে শিশুঃ ॥১২৬॥
 শিশুনা ভীষ্মগ্রহণে স্থানে মাতুর্ভয়ং যতো মাতা ।
 কবয়স্তিদমনুমিমতে তেজস্বিত্বস্ত বীজং তৎ ॥১২৭ ॥
 দংষ্ট্রাদিকং স্ফটিতি যৎ খলু তাত্রভাবং
 ভ্রাতৃদ্বয়ং তদপি গচ্ছতি সৌম্যরীতিং । *
 অত্রানুমানবিহুৱা নিরনৈষুৱেতদ্-
 যুগ্মং ভবিষ্যতি সদা কিল নাশনায় ॥ ১২৮ ॥

অন্ত্ৰচাপল্যং বর্ণয়তি—দূরমতি পদ্যেন। অঞ্চ গচ্ছ তত্র দূরে। তৎকৃতে দূরগমনায় (ভীষণ-দর্শনায় ইত্যনন্দ টীকা) ॥ ১২৬ ॥

ভয়ানকানাং গ্রহণে কৃতে সতি যৎ মাতুর্ভয়ং তৎ স্থানে যোগ্যং, যতো মাতা গর্ভধারিণী, হুন ইত্যব্যয়ং যোগ্যার্থে। তৎ ভীষ্মগ্রহণং ॥ ১২৭ ॥

দংষ্ট্রাদিষু তয়োৱনুগ্রহপ্রচারং বর্ণয়তি—দংষ্ট্রেতি পদ্যেন। স্ফটিতি গচ্ছতি, সৌম্যরীতিমনুগ্রহং
 রোহিণীর সমস্ত বিষয়ে বিস্মরণ হইয়াছিল, অধিক কি তাঁহাদের গৃহে বা দেহে
 কিছুই স্মরণ ছিল না ॥ ১২৫ ॥

পুনর্বার বালকদ্বয়ের অন্ত্ৰ চাপল্য যথা—মাতা কহিলেন, অরে চঞ্চল!
 তুমি দূরদেশে গমন করিও না, তথায় কোন ভয়ানক জন্তু বিত্তমান আছে।
 জননীর এই প্রকার বাক্য দ্বারাই পুনর্বার :দূরে যাইবার জন্ত শিশু শ্রীকৃষ্ণ
 কৌতুক অবলম্বন করিয়াছিলেন ॥ ১২৬ ॥

শিশু যদি কোন ভয়ানক বস্তু গ্রহণ করে, তাহা হইলে জননীরই যে ভয় হয়
 তাহা উপযুক্ত বটে, যেহেতু তিনি জননী স্তুরতাং ভয় হয়। কিন্তু পণ্ডিতগণও
 এরূপ অনুমান করিয়া থাকেন যে, তাদৃশ ভয়ঙ্কর বস্তু গ্রহণই তেজস্বিতার
 মূলীভূত কারণ ॥ ১২৭ ॥

যদি, দংষ্ট্রাদিক জন্তুগণ দংষ্ট্রা বিস্তার করিয়া ভীষণ ভাব ধারণ করিলে
 ভ্রাতৃদ্বয় সৌম্যভাব প্রাপ্ত হইবেন। এই বিষয়ে অনুমানজ্ঞ পণ্ডিতগণ নির্ণয়

* প্রথম-দ্বিতীয়-চরণে গৌরানন্দপুস্তকে এবং দৃষ্টান্তে যথা—

যং যং পদার্থমতি ভীষ্মমিৎ প্রযাতি ভ্রাতৃদ্বয়ী স চ স চ প্রতিভাতি সৌম্যঃ ।

অথ ক্রমেণ মাতৃবঞ্চনী বুদ্ধিরপ্যুদ্বুদ্ধা যত্র যত্র সচ সচ ।
 নৈব নৈব চল চঞ্চল রে রে বাক্যমেতদবকর্ণ্য জনন্যাঃ ।
 মায়য়া স্ম পরিবৃত্য হসিত্বা তাং নিবর্ত্য লঘিতে বরিবর্তি ॥ ১২৯ ॥
 অল্পহীনহায়নবয়স্বেতু জাতে যত্র কুত্রচিৎ ক্রীড়নায়
 নির্গচ্ছন্তো ন সম্ভালয়িতুং শক্যেতে । সম্ভালিতো চ তো কুতো
 লীয়েতে ইতি নাবধারণিতুং পার্যতে ॥ ১৩০ ॥

প্রচারং । বিদুরাঃ পণ্ডিতাঃ নিরনৈষঃ নিশ্চয়মকারুঃ নিণীতবস্তু উত্থাঃ । নাশনায় দংষ্ট্রাদীনাং
 বক্তৃদীনাং ॥ ১২৮ ॥

অধুনা প্রাকৃতবালকবৎ শ্রীকৃষ্ণস্তাপি মাত্রেদি-বঞ্চনী বুদ্ধিরপ্যুদ্বুদ্ধি বর্ণয়িতুং প্রথমতে—
 অথেষাদি গদ্যেন । তাং দর্শয়তি—নৈব নৈবোতি পদ্যেন । (মায়্য কপট্যঃ তয়া মাতরং গৃহং
 প্রস্থাপ্য) লঘিতে বরিবর্তি অভিলষিতে কল্পি পুনঃ পুনঃ প্রবর্ততে ॥ ১২৯ ॥

অষ্টমপি বঞ্চনাং বর্ণয়তি—অল্পহীনেত্যাদি গদ্যেন । অল্পেন হীনো হায়নো বর্ণো যত্র এবজুতং
 বয়স্কৃত্তাবে জাতে ॥ ১৩০ ॥

করিয়াছেন যে, এই ছই ভ্রাতা সর্বদাই বকাসুর প্রভৃতি দংষ্ট্রাধারি অশুরের
 নাশ করিবেন ॥ ১২৮ ॥

অনন্তর ক্রমে ক্রমে জননীকে বঞ্চনা করিবার বুদ্ধিও প্রকাশ পাইয়াছিল ।
 যে যে স্থানে কৃষ্ণ এবং বলরাম থাকিতেন, সেই সেই স্থানে জননী বলিতেন—
 রে রে চঞ্চল ! কখনও যাইও না, কখনও যাইও না, জননীর এইরূপ বাক্য
 শ্রবণ করিয়া, কপটতা নিবন্ধন পরাবৃত্ত হইয়া, হাস্য করতঃ মাতাকে গৃহে পাঠাইয়া
 দিয়া অভীষ্টকার্য্যে বারম্বার বিজ্ঞান থাকিতেন অর্থাৎ মাতার নিষিদ্ধ স্থানে
 গমন করিতেন ॥ ১২৯ ॥

যদিচ, উভয়ের বয়ঃক্রম অত্যন্ত অল্প ছিল, কিন্তু তথাপি যে কোন স্থানে
 উভয়ে ক্রীড়ার জন্ত নির্গত হইলে উভয়েই নিরূপণ করিতে পারা যাইত না এবং
 নিরূপিত হইলেও উভয়েই কোন একস্থানে লুকায়িত হইতেন, কেহ নিশ্চয়
 করিতে পারিত না ॥ ১৩০ ॥

অথ জননীদ্বয়মুভয়তো বস্মারিত্য পরিতশ্চ ধাত্রীরবধানা-
বিধাত্রীবিবর্তত্য দ্রবন্তৌ তত্র ভবন্তৌ গৃহ্নাতি ॥ ১৩১ ॥

ততো রুদন্তৌ হসন্তৌ চ তৌ গৃহাস্তরানীতাবুদ্বৰ্তনাদিনা বেষ-
পরিবৰ্তনাদিনা চ স্তনপায়নাদিনা শয়নাদিনা চ রোচয়তি ॥ ১৩২ ॥

তদেবং বর্ণনমাকলয়ৎস্ব সভাসৎস্ব প্রহসৎস্ব শ্রীমদ্রজ-
পুন্দর-কুলধুরন্ধর-কিশোরবরে চানবরজেন সহ দরশ্নিতসুন্দর-
তরবদনতয়া নেত্রাদরগীয়ে সতি সমাপনায় পুনরুবাচ
শ্লিষ্টকণ্ঠঃ ॥ ১৩৩ ॥

ততো যথোপায়েন তৌ প্রাপ্তৌ তং বর্ণয়তি--অণেত্যাदि गद्येन । वस्मर्पह्वानं, तत्र भवन्तौ
तत्र सन्तौ ॥ ১৩১ ॥

তত স্তয়োস্তাভ্যাং কৃতং লালনং বর্ণয়তি--তত ইত্যাদিনা ॥ ১৩২ ॥

অধুনা বালচরিত্রবর্ণনসমাপ্তয়ে শ্লিষ্টকণ্ঠপ্রচরিতং বর্ণয়তি--তদেবমিত্যাदि गद्येन । श्रवणं
कुर्वन्सु धुरन्धरः श्रेष्ठः अनवरजेन बलरामेण नेत्रादरगীये सर्वेषां नेत्राणामादरणविषये
सति ॥ ১৩৩ ॥

অনন্তর জননীদ্বয় উভয় দিকেরই পথ আবরণ করিয়া এবং চারিদিকে সতর্ক-
ধাত্রীদিগকে নিযুক্ত করিয়া পলায়মান পুত্রদ্বয়কে গৃহণ করিতেন ॥ ১৩১ ॥

তাহার পর জননীদ্বয় ঐ পুত্রদ্বয়কে কখন কাঁদিতে এবং কখন বা হাসিতে
দেখিয়া গৃহের মধ্যে আনিয়া তৈলাদি মর্দন, স্নান, বেষপরিবর্তন, স্তনপানাদি এবং
শয়নাদি দ্বারা আনন্দিত করিতেন ॥ ১৩২ ॥

অনন্তর সভাসদগণ এইরূপ বর্ণনা শ্রবণ করিয়া হাস্য করিলে শ্রীমান
ব্রজরাজের কুলধুরন্ধর কিশোরবর শ্রীকৃষ্ণ অগ্রজ বলরামের সহিত ঈষৎ মুহু-মধুর
হাস্য দ্বারা মুখপদ্মকে অত্যন্ত মনোহর করিয়া সকল লোকের নেত্রের উৎসবজনক
হইলেন, এই বাক্য সমাপন করিবার জন্ত পুনর্বার শ্লিষ্টকণ্ঠ কহিলেন ॥ ১৩৩ ॥

ঐদৃশস্তনয়ো জাতস্তব গোপাধিনায়ক ! ।

বাল্যাবলিত-চাপল্যাদপি যো মুনিমোহনঃ ॥ ১৩৪ ॥

অথ কৃতসুখ-প্রথায়াং কথায়াং(ক) বৃত্তায়ামন্যদিনবৎ কথকান্
স প্রসাধনং সেধয়ামাস শুভচরিত্রীত্রজধরিত্রীশঃ ॥ ১৩৫ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীগোপালচম্পূমনু বিশঙ্কটশকটবিঘট্টনাদিবিচিত্র-
বালচরিত্রং নাম ষষ্ঠং পূরণম্ ॥ * ১ ৬ ॥ *

বাল্যাবলিতচাপল্যাং বাল্যেন সম্পাদিতচাঞ্চল্যাং ॥ ১৩৪ ॥

সমাপনরীতিং বর্ণয়তি—অথেষ্ট্যাং গদ্যেন। সপ্রসাধনং বেদসহিতং (সোপদ্বারং যথা
স্তান্তথা সাধয়ামাস প্রেয়য়ামাস “সিদ্ধগত্যং”) ॥ ১৩৫ ॥

॥ * ॥ ইতি শব্দার্থবোধিষ্ঠাং ষষ্ঠং পূরণম্ ॥ * ১ ৬ ॥ *

হে গোপেশ্বর ! আপনার একুপ তনয় জন্মিয়াছেন যে, যে বালক বাল্যসমুত্ত
চাপল্য বশতঃ মুনিদিগকে মোহিত করিতেছেন ॥ ১৩৪ ॥

অনন্তর শুভ চরিত্রসম্পন্ন ব্রজভূমির অধিরাজ, সুখ্যাতিপূর্ণ কথা সমাপ্ত
হইলে অত্র দিবসের ত্রায় কথকদিগকে বেশ ভূষার সহিত বাসায় প্রেরণ
করিলেন ॥ ১৩৫ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীগোপালচম্পূকাব্যে বৃহৎ ও ভয়ানক শকটভজনাং বিচিত্র
বাল্যচরিত্রবর্ণননামক ষষ্ঠ পূরণ সম্পূর্ণ ॥ * ১ ৬ ॥ *

(ক) কথায়াং কথায়াং ইতি আনন্দপাঠঃ ।

সপ্তম পূরণ ।

(তৃণাবর্তবধ-মৃদুক্ষণাদি কথা)

অথ দিনান্তরবৎ প্রভাতান্তঃ প্রভাতায়াং সভায়াং মধুকৰ্ণ
উবাচ — স্নিগ্ধকৰ্ণ ! লীলাস্তুরেণ নিদ্রিচ্ছচিত্তো ভব ।

অথ বর্ষজাতে জাতে নভস্শ্রে গাসি সর্বসম্পন্নায়ং জন্মদিন-
মায়াতং । তত্র চ গর্গোপদেশবর্গোপাশ্রয়া কৃষ্ণস্য জন্মতিথি-
পূজা পূর্য্যতে । যত্র চ ব্রজকৃতিপতিনা প্রশস্তস্বস্তি-
বাচনাদিপূর্ব্বকাপূর্ব্ব-পর্ব্ব প্রবর্তয়ামাসে ॥ ১ ॥

সপ্তমে পূরণে তত্ত্ব হরেঃ শকটভঞ্জনঃ । তৃণাবর্তবধো বাল্যানানা লীলা চ বর্ণ্যতে ॥ • ॥

অথাধুনা বর্ষাবধ-বাল্যলীলা বর্ণয়িতুং প্রকৃতম্ ; তত্র তদ্দিনে মধুকৰ্ণো বক্তা স তু স্নিগ্ধকৰ্ণঃ
প্রতি বদাহ তদ্বর্ণয়তি—অথেষ্টাদি গদোন । প্রভাতান্তঃ প্রভাতায়াং প্রাতঃকালস্ত মধ্যে অবকাশে
প্রান্তে বা প্রকাশিতায়াং বর্ষজাতে বর্ষকালবাস্তে সতি, গর্গেত্যত্র বর্গঃ সমূহঃ ॥ ১ ॥

সপ্তম পূরণে শ্রীকৃষ্ণের শকটভঞ্জন ও তৃণাবর্তবধ এই দুই নানা প্রকার
বাল্যলীলা বর্ণিত হইতেছে ॥ • ॥

অনন্তর অত্র দিবসের ত্রায় সে দিনও প্রভাতকালে সুপ্রকাশিত সভামধ্যে
মধুকৰ্ণ কহিলেন, হে স্নিগ্ধকৰ্ণ ! অত্র প্রকার লীলাদ্বারা নিজের হৃদয় পরিবর্দ্ধিত
কর ? ।

অনন্তর পুত্র এক বৎসরের হইলে, ভাদ্রমাসে সমস্ত গুণবৃদ্ধ জন্মদিন
আসিয়াছিল । তদ্দিনে গর্গমুনির উপদেশাবলী অত্সারে শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি
পূজা পরিপূর্ণ হইয়াছিল । যাহাতে ব্রজরাজ প্রশস্ত স্বস্তিবাচনাদি পূর্ব্বক অপূর্ব্ব-
মহোৎসব প্রবর্তিত করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

যথা —

বেদৈর্বাদ্যৈঃ প্রগীতৈর্নটনপটিমভিঃ শ্রীলকৃষ্ণাভিষেকৈঃ (ক)

সশ্রীত্যা দানদানৈঃ সুখজ-কলকলৈ র্যজ্ঞবিজ্ঞপ্রয়োগৈঃ ।

ষট্‌তিল্যা দি-প্রকারৈর্মৃদগুরু-রস-ধাত্বাদিভব্যভিগমশৈ-

শ্চ মংস্তাদীনাং প্রমোদৈরজনি জনিতিথিভোজ্যভোগ্য-প্রশস্তা ॥২॥

কিন্তু—

ক্রমেণ বৃদ্ধির্বর্ষাণাং যথা নন্দাত্ম-জন্মনঃ ।

তথা তৎপূর্বগোহপ্যাসীৎ স্ফুটং যদভিদা দ্বয়োঃ ॥ ৩ ॥

তদপূর্বপূর্ববৃত্তান্তং বর্ণয়তি—বেদৈরিত পদ্যেন । সশ্রীত্যা দানদানৈঃ শ্রীত্যা সহ আদান-
মুপচৌকনদ্রব্যগ্রহণং, দানং তেষাং সম্মানার্থং বস্ত্রাদিদানং বিপ্রাদিভ্যো দানঞ্চ তৈঃ । ষট্-
তিল্যাদিতিলহোমতিলস্নানমিত্যাদিপ্রকারৈঃ ভব্যাত্মিশ্রুতৈঃ ভব্যং মঙ্গলং অভিষেকঃ স্পর্শঃ তৈঃ
“তিলোষষ্ঠী তিলস্নানী তিলহোমী তিলপ্রদী ।

তিলভুক্ত তিলবাণী চ ষট্‌তিলী নাবসীদতি ॥” ইতি শাস্ত্রাৎ

মংস্তাদীনাং প্রমোদৈর্নটনৈঃ (তথা চ জন্মতিথিমধিকৃত্য মংস্তপূরণে, মংস্তান্ মোচয়তো
দ্বিজায় দদতোহপ্যামুশ্চিরং বর্ধতে । ইত্যনন্দটাকা) ॥ ২ ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণ বর্ষবৃদ্ধিতদীয়োৎসবয়োঃশেদং বর্ণয়তি—ক্রমেণেতি পদ্যেন । যদভিদা দ্বয়োঃ
যদন্যত্র বর্ষবৃদ্ধিস্তদ্রূপংসবজ্ঞ চ অভিদা বিপ্রয়োগাভাবো দ্বয়োনিত্যসম্বন্ধাৎ ॥ ৩ ॥

যথা—বেদোচ্চারণ, বহুবিধ বাদ্য, সুন্দর গীত ও নটসকলের নৃত্য-পদ্যি পাটী
মিগিত শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক, শ্রীতিপূর্বক উপচৌকন-দ্রব্য গ্রহণ এবং সেই
উপচৌকন-দাতাদিগের সম্মানরক্ষার্থ বস্ত্রাদিদান এবং ব্রাহ্মণাদিকে দান, সুখজনিত
কলরবশব্দ, যজ্ঞকালে বিজ্ঞগণদ্বারা মন্ত্র প্রয়োগ ষট্‌তিল, অর্গাৎ তিলের দ্বারা
উষর্জন(১) (গাত্রমর্দন), সতিল জলে স্নান(২), তিলহোম(৩), তিল প্রদান(৪),
তিলভোজন(৫), ও তিলবপন(৬) এই ছয়প্রকার তিলকার্য্য, মৃত্তিকা, অশুরূপক,
ধাতুদূর্কাদিকৃত মঙ্গল প্রশস্ত পাত্রাদিস্পর্শ এবং আয়ুর্কর্দন মংস্তাদিমোচন
দ্বারা ভোজ্য এবং ভোগ্যবস্ত্রপূর্ণ জন্মতিথি-উৎসব ঘটয়াছিল ॥ ১ ॥

কিন্তু ক্রমে যেমন নন্দকুমারের বয়সের বৃদ্ধি হইয়াছিল, অমনি ঐ উৎসবেরও

(ক) শ্রীলকৃষ্ণাভিষেকরিত্যত্র মন্ত্রপূর্ক্কাভিষেকরিত, সুখজ্যেত্যত্র প্রমদেতি, অজনি
ইত্যাদৌ—জনি তিথিরূপপাৎ গোপরাজজন্ম ইতি গোয়ানন্দ-পুস্তক-পাঠঃ ।

কৃষ্ণভোজনমমং যৎ কৃষ্ণাচ্ছাদনমংশুকম্ ।

তত্তম্ভান্না প্রচারোহভূতস্য তস্য ব্রজে ততঃ ॥ ৪ ॥

তদেবং কৃষ্ণেণ বর্ষে গলিতে কদাচিদ্বর্ষিয়ঃপ্রভৃতিষু স্ত্রীপুং-
সেষু তত্তৎকৃতিব্যাপ্তেষু নিজোৎসঙ্গেন বালগোপালঃ স্বমন্দি-
রালিন্দে জনন্যা লাল্যতে স্ম ॥ ৫ ॥

যথা—

মুখে মুখং লগয়তি চুম্বতি স্ম তদ-

বৃথা কথাঃ কথয়তি তেন দুর্গমাঃ ।

হসত,থো হসতি চ তত্র বালকে

ব্রজেশ্বরী স্মখশতসিক্ততামগাৎ ॥ ৬ ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণভোগ্যবস্তনস্তম্ভান্না প্যাতিং বর্ণয়তি—কৃষ্ণেতি পদোদ্যমঃ । অংশুকং বস্ত্রং ॥ ৪ ॥

অধুনা তুণ্যবর্ত্তবধং বর্ণয়িতুং তৎ প্রসঙ্গমুখ্যপয়তি—তদেবমিতি পদোদ্যমঃ । বর্ষীয়ঃ প্রভৃতিষু
প্রাচীন-প্রভৃতিষু, স্বমন্দিরালিন্দে স্বগৃহপ্রাঙ্গণে ॥ ৫ ॥

তম্ভালনং বর্ণয়তি—মুখে মুখমিতি পদোদ্যমঃ । তত্তম্ভা ॥ ৬ ॥

বুদ্ধি হইয়াছিল, যেহেতু ঐ বয়োবুদ্ধি ও উৎসবের নিত্যসম্বন্ধতা প্রযুক্ত
ভেদ ছিল না ॥ ৩ ॥

তদনন্তর ব্রজমধ্যে যেটা কৃষ্ণভোগ্য অন্ন ও যে সকল কৃষ্ণপরিধেয় বস্ত্র, সেই
অন্ন ও সেই বস্ত্র যিনি দান করিয়াছিলেন, তাঁহার নামেই প্রচার হইয়াছিল, অর্থাৎ
উপনন্দ-জায়ার দত্ত অন্ন ও বৃষভানুর দত্ত বস্ত্র ইত্যাদি ॥ ৪ ॥

সে যাহা হউক এইরূপে আনন্দ বশত একবৎসর অতীত হইল, তৎপরে কোন
একদিন প্রাচীন ও অজ্ঞাত স্ত্রীপুরুষগণ স্ব স্ব ব্যাপারে নিযুক্ত হইলে জননী শ্রীযশোদা
নিজমন্দিরের বহির্দ্বার প্রকোষ্ঠে শ্রীবালগোপালকে লালন করিতেছিলেন ॥ ৫ ॥

সেই লালনের প্রকার যথা—শ্রীকৃষ্ণের মুখে নিজমুখ দিতেছেন, চুম্বন
করিতেছেন, তখনই (বালক ভোলাহিতে) বৃথা কথা কহিতেছেন ও হাস

ততশ্চ—পূর্বপূর্বনিহিংসনাং প্রজাতমতিভ্রংশেন ধৈর্য্য-
রহিততয়া কংসেন প্রহিতঃ স্মনসামহিতঃ সুরবজ্রানি দূরতঃ
স্থিতস্তৃণাবর্তস্তং তথা বর্তমানং দদর্শ বিমর্শ চ । সোহয়মেব
তোয়দবর্ণঃ পৃথুকঃ পৃথুগ্হালিন্দং বিন্দমানায়া মাতুরক্লে বর্তত
ইতি শক্লে ॥ ৭ ॥

তদেবমধুনা সর্বং ধুনানং সাম্রাজ্যমেব বালং সুরবজ্রানি বর্ত-
য়ানি । কিন্তু পুতনা নূন-তনুকলনয়া শকটশ্চ শকটাবিষ্টি-
মূর্ত্ততাবলনয়া ছলয়িতুমিচ্ছেনাপ্যনেন দিষ্টান্তমাপ্যতে স্ম ।
তস্মাদহং তদুভয়েতরবাতরূপেণ প্রবিশামীতি ॥ ৮ ॥

তদা ব্রজে তৃণাবর্তাগমনং বর্ণয়তি—পূর্বপূর্বত্যাগি গদ্যেন । (পূর্ব-পূর্বয়োঃ পুতনা-
শকটাসুরয়োঃ) স্মনসামহিতঃ দেবশত্রুঃ । সুরবজ্রানি আকাশে, তোয়দবর্ণঃ জ্ঞানবর্ণঃ ॥ ৭ ॥

অধুনা তন্ত চিন্তনপ্রকারং বর্ণয়তি—তদেবমিতি গদ্যেন । ধুনানঃ কম্পয়ন্ । সাম্রাজ্য-
সমাতৃকং । পুতনেতি দেহান্তর-প্রাপ্তিজ্ঞানেন । শকটাবিষ্টামূর্ত্ততাবলনয়া শকটাবিষ্টা অসুরস্ত
পক্ষবদর্শনেन দিষ্টান্তং মরণং প্রাপ্তঃ ॥ ৮ ॥

করিতেছেন (ক) তাঁহার হস্ত দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ হস্ত করিলে ব্রজেশ্বরী তৎকালে শত
শত সুখধারায় অভিষিক্ত হইতেছেন ॥ ৬ ॥

তদনন্তর কৃষ্ণকৃত পূর্ব পূর্ব পুতনা ও শকটাসুরের বিনাশকার্য্য দ্বারা কংসের
বুদ্ধিভ্রংশ হইয়া যায়, পরে অধৈর্য্যভাবে দেবতাদিগের অহিতকারী তৃণাবর্ত নামে
এক অসুরকে প্রেরণ করেন, ঐ অসুর আকাশে থাকিয়া দূর হইতে ঐ বালককে
এইরূপে বিজ্ঞান দেখিয়া বিবেচনা করিতে লাগিল, এই সেই মেঘবর্ণ বালক
বিশাল গৃহের বহির্দ্বার প্রকোষ্ঠস্থিত জননীর ক্রোড়ে বিজ্ঞান রাহিয়াছে ইহা যেন
বোধ হইতেছে ॥ ৭ ॥

অতএব আমি সম্প্রতি এই সকলকে কম্পিত করিয়া জননীকে এবং তৎ-
সহিত বালককে আকাশে লইয়া যাই, কিন্তু পুতনার নূতন দেহপ্রাপ্তি হইয়াছিল,

(ক) বৃথা কথা—যাহার কোন প্রয়োজন নাই, কেবল শিশুতোলাই উদ্দেশ্য । অর্থাৎ
বৃথা গল্প । ইহাতে শিশুদিগের মনঃ স্থির হয় ও নিদ্রাগম হয়, মাতা একটু নিশ্চিন্তা হন ।

তদা চ সদা তদবসরমনুসরন্তী তু যোগমায়া তদ্বপু-
র্যোগমায়াত। মাতুঃ পৃথগ্ভাবায় স্ববৈভবমাবির্ভাবয়ামাস । যেন
চ তদম্বা কোমলনীলকমলায়মানকলেবরশ্চাপি তস্মৈ ভারমসহ-
মানা বিস্ময়মানা চান্যস্মৈ তস্তারাসহতয়া সহসা ভূমাবেব তং ধৃত-
বতী ধ্যাতবতী চ জগতামন্তর্য্যামি-পুরুষং । অতিভীতা; চ
তদুপদ্রববাধনায় তদারাধনায় ব্যগ্রচিত্তা বভূব (ক)॥ ৯ ॥

সাধ্বালমেব বালং স্রবধ্বানি বর্জয়ামীতি তেন চিস্তিতং, তথাহি মদীশিতুগ্নাতুর্মহান্ কষ্টো
ভবিষ্যতি । তন্তু মাতৃদ্বিতি যোগমায়া যদুপায়ং চকার তদ্বর্ণতি—তদেত্যাদি গদ্যেন । তদ্বপু-
র্মহাভরণে শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিনম্রকমাগতা । চান্তস্মৈ মাতৃভিন্নশ্চাপি তদা তদারাধন-সাধনায় অন্তর্য্যামি-
পুরুষস্মৈ পূজনায় তৎকণঃ কণোমহঃ পূজা ॥ ৯ ॥

শকটাস্রুগু শকটাবিষ্ট অমূর্ত্তি নিরূপণ করিয়া ছলনা করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল ।
তথাপি এই বালকদ্বারা ঐ শকটাস্রু মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়াছে, একারণ আমি ঐ
উভয় রূপ হইতে অত্র প্রকার অর্থাৎ বায়ু রূপ অবলম্বন করিয়া প্রবেশ করি
তৃণাবর্ত্ত মনে মনে এইরূপ বিবেচনা করিল ॥ ৮ ॥

তৎকালে সর্বদা যিনি লীলাবসরে অনুসরণ করিয়া থাকেন ; সেই যোগমায়া
শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তির সম্বন্ধ প্রাপ্ত হইয়া জননীর নিকট হইতে শ্রীকৃষ্ণকে পৃথক্ করিবার
জন্তু স্বকীয়বৈভব প্রকটিত করিলেন । যোগমায়ার যে বৈভবের গুণে তদীয় জননী
বালকের শরীর নীলকমলের তুল্য লঘু কোমল হইলেও তাহার ভার সহ্য করিতে
পারিলেন না এবং বিস্ময়াপন্ন হইয়া “জননী ভিত্তি অত্র কোন ব্যক্তি ইহার ভার সহ্য
করিতে পারিবে না” এই ভাবিয়া সহসা ভূতলেই তাঁহাকে রাখিলেন এবং
জগতের অন্তর্য্যামী পুরুষকে ধ্যান করিতে লাগিলেন । তথা অত্যন্ত ভীত হইয়া
উপদ্রব নিবারণের জন্তু সেই অন্তর্য্যামী পুরুষের আরাধনায় ব্যস্তচিত্ত
হইয়াছিলেন ॥ ৯ ॥

(ক) অতিভীতা চ তদারাধনসাধনায় তৎকণমেব তৎকণসামগ্রীকর্ষয় ব্যগ্রা বভূব ।
ইতি মাণ্ডুপ্যুত্তক পাঠঃ ।

তৃণাবর্তস্ত বাতাবর্তেন বর্তমানঃ সুরবত্মনি তঞ্চ বর্তয়ন্ গল-
গ্রহ-পাশমিব সংজগ্রাহ । গোষ্ঠমপি কষ্টদ-কর্করাদিবৃষ্টিভি-
নষ্টপ্রায়তয়া ঘটয়ামাস । যত্র চ ত্রসমত্রসমপি সর্বং বিত্রস্ত-
মস্তি স্ম ॥ ১০ ॥

ততশ্চ—তমোভিরাবৃতং সর্বং বহিরেব ন কেবলম্ ।

জনানামস্তরক্ষাসীভৃণাবর্তপ্রবর্তনে ॥ ১১ ॥

তেন তু দুর্জনেন তদৈবমন্যুনাং জন্য়নামজন্তে জন্য়माने
তত্র বিত্রস্তাঃ প্রজাঃ প্রজজন্মুঃ ॥ ১২ ॥

তলা তু তৃণাবর্তে। যচ্চকার তদ্বর্ণয়তি—তৃণাবর্তবিত্তাদি গদ্যেন । ত্রসং স্থাবরং, অত্রসং
জঙ্গমং । “ত্রসং ত্রসমিঙ্গক্ষরচর”মিত্যমরঃ ॥ ১০ ॥

তেন কল্পিতং কাব্যং বর্ণয়তি—তমোভিরি চ্যাদি পদ্যেন ॥ ১১ ॥

তেন রচিতেন তাদৃশকর্ণণা প্রজ্ঞানামবস্থাং বর্ণয়তি—তেনেত্যাদি গদ্যেন । অন্যানানং সর্বেষাং
প্রাণিনাং উৎপাতে জায়मानে ॥ ১২ ॥

কিন্তু তৃণাবর্ত ঘূর্ণিতবায়ুরূপ ধারণ করিয়া তথায় উপস্থিত হইল এবং ঐ
বালককে আকাশে লইয়া গিয়া গলবন্ধন-রজ্জুর দ্বারা গ্রহণ করিল । এবং
তৎপরে কঙ্কর প্রভৃতির কষ্টদায়িনী বৃষ্টিদ্বারা গোষ্ঠকেও নষ্টপ্রায় করিয়া
তুলিল । ঐ কাব্য দ্বারা ব্রজমণ্ডলের জঙ্গম স্থাবর সকল পদার্থই ভীত
হইয়াছিল ॥ ১০ ॥

তদনন্তর বায়ুরূপী তৃণাবর্ত প্রবৃত্ত হইলে তিমির সমুদ্রদ্বারা কেবল যে বাহুবল্ল
সমুদায় আচ্ছাদিত হইয়াছিল তাহা নহে, কিন্তু জনসকলের অন্তঃকরণও
তিমিরাবৃত হইয়াছিল ॥ ১১ ॥

তৎকালে এইরূপে সেই দুর্জনদ্বারা সমস্ত প্রাণিগণের উৎপাত উপস্থিত হইলে
তথায় জনসকল ভীত হইয়া একরূপ অল্পনা করিতে লাগিল ॥ ১২ ॥

যথা—

* উৎসৰ্পৎকৰ্পাদিঃ সঝরঝরঝরংকারঝাংকারগর্জ-
 দ্বজ্জারাবঃ কুঠেষু প্রকটকটকটো বায়ুরায়ুৰ্বিলুপ্তম্ ।
 গোষ্ঠং কোষ্ঠঞ্চ ভিন্দন্নটতি বত হহা হস্ত ! কিং তত্র বৃত্তং
 যত্রাস্তে নন্দপুত্রঃ স কুবলয়দলী কোমলো লোলবালঃ ॥১৩
 শ্ৰীমন্মন্দদেবমন্দিরে তু ।

উপদ্রবেহ্মশ্মিন্নধিবদধে স্তূতং তং তত্র নাপশ্যদসৌ ব্রজেশ্বরী ।
 গবাধিকস্নিগ্ধতরাপি যা তদা বিচারলোপাদ্বলতে স্ম গোতুলাম্ ॥১৪

তাসাং প্রজন্মং বর্ণয়তি—উৎসৰ্পতি পদ্যেন । উৎসৰ্পং উদ্ভবং কৰ্ম্মাদি যেন সঃ ।
 গৰ্জ্জতি ভাবে কিপ্ । কুঠেষু বৃক্ষেষু, আয়ুর্জীবনং, কোষ্ঠং গৃহমধ্যং । তত্র বৃত্তং ভূতং লোলবালঃ
 অস্থিরশিশুঃ ॥ ১৩ ॥

তদা তু ব্রজেশ্বাশ্চেষ্টিতং যদভূতবর্ণয়তি—উপদ্রব ইতি পদ্যেন । অধিবৎ বৎস্থানমধিকৃত
 গোতুলাং ভূমিসাদৃশ্যং । অচেতনং প্রাপ্তা ॥ ১৪ ॥

যথা—তৎকালে যে বায়ু বহিতে ছিল তাহার বেগে কর্পরের অংশসকল
 (ক্ষুদ্র খৰ্পরখণ্ড) উৰ্দ্ধদিকে উঠিতেছিল । ঝর ঝর ঝরংকার এবং ঝাংকারাত্মক
 অব্যক্ত গৰ্জনযুক্ত বজ্রের ঝায় তাহার শব্দ হইল । ঐ বায়ু বৃক্ষ সকলে
 “কট কট” এই ভয়শব্দ উৎপাদন পূৰ্ব্বক তাহাদের পরমাযু বিলুপ্ত করিয়া গোষ্ঠ
 এবং গৃহমধ্য ভেদ করত নৃত্য করিতেছে । হা কষ্ট ! হা কষ্ট ! যে স্থানে সেই
 নীলকমলের দলাকৃতি কোমল চঞ্চলবালক নন্দপুত্র বিত্তমান আছে তথায় কি
 ঘটিয়াছে ? ॥ ১৩ ॥

শ্ৰীমান্ ব্রজরাজের মন্দিরেও—ঐ উপদ্রবকালে যে স্থানে সেই পুত্রকে
 রাখিয়াছিলেন, ব্রজেশ্বরী তথায় তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না, যিনি বৎসের প্রতি
 ধেমুর স্নেহাপেক্ষা অধিক স্নেহযুক্ত ছিলেন, তৎকালে বিচারশক্তির লোপ হওয়াতে
 সেই ব্রজেশ্বরী, পৃথিবীর তুলা অচেতনত্ব লাভ করিয়াছিলেন ॥ ১৪ ॥

* উৎসৰ্পৎকৰ্পরাংশ এণজনকজবঃ শ্রোত্রদৃক্ তর্জগর্জ, ধ্যানস্তু টাংকুঠেষু প্রকট কট কটেবর্জয়ন্
 বায়ুরায়ুঃ । গোষ্ঠং কোষ্ঠঞ্চ ভিন্দন্নটতি বত হহা হস্ত কিং তত্র বৃত্তং, যত্রাস্তে নীলপঙ্কেতদল-
 ক্ষুহনা লালিতাঙ্গঃ স বালঃ । ইতি গৌরানন্দপুস্তক-পাঠঃ ।

উপপ্ৰবমৰূপে হভজতি তত্র পুত্রাস্তিতা-

মবীক্ষ্য পশুপেশ্বরী বত ! জগাম যাং ব্যগ্রতাম্ ।

হহা ! বিগততৰ্গকাবুধিতলোকভাষাদিকা

যদি ক্ষুরতি নৈচিকী কচন কাচিদূহেত তাম্ ॥ ১৫ ॥

তদা চ তামারভ্য জনরোদনপরম্পরয়া পরিতঃ প্রসৰ্পণাদ-
মন্মেন তদা ক্রম্ভেন সৰ্ব্বগোকুলমাকুলং বভূব ॥ ১৬ ॥

অবিগণ্য চ তাদৃশং বিসদৃশমুপদ্রবং সদ্রবমেবাগম্যাগম্যা-
পারদুঃখবारां निधौ सर्वे ममज्जुः ॥ ১৭ ॥

তদা ব্রজেশ্বৰীয়া বা অবস্থা জাতা তাং বৰ্ণয়তি—উপপ্ৰবেতি পদ্যেন । উপপ্ৰবঃ উৎপাতরূপো
যো বায়ুস্তত্ত্ব গবে গতো অভজতি অবিন্যমানে ইত্যর্থঃ । পশুপেশ্বরী যশোদা অবুধিতেতি ন
বুধিতং লোকভাষাদি যয়া সা । নৈচিকী ধেমুঃ উহেত, তদা শ্রীযশোদা বৈকল্যে অবস্থানং কথয়িতুং
সম্ভাব্যতে ॥ ১৫ ॥

তদা তস্তাস্তাদৃশাবস্থা দুরেংস্ত সৰ্ব্বগোকুলং ব্যাকুলং বভূবেতি বৰ্ণয়তি—তদা চেত্যাদি গদ্যেন ।
তদা ক্রম্ভেন তেন রোদনেন ॥ ১৬ ॥

তদাকুলং বৰ্ণয়তি—অবিগণ্যোতি গদ্যেন । উপদ্রবং কৰ্করাদিকৃতং ॥ ১৭ ॥

উৎপাতরূপ বায়ুর গতি নিবৃত্তি হইলে, তথায় পুত্রের অস্তিত্ব না দেখিতে
পাইয়া পশুপেশ্বরী যশোদা, হায় ! যেরূপ ব্যাকুলত্ব লাভ করিয়াছিলেন, আহা !
লোকদিগের ভাষাদি স্তানশূন্তা, যদি কোন ধেমু কোনও স্থানে নববৎস বিহীনা
হইয়া স্তব্ধ ভাবে প্রকাশ প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে সেইরূপ ব্যাকুলত্ব সম্ভাবনা
করিতে পারা যায় ॥ ১৫ ॥

তৎকালে যশোদাকে আরম্ভ করিয়া জনসকলের রোদন পরম্পরা চারিদিকে
বিস্তার হওয়ায় অত্যুচ্চ ক্রম্ভেন-শব্দে সমগ্র গোকুল আকুল হইয়াছিল ॥ ১৬ ॥

তাদৃশ অতুল্য কৰ্কর উপদ্রবকেও গণনা না করিয়া সবেগে বারবার আসিয়া
সকলেই অপার দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইয়াছিলেন ॥ ১৭ ॥

তত্র চ ;—তৃণাবর্ন্তহতে কৃষ্ণে মাতৃভারায়িতা তনুঃ ।

তদীয়ানাং যথা সাসীদুভয়েষাং যথা ক্রটিঃ ॥ ১৮ ॥

ততশ্চ, সর্বাস্থ নির্বিশেষং রোদনবশতাং বিশস্তীষু হা রোহিণি!
দ্রোহিণি ! কিং করিম্যামি কথং তমনবলোক্য মরিম্যামি কথং
বা ব্রজরাজদিশি মুখং বিতরিম্যামীতি পর্য্যন্তং পর্য্যন্তদশাবসান-
মনু যঃ খল্বশেষবিলাপনঃ প্রসূবিলাপঃ স পুনরবকলিতঃ সহসা
যুতমিব বিলালয়তি হৃদয়ং, কথং কথয়িতুমীশ্রুত ইত্যলমতি-
প্রসঙ্গেন ইতি মধুকণ্ঠঃ স্বস্ত্য সর্বস্বস্ত্য চ বৈবশ্যবশ্যতামাশঙ্ক্য
মজ্জু সঙ্কথয়ামাস ॥ ১৯ ॥

তদাতু ব্রজেরখাদীনং স্তরুতাং বর্ণয়তি—তৃণাবর্ন্তেতি পদ্যেন । যথা যথার্থেন ভারায়িতা
কায়ী যথা ক্রটিঃ যথাবৎ অপচয়ো ভবেৎ সংশয়ো বা ॥ ১৮ ॥

অধুনা মধুকণ্ঠস্ত তাদৃশাবস্থা বর্ণনে অশক্তিং ব্যঞ্জয়িতুং হৃদি ভাবনং, ততঃ স্বস্ত্য সর্বস্বস্ত্য
সাস্ত্বনপ্রকারং বর্ণয়িতুং প্রকৃতমতঃ—ততশ্চেত্যাদি গদ্যেন । দ্রোহিণি ! অধুনাপি মাং সাস্ত্বয়সি;
প্রাণত্যাগেন প্রতিবন্ধকত্বাৎ অবকলিতঃ স্মৃতঃ সন্ । মজ্জু দ্রুতঃ ॥ ১৯ ॥

তথায় তৃণাবর্ন্ত শ্রীকৃষ্ণকে হরণ করিলে, যেমন জননীর তনু ভার হইয়াছিল,
সেইরূপ তদীয় জনসকলেরও শরীর ভার হইয়াছিল, বোধ করি স্তরুতাব বশতঃ
তনুক্ষয়ের সম্ভাবনা ঘটিয়াছিল ॥ ১৮ ॥

তদনন্তর সকল রমণী রোদন করিতে লাগিল, তাহার মধ্যে কোনই ইতর
বিশেষ থাকিল না । ব্রজরাজীরও এইরূপ ভাবনা হইয়াছিল, যথা ;—হায় ! ও
রোহিণি ! তুমি আমাকে সাস্ত্বনা করিয়া প্রাণ ত্যাগের প্রতিবন্ধকতা করিতেছ,
অতএব তুমিই আমার অনিষ্টকারিণী হইলে আমি কি করিব ? পুত্রকে না
দেখিয়াই কি করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিব ? এবং কিরূপেই বা ব্রজরাজের অগ্রে
মুখ দেখাইব ? এই পর্য্যন্ত সর্বতোভাবে মরণদশার অবসান লক্ষ্য করিয়া যেক্রূপ
জননীর খেদজনক বিলাপ হইয়াছিল, তাহা কিন্তু স্মরণ করিলে সহসা যুতের মত
হৃদয়কে গ্লাইয়া ফেলে, তবে কি প্রকারে সেই বিষয় বলিতে পারা যাইতে
পারে ? অতএব অতি বাহুল্যের প্রয়োজন নাই । এই কথা বলিয়া মধুকণ্ঠ আপনার

নভসা হতশ্চ স্জজাতশ্চ শ্রীমন্মজ্জাতশ্চ তশ্চ বন্ধুনামবগাঢ়-

দুঃসহ-সাদসিক্কূনাং সহসানুকূলং কূলমাসন্নম্ ॥ ২০ ॥

তথাহি ;—বাল্যস্বভাবেন বলানুকূন্ম্য বলান্নিজগ্রাহগলং তদীয়ম্ ।

তদাতিগাঢ়ঃ[স]চ পীড়িতস্তৌ মেনে ভুজৌ পাশিভুজঙ্গপাশৌ ॥২১॥

ভুজা পীড়নবত্তশ্চ ভারশ্চ ববুধে শিশোঃ ।

বোঢ়ং ত্যক্তুঞ্চ রোদ্ধুঞ্চ নাশকদানবাধমঃ ॥ ২২ ॥

তদা চ মাল্যহরতানহাবিশ্বেন চামুনা ।

স ভারহারতাং প্রাপ্তঃ স্বপ্রাণহরতাং গতঃ ॥ ২৩ ॥

তস্ত সংকথনং বর্ণয়তি—নভসেতি পদ্যেন । সাদোহবসাদঃ । কূলং ওট, প্রাপ্তং ॥ ২০ ॥

তদাৰ্পি শ্রীকৃষ্ণশ্চ বাল্যানুকরণচেষ্টিতং বর্ণয়তি—বাল্যস্বভাবেনেতি পদ্যেন । পাশী বন্ধনঃ ॥২১॥

এবঞ্চ তৃণাবৰ্ত্তচেষ্টিতং বর্ণয়তি—ভুজেতি পদ্যেন । ভারঃ বিনাশনশ্চ ভাবঃ ॥ ২২ ॥

হর্ষণেণ কৌতুকং বর্ণয়তি—তদা চেতি পদ্যেন । মাল্যোতি । মাল্যং হরতি বহতীতি মাল্য-
হরস্তশ্চ ভাবো মাল্য-হরতা তস্তা অনর্হা অপোহা অথবা বস্ত্র তেন আত মুদ্রণাদিনেত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

এবং সকল লোকের পরাধীনতার অধীনতা আশঙ্কা করিয়া শীঘ্রই বলিতে
লাগিলেন ॥ ১৯ ॥

সেই স্মৃজাত শ্রীমান্ নন্দকুমার আকাশে অপভ্রত হইলে, তাঁহার সে সকল
মাতা পিতা প্রভৃতি বন্ধুগণ অসহ-দুঃখসাগরে অবগাহন করিয়াছিলেন সহসা
তাঁহাদিগের অমুকূল কূল দেখা গিয়াছিল ॥ ২০ ॥

দেখ বলরামের অমুজ শ্রীকৃষ্ণ বাল্যস্বভাবে হেতু যখন তৃণাবৰ্ত্তের গলদেশ বল
পূর্বক গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন ঐ অমুর অভ্যন্ত পীড়িত হইয়া সেই কৃষ্ণ-
বাহুকে বন্ধনের নাগপাশতুল্য কষ্টদায়ক বিবেচনা করিয়াছিল ॥ ২১ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বাহুদ্বয় দ্বারা তৃণাবৰ্ত্তকে পীড়ন করিলে যেমন পীড়া বৃদ্ধি পাইয়াছিল,
সেইরূপ শিশুর ভারও ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়াছিল । অমুরাধম তাহা কি বহন
করিতে কি পরিত্যাগ করিতে এবং কি রোধ করিতে কিছুতেই সমর্থ হয়
নাই ॥ ২২ ॥

তৎকালে ঐ বালকের একপ অবস্থা নয় যে, মাল্য ভারটীও বহন করিতে

যথা ;—মাল্যবুদ্ধ্যাহ্ৰিবল্লোমপটভ্রান্ত্য তমৃক্ষবৎ ।

কৃষ্ণোহববেষ্ঠদাত্মাঙ্গং বাতুলঃ কথমুজ্জ্বতু ॥ ২৪ ॥

যথা চ ;—তৃণাবৰ্ত্তে রুদ্ধকণ্ঠে তচ্ছাসা রুদ্ধতাং গতঃ ।

তদৈব চ বহির্বীতাস্তৎ কিং তস্মৈ ত এব তে ॥ ২৫ ॥

অথাবকাশাবকাশাং(ক) প্রস্তুরকৃতাস্তুরণায়ামঙ্গলস্থল্যামতি-
বিস্তীর্ণং । মহাঘোষবধিরীকৃতঘোষং তদ্বপুনিপপাত, নিপত্য চ
মূৰ্তিমন্মূৰ্ত্তিকমপি ল্পথসন্ধিবন্ধীভূতমদৃশ্যত ॥ ২৬ ॥

তৎ প্রাণহরতাং দৃষ্টোন্ত্বয়েন বর্ণয়তি—মাল্যবুদ্ধ্যেতি পদ্যেন । লোমপটং কঞ্চলমিতি প্রসিদ্ধং ।
কৃক্ষবৎ ভল্লুক ইব যঃ কৃষ্ণ আত্মাঙ্গং করাভ্যাং পাদাভ্যাং সমাবৃত্তবান্ তৎ । “বাতুলঃ পুংসি
বাত্যায়ামপি বাতাসহেধি”ত্যমরঃ । উন্নত্বেহপি বাতুল ইতি স্কীরঃ । উজ্জ্বতু ত্যজতু “বাতুলো
বাতুলোহপি স্মাৎ” ইতি দ্বিরূপকোষাৎ, হৃষ্মমধ্যোহপীতি রায়ঃ ইত্যমর টীকা ॥ ২৪ ॥

তেন চ তন্মৃত্যুং বর্ণয়তি—তৃণেতি পদ্যেন । বহির্বীতাঃ প্রাণা বহির্গতাঃ তে শ্বাসাঃ
প্রাণাস্ত ॥ ২৫ ॥

মৃত্যোরনন্তরং তদেহস্ত পাত্যং বর্ণয়তি—অথৈতাদি গদ্যেন । অবকাশাবকাশাং অনাবৃত্তাবকাশাং

সমর্থ হন তথাপি ঐ কোমলাঙ্গ ক্ষুদ্র বালক দ্বারা ঐ অশ্রুর ভার বহন করিয়া
অর্থাৎ ক্ষুদ্র কোমলবপুঃ শ্রীকৃষ্ণকে অতিভার মনে করিয়া আপনার প্রাণ
বিসর্জন দিয়াছিল ॥ ২৩ ॥

যথা—যেমন সর্পে মালা ভ্রমযুক্ত ব্যক্তিকে সর্প বেষ্টন করে এবং যেমন
ভল্লুকে কঞ্চল ভ্রমযুক্ত ব্যক্তিকে ভল্লুক বেষ্টন করে তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ কর চরণ রূপ
নিজাঙ্গ দ্বারা তৃণাবৰ্ত্তকে বেষ্টন করিয়াছিলেন অতএব বাতুল অর্থাৎ বাত্যাঙ্গপী
তৃণাবৰ্ত্ত শ্রীকৃষ্ণকে কিরূপে পরিত্যাগ করিবে ॥ ২৪ ॥

আরও দেখ । তৃণাবৰ্ত্তের কণ্ঠরুদ্ধ হইলে তাহার শ্বাস বা প্রাণ বায়ু সকলও
রুদ্ধ হইয়াছিল, তৎকালে সেই তৃণাবৰ্ত্তের শ্বাস ও প্রাণবায়ু সকলই কি বহির্গত
হইল ? অর্থাৎ তাহার কি মৃত্যু ঘটিল ? ॥ ২৫ ॥

অনন্তর অনাবৃত্ত আকাশ হইতে প্রথমতঃ প্রস্তুর ঋণ্ড সকল পতিত হইয়া

(ক) অথাকাশাবকাশ ইতি আনন্দগৌর-পুস্তকযোঃ পাঠঃ ।

ততশ্চ তত্ত্ব ;—কিমিদং কিমিদং পপাত কস্মা-

দিতি পৰিবৰ্ত্তৰূপেত্য গোপরামাঃ ।

চকিতাঃ পুরতো নিরীক্ষ্য বক্ষ-

স্তত্বপরি বালহরিঞ্চ মৃগ্যমাণম্ (ক) ॥ ২৭ ॥

দনুস্তুতমলমুদ্বিৰ্ভিতাক্ষং শিশুমথ বীক্ষ্য নিরীক্ষমাণনেত্রম্ ।

তত্বপরি সহসা নিধায় সন্তানমুমুপজহুঃ স্তনুমুদা জনন্ত্যাম্ ॥ ২৮ ॥

মূৰ্ত্তিমন্মূৰ্ত্তিকং কাঠিষ্ঠবিশিষ্টানি অবয়বানি যত্র তৎ স্পন্দনীতি স্পন্দনাং সন্ধিস্থানানামবকো বকো
ভবতি যত্র ভগ্নাস্থিজড়িতমিত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

তদেবং তৎ পাতরবং ক্ৰম্ণা গোপরামাণাং কৃতং বৃত্তং বৰ্ণয়তি—কিমিদমিত্যাदि पद्यद्वयेन ।
परिवर्त्तवेष्टितवताः । मृग्यमाणः अवेषणीयः ॥ २७ ॥

সন্তাং ভদ্রতাং কৃষ্ণস্ত পরিচিতি ॥ ২৮ ॥

যেন তৃণাবৰ্ত্তের মৃত দেহের শব্দাস্বরূপ হইয়াছিল তৎপরে ঐ প্রস্তরাস্তরণ যুক্ত
প্রাঙ্গণভূমিতে অতি বিস্তীর্ণ অস্তুরদেহ মহাশব্দে আভীরপন্নী বধির করিয়া নিপতিত
হইল । নিপতিত হইয়া সেই দেহের অবয়ব সকল কাঠিষ্ঠ যুক্ত হইলেও তখন
সন্ধিস্থানসমূহের বন্ধন শিথিল হইয়া গেল এবং ভগ্নাস্থিসমূহ দ্বারা ঐ শরীর জড়িত-
রূপে দৃষ্ট হইয়াছিল ॥ ২৬ ॥

তৎপরে গোপবধুগণ সেই দেহপতন নিরীক্ষণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, ইহা
কি ? ইহা কি ? এটা কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল ? এই বলিয়া নিকটে
গিয়া তাহার চতুর্দিক্ বেঠন করতঃ সম্মুখে ঐ তৃণাবৰ্ত্তের বক্ষস্থলোপরি তাঁহাদিগের
অবেষণীয় শিশু শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন ॥ ২৭ ॥

তাঁহারা দেখিলেন দনুপুত্র (তৃণাবৰ্ত্ত) অত্যন্ত উদ্ভাস্ত-নয়নে বিচ্যমান এবং
বালক তাহার উপরে ভদ্রতা করিয়া সহসা চক্ষুদ্বারা ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত পূৰ্ণক
বসিয়া আছেন । ইহা দেখিয়া গোপবধুগণ আনন্দে বালককে গ্রহণ করতঃ
জননীর ক্রোড়ে অর্পণ করিলেন ॥ ২৮ ॥

(ক) তৃতীয় চরণে—“ভয়মধুরমুখং নিরীক্ষ্য বক্ষঃ” ইতি গোরাবল-পুস্তক-পাঠঃ ।

অথ মন্ত্রবৎ কিঞ্চিদ্বচনাৎ পুনরমুরমুখ্যাশ্চেতনামাচিন্তিতে স্ম ॥ ২৯ ॥

যথা, মৃত্যুমৃত্যুতো মৃত্যুহতস্ত জীবিতস্তদেতমাদেৎস তনুজবৎসলে ।

ইত্যুক্তিমন্ত্রাস্তিবালকৌষধং বিন্যস্ততাং প্রত্যুদজীজিবন্নমুঃ ॥ ৩০ ॥

শিশুমুপসদ্য যশোদা, দনুজহতং দ্রাক্ চিচেত লীনাপি ।

বর্ষাজলমুপলভ্য, প্রাণিতি জাতির্বথেন্দ্রগোপানাম্ ॥ ৩১ ॥

অথাগমন্ ব্রজপতিসঙ্গতা জনাঃ সবিস্ময়ং সভয়মদভ্রসস্ত্রমম্ ।

গৃহাস্তরব্রজনবিচারণাহন্যদা ন তহ্ ভূদঘদভবদেকভাবতা ॥ ৩২ ॥

তাসাং সগৃহীতকৃত্যং বর্ণয়তি—অথৈতাদি গদ্যেন । অমুখ্যাঃ শ্রীযশোদায়াঃ ॥ ২৯ ॥

তাসাং মন্ত্রবচ্যক্যং বর্ণয়তি—মৃত্যুরিতি পদ্যেন । এতং তনুজং উদজীজিবন্ উজ্জীবয়ামাস্ ॥ ৩০ ॥

তদেবং পুত্রলাভেন ব্রজধর্ম্যা জ্ঞানহৃৎপয়োঃ প্রাপ্তিং বর্ণয়তি—শিশুমিতি পদ্যদ্বয়েন । লীনাপি লয়ং প্রাপ্তাপি । ইন্দ্রগোপানাং কীটবিশেষাণাং ॥ ৩১ ॥

অগমন্ অগচ্ছন্ । গৃহাস্তরেতি গৃহাস্তরং এজাম ইতি বিচারণা অঙ্কালে ভবতি সা তর্হি নাতুৎ যদ্বশ্মাৎ সর্কেষামেকভাবতা অভবৎ সর্কে অস্থিরচিত্তা অভবন্নির্ভর্যঃ ॥ ৩২ ॥

অনন্তর ঐ সকল গোপাঙ্গনা মন্ত্ৰের শ্রায় কিছু বলিয়া পুনর্ব্বার তাঁহার চৈতন্ত্য সম্পাদন করিয়াছিলেন ॥ ২৯ ॥

গোপীদিগের বাক্য যথা—হে পুত্রবৎসলে ! মৃত্যু অর্থাৎ কালস্বরূপ তৃণাবর্ত্তের মৃত্যু হইয়াছে, মৃত্যু বাহাকে হরণ করিয়াছিল, সেই বালকও বাঁচিয়াছে, যশোদা পুত্র বিরোগে মৃতপ্রায়া হইয়াছিলেন, গোপীগণের ঐ বাক্যেই যশোদার পক্ষে জীবনমন্ত্র এবং শ্রীকৃষ্ণই তাহার ঔষধস্বরূপ হইল । অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে ক্রোড়ে দিয়া তাঁহারা যশোদাকে জীবিত করিলেন ॥ ৩০ ॥

যুরূপ ইন্দ্রগোপনামক কীট, অর্থাৎ আষাঢ়িয়া পোকা সকল বর্ষাকালের জল পাইয়া প্রাণ ধারণ করিয়া থাকে, সেইরূপ যশোদা অচেতন অবস্থা লাভ করিলেও অম্বর কর্ত্তক অপহৃত পুত্রকে পুনশ্চ প্রাপ্ত হইয়া শীঘ্র চৈতন্ত্য প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৩১ ॥

অনন্তর নন্দ মহারাজ এবং তাঁহার সমীপস্থ জন সকল সবিস্ময়ে ও সভয়ে অত্যন্ত ঘরান্বিত হইয়া সেই স্থানে গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু তৎকালে তাঁহা-

পশ্যন্নপি তৃণাবর্তমপশ্যন্মিতি তং জনঃ ।

কৃষ্ণমেবাগমদ্দৃষ্টুং তৎপ্রেমা হৃদুতাদিজিৎ ॥ ৩৩ ॥

স্পৃষ্টঃ কম্প্রেণ হস্তেন দৃষ্টঃ সাত্রেণ চক্ষুষা ।

পিত্রাথ মাতুরুৎসঙ্গাদবিত্রা শিশুরাদদে ॥ ৩৪ ॥

ততশ্চ রাক্ষসস্পর্শজ-কৃতজাদিশঙ্কয়া ।

নিরীক্ষিতাবয়বগণোহপি মাতৃভি-

র্বিলোকিতঃ স তু জনকেন কৃৎস্নশঃ ।

মমেতি ধীঃ পৃথুমমতাস্পদং দৃশা

স্বয়াপরং ন তু পরয়া পরীক্ষ্যতে ॥ ৩৫ ॥

তেষাং চিত্তং শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠমেবেতি বর্ণয়তি—পশ্যন্নপীতি পাদান । ন পশ্যন্ অপশ্যন্ ॥ ৩৩ ॥

তত্র তু ব্রজরাজস্নেহকার্যং বর্ণয়তি—স্পৃষ্ট ইতি । অবিত্রা রক্ষকেণ ॥ ৩৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণে পিতৃঃ স্নেহোহসাধারণ ইতি বর্ণয়তি—ততশ্চেত্যারভ্য নিরীক্ষিতেত্যাदि পদ্যেন ।
পরয়া প্রিয়তময়া ॥ ৩৫ ॥

দিগের গৃহাগমনের বিবেচনাই হয় নাই, যেহেতু সকলের এক ভাব অর্থাৎ সকলেই অস্থিরচিত্ত হইয়াছিলেন ॥ ৩২ ॥

তাহার হেতু এই যে, সকলের চিত্ত কৃষ্ণনিষ্ঠ ছিল, অতএব তৃণাবর্তকে দেখিয়াও শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে না পাওয়ায় তাঁহাকে দেখিবার জন্য আগমন করিয়াছিলেন তাহার কারণ কৃষ্ণনিষ্ঠ প্রেম অদ্ভুতাদি ভাব সকলকে জয় করিয়া থাকে ॥ ৩৩ ॥

সে যাহা হউক, অনন্তর শিশু রক্ষক পিতা নন্দ কম্পমান হস্ত দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে স্পর্শ এবং সজলনয়নদ্বারা দর্শন করতঃ জননীর ক্রোড় হইতে তুলিয়া লইলেন ॥ ৩৪ ॥

তৎপরে রাক্ষসের স্পর্শজনিত অঙ্গ ক্রতাদি হইয়া থাকিবে এরূপ আশঙ্কা করিয়া জননীগণ তাঁহার সমস্ত অবয়ব নিরীক্ষণ করিলেও পিতা নন্দ পুনশ্চ সম্পূর্ণ-ভাবে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন । “মম” অর্থাৎ “আমার” ইত্যাকার জ্ঞান প্রচুর মমতার আঙ্গুদস্বরূপ । অতএব তাহা যেমন আত্মদৃষ্টি দ্বারা হৃদয়রূপে

অথ ব্যগ্রেহিতা বৃষভান্নগ্রেসরাঃ পরমহিতাঃ পরস্পরমপর-
স্পরং কথয়াঞ্চক্লুঃ ॥ ৩৬ ॥

কায়ং হতস্তীত্রবলং পলাশনঃ

ক তীর্ণবান্ মোহয়মতীব বালকঃ ।

* কিম্বা স্বপাপেন বিহিংস্রতে খলঃ

সাধুঃ সমত্বেন ভয়াৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৩৭ ॥

অথবাস্মাকমেব ভাগ্যমিদমিতি যোগ্যম্ ॥ ৩৮ ॥

তত্র বৃষভান্নাদীনং শ্রীকৃষ্ণে প্রেমজ্ঞতাং বর্ণয়তি—অথেত্যাদি গদ্যেন । বৃষভান্নুরগ্রে সরো-
হগ্রগো ঘেষাং তে অপরস্পরং অবিরতং ॥ ৩৬ ॥

তেষাং কথনং বর্ণয়তি—কায়মিতি পদ্যেন । পলাশনো মাংসভোগী তীর্ণবান্ তদ্ব্যুপ-
সাগরাৎ ॥ ৩৭ ॥

তেষাং তপ আদিক্রিয়াফলমেব শ্রীকৃষ্ণ ইতি তচ্চ তেষাং বাক্যেন নির্দিশতি—অথবেত্যাদি
গদ্যেন ॥ ৩৮ ॥

পরীক্ষা হয় তদ্রূপ পরদৃষ্টি দ্বারা হয় না ; এই জন্তই যশোদার দেখাতেও
নন্দরাজের চিন্তে যেন তৃপ্তি হইল না ॥ ৩৫ ॥

অনন্তর পরমহিতৈষী ব্যক্তিগণ ব্যাকুলভাবে চেষ্টা করিয়া এবং বৃষভান্নরাজকে
অগ্রে করিয়া পরস্পর অবিচ্ছেদে কথোপকথন করিতে লাগিলেন ॥ ৩৬ ॥

প্রচণ্ড বলশালী বিনষ্ট কিংবা হতভাগ্য এই নাংসাশী রাক্ষসই বা কোথায় ?
এবং তাহার মুখসাগর হইতে যে উত্তীর্ণ হইয়াছে সেই অত্যন্ত বালকই বা
কোথায় ? ফল কথা এই দুইটির সান্নিধ্য অত্যন্ত অসম্ভব । কিম্বা খলব্যক্তি
আপনার পাপ দ্বারা আপনিই হত হইয়া থাকে এবং সাধুব্যক্তিই সমতাপ্তে ভয়
হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন ॥ ৩৭ ॥

অথবা আমাদিগেরই যে ইহা ভাগ্য ইহা উপযুক্ত ॥ ৩৮ ॥

(*) শ্লোকস্তান্ত তৃতীয়-চতুর্থ-পাদৌ শ্রীভাগবতীয়োঃ—

“হিংস্রঃ স্বপাপেন বিহিংসিতঃ খলঃ, সাধুঃ সমত্বেন ভয়াৎ ন মুচ্যতে ।” ইত্যেব কিঞ্চিৎ পার্থক্যং ।

তথাহি ;—কিং নস্তপঃ পূৰ্ত্তমশেষসৌহৃদং

দত্তং যথেষ্টং হরি-তৃপ্তয়েহজনি (ক) ।

রক্ষোগৃহীতঃ পুনরেব বালকঃ

স্বয়ং স্ববন্ধুন্ সুখয়ন্ যদাগতঃ ॥ ৩৯ ॥

সমস্তার্থকরী বিষ্ণু-ভক্তিঃ সাক্ষাদ্বিজেশ্বরে ।

দৃশ্যতাং মৃশ্যতামন্যং কিং বা বালকমঙ্গলম্ ॥ ৪০ ॥

যতঃ ;—সর্বদা ক্রমতে যস্য বুদ্ধিঃ সদ্ভুক্তয়ে হরেঃ ।

স সদা ক্রমতে তস্য লক্ষ্মীশ্চ ক্রমতেতরাম্ ॥ ইতি ॥ ৪১ ॥

তেবাং বাক্যং কিং ন ইত্যাদি । নঃ অস্মাভিঃ হরিতৃপ্তয়ে তপ আদি বিষ্ণুশ্রীতয়ে যদাগতঃ যদ্যস্মান্তস্মাং কিমিত্যাদি ॥ ৩৯ ॥

অথবা এতাদৃশবিপরীশনপূর্বকমঙ্গলস্ত ব্রজেশ্বরস্ত বিষ্ণুভক্তিরেব হেতুর্বাগ্নিশীতবস্তুস্তদ্বর্ণয়তি সমস্তেতি পদ্যেন ॥ ৪০ ॥

বিষ্ণুভক্তৌ মহৎ ফলং বর্ণয়তি সর্বদেতি পদ্যেন । স হরিঃ তস্তোহুঃকম্পিণী ষষ্ঠী ॥ ৪১ ॥

দেখ, যখন এই বালক রাক্ষসকর্তৃক আক্রান্ত হইয়াও স্বীয়বন্ধুদিগকে সুখী করিবার জন্ত স্বয়ং আসিয়াছে, তখন হরি-তৃপ্তির নিমিত্ত আমাদের পূর্বজন্মে কি উপগ্রা অথবা কি অশেষ প্রেমই না সঞ্চিত ছিল এবং কি দানই বা না করিয়াছি ! অর্থাৎ আমরা সমস্তই করিয়াছি, যাহার ফলে অত্ৰ কৃষ্ণকে পুনর্ব্বার মৃত্যুমুখ হইতে লাভ করিলাম ॥ ৩৯ ॥

অহে গোপগণ ! নন্দ মহারাজে সমস্ত মঙ্গলদায়িনী বিষ্ণুভক্তি বর্ত্তমান আছে, তাহা তোমরা দর্শন কর, সেই বিষ্ণুভক্তি ব্যতীত বালকের মঙ্গল নিমিত্ত আমা-দিগকে অত্ৰ আর কি চিন্তা করিতে হইবে ? ॥ ৪০ ॥

কারণ ভগবান্ হরির উত্তমা ভক্তির নিমিত্ত যাহার বুদ্ধি সর্বদা উৎসাহ যুক্ত হয়, সেই ভগবান্ তাঁহার প্রতি সন্তোষ হয়েন এবং লক্ষ্মীদেবীও তাঁহার প্রতি সর্বদা বর্দ্ধিত হয়েন ॥ ৪১ ॥

* তৃপ্তয়ে ইত্যত্র তৃপ্তয়ে ইতি গৌর পুস্তক-পাঠঃ ।

দেবাশ্চ সর্কৌতুকমিমং শ্রীকৃষ্ণাভিপ্ৰায়মুৎপ্রেক্ষাকক্ষিরে ।

বালোহং ন পরিচিনোম্যভদ্র-ভদ্রং

যঃ ক্রোড়ে কলয়তি তদগলং দধামি ।

তেন ত্বং যদি মরণং প্রয়াসি কঃ স্থি-

দোষঃ শ্রাস্মম তমথ ত্বমেব জন্ম ॥ ৪২ ॥

ততশ্চ সর্বানর্বাচীনাভীরবীরাণাং সেয়ং মন্ত্ৰণা জাতা ।

গোষ্ঠমিদং দুষ্টানামাধিষ্ঠানং বৃহৎ তস্মাদ্গৃহএব গৃহনীয়-
মিদং (ক) বালয়ুগলমিতি ॥ ৪৩ ॥

ততঃ শঙ্কাতিশয়ময়ং দিনকতিপয়ং নানাক্রীড়নকেন ক্রীড়য়-
মানা মাতৃসমানা গোপিকা গোপিকা বভূবুঃ । যত্র চ বাল-
বালিকা কুলপালিকাদয়ঃ সদয়ং সমাগম্য রম্যং তৎকেলিকুভূ-
হলং কলয়ন্তি ॥ ৪৪ ॥

তদা দেবানাং হৃদকৃত্যং বর্ণয়তি তত্র চ তেষামুৎপ্রেক্ষাং শ্রীকৃষ্ণাভিপ্ৰায়েণ বর্ণয়তি—বালোহং-
মিতি পদ্যেন (অভদ্রভদ্রং ইদমমলিনং ইদঞ্চ মলিনং ইতি ন জানামি) ॥ ৪২ ॥

ততঃ সর্কোষাং বৃদ্ধগোপানাং বা মন্ত্ৰণা বভূব তং ততশ্চৈত্যাভ্য গোষ্ঠমিত্যাदि পদ্যেন
বর্ণয়তি স্থগং ॥ ৪৩ ॥

অথ গোপানাং মন্ত্ৰণানুসারেণ গোপিকানাং কৃত্যং বর্ণয়তি—তত ইত্যাদি পদ্যেন । দ্বিতীয়া
গোপিকা রক্ষিকাঃ । কলয়ন্তি রচয়ন্তি ॥ ৪৪ ॥

তৎকালে দেবগণ কৌতুকের সহিত শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায়কে এইরূপে উৎ-
প্রেক্ষা করিয়াছিলেন অর্থাৎ কৃষ্ণের কথা নিজে নিজে বলিয়াছিলেন ।

আমি বালক স্মৃতরাং আমার ভদ্রাভদ্র (সদস্য) জ্ঞান নাই, যে আমাকে
ক্রোড়ে করে, আমি তাহারই গলদেশ ধারণ করি, তাহাতে তুমি যদি মরিয়া যাও
তাহা হইলে আমার কি দোষ হইতে পারে, তাহা তুমিই বল ? ॥ ৪২ ॥

তদনন্তর প্রাচীন এবং আভীর বীরদিগের এই প্রকার মন্ত্ৰণা হইয়াছিল ।
এই গোষ্ঠ দুই অসুরদিগের অধিষ্ঠান হইল অতএব এই দুইটা বালককে গৃহমধ্যে
গোপন ভাবে রাখাই কর্তব্য ॥ ৪৩ ॥

অনন্তর মাতৃস্থানীয় গোপীগণ অতিশয় শঙ্কাপূর্ণ হইয়া কতিপয় দিন নানাবিধ

যথা ;—ক্ৰীড়নানি বিবিধানি তং সদা, দর্শয়ন্তি চ মুদা হসন্তি চ ।
খেলয়ন্তি চ বলেন তা ইতি, স্বাস্ত্রে পরমমু অরাক্ষয়ুঃ ॥ ৪৫ ॥
ততশ্চ ;—বালেন সমমন্তোন্ত্যং প্রাবল্যং দর্শয়াম্বিব ।

উদ্ধাধোভাবমাসাদ্য সর্ব্বা হাসয়তি স্ম সং ॥ ৪৬ ॥

মাতৃগামগ্রতো বাহু বিক্ষিপন্ ধাবতি স্ম সং ।

দর্শয়াম্বিব তেজঃ স্ম হসন্ পাতে রুরোদ চ ॥ ৪৭ ॥

তং বর্ণয়তি ক্রীড়নানীতি পদ্যেন । স্বাস্ত্রে গৃহমধ্যে । অমু রামকৃষ্ণে ॥ ৪৫ ॥

ত্রীকৃষ্ণস্ত তাঃ সন্তোষয়িতুং যদকরোত্তরবর্ণয়তি—বালেনেতি পদ্যেন । সর্ব্বা গোপিকাঃ । স
কৃষ্ণঃ ॥ ৪৬ ॥

কিঞ্চ মাতৃগামিতি । পাতে ধাবনে স্বস্ত পতনে সতি পুরঃ পুরীহজনান্ ॥ ৪৭ ॥

ক্রীড়নদ্রব্য দ্বারা তাঁহাদিগকে ক্রীড়া করাইয়া রক্ষা করিয়াছিলেন । যে
ক্রীড়ায় বালক, বালিকা ও কুলপালিকা (সতী স্ত্রী) প্রভৃতি সকলে সদয়ভাবে
আসিয়া সেই মনোহর কেলিকৌতুক দর্শন করিতেন ॥ ৪৫ ॥

কেলিকৌতুক যথা—তাঁহারা সকলে সর্ব্বদাই তাঁহাকে ক্রীড়নদ্রব্য দেখাইতেন
সহর্ষে হাস্য করিতেন এবং বলরামের সহিত খেলা করাইতেন । এইরূপেই
তাঁহারা রাম-কৃষ্ণকে গৃহমধ্যে রক্ষা করিয়াছিলেন ॥ ৪৬ ॥

তাহার পর ত্রীকৃষ্ণ বালকদিগের সহিত পরস্পর যেন বলিষ্ঠতা দেখাইতে
কখন সরল ভাবে দণ্ডায়মান কখনও বক্রভাবে উপবেশনরূপ উর্দ্ধ ও অধোভাব
প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাদের মউলকেই হাঁসাইয়াছিলেন ॥ ৪৭ ॥

ত্রীকৃষ্ণ যেন আপনার তেজঃ দেখাইবার জন্তই মাতৃগণের সম্মুখে বাহুদ্বয়কে
উভয় পার্শ্বে দোলাইতে দোলাইতে এবং হাস্য করিতে করিতে দৌড়িয়া গিয়া যেন
নিজ তেজঃ প্রদর্শন করতই হাস্য করিতেন । আর যখন ঐ ধাবনে তিনি পড়িয়া
যাইতেন, তখন রোদন করিতেন ॥ ৪৭ ॥

বলং বা জ্ঞানং বা কিয়দভবদশ্চেতি বিমূশন্
 যদা গোপীসজ্জঃ কিমপি মুহুরানেতুমদিশং ।
 তদা শক্তিং ব্যঞ্জন্ কচ পুনরশক্তিং কচ শিশুঃ
 স পশ্যন্তদ্বক্ত্রং হসতি চ পুরো হাসয়তি চ ॥ ৪৮ ॥
 নামাদেশং যদা মাতা দিশতে নয়নাদিকম্ ।
 কৃষ্ণশ্চ কুরুতে বাঢ়ং চক্রে তস্থা ন কিং তদা ॥ ৪৯ ॥
 রুদন্তমিন্দবে মম্ব-গর্গর্যাং প্রতিক্রুপিণে ।
 পিণ্ডেন নাবনীতেন বৃদ্ধাগর্দ্রয়তর্ভকম্ ॥ ৫০ ॥

গোপীনাং তেন সহ কীড়নে যঃ স্তম্বসজ্জো জাতস্তং বর্ণয়তি—বলমিত্যাदिभिः सञ्जतिः पदैः ।
 কিমপি বস্ত্র কচ বর্ততে স্ত্রোতি শেষঃ । স গোপীসজ্জঃ পুরঃ সম্মুখস্থজনান্ ॥ ৪৮ ॥
 নামাদেশং নামানি ঘটাদীনি আদিচ্ছ । তস্থা মাতুঃ কিং স্থং ন তদা চক্রে ॥ ৪৯ ॥
 মম্বগর্গর্যাং মম্বনপাথে প্রতিবিম্বং চন্দ্রং হৃদিকৃত্য রোদিতি । অগর্দ্রয়ং প্রালোভয়ং ॥ ৫০ ॥

ইহার কত বল এবং কত জ্ঞান আছে, ইহা বিচার করিয়া গোপীগণ যখন
 কোন এক বস্ত্র আনিবার জন্ত বারবার আদেশ করিতেন, তখন ঐ শিশু কখন
 শক্তি প্রকাশ করিয়া এবং কখন বা শক্তি প্রকাশ না করিয়া তাঁহাদিগের সম্মুখে
 গিয়া মুখ দর্শন পূর্বক হাসিতেন এবং সম্মুখস্থিত জনদিগকে হাস্ত
 করাইতেন ॥ ৪৮ ॥

যখন মাতা ঘটাদির নাম ধরিয়া কোন বস্ত্র আনয়ন করিতে আদেশ করিতেন
 তখন কৃষ্ণ “আচ্ছা” বলিয়া আনয়নাদি কার্য্য করিতেন । এইরূপে তিনি
 তৎকালে জননীর কোন্ স্থকে না বিস্তার করিয়াছিলেন ? ॥ ৪৯ ॥

মম্বনপাত্রে চন্দ্রের প্রতিবিম্ব দেখিয়া সেই প্রতিবিম্বিত চন্দ্র লইব বলিয়া
 কৃষ্ণ যখন রোদন করিয়াছিলেন, তখন কোন বৃদ্ধা গোপী নবনীতপিণ্ড দেখাইয়া
 তাঁহাকে প্রলোভিত করিয়াছিলেন ? ॥ ৫০ ॥

স্বশ্য স্বপ্নাপহারেহপি চক্রন্দ মণিহারবৎ ।

কৃত্বান্যমণিহানিঞ্চ প্রাহসীদ্বালকৃষ্ণকঃ ॥ ৫১ ॥

নির্ম্মঞ্জুনং তব ভজাম কুলেশ-লাল্য !

বল্যাতিমোহন ! বলানুজ ! নৃত্য নৃত্য ।

ইত্যঙ্গনাভিরুদিতস্থি থি থি থি থীতি

ক্লুপ্তেন তাল-বলয়েন হরিন'নভ' ॥ ৫২ ॥

মাং নভ'য়ত ভো বৃদ্ধা ইতি তাসাং পুরো গতঃ ।

ভদ্রং নৃত্যসি ভদ্রত্বমিতি স্তোত্রাম্ননভ' সং ॥ ৫৩ ॥

স্বপ্নাপহারে ক্রীড়নককপর্দকমাত্রস্বাপি হানৌ মণিহারবৎ মণিহানিবৎ বহুম্ব্যাপদার্থ-
নাশবৎ ॥ ৫১ ॥

উদিতঃ কথিতঃ তালবলয়েন । করতালাদিসংযোগেন ॥ ৫২ ॥

মামিতি শ্রুগমং ॥ ৫৩ ॥

যদি কোন ব্যক্তি কৃষ্ণের নিকট হইতে ক্রীড়নকের একটা কপর্দকমাত্র
অপহরণ করিত, তখন শ্রীকৃষ্ণ যেন রত্ন হরণ হইয়াছে ভাবিয়া ক্রন্দন করিতেন,
পরে বালকৃষ্ণ অপরের মণি হরণ করিয়া তাস্ত করিতেন ॥ ৫১ ॥

হে রজরাজপুত্র ! অথবা হে কুল প্রদীপ-প্রতিপাল্য ! হে বাল্যাতি-মোহন !
হে বলরামানুজ ! তুমি নৃত্য কর, নৃত্য কর, আমরা তোমার নির্ম্মঞ্জুন করিব ।
এইরূপে রমণীগণ যখন শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিতে লাগলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ
“থি—থি—থি—থি—থি” এইরূপ করতালাদির সংযোগে নৃত্য করিয়া-
ছিলেন ॥ ৫২ ॥

হে বৃদ্ধাগণ ! “তোমরা আমাকে নাচাও,” এই বলিয়া, তাঁহাদের অগ্রে গিয়া
নৃত্য করিয়াছিলেন, তাঁহারা “তুমি ভাল বালক, কৃষ্ণ ভাল নৃত্য করিতেছে,”
এইরূপ প্রশংসা বাক্য প্রয়োগ করিলে, শ্রীকৃষ্ণ (উৎসাহিত হইয়া) বারম্বার নৃত্য
করিয়াছিলেন ॥ ৫৩ ॥

বিহসন্তীষু সৰ্ব্বাষু সৌষ্ঠবাং প্রচ্যবাদপি ।

নৃত্যন্ ব্রীড়িতবৎ কৃষ্ণে মাতুরক্লেহপলায়ত ॥ ৫৪ ॥

ক্ষণং বিরম্য চ রম্যাননস্তনধয়নমপি তত্রারক্কেবান্ যদর্শনমনু
সক্লর্ষণঃ সের্ষ্যামিব নিজমুৎকর্ষণং বাঞ্ছন্ নিজ-জননী-স্তনপানমারক্কে-
বান্ ॥ ৫৫ ॥

তদৈব চ তৌ লীলাভিঃ প্রমীলামাগতো মাতৃভ্যাং শনৈঃ
শয্যামধিশাষ্যেতে স্ম ॥ ৫৬ ॥

তদেবং সরামস্ত তস্ত নিরোধে বিধীয়মানে বহির্বিজিহীর্ষিতে
চাতীৰ তদুপজীবন-পীবতামাসন্নেব * যোগমায়া তদানুকূল্যায়
কিঞ্চিৎ প্রপঞ্চিতবতী ॥ ৫৭ ॥

প্রচ্যবাদপি নর্তনে পতনাদপি ॥ ৫৪ ॥

ততঃ শ্রীকৃষ্ণস্ত শ্রীরামস্ত চ স্তনপানলীলাং বর্ণয়তি—ক্ষণমিত্যাদিনা আরক্কেবানিত্যন্তেন । স্তন-
ধয়নং স্তনপানং ॥ ৫৫ ॥

স্তনপানে অন্তবালকবৎ তয়োরাপি নিত্রা সমাগতেতি বর্ণয়তি—তদৈবেতি গদ্যেন । প্রমীলাং
তন্ত্রাং । মাতৃভ্যাং পরস্পরপতিভ্রাতৃপত্নীভ্যাং ॥ ৫৬ ॥

অধুনা পুতনা-শকট-তৃণাবর্ষ-কৃতবিরুদ্ধাচরণেন সদা শঙ্কিতায়া অতো বহির্বিহরণপ্রতিবন্ধিকার্য্যঃ

নর্তন সৌষ্ঠব নিবন্ধন এবং পতন হেতু নারীসকল হান্ত করিলে শ্রীকৃষ্ণ
নাচিলে নাচিতে যেন লজ্জিত হইয়া জননীর ক্রোড়ে পলায়ন করিয়াছিলেন ॥ ৫৪ ॥

ক্ষণকাল নৃত্যাকার্য্যে বিরত থাকিয়া সুন্দর মুখে শ্রীকৃষ্ণ, তথায় স্তনপান
করিতেও আরম্ভ করিলেন, তাহা দেখিয়া বলরাম যেন ঈর্ষ্যাভরে নিজের উৎকর্ষ-
বাঞ্ছা করিয়া নিজ-জননীর স্তন পান করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন ॥ ৫৫ ॥

এবং সেই সময়েই দুই ভ্রাতা খেলা করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া যখন তন্ত্রা
প্রাপ্ত হইলেন, তখন ঐ দুই জননী ও দুই যাতা (দেবর ও ভাস্করের স্ত্রী) ক্রমে
ক্রমে ঐ দুই বালককে শয্যায় শয়ন করাইলেন ॥ ৫৬ ॥

এইরূপে বলরামের সহিত শ্রীকৃষ্ণকে আটকাইয়া রাখিলে এবং তাঁহাদিগের

পীবতা ইতি গৌরানন্দপুস্তকে ইতি তদুপজীবনতামাসনে ইতি অন্তত্র পাঠঃ

যথা ; — “একদার্ককমাদায় স্বাক্ষমারোপ্য ভাবিনী ।

প্রস্নুতং(ক) পায়য়ামাস স্তনং স্নেহপরিপ্লুত ॥৫৮॥

পীতপ্রায়শ্চ জননী স্নতশ্চ রুচিরং স্নিতম্ ।

লালয়ন্তী মুখং বিশ্বং জৃম্বতো দদৃশে ইদং ॥” ইতি ॥৫৯॥

তেন চ সন্ততং বিশ্বয়মানায়াং নিজজায়ায়াং তস্যাং কদাচিৎ
শ্রীমান্ ব্রজরাজঃ পপ্রচ্ছ ॥ ৬০ ॥

শ্রীব্রজেশ্বর্য্য ঐশ্বর্য্যদর্শনেন শঙ্কানাশনায় যোগমায়াকৃত্যং বর্ণয়তি—তদেবমিত্যাদি গদ্যেন । বহি-
বিজিহীর্ষিতে বহির্কিহরণেচ্ছায়াং জাতায়াং তদুপজীবনপীবতাং তস্মাবলম্বনস্থলতাং প্রাপ্তেব ॥ ৫৭॥

তৎ প্রসঙ্গং পদ্যম্বয়েন বর্ণয়তি—একদেত্যাদি । (প্রস্নুতং প্রকর্ষণে বস্ত্রাদ্যাঃ স্রীকরণেন সদাক্ষরং
স্তম্ভং ইতি বৈকবতোষণী) ॥ ৫৮ ॥

পীতপ্রায়শ্চ হৃগমং (পীতং ভাবে ক্তঃ পানং তদ্ব্যভ্যন্তরং সঃ “অর্শ আদ্যচ্”, পানবান্ ।
প্রায়েণ পীতবত ইত্যর্থঃ । অথবা অভুক্তান্ ইত্যত্র অভুক্তঃ, বিভক্তধনা ইত্যত্র যথা বিভক্তা
ইতি শেষপদ লোপী সমাসস্তথা পীতহৃদস্থলে পীতপদং যদিওতঃ সমাযযৌ, ইতি ভাববি- ১। ১
টীকা দ্রষ্টব্য।) ॥ ৫৯ ॥

কিস্ত তেন চ মাধুর্য্যালাবিষ্টায়ান্ততঃ শঙ্কানাপগতা অথচ বিশ্বয়ো জাতস্তং বর্ণয়তি তেনেত্যাদি
গদ্যেন ॥ ৬০ ॥

বাহিরে বিহার করিতে ইচ্ছা হইলে যোগমায়া তৎকালে যেন তাঁহার পুষ্টিতাই
প্রাপ্ত হইয়া বাহ্যবিহার বিষয়ে কিঞ্চিৎ আশুক্য বিস্তার করিয়াছিলেন ॥ ৫৭ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধে ৭ অধ্যায়ে ২৮।২৯ শ্লোকে যথা—

এক সময়ে যশোদা বালককে ক্রোড়ে স্থাপন পূর্বক স্নেহপরিপ্লুত হইয়া
প্রস্নুত-স্তন পান করাইতেছিলেন ॥ ৫৮ ॥

শিশুর স্তনপান প্রায় হইয়াছে, জননী লইয়া লালন করিতেছেন, এমত
সময়ে ঐ বালক একবার জৃম্বা ত্যাগ করাতে (হাঁই তোলাতে) তাঁহার
মনোহর হাস্তব্রুত মুখনধ্যে যশোদা এই বিশ্বকে দেখিয়াছিলেন ॥ ৫৯ ॥

তথাপি মাধুর্য্যালাবিষ্টা জননীর শঙ্কা দূর না হইয়া বিশ্বয় জন্মিয়াছিল,
তন্নিবন্ধন নিজপত্নী সেই যশোদা সর্বদা বিশ্বয়াপন্ন হইলে কোন সময়ে শ্রীমান্
ব্রজরাজ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ॥ ৬০ ॥

(ক) প্রস্নুতং ইতি গৌরপুস্তকপাঠান্ত ভাগবত-টীকাভূর্ত্তন ধৃতঃ ।

ময়া যদনিষ্ঠভয়াদ্বালরোধনমুপদিষ্টং তৎ কিং নির্বহতি ? ॥৬১

সা প্রাহ নির্বহত্যেব কিন্তু বৃথেনি লক্ষ্যতে ।

ব্রজরাজ উবাচ—হস্ত কথমিব ?

সা প্রাহ ;—ব্রজমাত্র ব্রজনং বজ্যতে । দৃষ্টস্ত স্মৃষ্টস্মিতং
জৃম্ভমাণস্য বালকস্য বদনদ্বারা জগদেবেতি ।

অথ ব্রজরাজঃ স বৈলক্ষ্যমালক্ষ্য লক্ষ্মীজানিলক্ষ্যতয়া
মৌনমালম্ব্য বিলম্ব্যচোবাচ ॥ ৬২ ॥

যদ্যেবং তদা স্বজন-পরায়ণস্য শ্রীনারায়ণস্য বিধিৎসিতমেব
সর্বং বিচিকিৎসিতং করিষ্যতি । তস্মৈব খল্বিদং বৈভবমিতি ॥৬৩

তাং তথাভূতং দৃষ্ট্বা পরমচতুরঃ শ্রীব্রজরাজো যথাপৃচ্ছত্তবর্ণয়তি—ময়েত্যাদি গদ্যেন ॥ ৬১ ॥

ততস্তয়োর্দম্পত্যোর্বাকোবাক্যং বর্ণয়তি—সেত্যাদিনা । লক্ষ্মীজানি লক্ষ্যতয়া লক্ষ্মীজায়া যন্ত
স নারায়ণ এব লক্ষ্যো যন্ত তদ্ভাবতয়া নারায়ণচিন্তনপর ইত্যর্থঃ (বহুব্রীহৌ জায়াশব্দস্য জায়া
দেশঃ) ॥ ৬২ ॥

তৎ ব্রজরাজবচনং বর্ণয়তি—যদ্যেবমিতি গদ্যেন । বিধিৎসিতং বিধানেন্দ্ৰা । বিচিকিৎ-
সিতং সংশয়ং ॥ ৬৩ ॥

আমি যে অনিষ্ট ভয়ে বালকদ্বয়কে রুদ্ধ করিয়া রাখিবার কথা উপদেশ দিয়া-
ছিলাম, তাহা কি নির্বাহ হইতেছে ? ॥ ৬১ ॥

যশোদা কহিলেন, নির্বাহ হইতেছে বটে, কিন্তু নিরোধ বৃথা কার্য্য বলিয়া
বোধ হইতেছে ।

ব্রজরাজ কহিলেন, হায় সে কি প্রকার ? ।

যশোদা বলিলেন, কেবলমাত্র ব্রজে গমনই নিবারিত হইয়াছে, উজ্জল মুহু
হাস্ত করিয়া বালক যখন জৃম্ভা (হাঁই) তোলে তখন আমি বালকের মুখদ্বারা
জগৎ পর্য্যন্ত দর্শন করিয়াছি । অনন্তর ব্রজরাজ বিশ্বয়ের সহিত তাহা লক্ষ্য
করিয়া এবং বালকই লক্ষ্মীপতি নারায়ণ, ইহা যুক্তির সহিত আলোচনা করিয়া
মৌনাবলম্বন পূর্বক কিছু বিলম্বে কহিয়াছিলেন ॥ ৬২ ॥

যদি এরূপ হইল, তখন স্বজনপালক ভক্তবৎসল নারায়ণ যে কার্য্য

এবং তদবধি তদ্বিধিনা নাতিনিরোধে বিধীয়মানে কচিদপি সময়ে সংযমনং সময়া সরামঃ স রামানুজঃ শ্রীদাম-সুদাম-বসুদামাদিভিঃ সমং রমতে স্ম ॥ ৬৪ ॥

(অথ যুদ্ভক্ষণ লীলা)

তত্র বিনোদেন যুদদনং চক্রাণে চক্রাঙ্কিতচরণে সঙ্কর্ষণাদয়ঃ খেলায়াং কলিতকলহা রহস্তম্মাতরং নিবেদয়ামাসুঃ । যে খলু তয়া তদ্বিধিবিধানেহবধাপিতা বিধীয়ন্তে স্ম ॥ ৬৫ ॥

মাতা চ প্রচ্ছন্নমাগচ্ছন্তী বাহুং গৃহীত্বা পপ্রচ্ছ, চপল ! কিমিদং দুশ্চরিতমাচরিতং ? ॥ ৬৬ ॥

তদেবং নিশম্য কক্ষিৎ স্বাস্থ্যমাগতয়াং জনম্মাং শ্রীকৃষ্ণে যদকরোত্তম্বর্ণয়তি—এবমিত্যাদি গদ্যেন । তদ্বিধিনা ব্রজরাজবাক্যেন সংযমনং মাতরী বন্দনং বিজ্ঞাপ্য ॥ ৬৪ ॥

অথ মৃত্তিকাভক্ষণ-লীলাং বর্ণয়িতুং প্রকমতে ;—তত্রৈতাদি গদ্যেন । যুদদনং যুদ্ভক্ষণং, কলিতকলহাঃ কৃতবিবাদাঃ । তয়া তদ্বিধিবিধানেহবধাপিতা তন্মাত্রা তৎপ্রকারকাৰ্য্য-নিবারণে নিযুক্তাঃ কৃত্য আসন্ তেহপি ॥ ৬৫ ॥

তদেতন্নিশম্য লালকভাবেন যদকরোত্তম্বর্ণয়তি—মাতা চেত্যাди গদ্যেন ॥ ৬৬ ॥

করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, সেই ইচ্ছাই সকল সংশয়কে সম্পাদন করিবেন । নিশ্চয় ইহা তাঁহারই বৈভব ॥ ৬৩ ॥

এইরূপে তদবধি ব্রজরাজের কথনানুসারে বালকের আবরণে শৈথিল্য বিহিত হইলে কোনও সময়ে শ্রীকৃষ্ণ মাতাকে বন্দন জানাইয়া রাম, শ্রীদাম, সুদাম, এবং বসুদাম প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া ক্রীড়া করিয়াছিলেন ॥ ৬৪ ॥

(অনন্তর মৃত্তিকাভক্ষণ-লীলা আরম্ভ করিতেছেন—)

খেলার মধ্যে চক্রাঙ্কিত-চরণ শ্রীকৃষ্ণ, কোতুক করিয়া মৃত্তিকা ভক্ষণ করিলে, বাঁহারা সেই প্রকার অনিষ্ট ক্রীড়াদি নিবারণ জন্ত পূর্বে যশোদা কর্তৃক নিযুক্ত হইয়াছিলেন ; সেই বলরাম প্রভৃতি বালকগণ খেলায় কলহ করিয়া নির্জনে তাঁহার মাতার নিকট জানাইয়াছিলেন ॥ ৬৫ ॥

মাতাও গোপন ভাবে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, চঞ্চল ! এ কি দুশ্চরিত্র আচরণ করিলে ? ॥ ৬৬ ॥

স তু সহসা সঙ্কলিতাননকমলঃ কাতরমতির্গাতরমুবাচ
মাতর্ন কিমপি ।

মাতা প্রাহ—মৃত্তিকামন্তি স্ম ভবান্ ।

স্বত উবাচ—ক ইদং বদতি ?

মাতা প্রাহ—সর্ব্বএব তব সবায়সঃ ।

স্বত উবাচ—এতে খলু নিজ নিজ বস্ত্যান্ময়ুরবস্তূনি
মুঞ্চন্তঃ সতৃষ্ণমত্রপমত্র পরস্পরমশ্নন্তি তদনঙ্গীকৃতবতঃ
কপাটিতরদনে মম বদনে প্রথমং সমং বলাচ্ছলাদপি সমর্পয়ন্তি,
তচ্চ ত্বয়ি সনির্ব্বেদং নিবেদয়িতুমিচ্ছো'ন্মম তুচ্ছং সবিবাদং
দুর্ব্বাদমেতমবাদিষুঃ ।

মাতা হ্রবিস্মিতমূর্দ্ধমধো মূদ্ধানমাধু্য সস্মিতমুবাচ ।

তত্র তয়োর্কাকোবাকাং বর্ণয়তি—সদ্বিত্তাদি গদ্যোন । নিজ-নিজ-বস্ত্যাং “নিশাস্তবস্ত্যসদন”-
মিত্যমরঃ । সতৃষ্ণং সলোভং । সদৃষ্টমিতি পাঠেতু সদৃষ্টং সালোকং যথা স্তাং কপাটিতরদনে
কপাটা ইবাচরন্তি রদনানি দস্তা যত্র তস্মিন্ ।

এই কথা শুনিয়া ত্রীকৃষ্ণ সহসা বদনকমল অবনত করিয়া ব্যাকুলাচভে
মাতাকে কহিলেন, মা ! কিছুই করি নাই ।

মাতা । তুমি মৃত্তিকা ভক্ষণ করিয়াছ ?

পুত্র । কে এ কথা বলিল ?

মাতা । তোমারই এই সকল বয়স্রগণ ।

পুত্র । ইহারা নিজ নিজ গৃহ হইতে মধুরখাদ্য সামগ্রী সকল চুরী করিয়া
তৃষ্ণা সহকারে নিলজ্জভাবে পরস্পরকে দেখাইয়া পরস্পর ভোজন করিতেছিল ।
সেই চৌর্য্যবস্ত্র ভোজনে আমি অস্বীকৃত হইলে কপাটরুদ্ধদ্বারের ত্রায় আমার
দস্তক্লব্দ-বদনে বল এবং ছল পূর্ব্বক অর্পণ করিয়াছিল । আমি সেই সকল
বৃত্তান্ত তোমাকে জানাইব, এই ভাবিয়া ইহারা তুচ্ছ বিবাদের সহিত তোমার
নিকট এই দুষ্ট-বাক্য বলিয়াছে ॥

মাতা অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া উর্দ্ধদিকে এবং অধোদিকে মন্তক কম্পন-
পূর্ব্বক ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন ।

সবাজরাজ ! তবাপ্যগ্রজঃ সোহয়ং ব্যঞ্জয়তি তত্র কিং বদিস্যতি ?
স্বত উবাচ—এতে সর্বএব বীথ্যাং বীথ্যাং মিথ্যাভিশংসিনঃ ।

মাতা প্রাহ—সচ্ছলপ্রলপিত ! ভো মৎপিতঃ ! বলভদ্রঃ
কিমিতি প্রমিতি-রহিতমভদ্রং বদতু ।

স্বত উবাচ, অয়মপ্যেতদাণপাতীতি । তথ্যেহ্যমৃতিকামন্তি
স্ম । তদবদ্যং নিবেদয়িতুমুদ্যতং মদ্বচনং যুষোদ্যতামাসাদয়িতু-
মিতি ।

মাতা তন্মুখং ধৃষ্ট্বা সহাসমাহ স্ম, কিমিদং চিরং নিগিরমসি ।

স্বত উবাচ—উক্তমেব মম লপনে বলাদালান্তঃপ্রবেশায়
কিমপি ন্যস্তং সমস্তৈরिति ।

তুচ্ছং নিকৃষ্টং । সবাজরাজচ্ছলযুক্তানাং রাজা । বীথ্যাং বীথ্যাং শ্রেণ্যাং শ্রেণ্যাং । অতি
শাদতিস্ম । যুষোদ্যতাং মিথ্যাবাক্যতাং প্রাপয়িতুং । নিগিরন্ ভুঞ্জানোহসি, অসায় শীঘ্রং ॥ ৬৭ ॥

হে কৃষ্ণ ! তুমি ছলযুক্ত ব্যক্তিগণের রাজা, তোমার যিনি অগ্রজ, সেও এই
কথা বলিতেছে, সে স্থানে তুমি কি বলিবে ?

পুত্র । ইহারা সকলেই দলে দলে মিথ্যাবাদী ।

মাতা । হে ছলভাষিন্ ! হে আমার বাপ ! এই বলদেব কেন প্রমাণরহিত
অমঙ্গল-বাক্য বলিবে ।

পুত্র । ইনিও এই শ্রেণীর অন্তর্গত । অপিচ, মা ! দাদাও অশ্রু এক
দিবস মৃত্তিকা ভক্ষণ করিয়াছিলেন । ইহাকে সেই নিন্দনীয় বিষয় নিবেদন
করিতে যখন আমি উদ্যত হই, তখন আমার বাক্য মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ করিতে
জ্যোষ্ঠও মিথ্যা কথা কহিয়াছেন ।

মাতা, (কৃষ্ণের মুখ ধরিয়া সহান্তে) তুমি কি এই মৃত্তিকা সর্বদা ভক্ষণ
করিয়া থাক ? ।

পুত্র । আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, আমার গলমধ্যে প্রবেশ করাইবার
নিমিত্ত আমার মুখে বলপূর্বক ইহারা সকলে কোনও বস্তু অর্পণ করিয়াছে ।

মাতা প্রাহ—ধূর্ত ! কথং জানীয়াম্ ।

স্বত উবাচ—সাম্প্রতং মম মুখমেব নিরীক্ষ্যতাম্ ।

মাতা (স) সংরম্ভস্মিতমুবাচ—ব্যাদেহি পশ্যামঃ ।

ততশ্চ ভয়েন স এষ মুচ্চিহ্নিতমপ্যহ্মায় বদনং ব্যাদদৌ ॥ ৬৭ ॥

ততস্তদ্বয়মবদধানা সমাদধানা চ রসান্তরেণ মাতুঃ কোপ-
শাস্তয়ে তদন্তর্যোগমায়াতা সা যোগমায়া পুনর্বিষ্মং দর্শিত-
বতী ॥ ৬৮ ॥

তত্র চেদং ব্রজেশ্বরী পরামর্শ ;—

অহো বহিরিবেক্ষ্যতে জগদিদং মুখাভ্যন্তরে

শিশোস্তদনু ভূরিয়ং ভূবি চ মাথুরং মণ্ডলম্ ।

ইহ ব্রজকুলং যদর্ষাপি ময়া ধৃতো বালকঃ

স এব তদহো কথং কিমিব হন্ত কিং সিধ্যতি ॥ ৬৯ ॥

তদেবং প্রাপ্তে যোগমায়া যৎ খলু সাহায্যং কৃতবতী তদ্বর্ণয়তি—তত ইত্যাদি গদ্যেন ।
তদন্তর্যোগং শ্রীকৃষ্ণদম্বতাং (লীলাসহায়্য স্বশক্তিভূতা যোগমায়া মনসি উদ্ভূতা) ॥ ৬৮ ॥

তত্র ব্রজেশ্বরী কিং কৃত্যং চকার ইত্যপেক্ষায়াং তদেবং মুখমধ্যে বিস্মং দৃষ্ট্বা ব্রজেশ্বরী যথা

মাতা । ধূর্ত ! তাহা আমি কি প্রকারে জানিব ? ।

পুত্র । এখনই আমার মুখ নিরীক্ষণ কর ।

মাতা ক্রোধে এবং হাস্তের সহিত বলিলেন মুখ ব্যাদন কর, আমরা দেখি ।

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ সভয়ে মূর্ত্তিকা-চিহ্নিত হইলেও শীঘ্র সেই মুখব্যাদন করিয়া-
ছিলেন ॥ ৬৭ ॥

তৎপরে শ্রীকৃষ্ণের ভয় জানিতে পারিয়া, এবং তাহার সমাধান করিতে
এবং অস্ত্রপ্রকার রসপ্রকাশদ্বারা জননীর কোপশাস্তি করিবার জন্ত, সেই যোগ-
মায়া তাহার অন্তরের সহিত যোগ বা সম্বন্ধ প্রাপ্ত হইয়া পুনর্বার যশোদাকে
শ্রীকৃষ্ণ বদনে বিস্ম দেখাইয়াছিলেন ॥ ৬৮ ॥

তদ্বিশয়ে ব্রজেশ্বরী এইরূপ পরামর্শ করিয়াছিলেন, অহা ! বাহিরে যেরূপ
জগৎ দেখিতেছি পুত্রের মুখের মধ্যেও সেইরূপ জগৎ দৃষ্ট হইতেছে, তাহাতেও

অথ পুনঃ স্বপ্নাদিকমনল্পং কল্পয়িত্বা পশ্চিমমিদং নিশ্চি

অহং যশোদাম্মি পতিব্রজধিপঃ

স্বতঃ স এষ স্বমিদঞ্চ গোকুলম্ ।

প্রতীয়তেহথাপি শিশোমুখে জগ-

দ্যন্মায়ৈথং কুমতিঃ স মে গতিঃ ॥ ৭১ ॥

তদেবং স চ নারায়ণস্তদ্বাবপরায়ণতাং তামনুচিতাং (ক)
তাং বিচারয়মান্ননঃ পরমাভিরূচি-পরিচিতাবির্ভাবে তস্মিন্নেব
বিস্মিতিনিচিৎ জনন্যুচিতস্নেহমেব দোহয়ামাস । যং খলু
“নেমং বিরঞ্চঃ” ইতি বক্ষ্যমাণানুসারেণ সমস্তানি শাস্ত্রাণি
সদা প্রশস্ততয়া গায়ন্তি ॥ ৭২ ॥

পরামৃষ্টবতী তদ্বর্ণয়তি—অহো ইত্যাদি পদ্যেন । যং ব্রজকুলং অনু যস্মিন্ ব্রজকূলে ইত্যর্থঃ ।
কিং কুংসিতমনিষ্টং ॥ ৬২ ॥

অথ বাহুমনুসন্ধায় নিজ-স্বাভাবিকাবস্থিত্যেব দ্রুতয়ন্তী যস্মিন্চয়ং কৃতবতী তদ্বর্ণয়তি—অথৈত্যাदि
পদ্যেন । স্বপ্নেতি “কিং স্বপ্ন এতদ্রুত দেবমায়া কিং বা মদীয়ো বত বুদ্ধিমোহ” ইত্যাদিকমনল্পং
বহুকারণং কল্পয়িত্বা পশ্চিমং চরমং ॥ ৭০ ॥

তস্তা নিশ্চয়বাক্যং বর্ণয়তি—অহমিতি পদ্যেন ॥ ৭১ ॥

ততো যদ্বৃত্তমভূতদ্বর্ণয়তি—তদেবমিত্যাदि পদ্যেন । তদ্বাবপরায়ণতাং (পুত্রভাবাসক্ততাং)
ভূমি, ভূমিমধ্যে মথুরামণ্ডল, মথুরামণ্ডলে গোকুল, গোকুলমধ্যে ব্রজকুল বিদ্যমান
আছে এবং আমিও ঐ ব্রজভূমির মধ্যে সেই বালককে ধারণ করিয়া রহিয়াছি ।
অতএব অহো ! এ কি ? কি প্রকার, হায় ! কি অনিষ্ট ঘটিল ? ॥ ৬৯ ॥

অনন্তর পুনর্বার অনল্প স্বপ্নাদি কল্পনা করিয়া শেষে ইহা নিশ্চয় করিয়া-
ছিলেন ॥ ৭০ ॥

আমি এই যশোদা, ব্রজাধিপ আমার পতি, এই সেই পুত্র এবং এই নিজের
গোকুল প্রতীত হইতেছে, তথাপি শিশুর মুখে জগৎ ঘাঁহার মায়াঘারা আমার
এই কুবুদ্ধি ঘটয়াছে, তিনিই আমার গহি হউন অর্থাৎ আমার স্বভাবের স্থিরতা
করুন ॥ ৭১ ॥

এইরূপ প্রার্থনানন্তর, সেই শ্রীনারায়ণ বাৎসল্যভাব বা পুত্রভাবের অধীনতা

(ক) তামনুচিতাস্তাঃ ইতি আনন্দপুস্তক-পাঠঃ ।

(অথ ফলক্রয়-লীলা)

অথ কৌতুকাস্তুরমণীয় শ্রয়তাং (ক) । তদেবং সর্বানন্দনঃ
 শ্রীমাম্মন্দনন্দনঃ “ক্রীণীহি ভোঃ ফলানীতি” গীতিরীতিরোচন-
 বচনং কর্ণয়োরারচয়ন্মেব চপললোচনঃ কিঞ্চনাপ্যলোচয়ন্মেব
 চ (খ) লঘুনাপি পাণিযুগলেন লঘুতয়া পুরঃ পতিতধান্তপুঞ্জতঃ
 পূর্ণমঞ্জলিমাদায় তদভিমুখং জগাম । কিন্তু দ্রববশাদল্পকাজ্জলিতঃ
 স্থলিতমিদমিতি ভিদাং ন বিদাঞ্চকার, কেবলমেব করযুগলং
 ক্রয্যফলপূরিততৎপত্রপাত্রোপরি পরিবৃত্ত্যা চ চালয়ামাস ॥ ৭৩ ॥

তত্কাবো বাৎসল্যভাবঃ পরায়ণং যন্তা স্তন্তা ভাবস্তত্ত্বাবপরায়ণতা তামসু তাং হীনীকৃত্য চিতাং
 ব্যাপ্তাং তামোশবুদ্ধিঃ । যদা তাং যশোদামসু লক্ষীকৃত্য তত্ত্বাবপরায়ণতাং ঈশ্বরভাবাধীনতাং
 তামসুচিতামযোগ্যাং বিচারয়ন্ আনন্দনঃ স্বস্ত শ্রীনারায়ণস্ত যঃ পরমাভিরাচিঃ ব্রজরাজহুতোৎপত্তৌ
 পরমস্পৃহা তয়া এব পরিচিতঃ তৎপ্রসাদেন হুতোদয়ং জাত ইতি সর্বেজ্জাতঃ আবির্ভাবিতঃ
 প্রকাশঃ যন্ত তস্মিন্ । বিন্মিতিনিচিৎ বিশ্বয়ব্যাপ্তং, দোহয়ামাস পুরয়ামাস । যং স্নেহং ॥ ৭২ ॥

অথ কৌতুকাস্তুরং যদভূতদ্বর্ণয়তি—অপেতি গদ্যেন । আলোচয়ন্নপশ্যন্তেব । দ্রববশাৎ
 বেগাধীনাং, বিদাঞ্চকার জ্ঞাতবান্, পরিবৃত্ত্যা বৈপরীত্যেন ॥ ৭৩ ॥

হীন করিয়া, পরিব্যাপ্ত সেই ঈশ্বরবুদ্ধি (অথবা সেই যশোদাকে লক্ষ্য করিয়া।
 সেই ঈশ্বর-ভাবের অধীনতা) নিতান্ত অযোগ্য বিবেচনা করিলেন এবং ১০মঙ্করের
 ৯ম অধ্যায়ে “নেমং বিরঞ্চঃ” ইত্যাদি বক্ষ্যমাণ শ্লোকানুসারে যে স্নেহকে সকল
 শাস্ত্র সর্বদা প্রশস্ত বলিয়া গান করিয়া থাকেন, আপনার পরমরুচি দ্বারা পরিচিত
 অবতার যে শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহাতেই বিশ্বয়ব্যাপ্ত জননী সমুচিত স্নেহপরিপূর্ণ করিলেন
 অর্থাৎ বাৎসল্যপূর্ণ হৃদয়া যশোদার পক্ষে ঐ সর্ববুদ্ধি অযোগ্য ভাবিয়াই শ্রীনারায়ণ
 নিজের পরাৎপর স্বয়ং ভগবান্ ব্রহ্মেন্দ্র-নন্দ ন মাহুজনোচিত স্নেহই প্রকাশ
 করাইলেন ॥ ৭২ ॥

অনন্তর মধুকর্কশ্ব স্নিগ্ধকর্কশ্বকে বহিতেছেন, অতঃ কৌতুক অন্তরে আনন্দন
 করিয়া শ্রবণ কর অর্থাৎ মনে কর যে, আমি শ্রীকৃষ্ণের অতঃ কোন কৌতুক
 বর্ণনে প্রবৃত্ত হইতেছি ।

(ক) “জয়তাং” ইতি নাস্তি গৌরানন্দ-বৃন্দাবনপুস্তকে “আনীয়” ইত্যত্র আনীয়তামিত্যপিচ ।

(খ) “আলোচয়ন্তেব” ইত্যত্র “আলোচয়ন্তেব” ইতি পাঠান্তরং ।

ততশ্চ সা স্মিতবতী স্মিতদিক্ততন্মুখমাধুরী সাধুরীতিভিঃ
স্নিগ্ধহৃদয়া ব্যঞ্জিতস্পৃহাবলীং তদঞ্জলিং ফলবলয়েন ভিক্ষয়ন্তী
দূরতএব সঙ্কলনমুদ্রামপি শিক্ষয়ন্তী সকলেন তু পূরয়িতুং
শশাক ॥ ৭৪ ॥

তদা চ ফলবিক্রয়িণী তস্ত বদন্তঃ প্রিয়ানুষ্ঠানং চকার তর্ষণয়তি—ততশ্চেত্যাদিনা । ব্যক্তিত-
স্পৃহাবলিং ব্যঞ্জিতা স্পৃহাশ্রেণিবস্তাঃ সা, ভিক্ষয়ন্তী ষাট্কাং কারয়ন্তী, দূরতঃ স্পর্শমকৃষা
তৎফলধারণরীতিমপি ॥ ৭৪ ॥

এই প্রকার সকলের আনন্দদাতা শ্রীমান্ নন্দনন্দন ফল বিক্রয়িণীর “ক্রীণীহি
ভোঃ ফলানি” অর্থাৎ অহে ! ফল ক্রয় কর, এই বলিয়া সঙ্গীতের রীতিপূর্ণ (ক)
মনোহর বাক্য শ্রবণ করিলেন । চক্ৰলঙ্কে কোন মূল্যবান বস্তু না দেখিয়াই,
হস্ত ক্ষুদ্র হইলেও সেই হস্তদ্বারা সম্মুখে পতিত ধাত্তয়াশি হইতে পূর্ণ এক অঞ্জলি
ধাত্ত লইলেন এবং দ্রুতবেগে সেই ফলবিক্রয়িণীর সম্মুখে গমন করিলেন, কিন্তু
গমন বেগবশতঃ ক্ষুদ্র অঞ্জলি হইতে উহা যে পড়িয়া গিয়াছিল তাহার ভেদ
জানিতে পারেন নাই । কেবল ধাত্তশূন্য করবুগলই ক্রয়যোগ্য ফলপূর্ণ সেই
পত্র-পাত্রে (খ) উপরে বিপরীত ভাবে চালনা করিয়াছিলেন ॥ ৭৩ ॥

তাহা দেখিয়া সেই ফলবিক্রয়িণী রমণী মন্দ মন্দ হাস্য করিতে লাগিল, মুহু
মধুর হাস্যযুক্ত কৃষ্ণমুখের মাধুরীর নানাবিধ উৎকৃষ্ট ভঙ্গী দ্বারা তাহার হৃদয়
স্নিগ্ধ হইল, তখন সেই ফলসমূহ দ্বারা ভিক্ষাকারিণী রমণী দূর হইতেই ফলধারণ-

(ক) ফলবিক্রয়িণী তাহার নিজের ভাষায় “ফল নেবে গো” এই কথাটি স্বরসংযোগে
উচ্চারণ করিয়াছিল ।

(খ) পত্র-পাত্র শব্দে এখানে কোন প্রকার পত্রের দ্বারা নিশ্চিত পাত্র অর্থাৎ একটা
বৃহদাকার ঠোঙ্গা বুঝিতে হইবে । বঙ্গদেশে ফল ভাল থাকে বলিয়া যে বুড়িতে পাতা দিয়া
আম্রাদি আনয়ন করে তেমন নহে কারণ ৭৫ সংখ্যক গদ্যে পত্রজ অর্থাৎ পত্র জনিত পাত্র বলিয়া
উল্লেখ আছে, ধাত্ত গ্রহণ কথা মূল ভাগবতেও বর্ণিত আছে, কিন্তু বর্তমান কালে ব্লাম্বনে ধাত্তের
চাষ দেখা যায় না । শ্রীরাধাকৃষ্ণ ধাত্তক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল; শ্রীমদ্রহাঙ্গু তাহার উদ্ধার
করেন । ইহাও চৈতন্য-চরিতামৃতে দৃষ্ট হয় । সম্ভবতঃ পুরাকালে ধাত্তের চাষ কিছু কিছু
হইত এইরূপ বুঝা যায় ।

নিজভাজনং ফলরিক্তং বভূব ন বা কিমিতি তু ন বিবিক্তং
চকার । গৃহাভ্যন্তরেণান্তরিতে তু তস্মিন্নিভিঃ পত্রজমমত্রমযত্ন-
তয়া রত্নপূরিতমপ্যনিভাল্য ভারমপ্যসংভাল্য তন্মাধুর্য্যাবেশাভি-
নিবেশবতী স্বজনানামপি শশ্মজননায় বহুফলাবলি-বলিসমানয়-
নায় চ নিজনিলয়মেব জগাম । কিন্তু গৃহং গত্বা জ্ঞাতমণি-
তত্বাপি পরমোৎকর্থাগুণ্যবহেন (ক) তন্মুখশোভাবিরহেণ
সা ধন্যা হারিতমহাধনস্মন্যত্যা বভূব, যত এব সা কৃষ্ণদৃশরী
বিশ্বমপি বিসম্মার ॥ ৭৫ ॥

তদা তু শ্রীকৃষ্ণপমাধুর্য্যদর্শনে মোহিতায়াস্তস্তাস্তদনস্তরকৃত্যং বর্ণয়তি—নিজভাজন-
মিত্যাদি গদ্যেন । তস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণং অমত্রং পাত্রং অনিভাল্য অনিরূপ্য ভারমপি রত্নপূরিতত্বেন
তাদৃশভারমপি অনালোচ্য জ্ঞাতমণিতত্বাপি জ্ঞাতং রত্নাদিপুরুষং যয়া সাপি পরমৈতি পরমোৎ-
কর্থা যা গুণ্য বেষ্টনং তামাবহতি তেন । হারিতমহাধনস্মন্যত্যা হারিৎ মহাধনং যন্ত এবজ্ঞাতমাত্মনং
মন্ততে যা সা । কৃষ্ণদৃশরী কৃষ্ণং দৃষ্টবতী ॥ ৭৫ ॥

রীতি অর্থাৎ হস্ত পাতনভঙ্গী, শিক্ষা দিয়া এবং শ্রীকৃষ্ণের স্পৃহাবলী ব্যঞ্জিত অঞ্জ-
লিতে সমস্ত ফল দিয়া পূর্ণ করিতে সমর্থ হইল ॥ ৭৪ ॥

কিন্তু, কৃষ্ণমাধুর্য্যদর্শনে মোহিত হইয়া নিজের ফলপাত্র ফলশূন্য হইয়াছে কি
না কিছুমাত্র বিবেচনা করিতে পারিল না, পরন্তু শ্রীকৃষ্ণ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে
পর নিজের পত্রনির্মিত পাত্রটা অযত্নভাবে রত্নপূর্ণ হইলেও তাহা না দেখিয়া
এবং নিজের ভারও আলোচনা না করিয়া শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যের আবেশে একাগ্র
হইল এবং আত্মীয় জনসকলেরও মঙ্গল উৎপাদন এবং ফল-রাশি আনয়ন
করিবার নিমিত্ত নিজগৃহেই গমন করিল । কিন্তু নিজগৃহে গিয়া রত্নের তত্ত্ব
জ্ঞাত থাকিলেও পরমোৎকর্থা আবরণকারিণী কৃষ্ণমুখশোভার দর্শন বিরহে সেই
ধন্যা রমণী আপনাকে বিবেচনা করিতে লাগিল, যেন সে শ্রীকৃষ্ণমুখদর্শন-
সুখ ছাড়িয়া গিয়া আপনি কোন মহারত্ন হারাইয়াছে, যে হেতু শ্রীকৃষ্ণের
দর্শনকারিণী রমণী কৃষ্ণদর্শন করিয়া বিশ্বকেও বিস্মৃত হইয়াছিল ॥ ৭৫ ॥

(ক) অকুণ্ঠাসকৃদ্রংকর্থাবহেন । ইতি গৌরানন্দবৃন্দাবনপুস্তক-পাঠঃ ।

স তু বিবিধদুর্বিধশর্ম্মবিধানসম্মিধানঃ স্বয়ং লব্ধনিধিবদতি-
সাবধানপাণিনৃত্যমিব মাতুঃ সমীপমঞ্চমধুরচঞ্চলেহিতস্তস্তা
নিচোলাঞ্চলে নিব্বন্ধতঃ সকলানি ফলানি ববন্ধ ॥ ৭৬ ॥

মাতা চোবাচ—পুত্র ! কুত্র লব্ধানি তানীমানি ?

সুতস্ত বাল্যভাবাদর্দ্ধাৰ্দ্ধবর্ণং বর্ণয়ামাস । কদাচিৎ
কচ্চিদাচিতফলা ধাত্মানি মূল্যমাদায় ধন্য ময়ি চানুকূল্যমাধায়
সমর্পিতবতী ।

মাতোবাচ—বৎস ! গৃহজনবৎ সর্বতঃ প্রতীতিং মা কৃথা ইতি ।

সুতস্ত কা খলুপ্রতীতিরिति চ ন বিদাঞ্চকার ॥ ৭৭ ॥

তদেবং শ্রীকৃষ্ণঃ কলাছাদায় যচকার তদ্বর্ণয়তি—সহিত্যাদি গদ্যেন । বিবিধেতি বিবিধ-
দুঃখেন বিধানং যন্ত এবস্তুতং যৎ শর্ম্ম স্বয়ং তন্ত যদ্বিধানং তন্ত সম্যগ্‌নিধানং যত্র তাবুশ-স্বপা-
শ্রয় ইত্যর্থঃ । অঞ্চন্ গচ্ছন্ । মধুরচঞ্চলেহিতঃ রম্যমঞ্চ চ চঞ্চলং চেষ্টিতং যন্ত সং ॥ ৭৬ ॥

ততঃ মাতাপুত্রয়োর্থানি বাক্যবাক্যাস্তভূবন্ তানি বর্ণয়তি মাতা চোবাচেত্যাদি গদ্যেন । তানি
তব প্রিয়ানি, অর্দ্ধাৰ্দ্ধবর্ণং অসম্পূর্ণং যথা স্তাৎ, আচিতফলা ফলানাং ধারিণী ন বিদাঞ্চকার ন
জ্ঞাতবানহম্ ॥ ৭৭ ॥

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বিবিধ কষ্টকর সুখবিধান-বিধি অর্থাৎ বহুকষ্ট করিয়া যে
সুখযোগ ঘটে তাহা তিনি সম্যকরূপে জ্ঞাত ছিলেন, এই কারণে স্বয়ং যেন
নিখিলাভকারী ব্যক্তির হ্রায় অতি সাবধান হস্তে যেন নাচিতে নাচিতে জননীর
কাছে মাধুর্য্যপূর্ণ চঞ্চল চেষ্টি দেখাইয়া, জননীর বস্ত্রাঞ্চলে আগ্রহ বশতঃ
সমস্ত ফল বান্ধিয়া রাখিলেন ॥ ৭৬ ॥

মাতাও কহিলেন, পুত্র ! তুমি এই সকল ফল কোথায় প্রাপ্ত হইলে ?
পুত্র বাল্যভাব হেতু আধ আধ স্বরে বলিতে লাগিলেন ;—কোন এক সময়ে
কোন এক ধন্য রমণী ফল সংগ্রহ করিয়া মূল্যস্বরূপ ধাত্ম লইয়া এবং আমার
প্রতি আনুকূল্য করিয়া সমর্পণ করিয়াছে ।

মাতা কহিলেন, বৎস ! গৃহ-জনের হ্রায় সকল লোকের উপর বিশ্বাস
করিও না ।

পুত্র কহিলেন, অপ্রত্যয়ের কারণ কি তাহা আমি জানি না ॥ ৭৭ ॥

ক্ষণতশ্চ তাং গতাং নিরীক্ষ্য পুনরাগতঃ সক্ষণতয়া জনায়
তৎফলবিভজনায় জননীং নিযোজয়ামাস ।

মাতা চামন্দেনানন্দেন কৃতস্পন্দেন করদ্বন্দ্বেন তানি বিভ-
জন্তী তদন্তীকৃতিং নাসসাদ, দিনকতিপয়ং বিস্ময়বশা স্ময়মানা
বসতি স্ম । তদাস্বাদকরাশ্চ লব্ধচমৎকারা ন বিস্মরন্তি
স্ম ॥ ৭৮ ॥

অথ লীলাস্তরমুদ্ভাবয়িতুমেবং ভাব্যতে ॥ ৭৯ ॥

গোকুলেষু কিল শীলমীদৃশং, যদ্বিবাবনময়ন্তি গোনরাঃ ।

যোষিতঃ প্রচুরগব্যসংক্রিয়াং, ক্রীড়নং রহসি বালতর্গকা ইতি ॥ ৮০ ॥

ততো যদ্বৃত্তমভূতবর্ণয়তি—ক্ষণতশ্চৈত্যাदि गद्येन । तां फलविक्रयिणीं सक्षणतया साव-
काशतया । तदन्तीकृतिं तच्छेषं न कृतवती ॥ ७८ ॥

अथ लीलास्तरं वर्णयितुं प्रक्रमते—अथेत्यादि गद्येन ॥ ७९ ॥

तलीलास्तरः यथा गोकुलेष्विति पद्येन । अयं गच्छति अयं गते । प्रचुरगव्यसंक्रियां
अत्र कुर्वन्तीति क्रिया अध्याहाया, (“अयं गते”) इति कविकल्पद्रुमे आश्रयेनपदी सर्वत्र
तद्यवहार एव । परं “उदयति” इत्यादि बहुप्रयोगदर्शनात् “अयं गता” इति स्वरिते तं केचिৎ
सिध्यति” इति मन्निनाथः माघे ४—२०) ॥ ८० ॥

ক্ষণকালমধ্যে সেই ফলবিক্রয়িণী গমন করিয়াছে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ পুনর্বার
আগমন করিলেন এবং আনন্দসহকারে লোকদিগকে সেই সকল ফল বিভাগ
করিয়া দিবার জন্য জননীকে নিযোজিত করিলেন । মাতাও প্রচুর আনন্দের
সহিত বাহুবল চালনা করিতে করিতে সেই সকল ফল বিভাগ করিয়াও তাহার
শেষ করিতে পারিলেন না, কেবল কতিপয় দিবস বিস্ময়াপন্ন হইয়া হস্তবদনে
অবস্থিত রহিলেন । যাহারা ঐ সকল ফলের রসাস্বাদন করিয়াছিল, তাহারাও
চমৎকৃত হইয়া তাহা ভুলিতে পারে নাই ॥ ৭৮ ॥

অনন্তর অত্র প্রকার লীলা বর্ণনার নিমিত্ত মধুকর্ষ এই প্রকার চিন্তা করিয়া-
ছিলেন ॥ ৭৯ ॥

গোকুলের মধ্যে এই প্রকার রীতি আছে যে, যে দিবসে গো এবং মহুয়া

তদা চৈকদা গৃহব্যয়পয়ঃকৃতে সমীপকৃতে বৎস-সদ্বনিকরু-
দ্বারান্ শকৃৎকরিসারান্ বালহারঃ পরিতঃ স্থিতবালকজালঃ
কলয়ামাস ॥ ৮১ ॥

তত্র চ—

বৎসী র্যত্র তদা ধেনুশ্ছাগতোকানি বৎসকান্ ।

আত্মানং গোদুহং বালা গোদোহমনু নির্মমুঃ ॥ ৮২ ॥

বৎসীষু যর্হি গব্যন্তে গোদুহন্তি স্ম তেহর্ভকাঃ ।

তেষাং প্রহাসজাভাসঃ পয়ন্তন্তে স্ম তে তদা ॥ ৮৩ ॥

তত্র কদা শ্রীকৃষ্ণেন লীলাস্তরং যদুভাবিতং তদ্বর্ণয়তি—তদা চৈকদেত্যাদি গদ্যেন । গৃহব্যয়-
পয়ঃকৃতে গৃহে ব্যয়ো যন্ত নতু বিক্রয়ঃ । এবমুভূতং যৎ পয়ো দুগ্ধং কৃতে তদর্থঃ । শকৃৎকরিসারান্
বৎসশ্রেষ্ঠান্, পরীতি চতুর্দিক্ স্থিতা বালকসমূহা যন্ত সঃ ॥ ৮১ ॥

ছাগী ধেনুরূপেণ স্বীকৃত্য । যদেতি স্বীকরণার্থ-বমধাতোঃ জ্ঞাস্তরূপং (যদ্বা—স্বীকৃত্য
ইত্যর্থঃ) । যদেতি সর্বত্র সম্বন্ধনীয়ং অনুনিশ্চয়মুচ্যতে ॥ ৮২ ॥

কিঞ্চ তাদৃশান্ বৎসান্ দৃষ্ট্বা তে যৎ ক্রীড়নং চক্রস্তদ্বর্ণয়তি—বৎসীষু ইতি । যর্হি যদা ছাগীষু
গা ইব আচরন্তি তদা তে বালা আয়নঃ স্বান্ গোদুহঃ গোপা ইব আচরন্তি আয়নুগন্তাদন্তি
প্রত্যয়ঃ । প্রহাসজাভাসঃ উচ্চহাসকাস্তরঃ পয়ঃসীব আচরন্তি স্ম ॥ ৮৩ ॥

সকল বনে গমন করে, সেই দিন জ্বীলোক সকল প্রচুর গব্যকার্যের সংস্কার
তথা বালকগণ ও গোবৎস সকল কেবল নির্জনে ক্রীড়া করিয়া থাকে ॥ ৮০ ॥

তৎকালে একদা, গৃহে যাহার বায় হয়, একরূপ ছুঙ্কের জন্ত সমীপস্থ বৎসগৃহের
মধ্যে বালক শ্রীকৃষ্ণ চারদিকে অত্যাশ্র বালক সমূহ লইয়া ভাল ভাল বৎসগণের
দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন ॥ ৮১ ॥

তৎকালে তথায় বালকেরা ছাগীদিগকে ধেনুরূপে, ছাগশিশুদিগকে বৎসরূপে
এবং আপনাদিগকে গোপরূপে স্বীকার করিয়া গো-দোহন কার্যের অনুকরণ
করিয়াছিলেন ॥ ৮২ ॥

যৎকালে ছাগীগণের প্রতি ধেনুর ত্রায় ব্যবহার করা হইতে লাগিল এবং
বালকেরা গোপের মত আচরণ করিতে লাগিলেন, তৎকালে বালকগণের প্রভা
সকল উচ্চহাস বশতঃ ছুঙ্কের মত শুভ্র হইয়া শোভা পাইতেছিল ॥ ৮৩ ॥

ইযেষ চ যদা ধেনুচারণানুকৃতিং প্রতি ।

মন্ত্ৰয়িত্বা তদা কৃষ্ণঃ প্রামুখ্যম্ববৎসকান্ ॥ ৮৪ ॥

রক্ষামিচ্ছু বৎসপুচ্ছং গৃহ্মানো রামকেশবো ।

তদাকৃষ্টতয়া গোষ্ঠে বালৈর্বভ্রমতুস্তরাম্ ॥ ৮৫ ॥

তচ্চ তৰ্ণকানুগতয়া তয়োঃ প্রথমমভ্যৰ্ণাগমনমাকৰ্ণ্য মিৰ্বৰ্ণ্য
চ বরবৰ্ণিণ্যঃ স্থলদ্বৰ্ণং বৰ্ণয়ামাসুঃ ॥ ৮৬ ॥

তথাহি গীতং ;—

বলকৃষ্ণো বলবলিতবিলাসো, খেলত ইহ সখি ! সখিকৃতহাসো ॥ ধ্রু ॥

তৰ্ণকপুচ্ছধৃতিব্যাপ্তিনো, প্রণয়কলিত-কলিকলনে কৃতিনো ।

গৃহগৃহ-বীক্ষণসক্ষণনেত্রো, ধেনুপালতুলয়া ধৃতবেত্রো ।

অস্তদপি লীলাস্তরং বৰ্ণয়তি—ইয়েষেতি পদ্যেন । মন্ত্ৰয়িত্বা রামেন সহৈতি ধেনুচারানু-
করণং যদ্বৎসচারণেহপি ভবতীতি মন্ত্ৰয়িত্বা ॥ ৮৪ ॥

অপিচ রক্ষামিচ্ছু ইতি তু অগমং ॥ ৮৫ ॥

তদা চ ব্রজমহিলানাং অনুরাগকৃত্যং বৰ্ণয়তি—তচ্চেত্যাदि পদ্যেন । অভ্যৰ্ণাগমনং নিকটে
আগমনং শ্রদ্ধা দৃষ্ট্বা চ ॥ ৮৬ ॥

তচ্চ গীতেন বৰ্ণয়তি—বলকৃষ্ণাবিত্যাদিনা । সখিকৃতহাসো সখিভিঃ মিত্রৈঃ কৃতো হাসো
যয়োস্তো । তৰ্ণকেনি বৎসপুচ্ছানাং ধারণব্যাপারবিশিষ্টো কলিকলনে কলহকরণে । সক্ষণং সাবসরণং,

যখন শ্রীকৃষ্ণ বলরামের সহিত মন্ত্ৰণা করিয়া গোচারণের অনুকরণ করিতে
ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তখন তিনি নব নব বৎসদিগকে মোচন করিয়া
দেন ॥ ৮৪ ॥

কৃষ্ণ-বলরাম বৎসগণের রক্ষা কামনায় পুচ্ছ ধারণ পূর্বক তৎকালে গোষ্ঠ
মধ্যে বালকগণের সহিত বারবার ভ্রমণ করিয়াছিলেন ॥ ৮৫ ॥

বৎসগণের অনুগমন পূর্বক কৃষ্ণ-বলরাম প্রথমে নিকটে আসিয়াছেন, এইরূপ
বার্তা শ্রবণ করিয়া এবং পরক্ষণেই তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া বরবৰ্ণিনী রমণীগণ
স্থলিতবাক্যে বর্ণন করিয়াছিলেন ॥ ৮৬ ॥

গীত যথা—হে সখি ! কৃষ্ণ এবং বলরাম সামর্থ্যসংযুক্ত বিলাসদ্বারা সখাদিগের

দ্রুততর্ক-মনুবিদ্রুতবস্ত্রো, শ্রেণীয়িতচলবেণামস্ত্রো ।
 শারদবার্ষিকবারিদবপুষো, চললোচনরুচিচপলাংশুজুষো ।
 স্থলদলকদ্যুতিবলয়িতলপনো, অলিললিতামলকমলগ্নপনো ।
 নীলকনকরুচিশুচিলঘুবসনো, চঞ্চলচরণক্ষুটরটরসনো ॥

ইতি ॥ ৮৭ ॥

চলেতি । চপলাংশুজুষো বিদ্যাদীপ্তসেবিনো, স্থলদতি স্থলস্তো যে অলকাস্ফূর্তকুস্তলানি তেষাং
 দ্যুতিতির্য্যকং লপনং মুখং যযোস্তো পুনর্লপনস্ত বৈশিষ্ট্যেন তৌ নিদ্বিগন্তি—অলিভিত্তমরৈ-
 ললিতং যল্লিপ্পলপদ্ব্যং তৎ গ্নপয়তো মলিনং কুর্পস্তো—নীলেতি । নীলকনকয়োরিব রুচি-
 যযোস্তে নীলকনকরুচিনী শুচিনী শুদ্ধে লঘু অঙ্কুর এবস্ত্বতে বসনে যযোস্তৌ । চঞ্চলচরণয়োঃ
 রটো রটনং ধ্বনিযয়োরবস্ত্বতে বসনে মেঘলে ঘুঙ্গুর ইতি প্রসিদ্ধে যযো স্তৌ ॥ ৮৭ ॥

সহিত হস্ত করিয়া এই স্থানে থেলা করিতেছেন । দুই জনই বৎসগণের পুচ্ছ-
 ধারণ-কাণ্ডো ব্যাপৃত । উভয়েই প্রণয়সংযুক্ত কলহ নির্য্যানে সুনিপুণ ।
 প্রত্যেক গৃহ দর্শন করিবার নিমিত্ত উভয়েরই চক্ষু উৎসবপূর্ণ হইতেছে ।
 গোপালকদিগের হস্তে যেমন বেত্র থাকে সেইরূপ উভয়েই বেত্রধারণ করিয়াছেন ।
 বৎসগণ যখন দ্রুতগমন করে ইহারা দুই জনেও সেইরূপ তাহাদের পশ্চাৎ
 গমন করিয়া থাকেন । উভয়েই শ্রেণীভূত চঞ্চলবেণী ধারণ করিয়াছেন ।
 একজনের শরীর শরৎকালের মেঘের মত শুভ্রবর্ণ এবং আর একজনের শরীর
 বর্ষাকালের মেঘের ত্রায় নীলবর্ণ । চঞ্চল-চক্ষুর প্রভাপটল দ্বারা উভয়েই বৈদ্যাতিক
 কিরণ প্রাপ্ত হইয়াছেন । স্থলিত অলকরাশি বা চূর্ণকুস্তল সমূহ দ্বারা উভয়েরই
 মুখ আবৃত হইয়াছে, ইহাতে বোধ হইতেছে, যেমন ভ্রমর-সমবেত নিশ্চল কমল-
 যুগলকেও উভয়ে স্নান করিতেছে । একজনের (রামের) ক্ষুদ্র এবং বিগুহ
 বসন নীলবর্ণ, তথা আর একজনের (কৃষ্ণের) বস্ত্র কনকপ্রভ । উভয়েরই মেথলা
 অর্থাৎ ঘুঙ্গুর, চঞ্চল-চরণে শব্দায়মান হইতেছে ॥ ৮৭ ॥

তদেবমঙ্গনাদঙ্গনাদ্বিজ্ঞানভিরহংপূর্ব্বিকয়ানুগম্যমানো,
 বিহিতাকস্মিকপর্ব্ব-সুখদোহন-সর্ব্বমোহনতয়াধিগম্যমানো,
 সংবাদ-বিবাদ-পরীবাদ-বন্ধুরবন্ধুনামভ্যর্থতয়া নির্ব্বণ্যমানো,
 তাদৃশাকর্ণনিবর্ণনমনু পরস্পরবর্ণ্যমানো, তাস্মৈ কাভিশ্চিদমৃত-
 মনুতং কুর্ব্বতা প্রতি চর্ব্বণং সরসেন রসবিসরেণ ভোজ্যমানো,
 তদ্বদেকাভিনিজগৃহাজীব্য-দীব্যমণিহারমুপহারমুপহারং হারি-
 তয়োপযোজ্যমানো তদ্বৎ বর্ণ্যমানো তাস্মৈ কাভিরপি প্রেমানু-
 গম্যরম্যবচন-প্রচয়রচনয়া কঞ্চন কালং বরিবস্তমানো, কিঞ্চা-

অথাশ্রদপি তয়োর্ব্বালালীলামাধুযং বর্ণয়তি—তদেবমিত্যাদি গদ্যেন । অহংপূর্ব্বিকয়া অহং
 পূর্ব্বং গচ্ছামি অহং পূর্ব্বং গচ্ছামিতি অহংপূর্ব্বিকা তয়া, বিহিতেতি বিহিতং যদাকস্মিকপ্রস্তাবসুখং
 তস্ত দোহনেন পূরণেন যা সর্ব্বমোহনতা তয়া অধিগম্যমানো বোধিতো, সংবাদেতি সংবাদাদিষু
 বন্ধুরা রম্যা উচনীচাবয়ববন্ধবস্তেযাং নিকটতয়া দৃশ্যমানো । তাদৃশেতি তাদৃশমাকর্ণং শ্রবণং
 যস্মাদেবভূতং যদ্বন্ধুনাং নিবর্ণনং যদ্বন্ধুনাং তল্লক্ষীকৃত্য পরস্পরং প্রশস্তমানো । অনুতং যথা
 রসবিসরণেন রসসমূহেন উপহারং উপায়নং উপহারং দানং যথা স্থাৎ হারিতয়া রম্যতয়া ব্যবহার্য-
 মাণো বরিবস্তমানো পরিচয়মাণো সমুত্তস্তিতেতি সমুত্তস্তিতো কণৌ যস্ত এবস্তূতো যন্তর্গকে

অতএব এই প্রকারে প্রত্যেক প্রাঙ্গণ হইতে ব্রজাঙ্গনা সকল, “আমি অগ্রে
 যাইব, আমি অগ্রে যাইব” এই কথা বলিয়া উভয়ের অনুসরণ করিতে লাগিলেন ।
 যাহাদের দর্শনমাত্রেই অকস্মাৎ আনন্দোৎসব উপস্থিত হয়, এবং সকলকেই
 যাহারা মুগ্ধ করিতে সমর্থ এইরূপ ভাবেই উভয়কে বৃত্তিতে পারিয়াছিলেন ।
 সম্বাদ (পরস্পর আলাপ,) বিবাদ (পরস্পর কলহ,) পরীবাদ (অন্তের প্রতি
 অপবাদ,) এই সকল বিষয়ে উচ্চাবয়ব এবং নীচাবয়ব বন্ধুগণের নিকট থাকিয়া
 উভয়েই দৃষ্ট হইতে লাগিলেন । যাহা হইতে সেইরূপ কথা শুনিতে পাওয়া
 যায়, বন্ধুগণের এইরূপ সুন্দর বর্ণনা লক্ষ্য করিয়া পরস্পরে উভয়কেই প্রশংসা
 করিতে লাগিলেন । ঐ সকল রমণীগণের মধ্যে কতিপয় রমণী সুন্দর রস বিস্তার
 করিয়া প্রত্যেক চর্চণে উভয়কেই সুন্দরভাবে ভোজন করাইতে লাগিলেন
 ঐ ভোজনে যেন অমৃতেরও গর্ভ বিনাশ প্রাপ্ত হইল । এইরূপে কতিপয় রমণী
 নিজগৃহের উপজীব্য সুন্দর মণিহার উপহার দিয়া রমণীয় ভাবে ব্যবহার করাইতে

ত্যাভিঃ সমুত্তমিতকর্ণতর্ণককৃতাকৃষ্টি-দৃষ্টিতঃ শশ্যমানবৎ পরি-
হস্তমানো, তদ্বদন্ততরাভিস্তম্মধুর-চকুর-চিকুর-চঞ্চুরতা-প্রচুর-
চঞ্চলতাং নিচায্য চাতুর্য্যতশ্চরিতমিদং “ভবস্মাত্চরণেষু গোচর-
য়ামঃ” ইতি সূচনয়া তস্মাদ্বর্জ্যমানো, তাভিরেব মাতর-পিতরা-
বারভ্য গণনালভ্য-কুলালি-গালিপালিমুপলভ্য কলিতব্যলীকমিব
সকোলাহল-প্রণয়কলিত-কলিতয়া তর্জ্যমানো, বলগোপালনা-
মানো বস্তুবাল্যবয়সা সমানো খেলাং কলয়ামাসতুঃ ॥ ৮৮ ॥

বৎসন্তেন কৃতা যা আকৃষ্টিরাকর্ষণং তস্তা দর্শনেন । শশ্যমানবৎ প্রশংসনীয়বৎ তন্মধুরেতি তন্মধুর-
চকুরং রম্যং চিকুরচঞ্চুরতা এবস্তূতানাং চিকুরাণাং যা চঞ্চুরতা তয়া প্রচুরচঞ্চলতাং নিচায্য পরিচায্য
তস্মাৎ স্থানাৎ মাতরপিতরাবিতাদি মাতামহপিতামহাদিগণনা লভ্যা যা কুলপঙ্ক্তিস্তস্তাঃ গালি-
ভৎসনং তস্ত শ্রেণীঃ, কলিতব্যলীকং প্রকাশিতকপটামিব । সকোলেতি, কোলাহলেন সহ প্রণয়েন
কলিতো রচিতো যঃ কলিঃ কলহস্তস্ত ভাবস্তয়া তর্জ্যমানো ভৎসনবিষয়ো বস্তু রম্যং কলয়ামাসতুঃ
রচনাং চক্রতুঃ ॥ ৮৮ ॥

লাগিলেন । কতিপয় রমণী প্রেমাহুগত মনোহর বচনাবলীর রচনা দ্বারা
কিছুকাল উভয়কেই সেবা করিতে লাগিলেন । অপিচ, অত্যাশ্রয় নারীগণ যে
সকল বৎস কর্ণধূলি উত্তমিত (উচ্চীকৃত) করিয়াছে, সেই সমস্ত বৎসগণের
আকর্ষণ দর্শন করিব বলিয়া প্রশংসনীয় ব্যক্তির ত্রায় পরিহাস করিতে লাগিলেন ।
এইরূপ অত্যাশ্রয় নারীগণ তাঁহাদের মধুর অথচ রমণীয় কেশকলাপের কুটিলতা
এবং প্রচুর চপলতার পরিচয় পাইয়া “চাতুরী পূর্বক এইরূপ চরিত্র তোমাদের
জননীর কর্ণগোচর করিব,” এইরূপ ভাব সূচনা করিয়া সেই স্থান হইতে উভয়কে
পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন । ঐ সকল নারীই আবার পিতা মাতা হইতে
আরম্ভ করিয়া গণনায় যতদূর পাওয়া যাইতে পারে এইরূপ মাতামহ পিতামহাদির
বংশ-শ্রেণীকে গালি দিয়া এবং মিথ্যা কপটতা প্রকটিত করিয়া কোলাহলের
সহিত যেন প্রেমকৃত কলহ প্রকাশ করিয়াই উভয়কেই তর্জ্জন করিতে লাগি-
লেন । এইরূপে বলরাম ও গোপাল উভয়েই বাল্যবয়স্ক্রমে প্রায় সমান বলিয়া
রমণীয়ভাবে খেলা করিয়াছিলেন ॥ ৮৮ ॥

অথ মাতরাবপি জাতাবমু কুত্র যাতাবিতি কাতরায়মাণ-
নয়নে নির্জনভাজনিত-শৈরতাভাগয়নে ব্রজনীবদয়নে রুধা
নিন্দিতাভিরূপমাতৃভিমূদা বন্দিতাভিরপি তদভিধাতৃযাতৃভিঃ
সময়েব গৃহতঃ কৃতনির্ঘাণে স্বয়মেব সম্যগ্মুগয়মাণে দর-সরসিজ-
নিজচিহ্ন-বিগতনিহুব-চরণ-লক্ষণ-বিলক্ষণবত্স বলমেন মহিলানাং
কুতূহলকোলাহলাবকলনেন সময়া সময়াঞ্চক্রাতে । তদা চ
নিজাগমনবর্জনীং তর্জনীমভিচাল্য প্রচ্ছন্নতয়া নিভাল্য তস্মাদ-
কস্মাদনয়োর্বাহু জগৃহতুঃ । বালকাস্ত সর্বতঃ সর্বএব দুঃখবুঃ ।

তদা তু মাত্রোরপি তাদৃশকৃত্যং বর্ণয়তি—অথৈতাদি গদ্যেন । জাতৌ পুত্রৌ নিষ্ঠুনেতি নির্জনে
ভাজনিতা যোগ্যা যা শৈরিতা তাং ভজমানং অয়নং গতির্ঘোঃ ব্রজনীবদয়নে ব্রজদেশবদ্বানি,
উপমাতৃভির্ধাত্রীভিমূদা আদরেণ তদভিধাতৃযাতৃভিঃ কৃষ্ণরামৌ ক গতাবিতি বাদিনীভিঃ পতি-
ভ্রাতৃপত্নীভি মৃগয়মাণে অন্বেষণং কুর্ক্বন্তৌ, দরেতি দরং শঙ্খং, সরসিজং পদ্মং দরসরসিজে ইব
স্বকীয়চিহ্নে তভ্যাং বিগতো নিহুবো গোপনং যস্মাৎ এবতুতং যচরণলক্ষণং তেন বিলক্ষণং
বিশেষলক্ষণযুক্তং যদ্বয়ং পত্ন্যাঃ তন্ত্র বলমেন কথনেন এতদ্বদ্বানি গতাবিতি মহিলানাং স্ত্রীণাং

অনন্তর যশোদা ও রোহিণী দুই জননীই এই বালকদ্বয় (বৎস বা বাছা দুইটা)
কোথায় গিয়াছে এই বলিয়া কাতর চক্ষে নির্জন স্থানে স্বচ্ছন্দভাবে ব্রজমণ্ডলের
নানাস্থানে গমন করিতে উদ্বৃত্ত হইলেন । যে সকল ধাত্রীগণ ক্রোধে নিন্দা
করিতেছিলেন, তাঁহারা আনন্দে বন্দনা করিলেও যে সকল যাতা (যা) ঐ
বালকযুগলের কথা বলিতেছিলেন, তাঁহাদের সহিত এক সঙ্গেই গৃহ হইতে
নির্গত হইয়া নিজেই সম্যাক্রূপে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন । শঙ্খ এবং পদ্মের
শ্রাব্য নিজ-চিহ্ন দ্বারা যাহা হইতে গোপনভাবে পলায়ন করিয়াছে এইরূপ চরণ-
চিহ্ন দ্বারা বিশেষ লক্ষণযুক্ত পথের নির্দেশ “এই পথ দিয়া দুইজনে গিয়াছেন,”
এইরূপ কথোপকথনে এবং কোতুক কোলাহল জ্ঞানে উভয় জননীই মহিলাগণের
নিকটে গমন করিলেন । তর্জনী অঙ্গুলি চালনা করিয়া এমন প্রচ্ছন্নভাবে
আসিলেন যে, হঠাৎ যেন কেহ সেই আগমন জানিতে না পারে, ঠিক এইরূপ ভাবে
আসিলেন এবং গুপ্তভাবে নিরীক্ষণ করিয়া সেই সেই স্থান হইতে অকস্মাৎ
ঐ বালকদ্বয়ের বাহুদ্বয় গ্রহণ করিলেন । কিন্তু সকল বালক সকল দিকে পলায়ন

মহিলাশ্চ কাশ্চনানুকূল্যতঃ কাশ্চন প্রাতিকূল্যত ইব চ তয়ো-
শ্চাপল্যং লপন্ত্যঃ সমমেব মাতৃভ্যামভ্যায়ুঃ । ধাত্র্যস্ত বালয়ো-
রতীব স্নেহপাত্র্যস্তর্ণকানাদায় তদভ্যর্ণমাজগ্মুঃ ॥ ৮৯ ॥

অথ তদারভ্য বীথীং বীথীমুপলভ্য কুতুককন্মা বলানুজন্মা
সহ সহচরঃ কোলাহলং কলয়ামাস । তদা চ কদার্চিন্নিজতনূজ-
লভ্যপ্রাগল্ভ্যস্পৃহিণী ব্রজেশগৃহিণী তদানন্দবৃংহিণীভিবিবদ-
মানাভিরিব দীয়মান-তদীয়মান-সমানাভিরুপালন্তসমাধানলন্তন-
বাকোবাক্যব্যঙ্গমব্যঙ্গমভ্যায়ি ॥ ৯০ ॥

সময়া নিকটে তো সংজ্ঞাতুঃ । নিজাগমনবর্জনীং নিজস্তাগমনং বর্জ্যতে যয়া তাং । নিভাল্য
দৃষ্টা । তস্মাৎ ভক্ত্যাৎ । প্রাতিকূল্যত এতৌ বন্ধনং কৃৎস্না রক্ষণ ইতি ॥ ৮৯ ॥

ততঃ শ্রীকৃষ্ণস্ত বাল্যাচাপল্যমধিকঃ সমুদ্ভূতং তচ্চ বর্ণয়তি—অপেত্যাদি গদ্যোন । বীথীং বীথীং
গৃহাঙ্গণং পস্থানঞ্চ । দীয়মানেতি । দীয়মানমর্থাৎ কৃষ্ণেন জননীসম্বন্ধিমানং সম্মানং যাসাং
তাভিঃ । উপালন্তেতি । উপালন্তসমাধানলন্তনে যদ্বাকোবাক্যঃ উক্তিপ্রভৃত্যুক্তিলক্ষণং তেন
ব্যঙ্গং অব্যঙ্গং স্পষ্টং যথা স্তাৎ ॥ ৯০ ॥

করিল । মহিলাগণের মধ্যে কেহ কেহ যেন আনুকূল্য এবং কেহ কেহ যেন
প্রাতিকূল্য হেতু ঐ বালকযুগলের চাঞ্চল্য বলিয়া মাতৃদ্বয়ের সহিতই আগমন
করিলেন । বালকদিগের অতীব স্নেহপাত্রী ধাত্রীগণ বৎসদিগকে লইয়া তাহাদিগের
নিকট আগমন করিলেন ॥ ৮৯ ॥

অনন্তর তদবধি প্রত্যেক গৃহপ্রাঙ্গণ এবং প্রত্যেক পথে উপস্থিত হইয়া
বলরামের কনিষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ কোতুকে কার্য্য করিয়া সহচরবর্গের সহিত কোলাহল
করিয়াছিলেন । তৎকালে একদা ব্রজেশ্বরী যখন নিজপুত্রের স্বাভাবিক প্রগল্ভতা
দেখিতে ইচ্ছা করেন, তখন ব্রজেশ্বরীর আনন্দ বর্দ্ধন করিতে ইচ্ছা করিয়া
কতিপয় রমণী তদীয় সম্মান দান কবিয়া অথচ যেন বিবাদ করিবে বলিয়া
মহাকুলজাত পুত্রের এইরূপ কার্য্য অত্যন্ত অমুচিত, এইরূপ তিরস্কার এবং ঐ
তিরস্কারের যাহাতে সমাধান হয় এরূপ উক্তি প্রভৃতি রূপ চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত
বিষয় স্পষ্টভাবে বলিতে লাগিলেন ॥ ৯০ ॥

তত্র সভায়াং সা যথা—

আসীনা কনকাসনে স্ততযুতা শ্রীমদ্র জাধীশ্বরী

পীঠশ্রেণিমুপাশ্রিতা ব্রজবধূর্নানাত্মভাবশ্রিয়ঃ ।

কৃষ্ণপ্রেমসুধামহোময়গিরাগাস্বাদনাদ্বিস্বতী

তাভিশ্চ প্রতিধিবিতাখিলসভা শোভাস্থযষ্টির্ব্বভো ॥৯১॥

বাকোবাক্যং যথা —

তব স্নুমুহূরনয়ং কুরুতে । অকুরুত কিম্বা ব্যঞ্জিতকুরুতে ! ॥৫

মুঞ্চতি বৎসান্ ভ্রামং ভ্রামম্ । সাচিব্যং বঃ কুরুতে কামম্ ।

তত্র চ ব্রজেশ্বরীঃ শোভাং বর্ণয়তি আসীনেতি পদোন । কৃষ্ণেতি মহরামোদঃ ধিবতী শ্রীম-
য়ন্তী প্রতিপ্রীণিতা । অখিলেতি অখিলশোভায়া বা শোভা তস্তা অঙ্গযষ্টিরবয়বভূতা ধ্বজঃ ।
অজহল্লিঙ্গদ্বার স্ত্রীং । যদ্বা । অঙ্গভূতা যষ্টিহারলতা । “অগ্রে”তি পাঠে তস্তা উপরিভাগঃ
ধ্বজঃ ॥ ৯১ ॥

বাকোবাক্যং উক্তিপ্রত্যুক্তিমদ্ব্যাক্যং বর্ণয়তি—তবেত্যাদি গীতেন । ব্যঞ্জিতকুরুতে ! ব্যঞ্জিতং

সেই সভায় ব্রজেশ্বরীর শোভা যথা—শ্রীমতী ব্রজের অধীশ্বরী পুত্র লইয়া
সুবর্ণময় আসনে উপবেশন করিলে ব্রজবধুগণ বিবিধ নিজ ভাবসম্পত্তি গ্রহণ
করিয়া পীঠশ্রেণীর উপরে বসিয়া রহিলেন । শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসুধা-রূপ উৎসবপূর্ণ-
বাক্যরাশির আশ্বাদন হেতু যশোদা তাহাদিগকে এবং ব্রজবধুগণ যশোদাকে
সঙ্কষ্ট করিতে লাগিলেন । এইরূপে অখিলসভায় শোভাময়ী যশোদা হারলতার
তুলা শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৯১ ॥

উত্তর প্রত্যুত্তর যথা অর্থাৎ ব্রজেশ্বরীর প্রতি গোপীগণের উক্তি ও তাহাদিগের
প্রতি ব্রজেশ্বরীর প্রত্যুক্তি যথা—

গোপী । তোমার পুত্র বারম্বার অত্যায কার্য্য করে ।

যশোদা । হে কুৎসিত-শব্দকারিণি ! তোমার পুত্র আমার কি বা
করিয়াছে ? ॥ ৫ ॥

গোপী । ঘুরিয়া ফিরিয়া গিয়া বৎসদিগকে মোচন করিয়া দেয় ।

অসময়মোচনমন্ত্ৰনিধানম্ । কঃ কিং কুরুতে ন যদি নিদানম্ ।

বিনা নিদানং কুরুতে স্বামিনি ।

ক্রোশং ন কিমিব কুরুষে ভামিনি ।

ক্রোশে হসতি প্রত্ন্যত সোহয়ম্ । দত্তা বশয় স্ফুটমপি তোয়ম্ ।

অভি স্তেয়ং পরমিহ রুচিতম্ অজ্ঞে ভানং কথমিদমুচিতম্ ।

স্তেয়োপায়ে গুরুরয়মথিলে । নাইতি সৰ্বং মিথ্যানিথিলে ।

রচয়তি পীঠাদিকমারোহম্ । তদগম্যং কুরু সৰ্বং দোহম্ ।

কুৎসিতং রুতং শব্দো যয়া হে তথাভূতে । অম্বনিধানং অম্বাশ্রয়ং, নিদানং কারণং । ক্রোশ-
মাক্রোশং । দধেতি । অম্বন্ন ভবতু জলমপি । ভানং অজ্ঞে বালকে স্তেয়স্তারোপঃ মিথ্যা-
নিথিলে মিথ্যায়া নিথিলং যস্তা হে তথাভূতে ! তদগম্যং পীঠাদি কেনাপি অপ্রাপ্যং । তন্মাত্রে
এতৎপাত্রো এব দুষ্কাদিকমন্তি ইতি তন্মাত্রো পাত্রো । ইহ অম্বসন্ধানে নো আবাস গোপন-

যশোদা । সে ত তোমাদেরই সাহায্য করে ।

গোপী । অসময়ে বৎস-মোচন, অম্বুথের কারণ হয় ।

যশোদা । যদি কোন কারণই না থাকে, তাহা হইলে কে কাহার কি করিয়া
থাকে ?

গোপী । হে অধীশ্বর ! বিনা কারণেই করিয়া থাকে ।

যশোদা । হে কোপনস্বভাবে ! তুমি কি কোন আক্রোশ কর নাই ।

গোপী । আক্রোশ করিলে বরং তোমার এই পুত্র হান্ত করিয়া থাকে ।

যশোদা । গৃহে অগ্নি দ্রব্য না থাকিলেও একটু জল দিয়াও উত্তমরূপ বশীভূত
করিতে পার ।

গোপী । গৃহে গৃহে চুরি করিয়া সেই চৌধাবস্তকে রুচি পূৰ্ব্বক ভোজন
করে ।

যশোদা । অজ্ঞে ! এইরূপ ভান করা কি এস্থলে উচিত ?

গোপী । চুরি করিবার যত কিছু উপায় আছে, তোমার এই বালক সেই সেই
সমস্ত উপায়েরই গুরু ।

যশোদা । হে মিথ্যাবাদিনি ! তুমি যে সকল কথা বলিলে এ সকল কথা
সম্ভবপর নহে ।

দূরাচ্ছিদ্রং কলয়তি পাত্রে । অশ্রু কথং ধীঃ সতি তন্মাত্রে ।
 অন্তর্ধিয়মনু স ইহ বিশালঃ । বন্ধি যথা নৌ ন তথা বালঃ ।
 বেত্তি স কৃৎস্নং গোপনরীতিং । গেহগুহা নহি দবয়তি ভীতিং ।
 গেহগুহাত্ৰ বৃথা তনুদীপে । তনুরনুলিপ্তা কলয় সমীপে ।
 মণিগণমহসা গণয়তি ন তমঃ । ভূষণরহিতস্তিষ্ঠেৎ কতমঃ ।

রীতিং গোপন-প্রকারং গেহ এব গুহা গহ্বরং গুপ্তস্থানং সাপি ন দবয়তি নহি ভীতিং ভয়ং দূরী-
 করোতি অপিতু নিকটং করোতি । সা গেহগুহা অত্র তনুদীপে অস্তি বৃথা ভয়ীত
 অনুলিপ্তা সা তনুরপি কুঙ্কুমাদিনা অনুলিপ্তাস্ত্যেব নিকটে তাং পশ্য । আশয়তি ভোজয়তি

গোপী । পীড়ের উপর পীড়ি রাখিয়া তোমার পুত্র আরোহণের উপায়
 করিয়া থাকে ।

যশোদা । অয়ে ! সেই ছুঙ্কাদি সকল বস্তু যাহাতে পীঠাদি দ্বারা পাইতে না
 পারে সেইরূপ করিয়া রাখিতে পার ।

গোপী । তোমার পুত্র দূর হইতে ছুঙ্কাদির পাত্রে পাত্রে ছিদ্র করিয়া
 দেয় ।

যশোদা । এই পাত্রেই যে ছুঙ্কাদি আছে, এ বুদ্ধি ইহার কিরূপে ঘটে ?

গোপী । অন্তরের বুদ্ধি অনুসারে অর্থাৎ অনুমান দ্বারা পুত্রটী এই বিষয়ে
 নিপুণ হইয়াছে ।

যশোদা । আমাদের দুই জনকে (আমাকে ও কৃষ্ণকে) যে রূপ বলিতেছ
 এই বালক কিন্তু সেরূপ নহে ।

গোপী । এই বালক সকলপ্রকার গোপনপ্রণালী অবগত আছে ।

যশোদা । অয়ে ! তোমাদের গৃহরূপ গুহা অর্থাৎ গুপ্তস্থান কি এই বালক
 হইতে ভয়কে দূর করিতে পারে না অর্থাৎ গুপ্ত গৃহে দ্রব্য লুকাইয়া রাখিলেই
 পার ।

গোপী । শরীররূপ প্রদীপ প্রকাশ পাইলে এই কৃষ্ণের কাছে গৃহ গুহা
 অর্থাৎ গুপ্তস্থান বৃথা হয় ।

যশোদা । কুঙ্কুমাদিদ্বারা শরীর অনুলিপ্ত হইয়াছে, তুমি নিকটে দর্শন কর,
 অর্থাৎ এই অনুলিপ্ত তনুই প্রদীপের কার্য্য করে ।

অপি চাশয়তি বলাদপি কীশম্ । মনুষে কিয়দমুমত্তুমধীশম্ ।
তদশক্তৌ পাত্রং ভেদয়তে । তস্মাশৌচং বা বেদয়তে ।
গমনসময়ে রোদয়তি চ বালাম্ । প্রক্ষ্যামো বরমহিলামালাম্ ।
অপি বালান্মেহয়তে গেহে । নহি নহি চূর্ণং পতিতং স্নেহে ।
তব পুরতোহয়ং স্থিরবন্মূর্ত্তিঃ ।

আশ্চর্য্যেয়ং তব বাক্পূর্ত্তিঃ ॥ ইতি ॥ ৯২ ॥

কীশং বানরং কীশং ভোক্তুমধীশং সমর্থং । তদশক্তৌ ভোজনাসামর্থ্যে অশৌচং কীশোচ্ছিষ্টতয়া
অশুদ্ধিং বা জ্ঞাপয়তি । গমনসময়ে গমনকালে প্রক্ষ্যামো জিজ্ঞাসাং করিষ্যামঃ । এতেন পূর্ব-
গীতার্থস্তাপ্যন্তরং দত্তমিতি জ্ঞেয়ং । বরেতি শ্রেষ্ঠস্বাগণং । মেহয়তি মূত্রয়তে স্নেহে ঘৃততৈলাদি-
লিপ্তে স্থানে ॥ ৯২ ॥

গোপী ! রত্নরাশির তেজে তোমার পুত্র অঙ্ককার গণনা করে না ।

যশোদা । অলঙ্কার—রহিত হইয়া আর কোন্ বালক থাকিতে পারে ?

গোপী । অপিচ, এই বালক বানরকেও বলপূর্ব্বক ভোজন করাইয়া
থাকে ।

যশোদা । অয়ে ! বানর কি নবনীতাদি কিঞ্চিন্নাত্র ভোজন করিতে সমর্থ
হয়, ইহা কি তোমরা মানিয়া থাক ?

গোপী । বানর ভোজন করিতে অশক্ত হইলে পাত্র ভাঙ্গিয়া দেয় । অথবা
বানরের উচ্ছিষ্ট হইয়াছে এই কথা বলে এবং গমনসময়ে বালিকাদিগকে রোদন
করায় ।

যশোদা । আমরা (তোমাদের কথায় বিশ্বাস না করিয়া) প্রধান জীগণকে
জিজ্ঞাসা করিব ।

গোপী । বালকদিগকে গৃহে প্রস্তাব করায় ।

যশোদা । অয়ে ! না না বোধ হয় ভাল করিয়া দেখ নাই সে প্রস্তাব নহে,
তৈলাদিলিপ্ত স্থানে চূর্ণ পতিত হইয়াছে ।

গোপী । তোমার অগ্রে, এই বালকটী যেন ধীর স্থির হইয়া রহিয়াছে ।

যশোদা । তোমাদের এই বাক্য সকল আশ্চর্য্যজনক হইয়াছে ॥ ৯২ ॥

পুনশ্চ প্রতীতিমাসাদয়ন্ত্য ইবেদং বদন্তি স্ম । নাশ্চর্য্য-
মত্রাচর্য্যতাম্ ॥ ৯৩ ॥

যতঃ ;—ইন্দ্ৰিয়কূলমতিগূঢ়ং, নেত্রাদ্যন্তনিগূঢ়মেবাস্তি ।

তন্মধ্যাদপি চিত্তং, হরতো নৃহরেন হার্য্যং কিম্ ॥ ৯৪ ॥

তদেবমভিষঙ্গভঙ্গীভির্বরবর্ণিনীভির্বর্ণ্যমানমাকৰ্ণ্য চপল-
দৃষ্টিপরামৃষ্টিকৰ্ণং ঝটিতি জাতবিলক্ষণবর্ণং শ্রীকৃষ্ণমুখশ্রীপৰ্ণং
নির্বর্ণ্য বিহসন্তীং তামনু বিহসন্তীভিস্তাভিঃ শপসন্তীভিরিব

তথাপি তত্র তত্র বিশ্বাসং কুর্কীতং শ্রীকৃষ্ণজননীং প্রতি যদাচরন্তবর্ণয়তি পুনশ্চেত্যাদি পদ্যেন
(প্রতীতিং আসাদয়ন্ত্যঃ বিশ্বাসং জনয়ন্ত্যঃ) ॥ ৯৩ ॥

তাং প্রতীতিমভূতবচনং যথা বোধিতবস্ত্তবর্ণয়তি—ইন্দ্ৰিয়েতি পদ্যেন । অতিগূঢ়মপ্রকাশং
নিগূঢ়ং স্বসংবৃতং ন হার্য্যং কিং ন হরণীয়ং সৰ্ব্বং হার্য্যমেব ॥ ৯৪ ॥

ততো যন্তুমভূতবর্ণয়তি—তদেবমিত্যাদি পদ্যেন । অভিষঙ্গভঙ্গীভিঃ । “আক্ৰোশনমভিষঙ্গ”
ইত্যমরঃ । “পর্য্যভিমুখ্যেন বাক্যবোজন”মিতি ক্ষীরঃ । “মিথ্যাপবাদ” ইতি শব্দরত্নাকরঃ । তত্র
ভঙ্গীযুচনা যাসাং তাভিঃ । চপলেতি চঞ্চলদৃষ্ট্যা সহ পরামৃষ্টঃ সম্বন্ধো যয়োরেবভূতো কণৌ যন্ত

তথাপি তাহাদের বাক্যে ব্রজেশ্বরীর বিশ্বাস না হওয়াতে পুনর্বার যেন প্রতীতি
জন্মাইয়া কহিতে লাগিলেন, এ সকলে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিও না ॥ ৯৩ ॥

কারণ অতিশয় গুপ্ত ইন্দ্ৰিয় শক্তিগণ নেত্রাদি গোলোকের মধ্যে গূঢ়ভাবে
বিষ্ণুমান আছে । তাহাদের মধ্য হইতে তোমার পুত্র চিত্ত হরণ করিয়া থাকে,
অতএব নরহরি শ্রীকৃষ্ণের কোন্ বিষয় না আশ্চর্য্য জনক ? ॥ ৯৪ ॥

তখন এইরূপে বরবর্ণিনী রমণীগণ আক্ৰোশের ভঙ্গী দেখাইয়া নানাবিধ কথা
বলিতে লাগিলেন । তাঁহাদিগের বর্ণনীয় বাক্য শ্রবণ করিয়া চঞ্চলচক্ষে নেত্রযুগল
স্পর্শ করিয়া দেখিলেন, শ্রীকৃষ্ণের মুখপদ্ম, সহসা ভাবান্তর হেতু অস্ত্র বর্ণ প্রাপ্ত
হইয়াছে । তাহা দেখিয়া যশোদা যখন হাস্য করেন, তাঁহার পশ্চাৎ সেই সমস্ত
নারীগণ হাসিয়া যেন অভিশাপ দিয়াই বলিলেন । যদিও আমরা শ্রীকৃষ্ণের

ভণিতং । যদি চ বয়ং সাধুচরিতাচরিতার্থতাং গতাস্তদা ভবত্যা
ভবনেহপি শীঘ্রমেতৎ পতিষ্যতে । হসন্তী সা চোবাচ—ভদ্রং
ভদ্রং তদৈব বো ভদ্রত্বমভুবিষ্যাম ইতি । বস্ত্রতস্ত তস্তাঃ
কোমলতায়ামবিকলিতায়াং মুহুরয়মস্মদালয়ং বলিষ্যত ইতি
বিচার্যেব চর্যেয়মমুভিরাচর্য্যতে স্ম ॥ ৯৫ ॥

অথ সমাপনমিদং মধুকণ্ঠবচনম্ ॥ ৯৬ ॥

অদ্ভুতং বাল্যচরিতং তব সুনো ব্রজেশ্বর ! ।

ক তৃণাবর্তদলনং ক মাতুর্ভয়ভাবনম্ ॥ ৯৭ ॥

তং শ্রীপর্ণং পশ্যং নির্বর্ণ্য দৃষ্ট্বা শপস্তুভিরাণোশবিশিষ্টাভিবিব । সাক্ষিতি । তব পুত্রস্ত সাধুচরিতে
অকৃতার্থতাং প্রাপ্তাঃ এতৎ সাধুচরিতং । অবিকলিতায়াং স্বরূপেণ স্থিতায়াং অয়ং কৃষ্ণঃ বলিষ্যতে
লগিষ্যতি । চর্যা অনুষ্ঠানং ॥ ৯৫ ॥

অধুনা সমাপ্তপ্রকারং বর্ণয়তি—অথেতি গদ্যেন ॥ ৯৬ ॥

তন্মধুকণ্ঠবচনং নির্দিশতি—অদ্ভুতমিতি পদ্যেন । শ্লগমং ॥ ৯৭ ॥

চরিত্রকে সাধু করিতে যাইয়া কৃতার্থতা প্রাপ্ত হইতে পারি নাই সত্য, সেইরূপ
আপনার গৃহেতেই এই শ্রীকৃষ্ণের সাধু আচরণ যেন সজ্জাটিত হয় ।

যশোদা হাসিয়া বলিলেন, ভাল ভাল, তখনই তোমাদের ভদ্রতা অনুভব
করিব । বাস্তবিক কিন্তু তাঁহার কোমলভাব অবিকল থাকিলে পুনঃ পুনঃ এই
বালক আমাদের গৃহে আগমন করিবে, এইরূপ বিচার করিয়াই ঐ সকল রমণী
পূর্বোক্ত অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন ॥ ৯৫ ॥

অনন্তর মধুকণ্ঠের এইরূপ শেষবাক্য যথা— ॥ ৯৬ ॥

হে ব্রজেশ্বর ! তোমার বালকের চরিত্র অপূর্ণ । কোথায় সেই তৃণাবর্ত
অম্বরকে দলন করা, আর কোথায়ই বা জননীর নিকটে ভয় শঙ্কা করিয়া তাহার
ভাবনা করা ? ॥ ৯৭ ॥

তদেবং তদ্দিবাবৃত্তে পূর্ববদেব তল্লীলাপর্বণি সাক্ষাদিব
বৃত্তে সর্বৈ পুরস্কৃতব্রজেশাঃ সম্ভূত-তত্তদাবেশা যথাযথমাত্মপথং
প্রতস্থিরে ॥ ৯৮ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীগোপালচম্পূমন্তু বাল্যলীলাচৌর্য্যশৌর্য্যং
নাম সপ্তমং পূরণং ॥ * ॥ ৭ ॥ * ॥

অধুনা স্বয়ং কবিস্তদ্বিনকৃত্যবর্ণনং সমাপয়তি—তদেবমিত্যাदि গদ্যেন । আত্মপথং স্বপথং
(নিজবাসগমনমার্গং) ॥ ৯৮ ॥

॥ * ॥ ইতি শব্দার্থবোধিকায়ং সপ্তমং পূরণং ॥ * ॥ ৭ ॥ * ॥

এই প্রকারে পূর্বমতই শ্রীকৃষ্ণের সেই দিবসজাত লীলাগম্য উৎসব, যেন
সাক্ষাৎ হইলে সকল লোক ব্রজরাজকে অগ্রে করিয়া তত্ত্বৎ বিষয়ে হৃদয়ের
একাগ্রতা ধারণ পূর্বক নিজ নিজ গৃহপথে প্রস্থান করিলেন ॥ ৯৮ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীগোপালচম্পূকাব্যে বাল্যলীলায় চৌর্য্য শৌর্য্য অর্থাৎ চৌর্য্য-
বিষয়ে শূরত্ব নামক সপ্তম পূরণ সম্পূর্ণ ॥ * ॥ ৭ ॥

অষ্টম পুরণ

(দামবন্ধননিবন্ধনং যমলার্জুনমোচনং)

অথৈতরেহ্যঃ প্রভাত এব সভামুপবিশ্ব বিভাতেষু বৈশ্ব-
জাতেষু স্নিগ্ধকণ্ঠ উবাচ ;—

কদাচিদ্দামোদরমাসি দরাবসানে সামোদা যশোদা প্রাত-
বালগোপালং শয়ানমুম্মীলম্নিত-নেত্র-নীল-নলিনযুগলং নিভাল্য
শনৈরেব করকিশলয়েন পল্যঙ্কাহুপরিতল্ল এব পরিলাল্য
পুনরস্বূপং । তল্লাত্তস্মাদল্লমল্লং নিজ্জামন্তী চালিন্দং বিন্দমানা

অষ্টমে পুরণে দগ্ধোহমহভঙ্গাদি কীর্ত্যতে । ততো মাতৃকৃতো বন্ধো যমলার্জুনভঞ্জনং ॥

অধুনা স্মৃত্ব কবি দামবন্ধনাদিলীলাং বর্ণয়িতুং প্রক্ৰমতে— অণেত্যাदि গদ্যেন । দামোদরমাসি
কার্ত্তিকে दरावसाने शेषार्द्धे । उन्मूलदिति । निभं सदृशं । निभाल्य दृष्ट्वा । तल्ले शय्यायां ।

এই অষ্টমপুরণে দধিপাত্ৰাদির ভঙ্গ, জননীকর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের বন্ধন এবং
যমলার্জুন নামক বৃক্ষদ্বয়ের ভঞ্জন বর্ণিত হইবে ॥ • ॥

অনন্তর অত্র দিবসে, প্রভাতকালেই বৈশ্ব অর্থাৎ গোপগণ সভায় উপবেশন
পূর্ব্বক প্রদীপ্ত ভাব ধারণ করিলে পর স্নিগ্ধকণ্ঠ কহিলেন ;—একদা দামোদর
অর্থাৎ কার্ত্তিক মাসের শেষভাগে, যশোদা আমোদিত হইয়া প্রাতঃকালে দেখিলেন
বালগোপাল শয়ান রহিয়াছেন এবং তাঁহার নেত্ররূপ নীলপদ্ম যেন নিমীলিত
হইয়াছে । তাহা দেখিয়া ধীরে ধীরে করপল্লব দ্বারা পল্যঙ্কের উপরে শয্যার
মধ্যেই লালন করিয়া পুনর্বার শয়ন করাইলেন । সেই শয্যা হইতে অল্পে অল্পে

প্রাহুতরামহায় নিজালয়ব্যয়সম্বন্ধি দধি কতিপয়ং নিচিত-
 নিচয়গ্রহির্মস্থিতুমায়েভে । যস্মিন্নহনি সহনন্দনাহ্মন্দস্তন্দনা-
 রোহিণী রোহিণী প্রণয়ময়যন্ত্রণয়া নিমন্ত্রণয়া শ্রীমদুপনন্দমন্দিরং
 বিন্দমানাসীৎ । পরিজননার্য্যশ্চ স্বস্বকার্য্যাতিশয়পর্য্যায়পর্য্য-
 পণায় গতাঃ । কার্য্যাতিশয়শ্চায়ং হায়নশীর্ষায়মাণ-মার্গশীর্ষাগমে
 জনবর্গমহিতমহেন্দ্রমহামহঃ কুলপরম্পরাবিহিতঃ সন্নিহিতঃ
 আসীদিতি ॥ ১ ॥

অনুবৃপৎ । অলিন্ং প্রাঙ্গণং । প্রাহুতরাং প্রত্যাষে । অগ্নায় ঋটিতি । নিজগৃহে
 আক্রমণেন বন্ধনযুক্তং । নিচিতনিচয়গ্রহিঃ । নিচিতঃ নিচনবস্ত্রে গ্রহিবন্ধনং যয়া সা । সহনন্দনা
 পুত্রসহিতা । অমন্দেতি । উত্তমরথারোহণীযন্ত্রণয়া যন্ত্রণং বন্ধনং যন্তাং তয়া বিন্দমানা লভমানা ।
 স্বস্বেতি । স্বস্বকার্য্যাণামতিশয়শ্চ যঃ পর্য্যায়ঃ পরিপাটী তন্ত পৰ্য্যাপণায় সমাপনায় । হায়নেতি ।
 বৎসরশ্চ মূর্ধ্বেব আচরতি যো মার্গশীর্ষো মাসস্তগ্রাগমে সন্নিহিতে অর্থাৎ কান্তিকশেষার্ধে ॥ ১ ॥

নির্গত হইয়া এবং বহির্দ্বারে যাইয়া অতিশয় প্রত্যাষে নিজদেহে দৃঢ়রূপে বস্ত্র গ্রহি
 সত্তর বন্ধন করিয়া নিজগৃহের বায়সম্বন্ধীয় দধিমস্থন কিছু করিতে আরম্ভ করিলেন ।
 যে দিবসে রোহিণীদেবী পুত্রের সহিত উত্তম রথে আরোহণ করিয়া শ্রীমান্ উপ-
 নন্দের মন্দির প্রাপ্ত হইলেন, ঐ দিন উপনন্দের মন্দিরে রোহিণীর নিমন্ত্রণ ছিল,
 এবং ঐ নিমন্ত্রণটী যেন প্রীতিপূর্ণ যন্ত্রবিশেষ, স্মরণ্য প্রীতিপূর্ণ নিমন্ত্রণে আগমনও
 যেন যন্ত্র দ্বারা আকর্ষণের মত বুদ্ধিতে হইবে । প্রীতিপূর্ণ ভৃত্য রমণীগণ নিজ নিজ
 অতিশয়িত কার্য্যকে পালাক্রমে সমাপন করিবার জন্ত গমন করিলেন, কার্য্যের
 আতিশয়ও এইরূপ, বৎসরের শীর্ষস্থানীয় মার্গশীর্ষ অর্থাৎ অগ্রহারণ মাসের
 আগমনে জনবৃন্দ-বন্দিত ও কুলপরম্পরা ক্রমে চিরানুষ্ঠিত মহেন্দ্রের মহোৎসব
 নিকটবর্তী হইয়াছিল ॥ ১ ॥

তদেবং স্বয়মেব সযত্নীভূয় ব্রজরাজপত্নী দধিচয়মসকৃদধি-
মধুতী তস্ম নিদ্রায়া দ্রাবীযস্বায় গায়ন্তী তদেকতানতয়া তদানন-
মেব নিচায়ন্তী পরিতস্তদীয়-চরিতমেব জগৌ ॥ ২ ॥

তদুক্তং শ্রীবাদরায়ণিনা ;—

“যানি যানীহ গীতানি তদ্বালচরিতানি চ ।

দধি নির্মম্বনে কালে স্মরন্তী তান্মগায়ত ॥” ৩ ॥

অত্র মম্বনং যথা —

শ্রামা লোলদুকূলরত্নবিলসৎকাঞ্চীচয়েনাঞ্চিতা

তজ্জ্বল্কার-করম্বিতধ্বনিধরশ্রীকঙ্কণালঙ্কতা ।

পশ্যন্তী তনয়াননং লঘূলঘূন্মীলাম্রভাঙ্কদ্বয়ং

শ্রীমদগোপমহেশ্বরী চলভুজামথাদভীক্ষং দধি ॥ ৪ ॥

অথ পরিজননারীষু কার্যাস্তরং কর্তুং গতাহ দেবরাজযাগার্থং নবনীতমুখাপয়িতুং ব্রজেশ্বরী
স্বয়ং দধীনী মমম্বন্তি বর্ণয়তি—তদেবমিত্যাदि গদ্যেন । দ্রাবীযস্বায় দীর্ঘতার্থং । যদ্বস্বয়েণ
গায়ন্তী নিচায়ন্তী পশ্যন্তী । যানি যানীতি পদ্যং শ্লগমং ॥ ২—৩ ॥

তদানীং শ্রীব্রজেশ্বরীরূপং বর্ণয়তি—শ্রামেতি পদ্যেন । অঞ্চিতা পূজিতা ভূষিতা । তজ্জ্বল্কারেতি

এইরূপে ভৃত্য নারীগণ স্বস্বকার্যসাধন-নিমিত্ত গমন করিলে নিজেই যত্নবতী
হইয়া ব্রজরাজপত্নী যশোদা বারম্বার দধিমম্বন করিতে করিতে “আরও পুত্র
অধিকঙ্কণ নিদ্রিত থাকিবে” এই বিবেচনায় গান করিবার জন্ত একমাত্র
শ্রীকৃষ্ণের উপর মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিয়া তাঁহার মুখ দর্শন করিতে করিতে
কেবল তাঁহার চরিত্রই সর্বতোভাবে গান করিতে লাগিলেন ॥ ২ ॥

এই বিষয় শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধের ৯ অধ্যায়ে ১ শ্লোকে শ্রীশুকদেব কর্তৃক
উক্ত হইয়াছে যথা—শুকদেব কহিলেন, একদিন গৃহদাসী সকল কর্মাস্তরে নিযুক্ত
হইলে নন্দগৃহিণী যশোদা স্বয়ং দধিমম্বন করিতে লাগিলেন । সেই সময়ে
শ্রীকৃষ্ণের বালচরিত্র ঘটিত যে যে গীত ছিল তাহা স্মরণ করিয়া গান করিতে-
ছিলেন ॥ ৩ ॥

গান সময়ে মম্বন যথা—শ্রামবর্ণ অথচ আন্দোলিত পরিধেয় বসনস্থিত রত্নের

গানং যথা—

গোকুলপতি-কুলতিলক ভ্রমসীহ ।

কৃতস্মৃকৃতব্রজ-রচিত-সুখব্রজ নয়নানন্দিসমীহ ॥ ৬ ॥

আনন্দোদ্ভব-পরমমহোৎসব-নন্দিতগোপসমাজ (ক) ।

পুতনিকা-মুতিনবমঙ্গলকৃতি-বলয়িত-গোকুলরাজ ।

ধৈর্য্যনিবর্তন-শকটবিবর্তন-মনুভবোয়ন পরীত ।

সতৃণাবর্তক-বায়ুনিবর্তক-পরমেশোনানীত ।

কাকীসমূহস্য যো বাক্যারঃ কলস্রস্তুতন কবন্ধিতো যুক্তো যো ধ্বনিস্তং ধরতি যঃ শোভায়ুক্তঃ
কঙ্কণস্তেনালঙ্কৃত্য । লঘ্বিতি । মন্দমন্দমুদ্রীলনসদৃশং নেত্রদ্বয়ং যন্ত তৎ ॥ ৪ ॥

কুত্বেতি । কৃতং স্মৃকৃতং পুণ্যং যেন এবভূতো যো ব্রজগুপ্তিন রচিতঃ সুখব্রজঃ সুখসমূহো যেন
হে তাদৃশ । নয়নানন্দিসমীহ ! সর্পেধাং নয়নে আনন্দিতুং শীলং যস্য এবভূতা সমীহা চেষ্টা যস্য
হে তাদৃশ । পরমমিতি । আনন্দস্যোদ্ভবো যস্মাদেবভূতো যঃ পরমমহোৎসবস্তেন নন্দিতো গোপানাং
সমাজঃ সমূহো যেন হে তাদৃশ । পুতনিকেন্দি । পুতনায়া মৃত্যুরেব নবমঙ্গলকরণং তেন
ব্যাগ্ন্তো ব্রজরাজো যেন হে তাদৃশ । ধৈর্য্যেন্দি । বিবর্তনমুচ্চাটনং তদনুভবোয়ন কুশলেন ব্যাপ্ত
হে তাদৃশ । সতৃণেন্দি পরমেশন শ্রীনারায়ণেন প্রাপিত হে তাদৃশ । জলজনয়ন হে পদ্মনেত্র ? নৃত্য-

সহিত তাঁহার যে সকল মেথলা শোভা পাইতোছিল, তাহা দ্বারা তিনি পরিবেষ্টিত
ছিলেন । সেই কাকী-নিচয়ের বাক্যায়ুক্ত ধ্বনিসংযোগে মনোহর কঙ্কণাভরণে
তিনি অলঙ্কৃত হইয়াছিলেন, তখন পুত্র অতি ধীরে ধীরে নেত্রযুগল উন্মীলিত
করিতে লাগিলেন, পুত্রের এইরূপ মুখশোভা নিরীক্ষণ করিয়া শ্রীমতী ব্রজেশ্বরী
চঞ্চল বাহু দ্বারা অর্থাৎ ঘন ঘন বারম্বার দধি মছন করিতেছিলেন ॥ ৪ ॥

গান যথা—ত ব্রজরাজ কুলতিলক ! তুমি এই ব্রজে বিদ্যমান রহিয়াছ, এই
সকল ব্রজবাসী কত শত পুণ্য করিয়াছিল, তাহাতেই তুমি তাহাদের সুখসমূহ
উৎপাদন করিয়াছ । তোমার চেষ্টা দেখিলে নয়নের আনন্দ হয় । আনন্দসম্ভূত
পরমমহোৎসব দ্বারা তুমি গোপসমাজ আনন্দিত করিয়াছ । পুতনার মরণরূপ
নূতন মঙ্গলকার্য্য, দ্বারা তুমি ব্রজরাজকে পরিব্যাপ্ত করিয়াছ । তুমি চিত্ত-ধৈর্য্য-
বিনাশক শকটের উচ্চাটন করিয়া পরে মঙ্গলকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছ । তুমি

(ক) পরমমহোৎসব ইত্যত্র জন্মমহোৎসব ইতি গোয়ানন্দবৃন্দাবনপুস্তকপাঠঃ ।

মধুরপ্রাঙ্গণ-বিরচিতরিঙ্গণ-জলজ-নয়ন স্পৃগ্য ।
 নানাকেলিষু নৃত্যকলালিষু দর্শিতবরনৈপুণ্য ।
 তর্ককবালধি-শবলিততত্ত্বধি-বলয়িত-মঞ্জুলশোভ ।
 জরতীনিবহে কৌতুককলহে প্রবলিত-মিথ্যালোভ ।
 মাং মাতরমনু স্মৃতিমুদ্রিতনু প্রততং সততং কৃষ্ণ ।
 দ্রুতমুররীকুরু তনুর্দ্ধিগ্ন পুরু-খেলাবালকৃতদৃষ্ট ।
 ত্রিভুবনদর্শন-বিস্ময়মর্শন-নিশ্চিতবৈষ্ণবমায় ।
 হরিবরবিশ্রা-সুখদতমঃ শ্রী বিগতজরামরকায় ॥ ইতি ॥৫

কলালিষু নাট্যকলাশ্রেণিষু । তর্ককেতি বৎসপুচ্ছেন মিলিতা মা তনুস্তদ্যামধিকং যথা স্যাৎ ব্যাপ্তা
 মনোহরা শোভা যস্য হে তাদৃশ । জরতীনিবহে বৃদ্ধানমুহে প্রবলিতমিথ্যালোভ ! প্রবলিতঃ
 স্মৃদ্ধিতে মিথ্যালোভো যস্মিন্ হে তাদৃশ । বিতনু বিস্তারয় । পুরুখেলেতি । বহুখেলাশ্রেণ্যা
 কৃতো দৃষ্টো দর্শনং যস্য হে তাদৃশ । ত্রিভুবনেতি । ত্রিভুবনদর্শনে যো বিস্ময়স্তস্মিন্ মর্শনং পরামর্শ-
 তস্মিন্ নিশ্চিতা বৈষ্ণবময়া যোগমায়া যেন হে তাদৃশ । ইরীতি । হরিবরবিস্রা নারায়ণপূজয়া
 সুখদতমঃ সুখদশ্রেষ্ঠঃ । বিগত জরা যস্য সং বিগতজরঃ । নাপ্ত মরঃ মরণং যস্য সং অমরঃ,
 পশ্চাৎ বিগতজরঃ অমরশ্চ কায়ো দেহো যস্য হে তাদৃশ ॥ ৫ ॥

তৃণাবর্জের সহিত বায়ু নাশ করিলে পর পরমেশ্বর তোমাকে আনয়ন করিয়াছেন ।
 সুন্দর প্রাঙ্গণের মধ্যে তুমি হস্ত পদ দ্বারা গমন করিয়া থাক, হে পদ্মলোচন !
 তোমার পুণ্য অপূর্ণ । নানাবিধ কেলি এবং বহুবিধ নৃত্যকলায় তুমি উৎকৃষ্ট
 নৈপুণ্য দেখাইয়াছ, বৎসগণের পুচ্ছের সহিত মিলিত হওয়াতে আরও অধিক
 পরিমাণে তোমার মনোহর শোভা পরিব্যাপ্ত হইয়াছে । বৃদ্ধাগণের উপর
 কৌতুকবিবাদে তুমি মিথ্যা লোভ বর্দ্ধিত করিয়া থাক, হে কৃষ্ণ ! আমি তোমার
 জননী, অতএব তুমি আমাকে লক্ষ্য করিয়া সর্বদা সুবিস্তৃত সুখরাশি বিস্তার কর,
 তুমি প্রচুর খেলা করিতে করিতে দর্শন দাও এবং শীঘ্র শরীরের বৃদ্ধি স্বীকার কর
 অর্থাৎ তুমি নিত্য নিত্য বাড়িতে থাক, ত্রিভুবন দেখাইতে গিয়া বিস্ময়ভাব চিন্তা-
 পূর্বক তুমি নিশ্চয়ই বৈষ্ণবী মায়া প্রকাশ করিয়াছিলে, হে কৃষ্ণ ! তোমার দেহ
 জরা মরণবিহীন হউক এবং হরিপূজা দ্বারা তুমি অত্যন্ত সুখদাতা হও ॥ ৫ ॥

অথ লব্ধজাগরঃ স নিত্যতাশালিলালিত্যসাগরঃ সপদি
রুদম্ভিব সমুখিতবান্ ॥ ৬ ॥

মাতরমিতরাংশচ যথা ;—

দীর্ঘশ্বাসং গাত্রমোটপ্রযুক্তং নেত্রে মার্জ্জন্ জাগ্রদশ্বেতি জল্পন্ ।
ক্রন্দম্মহুধ্বানমাকর্ষ্য বালঃ শ্রীগোপালঃ প্রস্থলংস্তাং জগাম ॥ ৭ ॥

ততশ্চ ;—মাতা বাল্যতাঘটিত-লাল্যতাজটিত-প্রণয়াকুল-কাকু-
লব-সঙ্কুলতয়া তেন সুভগাখণ্ডেনে বিঘটিতে ক্ষুদ্রদণ্ডস্ত গতি-
মণ্ডলে স্বয়ং পয়স্তননয়োস্তনয়োঃ প্রস্রবং নবকং শাবকং
পায়য়ামাস * ॥ ৮ ॥

তদেবং স্বপ্তগণজটিতং গানং শ্রুত্বা শ্রীকৃষ্ণো নিদ্রাং ত্যক্তবানিতি বর্ণয়তি অশ্বেতি গদ্যেন ।
নিত্যতেতি । সার্বদিক্শ্লাঘাবিশিষ্টকোমলতাসমুদ্রঃ ॥ ৬ ॥

ইতবান্ গতবান্ । তদা শ্রীকৃষ্ণস্য বাল্যভাবং বর্ণয়তি দীর্ঘেতি পদ্যেন । (অশ্ব হে মাতঃ)
মহুধ্বানং মহুনশব্দং ॥ ৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণদর্শনে বাৎসল্যেন স্বয়ং করিতস্তম্ভং মাতা যথা পায়য়ামাস তদ্বর্ণয়তি মাততেতি গদ্যেন ।
(কাকুঃ স্ত্রিয়াং বিকারো যঃ শোকভীত্যাতিভিধ্বন্যেঃ ইত্যমরঃ) তেন পুত্রেণ পয়স্তননয়োঃ দুগ্ধস্ত
ভনো বিস্তারো যাভ্যাং তয়োঃ শাবকং নালকং ॥ ৮ ॥

অনন্তর নিত্যতা পরিপূর্ণ লালিত্যের সাগর স্বরূপ সেই শ্রীকৃষ্ণ জাগিয়া উঠিয়া
তৎক্ষণাৎ যেন রোদন করিতে করিতে উখিত হওত জননীর নিকট গমন
করিলেন ॥ ৬ ॥

জননী এবং অগ্রাত্ম লোকের প্রতি যথা—দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, গাত্রমোটন
নেত্রবুল মুছিতে মুছিতে জাগরিত হইয়া, মা, মা, বলিতে বলিতে রোদন করিয়া
এবং মহানদণ্ডের শব্দ শুনিয়া সেই শ্রীমান্ বালগোপাল স্থলিতপদে (থড়বড়
করিয়া যেন পড়িতে পড়িতে) জননীর নিকট গমন করিলেন ॥ ৭ ॥

তাহার পর জননী বাল্যকালোচিত লালন পালন দ্বারাসম্বন্ধিত রাশীকৃত

লাস্তুতাজটিতেতি আনন্দপুস্তকে নাস্তি ।

পয়ো বর্ষতি ধারাভির্বর্ষাবন্মেদুরশ্রিয়ঃ ।

তস্তাঃ পয়োধরে স্তূৰ্ণ কৃষ্ণচ্চাতকতাং গতঃ ॥ ৯ ॥

সা তত্র গর্দৈনার্দৈ তেন পীতে ধন্যে স্তন্যে নেত্রানস্তর-
গৃহাস্তরসস্তপ্যমানপয়ঃ-সস্তানানামুৎসেকং প্রতি নির্বিবেকতাং
প্রতিপদ্য সদ্য এব তং বিহায় যদ্রুতবতী দ্রবগমনে তস্য পতন-
ভীত্যা চ ন তং গৃহীত্বা গতবতী ॥ ১০ ॥

স্বস্তাঃ স্তন্যে শ্রীকৃষ্ণস্ত লালসাং বর্ণয়তি পয়ো বর্ষতীতি পদ্যেন । পয়োধরে স্তনে মেঘে চ ॥৯॥

তদেঙ্গমাগাৰ্থমাবৰ্ণিতেষু দুক্ষেষু উচ্চনতাং প্রাপ্তেষু স্তনপায়িনং পুত্রং ত্যক্তা যথা যয়াবিত্তি
বর্ণয়তি সা তত্রৈতাদিনা গদ্যেন । নেত্রৈতি । নেত্রব্যবহিতগৃহমধ্যে সস্তপ্যমানং যৎপয়স্তস্ত
সস্তানানাং প্রবাহাণাং উচ্ছলিতত্বং প্রতি বিবেচনারাহিত্যং । তং তাদৃশপুত্রং । তস্ত পুত্রস্ত ॥ ১০ ॥

স্নেহভরে এবং কাকুজির লেশে (ক) পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলেন অর্থাৎ বাবা বাছা
করিয়া কতই বাক্য ভঙ্গী প্রকাশ করিলেন এবং স্তূভগাখণ্ডন অর্থাৎ শ্রেষ্ঠস্তূভগ
পুত্র যখন ক্ষুভিত মস্থান দণ্ডের গতি সকল রোধ করিয়া দিলেন, তখন তিনি
হৃদ্ধধারাস্রাবী স্তনদ্বয়ের হৃদ্ধ নবশিশুকে পান করাইলেন ॥ ৮ ॥

বর্ষাকালের গ্রায় স্নিগ্ধশোভাশালিনী জননী স্তনহৃদ্ধধারী বর্ষণ করিতে থাকিলে
শ্রীকৃষ্ণ একটা সুন্দর চাতক-পক্ষির ভাব ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ৯ ॥

তথায় শ্রীকৃষ্ণ আকাজ্জক সহিত ধন্ত স্তূৰ্ণহৃদ্ধ অর্দ্ধ মাত্র পান করিলে যশোদা
নেত্র ব্যবধানযুক্ত গৃহমধ্যে সস্তপ্ত হৃদ্ধপ্রবাহ যে উচ্ছলিতভাবে ধারণ করিয়াছে
তাহা জানিতে না পারিয়া তৎক্ষণাৎ পুত্রকে পরিত্যাগপূর্বক তথায় গমন
করিয়াছিলেন, দ্রুতগমনে পতিত হই এই ভয়ে তাঁহাকে লইয়া গমন করেন
নাই ॥ ১০ ॥

(ক) শোক ও ভয়াদি বশতঃ যে স্বরের বিকার অর্থাৎ নিজের স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরের অন্ত
অবস্থা তাহাকে কাকু কহে ।

মধুকৰ্ণ উবাচ—কিমিথমাখ । তাবন্মাত্রায় তস্য কথং ক্ষুৎক্ষামগাত্রাদ্বালপুত্রাদন্যত্র যাত্রায়ুক্তিপাত্রায়তাং সা হি বৎসবৎসলানামচ্ছতাভাগুপমা ।

স্নিগ্ধকৰ্ণঃ সহাসমাহ স্ম—গুরো পুরোহবধীয়তাং যদ্বাৎ-সল্যবিলাস এব খল্লয়মস্মাঃ ।

মধুকৰ্ণ উবাচ । কথমিব ?

স্নিগ্ধকৰ্ণ উবাচ—তথাহি—যে গেহদেহাদীংস্তং বিনাহ-স্তমিতপ্রায়ান্মন্যস্তে স্ম । তে তু তজ্জন্মারভ্য তন্মমতাময়মমতা এব তাভ্যাং পিতৃভ্যামভ্যমন্যন্ত । “যক্ষমার্থস্বহুৎপ্রিয়াত্নতনয়-প্রাণাশয়াস্বৎকৃতে” ইতি ব্রহ্মবাক্যে ব্রজমাত্রস্থাপি তথা

অত্র সমাধানার্থঃ মধুকৰ্ণস্নিগ্ধকৰ্ণয়োৰ্কাঁকোবাক্যং বর্ণয়তি—কিমিথমাখেত্যাদি গদ্যেন । (তাবন্মাত্রায় পহোরক্ষণার্থং) যুক্তিসংগো ইবাচরতাং । অচ্ছতাং প্রসন্নতাং ভজমানা । অন্তমিত-

মধুকৰ্ণ কহিলেন, কেন তুমি এরূপ কহিতেছ ? কেবলমাত্র ঐরূপ কার্য্য অর্থাৎ দুগ্ধ রক্ষার জন্তই ক্ষুদ্রায় ক্ষীণকলেবর শিশুপুত্রকে পরিত্যাগ করিয়া অজ্ঞ স্থানে গমন করা কিরূপে যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে ? কারণ যে সকল পুত্রস্নেহবতী রমণী আছে, তাহাদের মধ্যে তিনি নিশ্চল উপমাস্থল ।

স্নিগ্ধকৰ্ণ সহাস্তে কহিলেন, হে গুরো ! আপনি প্রথমেই ইহা শ্রবণ করুন, যে হেতু জননীর ইহাও এক প্রকার বাৎসল্যের পরিপাটি ।

মধুকৰ্ণ বলিলেন, কি প্রকার ?

স্নিগ্ধকৰ্ণ কহিলেন, দেখুন বাহারা, শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত গৃহদেহাদি বস্তু সকল প্রায় অন্তমিত অর্থাৎ যেন লয়প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে, এইরূপ ভাবিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণের জন্মাবধি তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি “আমার পুত্র” এই প্রকার ভাবপূর্ণ মমতা আছে বলিয়া পিতা মাতা বিবেচনা করিয়াছিলেন । “বাহাদিগের গৃহ, ধন, সুহৃৎ, প্রিয়, আত্মা, তনয়, প্রাণ ও আশয় সমুদয় আপনাতে অর্পিত, তাঁহাদিগকে তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠকল না দিলে পর্য্যাপ্ত হইবে কেন ?” দশমস্কন্ধের ১৪ অধ্যায়ে

শ্রীযতে কিমূত তয়োরিতি । ইদঞ্চ মুঞ্চং দুঞ্চং দধি চ তদধিক-
তৎপ্রধানতাবধিকমেবেতি সবিশেষতয়াবগম্যতে ॥ ১১ ॥

তদেবং সতি তস্যাঃ সেয়ং ভাবনা ক্লেশমপি বিষম্ স্পৃহ-
মাণাং নানানিঙ্গগৃহক্রিয়াং সাম্প্রতন্তু দেহগেহাদধিকং ন জানাতি
সোহয়ং বালক ইতি দয়নীয়তয়াস্মদীয়মেব খল্বৈতদীয়কৃত্যং
কৃত্যমিতি । সোহয়মেবান্বধম্নেহবিবিধবিধিস্তৈরেব বোদ্ধু-
মধ্যবশ্যতে । যৈ কৃতং তর্জ্জনতাড়নাদিকমপি লালনাময়তাং
কলয়তি কিমুতান্যং ॥ ১২ ॥

প্রায়ান্ স্বসস্তাবিরহিতপ্রায়ান্ আবয়োঃ পুত্রে এতে অতিমমতাবস্ত ইতি । মুঞ্চং মনোহরং
পুত্রাদধিকং যতশ্চিন্ মমতাপ্রাধান্যং তৎ অবধিযন্ত তন্তং ॥ ১১ ॥

অস্মাকং ধামাদিকং শ্রীকৃষ্ণার্থমেব দুষ্কাদিকন্ত তন্তু ভোগ্যত্বাৎ প্রিয়মেব অত একস্ত ত্যাপো
দুঃসহ ইতি প্রাপ্তে তস্যা এবং ভাবনা জাতেতি বর্ণয়তি তদেবমিত্যাদি গদ্যোন । গৃহেক্রিয়াং—
গৃহযোগ্যকাব্যং দয়নীয়ং কৃপাপূর্নেন তদীয়কৃত্যং দুষ্কাদিরক্ষণং তৈরেব “যদ্ধানার্হেত্যা” দিনাভি-
হিতৈঃ কলয়তি কৃষ্ণো মন্যতে ॥ ১২ ॥

৩৩শ শ্লোকে এইরূপ ব্রজবাক্যে যখন ব্রজমাত্রেয়ই সেইরূপ ভাব প্রবণ করা
যাইতেছে, তখন পিতা মাতার কথা আর কি বলিব ? । অতএব এই মনোহর
দুষ্ক ও দধি দেহগেহাদি শ্রীকৃষ্ণের জন্ত, এ কারণ শ্রীকৃষ্ণাপেক্ষা মমতার আশ্পদ
এবং তাহাই চরমসীমা বলিয়া বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইয়াছে । শ্রীকৃষ্ণাপেক্ষা
কৃষ্ণের প্রিয় বস্তুতেই অধিক অনুরাগ হওয়া যশোদার উচিত এবং পুত্রবৎসলা-
জননীর এইরূপ স্বভাবই চিরন্তন । ইহাই তাৎপর্য্য ॥ ১১ ॥

সিদ্ধান্ত যখন এই প্রকার হইল তখন যশোদার পক্ষে কৃষ্ণের দ্রব্যাদির
ভাবনাই সর্ব্বাগ্রে উচিত হয় । সুতরাং তিনি নানাবিধ ক্লেশকে সহ করিয়াও
নিজের স্পৃহণীয় নানা প্রকার গৃহোচিত কার্য্যকে সম্প্রতি জানিতে পারিতেন না,
কিন্তু “এই আমার সেই বালক” এই ভাবে শ্রীকৃষ্ণকে দেহ ও গেহাদি হইতেও অধিক
রূপে জানিতেন এবং এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ দয়ার পাত্র ছিলেন এই বলিয়াই “কৃষ্ণ-
কার্য্যই আমাদের কার্য্য এবং তাহাই কর্তব্য” (এই ভাবনা জননীর মনে সর্ব্বদাই
হইত) সুতরাং ঘেহের নানারূপ পরিপাটি থাকায় এই সেই পুত্র বলিয়া তাহাকে

যতঃ ;—

স্নেহতঃ কচন রুট্ প্রজায়তে, তস্য বন্ধনকরী চ দৃশ্যতে ।

মেদুরেহপি মুদিরে তথা তথা, বিদ্যুদগ্নিরসকৃচ্ছ বর্ততে ॥১৩॥

তথাহি তয়োশ্মিথো হিতয়োরুভয়োরপি চরিতং । দুষ্কায়
গমনসময়ে সা খলু তন্মুদিততা-নিবন্ধনমিদমুদিতবতী । বৎস
নিশ্মগ্ধনং ভজামি ক্ষণং তাবন্মথন-গর্গরী রক্ষতাং ত্বদীয়ং পয়ো
বীক্ষ্য যাবদ্দুতমহমায়ামীতি ॥ ১৪ ॥

তৈঃ স্নেহতঃ কৃতাপি তাড়নাদিলালনহেতুকৈবেতি সদৃষ্টান্তং বর্ণয়তি—স্নেহত ইতি গদ্যেন
রুট্ ক্রোধঃ তস্তাতিমমতাপাত্রস্ত না রুট্ মেদুরে অতিশ্লিষ্টেহপি মেঘে ॥ ১৩ ॥

ততশ্চ তয়োর্মাতাপুত্রয়োর্বিহিতং বৃদ্ধান্তং বর্ণয়তি—তয়োর্মিত্যাদি গদ্যেন । তন্মুদিতেতি পুত্রস্ত
হর্ষকারণং ॥ ১৪ ॥

বুঝিতে পারিতেন । অধিক কি বলিব যাঁহারা তর্জ্জন এবং তাড়নাদি করিলেও
শ্রীকৃষ্ণ বুঝিয়া থাকেন যে, আমাকে ইহঁারা লালন করিতেছেন ; কারণ শিশুর
মাতা পিতার প্রতি তাড়নাদিও লালন পালনের অন্তর্গত । অতএব নিরবচ্ছিন্ন
লালন পালনের কথা আর কি বলিব ॥ ১২ ॥

যদি কখন স্নেহবশতঃ ব্রজবাসিগণের ক্রোধ জন্মিত, সেই ক্রোধে অত্যন্ত
মমতার পাত্র শ্রীকৃষ্ণ বন্ধনযন্ত্রণাও ভোগ করিতেন । দেখুন শ্লিষ্টমেঘেও কখন
কখন ঐ প্রকারে বৈজাতিক অগ্নি উৎপন্ন হইয়া থাকে (ক) ॥ ১৩ ॥

উক্ত বাক্যের প্রমাণ যথা—মাতা এবং পুত্র ইহারা উভয়ে উভয়ের হিতকারী
ইহাদিগের পরস্পর চরিত্র শ্রবণ করুন । সেই জননী তখন পুত্রজনিত হর্ষ নিবন্ধন

(ক) রস দ্বিবিধ । স্থায়ী ও সঞ্চারী । এখানে বাৎসল্যগত স্নেহই স্থায়ী, ক্রোধাদি সঞ্চারী ।
মুখ্যরূপপ্রতিমাতো সাদা রং না দিলে যেমন অশুভ ভাল রং স্থায়ী হয় না, অথবা প্রথম কথায়াদি রং
না করিলে পট্টবস্ত্রাদিতে যেমন অশুভ ভাল রং ঠিক হয় না তেমনি সঞ্চারী ব্যতীত স্থায়ী রসের
পুষ্টি হয় না । শিশুর প্রতি গুরুজনের ক্রোধও সেইরূপ বাৎসল্য-রসের পুষ্টিকারক ভিন্ন কিছুই
নয় । বিদ্যুৎটী মেঘেরই অঙ্গ, উহা না থাকিলে মেঘের মেঘত্ব থাকে না ।

ততশ্চ,—যাবদ্বিহায় পৃথুকং বত মন্থনাস্ত্রা-

দম্বা যযৌ দ্রুতমসৌ তত আযযৌ চ ।

তাবৎ পয়োধরযুগং হৃদয়স্থবস্ত্র-

ক্রোপং ববর্ষ পথিপিচ্ছলতা যথাসীৎ ॥ ১৫ ॥

তদেবমপি সতু নিজার্থিতে প্রত্যর্থিতে ভ্রুশমাবিজতে স্ম ।

যথা ;—তেনাথ কোপস্ফুরিতারুণাধরং

সন্দশ্য দৃগ্ভ্যামুদমর্জি রোদনং

দণ্ডাহতামত্রমখণ্ডি চাশ্মনা

নালিস্ত তস্মিন্নবনীতমণ্ডপি ॥ ১৬ ॥

তদা চ শুভ্রা বাৎসল্যজাতং কায্যং বর্ণয়তি—যাবদিত্যাদি পদ্যেন । মন্থনাস্ত্রামন্থনিকটস্থানাং ততঃ দ্রুদ্বাবর্জনস্থানাং বস্ত্রক্রোপং বস্ত্রমর্দীকৃত্য ॥ ১৫ ॥

তদানীন্তনং শ্রীকৃষ্ণপুত্রাত্মং বর্ণয়তি তদেবমিত্যাদিনা গদ্যেন চ । প্রত্যর্থিতে প্রত্যাগ্যাতে বিজতে স্ম উদ্বিগ্নো বভূব । রোদনমগ্রজলং । দণ্ডাহতামত্রং দণ্ডেন লগুড়েন আহতং যদমত্রং মন্থনপাত্রং তৎ শিলয়া খণ্ডিতং । যেনান্নমপি নবনীতং তস্মিন্ ন প্রাপ্তং ভবিষ্যতি ॥

অথবা “দণ্ডাহতং কালশেষমরিশ্চমপি পোরসঃ” ইত্যমরোক্ত্যা দণ্ডাহতশব্দে ঘোলাপ্য-দধি-বিকারবাচী তন্ত্র অমত্রং মন্থনপাত্রং ইত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

এই বাক্য বলিয়াছিলেন । বৎস ! আমি তোমার নিশ্চয়জন করিতেছি, তুমি ক্ষণকালের জন্য এই মন্থনগর্গরী (কলসীটা) রক্ষা কর, তোমার যে হৃৎ প্রস্তুত হইতেছে তাহা দেখিয়া এই আমি যত সত্বর পারি আসিতেছি ॥ ১৪ ॥

হায় ! তাহার পর সেই জননী যেমন বালককে পরিত্যাগ করিয়া সেই মন্থন-স্থান হইতে দ্রুত গমন করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ সেস্থান হইতে আগমনও করিলেন, অমনি তাঁহার স্তনযুগল হৃদয়স্থিত বস্ত্র আর্দ্র করিয়া এমনভাবে বর্ষণ করিল বাহাতে পথপর্যন্ত পিচ্ছিল হইয়া পড়িল ॥ ১৫ ॥

কিন্তু এইরূপ হইলে শ্রীকৃষ্ণ যে বস্ত্র প্রার্থনা করেন তাহাতে বাধা ঘটায় তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন যথা—

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ কোপস্ফুরিত রক্তবর্ণ অধর দর্শন করিয়া দুই চক্ষু দিয়া অশ্রু

অত্র তু বর্ণয়ন্তি—

দন্তেন্দুলেখাবিশদাধরারুণং চক্ষুশ্চকোরদ্বয়মশ্রু চাদধে ।

তদা শিশোরশ্চ করাস্থজন্মনাপ্যরিষ্টমুদ্বুয বলাদ্বিজুস্তিতম্ ॥ ১৭ ॥

তদেবং কলশান্তরীণে কালশেয়ে সর্বতো রীণে পর্বাস্তর-
মপি জাতং যথা ॥ ১৮ ॥

ততো গৃহাভ্যন্তরশিক্যলক্ষিতং হৈয়ঙ্গবীনং পরিগৃহ্য যত্নতঃ ।

জঘাস তত্রোর্বরিতস্ত পক্ষক-দ্বারেণ নিহুত্য জহার কেশবঃ ॥ ১৯ ॥

অধুনা শ্রীকৃষ্ণ ক্রোধজনিতং ভাবং বর্ণয়তি দন্তেন্দুলেখেতি পদ্যেন । অশ্রু শিশোঃ কৃষ্ণ
জন্ম দন্তচন্দ্রেণী অধরেণ রক্ততামাদধে তথা নেত্রচকোরদ্বয়ং অশ্রু চ আদধে, তথা করপদ্মেন
গোরসং বলাদ্বিনশ্চ ক্ষুরিতং । অরিষ্টমুদ্বুযং গোরসঞ্চ ॥ ১৭ ॥

ক্ষলিতং বর্ণয়তি তদেবমিত্যাदि পদ্যেন । কলশান্তরীণে কলসমধ্যাহ্নে কালশেয়ং তত্র
রীণে গতে সতি পর্বাস্তরং পর্ধ্যাস্তরং উৎসবাস্তরং ইতি পাঠে প্রকারান্তর ইত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

তৎপ্রকারান্তরং বর্ণয়তি তত ইত্যাদি পদ্যেন । পক্ষকদ্বারেণ খিড়কীতি প্রসিদ্ধেন ॥ ১৯ ॥

বর্ষণ পূর্বক রোদন করিতে লাগিলেন এবং প্রস্তর খণ্ডদ্বারা ঘোল মহনের পাত্রটা
ভগ্ন করিলেন অথচ তাহাতে অণুমাত্রও নবনীত প্রাপ্ত হইলেন না ॥ ১৬ ॥

এখানে পণ্ডিত সকল এক্রপ বর্ণনা করিয়া থাকেন যথা—তৎকালে ঐ শিশুর
জন্মবর্ণ দন্তরূপ চন্দ্রেণী অধরের রক্তবর্ণ ধারণ করিল এবং নেত্ররূপ দুইটা
চকোর পক্ষী অশ্রু ধারণ করিল তথা করপদ্ম বলপূর্বক গোরস বিনষ্ট করিয়া
প্রকাশ পাইতে লাগিল ॥ ১৭ ॥

এইরূপে কলশের মধ্যস্থিত তত্র (ঘোল) সর্বতোভাবে রক্ষিত হইলে, অত্র
আর এক প্রকার উৎসব ঘটয়াছিল যথা— ॥ ১৮ ॥

তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণ গৃহের মধ্যস্থিত শিক্যে (শিকাতে) যে সন্তোজাত দ্বুত
রক্ষিত ছিল, তাহা সবন্ধে গ্রহণ পূর্বক ভক্ষণ করিয়াছিলেন এবং তাখায় প্রচুর
পরিমাণে যে সকল সন্তোজাত দ্বুত ছিল, তিনি তাহা পক্ষদ্বার (খিড়কি) দিয়া
গোপনভাবে হরণ করিয়াছিলেন ॥ ১৯ ॥

স চ যন্তো যথা ;—

কুক্ষীক্ষেপাদর্গলামস্তরঙ্গামল্লাং মুঞ্চন্ সন্ম গত্বা যুযোজ ।

কুত্বা খট্টাং তত্র নিঃশ্রেণিকাভাং কুত্বা সর্পিষ্ঠুপ্তমঞ্চলপাগাৎ ॥২০

ততঃ ক্ষণাদ্ মুঞ্চিতং তু মুক্ততা-

মাধায় মাতা স্ততমাগমদ্ভুতম্ ।

অপ্রাপ্য তং তস্ম তু কৰ্ম্ম তদ্বিধং

বুদ্ধা সৰ্বোপং সমুখং জহাস সা ॥ ২১ ॥

তত্র—প্রথমং শঙ্কাসঙ্কসুকায়াং তস্তাং যোগমায়াপ্রকাশিতা-
কাশবাগেব হাসপ্রকাশনস্য বোধস্য কারণং জাতম্ ॥ ২২ ॥

তং যত্নং বিশদ্য বর্ণয়তি কুক্ষীতাদি পদ্যেন । কুক্ষী অর্গলমোচনস্ত সাধিনী তস্তাঃ ক্ষেপাৎ
কপাটাস্তঃক্ষেপং গ্রহত্য তয়্যচ মধ্যস্থং ক্ষুদ্রামর্গলাং মুঞ্চন্ গৃহং প্রবেশ্য পুনর্যামর্গলাং যুযোজ
নিরোধয়ামাসেত্যর্থঃ । তত্রোতাদি তত্র সন্মনি খট্টাং নিঃশ্রেণিকাভ্যাং কাষ্ঠময়সোপানতুল্যাং
অঙ্কনং গচ্ছন্ পলায়ত ॥ ২০ ॥

তদৈব মুক্ততাং স্ততমাং ইতমাগতং দুষ্কমাধায় অবতর্য মাতা আগতেতি বর্ণয়তি তত ইত্যাদি
পদ্যেন ॥ ২১ ॥

অধুনা কোপসুখহাসসমাধানে যোগমায়াকৃত্যং বর্ণয়তি তত্র প্রথমমিত্যাদি পদ্যেন । শঙ্কাসঙ্ক-
সুকায়াঃ শঙ্কসুকাঃ অস্থিরঃ । শঙ্কয়া অবস্থায়ঃ । সা আকাশবাক্ ॥ ২২ ॥

সেই যত্ন এই প্রকার যথা—কুক্ষী অর্থাৎ অর্গলা মোচক কোন বিশেষ বস্ত্র
দ্বারা কবাট মধ্যে আঘাত করত তাহা দিয়া নধাস্থিত ক্ষুদ্র অর্গলা মোচন পূর্বক
গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং পুনর্যামর্গলা কবাটকে বন্ধ করিয়া দিলেন, তথা সেই
গৃহে খট্টাকে কাষ্ঠময় সোপানরূপে পরিণত করিয়া ঘৃত হরণ পূর্বক গুপ্তদ্বার দিয়া
পলায়ন করিলেন ॥ ২০ ॥

তদনন্তর ক্ষণকালমধ্যে জননী চুল্লীর উপর পাক পাত্রে উত্তীর্ণিত দুগ্ধ পাচু হইয়া
স্থির হইলে পর তাহা অবতারিত করিয়া শীত পুত্রের নিকটে আগমন করিলেন ;
কিন্তু সে স্থানে পুত্রকে না পাইয়া এবং তাহার তাদৃশ কৰ্ম্ম জানিতে পারিয়া
যশোদা “ক্রোধ ও আনন্দ” এই দ্বিবিধ ভাব প্রকাশ পূর্বক হাস্ত করিলেন ॥ ২১ ॥

তথায় জননী প্রথমে শঙ্কা বশতঃ অস্থির হইলে যোগমায়ার প্রকাশিত আকাশ
বাণীই হান্ত-প্রকাশক জ্ঞানের কারণ হইয়াছিল ॥ ২২ ॥

সা যথা—

শিশুমধুকুদতক্ষ্মমধ্বসিদ্ধং পিপাসন্
সরসিজমুকুলাধশ্ছেদমাচর্য্য পশন্ ।
দ্রববিগলনমাত্রং তত্র নির্বিদ্য মধ্যে
কমলমপরমঞ্চন্ প্রাপ তস্মিন্ মধুনি ॥ ২৩ ॥

কিঞ্চ—

শময়াকৃষে দুগ্ধং, ক্ষুভিতং তত্র ব স্তদক্ষতা কলিতা ।
শময়সি যদি শিশুকোপং, তাদৃশমুচ্চৈস্তদা প্রশংস্বেথাঃ ॥ ২৪

আকাশবাচং বর্ণয়তি—শিশুমধুকুদিত পদ্যেন । বালমধুকরঃ পিপাসায়িতঃ সন্ মধু অনিদ্ধং যত্র তৎ পদ্মমুকুলং অতক্ষন্ খণ্ডিতবান্ তত্র মধু অপ্রাপ্য তস্তাধশ্ছেদমাচর্য্য তত্র মধ্যে দ্রববিগলন-মাত্রং পশন্ নির্বিদ্য অপরং পদ্মং গচ্ছন্ তত্র মধুনি প্রাপ । তথা হৈয়ঙ্গদীনপ্রাপ্তার্থং পুঞ্জেন তাদৃশো যত্নঃ কৃত ইতি ॥ ২৩ ॥

পুনরাকাশবাক্যং বর্ণয়তি সময়াকৃষে ইতি পদ্যেন । কলিতা জ্ঞাতা । প্রশংস্বেথাঃ প্রশংসাবিষয়িনী স্তাঃ ॥ ২৪ ॥

আকাশবাণী যথা—এই বালমধুকর পিপাসায়িত হইয়া বাহাতে মধুসঞ্চিত হয় নাই সেইরূপ পদ্মমুকুল খণ্ডিত করিয়াছে । তথায় মধু না থাকায় তাহার অধো-দেশচ্ছেদন পূর্বক তাহার মধ্যে দ্রুত গলনমাত্র দেখিয়া দ্রুতই হইয়াছে । এবং অপর পদ্মের নিকট গিয়া তথায় মধু সকল প্রাপ্ত হইয়াছে । (সেইরূপ সন্তোষিত হইয়া পাইবার জন্য তোমার পুত্র এইরূপ যত্ন করিয়াছে) ॥ ২৩ ॥

অপিচ, তুমি যে ক্ষুভিত দুগ্ধ উপশমিত করিয়াছ, তাহাতেই তোমার দক্ষতা জানা গিয়াছে, কিন্তু যদি তুমি তোমার পুত্রের তাদৃশ কোপ নিবারণ করিতে পার তাহা হইলে তুমি অধিকতর প্রশংসা-ভাজন হইতে পারিবে ॥ ২৪ ॥

তদেবং শ্রুত্বা হসিত্বা কালশেষলেশাধ্যবসেয়তামপহুবচরণ-
চিহ্নমীক্ষিত্বা সাধকতমান্তরেণ দ্বারযন্ত্ৰং মোচয়িত্বা চ সা পুনরেব-
মাচচার ॥ ২৫ ॥

গত্বা গৃহাভ্যন্তরমন্ত্ৰদ্যপ্যসৌ দৃষ্ট্বাস্ত তস্মাতুলচাপলং প্রসূঃ ।
তদীয়বস্ত্রান্নুগমেন চ ক্রমাদালোকয়ল্লোলবিলোচনঞ্চ তম্ ॥ ২৬

তত্র লোলবিলোচনত্বং যথা—

হরিরভিহতবানিহাস্মি দৃশ্যঃ কথমথ মাতরমীক্ষণং নয়ানি ।
ইতি নয়নযুগং শ্রুতিদ্বয়ান্তস্মুহুরিব বেশয়তি স্ম বালকৃষ্ণঃ ॥ ২৭

ততো ব্রজেশ্বরীকৃত্যং বর্ণয়তি—তদেবমিত্যাदिना पदोदन । कालशेषेति तद्वस्तु लेशमात्र-
तापहवचरणचिह्नं चोद्यापदचिह्नं ॥ २५ ॥

ततो मन्त्रनगृहमध्यं प्रविष्ट्वा तत्र पुद्गमदृष्ट्वा त्रयमेव तमपहवदिति वर्णयति गद्देति पदोदन ॥ २६ ॥

তদা ভয়েন শ্রীকৃষ্ণস্ত কাব্যং বর্ণয়তি—হরিরত্যাदि पदोदन । अस्मि अहं हरिर्हतवानिह
मात्रा दृश्याः । मातरमिति हेतुकम् । अक्षयं दर्शनं । नयानि प्रापयानि । श्रुतिद्वयान्तःकरणमध्ये
निवेशयतीव ॥ २७ ॥

তখন ব্রজেশ্বরী আকাশবাণী শ্রবণান্তর হস্ত করিলেন এবং ঘোলের চিহ্ন-
দ্বারা নিশ্চয় করা যাইবে বলিয়া চোঁয়াপদক্ষেপ দর্শন করত অত্ৰ কোন প্রকার
উপায়দ্বারা দ্বারযন্ত্ৰ মোচন পূর্বক তিনি পুনর্বার এইরূপ কার্যা করিয়াছিলেন ॥ ২৫ ॥

যথা জননী গৃহের অভ্যন্তরে গমন পূর্বক পুত্রের আর এক প্রকার অল্পপম
চাকলা নিরীক্ষণ করিয়া তদীয় পথের অনুগমন করত ক্রমে সেই ভীতি-চঞ্চল-
লোচন শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন ॥ ২৬ ॥

তথায় তাঁহার চক্ষুর চাকলা যথা—“আমি সন্তোজাত স্নত চুরী করিয়াছি, জননী
এই স্থানে আমাকে দেখিতে পাইবেন, আমি কিরূপে জননীর সহিত সাক্ষাৎ
করিব” এই বলিয়া বালক শ্রীকৃষ্ণ আপনাব নয়নযুগলকে যেন কর্ণদ্বয়ের মধ্যে
বারবার নিবেশিত করিলেন অর্থাৎ কোন পথে মাতা আসিতেছেন এই
ভাবিয়া সেই পথেই আগমন চিহ্ন চিন্তা করত কর্ণপাতিয়া অপেক্ষা করিতে
লাগিলেন ॥ ২৭ ॥

অধোমুখীকৃত্য বলাহুদুখলং
 নিবিশ্য তস্ত্রোপরি চঞ্চলেক্ষণম্ ।
 কীশায় সর্পির্দদতং প্রসূঃ স্তুতং
 বীক্ষ্য স্মিতং প্রাপ তথা চ বিস্মিতম্ ॥ ২৮ ॥
 গুঢ়ং প্রতপ্তে কৃতমোষমাত্মজং
 ধৰ্ত্তুং প্রসূরেষ নিরীক্ষ্য চাদ্রবৎ ।
 প্রসিদ্ধিরেষা খলু লোকতঃ শতং
 দূশোন্মতং হৰ্ত্তরি ভৰ্ত্তরি দ্বয়ম্ ॥ ২৯ ॥

স খলু দৃপ্তঃ শাখায়ুগন্ত নবনীতানাং তৃপ্তঃ পটবেষ্টিতযষ্টি-
 মেতাং দৃষ্ট্বা দ্রুতমেব শাখামারুঢ়ঃ ॥ ৩০ ॥

অত্র যথা ঐকৃষ্ণ বর্ণনং জাতং তদ্বর্ণয়তি অথ ইত্যাদি পদ্যেন । বিস্মিতং বিস্ময়ঃ ॥ ২৮ ॥

তদা মাতা পুত্রয়োর্ধারণপলায়নপরিপাটীং বর্ণয়তি—গুঢ়মিতি পদ্যেন । শতমিতি নেত্রয়োঃ
 শতং হৰ্ত্তরি মতং, ভৰ্ত্তরি স্বামিনি নেত্রয়োর্দ্বয়ং মতং (ধনস্বামিনা নেত্রদ্বয়েন দৃষ্ট্বা যজ্ঞনং রক্ষ্যতে
 চৌরেণ তু নেত্রণতেন তদপহ্নিয়তে । চৌরস্ত তু কিমপি অগোচরং নাস্তীতি কলিতার্থঃ) ॥ ২৯ ॥

পলায়নানন্তরং ঐকৃষ্ণস্ত কৃত্যং বর্ণয়তি—স খলিত্যাदि পদ্যেন । দৃপ্তঃ বলেন গর্ভিতঃ
 নবনীতানামিতি করণে ষষ্ঠী ॥ ৩০ ॥

তথায় ঐকৃষ্ণ এইরূপে দৃষ্ট হইয়াছিলেন যথা—বলপূর্কক উদুখল অধোমুখ
 করিয়া তাহার উপর বসিয়া চঞ্চলনেত্রে যখন বানরকে ঘৃত দান করিতেছেন,
 তখন জননী পুত্রকে ঐরূপ কাণ্ড করিতে দেখিয়া অল্প মুহূর্ত্ত করিলেন এবং
 বিস্ময়াপন্ন হইয়া পড়িলেন ॥ ২৮ ॥

ব্রজেশ্বরী চৌর্য্যাকারি পুত্রকে ধরিবার নিমিত্ত গোপনে প্রস্থান করিলেন,
 ঐকৃষ্ণ মাতাকে দেখিয়া দৌড়িয়া পলাইলেন । লোকमध्ये এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে
 যে, চোরের শত-চক্ষু এবং ধনস্বামির দুই-চক্ষুমাত্র অর্থাৎ গৃহ স্বামী দুই চক্ষুতে
 দেখিয়া ধন রক্ষা করে, চোর তাহা শত চক্ষুতে দেখিয়া হরণ করে । তাৎপর্য্য
 এই যে—গৃহী বহু বহু সতর্কতাপূর্কক ধন রক্ষা করিলেও চোরের তাহা হৃজের
 ছয় না সহজেই হরণ করিয়া লয় ॥ ২৯ ॥

বলগর্ভিত বানরও নবনীতাদি ভক্ষণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইল, পরিশেষে

অথ দ্রবন্তুং স্তমম্বগাং প্রসূঃ
 প্রসূনরাষ্টি-প্রথ-কেশবন্ধনা ।
 ক যাসি রে চোরবরেতি জল্পিতা-
 নাতিক্ষুট-ক্রন্দনহাসস্বন্দরম্ ॥ ৩১ ॥
 তোকং ধর্তুং সা সমীপেহপি শীঘ্রং
 ধাবন্তী তৎ প্রাপ ধাবন্ন মাতা ।
 প্রাগঙ্কন্তুং বায়ুবেগাং প্রতীচী-
 স্তোকাস্তোদং যদ্বদস্তোদবীথী ॥ ৩২ ॥

ততঃ পলায়মানং পুত্রং ধর্তুং মাতা যথা অনুজগাম তদ্বর্ণয়তি—অথৈত্যাदि पद्याद्येयम् ।
 প্রসূনেতি প্রসূনস্ত পুষ্পস্ত বৃষ্টেঃ প্রথা বিস্তারো যস্মাদেবন্তুং কেশবন্ধনং যন্তাঃ সা । নাতিতি
 ন অতিক্ষুটং ক্রন্দনং যত্র অথ চ হাসেন স্বন্দরং তোকমিতি পরলোকেन সম্বন্ধঃ ॥ ৩১ ॥

বেগেন গতিমন্তুং তোকং প্রাগঙ্কন্তুমিতি বায়ুবেগাং পূর্বদিশং গচ্ছন্তুং অল্পমেঘং পশ্চিম-
 দিগ্গতা মেঘশ্রেণী যন্ত প্রাপ ॥ ৩২ ॥

ব্রজেশ্বরী একখানি গষ্টি, বস্ত্র দ্বারা বেষ্টন করিয়া সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হইলে তাঁহাকে
 দেখিয়া শীঘ্র বৃক্ষশাখায় আরোহণ করিল ॥ ৩০ ॥

অনন্তর পুত্র যখন দ্রুতবেগে চলিতে লাগিলেন, তখন জননী পুত্রের অনুগমন
 করিলেন, অনুগমনকালে তাঁহার কবরী হইতে পুষ্পদাম ক্ষরিত হইতে লাগিল এবং
 বলিতে লাগিলেন, অরে চোররাজ ! তুই কোথায় যাইতেছিস্ । এই
 কথা শুনিয়া অত্যন্ত অপরিক্ষুট ক্রন্দন এবং হাশ্ব দ্বারা বালকের
 সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পাইয়াছিল । ঐ বালককে ধরিবেন বলিয়া সেই জননী শীঘ্র নিকটে
 ধাবমান হইলেন, অথচ জননী সেই ধাবমান পুত্রকে প্রাপ্ত হইলেন না । তাহার
 হৃষ্টান্ত এই, পশ্চিমদিগ্‌বর্ত্তিনী মেঘমালা যেরূপ বায়ুবেগে পূর্বদিকে গমনোত্তত অল্প
 মেঘকেও লাভ করিতে পারে না, ইনিও সেইরূপ পুত্রকে ধরিতে পারিলেন
 না ॥ ৩১ ॥ ৩২ ॥

অথ পুরদ্বারং ন মাতুর্গমনদ্বারমিতি মত্বা পলায়নগ্রহিল-
স্তদিশমেব জগ্রাহ । জননী তু তদানীং তত্রাজনতাং জানতী
তমেবানুযাতবতী ॥ ৩৩ ॥

ততশ্চ—

যদাদ্রবৎ পৃষ্ঠমনীক্ষমাণস্তদা ন লেভে পৃথুকো জনন্তা ।
যদা ভয়াদ্বীক্ষিতবান্ স পশ্চাত্তদা তয়ামৌ জগৃহে করেণ ॥ ৩৪ ॥
স চ তথাপি—

অক্ষিণী দ্রবগমায় সাক্ষিণী, রোদনং ক্রুদ্ধদয়প্রণোদনম্ ।
চালনং বপুষি ধাক্ট্যপালনং, সৃষ্টবান্ বপুষি(১) ন সৃষ্টবান্ ॥ ৩৫

তদা মাতাপুত্রমোর্বদাচরিতং তদ্বর্ণয়তি—অথ পুরদ্বারমিত্যাदि গদোন । দ্বিতীয়ং দ্বারমবকাশং ।
গ্রহিল আগ্রহবিশিষ্টঃ । তত্রাজনতাং পুরদ্বারে জনরাহিত্যং ॥ ৩৩ ॥

ততঃ শ্রীকৃষ্ণে মাত্রা যথা পুতপ্তং প্রকারং বর্ণয়তি—যদেতি পদ্যোন । অগমং ॥ ৩৪ ॥

বেগেন গতিং নিবায়রিতুং অক্ষিণী সাক্ষিণী সৃষ্টবান্, তথা মাতুঃ ক্রোধস্ত প্রণোদনং যস্মাদেবং
রোদনং সৃষ্টবান্ তথা বপুষি চালনং কাম্পং সৃষ্টবান্ । সাক্ষিণী প্রত্যক্ষদর্শিনী । বপুষি প্রশস্তে
বপুষি শরীরে ধূলিং ন মার্জয়ামাস ॥ ৩৫ ॥

অনন্তর, পুরদ্বার কখন জননীর গমনদ্বার নহে, ইহা ভাবিয়া বালক পলায়ন
করিতে ইচ্ছা করত সেই দিকেই গমন করিলেন, আর জননী তৎকালে তথায়
জনতা বিত্তমান নাই জানিয়া তাঁহারই অনুগমন করিলেন কারণ জনতা মধ্যে
কুলবধু যশোদার গমন উপযুক্ত নহে ॥ ৩৩ ॥

তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণ পশ্চাত্ত্রাণে দৃষ্টিপাত না করিয়া যখন পলায়ন করিলেন, তখন
জননী তাঁহাকে ধরিতে পারিলেন না, কিন্তু তিনি যখন ভয়ে পশ্চাৎদিকে দৃষ্টিপাত
করিলেন, তখনই যশোদা করদ্বারা পুত্রকে গ্রহণ করিতে পারিলেন ॥ ৩৪ ॥

তথাপি, তিনি দ্রুতগমনের জন্ত দুইটী চক্ষুকে সাক্ষি স্বরূপ করিলেন, মাতার
কোপ প্রকাশকে নিবারণ করিবার জন্ত রোদন করিতে লাগিলেন এবং শরীরে

নির্মমে প্রসভমম্বয়া মুখং, সম্মুখং নিজশিশোর্যদা যদা ।

সর্পির্পিতিবিলেপনং তদা, রূক্ষণায় তদযুক্তদেষ চ ॥ ৩৬ ॥

ততশ্চ—

বষ্টি চেদত ভবান্ গৃহমুষ্টিং, যষ্টিমাকলয় মৎকরমৃষ্টাম্ ।

ইথমুচ্চকিতিতে কমলাক্ষে, তাং জহৌ নিজজহৌ ব্রজরাজী ॥ ৩৭ ॥

মা মেতি বদতা তেন চোরচোরেতি গীঃকলিম্ ।

রহসা সহসা রাজ্ঞী সহসা সহসাতনোৎ ॥ ৩৮ ॥

তদা ভয়জনিতাং শ্রীকৃষ্ণাবস্থাং বর্ণয়তি—নির্মমে ইতি পদ্যেন । অথবা কত্র্যা রূক্ষণায় অচিকণায় অযুক্তং সংবৃত্তবান্ (শুষ্কং সংবরণে ধাতুঃ) ॥ ৩৬ ॥

ততো মাতা যাং বিভীষিকামদর্শয়ৎ তাং বর্ণয়তি—বষ্টিতি পদ্যেন । বষ্টি কাময়তে । গৃহমুষ্টিং গৃহে চৌব্যং । উচ্চকিতিতে উচ্চকিতিতাবিশিষ্টে, নিজজহৌ নিজপুত্রে ॥ ৩৭ ॥

তদা শ্রীকৃষ্ণস্ত কাতরবাক্যং মাতৃভীষণবাক্যঞ্চ বর্ণয়তি—মামেতি পদ্যেন । মাং মা ন তাড়য়েতি পরস্ব-সহেত্যেনে ন সম্বন্ধঃ । গীঃকলিং বাকলহং রহসা নির্জনে নোপলক্ষিতা সহসা হাতেন সহ বর্তমান, সহসা হঠাৎ অনন্যোৎ বিস্তৃতবতী ॥ ৩৮ ॥

ধৃষ্টতা সূচক কম্প সৃজন করিলেন অর্থাৎ ধৃষ্টতাপূর্বক মিছানিছি করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন । কিন্তু অবিনয় মার্জ্জনা করিয়া ছুটতা পরিহার করিলেন না ॥ ৩৫ ॥

জননী যখন যখনই নিজ-শিশুর মুখ, সবেগে সম্মুখবর্তি করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তখন তখনই অচিকণভাবের জন্ত বিলেপনকারী স্নাত গোপন করিলেন অর্থাৎ অঙ্গ, ধূলি মাথাই থাকিল স্নাত দ্বারা চিকণ করিতে দিলেন না ॥ ৩৬ ॥

অনন্তর মাতা ভয় দেখাইয়া কহিলেন, হা কষ্ট ! অরে কৃষ্ণ ! তুমি যদি গৃহে চুরি করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে আমার হস্তধৃত এই যষ্টির প্রতি দৃষ্টিপাত কর । এই কথা শুনিয়া নিজের কমললোচন পুন্ড্রী ভয় ব্যাকুল হইলে, ব্রজেশ্বরী সেই যষ্টিকে পরিত্যাগ করিলেন ॥ ৩৭ ॥

তৎকালে শ্রীকৃষ্ণের কাতর, বাক্য, এবং মাতার ভীষণ-বাক্য যথা—শ্রীকৃষ্ণ রলিলেন, মা ! তুমি আমাকে প্রহার করিও না । জননী বলিলেন, তুমি চোর চোর ! এই বলিয়া গুপ্তভাবে হস্ত করিতে করিতে বলপূর্বক হঠাৎ এইরূপ বাক্যকলহ-বিস্তার করিতে লাগিলেন ॥ ৩৮ ॥

অহো রাজাসি চোরাণাং চোরাস্তৃপিতৃগোত্রজাঃ ।

ইত্যাদ্যচকলম্মাতা শিশুনা গব্যচোরিণা ॥ ৩৯ ॥

কিঞ্চ—

দধিমণ্ডঃ কথং খণ্ডো দণ্ডোহয়ং পরমেশিতুঃ ।

স্বতং কীশায় কঃ প্রাদাদসৌ যেন বিনির্মিতঃ ॥ ইতি ॥ ৪০ ॥

শঙ্কে স্বাদুষ্কারমিখং সদা ভুং

যজ্ঞান্দীয়ং লেক্ষি হৈয়ঙ্গবীনম্ ।

এবং চোরষ্কারমম্মা শিশুং তং

প্রত্যাক্রোশন্ত্যর্দ্রচিত্তা বভূব ॥ ৪১ ॥

ততস্তয়োর্বাক্যবাক্যং বর্ণয়তি—অহো রাজাসীতি পদ্যম্বয়েন । শিশুনেতি গোপসহাধে ভূতীয়া ॥ ৩৯ ॥

অসৌ কীশো বানরঃ (যেন বিনির্মিতঃ সৃষ্টঃ জগদীশ্বরেণ ইত্যর্থঃ) ॥ ৪০ ॥

ততো জনস্তোদিতং ভৎসনবাক্যং বর্ণয়তি—শঙ্কে ইত্যাদি পদ্যেন । স্বাদুষ্কারং অম্বাদুঃ স্বাদুঃ কৃহা, ইখং চৌধ্যপ্রকারেণ, লেক্ষি অম্বাদয়সি, চোরষ্কারং চৌরঃ কৃহা ॥ ৪১ ॥

মাতা কহিলেন, “অহো! তুমি চোরসকলের রাজা।” মাতার এই কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, তোমার পিতৃবংশজাত অর্থাৎ আমার মাতামহ বংশের সকলেই চোর। গব্যচোর শিশুর সহিত জননী এইরূপে কথোপকথন করিয়াছিলেন ॥ ৩৯ ॥

অপিচ, মাতা বলিলেন, কি প্রকারে দধিভাণ্ড ভগ্ন হইল? পুত্র কহিলেন, পরমেশ্বরের এই দণ্ড। মাতা। কোন্ ব্যক্তি বানরকে স্বত প্রদান করিয়াছে? পুত্র। যে ব্যক্তি এই বানর সৃজন করিয়াছে ॥ ৪০ ॥

পুনর্বার জননী কহিলেন, আমার বোধ হয়, যজ্ঞের অঙ্গ স্বরূপ সন্তোজাত স্বত তুমিই সর্বদা আশ্বাদ লইয়া ভোজন করিয়া থাক। এই বলিয়া জননী সেই শিশুর প্রতি চোরের জ্ঞায় আক্রোশ করিয়া অবশেষে আর্দ্রচিত্ত হইলেন ॥ ৪১ ॥

ততঃ সমংরস্তং বিহস্ত্য সরহস্ত্যমুচ্যতাং দন্তশ্চ মুচ্যতাম্ । ইতি
মাত্রা পৃষ্ঠঃ স্মৃষ্টরোদননেত্রঃ পুত্র উবাচ ॥ ৪২ ॥

ত্ৰযুক্তটং প্রদ্রবস্ত্যামজ্জ্যেয়াঃ কটকঘট্টনাৎ ।

অক্ষুটদধিমণ্ডস্য ঘটঃ কা মম দুষ্টতা ॥ ৪৩ ॥

কীশোহয়মীশনির্দিষ্টঃ প্রবিষ্টঃ সন্ম মুচ্যে ।

কৃষ্টঃ সপিঃ পরায়ুচৌ ময়া কা মম দুষ্টতা ॥ ৪৪ ॥

তথাপি ত্রামাত্রযাষ্ট্রং দৃষ্ট্য দুদ্রব চোরবৎ ।

ত্বং পুনর্মাং বৃথা ভীতমপি দুদ্রোথ নির্দয়ম্ ॥ ৪৫ ॥

তদনন্তরবৃত্তং বর্ণয়তি—তত ইত্যাদি গদ্যেন । সমংরস্তং সক্রোধং যথা স্তাৎ বরহস্তঃ
শ্বেন গোপনবিষয়ঃ ॥ ৪২ ॥

ততঃ শ্রীকৃষ্ণবাক্যং বর্ণয়তি ত্ৰযুক্তটমিতি পদ্যত্রয়েণ (তব দোষেণৈব ঘটভঙ্গো নতু মমাস্তি-
কোহপি দোষলেশ ইতি কৃষ্ণাভিপ্রায়ঃ) ॥ ৪৩ ॥

মুষ্টিরে চৌধ্যায় কৃষ্ট আকৃষ্টবান্ ॥ ৪৪ ॥

দুদ্রব (পলায়িতঃ) । অত্র উত্তমপুরুষে অপহবে লিটু প্রয়োগঃ । পরোক্ষাকীর্তিতে অস্ব-
প্রয়োগস্ত প্রাচীনমতাবরুদ্ধত্বাৎ । ইদন্ত মানবলীলাপরঃ মন্তব্যঃ । অন্তথা ঐশ্বৰ্য্যে তু তন্ত
সর্বকালব্যাপিত্বাৎ সিদ্ধমেব ।) অহং দুদ্রোথ হননেচ্ছাং চকর্থ ॥ ৪৫ ॥

তদনন্তর জননী সক্রোধে হাস্য করিয়া, “তোমার রহস্ত ব্যক্ত কর এবং দন্ত
পরিভাষা কর,” এই কথা বলিলে পুত্র নয়নে রোদনারস্ত করিয়া কহিলেন ॥ ৪২ ॥

যে কালে তুমি অতিদ্রুতবেগে গমন করিয়াছিলে, সেই সময়ে তোমার পদদ্বয়ের
কটকভরণের সংঘর্ষে দধিমণ্ডের ঘট ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, ইহাতে আমার
কি দুষ্টতা ? ॥ ৪৩ ॥

এই বানর ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত হইয়া চুরি কারবার জন্ত গৃহে প্রবেশ করে
এবং যখন সে দ্রুত আকর্ষণ করে, তখন আমি তাহাকে ধরিয়া থাকি, ইহাতে আমার
কি দুষ্টতা ? ॥ ৪৪ ॥

তথাপি আমি তোমাকে যষ্টি ধারণ করিতে দেখিয়া চোরের মত পলায়ন
করিয়াছিলাম এবং তুমি আমাকে ভীত দেখিয়াও নির্দয়ভাবে বৃথা মারিবার চেষ্টা
করিয়াছিলে ॥ ৪৫ ॥

অর্থ সান্নাতাপমিব মাতা প্রাহ;—

রে বাচোয়ুক্তিমত্তম চোরোত্তম ! স্বঃ নরোত্তমজাতোহপি
বানরপ্রিয়ো বানর-প্রকৃতিরেবাসি ।

সুতস্ত সত্যং সত্যপ্রদানমপ্যবাচ । ততো বনমেষ প্রবিশ্য
স্থাস্থামি ॥ ৪৬ ॥

অথ মাতা সত্যং চিন্তিতবতী ;—কো জানীয়াৎ কুর্যাদপীদং
মানী, তর্হি তন্নিবন্ধনং বন্ধনমেব সন্ধেয়ং । যদেকয়া ময়ালয়-
বালয়োরবধানং দুর্ধানং ভবিতা । স্পর্শস্তিদ্দমুক্তবতী ॥ ৪৭ ॥

ততঃ পুনর্মাতা পুত্রয়োর্বাক্যোবাচ্যঃ বর্ণয়তি—রে ইত্যাদি স্থাস্থামীত্যন্তেন গদ্যেন ॥ ৪৬ ॥

ততো মাতা তদ্বৎ যদুপায়ং চকার তদ্বর্ণয়তি—মাতৃত্যাদি গদ্যেন । তন্নিবন্ধনং বনপ্রবেশ-
নিবারণকারণং যন্ত তৎ দুর্ধানং হুঃখেন ধারণীয়ং ॥ ৪৭ ॥

অনন্তর জননী যেন অনুতপ্ত হৃদয়েই কহিলেন, আরে বাক্যচাতুর্য্যকারিগণের
রাজা, আরে চোরশ্রেষ্ঠ ! তুমি ব্রহ্মেশ্বরের পুত্র হইয়াও বানরের প্রিয় হইয়া বানরের
স্বভাব হইয়াছ ।

তদনন্তর নিজে ভীত হইয়া এবং জননীকেও ভয়ীপূর্বক কিঞ্চিৎ ভয় দেখাইয়া
পুত্র কহিলেন—যদি বানরই হইলাম, তবে আমি বনে প্রবেশ করিয়া তথায়
অবস্থান করিব ॥ ৪৬ ॥

অনন্তর মাতা এই কথা শুনিয়া সত্যে চিন্তা করিতে লাগিলেন, কে জানে
এই অভিমানী বালক, এইরূপ করিলেও করিতে পারে, তবে বনপ্রবেশ নিবারণ
নিমিত্ত ইহাকে বন্ধন করিয়া রাখাই আমার কর্তব্য ; যে হেতু আমি একাকিনী,
কিরূপে গৃহ এবং বালকের তত্ত্বাবধারণ করিব । আমার পক্ষে তাহা অত্যন্ত
কষ্টকর হইয়া উঠিবে । পরে তিনি স্পষ্ট করিয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ৪৭ ॥

রে চোর ! চঞ্চলবিলোলবিলোচনশ্রী-

নিষ্কিপ্তমোহ ! মনুষ্যে ন নিবারণং নঃ ।

বন্ধা ভবন্তুমহমাশু চলামি গেহং

শক্তির্য়াদ প্রথয়তাং কুরু চৌর্য্যমগ্ৰং ॥ ৪৮ ॥

বন্ধোদ্রমে তু রুষিততারুণিতঃ পুত্রঃ ফুৎকুর্বান্নিব সাত্মমুচ্চৈ-
রুবাচ ; অশ্ব ! রোহিণি সহ সহজেন ক্ৰ গতাসি ত্বয়া রহিতং
মামিযং বন্ধাতি, তদ্রুতমিহ সমেহি ॥ ৪৯ ॥

তদেতদ্রুগতয়া তয়া নাবধার্য্যতে স্ম । কিন্তু পরাঃ
পারম্পর্য্যেণাবধার্য্য কৃতোপালম্ভচর্যাঃ কাশ্চিচ্চিকটনিকায়া

তদেবমধুনাস্ত চঞ্চলস্ত বন্ধনমেব শ্রেয় ইতি মনসি কৃত্য মাতা স্পষ্টং যদকণ্ঠস্তদ্বর্ণয়তি—রে
চৌরেতি পদ্যেন । বিলোলেতি চঞ্চলনয়নশোভয়া নিষ্কিপ্তো মোহো যেন হে তাদৃশ । নোহস্মাকং
(নিবারণং ন মনুষ্যে মানয়সি) । আশ্ব ইতি তং শক্তিরিতি যদি শক্তিরস্তি তদা তাং প্রথয়তাং
বিস্তারং কুরু ॥ ৪৮ ॥

এবমুক্তা বন্ধনং কর্ত্বমুদ্যতয়াঃ মাতরি শ্রীকৃষ্ণো যদকণ্ঠে যদবোচচ্চ তদ্বর্ণয়তি বন্ধোদ্রাম
ইতি পদ্যেন । রুষিতঃ ক্রুদ্ধতাম্রক্ষিতঃ সন্ সহজেন রাগেন সহ ॥ ৪৯ ॥

ততো বহুতমভূতদ্বর্ণয়তি—তদেত্যাদি পদ্যেন । তয়া রোহিণ্যা কৃতোপালম্ভচর্যাঃ পূর্ব্বাশ্রিত

অরে চোর ! অরে চঞ্চল ! তুমি চঞ্চল চক্ষুঃশোভা দ্বারা সকলের প্রতি মোহ
নিষ্কেপ করিতেছ, আমার নিবারণ মানিতেছ না । আমি তোমাকে বন্ধন
করিয়া শীঘ্র গৃহে গমন করিতেছি, যদি তোমার শক্তি থাকে প্রকাশ কর এবং
অস্ত্র বস্ত্র চুরি কর ॥ ৪৮ ॥

এই বলিয়া মাতা বন্ধন করিতে উপক্রম করিলে, পুত্র রোষভরে পরিপূর্ণ
হইয়া যেন ফুৎকার করিতে করিতে সজলনয়নে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন । মা
রোহিণি ! আমার ভ্রাতার সহিত কোথায় গমন করিয়াছ, তুমি আমার নিষ্কট
নাই বলিয়া মাতা আমাকে বন্ধন করিতেছেন, অতএব তুমি শীঘ্র এখানে আসিয়া
উপস্থিত হও ॥ ৪৯ ॥

দূরে অবস্থান করাতে রোহিণী এই বাক্য অবধারণ করিতে পারেন নাই ।
কিন্তু গৃহসমীপবর্ত্তিনী কতিপয় অপর রমণী দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের বাক্য অবধারণ

নার্যঃ পরিবার্য মিলিতাঃ । স্ববাচমিহ স্মারয়িতুমৈকাগারিকঃ
সৌহৃৎ ভবদগারেহপি কাংকারিমকারীদিতি সূচয়ন্ত্য ইব সহ
জহস্শচ ॥ ৫০ ॥

ততস্তদনবদধতী কুস্তলসস্তানবন্ধাদ্বিঘটিতাং পট্টডোরীমেকা-
মুপসদ্য সদ্যঃ সম্মহারাস্তরুপসদ্যমানমুদুখলমনু দক্ষগলবন্ধবদ-
লগ্নমেবাবলগ্নে সন্নিবন্ধং বন্ধুমুদ্যতবতী স্তনন্ধয়ং শিক্ষাজননী
জননী । সা তু দ্ব্যঙ্গুলাঙ্গন্যাজনি ॥ ৫১ ॥

কৃতো বাক্‌পার্ব্যো যাভিস্তাঃ নিকটনিকাযা নিকটে গৃহাযাসাং তাঃ একাগারিকঃ (ক) চোরঃ
কাংকারিং কিঞ্চিৎকর্য সহ একদা ॥ ৫০ ॥

ততো ব্রজেশ্বরী যথা বন্ধ তদ্বর্ণয়িতুং প্রকৃত্যে—তত ইত্যাদি জননীত্যন্তেন গদ্যেন । তদেতি
তাসাং বাক্যমশ্রুত্বৈব কুস্তলসস্তানবন্ধাৎ বুঢ়ীতি প্রসিদ্ধাৎ উপসদ্য গৃহীত্বা সম্মতি গৃহদ্বারবাহু
উপস্থায়মানঃ দক্ষগলবন্ধবৎ যন্তে দক্ষপ্রজাপতিগলবন্ধনবৎ অলগ্নঃ বস্ত্রপরিধানযুক্তঃ অবলগ্নে
মধ্যদেশে শিক্ষাজননী শিক্ষামুৎপাদয়িতুং শীলমস্তাঃ সা । পট্টডোরী দ্ব্যঙ্গুলাঙ্গন্যাজনি অঙ্গমবয়বঃ
(তথা চ দ্ব্যঙ্গুলাঙ্গঃ দ্ব্যঙ্গুলাবয়বঃ ন্যূনঃ যন্তাঃ সা) ॥ ৫১ ॥

করিয়া একত্র মিলিত হইল, ইহারাই পূর্বে শ্রীকৃষ্ণকে তৎসনা করিয়াছিল ।
এই স্থানে স্বীয়বাক্য স্মরণ করাইবার জন্য “এই সেই চোর আপনার গৃহেও কোন
কার্য্য করিয়াছে নাকি ?” যেন এইরূপ স্মৃচনা করিতে করিতে এক সঙ্গে হাস্ত
করিয়াছিল ॥ ৫০ ॥

তখন যশোদা তাহাদের বাক্য অবধান না করিয়া আপনার সংযত কুস্তল
(অর্থাৎ খোঁপা অথবা বাঁটী) হইতে পরিলষ্ট এক পট্টডোরী গ্রহণ করিয়া তৎ-
ক্ষণাৎ গৃহদ্বারের বহির্ভাগে স্থাপিত উদুখলকে লক্ষ্য করিল এবং দক্ষযন্তে দক্ষ-
প্রজাপতির গলদেশে রুদ্রাঙ্গুচরেরা যেরূপ বন্ধন করিয়াছিল, সেইরূপ সেই
পট্টডোরী দ্বারা আগ্রহ সহকারে বস্ত্র সহিত মধ্যদেশে বালককে বন্ধন করিতে

(ক) চোরবাচিন একাগারিক-শব্দস্ত প্রয়োগস্ত কেবলমন্ত্রাভির্দীক্ষিতদশকুমার চারিতে দৃষ্টো
নহন্তত্র কুত্রাপীত্যহো শাস্তিকতা তত্রভবতো গ্রন্থকর্তৃঃ । এবস্ত প্রায়েণ সর্বত্র জাতবাং
একস্মিন্মুখেংগারে চরতি ইকঃ । একমসহায়ং অগারং প্রয়োজনমস্য ইত্যন্তে । ইত্যমরটীকা ।

ততশ্চ তস্মা ধম্মিল্লাহুদ্বাশ্রান্নশ্রা বিন্যস্তহেহপি তদবস্থ-
তয়াং দৃশ্যমানায়াং সাশ্চর্য্যমিব নার্য্যাপিতৈশ্চননৈত্রৈক্বহি-
রপি পারং ন বত্রাজ ব্রজেশ্বরী ॥ ৫২ ॥

ততশ্চ—

তদগ্রে দ্ব্যঙ্গুলাভাসে সর্কে লক্কাবকাশকাঃ ।

দৃশ্যন্তে স্ম বটাস্তত্র বিদূরাদ্রৌ ঘনা ইব ॥ ৫৩ ॥

তদেতৎ পশ্যন্তীতিঃ পরিহসন্তীভিরুক্তম্ । ব্রজদেবী নিবে-

তদেবমপি বন্ধনায় যদ্ব্যঙ্গুপায়ং কৃতবতী তং বর্ণয়তি—ততশ্চেত্যাদি গদ্যেন । অন্তস্তাঃ
পট্টাডোখাঃ তদবস্থতয়াং দ্ব্যঙ্গুলহীনতয়াং মন্থননৈত্রৈঃ তদ্রজ্জুভিঃ পারং বন্ধনসমাপ্তিঃ ॥ ৫২ ॥

তদেতদ্ব্যঙ্গুং মহাশ্চর্য্যজনকমভূদিতি বর্ণয়তি—তদঙ্গ ইতি পদ্যেন । দ্ব্যঙ্গুলাভাসে রজ্জ্বা
অনাবৃত্তেন দ্ব্যঙ্গুলস্ত প্রকাশো যত্র তস্মিন বটো রজ্জ্বঃ ঘনা ইবেতি দূরস্থপর্কতে মেঘা ইব তে
বধা অলগ্না দৃশ্যন্তে ॥ ৫৩ ॥

তদেবং দৃষ্ট্বা ব্রজমহিলাভির্ষদ্রুতং তন্নির্দিশতি—তদেতদিত্যাদি গদ্যেন । ককলকমাদি-

এবং শিক্ষাদান করিতে জননী উত্ততা হইলেন, কিন্তু সেই বন্ধনপট্টাডোরের অবয়ব
হই অঙ্গুল নূন হইয়া গেল ॥ ৫১ ॥

তাহার পর সেই কবরী হইতে তুলিয়া অত্র পট্টাডোর বিন্যস্ত করিলে, তাহারও
সেইরূপ অবস্থা ঘটিল অর্থাৎ তাহাও হই অঙ্গুলিপরিমিত হইতেও নূন হইল,
ব্রজেশ্বরী যেন আশ্চর্য্যভাবে অত্র নারীকর্তৃক সমর্পিত বহুতর মন্থনরজ্জু দ্বারাও
বন্ধনের সমাপ্তি করিতে পারিলেন না ॥ ৫২ ॥

তাহার পর যেরূপ দূরবর্ত্তি পর্কতে মেঘ সকল লগ্ন হইয়াও অলগ্নভাবে দৃষ্ট
হইয়া থাকে, সেইরূপ হই অঙ্গুলির আভাসযুক্ত অর্থাৎ তাহার সেই ক্ষুদ্র অঙ্গে
রজ্জু সকল অবকাশ প্রাপ্ত দৃষ্ট হইল অর্থাৎ সংযোজিত হইয়াও অসংযোজিত
হইল ॥ ৫৩ ॥

ইহা দেখিয়া পরিহাস করিতে করিতে ব্রজমহিলাগণ বলিয়াছিলেন যথা—অগ্নি
ব্রজেশ্বরী ! আমরা পূর্কেই ত নিবেদন করিয়াছি যে, আপনার এই পুত্র সমুদ্র-

দিতমেবাস্মাভিঃ । স এষ সমুন্নতয়া মোহনতয়া কফল্লকমাপ-
বেল্লয়ন্ লোপ্তুমাত্রস্থকলতানন্দী পরাস্কন্দী সন্দীপ্যত ইতি ।

সা প্রাহ । কিং জানাত্যবদ্যজাতঃ কিন্তু ভবতীনামেব
কাপীয়মাংবিদ্যাবিদ্যা । যদন্তরেহস্থ পক্ষপাতিন্যঃ সমীক্ষ্যধে
বহিরেবান্যথা ব্যবহারতয়া বিহরন্ত্যঃ স্থ ।

সর্বাঃ সহাসমুচ্চঃ ;—তত্রভবতি ! ভবচ্চরণেভ্যঃ শপথমাচ-
রামঃ নাস্মাকং বিস্মাপিকেয়ং বিদ্যা বিদ্যত ইতি ॥ ৫৪ ॥

সা চ চেতসি বিচারমাচচার । তর্হি গর্গবচনবর্গবৎ সক্ষুৎ
কাপি ভাগবতী শক্তিরেবামুমবরুণন্ধি, নচায়াং কিঞ্চিদপি
জানাতি ॥ ৫৫ ॥

চৌরঃ বেল্লয়ন্ কম্পয়ন্ লোপ্তেতি স্তেয়ধনমাশ্রু ভোজনেন স্থখী পরাস্কন্দী পরদ্রব্যাপহারকঃ সন্
প্রকাশতে । অবদ্যজাতঃ কুৎসিতজন্মা কিং জানাতি অবিদ্যাবিদ্যা মায়াবিদ্যা । তত্রভবতি
হে পূজ্যে ॥ ৫৪ ॥

ততো ব্রজেশ্বর্য্য চেতসি যন্নির্দ্ধারিতং তদ্বর্ণয়িতুং প্রকমতে—সা চেত্যাদিগদ্যেন । অয়ং মুঞ্চপুত্রঃ
(ন কিঞ্চিদপি ঐশ্বর্য্যং জানাতি ভগবতঃ শক্তিবশোহয়ং বালকঃ ইত্থমারয়তি) ॥ ৫৫ ॥

মোহিনী শক্তিদ্বারা কফল্লক নামক আদিচোরকেও কম্পিত করিয়া এবং চৌর্য্য-
দ্রব্যমাত্র ভোজনে স্থখী অথবা দাতা ও ভোক্তা জনগণের আনন্দপ্রদ হইয়াছে ।
ইহা দ্বারা শেষে কিন্তু পরদ্রব্যের অপহরণ কর্তা হইয়াই প্রকাশ পাইতেছে ।

মাতা কহিলেন, এই বালক কৃষ্ণে জন্মিয়াছে, অগচ অজ্ঞ, ভাল মন্দ কিছুই
জানে না, কিন্তু আমার বোধ হয়, তোমাদিগেরই ইহা কোন মায়া ঘটিত বিদ্যা
(কুটবুদ্ধি) হইবে, যে হেতু অন্তরে ইহার পক্ষপাতিনী হইয়া পর্যালোচনা এবং
বাহিরে অজ্ঞ প্রকার ব্যবহার করিতেছে । ব্রজমহিলা সকলে (সহাস্তে) বলিলেন
হে পূজ্যে! আমরা আপনার চরণে শপথ করিয়া বলিতেছি, আমাদের বিস্ময়-
কারিণী এমন কোন বিদ্যা নাই ॥ ৫৪ ॥

ব্রজেশ্বরী মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন, তাহা হইলে গর্গমুনির বাক্য
সমূহের মত কোন ভাগবতী শক্তি নিশ্চয়ই এই শিশুকে নিরোধ করিতেছে,
বাস্তবিক এই দুঃখবালক কিছুই জানে না ॥ ৫৫ ॥

(ক) তদেবং বিভাব্য সমুচ্ছলদ্বংসলভাবভাবিতা ভূয়ঃ
শিক্ষণায়ামাগৃহীতী গৃহাদন্যাত্যপি মন্থনদামানি মুহুম্বৃহরানায়
সনির্ব্বন্ধং বন্ধমাদদত্যাপি গতাস্তরং ন প্রাপ ॥ ৫৬ ॥

ততশ্চ—

বধতী নতু স্তুতং ব্রজেশ্বরী পারমাপ তদপারকশ্মণঃ ।

ঘর্ম্মবারিবরিমাণমাত্রজদ্বারবারমলকার্বতীরপি ॥ ৫৭ ॥

ততো যাবদেব যাদবদেবকুলজস্য তস্য হঠবভায়াং প্রযত্নাধি-
রাসীৎ । তাবত্তদাগ্রহোহপি গ্রহনিগৃহীত ইবাভূৎ । মাতৃবৈক-
ল্যেন কল্যমানমনস্তেতু প্রথমডোরিকাদ্বয়-সম্বন্ধ-গাত্রতয়া বন্ধ

কিমহো ? ব্রজেশ্বরী মাধুয্যভাবো যেন তাদৃশে কশ্মপি দৃষ্টেহপি তত্রৈশ্বৰ্য্যগন্ধোহপি ন বলতে
ইতি বর্ণয়তি—তদেবমিত্যাदि গদ্যেন । গতাস্তর' উপায়ধারণং ॥ ৫৬ ॥

তদেব তস্মা মাধুয্যসঙ্গতং কৃত্যং বর্ণয়তি—বধতীতি গদ্যেন । ঘর্মেতি ঘর্ম্মসমূহানামুৎকর্ষং
অলকার্বতীরপি অলকৈরাবরণাত্যত্রজং ॥ ৫৭ ॥

অধুন! লাল্যভাবেন শ্রীকৃষ্ণেন বন্ধনং স্বীকৃতং তৎপ্রকারং বর্ণয়তি—তত ইত্যাদিনা অদৃ-
শ্যস্তেত্যন্তেন গদ্যেন । প্রযত্নাধিরাধিরিচ্ছানং তদাগ্রহঃ মাতৃবৈক্লোহপি বিকলোহভূৎ কল্যমান-

এইরূপ ভাবনা করিয়া যশোদার বাৎসল্যরস উচ্ছলিত হইয়া উঠিল, তখন
তিনি পুনর্বার শিক্ষা দিবার জন্ত অত্যাশ্রয় মন্থনরজ্জু সকল বার বার আনাইয়া
আগ্রহের সহিত বন্ধন করিলেও গতাস্তর অর্থাৎ কোন উপায়ের অবধারণ করিতে
পারিলেন না ॥ ৫৬ ॥

তদনন্তর ব্রজেশ্বরী পুত্রকে বন্ধন করিতে উদ্যুক্ত হইয়া সেই অশেষ কষ্টের
শেষ প্রাপ্ত হইলেন না । অধিকন্তু বন্ধন করিতে গিয়া অঙ্গে প্রচুর পরিমাণে
ঘর্ম্মজল নির্গত হইয়াছিল এবং বারম্বার চূর্ণকুন্তলরাশি দ্বারা আবৃত হইয়া অর্থাৎ
সমধিক ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন ॥ ৫৭ ॥

তাহার পর যে পর্য্যন্ত যদুবংশজাত শ্রীকৃষ্ণের হঠতায় অর্থাৎ শঠতাতে অধিক
প্রযত্ন ছিল, সেই পর্য্যন্ত মাতার যত্নও যেন গ্রহবিষ্টের মত বিফল হইয়াছিল ।

(ক) “তদেবং...আগৃহীতী ইত্যত্র) “অশেষমন্তাশ্রম্যন্ত পর্য্যন্তং পর্য্যালোচয়িতুং ভাভিরেব”
ইতি গৌরানন্দ-বৃন্দাবনপুস্তকপাঠঃ ।

এব সোহরমবুধ্যত । অন্যানি তু সর্বানি দামানি তস্মিন্মূর্ব্বরিত্তান্তেবাদৃশস্ত ॥ ৫৮ ॥

(ক) যোগমায়া-নামিনী তৎকৰ্ম্মকারিণী হি তন্মনো-
হনুসারিণী যয়া তন্নিষ্পাদ্য মাতরং প্রত্যপি ভ্রম এবায়মিতি
প্রত্যয়ঃ প্রত্যহমাসাদ্যত । অথ লক্ষসঙ্কং তং বন্ধং দীর্ঘতময়া-
নয়া রজ্জ্বাবধ্য চ তয়া তদুদুখলমধ্যং ববন্ধ ॥ ৫৯ ॥

বন্ধা চ মাতা শিক্ষাং ঘটয়ন্তী নিজকঠিনতামেব তস্মিন্
ইঠিনি প্রকটয়ন্তী তাতিবিহসন্তীভিঃ সহ সনশ্রমেহকৰ্ম্মণে
গচ্ছন্তী তৎপরিপালনায় বালকান্ পরিতঃ স্থাপিতবতী ॥ ৬০ ॥

মনস্বৈ বধ্যমানচিত্তে, প্রথমোতি প্রথমডোরিকাদয়স্ত সঙ্কো যত্র এবন্তৃতং গাতং যন্ত তন্তয়া ।
উর্ধ্বরিত্তম্ অকার্য্যকরাণি ॥ ৫৮ ॥

তল্লীলাসাধনে যোগমায়ায়াঃ সাহায্যং বর্ণয়তি—যোগমায়েত্যাদি গদ্যেন । লক্ষসঙ্কং লক্ষ-
স্থিতিং ॥ ৫৯ ॥

ততঃ শ্রীবশোদায়া বাৎসল্য-জটিলকৃত্যং বর্ণয়তি— বন্ধা চেত্যাদি গদ্যেন ॥ ৬০ ॥

তদনন্তর জননীৰ বাকল্যেণ শ্রীকৃষ্ণেৰ মন যথন বশীভূত হইল, তখন তাঁহার জ্ঞানে
প্রথম ছটী ডোর সঙ্ক মাতেই সকলেই বুঝিতে পারিলেন, এইবার শ্রীকৃষ্ণ বন্ধ
হইয়াছেন এবং অত্যাশ্চর্য্য সমুদায় বন্ধনরাজ্য তাঁহার দেহে অকার্য্যকর রূপে দগ্ধ
হইয়াছিল । অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ বন্ধ হওয়াতে আর রজ্জুর প্রয়োজন হইল না ॥৫৮॥

তৎকালে শ্রীকৃষ্ণেৰ কৰ্ম্মকারিণী যোগমায়া নামী শক্তি শ্রীকৃষ্ণেৰ চিত্তে
অনুগত হইলেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক অত্যাশ্চর্য্য কার্য্য সকলকে মাতার নিকটে
ভ্রমরূপেই ধারণা করাইলেন । অতঃপর রজ্জু বন্ধনটী কৃষ্ণদেহে স্থিতি প্রাপ্ত
হইলে সেই বন্ধনকে অতিদীর্ঘ অত্যাশ্চর্য্য দ্বারা বিশেষরূপে বন্ধন করিয়া সেই রজ্জু
দ্বারা উদুখলের মধ্যে জননী বন্ধন করিলেন ॥ ৫৯ ॥

এইরূপে বন্ধন কার্য্য শেষ করিয়া জননী শিক্ষা দান কার্য্য প্রচার পূর্বক
ইতিবিধিষ্ট শ্রীকৃষ্ণেৰ প্রতি আপনার কঠিনতা প্রকাশ করিয়া হস্তমুখী সেই সকল

(ক) “যয়া . অদ” ইত্যংঃ মাণ্ডুপ্যন্তকে নাস্তি ।

ততশ্চ গতাস্থ তাস্থ ক্ষণং কৃতরোদনবিনোদঃ পশ্চাদ্বহল-
খলং প্রত্যুদখলনোদনায় লব্ধমোদঃ সতু বন্ধ এব কেবল-বাল-
বলিততয়া প্রবলিতচাপলশ্রদ্ধাস্তৈঃ সহ প্রহসন্ খেলন্মূলুখল-
মেতং লঘু লঘু চালয়ামাস, হাসয়ামাস চ তৈরেবোদ্ধগহাসতয়া
শুভ্বহারিণীনাং লব্ধশূন্যসাধর্ম্যাহর্ম্যশ্রেণ্যা হারিশিক্যিত-নব-
নবনীতাদিকমাহরয়ামাস চ । কিন্তু তৎকর্ষণময়-হর্ষপ্রদলীলয়া
ন চ করেণ ন চাপরেণ তদুদ্দানমোচনরোচনতামবাপ ॥ ৬১ ॥

তদেবং সর্বাস্থ চালিতাস্থ বালৈখ্যাবিধায়কঃ শ্রীকৃষ্ণো বদকরোত্ত্বর্ণয়তি—ততশ্চ তাদি পদোদন ।
বহলখলং অদভ্রস্থানং প্রতি নোদনায় প্রেরণায় বলিততয়া যুক্ততয়া শুভ্বহারিণীনাং রজ্জুবাহিকানাং
(শুভ্বঃ বরাটিকঃ স্বাত্ত্ব রজ্জুপ্তধ্ব বটাপ্তধ্ব ইত্যমরঃ) লব্ধেতি নিচ্ছিন্নাট্টালিকশ্রেণ্যাঃ সকাশাৎ
হারিত্যাতি রম্যশিক্যাপিতং নবনীতাদিকাঃ তাদিভিঃ আনন্দনাম । তদ্বিতি তৎ প্রদত্তে যা লীলা
য়া অপরেণ অশুজনদ্বারা তদ্বিতি উদ্দানঃ বন্ধনঃ তচ্ছ মোচনে অভিলাষঃ ন প্রাপ্তঃ ॥ ৬১ ॥

ব্রজমহিলাগণের সহিত সকৌতুকে গৃহকর্ম করিবার জন্ত গমনোচ্ছিত হইলেন এবং
শ্রীকৃষ্ণের রক্ষার জন্ত চারিদিকে বালকদিগকে নিযুক্ত করিলেন ॥ ৬০ ॥

তাহার পর ঐ সকল ব্রজাঙ্গনা গমন করিলে ক্ষণকালের মধ্যে তিনি রোদন-
লীলা প্রকাশ করিলেন । অনেক স্থান ছাড়িয়া উদখল চালনা করিবার জন্ত
আনন্দ প্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু তিনি বন্ধ হইয়াও কেবল বালকবন্দ-সমভ্যাত বলিয়া
সংকল্যাজনিত শ্রদ্ধা বন্ধিত করিলেন এবং পরিশেষে তাহাদিগের সহিত হাসিতে
হাসিতে খেলিতে খেলিতে অতিদীর্ঘে উদখল চালনা করিলেন । ঐ সকল বালক
তাহার বন্ধন দেখিয়া হাসিতে লাগিল । অবশেষে যে সকল রমণী বশোদ্ধার
নিকটে শ্রীকৃষ্ণকে বাধিতে রজ্জু বেঁধাইয়া দিতে নিজ নিজ অট্টালিকা ছাড়িয়া
নন্দভবনে আসিয়া উল্লেন এদিকে শ্রীকৃষ্ণ সুষেগ পাইয়া অপর বালক দ্বারা মেট
সকল রমণীদিগের নিচ্ছিন্ন অট্টালিকা হইতে ঐ সকল মনোহর শিক্যস্থাপিত নবীন-
নবনীতাদি বস্ত্র আহরণ করাইলেন । কিন্তু উদখলের অংকর্ষণ-জন্ত আনন্দময়ী
লীলা বশতঃ না হস্ত দ্বারা না অপর কোন বস্তু দ্বারা কিছুতেই মেট বন্ধন মোচনে
অভিলাষ করিলেন না ॥ ৬১ ॥

তত্র তু পুরদ্বারপুরস্তাধ্বর্তি-বাতাবর্তন-বর্তিত-নর্তনমিব যমল-
মৰ্জ্জুনদ্বয়মশ্রু নেত্রবগ্নানি বর্ততে স্ম । ক্রমেণ চাসৌ তয়োৱন্তর
এব বিক্রমতে স্মেতি ॥ ৬২ ॥

এতাবম্মুক্তকণ্ঠমুটঙ্কয়ন্ শ্লিঙ্ককণ্ঠস্তদুজ্জনে কারণং হরৈরৈশ্বৰ্য্য-
প্রচারণমিতি তৎ প্রতারয়ন্ কারণান্তরমেব ব্যাজহার ॥ ৬৩ ॥

ততঃ স্ফুটং ঝটিতি পরতঃ পর্যাটিতুমুৎকণ্ঠয়া তন্মধ্যসম্বন্ধে-
নৈবাক্ষনা নিশ্চক্রাম, তদধ্বনস্ত সংক্ষিপ্ততাধঃক্ষিপ্ততয়া তদুদুখলং
প্রতিতফ্যন্তে ॥ ৬৪ ॥

অধুনা তদধ্বনং ছলং কৃষ্য শ্রীকৃষ্ণেন যমলার্জুনভঞ্জনং কৃতং, তদ্বর্ণয়িতুং প্রক্ৰমতে ;—তত্র ইত্যাদি
গদ্যেন । বাচ্যেতি বায়োবচ্চলনং তেন প্রবর্তিতং নর্তনং যশ্চ নৃত্যাদিবেত্যর্থঃ । অস্মা শ্রীকৃষ্ণস্তা অন্তরে
মধ্যে ॥ ৬২ ॥

অত্র শ্লিঙ্ককণ্ঠো হি শ্রীকৃষ্ণস্তৈশ্বৰ্য্যঃ সংগোপ্য কারণান্তরং যদাহ তদ্বর্ণয়তি—এতাবদিত্যা
দি গদ্যেন ॥ ৬৩ ॥

তৎকারণান্তরং বর্ণয়তি—তত ইত্যাদি গদ্যেন । পরতন্তদনাক্রান্তস্থানে অধ্বনা পপা
সংক্ষিপ্ততয়া অতিক্ষুদ্রতয়া বা অধঃক্ষিপ্ততা নিম্নগমিতা তয়া প্রতিতফ্যন্তে প্রতিতন্তকং (নিম্নাভি-
গামিক্ষুদ্রমার্গদ্বাং উদুখলমাবদ্ধমিত্যর্থঃ) ॥ ৬৪ ॥

তথায় পুরদ্বারের সম্মুখবর্তী যমলার্জুন নামে দুইটা বৃক্ষ তাঁহার নেত্রপথে
পতিত হয় । বায়ুভরে ঐ দুই বৃক্ষের যেন নৃত্যকার্য্য সম্পাদিত হইতেছিল । ক্রমে
ক্রমে তিনি ঐ বৃক্ষদ্বয়ের মধ্যেই বিচরণ করিতে করিতে যাইয়া উপস্থিত
হইলেন ॥ ৬২ ॥

শ্লিঙ্ককণ্ঠ মুক্তকণ্ঠে এই পর্য্যন্ত উল্লেখ করিয়া যমলার্জুনের ভঞ্জন বিষয়ে
শ্রীহরির ঐশ্বৰ্য্যই কারণ, ইহারও অবতারণা করিয়া অত্র প্রকার কারণও নির্দেশ
করিয়াছিলেন ॥ ৬৩ ॥

তদনন্তর প্রকাশে শীঘ্রই বৃক্ষের মধ্য হইতে অত্র স্থানে পর্য্যটন করিতে
তাঁহার উৎকণ্ঠা জন্মে । এই হেতু তাহার মধ্যদেশ সংযুক্ত পথ দিয়াই নির্গত

অথ স্ফুটমসৌ বটীত্রোটনেচ্ছয়া তৎ কৃষ্টবান্ । হঠাদাকৃষ্টে চ
তস্মিন্— ॥ ৬৫ ॥

কুঠবয়ং কটকটশব্দমুদ্রুতং বিঘটিতং স্ফুটমলুষ্ঠদ্বয়োর্দিশোঃ ।
ন ধীধ্বতিং বধিরবিমুক্ততামধিব্রজমধি ব্রজমদধাৎ প্রজাব্রজঃ ॥ ৬৬
চিত্রং তুত্রোট তত্তত্র বজ্রমজ্জাজুনদ্বয়ম্ ।

ন পুনর্মা ত্ববাৎসল্য-নির্বন্ধময়বন্ধনম্ ॥ ৬৭ ॥

ততঃ শ্রীকৃষ্ণা যৎ কৃতবান্ তদ্বর্ণয়তি—অপেত্যাदि গদ্যেন । বটীত্রোটনেচ্ছয়া রজ্জু-
চ্ছেদনকামেন উদুখলমাকর্ষণ ॥ ৬৫ ॥

তেন চ যমলার্জুনৌ যথা ব্যভজন্তদ্বর্ণয়তি—কুঠদ্বয়মিতি পদ্যেন । কুঠৌ বৃক্ষঃ বিঘটিতং “বিঘ-
টয়”দ্বিতি বা পাঠঃ । নেতি ব্রজমধিকৃত্য প্রজাসমূহো বধিরবিমুক্ততাং বধিরেভ্যঃ প্রবণজ্ঞতাং
অধিগচ্ছন্ত বুদ্ধৈর্ধেয়াং ন দধার ॥ ৬৬ ॥

অহো নাত্রা প্রেমণা কৃতং বন্ধনমচ্ছেদাৎ ইতি বর্ণয়তি—চিত্রমিতি পদ্যেন । তুত্রোট চিত্বেদ ।
‘কট শি ছেদনে ।’ চিত্রমাশ্চর্য্যং বজ্রমজ্জৈতি বজ্রাদপি মজ্জা কাঠিষ্ঠং যন্ত তচ্চ তদজ্জুনদ্বয়ং
চৈতি ॥ ৬৭ ॥

হইলেন । কিন্তু সেই পথ সঙ্কুচিতভাবে অধোদিকে ক্ষিপ্ত হওয়াতে সেই উদুখল
অট্কাইয়া গিয়াছিল ॥ ৬৪ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ, সুস্পষ্ট রূপে রজ্জুচ্ছেদন ইচ্ছা করিয়া উদুখল আকর্ষণ করি-
লেন ॥ ৬৫ ॥

সেই উদুখল সহসা আকৃষ্ট হইলে, দুইটী বৃক্ষ হইতে অতি ভীষণভাবে কট কট
শব্দ উৎখিত হইতে লাগিল এবং দুইদিকে প্রকাশ্যে সজ্জিত হইয়া পড়িল, ব্রজস্থিত
প্রজাসমূহ বধিরগণ অপেক্ষাও মুগ্ধভাবে প্রাপ্ত হইয়া দৈর্ঘ্য ধারণ করিতে পারিল না
অর্থাৎ বৃক্ষগত শব্দে তাঁহাদের কর্ণ বধির হইল এবং বুদ্ধিতে অধৈর্ঘ্য উপস্থিত
হইল ॥ ৬৬ ॥

ইহা কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়, শ্রীকৃষ্ণ সেই স্থানে বজ্রাপেক্ষাও কঠিন
অর্জুন বৃক্ষদ্বয় ভগ্ন করিলেন কিন্তু তিনি জননীর বাৎসল্য জনিত অত্যাগ্রহপূর্ণ
বন্ধন ছেদন করিতে পারিলেন না ॥ ৬৭ ॥

শ্লোকযন্তি চাত্র —

শ্যামাস্তদ্যতি কিঙ্কিণি-ধ্বনিধরং রিস্গাতিরঙ্গপ্রদং

কর্ষচ্ছন্দুদুখলং খরখরং কারপ্রকারপ্রথমং ।

বিস্ফুর্জ-প্রতিমার্জুনদ্বয়-কটংকারার্জিতাং কৌতুকাং

পর্যাবৃত্তনিরীক্ষণং ব্রজবধূলাল্যস্ত বাল্যং স্তবে ॥ ৬৮ ॥

অথ তয়োরভ্যুজ্জ্বিতেন বিস্ফুজিতেন মুহূর্ত্তাধ্বমার্ত্ততয়া গোষ্ঠা-
ধিষ্ঠানা মুচ্ছামুচ্ছন্তঃ স্থিতাঃ । তন্মিকটসংঘট্টিনীমর্ভকঘটাং বিনা
সা তু তল্লীলামাধুরীধুরীগতয়া চিত্রাকৃতিরিব মিত্রাবলী ন বিত্রাস-
মাসাদ ॥ ৬৯ ॥

অধুনা শ্রীকৃষ্ণস্ত তাৎকালিকং বাল্যং বর্ণয়তি শ্রীমেতি পদ্যেন । রিস্গতি—করপাদাভ্যাং
গমনেনাপি অতিহর্ষপ্রদং, খরতি খরো যঃ পরংকারপ্রকারস্তস্ত প্রধা বিস্তারো যস্মাৎ তন্ম ।
বিস্ফুর্জেতি বজ্রসদৃশো যোহর্জুনদ্বয়স্ত কটংকারোহব্যক্তশব্দস্তেনার্জিতাং ব্রজেতি শ্রীকৃষ্ণস্ত ॥ ৬৮ ॥

তদেবং তয়োৰ্ভগ্নজাতেন শব্দেন ব্রজবাসিনামবস্থাং বর্ণয়তি—অগ্রে ত্যাদি পদ্যেন । উজ্জ্বিতেন
বলিষ্ঠেন শব্দেন । অর্ভকঘটাং বালকশ্রেণীং সা অর্ভকঘটাধুরীগতা শ্রেষ্ঠতা আসাদ ন প্রাপ ॥ ৬৯ ॥

এই বিষয়ে সকলে শ্লোক দ্বারা স্তব করিয়াও থাকেন যথা—ব্রজবধূগণের
লালনীয় সেই বাল্যভাবে আমি স্তব করি । ঐ বাল্যভাবে শ্যামদর্শ অঙ্গছাতি
সকল বিরাজমান । নুপুরের নাদও উথিত হইয়া থাকে । হস্ত পদ দ্বারা গমন
করিয়া সমধিক আনন্দ উৎপাদন করিয়া থাকে । ঐ বাল্যকালে বারবার উদুখল
আকুষ্ঠ হওয়াতে প্রখর খরংকার শব্দ উদ্গত হইতেছিল । অর্জুন বৃক্ষদ্বয়ের
বজ্রধ্বনি সদৃশ কটংকার অর্থাৎ অবাক্ত শব্দ হইতে যে কৌতুক উপার্জিত
হইয়াছে তন্নিমিত্ত বাল্যকালে চক্ষুও চঞ্চল হইয়াছিল ॥ ৬৮ ॥

অনন্তর ঐ বৃক্ষদ্বয়ের পতন নিবন্ধন ভয়ঙ্কর পানিদ্বারা পীড়িত হইয়া গোষ্ঠবাসি-
জনসকল একদণ্ড কাল ব্যাপিয়া মুচ্ছা প্রাপ্ত হইয়া অবস্থিত ছিলেন,
কেবল শ্রীকৃষ্ণের নিকটস্থ বালকগণ মুচ্ছিত হইয়েন নাই, অপিচ ঐ সকল বয়ঃপ্রাপ্ত
শ্রীকৃষ্ণের লীলাময়ী মাধুরীর পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া চিত্রপুত্তলিকার ত্রায় ত্রাসও
প্রাপ্ত হইয়েন নাই ॥ ৬৯ ॥

দূরাদপি তদূর্জিতং বিস্কূর্জিতং সস্ত্রমকার্যবধাৰ্য্য তু ব্রজ-
পতিমুখাস্তর্কিতমুখাস্তদেবাভিপ্রতীশ্বরে । সত্রাসত্রাসমত্রাভিদধিরে
চ ॥ ৭০ ॥

বিনা বাতং বিনা বর্ষং বিদ্যুৎ-প্রপতনং বিনা ।

বিনা হস্তিকৃতং দোষং কেনেমৌ পাতিতৌ ক্রমৌ ॥ ৭১ ॥

অন্তোহন্ত-জন্তমেতাবজ্জাতা নির্জনতা কূতঃ ।

তস্মান্তস্মান্মহাগর্জান্মূচ্ছামাচ্ছন্ ব্রজে জনাঃ ॥ ইতি ॥ ৭২ ॥

অবদধিরে চ তাম্রকটতটস্থং ভাসমানহাসবিলাসমুখমূলুখলং
কর্ষন্তং লীলাসুখং বর্ষন্তং বালগোপালং তে চ কথং কথামতি
কথয়ন্তস্তমাবগুন্ত এবাবতীশ্বরে ॥ ৭৩ ॥

তাদৃশশব্দং ব্রজা সর্কেষাং ব্রজবাদিনাং সস্ত্রমকৃত্যং বর্ণয়তি দূরাদপীতি গদোন । তদেব তৎ
স্থানমেব । সত্রাসত্রাসং ত্রাসেন ভয়েন সহ ত্রাস আশঙ্কা যত্র তদ্ব্যপা আৎ কথিতবস্তুঃ ॥ ৭০ ॥

তেষাং সাগন্ধভয়বাক্যং বর্ণয়তি বিনেতি পদোন ॥ ৭১ ॥

নমু বহুলোকপরাক্রমজন্তমেতাবৎ সম্ভবেদিত্যাশঙ্ক্য তে তৎ নিবারিতবস্তু ইতি বর্ণয়তি—
অন্তোহন্তেতি পদোন ॥ ৭২ ॥

তদনন্তরং তেষাং ব্যাপারং বর্ণয়তি—অবদধিরে চেত্যাदि গদোন ॥ ৭৩ ॥

দূর ইহাতে সেই ভয়ানক প্রচণ্ড শব্দ অবধারণ করিয়া ব্রজরাজ প্রভৃতি
সকলেই মুখে তর্ক করিতে করিতে সেই স্থান লক্ষ্য করিয়াই প্রস্থান করিলেন,
এবং এক সঙ্গে ঐ স্থানে গিয়া ভয় ও আশঙ্কায়ুক্ত ইহা বালিতে লাগিলেন ॥ ৭০ ॥

বায়ু ব্যতিরেকে, বৃষ্টি ব্যতিরেকে, বজ্রপাত ব্যতিরেকে এবং হস্তিজনিত
আক্রমণ দোষ ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তি এই বৃক্ষদ্বয়কে পাতিত করিয়াছে ? ॥ ৭১ ॥

যদি বল অত্যাগ্র জনের পরাক্রম বশতঃ এই যমলার্জুন ভগ্ন হইয়াছে, তবে
কি হেতু এস্থান জনশূণ্য হইল অর্থাৎ জনশূণ্যস্থানে তাহা সম্ভব নহে, তবে ইহার
কারণ এই যে, মহাগর্জন বশতঃ ব্রহ্ম জনসকল মুচ্ছা প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৭২ ॥

তাহারা অবধানও করিয়াছিলেন যে, বালগোপাল ঐ বৃক্ষদ্বয়ের নিকট স্থানে
বিদ্যমান, তাহার মুখে হস্ত বিরাজমান এবং উদ্বল আকর্ষণ করিয়া লীলাসুখ

স তু পিতরমনুবিন্দমানমনু চক্রন্দ ॥ ৭৪ ॥

পিতা চান্তঃসম্ভ্রান্তঃ সন্নপি তস্মৈ সান্ত্বনায় মুখমাত্রং হসিত-
পাত্রমাচরন্নচিরাদেব তং বিপাশয়ামাস ॥ ৭৫ ॥

সরোদনবদনং বদনং চুম্বন্ বিদম্নপি মুহুঃ পপ্রচ্ছ । পুত্র
কুত্রত্যঃ স খলু খলবুদ্ধির্ধেন চোলুখলে নিকৰ্ব্বজনিত-বন্ধস্ত-
মসীতি । সতু পিতরি রতশ্চিরতঃ শ্লিষ্টকণ্ঠতয়াভ্যর্গমাগতঃ কর্ণে
বর্ণয়ামাস তাত মাতৈবেতি ॥

পিতা তু তাং পূর্বং বিগতসম্বেদতয়া অনন্তরন্তু স্বত এব

তদা শ্রীকৃষ্ণ পিতৃঃ মেহবর্দ্ধনার্থং যচ্চকার তদ্বর্ণয়তি—স দ্বিত্যাদিনা । অদ্বিতি । অনুবিন্দমানঃ
অনুলভমানঃ পিতরং লক্ষীকৃত্য ॥ ৭৪ ॥

ততো ব্রজরাজো বাৎসল্যাধীনভয়া যদ্বদাচরিতবান্ তদ্বর্ণয়তি—পিতা চেতাদি গদ্যেন ।
হসিতপাত্রং হসিতাধারং, বিপাশয়ামাস—পাশং বিনোচয়ামাস ॥ ৭৫ ॥

ততঃ সঃ তৎকারণং পৃষ্টবান্ তদ্বর্ণয়তি—সরোদনেতি গদ্যেন । রোদনেন সহ বদনং কথনং
যত্র তং । কৃত্যঃ কৃত্র ভবঃ । শ্লিষ্টকণ্ঠতয়া গদ্যদ্বয়েরণ ॥

বিগতেতি বিগতঃ সম্বেদো জ্ঞানং যস্ত তত্তয়া দুনাং তাপিতাং জ্ঞাতবান্ সহসা রহসাপাতকিত-

বর্ষণ করিতেছেন । অবশেষে তাঁহারা “কি হইয়াছে কি হইয়াছে” বলিয়া
তাঁহাকেই বেঞ্জন করিয়া রহিলেন ॥ ৭৩ ॥

তিনিও পিতাকে পশ্চাৎ আসিতে দেখিয়া তাঁহাকে লক্ষ্য করত ক্রন্দন করিয়া
উঠিলেন ॥ ৭৪ ॥

পিতাও ভীত চিত্তে পুত্রকে সান্ত্বনা করিবার জন্য কেবলমাত্র মুখে হাসিতে
লাগিলেন এবং তৎক্ষণাৎ পুত্রকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দিলেন ॥ ৭৫ ॥

পিতা, পুত্রের সরোদন বাক্যশ্রুত বদন চুম্বন করিয়া এবং বন্ধের কারণ
জানিতে পারিলেও বারম্বার জিজ্ঞাসা করিলেন । বৎস ! যে তোমাকে আগ্রহের
সহিত উদ্বিগ্নে বন্ধন করিয়াছে, সে নিশ্চয় খলবুদ্ধি এবং সে ব্যক্তি কোথায় ?
পিতৃভক্ত শ্রীকৃষ্ণও অনেকক্ষণ পর নিকটে আসিয়া গদ্যদ্বয়ের পিতার কর্ণে কর্ণে
বলিলেন । তাহা ! মাতাই আমাকে উদ্বিগ্নে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছেন ।

যশোদা পূর্বেই জ্ঞানশূন্য হইয়াছিলেন, অনন্তর স্বতই হুঃখ উপস্থিত হওয়াতে

জাতনির্বৈদতয়া দূনাং বেদ স্ম । তত এব ন সহসা রহস্যপি
পরিভাষিতুমিযেষ । অজ্ঞতয়াবজ্ঞয়া ন চ পপ্রচ্ছ * পপ্রচ্ছ
বালকান্ কিমিদং বৃত্তমিত ।

তে তু স্বয়মেবোচুঃ—ক্ষুটমেনে কৃতমধ্যগমেনে বিস্তীর্ণ-
খলে পুরস্থলে ক্রীড়িতুং নিশ্চিন্ম্য বিকৃষ্টতলে তির্য্যগ্ভাবাদচলে
চাম্বিন্মূলুখলে খটৎখটিতি ক্রটিততাম্চ্ছৎ কুঠদ্বয়ং বাটিতি
লুঠদ্বাবমানচ্ছ ।

ততশ্চ খণ্ডিতাভ্যামাভ্যাং নির্গত্য কটকমুকুট-কুণ্ডলাদি-
মণ্ডিতৌ রৌচিস্বদ্বপুস্মন্তৌ শুস্মাণৌ প্রণমন্তৌ সমন্তাদেতং

গোপনেনাপি পপ্রচ্ছ জিজ্ঞাসাং কৃতবান্ । বিস্তীর্ণপলে বিস্তীর্ণভূমৌ । বিকৃষ্টতলে বিকৃষ্টং তলং
মহীতলং যেন তস্মিন্ । খটৎ খটিতি অবাক্রশব্দানুকরণং, ক্রটিততাং খণ্ডিততাং লুঠদ্বাবং ভূমৌ

তাপিত হইয়াছেন নন্দ মহারাজ ইহা জানিতে পারিলেন । এই কারণেই সহসা
এবং গোপনে তাঁহাকে কোন কথা বলিতে ইচ্ছা করিলেন না । বন্ধন ব্যাপারের
কোন বিষয় বিশেষ ভাবে অবগত না থাকায় অবজ্ঞা করিয়া কোন বিষয় জিজ্ঞাসা
করিলেন না, কেবল ইহা কি ঘটয়াছে বলিয়া বালকদিগকে জিজ্ঞাসা
করিলেন ।

সেই বালকেরাও নিজেই বলিলেন যে—কৃষ্ণ প্রকাশ্য ভাবে এই বৃক্ষ দ্বয়ের
মধ্যে গমন করিয়া বিস্তীর্ণ ভূমির সম্মুখবর্তিস্থলে ক্রীড়া করিবার জন্ত নির্গত হইলেন
এবং বক্রভাবে এই অচল উদূতপের তলপ্রদেশ আকর্ষণ করেন, তাহাতেই
এই দুই বৃক্ষ খট্ খট্ শব্দ করিয়া ক্রটিত হইয়া যায় এবং পরে শীঘ্র ভূতলে লুঠাইয়া
পড়ে । তাহার পর এই দুইটি ভগ্নবৃক্ষ হঠাৎ প্রদীপ্ত অনলের মত দুই জন
দিবাশরীরধারী পুরুষ নির্গত হইয়া এবং কটক, মুকুট ও কুণ্ডলাদি আভরণে
বিভূষিত হইয়া চারিদিকে প্রণাম করিতে করিতে এই কৃষ্ণকে কিছু বলিয়া

* পপ্রচ্ছতি একবারমেষ পাঠঃ গৌরানন্দ-বৃন্দাবন-পুস্তকেষু ।

কিমপি সন্তোষয়ামাসতুঃ । তদুত্তরমুত্তরস্থাং দিশি প্রাপ্তিস্থাতাং ।
তদেতদাকল্য বালানাং প্রলাপোহয়মিতি বৎসলাঃ কলয়াস্বভুবুঃ ।
অন্যে তু সাংশয়িকতানপেতচেতসঃ প্রজাতাঃ ॥ ৭৬ ॥

ততশ্চ ক্রমাদেকদ্ব্যাদি প্রক্রমান্মিলিতেন ব্রজজনেন সমং
ব্রজভূপালঃ স্ববালকেনাক্ষং সদলঙ্কৃত্য নিত্যকৃত্যকৃতে কালিন্দী-
মনুবিন্দমানস্তেনানুব্রজ্য নিমজ্য তত্রৈব বিটৈঃ স্বস্তিবাচনাদিক-
মাচর্য্য মহাদানাদিকং বিসর্জ্য নিকায্যমাসজ্য চ পূর্ব্বাহ্নভোজনায়
সসজ্জ ।

তজ্জায়া তু তজ্জাভ্যাং দুঃখলজ্জাভ্যাং সজ্জতী গৃহাদাগ্রহাচ্চ

লুণ্ঠনং প্রাপ । শুদ্ধাগৌ দহনাবিব তদুত্তরং তৎপরত্র প্রস্থিতবস্তৌ, আকল্য্য শ্রদ্ধা কলয়াস্বভুবুঃ
কলয়াস্বভুবুঃ । সাংশয়িকোতি সাংশয়িকতয়াঃ সকাশাৎ ন অপেতানি চেতাংসি যেবাং তে ॥ ৭৬ ॥

তদনন্তরবৃত্তং বর্ণয়তি—ততশ্চেত্যাদি গদ্যেন । তেন কৃষ্ণেন বিসর্জ্য দত্তা নিকায্যং গৃহং আগম্য ।
তজ্জাভ্যাং পুত্রস্ত বন্ধনজাতাভ্যাং গৃহাগত। মহিলাঃ । সমাধানোহিনী সমাধানং প্রাপয়িতুং শীলমস্তাঃ

(অর্থাৎ স্তব করিয়া) সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন, তাহার পর ঐ দুই দিব্য পুরুষ
উভয়েই উত্তর দিকে (অলকাপুরে) প্রস্থান করিয়াছেন । বালকদিগের এই
বাক্য শ্রবণ করিয়া “ইহা বালকদিগের প্রলাপ বাক্য” এই বলিয়া বৎসল ব্রজরাজ
প্রভৃতি সকলেই কল্পনা করিলেন ; কিন্তু অগ্র সকলেরই চিত্ত সংশয়ে
পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল অর্থাৎ তাহাদিগের চিত্ত হইতে সন্দেহ দূর হইল না ॥ ৭৬ ॥

তাহার পর, ক্রমে এক, দুই, তিন ইত্যাদি ক্রমে সমস্ত ব্রজবাসিজন আসিয়া
মিলিত হইলেন, ব্রজরাজ তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া স্বীয় পুত্র দ্বারা নিজ-
কোড়দেশ অলঙ্কৃত করিয়া, নিত্যকার্য্য করিবার জন্ত, যমুনা-নদীর তীরে গমন
করিলেন । তথায় পুত্রের সহিত মিলিত হইয়া যমুনার জলে স্নান করিলেন এবং
সেই স্থানেই ব্রাহ্মণগণ দ্বারা স্বস্তিবাচনাদি করাইয়া মহাদানের বস্তু সকল
দান করত অবশেষে গৃহে আসিয়া পূর্ব্বাহ্ন ভোজনের জন্ত সজ্জিত হইলেন ।

কিন্তু তদীয় পত্নী যশোদা পুত্রের কিয়ৎকাল ব্যাপী অদর্শন জন্ত দুঃখ এবং

ন নিজ্জামন্তী ন চ গৃহাগতাঃ সংভাষিতবতী । সৰ্ব্বাস্বৰ্ব্বাগেব
নিবৃত্তাস্থ সমাধানোহিনী রোহিণী গৌরবপাত্রীভিঃ পৌরোগবীভিঃ
পরিবেষয়ামাস ।

শ্রীব্রজরাজস্ববরাত্মজং রামমপি সমানীয় তেন স্নতেন চ
সার্কং তয়োঃ স্নিগ্ধকলকোলাহল-নিদিগ্ধঃ সন্ধিমাচরিতবান্ ।
তাভ্যাং মূর্ত্তপরমানন্দপূৰ্ত্তাভ্যাং মুহূৰ্ত্তমেকং বিশ্রাম্য চ
সম্যগীদৃগৌশীরস্বখধীরচেতা গবাগমনরম্যসময়ে গোস্থানমাগম্য
গোদোহনাদি কার্য্যঞ্চ কারয়তি স্ম ।

উদবসিতাদতিসিতাং সিতামানাব্য তয়া সহিতং স্নহিতং

সা পৌরোগবীভিঃ পাচিকাভিঃ।...“রসবত্যাং পাকস্থানং মহানসং । পৌরোগবস্তদধ্যক্ষঃ স্প-
কারাস্ত বলবাঃ” । ইত্যমরঃ । অবরাত্মজং কৃষ্ণং । সন্ধিং ভোজনং । মূর্ত্তেতি মূর্ত্তো যঃ পরমানন্দপুস্ত
পূরণং বাভ্যাং, ঈদৃগৌশীরেতি ঈদৃগ্ যৎ শয়নাসনস্থপং তেন দীর্ঘং স্তম্ভিরং চেতো যস্ত স সন্ ।

উদবসিতাং গৃহাং অতিশুভ্রাঃ সবাঃরাভিঃ স্নবলাদিভিঃ । পত্রপত্রীঘটনাং পত্রে

পুত্রের বন্ধন জ্ঞাত লক্ষ্যায় নিমগ্ন থাকিয়া আগ্রহের সহিত গৃহ হটতে বহির্গত
হইলেন না এবং গৃহাগত রমণীদিগের সহিত সম্ভাষণও করিলেন না । পশ্চাৎ
সকলেই নিবৃত্ত হইলে রোহিণী কাণ্য সমাধান করিতে ইচ্ছুক হইয়া গৌরবের
পাত্রী পাকশালার অধ্যক্ষা পরিচারিকাগণ দ্বারা পরিবেষণ করাইলেন ।

শ্রীমান্ ব্রজরাজ কৃষ্ণ এবং বলরামকে আনয়ন করাইয়া তাঁহাদের সহিত
তাঁহাদের স্নিগ্ধ ও অব্যক্ত মধুর কোলাহলশব্দে পরিপূর্ণ হইয়া একত্র ভোজন
করিলেন । তৎপরে মূর্ত্তমান্ পরমানন্দ-পূরক কৃষ্ণ ও বলরামের সহিত দুই-
দণ্ডকাল বিশ্রাম করিয়া এবং সম্যক্ ঐশীর অর্গাৎ শয়ন ও উপবেশনের স্নেহে
স্নহচিত্ত হইলেন । গো-সকলের আগমনের রম্যসময়ে গোশালায় আগমন করিয়া
গোদোহনাদি কার্য্যও সম্পন্ন করাইলেন ।

তৎপরে গৃহ হইতে অতি শুভ্র মিছরী আনাইয়া তাহার সহিত অত্যন্ত হিতকর

সহ সবয়োভিস্তনয়ো স্তনপানপ্রতিনিধিতয়া ধারোষণং পয়ঃ
পায়য়ামাস চ। শিক্ষয়ামাস চ তত্র পত্রপত্রীঘটনাম্ (ক)।

অথ পুনরপি হস্ম্যমাগম্য তাভ্যামাচরিত-সায়ংভোজনসুখ-
সমাজে ব্রজরাজে সহরোহিণীকাস্তদীয়সন্ততসুখাভীকাঃ স্বকুল-
মাণিক্যলক্ষ্ম্যঃ সৰ্ব্বাঃ প্রামাণিক্যঃ সমাসাদ্য নিবেদিতবত্যঃ।

রাজন্! কৃষ্ণজনন্যদ্য ন ভুক্তবতী ন কেনচিছুক্তবতী চ
বর্ততে তামনু সৰ্ব্বাশ্চ তথা বর্তন্তে।

ব্রজরাজঃ সহদুঃখহাসমুবাচ—বয়ং কিং কুর্শ্মঃ? রোষমনু-
বর্তমানা স্বয়মেব স্বদোষং পশ্যতু ॥

লিপিবোজনাঃ। আভীকঃ কামুকঃ। স্বকুলেতি স্বকুলস্ত মাণিক্যরূপাঃ সম্পত্তয়ঃ। রোষং
ক্রোধঃ।

ধারোষণং দুগ্ধ স্তনপানের প্রতিনিধিক্রমে সুবলাদি সমবয়স্ক বালকগণের সহিত
পুত্রদ্বয়কে পান করাইলেন এবং পত্রে পত্র লিখিবার প্রণালীও শিক্ষা
করাইলেন।

অনন্তর পুনর্ব্বার অট্টালিকায় আগমন করিয়া ব্রজরাজ ঐ পুত্রদ্বয়ের সহিত
সায়ংকালীন ভোজন জন্ত সুখসমাজের অনুষ্ঠান করিলেন, তদীয় অবিচ্ছিন্ন সুখ
কামনা করিয়া নিজ-বংশের মাণিক্য সম্পত্তি স্বরূপ প্রামাণিক নারীগণ রোহিণীর
সহিত আগমন করিয়া নিবেদন করিলেন।

রাজন্! কৃষ্ণ-জননী অগ্র ভোজন করেন নাই এবং কাহারও সহিত
আলাপও করিতেছেন না, তাঁহার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া সকলেই আহার এবং
বাক্যালাপ ত্যাগ করিয়াছে।

ব্রজরাজ দুঃখ এবং হাশ্বের সহিত কহিলেন, আমরা কি করিব, ক্রোধের অশু-
গত হইয়াছেন, নিজেই নিজ-দোষ দর্শন করুন।

(ক) পত্রপুটীঘটনামিতি বৃন্দাবন-গৌরানন্দ-পুস্তকপাঠঃ।

সৰ্ব্বাঃ সাস্রমূচুঃ ;—হন্ত ! সা খল্বন্তুৰ্ব্বহিরপ্যতিকোমলা
তবেদৃশালাপেন তাপেনাতিশ্লাস্রতি ।

ব্রজরাজস্ত সস্মিতঃ স্ততমপৃচ্ছৎ ;—ততি ! স্ব-মাতরং যাস্মসি ?
কৃষ্ণ উবাচ ;—নহি নহি, কিন্তু ত্বামেব সময়া সময়ান্ গময়িস্যামি ।
অথ রাজজ্যায়ঃ-প্রজাবত্যঃ সহাসমূচুঃ ;—স্তনং কস্ম পাস্মসি ?
কৃষ্ণ উবাচ ;—সিতাসম্ভবিষু ধারোষ্ণং পয়ঃ পাস্মামি ।
সৰ্ব্বা উচুঃ ;—কেন ক্রীড়িস্যসি ?

কৃষ্ণ উবাচ ;—তাতেনৈব সমং । তথা ভ্রাতরমপি সঙ্গং
গময়িস্যামি ।

ব্রজরাজ উবাচ ;—ভ্রাতুর্মাতরং কথং নানুগচ্ছসি ?

অনুগচ্ছন্তী সময়া তব সময়া কালান্ যাপয়িস্যামি । রাজজ্যায়ঃপ্রজাবত্যঃ রাজজ্যোষ্ঠভ্রাতৃ-
পত্ন্যঃ সঙ্গবিশু মিলিতং ভ্রাতরং শ্রীরামঃ ।

তখন রমণীগণ সজলনয়নে কহিলেন,—আহা ! তাঁহার অন্তর এবং বাহ্য অতি-
শয় কোমল, আপনার এইরূপ কথায় তিনি অত্যন্ত স্নান হইবেন ।

ব্রজরাজ মৃদু-হাস্যে পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস ! তুমি নিজ-জননীর
নিকট গমন করিবে ? ।

কৃষ্ণ কহিলেন, না না, যাইব না ; কিন্তু আপনারই নিকটে কালযাপন
করিব ।

অনন্তর ব্রজরাজের জ্যোষ্ঠভ্রাতার পত্নীগণ সহাস্যে বলিলেন, তুমি কাহার স্তন-
পান করিবে ? ।

কৃষ্ণ কহিলেন, মিছরী মিশ্রিত ধারোষ্ণ দুগ্ধ পান করিব ।

সকলে কহিলেন, কাহার সহিত খেলা করিবে ? ।

কৃষ্ণ কহিলেন, পিতার সঙ্গেই খেলা করিব এবং ভ্রাতাকেও সঙ্গে
লইব ।

ব্রজরাজ কহিলেন, কেন তুমি ভ্রাতার জননী গোহিণীর অনুগমন করিতেছ
না ? ।

কৃষ্ণঃ সরোষাশ্রমুবাচ ;—মাং বিহায়েয়মপীয়ায়েতি ।

তদেতদাকর্য্য সাত্ৰা। রোহিণী নীচৈরুবাচ ;—পুত্র ! কথং
কঠোরায়সে (ক) মাতা তব দুঃখায়তে ।

কৃষ্ণস্তদেতদশৃগ্মিব সাত্ৰং পিতৃমুখমীক্ষতে স্ম । রোহিণী
তু সঙ্কর্ষণং তস্মৈ সঙ্কর্ষণায় সংজ্ঞয়া জ্ঞাপয়ামাস । তেন গৃহীত-
হস্তঃ পুনরসৌ নিরস্ততদ্ধস্ততয়া বিদ্রুত্যা পিতুরুৎসঙ্গসঙ্গী
বভূব । তথাভবংশ্চ ভুজাত্যামবগুষ্ঠিততৎকণ্ঠঃ কৃতবাস্পরুষ্টিং
তদৃষ্টিমেব পশ্যন্তুমতীব বশ্যমাচরন্মাসীৎ ।

ব্রজরাজস্ত নাথ্যাস্তঃস্নেহস্য পর্যালোচ্য তদভিষক্তায়(খ)

ইয়াং জগাম । কঠোরায়ামাস আপাং কঠিনে করিম্যতি ভবান, আশংসয়াং ভবিষ্যতি নিদ্রা
(কঠোরায়নে কঠোরঃ কঠিন ইব আচরমি নামধাতুঃ) সংজ্ঞয়া সংজ্ঞা হস্তাদিদ্বারা অর্থপ্ৰচনা কৰ্মা ।
অবগুষ্ঠিততৎকণ্ঠঃ অবগুষ্ঠনং দৃঢ়ালিঙ্গনঃ । তদভিষক্তায় তস্মৈ সহ মিলনায় । উদন্তং উদ্ধৃক্ষিপ্তং

কৃষ্ণ সাকোপে এবং সজলনয়নে কহিলেন, আমাকে পরিত্যাগ করিয়া ইনিও
গমন করিয়াছিলেন । এই কথা শুনিয়া রোহিণী সজলনয়নে মুহূৰ্ষরে কহিলেন,
বৎস ! কেন হুনি এতপ নিষ্ঠুর কহিতেছ ? তোমার জননী অত্যন্ত দুঃখ অনুভব
করিতেছেন ।

কৃষ্ণ যেন এই বাক্য না শুনিলেই সজলনয়নে পিতার মূৰ্খের প্রতি দৃষ্টিপাত
করিতে লাগিলেন । তখন রোহিণী কৃষ্ণকে আকর্ষণ করিবার জন্ত সংজ্ঞা অর্থাৎ
হস্তাদি দ্বারা অর্থ সংজ্ঞে করিয়া পরস্পরকে জানাইলেন । বৎসরাম গিয়া কৃষ্ণের
হস্ত গ্রহণ করিলেন, কৃষ্ণও পুনর্বার তাঁহার হস্ত ছাড়াইয়া দৌড়িয়া গিয়া পিতার
কোড়ে আশ্রয় লইলেন এবং পিতার কোড়ে উঠিয়া বাহুগলদ্বারা পিতার গলদেশ
ধারণ পূর্বক পিতার বাস্পরুষ্টি পরিপূর্ণ লোচন দর্শন করতঃ তাঁহাকে অর্থাৎ
বশীভূত করিয়া রহিলেন ।

কিন্তু ব্রজরাজ, জননীর উপরে তাঁহার আন্তরিক স্নেহ পর্যালোচনা করিয়া,
তাহা ব্যক্ত করার অভিপ্রায়ে যেন গ্রহণ করিবার জন্তই হস্ত কিঞ্চিৎ উত্তোলন

(ক) কঠোরায়ামাসেতি মাণ্ডবন্দাবন-পুস্তকপাঠঃ । মূলাখ্যাস্ত গৌরপুস্তকে ।

(খ) তদভিষক্তয়ে ইতি বৃন্দাবনানন্দ-গৌর-পুস্তকপাঠঃ ।

হস্তং কিঞ্চিদুদস্তং বিধায়াভিদধে । পুত্র ! যদি বাক্ষি তর্হি তাং
বাঢ়ং তাড়য়ামি । কৃষ্ণস্ত তদসহমানস্তস্য হস্তং স্তম্ভয়ামাস ।

ততো ব্রজরাজঃ পুনর্বিহস্য নিজবৎসলতয়াতীব সদয়ং
তদীয়মাতুরপি হৃদয়মধিযন্ পুত্র ! তব মাতা যদ্যেবং অবিস্মৃতি,
তদা কিং করিষ্যসীত্যনধাতোর্বিরুদ্ধার্থং প্রযুক্ত্য সপরিহাসমাহ
স্ম ।

কৃষ্ণস্ত বালকভাবেনাঙ্গ্র্যং মাতরি সতৃষ্ণঃ সাত্র্যং কুত্র মে
মাতা তত্র গম্যতামিতি সশঙ্কং রোহিণ্যঙ্কং গতবান্ ।

অধিযন্ অধিগচ্ছন । অনধাতোর্বিরুদ্ধার্থং, অনপ্রাণনে । বিরুদ্ধার্থং মৃত্যু, সতৃষ্ণঃ সাত্র্যঃ প্রহসিত-

করিয়া কহিলেন, পুত্র ! যদি তুমি বল, তাহা হইলে আমি তাঁহাকে (তোমার
মাতাকে) অত্যন্ত প্রহার করি । কৃষ্ণ তাহা সহ করিতে না পারিয়া যাহাতে
তিনি প্রহার করিতে না পারেন এই ভাবে পিতার হস্ত ছুইখানি চাপিয়া ধরিলেন ।

এনস্তর ব্রজরাজ পুনর্বীর হস্ত কারয়া জনকের স্বত্বমিচ্ছ বাৎসল্যভাবে সমাধিক
দয়া প্রকাশ পূর্বক তদীয় জননীও হৃদয়ে ভাব অঙ্গত হইয়া বলিলেন ; পুত্র !
যদি তোমার জননী এইরূপ হয়েন (অর্থাৎ মৃত্যুপ্রাপ্ত হন,) তাহা হইলে তুমি কি
করিবে । এইরূপে অন ধাতুর অর্থাৎ জীবনার্থের বিরুদ্ধার্থ মৃত্যু প্রয়োগ পূর্বক
পরিহাস প্রকাশ করা হইল । (ক)

তখন শ্রীকৃষ্ণ বাল্যস্বভাব বশতঃ হবিরিত জননীর প্রতি সতৃষ্ণ হইয়া সজল-
নয়নে কোথায় আমার জননী, সেই স্থানেই গমন করি, এই বলিয়া শঙ্কিত ভাবে
রোহিণীর কোড়ে গমন করিলেন অর্থাৎ রোহিণীর কোড়ে উঠিয়া মাতার নিকট
যাইতে উত্তত হইলেন ।

(ক) অন ধাতুর অর্থ জীবনধারণ, তাহার বিপরীত অর্থ মৃত্যু । তাহা অমঙ্গল জনক বলিয়া
স্পষ্টতঃ উল্লেখ করিলেন না । কিন্তু পশ্চকার তাহা ভঙ্গীপূর্বক প্রকাশিলেন ।

ততশ্চ প্রহসিতকলকলেষু সকলেষু পরমসুখারোহিণ্যা
রোহিণ্যানীতঃ সোহপি বেষ্ম প্রবিষ্ট্য সরোদনমম্বালাগলং
লগ্নবান্ ॥ ৭৭ ॥

ততশ্চ —

বৎসমুদ্বিচ্চি চিবুকং দধতী সা ধেনুবদ্বলিত-ঘর্ঘরশব্দা ।

রোদন-প্রথনয়া দ্রবদাত্তারোদয়ং পরিকরানপি সর্বান্ ॥ ৭৮ ॥

অথ তাসাম্বনেকসাম্বনয়া লব্ধশান্তিঃ কিঞ্চিদ্ব্যঞ্জিত-মুখ-
কান্তিঃ শ্রীমুখকল্যেয়ং স্তন্যেন তনয়ং শ্রীণয়ামাস, বুভুজে চ সহা-
প্রজাতেন তেন পরমাহিতাভিঃ সহিতা ।

কলকলেষু মহাহাসেন কলকলগন্ধো যেষাং তেষু পরমসুখারোহিণ্যা পরমসুখারোহিণীতুং প্রাপ-
য়িতুং শীলমস্তান্তরা ॥ ৭৭ ॥

ততো জনাতা বাৎসল্যকৃত্যং বর্ণয়তি—বৎসেত্যাদি পদ্যেন । রোদনপ্রথনয়া রোদন-
বিস্তারেণ ॥ ৭৮ ॥

অথ তন্তাঃ স্বাস্থ্যকৃত্যং বর্ণয়তি—অথেষ্টাদি পদ্যেন । শ্রীমুখং মুখং যন্তাঃ সা চাসৌ নীরোগা-
চেতি সা । যস্মা তাদৃশো মুখে কল্যাণবচনং যন্তাঃ সা । “কল্যাণ প্রভাতে ক্লীবাং স্তাং কল্যাণ-

অনন্তর সকলে হান্ত-কোলাহল করিতে থাকিলে পরমসুখপ্রদায়িনী রোহিণী
ঐহাকে আনয়ন করিলেন । তখন শ্রীকৃষ্ণও গৃহপ্রবেশ পূর্বক রোদন করিতে
করিতে জননীর গলদেশে লগ্ন হইলেন ॥ ৭৭ ॥

তদনন্তর যশোদা পুত্রের মস্তকে চিবুক ধারণ পূর্বক ধেনুর আয় প্রবল-ঘর্ঘর
শব্দ করিয়া রোদন বিস্তার করিলেন এবং ঐহার হৃদয় গলিত হইল ও সমস্ত
পরিজনদিগকেও রোদন করাইলেন ॥ ৭৮ ॥

কিন্তু তৎপরে তিনি ঐ সকল রমণীগণের বহুবিধ সাম্বনা বাক্যদ্বারা শান্তি
লাভ করিলেন, কিঞ্চিৎ পরিমাণে মুখকান্তি প্রকাশিত এবং ঐ কল্যাণীর মুখ
শ্রীমুখ এবং সৌষ্ঠবপূর্ণ হইল । পরে তিনি স্তন্য দুহ্যদ্বারা পুত্রকে সন্তুষ্ট করিলেন ।
অনন্তর অগ্রজ বলরাম এবং কৃষ্ণকে লইয়া পরমহিতৈষিণী রমণীগণের সহিত
ভোজনও করিলেন ।

তদারভ্য তু সঙ্কোচমুপলভ্য ব্রজরাজ-লোচন-গোচরতাং
বাসরত্রয়ং নাসাদিতবতী । দিনান্তরে তু পিতৃনিদেশপাল-
বালগোপালেনৈব চেলাঞ্চলে গৃহীত্বা নীতা । তর্দিনতশ্চ
সনম্মামোদং “দামোদরঃ” ইতি ব্রজবধূভিরাহুয়তে স্মৃসোহয়ং
শ্রামমনোহর ইতি ॥ ৭৯ ॥

ব্রজেশ্বরীং স্তোতুমপীহ কোবিদঃ

কো বা ভবেল্লোকগ-লোকসংগ্রহঃ ।

ব্রহ্মাপি সর্বোহপি রমাপি যৎকলা-

কলাঞ্চ নাক্ষীদিতি বাদরায়ণিঃ ॥ ৮০ ॥

বাক্ প্রতিবর্জিতে । সঙ্ক-নীরোগদক্ষেণ কল্যাণবচনেহপি চে’তি মেদিনিঃ । সহাগ্রজাতেন
রামেণ সহ কৃষ্ণেন সনম্মামোদং পরিচাসেন সহ আমোদো যত্র তদ্বৎ ; শ্রাং ॥ ৭৯ ॥

তদেবঃ শ্রীকৃষ্ণ মুহূর্হস্তাদুশৈথল্যদর্শনেনাপি এজেশ্বর্যা বাৎসল্যসেশো ন ক্রটিতঃ অতন্তৃত্বা
মাহাত্ম্যং বর্ণয়তি—এজেশ্বরীমিত্যাদি পদ্যেন । লোকগতি লোকো ভুবনঃ তদ্বৎ যো জনান্তে
সম্যগ্ গ্রহণং যন্ত সঃ । নাক্ষীর প্রাপ বাদরায়ণিঃ শ্রীশুকঃ ॥ ৮০ ॥

তদবধি যশোদা সঙ্কুচিত হইয়া তিন দিন ব্রজরাজের নয়নপথে গমন করেন
নাই । কিন্তু অল্প দিবসে পিতার আশ্রয়বহ বালগোপালই বস্ত্রাঞ্চল ধরিয়া তাঁহাকে
পিতার নিকট লইয়া গিয়াছিলেন । বন্ধন-দিন ১ইতে ব্রজবধুগণ পরিহাস এবং
আনন্দের সহিত শ্রীকৃষ্ণকে “দামোদর” এই বলিয়া আহ্বান করিতেন এবং “ইনি
সেই শ্রামমনোহর” এ কথাও উল্লেখ করিতেন ॥ ৭৯ ॥

বারম্বার শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ ঐশ্বর্য্য দর্শনেও যাহার বাৎসল্য হ্রাস হয় নাই, একপ
বাৎসল্যময় ব্রজেশ্বরীকে স্তব করিবার নিমিত্ত জগতে কোন্ পণ্ডিত ব্যক্তি সমর্থ
হইবে । অন্তের কথা দূরে থাকুক শ্রীশুকাদেবও এই কথা বলিলেন যে ব্রহ্মা,
শিব ও লক্ষ্মীদেবী ইহারা যাহার কলার কলাকেও প্রাপ্ত করেন নাই ॥ ৮০ ॥

সোহয়মস্তা বাদরায়ণিনা ঘটাসম্যগুদ্ভটঘটনঃ শ্রীমান্ যশঃ-
পটহশব্দস্ত্রৈলোক্যমেব শ্লোক্যতয়া পর্যটনস্তি ॥ ৮১ ॥

তথাহি “নেমং বিরিক্ণঃ” ইত্যাদি ॥

শ্রীরামস্ত নিজানুজং সতৃষ্ণমাহ স্ম ;—স্মরাস ভ্রাতর্ বৃদ্ধনে
বৎস্তাবঃ ॥ ৮২ ॥

অনুজোহপি সস্মিতমাহ স্ম, আং আং তত্র ক্রীড়ামপি
করিষ্যাব ইতি ॥ ৮৩ ॥

অস্তা এবং মহিমা ত্রৈলোক্যমেবাবৃত্তবানিতি শ্রীভাগবতপ্রামাণ্যেন বর্ণয়তি—সোহয়মিতি
গদ্যেন । যশ ইতি যশোঢক্কাধ্বনিঃ শ্লোক্যতয়া স্থখাতিবিষয়তয়া পর্যটন ভ্রমন্ ॥ ৮১ ॥

অথ তদানীমৌশ্বরস্বরূপাবিষ্কারাৎ শ্রীরামঃ শ্রীকৃষ্ণং প্রতি যদাহ তদ্বর্ণয়তি—শ্রীরামস্ত্যাদি
গদ্যেন । নিজানুজং শ্রীকৃষ্ণং সতৃষ্ণং সাভিলাষং বৎস্তাবঃ বাসং করিষ্যাবঃ, নবমপূরণোক্তবৃন্দাবন-
প্রবেশস্ত স্মৃতিমিদং ॥ ৮২ ॥

তত্র শ্রীকৃষ্ণানুমতিং বর্ণয়তি—অনুজ ইত্যাদি গদ্যেন । আং আং স্মৃতিং ॥ ৮৩ ॥

শুকদেব যাঁহার উৎকৃষ্ট গুণকীর্তন করিয়াছেন । যশোদার এই সেই কীর্তি-
রূপ পটহশব্দ স্থখাতির সহিত ত্রিভুবনকেও পর্যটন করিয়া বিস্তারিত আছে ॥ ৮১ ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ ১০ম স্কন্ধে ৯ম অধ্যায়ে “নেমং বিরিক্ণঃ” অর্থাৎ “গোপী-
দিগের মত প্রসন্নতা একাও লাভ করেন নাই” ইত্যাদি ১৫শ শ্লোকে বর্ণিত
আছে ॥

অনন্তর শ্রীবলরাম শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরতা প্রকাশ অনুভবানন্তর তাঁহার প্রতি
সাভিলাষ বাক্যে কহিলেন, অহে ভাই ! আমরা বৃদ্ধনে বাস করিব ইহা স্মরণ
কর কি ? ॥ ৮২ ॥

শ্রীকৃষ্ণও মন্দহাস্ত পূর্বক কহিলেন, “আং আং” অর্থাৎ স্মরণ হইল স্মরণ
হইল ; আমরা দুইজনে তথায় ক্রীড়াও করিব ॥ ৮৩ ॥

অথ কথকঃ সমাপনমাহ ;—

ঈদৃশস্তনয়ো জাতস্তব গোপমহেশ্বর ।

যৌ রক্ষাবপি তৌ স্বস্ত্র দিব্যভলৌ বিনির্ম্মমে ॥ ৮৪ ॥

তদেবং বৃত্তে বৃত্তে সৰ্ব্বৈ তত্ত্বংকথামপি তত্ত্বংপৰ্বৈবানুভূয়
স্বং স্বমাবাসমাসন্নবন্তঃ ॥ ৮৫ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীগোপালচম্পুগনু দামোদর-বিনোদানুমোদনম্
নামাস্তমং পূরণম্ ॥ * ॥ ৮ ॥ * ॥

সমাপনে স্নিগ্ধকণ্ঠ বাক্যঃ বর্ণয়তি—ঈদৃশ ইতি পদ্যেন ॥ ৮৪ ॥

স্বয়ং কবিঃ প্রসঙ্গং সমাপয়তি—তদেবমিত্যাদি গদ্যেন । বৃত্তে বৃত্তে বৃত্তান্তে সমাপিতে সতি
তত্ত্বংপৰ্বৈব তত্ত্বংকথামপি তত্ত্বংসবরূপমেব ইত্যনুভূয় আবাসং গৃহং প্রাপ্তবন্তঃ ॥ ৮৫ ॥

॥ * ॥ ইতি শকার্ণবোধিকায়ং অষ্টমং পূরণম্ ॥ * ॥ ৮ ॥

অনন্তর কথক স্নিগ্ধকণ্ঠ কথা সমাপন করিয়া কহিলেন, হে গোপরাজ ! আপ-
নার একুপ পুত্র জন্মিয়াছেন যে, যিনি যমলাজ্জুনকে আপনার দিব্য তত্ত্বরূপে
নিৰ্ম্মাণ করিয়াছেন ॥ ৮৪ ॥

স্বয়ং কবি, প্রসঙ্গকে সমাপন করিয়া কহিলেন, এইরূপ ঘটনার পর সকলে
শ্রীকৃষ্ণের সেই সেই কথা গুলিকে সেই সেই উৎসবরূপে অনুভব করিয়া নিজ
নিজ গৃহে আগমন করিলেন ॥ ৮৫ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীগোপালচম্পুকাব্যে দামোদরবিনোদানুমোদন নামক অষ্টমপূরণ
সম্পূর্ণ ॥ * ॥ ৮ ॥ * ॥

নবমং পূরণম্

(বৃন্দাবন-প্রবেশঃ)

অথ দিনান্তরে ভাসমানায়াং সভায়াং শ্রীব্রজরাজঃ পর্য্যনু-
যুক্তবান্ ;—বৎস স্নিগ্ধকণ্ঠ ! তৌ খলু বৃক্ষৌ ব্রজে সঙ্কল্প-
প্রদতয়া দেবতাসদৃক্ষৌ ততঃ প্রাগ্জন্মনি কীদৃশাবত্র বা
কস্মাদাগতো সম্প্রতি চ কীদৃশতয়া ক গতৌ ॥ ১ ॥

স্নিগ্ধকণ্ঠ উবাচ ;—পূর্ব্বং ধূর্জটিমিত্রাছুৎপন্নবন্তৌ কদাচিত্তু
শ্রীদেবর্ষিবর্ষে ধাক্টম্নুষ্ঠিতবন্তৌ সন্তৌ পরিণামতঃ পরমানু-

নবমে পূরণে প্রোক্তং সদারাদৈঃ সর্ব্বশ্রুতিভিঃ ।

গোপৈঃ সাক্ষিঃ রামহব্যো বৃন্দাবনপ্রবেশনং ॥ ০ ॥

অধুনা স্বয়ং কবিঃ শ্রীবৃন্দাবনপ্রবেশলীলাং বর্ণয়িতুং প্রক্ৰমতে ;—অথ দিনান্তর ইত্যাদি গদ্যেন ।
পর্য্যনুযুক্তবান্ তৌ কথাকৌ সর্ব্বতোভাবেন অন্ত্রযোগং চকার । সঙ্কল্পপ্রদতয়া মনোহভিলাষপ্রদদেন
কস্মাৎ কিং কারণাৎ ॥ ১ ॥

তদন্তরতয়া স্নিগ্ধকণ্ঠৌ যদাহ তদ্বর্ণয়তি—পূর্ব্বমিত্যাদি গদ্যেন । প্রতিভবদবতারং যদা
বদা ভবতামবতারন্তদা তমুদ্दिष्ट সদেশে দেশে নিকটস্থানে আকলয়ন্তৌ প্রকাশয়ন্তৌ ॥ ২ ॥

এই নবমপূরণে নিজবৃত্তি দ্বারা জীবনযাত্রার নির্বাহক এবং স্বীয় পত্নীগণ সম-
বেত গোপগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের বৃন্দাবনে প্রবেশলীলা বর্ণিত হইবে ॥০॥

অনন্তর অন্ত্রদিবসে সভা প্রকাশিত হইলে শ্রীমান্ ব্রজরাজ স্নিগ্ধকণ্ঠকে জিজ্ঞাসা
করিলেন ; - বৎস স্নিগ্ধকণ্ঠ ! ঐ দুইটা বৃক্ষ ব্রজমধ্যে অভীষ্টদায়ক বলিয়া দেবতুল্য
হইয়াছিল । অতএব ইহার পূর্ব্বজন্মেই বা কিরূপ ছিল, এই স্থানেই বা কিরূপে
আসিল এবং সম্প্রতিই বা কিরূপ ভাবে কোথায় গেল ? ॥ ১ ॥

স্নিগ্ধকণ্ঠ কহিলেন, পূর্ব্বে শ্রীশিব-মিত্র অলকাপতি বক্ষরাজ কুবের হইতে এই

গ্রহেণ শ্রীদেবর্ষির্ব্যাকৃতনিগ্রহেণ বৃক্ষতায়ামপি ভগবদ্ভক্ততামা-
গতবন্তৌ প্রতিভবদবতারমুদ্রবতস্তস্মা বৃহদ্বনস্থভবদগৃহস্য তু
সদেশে দেশে যমলার্জুনবেশেন স্থিতবন্তৌ । এতদনন্তরঞ্চ
নিজগতিমাগতবন্তৌ পরমভগবদ্ভক্তিমন্তৌ চ জাতবন্তৌ ।
সম্প্রতি তু তদ্ভক্তিফলব্যক্তিমপ্যাকলয়ন্তৌ বর্তেতে ॥ ২ ॥

ব্রজরাজঃ সকৌতুকমুবাচ ;—কথ্যতাং তথ্যং সম্প্রতি কুত্র
প্রতিযাতৌ ।

অথ ব্রজেশ্বরীশ্বর্যৈর্বাক্যোবাচ্যঃ বর্ণয়তি—ব্রজ ইত্যাদি গদ্যোন । স্ফাঙ্কণে দৃষ্টবান্ ।

দুই জন উৎপন্ন হয়, কিন্তু * একদা দেবর্ষি নারদের প্রতি ধৃষ্টতা প্রকাশ করায়
দেবর্ষি তাহাদের উপর নিগ্রহ প্রকাশ করেন । পরে উভয়ের প্রতি অনুগ্রহ
করাতে বৃক্ষযোনি প্রাপ্ত হইয়াও ভগবদ্ভক্ততা লাভ করিয়াছিল । যে যে সময়ে
আপনাদের অবতার হইয়া থাকে, সেই সেই সময়েই মহাবনস্থিত ভবদীয় গৃহের
নিকটপ্রদেশে উভয়ে যমলার্জুন বৃক্ষবেশে অবস্থান করিয়া থাকে । এত দিনের
পর তাহারা নিজগতি প্রাপ্ত হইয়া পরম ভগবদ্ভক্ত হইয়াছে, কিন্তু সম্প্রতি ভগবদ্ভক্তি-
ফলের পরিণামও প্রকাশ করিয়া বিদ্যমান আছে ॥ ২ ॥

ব্রজরাজ সকৌতুকে কহিলেন, তুমি তথা প্রকাশ করিয়া বল, সম্প্রতি তাহারা
দুইজনে কোথায় গমন করিয়াছে ? ।

* পুরাকালে কুন্ডালচর নলকুবর ও মণিগ্রীব নামক দুইজন কুবেররাজপুত্র কৈলাস পর্বতের
উপবনে মল্লিকানী স্বর্ণ নদীতে মদিরাপানে মত্ত হইয়া কতিপয় দেবকন্যা লইয়া নিলজ্জভাবে
জলক্রীড়া ও হাস্য-পরিহাস করিতেছিলেন ; এমন সময়ে যদৃচ্ছাক্রমে দয়ালীল ভগবান্ দেবর্ষি নারদ
তথায় উপস্থিত হইলেন, তদর্শনে দেবকন্যাগণ বস্ত্র পরিধান করিলেন । কিন্তু ভ্রাতৃত্ব তাহা করিলেন
না, ইহাতে নারদ অভিসম্পাত করিয়া কহিলেন :—তোমরা রাজপুত্র হইয়াও এরূপ মদাক্ত হইয়াছ
যতএব তোমরা স্বাবর যোনি প্রাপ্ত হইবে : যাহাতে তোমরা আর এরূপ কুকায্য করিতে পারিবে
না ; কিন্তু সেই স্বাবর যোনিতেও আমার অহুগ্রহে স্মরণ থাকিবে এবং দেব পরিমিত শত বৎসর
পর ভগবৎ-সান্নিধ্য লাভ করতঃ তাহাতে ভক্তিলাভ করিতে পারবে ইহাই ভাগবত ১০ অধ্যায় ।

অথ স্নিগ্ধকণ্ঠঃ স্ব-মুখকমলং নময়িত্বা তুষণীমিব স্থিত্বা চ মধুকণ্ঠং কটাক্ষেণেক্ষাঞ্চক্রে ।

ব্রজরাজ উবাচ ;—সঙ্কুচমিব কথং নোচিবানসি ?

স্নিগ্ধকণ্ঠঃ সসম্ভ্রমমুবাচ ;—দেব ! বয়ং কিং ক্রমহে ?
শ্রীচরণাঃ স্বয়মেব বেৎস্শান্তি ।

ব্রজরাজঃ সস্মিতমুবাচ ;—সত্যং ভবদুঃখং পুনরুক্তমেব ভবেৎ । যতো ভবতো মৌনমেবাত্র ব্রবীতীতি রীতিবশাজ্জাতবন্ত এব চ বয়ং । তথাপি স্বমুখেণ হুখেণ যোজয়তু ভবানস্মান্ ।

স্নিগ্ধকণ্ঠ উবাচ ;—সর্বস্বথবর্ষি-শ্রীদেবর্ষিচরণানাং কৃপণ-বিষয়কৃপাকপ্ত তদেতদগতী লক্ষ্মমতী তাবেব স্ফুটমাবার্মতি ॥৩॥

সসম্ভ্রমং সাদরং । মৌনং প্রত্যুত্তরাদানং রীতিবশাৎ রীতিঃ প্রকৃতিঃ শীলং বা । কৃপণেতি অধমবিষয়ে বা কৃপা তয়া সমর্থিতয়া সৈষা গতিযয়োস্তৌ লক্ষ্মা মতিঃ জ্ঞানং যাভ্যাং তো ॥ ৩ ॥

অনন্তর স্নিগ্ধকণ্ঠ আপনার মুখপদ্ম নত করিয়া যেন মৌনাবলম্বন পূর্বক অবস্থান করতঃ কটাক্ষ নেত্রে মধুকণ্ঠকে নিরীক্ষণ করিলেন ।

ব্রজরাজ যেন সঙ্কুচিত হইয়া কহিলেন, তুমি কেন বলিলে না ? ।

স্নিগ্ধকণ্ঠ আদরের সহিত কহিলেন, মহারাজ ! আমরা কি বলিব, আপনারা পূজাপাদ, নিজেই ইহা জানিতে পারিবেন ।

ব্রজরাজ মুহূহাশ্বে কহিলেন, সতাই তোমার বাক্য পুনরুক্ত হইতেছে । যেহেতু তোমার মৌনাবলম্বনই বলিয়া দিতেছে, এইরূপ প্রকৃতি বা শীল হেতু আমরা নিশ্চয় জানিতে পারিয়াছি, তথাপি তুমি আমাদিগকে নিজমুখ দ্বারা পরমসুখে যোজিত কর ।

স্নিগ্ধকণ্ঠ কহিলেন, সর্বস্বথবর্ষী শ্রীমান্ দেবর্ষি পাদ অধম লোক দেখিয়া তাঁহাদের বিষয়ে যে দুই জনের সদ গতি প্রদান করিয়াছেন এবং যে দুই জন তাঁহারা ই কৃপায় জ্ঞানলাভ করিয়াছে আমরাই সেই দুইজন বিজ্ঞমান রহিয়াছি ॥ ৩ ॥

তদেতদাকর্ণ্য নিরীক্ষিততন্মুখাঃ শ্রীব্রজরাজপ্রমুখাঃ সমাহুয়
ভূয়ঃ সকৌতুকং সম্মুখং তৌ মিলিতবন্তঃ মধ্যে সমুপবেশ্য
নিরীক্ষিতবন্তশ্চেতি ॥ ৪ ॥

পুনশ্চ তৎপ্রশ্নানন্তরং মধুকণ্ঠঃ ক্রমপ্রাপ্তাং কথাং প্রাহ ॥ ৫

তদেবং বিচিত্রাপূর্বচরিত্রাদিবসপঞ্চকানন্তরং শ্রীমানুপ-
নন্দঃ স্ব-মন্দিরং বিন্দমানঃ স্ব-পত্নীং পপ্রচ্ছ ;—অদ্য স্ব-দেবর-
নর-দেবগৃহে কিং গমনমঙ্গলং জগৃহে ভবত্যা ?

পত্নী প্রাহ ;—অথ কিং । কো বা তদগমনং বিনা মনো
মানয়িতুং শক্নোতি কিমুত ভবদ্বিধনিকটসম্বন্ধিনস্তে বয়ম্ ।

পতিরাহ ;—বিশেষশ্চেৎ কথ্যতাং ॥ ৬ ॥

তদনন্তরং যদ্ব্যক্তমভূত্তদ্বর্ণয়তি—তদেতদিত্যাদি গদ্যোন । নিরীক্ষিততন্মুখাঃ দৃষ্টং তন্মুখং
যেষ্টে । সমুপবেশ্য সম্যগুপবেশনং কারয়তি ॥ ৪ ॥

পুনশ্চেতি গমাং স্রগমাং ॥ ৫ ॥

ক্রমপ্রাপ্তাং লীলাং স্নিগ্ধকণ্ঠো যথা বিবৃতবান তদ্বর্ণয়তি—তদেবমিত্যাদি গদ্যোন । তদেবং
বিচিত্রমপূর্বচরিত্রং যত্র কালে তস্মাৎ । বিন্দমানঃ ভক্তমানঃ স্বদেবেতি ব্রজেন্দ্রালায়ে, অথ কিং
স্বীকারে । মানয়িতুং সন্তোষয়িতুং । ভবদ্বিধেতি ভবদ্বিধানাং নিকটসম্বন্ধবিশিষ্টাঃ ॥ ৬ ॥

এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীমান্ ব্রজরাজ প্রভৃতি সকলেই উভয়ের মুখদর্শন-
পূর্বক আহ্বান করিয়া পুনর্বার কৌতুকের সহিত সতর্বে মিলিত হইলেন এবং
মধ্যে উপবেশন করাইয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥

পুনর্বার ব্রজরাজের প্রশ্নানন্তর মধুকণ্ঠ অবসর প্রাপ্ত কথার প্রস্তাব করি-
লেন ॥ ৫ ॥

যে সময়ে এইরূপ অপূর্ব বিচিত্র চরিত্র সংঘটিত হয়, সেই সময় হইতে পাঁচ
দিবসের পর শ্রীমান্ উপনন্দঃ নিজ-গৃহে গমন করিয়া আপনার পত্নীকে জিজ্ঞাসা
করিলেন ।

প্রিয়ে ! অত্ৰ নিজদেবর-ব্রজরাজে গৃহে কি তোমার গমনরূপ মঙ্গল কার্য
হইয়াছে ?

পত্নী কহিলেন হাঁ, তাহা কি আবার বলিতে হয় ! কোন্ ব্যক্তিই বা তাঁহার

পত্নী প্রাহ ;—

(ক) যস্মিন্ প্রেমপ্রচুরং ভয়মপি তস্মিন্ বিভাব্যতে প্রচুরম্ ।

ঈক্ষণবন্তস্তমসা মুহুরিন্দ্বর্কারিতিস্ত বীক্ষন্তে ॥ ৭ ॥

তথাহি যদ্যপি নিরবদ্যাধানবিধাতৃ-মাতৃপ্রভৃতিভীরক্ষ্যেতে
সভীভিরেব তৌ তথাপি খেলাবেলায়াং সম্ভালয়িতুমপারণীয়তয়া
সকলমেব বিকলয়তঃ । তত্র চাদ্যতনবৃত্তং প্রতিপদ্যতাম্ ॥ ৮ ॥

তৌ ভবদ্রাতৃজৌ সনিজব্রজ-ব্রজেশ্বর-ভোজ্যসজ্জনায়

সাত্ত্ব যং বিশেষমাহ তদ্বর্ণয়তি—যস্মিন্নিতি পদোদান । ঈক্ষণবন্তঃ নতু নেত্রবিহীনাঃ ॥ ৭ ॥

তদ্ব্যয়ং সকারণং বর্ণয়তি—যদ্যপীত্যাদি গদ্যোদান । নিরবদ্যেতি দোষরহিতং যদগর্ভাধানং
তদ্ব্যয়িত্বং গীলাং যাসাং তা মাতরস্তাভিঃ সভীভির্ভয়েন সহ বর্ভমানাভিঃ, খেলাবেলায়াং ক্রীড়াসময়ে,
বিকলয়তঃ বৈকল্যাং প্রাপ্তবৃত্তং প্রতিপদ্যতাং জ্ঞায়তঃ ॥ ৮ ॥

তৎকারণং তদ্দিনকৃত্যং সা যদাহ তদ্বর্ণয়তি—তাবিত্যাদি গদ্যোদান । সনিজেন্তি আত্মীয়বর্গেণ

গৃহে গমন বাতীত আপনার মনঃ স্থস্থির রাখিতে পারে ? বিশেষতঃ আপনাদের
জ্ঞায় নিকটসম্বন্ধধারী মাদৃশ জনের আর কথা কি ? ।

পতি কহিলেন, যদি কিছু বিশেষ থাকে ত বল ॥ ৬ ॥

পত্নী কহিলেন, বাহাতে প্রচুর পরিমাণে প্রেম আছে, তাহাতে প্রচুর পরিমাণে
ভয়ও লক্ষিত হইয়া থাকে । দেখুন বাহাদের চক্ষু আছে, তাহারাই ভীতি বা
অঙ্গলজনক রাহু দ্বারা চন্দ্র সূর্য্যের আবরণ দেখিতে পায়, নয়নবিহীন জন তাহা
দেখিতে পায় না ॥ ৭ ॥

দেখুন, অনিন্দিত গর্ত্তাধানের বিধান সমর্থী জননী প্রভৃতি গুরুগণ ভীত
হইয়াই ঐ দুই বালক রামকৃষ্ণকে রক্ষা করিতেন, তথাপি খেলার সময়ে উভয়কে
দেখিতে কেহই পারগ হইবেন না বলিয়া ঐ রামকৃষ্ণ সকলকেই ব্যাকুলিত
করিতেন । তন্মধ্যে অদ্যকার বৃত্তান্ত অবগত হউন ॥ ৮ ॥

আত্মীয়জন-সকলের সহিত ব্রজেশ্বরের খাণ্ডসামগ্রী সম্পাদন করিবার জন্ত

(ক) “বিভাব্যতে প্রচুরঃ” ইত্যত্র “বিভাব্যতে বহুধা” ইতি, দ্বিতীয়াদ্ব্যস্তলে—“যস্মিন্নেতৎ
শব্দাবিষয়স্তদ্ব্যয়ং কর্ণাদি” ইতি চ পাঠান্তরম্ বৃন্দাবন-গৌরানন্দপুস্তকেষু ।

জনিতামোদায়াং যশোদায়াং তদীয়-সাহায্যকারোহিণ্যামপি
রোহিণ্যামাশঙ্কাপাত্রীর্ধাত্রীর্বঞ্চয়িত্বা বিদূরং চক্ষিতবন্তৌ ॥ ৯ ॥

যথা—

ধাত্রীগামপরত্র কশ্মণি মনাদভ্রাত্বানামগ্রতঃ

সব্যাসব্য-দৃশোদৃশোরবিময়ে সান্তুর্দ্ধিদেবে চ তৌ ।

ক্রীড়াদন্তবশাং ক্রমাদপগতো বিদ্রুত্য দূরস্থিতৌ

তত্রাথ স্ব-সুহৃদ্বিরুদ্ধতগণৈঃ কোলাহলং চক্রতুঃ ॥ ১০ ॥

অথ তথা নিকৃতস্তংপালনাধিকৃতধাত্রীবর্গঃ ক্ষণাৎ কৃতাব-

সহ বর্তমানো যো ব্রজেন্দ্রশুভ্র ভোজ্যপ্রস্তুতায় জনিতামোদায়াং জনিতহায়াং, তদীয়েতি ভোজন-
সম্বন্ধ্যানুকূল্যমারোহিতুং সম্পাদয়িতুং শীলমস্ত্রাস্ত্রস্তাং রোহিণ্যামপি সত্যং চক্ষিতবন্তৌ গন্তবন্তৌ
“চকু গতাং” ॥ ৯ ॥

অথ ছিলেন দূরং গতযোঃ শ্রীরামকৃষ্ণয়োঃ সগিভিঃ সহ বিহরণঃ বর্ণয়তি—ধাত্রীগামিতি পদ্যেন ।
সব্যাসব্যদৃশোঃ ধামে দক্ষিণে চ দৃষ্টির্ময়োঃ নেত্রদ্বয়েরগোচরে সান্তুর্দ্ধিদেবে সহতিরোধানদেশে ক্রীড়াদন্তঃ
কীড়ায়াঃ কাপটাঃ চলং অপগতো চূহৈঃ উদ্ধৃষ্টালৈর্নিরর্গলকণ্ঠৈঃ সহ ॥ ১০ ॥

তদা ভয়াস্থিতানাং ধাত্রীবর্গাণাং বৃত্তং বর্ণয়তি—অথেত্যাদি গণ্যেন । তথা নিকৃতস্তজপেণ
প্রতিরিতঃ কৃতাবধানসর্গঃ । কৃতোহবধানস্ত সর্গে নিম্নাণং যেন সং কৃতান্তমার্গঃ কৃতোহবধানমার্গে-
বশোদা সহর্ষে বাস্ত হইলেন এবং রোহিণীও তদীয় সাহায্যকারিণী হইলেন,
ধাত্রীগণ “গমনাদি বিষয়ে আমাদের প্রতিবন্ধক হইবে,” এইরূপভাবে ধাত্রীদিগকে
আশঙ্কাস্পদ বিবেচনা করতঃ তাহাদিগকে বঞ্চনা করিয়া আপনার ভ্রাতৃপুত্র দুইটি
অত্যন্ত দূরদেশে গমন করিয়াছিলেন ॥ ৯ ॥

বঞ্চনা যথা—যখন ধাত্রীগণ অপর কশ্মে দ্রিমং ভাবে মনঃসমর্পণ করিল, তখন
তাহাদের অগ্রে তাহাদের বাম এবং দক্ষিণভাগে নেত্রদ্বয়ের অগোচর স্থানে এবং
যে স্থানে লুকায়িত হইয়া থাকিতে পারা যায়, সেই স্থানে ঐ দুই ভ্রাতা ক্রমে
কপটক্রীড়ার ছলে চলিয়া যান, দৌড়িয়া গিয়া দূরে অবস্থান করেন, অনন্তর তথায়
উদ্ধতকণ্ঠস্বরে স্বাধীন ভাবে চীৎকার পূর্বক নিঃসঙ্গগণের সহিত কোলাহল
করিয়া থাকেন ॥ ১০ ॥

অনন্তর ঐ বালকদ্বয়ের রক্ষাকার্য্যে যে সকল পাত্রী নিযুক্ত ছিল, তাহারা
রূপে শঠতায় প্রতিরিত হইয়া কণকাল পরে অবধান পূর্বক ইহা শীঘ্রই অমু-

ধানসর্গঃ শীত্রেমেব কৃতানুমাগঃ ক্রমেণ স্বস্তাকারণমকারণতামাসা-
দিতমবধার্য নিজেস্বর্যোরাবেদয়ামাস ॥ ১১ ॥

তাবচ্চ ততোহপ্যতিদূরং গম্ভীরসরিভীরং গতাবাকর্ণ্য পুতনা-
সূদনপ্রসূ রামাশ্বালামেব তয়োঃ সঙ্কলনায় চালয়ামাস । হন্ত ! ন
জানে খল্বর্জুনযুগলবদুর্জুনপ্রেয্যমাণতয়া কশ্চিদনোকহো বা
নদ্যবরোহো বা স্থলতীতি ময়ি পাককর্ষবিপাকাবরুদ্ধায়াং
সত্ত্বরং ত্রমেব স্বয়ং যাহীতি ॥ ১২ ॥

সা চ তত্র গতী শীত্রেং ব্যগ্রীভূতান্গমানসা ।

“সরিভীরগতং কৃষ্ণং ভগ্নার্জুনমথাহ্বয়ং ॥” ১৩ ॥ (ক)

হৃদেবগং যেন সঃ স্বস্তাকারণং স্বকর্তৃকমাকারণমাহ্বানং অকারণতাং ব্যর্থতামাসাদিতং প্রাপিতং ।

নিজেস্বর্যোঃ শ্রীযশোদা-রোহিণ্যোঃ ॥ ১১ ॥

তদেবং নিশম্য ভীত! ব্রজেস্বরী যদাচচার তদ্বর্ণয়তি—তাবচ্চেতি গদ্যেন । আকর্ণ্য শ্রুত্বা
রামাশ্বালাং রোহিণীং সঙ্কলনায় আকর্ণ্যায় অনেকহো বৃক্ষঃ নদ্যবরোহো নদ্যাং অবতরণশ্চ পস্থাঃ ।
পাকেতি পাককর্ষেব বিপাক আপং তেনাবদ্ধায়াং ময়ি সত্যং ॥ ১২ ॥

পুত্রয়ো বৎসলা শ্রীরোহিণী যং কৃতবতী তদ্বর্ণয়তি—সা চেতি পদ্যেন । ব্যগ্রীভূতান্গমানসা
ব্যগ্রীভূতে দেহচিত্তে যন্তাঃ সা ॥ ১৩ ॥

সন্ধান করিল এবং ক্রমে ক্রমে অনেকক্ষণ পর্যন্ত রামকৃষ্ণের নাম ধরিয়া যে আহ্বান
করা হইয়াছিল “তাঁহাও বৃথা হইয়াছে” ইহা নিশ্চয় করিয়া নিজেস্বরী যশোদা
এবং রোহিণীর নিকট গিয়া নিবেদন করিল ॥ ১১ ॥

তৎকালে তথা হইতেও অতিদূরবর্তি গম্ভীর নদী-তীরে উভয়ে গমন করিয়া-
ছেন শুনিয়া পুতনারি শ্রীকৃষ্ণের জননী যশোদা তাঁহাদের দুইজনকে আনিবার
জন্ত রাম-জননী রোহিণীকেই প্রেরণ করিলেন । এবং বলিলেন, হায় ! জানিতে
পারিতেছি না, হয় ত অর্জুনদ্বয়ের স্থায় দুর্জনকর্তৃক প্রেরিত হইয়া কোন বৃক্ষ
অথবা নদীতে অবতরণ হইবার পথ স্থলিত হইবে । অতএব আমি অন্নাদি
পাককর্ষের আপদে অবরুদ্ধ হইয়াছি, তুমিই সত্ত্বর স্বয়ংই গমন কর ॥ ১২ ॥

অনন্তর রাম-জননী ব্যাকুলদেহে ও ব্যাকুলচিত্তে তথায় গমন করিয়া নদীতীর-
গত অর্জুন বৃক্ষের ভগ্নকারি-শ্রীকৃষ্ণকে ডাকিতে লাগিলেন ॥ ১৩ ॥

(ক) পরাধঃ শ্রীভাগবতীয়ঃ । দশমে ১১ অধ্যায়ে “রামঞ্চ রোহিণী দেবী ক্রৌড়ন্তঃ বালকৈ-
র্ভৃশঃ” ইতি ভাগবতে পরাধঃ । তন্ত পূর্বপার্শ্বমাত্রং পরাধিহেন উক্তং ।

ততশ্চ ক্রীড়ারঙ্গাকুলতয়া তদনঙ্গীকর্তরি সঙ্গীশিতরি কৃষ্ণে
কৃষ্ণাগ্রজে চ তদনুগতৃষ্ণে সা পরিবৃত্য সদাগত্য তস্য কিঞ্চিদুয়-
স্থানং প্রভব-স্থানমেব প্রস্থাপয়ামাস ॥ ১৪ ॥

ততশ্চ তন্মাতা চ গত্বা—

ক্রীড়ন্তুং তনয়ং বাটৈরতিবেলং সহাগ্রজম্ ।

বীক্ষ্য স্তনমিষাৎ স্নেহং বর্ষন্তী হুতিমাতনোৎ ॥ ১৫ ॥

নতু সহসা সমীপমাপ তৎপলায়নশঙ্কয়া । আহুতিমাধুরী-
চেয়মাশ্বাদধুরীগতাং নীয়তাম্ ॥ ১৬ ॥

স্বয়া কৃতে আস্থানেহপি যদা তৌ নাজগ্মহুস্তদা সা ব্রজেশ্বরীং প্রেষয়ামানেতি বর্ণয়তি—
ক্রীড়ন্তাদি গদ্যেন । সঙ্গীশিতরি সঙ্গিনাং নিয়ন্তরি তদনুগতৃষ্ণে কৃষ্ণস্তানুগতা তৃষ্ণা যস্য তস্মিন্
প্রভবস্থানমুত্তবস্থানমর্থাজ্ঞানীং ॥ ১৪ ॥

তদা চ ব্রজেশ্বরীকৃতাং বর্ণয়তি—ক্রীড়ন্তুমিতি পদ্যেন । অতিবেলমতিশয়ং, স্তনমিষাৎ
দৃক্ষকরণচ্ছলাৎ, হুতিমাশ্বানং ॥ ১৫ ॥

ন ইতি হৃগমং । আশ্বাদধুরীগতাং আশ্বাদবাহকতাং ॥ ১৬ ॥

তথাপি ক্রীড়ারঙ্গে আকুল হইয়া সঙ্গিজনের নিয়ন্তা শ্রীকৃষ্ণ রোহিণীর আহ্বান
অঙ্গীকার করিলেন না এবং বলভদ্রও শ্রীকৃষ্ণেরই ইচ্ছানুবর্তী হইয়া গ্রাহ করিলেন
না, তখন রোহিণী পরাবৃত্ত হইয়া গৃহে আগমন করিলেন এবং তাঁহার জননী
ব্রজেশ্বরীকে প্রেরণ করিলেন । যে হেতু ব্রজেশ্বরী উভয় বালকের পক্ষেই
কিঞ্চিং ভয়ের কারণ অর্থাৎ রোহিণী অপেক্ষা যশোদাকে উভয়ে কিছু ভয় করিয়া
থাকেন ॥ ১৪ ॥

তদনন্তর তাঁহার মাতা গমন করিয়া, বালকগণের সহিত এবং রামের সহিত
শ্রীকৃষ্ণ ক্রীড়া করিতেছেন দেখিয়া স্তনদৃষ্টচ্ছলে স্নেহ বর্ষণ করত আহ্বান করিতে
লাগিলেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের পলায়ন-শঙ্কা করিয়া সহসা তাঁহার নিকটে গমন
করিলেন না । এই আহ্বান-মাধুরী যতদূর সুন্দর হইতে হয় তাহা আপনারা
আশ্বাদন করুন ॥ ১৫—১৬ ॥

“কৃষ্ণ কৃষ্ণারবিন্দাক্ষ ! তাত ! এহি স্তনং পিব ।

অলং বিহারৈঃ ক্ষুচ্ছাস্তস্তদ্বান্ ভোক্তুমহতি ॥” ইতি ॥১৭॥

তথাপি মিথঃ সজ্জ্বলতঃ ক্রীড়াতর্ষবন্তং তমনাগচ্ছন্তং
ধর্ময়ন্তী” বিচ্ছিন্নরতা-বিধুর-সজাতীয়স্নেহস্ত দ্বিতীয়পাত্রমাদৃত-
স্ববচনমাত্রিতয়া-বশ্যমেব বশ্যং শ্রীবলভদ্রমেব সানুক্রোশং চুক্রোশ,

“হে রামাগচ্ছ তাতাশু সানুজঃ কুলনন্দন ! ।

প্রাতরেব কৃতাহারঃ ক্রীড়াশ্রান্তোহসি পুত্রক ! ॥

প্রতীক্ষ্যতে ত্বাং দাশাহ’ ! ভোক্ষ্যমাণো ব্রজাধিপঃ ।

এহাবয়োঃ প্রিয়ং ধেহি স্বগৃহং যাত বালকাঃ ! ॥ ১৮ ॥”

তদাহ্বানপরিপাটিং বর্ণয়তি—কৃষ্ণেতি পদ্যেন ॥ ১৭ ॥

তাদৃশাহ্বানেহপি অনাগচ্ছন্তং পুত্রং নীক্ষ্য সা যদুপায়ং চকার তদ্বর্ণয়তি—তথাপীত্যাদি-
গদ্যেন । মিথ ইতি ক্রীড়ায়াং জয়ে পরস্পরস্পর্ধাতঃ ধর্ময়ন্তী পরাভবঃ কারয়ন্তী বিচ্ছিন্নরতেতি
বৈরিতারহিতো যঃ সজাতীয়ঃ স্নেহস্ত আদৃত্যেতি আদৃতং স্বীকৃতং স্ববচনমাত্রং যেন তন্তয়া,
সানুক্রোশং দয়াসহিতং যথা স্তাৎ । অনুক্রোশবাক্যানি নির্দেশিত—হে রামেত্যাদি ॥ ১৮ ॥

১০ম স্কন্ধে ১১শ অধ্যায়ে ৯ম শ্লোকে যথা—দূর হইতে যশোদা ডাকিতে
লাগিলেন, হে কৃষ্ণ ! হে কৃষ্ণ ! হে অরবিন্দাক্ষ ! হে তাত ! শীঘ্র আইস, স্তন
পান কর । আর খেলায় প্রয়োজন নাই, ক্ষুধায় শ্রান্ত হইয়াছ, এখন ভোজন
কর। তোমার উপযুক্ত কার্য্য ॥ ১৭ ॥

তথাপি খেলা-বিষয়ে জয় করিবার জন্ত পরস্পর স্পর্ধা হেতু শ্রীকৃষ্ণ খেলিবার
বাসনা করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার কথায় আসিলেন না, তখন যশোদা পুত্রের
পরাভব করিবার জন্ত বিচ্ছেদ রহিত অর্থাৎ বৈরিতা শূন্য যে সজাতীয় স্নেহ তাহার
দ্বিতীয় পাত্র এবং আমার বাক্যের আদর-বিধায়ক বলভদ্র অবশ্য বশ্য হইবেন, এই
চিন্তা করিয়া সদয়ভাবে আহ্বান করিতে লাগিলেন ।

১০ম স্কন্ধে ১১ অধ্যায়ে ৯ শ্লোকে । হে রাম ! হে ! তাত ! তুমি কুলপ্রদীপ
অনুজসহ শীঘ্র আগমন কর, কখন প্রাতঃকালীন আহার করিয়া আসিয়াছ, হে পুত্র
দেখিতেছি তোমরা খেলায় শ্রান্ত হইয়াছ, হে দাশাহ’ ! ব্রজপতি নন্দ ভোজন

ততো মাতৃহৰ্ষণায় নিবৰ্ত্তিতুং কৃষ্ণং কৰ্ষতি সঙ্কৰ্ষণে
সচ্ছলপ্রোৎসাহনং তমেব ভৰ্ণতি স্ম ।

“ধূলীধূসরিতাস্ত্বং তাত ! মজ্জনমাবহ ।

জন্মক্ষং তেহদ্য ভবতি বিপ্রেভ্যো দোহ গাঃ শুচিঃ ॥”

পুনস্তদানীমেব গৃহাদাগতান্ বালানাকলয্য স্পৃহাং
বৃংহয়ন্তী বভাসে ।

“পশ্য পশ্য বয়স্যংস্তে মাতৃমুক্তস্বলঙ্কতান্ ।

ত্বঞ্চ স্নাতঃ কৃতাহারো বিহরস্ব স্বলঙ্কতঃ ॥ ১৯ ॥

অথ ক্রীকৃষ্ণং প্রতি যদাহ তদ্বর্ণয়তি --তত ইতি গদ্যেন । তং কৃষ্ণং, পুনরতি গদ্যাং স্মরণং ।
বৃংহয়ন্তী স্নানাদৌ বর্দ্ধয়ন্তী । তৎ কখনঃ বর্ণয়তি --পশ্য পশ্যেতি পদ্যেন ॥ ১৯ ॥

করিতে বসিয়া তোমাদের প্রতীক্ষা করিতেছেন, আসিয়া আমাদের প্রীতি উৎ-
পাদন কর, পরে অন্ত্য বালকদিগের প্রতি কহিলেন, অরে বালকগণ ! তোরা
সকলে আপন আপন গৃহে যা ॥ ১৮ ॥

তদনন্তর মাতার হর্ষ নিমিত্ত কৃষ্ণকে ক্রীড়া হইতে নিবৃত্ত করাইবার জন্ত
সঙ্কৰ্ষণ আকর্ষণ করিলে ব্রজেশ্বরী ছলের সহিত উৎসাহ পূর্ণ বাক্য কহিতে
লাগিলেন ।

১০ স্কন্ধে ১১ অধ্যায়ে ৯ শ্লোকে যথা—তদনন্তর পুনর্বার আপনার বালককে
বলিতে লাগিলেন, তাত ! ধূলিঘারা তোমার সকল অঙ্গ ধূসরিত হইয়াছে, স্নান
করিবে চল, বৎস ! অথ তোমার জন্মক্ষত্র, শুচি হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে গো সকল
দান করিতে হইবে ।

পুনর্বার তৎকালেই গৃহ হইতে বালকদিগকে আসিতে দেখিয়া তাহাদিগের
মজ্জন স্নানাদি কার্যাদ্বারা নিজ স্পৃহাকে বর্দ্ধিত করিয়া কহিলেন ।

১০ স্কন্ধে ১১ অধ্যায়ে ৯ শ্লোকে । বৎস ! দেখ দেখি তোমার ঐ
সকল বয়স্ক বালকগণ স্ব স্ব জননীগণকর্তৃক কেমন মার্জিত শরীর ও সুন্দররূপ
অলঙ্কৃত হইয়াছে, তুমিও চল, স্নান করিয়া আহারের পর অলঙ্কৃত শরীরে আসিবে,
আসিয়া পুনরায় খেলা করিও ॥ ১৯ ॥

তদেবং বাল্যমারভ্য বিপ্রপোষণাদাত্মনস্তোষ ইতি তদা-
রম্ভায় স্তম্ভমানমাহ্বানাদি লক্ষ্যেণ লঘু লঘু সমীপমাসন্ন্য সরামং
রামানুজং ভুজয়োগৃহীত্বা গৃহমানিনায় ।

ততশ্চ “জন্মক্ষং তে” ইতি মিথ্যাকথ্যমানমপি তেন
গৃহীতং নিতরামেব গৃহীতবতী ব্রজরাজগৃহীণী তৎ পর্ব্ব । যত্র
দুষ্কদৃষ্টিনিবারণায় সবস্ত্রা মস্ত্রা মুহুর্বিম্বাসমূহঃ ॥ ২০ ॥

তদেবমবধায় স সর্ব্বদর্শঃ শ্রীমানুপনন্দঃ পরামমর্শ ।
সত্যমাশঙ্কিতং প্রজাং প্রতি প্রজরত্নোরনয়োঃ প্রজাবতোয়ঃ ।

বিপ্রেষ্যো দেহি গাঃ শুচারিত ক্রতী তৎকরণায় স্তম্ভমানং সরামং শ্রীকৃষ্ণং যথা জগ্ৰাহ
তদ্বর্ণয়তি—তদেবমিত্যাदि গদ্যেন । তদারম্ভায় বিপ্রেষ্যো গোদানায় আহ্বানাদি লক্ষ্যেণ ।
আহ্বানাদীনাং লক্ষ্যো বিষয়স্তনোপলক্ষিতং সরামং কৃষ্ণং । তেন কৃষ্ণেন সবস্ত্রা দেবানামধি-
ষ্ঠানেন সহিতা মস্ত্রা বিপ্রেক্ষচারিতা ইতি শেষঃ । বিম্বাসং বিশেষেণ তন্তু স্থাপনং ধারয়ামাহঃ ॥ ২০ ॥

এবং পত্নীবাক্যাৎ সর্ব্বং বৃত্তান্তং নিশম্য উপনন্দো যদাচ্যোত তদ্বর্ণয়তি—তদেবমিত্যাदि

সে যাহা হটক, এই প্রকারে বাল্যকাল হইতেই ব্রাহ্মণদিগের পালনে শ্রীকৃষ্ণ
আত্মতুষ্টি ঘটতি ; সুতরাং সেই কার্যের জন্ত অর্থাৎ ব্রাহ্মণদিগকে গো-দানের
কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্তম্ভিত হইলেন । এবং আহ্বানাদি করিবার চিহ্নে চিহ্নিত
হইলেন । ব্রাহ্মণ ভোজনার্থে আহ্বান করিলেই দ্রুত কৃষ্ণকে ধরা বাইবে, এইরূপ
আহ্বানের চিহ্ন বুঝিয়া লইয়া জননী সেই সঙ্কেত দ্বারা কৃষ্ণাকর্ষণ স্থির করিলেন ।
এই সঙ্কেতে কৃষ্ণ স্থির হইয়া দাঁড়াইলে পর যশোদা ধীরে ধীরে নিকটে গিয়া বল-
রামের সহিত শ্রীকৃষ্ণকে হস্ত ধরিয়া গৃহে আনয়ন করিলেন ।

অধিক কি, যে উৎসবে দুর্জনে ব্যক্তিগণের কুদৃষ্টি নিবারণ করিবার জন্ত মস্ত্রা-
ধিষ্ঠিত অর্থাৎ দেবতাদিগের অধিষ্ঠান সহিত ব্রাহ্মণগণের উচ্চারিত মন্ত্র সকল বার-
বার বিম্বাস প্রাপ্ত হইয়াছিল, সুতরাং “এটি তোমার জন্ম নক্ষত্র” এই মিথ্যা বাক্য
উচ্চারিত হইলেও ব্রজরাজপত্নী যশোদা তদ্বারা কৃষ্ণকে সম্যকরূপে ধরিয়া ফেলি-
লেন এবং জন্মোৎসবরূপ পর্ব্বকে কৃষ্ণের নিকট প্রচার করিলেন ॥ ২০ ॥

এইরূপ পত্নীবাক্য দ্বারা সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ত্রিকালজ্ঞ সর্ব্বদর্শী শ্রীমান্
উপনন্দ পরামর্শ করিতে লাগিলেন, বৃদ্ধা এবং পুত্রবতী যশোদা ও রোহিণী দুইজন

(ক) যদিদং গোষ্ঠপ্রকোষ্ঠমবদুষ্টিমিব দৃশ্যতে । ভবতু ব্রজরাজ-
সমাজমনু বিচারয়িষ্যামঃ ।

তৎপত্নী প্রাহ;—বিচারঃ পুনস্তত্র ভবত্যেব স্থাস্থিতি ॥২১॥

অথ প্রাতরেব গোত্রজব্রজান্তস্থায়ং সর্বার্থাস্পদ-ব্রজরাজ-
সমাজরাজমানায়ামাস্থান্যং মিলিতা গোপালা গোপালনাদি-
সৌকর্যং নাভ্যেতি পর্যালোচয়ামাস্ত্ৰঃ ।

চিরাবাসেনোৎসন্নসমতাবনতয়া বৃহদ্বনশ্চ । তত্র তু বয়ো-
জ্ঞানভ্যাং বৃদ্ধঃ শ্রীরামকৃষ্ণপ্রেম্ণা সমৃদ্ধঃ স্বাক্ষ-পল্যক্ষ-সদলক্ষ-
রিষুনা মধ্যে মধ্যে চ চিবুকং গৃহীত্বা বিতথপ্রশ্নমাচরিষুনা

পদ্যেন । সর্বদর্শঃ সর্বঃ পশ্যত্যতি সঃ, প্রজরতো বৃদ্ধয়োবশোদারোহিণ্যোঃ অবদুষ্টিং নিশ্চয়-
দোষযুক্তং ॥ ২১ ॥

অধুনা স বিচারঃ কথমুখ্যাপত ইতি তৎ প্রসঙ্গং বর্ণয়িতুং প্রকৃতমতঃ,—অথেনাদি পদ্যেন ।
গৌরজেতি গোসমূহানাং যো ব্রজো গোষ্ঠং তস্ত মধ্যস্থিতায়াং আস্তান্যং সভায়াং । উৎসন্নাসন্নবন-
তয়া বিনাশিতহমাসন্নং প্রাপ্তং বনঃ বৃক্ষাদি সমূহো বন ভাদৃশতয়া । স্বাক্ষেতি স্বস্ত্র অক্ষরূপং বৎ

ব্রাহ্মজ্ঞায়ার সন্তানের প্রতি সতাই আশঙ্কা হইয়াছিল, যেহেতু এই গোষ্ঠভূমির
প্রকোষ্ঠ, দুষ্টজন দ্বারা যেন ব্যাপ্ত দেখিতেছি । হউক, ব্রজরাজের সভায় গিয়া
ইহার বিচার করিব ।

উপনন্দের পত্নী কহিলেন ;—সে সভাতে আপনাতেই বিচার থাকিবে অর্থাৎ
আপনাকেই বিচারক হইতে হইবে ॥ ২১ ॥

অনন্তর প্রাতঃকালেই গোসমূহের গোষ্ঠমধ্যস্থত এবং সর্বপ্রকার প্রয়োজনের
আধার স্বরূপ ব্রজরাজের সভাসং জনগণ দ্বারা বিরাজিত সভামধ্যে গোপগণ মিলিত
হইয়া পর্যালোচনা করিয়াছিলেন যে, এখানে গোপালনাদি কার্য কেন আনন্দে
সম্পন্ন হইতেছে না ? চিরকাল বৎস করাতে বৃহদ্বনের বৃক্ষ সমূহাদি বিনাশ প্রাপ্ত
হইয়াছে । কিন্তু ঐ সভাস্থিত বয়োবৃদ্ধ ও জ্ঞানবৃদ্ধ ও শ্রীমান্ রামকৃষ্ণের প্রেমে

তত্তদা ক্রীড়ানকযাত্রাসতৃষ্ণেন কৃষ্ণেন লভ্যমানানন্দঃ শ্রীমানুপ-
নন্দঃ প্রাবোচদখিলরোচনমিহ চ ব্রজরাজস্য সঙ্কোচমবলোচয়ন্
বালপ্রজামাত্রস্য হিতপক্ষমুপলয়ামাস ॥ ২২ ॥

যথা—

ইহ ন স্বেয়মিতীর্থং, ব্রজহিতমুক্তং ভবদ্বিষ্যৎ ।

তৎ পুনরতিবালানাং, হিতপ্রধানং মম স্মরতি ॥ ২৩ ॥

সহজনিজনিতে যন্মম, পরপরযত্নেন রক্ষিতেহপ্যত্র ।

জাতং বিপ্লবজাতং, তস্মাৎ কিং স্মাদিহোর্বীরিতম্ ॥ ২৪ ॥

পল্যঙ্কঃ তৎ । সং প্রশস্তং যথা শ্রাস্তথা অলং কর্তৃং শীলমস্ত তেন বিতথঃপ্রঃ মিথ্যাজিজ্ঞাসাং ।

ইহ চ বৃহদ্বনে উপলক্ষয়ামাস আললষে অনুমানং চকার বা ॥ ২২ ॥

তত্রোপনন্দবাক্যং বর্ণয়তি — ইহেত্যাদি ত্রয়োদশপদোন (২৩—৩৫ ১৩) ॥ ২৩ ॥

সহজনি ব্রজরাজ স্তম্ভাজ্ঞাতে কৃষ্ণে বিপ্লবজাতং উপদ্রবসমূহো জাতঃ উর্বরিতঃ অস্তদ-
পেক্ষণীয়ঃ ॥ ২৪ ॥

সমৃদ্ধিসম্পন্ন শ্রীমান্ উপনন্দ শ্রীকৃষ্ণদ্বারা আনন্দ লাভ করিলেন । শ্রীকৃষ্ণও তাঁহার
নিজকোড়রূপ পল্যঙ্ক উত্তমরূপে অলঙ্কৃত করিতেছিলেন, মধ্যে মধ্যে তাঁহার চিবুক
ধরিয়া মিথ্যাপ্রশ্ন করিতেছিলেন এবং বিবিধ খেলার দ্রব্য প্রার্থনা করিবার জন্য
চঞ্চল হইয়াছিলেন । তখন উপনন্দ সকলের রুচিকর বাক্য বলিলেন এবং
বৃহদ্বনে ব্রজরাজের সঙ্কুচিত ভাব পর্যালোচনা করিয়া সমস্ত শিশুসন্তানের হিত পক্ষ
অবলম্বন করিলেন ॥ ২২ ॥

যথা—“এই স্থানে থাকিও না” এই প্রকার আপনারা যে ব্রজের হিতকর বিষয়
প্রস্তাব করিয়াছেন, কিন্তু আমার বিবেচনায় তাহা অত্যন্ত শিশুদিগের পক্ষেই
প্রধান হিতকর বিষয় বলিয়া বোধ হয় ॥ ২৩ ॥

আমার কনিষ্ঠ ব্রজরাজের পুত্র শ্রীকৃষ্ণ, নানাবিধ যত্নে রক্ষিত হইলেও যখন
তাঁহাতে বিবিধ উপদ্রব সংঘটিত হইতেছে, তখন বাস-ত্যাগের পক্ষে ইহা অপেক্ষা
আর অধিক কারণ কি আছে ? ॥ ২৪ ॥

তত্ত্বপদ্রবজাতে, কেবল-পরমেশিতুরক্ষা ।
 তস্মিন্ ভারং দদ্যাদিতি চ মতং ন খলু তৎপরৈরিক্তম্ ॥২৫॥
 চলতা দ্বয়মনুচিন্ত্যং, ত্যাজ্যং গম্যঞ্চ যদ্ধাম ।
 ত্যাজ্যং দুঃখনিধানং, গম্যং সুখিতানিধানস্ত ॥২৬॥
 স্থানং তদপাদেয়ং, যদিহ পরত্র চ ঘটেত দুঃখায় ।
 বৃহদাখ্যং বনমনুপদমৈহিকদুঃখায় সাম্প্রতং জাতম্ ॥২৭॥
 স্থানং তদুপাদেয়ং, যদিহ পরত্র চ ঘটেত সৌখ্যায় ।
 বৃন্দারণ্যকাদঃ, সমস্তসুখতমমতীব পুণ্যঞ্চ ॥ ২৮ ॥

কেবলোঁত কেবলঃ পরমেশিতা শ্রীনারায়ণঃ । কস্তারি যষ্টা । রক্ষা পরিত্যাগোপায়ঃ । তৎ-
 পরৈ স্তপ্তভৈর্নেষ্টং ॥ ২৫ ॥

চলতা জনেন । সুখিতানিধানং সুখিতানিধানং ॥ ২৬ ॥

অপাদেয়ং অপোবজ্ঞনার্থঃ নাদেয়ং প্ৰত্যজ্যজ্ঞানার্থঃ । অনুপদং প্রতিক্ষণং ॥ ২৭ ॥ ২৮ ॥

যদি বল সেই সেই উপদ্রব সকল ঘটিলে কেবল শ্রীনারায়ণই পরিত্রাণের উপায়,
 তথাপি তাঁহাতে রক্ষণের ভার দেওয়া নারায়ণ পরায়ণ অর্থাৎ একান্তি ভক্তগণের
 অভিপ্রেত নহে তাৎপর্য্য এই যে—সম্রাটের নিকট তত্বলকণ প্রার্থনার মত যিনি
 পরম পুরুষার্ণ দাতা, তাঁহার উপরে দেহ গৃহাদি রক্ষণাবেক্ষণের ভার দেওয়া বিবেচক
 ভক্তগণ মনেও করেন না, তাহা স্বকৃত কস্মৎফল বলিয়া নীরবে সহ করেন ॥২৫॥

যে ব্যক্তি গমন করিয়া থাকে সেই জন “পরিত্রাণ্য এবং গ্রাহ্য” এই উভয় স্থান
 অনুচিন্তন করিবে, তন্মধ্যে যাহা দুঃখের কারণ তাহাকে পরিত্যাগ করিবে আর
 যাহা সুখের আশ্রয় তথায় গমন করিবে ॥ ২৬ ॥

যে স্থান ইহলোকে এবং পরলোকে দুঃখ ঘটাইয়া থাকে, সেই স্থান পরিত্যাগ
 করিবে । সাম্প্রতি এই বৃহদ্বন (মহাবন) প্রতিক্ষণে ঐহিক দুঃখের কারণ হই-
 যাছে ॥ ২৭ ॥

যে স্থান ইহলোকে ও পরলোকে সুখ ঘটাইয়া থাকে সেই স্থানই অবলম্বনীয় ।
 দেখুন এই বৃন্দাবন সমস্তসুখের চরমসীমা প্রাপ্ত এবং অতিশয় পবিত্র ॥ ২৮ ॥

গোবর্দ্ধন ইতি নামা, যত্রারণ্যে গিরিঃ স্ফুরতি ।
 তৎ খলু গোজাতীনাং গোপানাঞ্চাস্তি সর্বস্বম্ ॥ ২৯ ॥
 গোপাঃ কাননকরদা গ্রামাদীনাং বিনিশ্চয়াভাবাৎ ।
 তদপরকাননগমনে † রাজ্জাঞ্চাজ্জা স্বতঃসিদ্ধা ॥ ৩০ ॥
 স্মৃথতো ভয়তো বা যৎ কৃত্যং কর্তব্যতাং যাতি ।
 শীঘ্রং তৎ খলু কার্য্যং বলয়তি শঙ্কামলং বলম্বস্ত ॥ ৩১ ॥
 উখাতব্যং তস্মাদস্মাৎ সদ্যো ন কার্য্যমালম্ভম্ ।
 তুলিতা হ্যদ্যমকলনা কৃত্যং যদযদা ক্রিয়তে ॥ ৩২ ॥
 ইয়মস্মাকমুদীক্ষা যুস্মভ্যং যদি তু রোচমানা স্যাৎ ।
 স্বপরীক্ষিতেহপি বস্তুনি বহুসম্মতিরুৎসবং দুক্ষে ॥ ৩৩ ॥

গোবর্দ্ধনেতি পদাষয়ঃ স্বেগমঃ । (যত্রারণ্যে যস্মিন্ বৃন্দাবনে) ॥ ২৯ ॥ ৩০ ॥

বলয়তি ঘটয়তি । অলং ভৃগুং ॥ ৩১ ॥

তুলিতেতি । যদযৎ কৃত্যমাক্রিয়তে তস্মা উদ্যমস্ত কলনা রচনা হি যতন্তুলিতা ভবতি ॥ ৩২ ॥

উদীক্ষা বিচারঃ । দুক্ষে হুহ লট্ তে ক্রিয়াপদমেতৎ পূরয়তি ইত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

যে বৃন্দাবনে গোবর্দ্ধন নামে পর্বত বিরাজমান আছেন । সেই গিরি সমস্ত গোজাতি এবং গোপগণের সর্বস্ব স্বরূপ ॥ ২৯ ॥

গ্রাম প্রভৃতির নিশ্চয় না থাকাতে গোপগণ কাননের করদান করিয়া থাকেন, একারণ এক বন হইতে অত্র বনে অর্থাৎ ঐ বৃন্দাবনের মধ্যে বাস করিবার জন্ত ভূপতির আজ্ঞাও স্বতঃসিদ্ধ রহিয়াছে অর্থাৎ তাহাতে বন্ধ করিতে হইবে না ॥ ৩০ ॥

স্মৃথেই হউক, আর ভয়েই হউক, যে কার্য্য কর্তব্য বলিয়া গণ্য হয়, সেই কার্য্যই শীঘ্র সম্পাদন করা কর্তব্য । নতুবা বিলম্ব হইলে সম্পূর্ণ ভয়ের সম্ভাবনা হইয়া থাকে অর্থাৎ “শুভশ্চ শীঘ্রং, অশুভশ্চ কালহরণং” ॥ ৩১ ॥

অতএব শস্ত্র এস্থান* হইতে উঠিতে চেষ্টা কর, আলম্ব করিও না । কারণ যখন যে যে কার্য্য করা যায়, সেই সেই কার্য্য ও তাহার উত্তম উত্তরই তুল্য অর্থাৎ যেমন উত্তম তেমনই কার্য্য সাধন করা উচিত ॥ ৩২ ॥

আমাদের এইরূপ বিচার যদি তোমাদের রুচিজনক হয় তাহা হইলেই ভাল ।

† তদপরাধায়বসতৌ ইতি বৃন্দাবনমাণ্ডপস্তক-পাঠঃ ।

ভবতি তু চেদিহ ভবতাং সমর্থনা তর্হি গাবঃ প্রাক্ ।

সম্যক্ পায়িতবৎসান্চরন্ত বৃন্দাটবীবজ্ঞা ॥ ৩৪ ॥

পশ্চাৎ পটগৃহশকটান্চটন্ত গৃহং সমস্তমাদায় ।

বিধিবিধিসিদ্ধা সেয়ং ব্রজনা ব্রজতাহি গোদুহাং সদনে ॥ ৩৫ ॥

ততশ্চ ;—তদ্বাক্যং পশুপ-সমূহবৃহশূন্যং

স্বার্থায় স্বয়মনুগম্য কল্পতে স্ম ।

সাধর্ম্যাস্পৃশি মুদি পশ্য বীজভেদঃ

ক্ষীতঃ স্যাৎ ফলতি স তত্র নাপরত্র ॥ ৩৬ ॥

সমর্থনা বিবেচনা । বজ্ঞ পশুনাং ব্যাপ্য ॥ ৩৪ ॥

পটগৃহশকটানি পটগৃহং “তাবু” ইতি প্রসিদ্ধং । গৃহং গ্রহণীয়ং । ব্রজনা গতিঃ । ব্রজতা জনেন ॥ ৩৫ ॥

তদেবমুপনন্দন্ত সমুক্তিকবাক্যানি শ্রদ্ধা গোপসমূহঃ তানি নিজনিজহিতানি মেনে ইতি বর্ণয়তি—
তদ্বাক্যমিতি পদ্যোন । বৃহশূন্যং বিতর্কশূন্যমত্র বিসর্গস্থানে যকাবঃ কল্পতে । (শিব উগ্রঃ শিব-
যুগ্ম ইতিবৎ যবাচীতি মুদ্রবোধস্বত্রেণ নিম্পন্নং) তন্ত সাধর্ম্যাস্পৃশিত্বাৎ অপরত্র উত্তরভূমৌ । ন
ক্ষীতো নাপি ফলতি ॥ ৩৬ ॥

কারণ নিজেয় পরীক্ষিত বস্তুতেও অনেকের সম্মতি হইলে তাহা উৎসব পূর্ণ করিয়া
থাকে অর্থাৎ কোন বিষয় নিজে ভালরূপ জানিলেও তাহাতে অপর লোকের মত
লইতে হয়, ইহা গার্হস্থ্য নীতি ॥ ৩৩ ॥

কিন্তু যদি এ বিষয়ে তোমাদের নিশ্চয় অন্তিমোদিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে
ধেমুগণ পূর্বের সম্যাক্রূপে বৎসগণকে ভৃগু পান করাইয়া বৃন্দাবনের পথে গমন
করুক ॥ ৩৪ ॥

পশ্চাৎ সমস্ত গৃহোচিত দ্রব্য গ্রহণ করিয়া পটগৃহ অর্থাৎ তাষুযুক্ত শকট সকল
গমন করুক, কারণ স্থানান্তরে গমন করিতে হইলে গোপদিগের গৃহে এইরূপ
বিধি প্রসিদ্ধ আছে ॥ ৩৫ ॥

অনন্তর সেই বাক্য, তর্কশূন্য পশুপ-গোপদিগের স্বয়ং অনুগমন করিয়া স্বার্থের
জন্ত কল্পিত হইয়াছিল, অর্থাৎ তর্ক পরিত্যাগ করিয়া গোপগণ ঐ বাক্যের অনু-
গমন করিয়াছিলেন । দেখুন সাধর্ম্যযুক্ত মৃত্তিকার উপরে বীজ বিশেষ ক্ষীত হয়

(ক) তদেবং পৌর্ণমাসীম্নুজ্ঞাপ্য পুরতঃ প্রস্থাপ্য চ শীঘ্র-
মুখ্যাপ্যতাং ব্রজ ইতি । হ্রস্বভিনির্ঘোষণয়া কৃতপোষঃ সোহয়ং
ঘোষঃ স্বনিরুক্তিমিবাতিরিক্ততয়া ব্যক্তবান্ । গব্যানাং
মানুষ্যকাণামপি কোলাহলান্মহাঘোষাম্পদতা হি ঘোষতা
নির্দিষ্টা ॥ ৩৭ ॥

যথা—

তদা ব্রজে কলকল-কোটীরুখিতা

হিহী হিহী জিহি জিহি কারমিশ্রিতা ।

ঘড়দ্ ঘড়দ্ ঘড়দিতি শাকটাবঃ

সবাদ্যকঃ পুনরখিলঙ্গিলঃ স্থিতঃ ॥ ৩৮ ॥

এবমাম্ময় বৃন্দাবনগমনং নিশ্চিত্য পশুসমূহো যথাচারিতবান্ তদ্বর্ণয়তি—তদেবমিত্যাদি গদ্যেন ।
ঘোষো ঘোষণা স্বনিরুক্তিং ঘোষ ইত্যেবং ব্যক্তবান্ প্রকাশয়ামাস । গব্যানাং গোসমূহানাং মানুষ্য-
সমূহানাঞ্চ মহাঘোষাম্পদতা তেযাং বাসস্থানস্ত ঘোষতা পার্থে তা প্রত্যয়ঃ ঘোষণা ॥ ৩৭ ॥

তদা বৃন্দাবনগমনে তেযাং যো মহোৎসবো জাতস্তদ্বর্ণয়তি—তদিতি পদ্যেন । সম্বোধনে
ও ফলিয়া থাকে, কিন্তু সেই বীজ উষরভূমে ক্ষাতিও হয় না এবং ফলিয়াও থাকে
না অর্থাৎ উপযুক্ত উপদেষ্টা উপযুক্ত পাত্রেই বাসত্যাগের যুক্তি প্রদর্শন
করিলেন ॥ ৩৬ ॥

সে বাহা হউক, এই প্রকারে পৌর্ণমাসীর নিকট আজ্ঞা লইয়া তাঁহাকে অগ্রে
প্রেরণ করিয়া এই ব্রজ শীঘ্র উত্থাপিত হউক, এই ঘোষণা হ্রস্বভির উচ্চনিনাদে
পুষ্টি লাভ করিয়া, নিজ নামকে অতিরিক্ত ভাবে প্রকাশ করিয়াছিল । তখন
গোসমূহ এবং মানব সমূহের কোলাহল নিমিত্ত মহাধ্বনির আশ্রয় হইয়া বাস-
স্থানেরও ঘোষ নাম হইয়াছিল তাৎপর্য্য ; ঘোষশব্দ শব্দ এবং আভীরপল্লী উভয়ার্থ
বোধক । সুতরাং গোগণের শব্দে এবং জনগণের কোলাহলে ঘোষ শব্দের
প্রথমার্থ সার্থক হইয়াছিল ॥ ৩৭ ॥

যথা তৎকালে ব্রজমধ্যে হিহী হিহী, জিহি জিহি, শব্দ (খ) অবলম্বন করিয়া

(ক) পৌর্ণমাসীমপি বিজ্ঞাপ্য ইতি বৃন্দাবনান্নপুস্তকপাঠঃ ।

(খ) অর্থাৎ কোন ব্যক্তিকে কোন ব্যক্তি সম্বোধন করিয়া কিছু বলিবার সময় “হিহী হিহী”
এই শব্দ এবং কাহাকেও কোনরূপ নিন্দা বা চালনা করিবার সময় “জিহি জিহি” ইত্যাকার
শব্দ উচ্চারণ করিতে লাগিল । এগুলি বৃন্দাবনের প্রাচীন গ্রাম্যভাষা ।

আরোপ্যানসি বৃদ্ধাদীন্ স্বয়মুচশরাসনাঃ ।

গৌরবেণ গবাং গোপা যযুর্বিজ্রমমাগতান্ ॥ ৩৯ ॥

ততশ্চ সংক্ৰীড়তি শকটবর্গে সংক্ৰীড়্যমানে সতি ॥ ৪০ ॥

শকটগৃহাটনচর্যাং, পর্য্যাকলয়ন্ বিদূরগো লোকঃ ।

ব্যতিষজ্যাহবদদেতদ্গ্রামঃ কশ্চিচ্চরিষ্যুরস্তীতি ॥ ৪১ ॥

হিহীত্বাচুঃ ক্ষেপে জিহি জিহীততু । হতি প্রাক্ বেহুচারণ লীলায়ামুক্তং কোটিসংখ্যাবিশেষঃ
শকটারণঃ শকটসমূহধ্বনিঃ, অধিলজ্জিলঃ অধিলং গিলতি প্রসতি আচ্ছাদয়তি ॥ ৩৮ ॥

তত্র গমনপ্রকারং বর্ণয়তি—আরোপ্যেতি পদ্যেন । অনসি শকটে । উচশরাসনা ধৃত-
ধনুযঃ ॥ ৩৯ ॥

ততশ্চেতি স্রগমং । সংপূৰ্ণ-ক্ৰাড়াবৃত্তোঃ কৃৎন্যার্থে পরস্মৈপদং, ততশ্চাম্পষ্টং শব্দং কুৰ্ব্বতীতি
শকটবর্গস্ত বিশেষণং ॥ ৪০ ॥

শকটগৃহগমনে দূরস্থজনানামুৎপ্রেক্ষাং বর্ণয়তি শকটেতি পদ্যেন । চর্যাং পরিপাটীং ॥ ৪১ ॥

অসংখ্য কল কল ধ্বনি উথিত হইয়াছিল এবং পুনর্ব্বার সকলকে আচ্ছাদন
করিয়া বাদ্যের সহিত ঘড়ং ঘড়ং এইরূপ শব্দে শব্দে অত্যাশ্চর্য্য সকল শব্দকে গ্রাস
করিয়াছিল । অর্থাৎ শব্দে শব্দে কোন শব্দই শুনা যায় নাই ॥ ৩৮ ॥

শকটমধ্যে বৃদ্ধ প্রভৃতি সকলকে আরোহণ করাইয়া এবং গোপগণ স্বয়ং
শরাসন ধারণপূর্ব্বক বেহুগণের উপর গৌরব প্রকাশ করতঃ পদবিক্ষেপেই গমন
করিলেন ॥ ৩৯ ॥

তাহার পর অবাক্তবাক্তকারী শব্দে সমূহ শব্দ করিতে লাগিল ॥ ৪০ ॥

শকট রূপ গৃহের গমন পরিপাটী অবলোকন করিয়া দূরস্থ লোকসকল
পরস্পর মিলিত হইয়া বলিতে লাগিল, কোন একটা গ্রাম ছিল, তাহা যেন,
চলিয়া যাইতেছে ॥ ৪১ ॥

পথি তু —

একো ধাবতি কশ্চনাহস্যতি কোহপ্যত্রোত্তরং ভাষতে (ক)

কশ্চিভুত্র নিবৃত্য গচ্ছতি নিজং সম্ভালয়ত্যন্থকঃ ।

সর্বো গায়তি কৃষ্ণবাল্যচরিতং বাম্পায়তে স্তম্ভতে

স্বিদ্যতেজ্যতি রোমহর্ষময়তে বৈবৰ্ণ্যমাসীদতি (খ) ॥৪২॥

আরুচশকটা গোপেয়া ব্যুতনব্যপারিক্রিয়াঃ ।

অমন্দং জগুরানন্দাদানন্দানন্দনন্দনম্ ॥ ৪৩ ॥

গমনে তেবাং কোলাহলং বর্ণয়তি—এক ইত্যাদি পদ্যেন । সম্ভালয়তি পশুতি । বাম্পমুহমতি
নিঃসারয়তীতি বাম্পায়তে ইতি লিধু প্রত্যয়ঃ । এক্ষতি কম্পতে, অসীদতি প্রাপ্নোতি ॥ ৪২ ॥

তত্র চ গোপিকানাং গমনে বৈশিষ্ট্যং বর্ণয়তি — আরুচশকি পদ্যেন । ব্যুটা বিশেষণ ধৃতা নব্যবেশা
যাভিস্তাঃ আনন্দাদিতি নীপ্সায়াং স্থিৎ । আনন্দোহত্র কলবধূনাং যানারোহণেন দূরগমন-
নিবন্ধনঃ ॥ ৪৩ ॥

গমনে গোপগণের কোলাহল বর্ণন করিতেছেন যথা—

পথমধ্যে একজন দৌড়িতেছেন, কেহ বা ডাকিতেছেন, কেহ বা এস্থলে
উত্তর দিতেছেন, কেহ বা তথায় নিবৃত্ত হইয়া গমন করিতেছেন, কেহ বা
আত্মীয় লোককে দেখিতেছেন, সকললোকেই কৃষ্ণের বাল্যচরিত্র গান করিতে-
ছেন, গান করিয়া অশ্রুমোচন করিতেছেন, স্তম্ভিত হইতেছেন, বর্ষাঙ্কুরণ করিতে-
ছেন, কম্পাশ্রিত হইতেছেন, রোমাঞ্চ ধারণ করিতেছেন এবং বৈবৰ্ণ্যকে প্রাপ্ত
হইতেছেন ॥ ৪২ ॥

গোপীগণ শকটে আরোহণপূর্বক বিশেষরূপে নব্যবেশ ধারণ করিয়া প্রচুর
আনন্দে উচ্চস্বরে নন্দনন্দনের গান করিতে লাগিলেন ॥ ৪৩ ॥

(ক) “কশ্চন হস্যতি” ইতি গৌরানন্দবৃন্দাবনপাঠঃ ।

(খ) “আসীদতি” ইতি গৌরানন্দপাঠঃ ।

যথা—

নন্দমহীপতিজাত, নন্দ যশোদামাত ॥ ধ্রুবং ॥

জন্মমহামহাদিদ্ধ, রমিতসমস্তশিখ ॥

স্পর্শাদিতবিষয়োষ, অপরিচিতাপরদোষ ॥

শকটবিঘটনশেষ, গোকুলপুণ্যবিশেষ ॥

(০) কৃতনামভিরভিরাম, সন্ততরাগারাম ।

রিঙ্গভূতাস্তনরঙ্গ, অঙ্গীকৃতসখি-সঙ্গ ॥

লজ্জিতমারুতচক্র § নন্দিতগোকুলশত্রু । ‡

বৎসবিমোচনমোদ, ব্রজজনশাস্ত্র্যশোদ ॥

সর্বানন্দনচৌর্য, তস্মিন্ দর্শিতশৌর্য ॥

তদানন্দেন ভাতিঃ স্থগীতং গীতং বর্ণযতি—নন্দে ত্যাদি । নন্দ ! স্থগীতব । জন্মেতি জন্মনি মহা-
মহস্য মহামহোৎসবস্ত দিদ্ধং প্রবক্ষ্যে যস্মাৎ হে তাদৃশ । রমিতেন রমিতাঃ সমস্তাঃ শিখা জনা যেন ।
স্পর্শেতি স্তস্ত স্পর্শেন রহিতশক্তিকং যদ্বিৎ তস্য যোষৎ সর্বনঃ সস্তা । অপেতি কারণেন অপরিচিতো-
নঙ্গীকৃতোহপরস্ত দোষো যেন । শকটেতি শকটস্ত বিঘটনেন ভগ্নেন শেষঃ প্রসন্নতা যস্ত ।
কৃতনামভিঃ কৃষ্ণেত্যাদিভিরভিরমণীয়, রিস্তেতি রিস্তেণ হস্তপাদভ্যাং গমনেন পুষ্টা অঙ্গনকীড়া যেন ।
লজ্জিতমভিভাতি তং মারুতচক্রমর্থাত্তৃণাবর্তো যেন, নন্দিতো গোকুলশত্রো গোকুলসেবো ব্রজরাজো
যেন, ব্রজেতি ব্রজজনানাং শাস্ত্র্য স্বয়ং বশচ দদাতিতি হে তাদৃশ । তস্মিন্ চৌর্যে । অঙ্গীত্যাди

গান যথা—

হে নন্দরাজপুত্র ! হে যশোদানন্দন ! তুমি তানন্দিত হও ॥ ধ্রু ॥

তুমি জন্ম হইতেই মহোৎসব পরিবাহিত করিয়াছ, তুমি সমস্ত আশ্রয়দিগকে
আনন্দিত করিয়াছ । তুমি নিজস্পর্শ দ্বারা হতবীর্ণ বিষকে পান করিয়াছ,
তুমি করুণাধারা পরের দোষ গ্রহণ কর না । শকটভঞ্জন করিয়া তুমি প্রসন্নতা
লাভ করিয়াছ । তুমি গোকুলের পুণ্য বিশেষ । হে কৃষ্ণ ! তুমি কৃষ্ণ,
নন্দকুমার—ইত্যাদি বহুবিধ নাম দ্বারা পরম রমণীয় । কিন্তু সর্বদাই

(০) কৃতনামভিঃ বিভিন্নগুণজনিতনামভিঃ । অভিভব্যতীতি আনন্দটীকা ।

(§) তৃণাবর্তঃ ।

(±) গোকুলেন্দ্রঃ নন্দঃ ।

(ক) অয়ি ! দামোদরলীল, অখিলসুখপ্রদশীল ॥ ইতি ॥

তদেবং গায়ন্ত্যস্তদর্শনশ্চ নাথমানা ব্যতিক্রামন্তি স্ম ॥ ৪৪ ॥

“তদা যশোদারোহিণ্যাবেকং শকটমাশ্বিতে ।

রেজতুঃ কৃষ্ণরামাভ্যাং তৎকথা-শ্রবণেৎসুকে” ॥ ৪৫ ॥

তত্র স্থিতির্যথা—

(খ) মণিখচিতসুবর্ণাচিত্রবর্ণে

শুচিমুদ্রতুলিকয়ানুকূলমধ্যে ।

গৃহ-নিভশকটে বিরেজতুস্তে

সুতরুচিরোচিষি রোহিণী যশোদে ॥ ৪৬ ॥

সুগমং । তাসাং গোপীনাং শ্রীকৃষ্ণদর্শনে লালসাঃ বর্ণরহিত—তদেবমিত্যাदि গদ্যোন। নাথমানা' যাচমান। ব্যতিক্রামন্তি পরস্পরং বিশিষ্টবেগেন জগ্মুঃ ॥ ৪৪ ॥

তত্র শ্রীযশোদারোহিণ্যাঃ শোভাদিকং বর্ণয়তি—তদেত্যাদি পদ্যদ্বয়েন ॥ ৪৫ ॥

মণিখিত মণিভিষ্মুক্তসুবর্ণেন বিচিত্রো বর্ণো যস্য তস্মিন্। শুচীতি শুচিঃ শুকবর্ণ। অথ চ বলরামের সহিত ক্রীড়া করিয়া থাক। তুমি হস্ত পদ দ্বারা গমন করিয়া প্রাপ্তগ ভূমিতে রঙ্গ করিয়াছ। তুমি সহচর গণের সহিত একত্র ক্রীড়া কার্যও স্বীকার করিয়াছ। তুমি বায়ুচক্র বা তৃণাবর্তকে লঙ্ঘন করিয়াছ। তুমি গোকুলেন্দ্র ব্রজরাজকেও আনন্দিত করিয়াছ। তুমিই বৎস মোচন করিয়া আনন্দ প্রদান করিয়া থাক। তুমিই ব্রজবাসি-জন-গণের সুখ এবং যশোদান করিয়া থাক। তোমার চৌর্য্য দেখিলে সকলেরই আনন্দ জন্মে। অথচ ঐ চৌর্য্যে তুমি আবার বীরত্ব দেখাইয়া থাক। হে কৃষ্ণ! তোমার দামবন্ধন লীলা এবং প্রকৃতি দ্বারা অখিললোকের সুখ উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥

অতএব এইরূপে গানও শ্রীকৃষ্ণের দর্শন কামনা করিয়া, গোপীগণ সবেগে গমন করিয়াছিল ॥ ৪৪ ॥

তৎকালে রোহিণী এবং যশোদা, এক-শকটে আরোহণ পূর্বক রাম-কৃষ্ণের কথা শ্রবণে উৎসুক হইয়া, কৃষ্ণ এবং বলরামের সহিত শোভা পাইয়া-ছিলেন ॥ ৪৫ ॥

শকটের মধ্যে উভয়ের অবস্থান যথা :—ঐ যশোদা এবং রোহিণী যে গৃহসদৃশ

(ক) অপি দামোদরলীল ইতি গৌরানন্দপাঠঃ ।

(খ) মণিখচিত্তে গৌরপাঠঃ ।

তৎকথা তু দ্বিবিধা ; তৎসম্বন্ধিনী তৎকর্তৃকা চ ।

পূর্বা যথা—

শ্রদ্ধা নার্য্যঃ শকটমভিতো মাতরৌ পুত্রয়োস্তে-

জ্ঞাতীজ্ঞাতৈরখিলচরিতৈর্ধন্যতে স্মাবিশেষাৎ ।

প্রেমং সেয়ং প্রকৃতিরখিলাশ্চর্য্যরূপা যতুচ্চৈঃ

সর্বং স্রীয়ং বিময়মমনঃস্পৃষ্টতুল্যং করোতি ॥ ৪৭ ॥

উত্তরা যথা—কৃষ্ণ উবাচ ;—মাতঃ ! কু নু খলু গচ্ছন্তঃ স্ম ? ॥

কোমলা যা তুলিকা তয়া অমূল্য স্পৃহনকং মধ্যং যন্ত তস্মিন্ । গৃহেতি, নিভং সদৃশং । তে যশোদারোহিণ্যৌ । স্মৃতিতি । স্মৃতিয়াঃ কান্ত্যা দীপ্তিবন্ত তস্মিন্ ॥ ৪৬ ॥

তৎকথাশ্রবণোৎসকে ইত্যুক্তং, সা কথা দ্বিবিধেতি বর্ণয়তি—তৎকথেষ্টাদিপদ্যেন শ্রদ্ধা ইত্যাদিপদ্যেণ । তৎসম্বন্ধিনী তয়োঃ শ্রীকৃষ্ণরাময়োঃ এবং তৎকর্তৃকা চেত্যত্র । তত্র রাজমহিলানাং তত্র প্রেমকৃত্যং বর্ণয়তি—স্মৃতিয়াঃ । অস্তিতঃ শকটন্ত পাত্বে গচ্ছন্তাঃ । প্রকৃতিঃ স্বভাবঃ, অমনঃ-স্পৃষ্টতুল্যং মনঃস্পর্শশৃঙ্খলং হৃদয় জ্ঞাতচরিতমপি তাসামজ্ঞাতত্বায়াহ ২২ ॥ ৪৭ ॥

তৎকর্তৃকং কথং বাক্যোবাচ্যেন বর্ণয়তি—মাতারিত্যাদি পদ্যেন । ধার্মনি স্থানে তৎসদনং ।

শকটে আরোহণ করিয়া বিরাজ করিয়াছিলেন, সেই শকটের বর্ণ, রত্ন জড়িত-সুবর্ণের প্রভায় বিচিত্র হইয়াছিল ; শুদ্ধ অগচ কোমল তুলিকা (হেমক) দ্বারা উহার নদাঙ্গুল মনোহর হইয়াছিল, এবং পুত্রের দেহ-প্রভায় ঐ শকটের ও প্রভা-বুদ্ধি হইয়াছিল ॥ ৪৬ ॥

উাহাদের কথাও দুই প্রকার । প্রথম কৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় কথা, এবং দ্বিতীয় শ্রীকৃষ্ণের নিষ্পাদিত বিষয়ের কথা । তন্মধ্যে কৃষ্ণসম্বন্ধিনী পূর্ব কথা যথা :—যে সকল নারী শকটের পাশ্বে গমন করিতেছিল, সেই সকল সরল রমণী, পুত্র দ্বয়ের জ্ঞাত এবং অজ্ঞাত চরিত সম্ভ দ্বারা উভয় জননীকে আবেশেষে প্রীত করিয়াছিল । প্রেমের এই প্রকৃতিই সত্য আশ্চর্য্য স্বরূপ ; যেহেতু এই প্রেম-স্বভাব সমস্ত স্বকীয় বিষয়, অত্যাচাৰ্য্যে হৃদয়ের স্পর্শশৃঙ্খল করিয়া থাকে । অর্থাৎ প্রেম হৃদয়কে অধিকার করিলে হৃদয়ের নব্য আর অগ্র বিষয় স্থান পায় না, একমাত্র প্রেমময় হইয়া যায় ॥ ৪৭ ॥

কৃষ্ণকর্তৃক নিষ্পাদিত বিষয়ের কথা যথা—কৃষ্ণ বলিলেন, মা ! আমরা

মাতা প্রাহ ;—পুত্র ! বৃন্দাবননামনি বনধামনি ॥

কৃষ্ণ উবাচ ;—কদা সদনমায়াস্লামঃ ? ॥

মাতা সস্মিতমাহ ;—বৎসাস্মদনুযুক্ত এব সঙ্গচ্ছমানং তদাস্তে ॥

কৃষ্ণ উবাচ ;—কনু নিরুপ্যতাম্ ।

রামঃ প্রহসন্মাহ ।—কৃষ্ণ ! (*) পাকাদিনিত্যকৃত্য-
সন্নিবেশদেশাধঃপ্রদেশান্মহাশকটবেশান্ গৃহান্নিকটত এবাটতঃ
পশ্য ॥

কৃষ্ণঃ শাস্চর্য্যমিব দৃষ্ট্বা (ক) শ্রীরামং স্পৃষ্ট্বা জহাস
পুনরুবাচ চ ;—তথ্যমিদং কথ্যতে স্ম । বস্মাদ্বিদূরক্ষিতিগা
অপি ক্ষিতিরুহাস্তথা লক্ষ্যন্তে ॥

মাতা (খ) তু রোহিণ্যা সহ সহাসমাহ স্ম ;—পুত্র !
ত এতে তু ন কুত্রচন চ গচ্ছন্তি কিন্তু সম্প্রতি তথা প্রতীয়ন্তে
মাত্রম্ ॥

পাকাদীতি । পাকাদিনিত্যকৃত্যানাং সন্নিবেশো যত্র এবভূতো যো দেশঃস্তাধঃপ্রদেশঃ স্থানং যেবাং
সকলে কোথায় গমন করিতেছি ? জননৌ বলিলেন, পুত্র ! আমরা বৃন্দাবন নামে
বনস্থানে গমন করিতেছি । কৃষ্ণ বলিলেন, কবে আমরা গৃহে ফিরিয়া আসিব ?
মাতা সহাস্ত্রে বলিলেন, বৎস ! আমাদের সঙ্গেই ত সেই গৃহ মিলিত হইয়া
চলিতেছে । কৃষ্ণ বলিলেন, কোথায় নিরুপণ করা যাইবে ? বলরাম হাসিয়া
বলিলেন, কৃষ্ণ ! যাহাদের অধোদেশে পাকাদি নিত্য কার্য্যের সন্নিবেশ
হইয়াছে, সেই সমস্ত মহাশকট রূপী গৃহ সকল, দেখ, নিকটেই গমন
করিতেছে । শ্রীকৃষ্ণ যেন আশ্চর্য্য ভাবে দেখিয়া এবং বলরামকে স্পর্শ করিয়া
হাসিয়াছিলেন, এবং পুনর্বার বলিয়াও ছিলেন, আপনি ইহা সত্য বলিয়াছেন,

* পাকাদি-নিত্যকার্য্যস্থ সন্নিবেশো যত্র তাদৃশো দেশোঃপ্রদেশে যেবাং তান্ ।

(ক) শ্রীরামং স্পৃষ্ট্বাতি মৌরানন্দ পুস্তকে নাস্তি ।

(খ) “তু” ইত্যব্যয়ং মাণ্ডপুস্তকে নাস্তি ।

কৃষ্ণঃ সতৃষ্ণমুবাচ ;—ভবতু, তদ্বৃন্দাবনং কুত্র ? ॥

রোহিণ্যাঃ ;—পুত্র ! যমুনায়াঃ পারে ॥

রাম উবাচ ;—একা যমুনা দূরতঃ পশ্চাৎস্তু (ভ্রাতৃক্কা)
পুরতঃ কিমন্যাপ্যস্তু ? ॥

মাতা সহাসমাঃ ;—পুত্র ! কুত্রচিদপি মনাগপি ন বিচ্ছিন্ন-
গমনা সা ॥

রামস্ত মাতৃ-মুখং শাস্চর্য্যতয়া সসুখচর্য্যং পশ্যতি স্ম ॥

কৃষ্ণ উবাচ ;—তত্রভবতা কিল ন তর্কিতম্ । যৎখলিত-
ইব তত্রাচ্ছ (ক) গচ্ছন্তী সা দৃশ্যতে স্ম ॥

তদেবং তয়োঃ সোল্লানং হাসং বিভ্রতোঃ পুনঃ কৃষ্ণঃ

তান্ । মহতি । বেষঃ প্রসাধনং । ক্ষিতিকৃৎ বৃক্ষাঃ । সতৃষ্ণতয়াঃ স্তম্ভ চয়া পরিপাটা প্রফুল্লতা তয়া

যে হেতু বৃক্ষসকল, অত্যন্ত দূরবর্তী ভূমিস্থিত হইলেও সেই রূপই
লক্ষিত হইতেছে! জননী যশোদা রোহিণীর সহিত সহাস্রে বলিলেন, পুত্র!
তথায় ঐ সকল বৃক্ষ, কোনও স্থানে গমন করিতেছে না, কিন্তু সম্প্রতি ঐ রূপ
প্রতীতি হইতেছে মাত্র। কৃষ্ণ সতৃষ্ণ ভাবে বলিলেন, আচ্ছা, তাহাই শুউক, কিন্তু
সেই বৃন্দাবন কোথায়? রোহিণী বলিলেন, বৎস! যমুনার পারে বৃন্দাবন। বল-
রাম বলিলেন,—এক যমুনাত দূরে পশ্চাৎ পবিতাক্ত হইয়াছে সম্মুখেও কি অল্প
এক যমুনা আছে? জননী সহাস্রে বলিলেন, বৎস! সেই যমুনার গতি কোনও
স্থানে, অল্পমাত্র ও বিচ্ছিন্ন নহে। বলরাম কিন্তু সুখ পরিপাটীর সহিত আশ্চর্য্য
ভাবে জননীর মুখাবলোকন করিত লাগিলেন। কৃষ্ণ বলিলেন, পূজ্য!
আপনি কিন্তু তাহা বিবেচনা করেন নাই যে, নিশ্চয়ই এই স্থানের
মত, সেই স্থানেও সেই যমুনাক স্পষ্ট ভাবে গমন করিতে দেখা
গিয়াছে। অতএব উভয়েই এই প্রকারে উল্লসিত মনে হাস করিলে,

সতৃষ্ণমুবাচ ;—লঘুমাংস ! কা তত্র শাত-সম্পদন্তি ? যদেতাবতা
প্রয়াসেন প্রয়াস্তামঃ ॥

রোহিণ্যাং—পুত্র ! ক্রীড়াস্থানানি ক্রীড়নকানি চ বহুনি
সন্তি ॥ ৪৮ ॥

কৃষ্ণঃ সহর্ষং সঙ্কর্ষণনিকলঙ্কবিধোরঙ্গং নিজ-শ্রামধান্না-
লঙ্কুর্বল্লেব সাস্প্রণয়তয়া সমুত্তানিতাস্প্রস্তম্মুখং পশ্যন্ বিহসন্
বিলসন্ মুহুর্ল্লুঠতি স্ম ॥

সঙ্কর্ষণস্ত তন্মুখমন্মুখং নিধায় মুহুর্বিহসিতলীলাং বিধায়
(ক) চিরায়েতি তং হাসয়তি স্ম ॥ ৪৯ ॥

সহ বর্তমানং যথা স্যাৎ । তত্রভবতা পূজ্যেন ইতি ঔবেতি অস্মাং স্থানাদিবা তত্র পশ্যতি পরিত্রাং
যথা সান্ত্বনা গচ্ছন্তী স তী । তয়োবশোদারোহিণ্যাঃ শাতসম্পৎ সুখসম্পত্তিঃ ॥ ৪৮ ॥

তং শ্রদ্ধা শ্রীকৃষ্ণঃ প্রমোদভরেণ যদ্যকার তদ্বর্ণয়তি—সঙ্কর্ষণেত্যাदिना হাসয়तीत्यন্তেন গদ্যেন ।
সঙ্কর্ষণেতি সঙ্কর্ষণ এব নিকলঙ্কশচন্দ্রস্তয়া ক্রোড়ং ধাম্না শরীরেণ অলং ভূষিতং সাস্প্রণয়তয়া অঙ্গৈঃ
সহ প্রণয়ে যস্য তদ্ভাবতয়া বিলসিতলীলাং বিশেষেণ প্রকাশিতা রাসলীলা তাং ॥ ৪৯ ॥

পুনর্বার উভয়ের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ সতৃষ্ণ ভাবে বলিলেন, ছোট মা ! তথায়
এমন কি সুখ-সম্পত্তি আছে যে, আমরা এতদূর প্রয়াস করিয়া গমন করিব ।
রোহিণী বলিলেন, বৎস ! সেই বৃন্দাবনে বহুবিধ ক্রীড়া স্থান এবং বহুতর
ক্রীড়নক সামগ্রী বর্তমান আছে ॥ ৪৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণ সহর্ষে নিকলঙ্ক শব্দবরের মত বলরামের ক্রোড়দেশকে আপনার
শ্রামবর্ণ কাস্তি দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া, সম্পূর্ণ প্রণয়ের সহিত শরীর উত্তান করিয়া
এবং উর্দ্ধ মুখে তাঁহার মুখ দেখিয়া, হাসিয়া বিলাস পাইয়া বারংবার লুপ্তিত হইয়া-
ছিলেন । আর বলরামও তাঁহার মুখ-খানিকে উর্দ্ধ মুখ করিয়া বারংবার লীলা-
বিলাস প্রকাশ করিয়া বহুক্ষণ তাঁহাকে হাসাইয়াছিলেন ॥ ৪৯ ॥

(ক) চিরায়েতি গৌরপুস্তকে নাস্তি ।

অথ যমুনা-তরঙ্গসজ্জ-সঙ্গতমারুত-দিগ্ধস্নিগ্ধ-বনলেখেয়মাস-
ম্নেতি মাতৃযুগল-সংলাপং নিশম্য সম্যগুত্থিতঃ কৃষ্ণঃ সঙ্কৰ্ষণ-
সঙ্করঃ প্রাগজ্ঞাতান্ জ্ঞাতানপি নগ-মৃগ-খগান্ হসন্তীভিঃ
স্থলিতদন্তীভিৰ্বিবাদতঃ সৰ্বানপূৰ্বানিব মাতরং পৃচ্ছন্নুত্তরমায়-
চ্ছংশ্চ তৎকূলানুকূলবনমাসসাদ ॥ ৫০ ॥

(ক) তত্র প্রমোত্তরে যথা—

কোহসৌ বৃক্ষঃ সমন্তাদনিশচলদলঃ ? পিপ্ললঃ কোহণ্ডকোটিং
সূতে ! সৌভূষরাক্ষঃ ক ইহ ঘনজটা-ব্যাণ্ডমূৰ্তিবটঃ সঃ ।

ইথং নব্যাং বনান্তর্গতানু জননীডিম্ব-সম্বাদজাতং

লোকং পীযুষবর্ষৈরসুখয়দখিলং তত্র তত্রাতিচিহ্নম্ ॥ ৫১ ॥

ততঃ পথি অশ্বদ্বন্দ্ববৃত্তমভূতদ্বর্ণয়তি অণেতাং দিগ্ধা অতএব স্নিগ্ধা বা বনশ্রেণী সেরমিতি । সঙ্কৰ্ষণসঙ্করঃ রামেণ
মিলিতঃ স্থলিতদন্তীভিঃ অতিবৃদ্ধাভিঃ সহ যো বিবাদোহয়ং বহুভোঃ নেতাং তৎকূলেতি যমুনা-
কূলে যৎ সুখদবনং ॥ ৫০ ॥

মাতাপুত্রয়োঃ বাক্যোবাক্যং সপনস্বপ্নমিতি বর্ণয়তি—কোহসৌবট্যাং পদ্যোঃ । ডিম্বঃ পুত্রঃ,
পীযুষবর্ষৈরিত্যুপলক্ষণে তৃতীয়া ॥ ৫১ ॥

অনন্তর যমুনার তরঙ্গ-রাশির সহিত সম্মীলিত হইয়া বায়ু বহিতোচ্ছল, এবং
ঐ বায়ুস্পর্শে স্নিগ্ধ হইয়া এই বনশ্রেণী নিকটবর্তিনী হইয়াছে । জননীযুগলের
এইরূপ পরস্পর কথোপকথন শ্রবণপূর্বক কৃষ্ণ সম্যকরূপে উঠিয়া বলরামের সহিত
মিলিত হইলেন, হাত্মকারিণী গালিতদন্তী বৃদ্ধাগণের সহিত, “তোমাদের কথা
ঠিক নয়” এইরূপ বিবাদে, জ্ঞাত এবং অজ্ঞাত সমস্ত বৃক্ষ, পশু এবং পক্ষীদিগের
বিষয়, “এ সকল যেন কখনই দেখেন নাই” এইরূপ ভাবে জননীকে জিজ্ঞাসা
এবং উত্তর গ্রহণ করিয়া, যমুনানদীর তটের নিকটস্থ অনুকূল কাননে গমন
করিলেন ॥ ৫০ ॥

তথায় প্রশ্ন এবং উত্তর যথা :—চারিদিকে বাহার অবিরত পত্র সকল

(ক) এতদাদিপদ্যত্রয়ে উত্তরনামালঙ্কারঃ । তল্লক্ষণঃ যথা উত্তরশ্রুতিমাত্রতঃ ।
প্রশ্নস্তান্নয়নং যত্র ক্রিয়তে তত্র বাসতি । অসকৃৎ খদসম্ভাব্যমুত্তরং স্যাত্তুত্তরং ॥ ইত্যানন্দটাকা ।

কিঞ্চ । —

† গোৰ্ধ্যঃ শ্ৰামেন মিথ্রাঃ শুভনয়নশুভাঃ কাঃ প্লবন্তে হরিণ্যঃ
কে বামী সৈরিভাশ্ব-প্রতিমতনুধরা রোহিষাখ্যাঃ প্রসিদ্ধাঃ ।
কে শৃঙ্গানেকশাখাশবলিতবপুষঃ ? শম্বরখ্যাস্তদেবং
মাতুর্গৌজ্ঞানামা স জয়তি সবলো নন্দগোপালবাংলঃ ॥৫২॥

তদেবং ক্রমেণ মাতৃবাক্যেন বৃক্ষাণাং পরিচয়ে জাতমুগাণাং পরিচয়বিষয়ে তয়োর্কাকোবাক্যং
বর্ণয়তি—গৌধ্য ইতি পদ্যেন । সৌরভেতি বৃষাখ্যসদৃশদেহধরাঃ শম্বরো হরিণজাতিবিশেষঃ ॥৫২॥

কাঁপিতেছে, এই বৃক্ষের নাম কি ? উত্তর—পিপ্পল (পিপ্পল) বৃক্ষ । কোন্ বৃক্ষ
কোটি কোটি ডিম্ব উৎপাদন করে ? উত্তর—উড়ুধর বৃক্ষ । এই স্থানে কাহার
শরীর নিবিড় জটা দ্বারা পরিব্যাপ্ত ? উত্তর—বটবৃক্ষ । এইপ্রকারে নবীন বন
মধ্যে গমন করিয়া জননী এবং পুত্রের যেরূপ বৃত্তান্ত সকল বটগাছিল, সেই
সকল সম্বাদ, অমৃত বর্ষণ দ্বারা, তত্তৎ স্থানে অত্যন্ত বিচিত্র ভাবে সকল
লোককেই সুখী করিয়াছিল ॥ ৫১ ॥

অপিচ কোন্ কোন্ পশু গোরবর্ণ ও শ্রামবর্ণে মিশ্রিত, এবং লক্ষ্য দিয়া
কীড়া করিয়া থাকে ? উত্তর—হরিণীগণ । মহিষ এবং অশ্বের মত শরীর ধারণ
করিয়া এই যে সকল পশু রহিয়াছে, ইহাদের নাম কি ? উত্তর—রোহিষ নামক
মৃগ বিশেষ । এই যে সকল পশুর দেহ শৃঙ্গরূপ বিবিধ শাখায় সংযুক্ত হইয়াছে,
ইহাদের নাম কি ? উত্তর—শম্বর নামক মৃগজাতি বিশেষ । অতএব এইরূপে
জননীর বাক্যে যিনি পশুদের নাম জানিতে পারিলেন সেই বলরাম সহিত
ত্রীনন্দের শিশু গোপাল জয়যুক্ত হউন ॥ ৫২ ॥

+ গোঁরাঃ কৃষ্ণপ্রধানান্ধুতগতিপশবঃ কে রমন্তে ? হরিণ্যঃ । ইতি গৌরানন্দবৃন্দাবনপাঠঃ ।

অপিচ —

চিত্রঃ কোহয়ং ? ময়ূরঃ ক ইহ মৃদুকুহুগায়কঃ ? কোকিলাখ্যঃ
কো বক্তুং বষ্টি বাগীং নরবদপি ? শুকঃ পুষ্পপঃ কশ্চ ভৃঙ্গঃ ।
ইথং মাতৃদ্বয়েন প্রথমবনগমে সংলপন্তৌ হসন্তৌ

বালৌ গোপালরামৌ ব্রজকুল-মহিলাঃ শশ্মতিঃ সিঞ্চতঃ স্ম ॥৫৩॥

অথাগতাস্তর্যগিনস্তা-তটং ব্রজ-

প্রজাব্রজাঃ শশকটধেনুসঙ্কটম্ ।

সসম্ভ্রমং তরিতুমনস্তয়া চ তে

পরস্পরং বলকলকীর্ণমভ্রমন্ ॥ ৫৪ ॥

এবং পক্ষিভৃঙ্গাণাং পরিচয়ং জ্ঞাতুং শ্রীকৃষ্ণপ্রপঞ্চে মাতা যদ্যদুত্তরং দত্তবতী তদ্বর্ণয়তি—কিঞ্চ
তো যথা ব্রজরামা অম্পয়তাং তদপি বর্ণয়তি—চিত্র ইতি পদোদ্যমঃ ॥ ৫৩ ॥

অধুনা সর্কে যমুনাতটে যথা প্রাপ্তাস্তদ্বর্ণয়তি অথাগতা ইতি পদোদ্যমঃ । ব্রজোতি ব্রজজনসমূহাঃ ।
শশকটেতি শকটে: সহ যা ধেনবস্তাভির্ক্যাপুং তরিতুমনস্তয়া যমুনাং তরিতুং মনো ঘেষাং
তদ্ভাবতয়া, কলকলেতি কলকলেন মধুরধ্বনিয়া ব্যাধুং যথা স্ত্রাং অভ্রমন্ অগচ্ছন্ ॥ ৫৪ ॥

অপিচ, এই বিচিত্র পক্ষীর নাম কি ? উত্তর—ময়ূর । এই স্থানে কোন্ পক্ষী
মৃদু কুহুরবে গান করিয়া থাকে ? উত্তর—কোকিল । মানবের মত কোন্ পক্ষী
কথা কহিতে ইচ্ছা করিয়া থাকে ? উত্তর—শুকপক্ষী । কে পুষ্পরস পান
করিয়া থাকে ? উত্তর—ভৃঙ্গ । এইরূপে ক্রমঃ এবং বলরাম, প্রথম বনাগমন
করিয়া দুই জননীর সহিত পরস্পর আলাপ করিতে করিতে এবং হাসিতে
হাসিতে সুখপ্রবাহ দ্বারা ব্রজকুলাস্ত্রনাদিগকে অভিষিক্ত করিলেন ॥ ৫৩ ॥

অনন্তর ব্রজবাসি-প্রজাসমূহ শকট এবং ধেনুগণের সহিত ঘন সন্নিবিষ্ট জনতা-
বেষ্টিত হইয়া যমুনাতটে আগমন করিলেন । পরে যখন সবেগে যমুনা নদী
উত্তীর্ণ হইতে বাসনা করিলেন, তখন তাহারা পরস্পর প্রচুর মধুরধ্বনি করিয়া
ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ৫৪ ॥

ততশ্চ দ্বাবপি ভ্রাতরৌ মাতরৌ বিহায় পরমমূন্যততমং
ব্রজেশিতুঃ পিতুঃ শকটমাগতাবুদ্ধিস্থিত্যদলিন্দীবরসুন্দরতা-
শালিকালিন্দীং (০) প্রাণিবৃন্দশ্রীণি বৃন্দাবনমপি ফুল্লদৃশা
দদৃশতুঃ ॥ ৫৫ ॥

শ্রীব্রজেশ্বরাদয়স্ত পরম্পরমুচুঃ ;—অহো ! রূপমিহ পারীণ-
বন্ত্যাসম্বন্ধিতা ভাস্বৎকন্যায়াঃ । যা খলু প্রতিবিশ্বসম্বলনয়া
বৃন্দাবনান্তমন্তর্ব্বহন্তী বিচিত্রচিত্রপটুপটবদাচরতি ॥

অহো ! মাধুরীণাং সাধুরীতিরশ্চ চ বৃন্দাবনশ্চ, যৎ খলু

ততঃ শ্রীরামকৃষ্ণকোন্ডালীলাধরং বর্ণয়তি দ্বাবপীত্যাদি গদ্যেন । দলোত দলান্তাবদা-
রিতানি প্রফুল্লানি যানীন্দীবরাণি তৈব। সুন্দরতা তয়া শালিনী স্নাঘাবিশিষ্টা যা যমুনা তাং, প্রাণিবৃন্দ-
শ্রীণি প্রাণিসমূহং শ্রীণয়িতুং শীলমশ্চ যদবৃন্দাবনং তদপি ॥ ৫৫ ॥

যমুনাদর্শনে শ্রীব্রজেশ্বরাদিনাং পরম্পরকথনং বর্ণয়তি শ্রীব্রজে ইত্যাদি গদ্যেন । পারীণেতি
পারভবা যা বন্তা বনসমূহস্তৎসম্বন্ধিতাঃ বৃন্দাবনমন্তং যন্ত তদ্বনং অলিভিঃ শ্রেণীভিঃ নিঃসারেতি

তদনন্তর দুই ভ্রাতাই যশোদা এবং রোহিণীকে পরিত্যাগ করিয়া পরম উন্নত-
তম ব্রজরাজ পিতার শকটে আগমন করিলেন । আসিয়া তাহার উদ্ভে অবস্থান
করিয়া ঈষৎ প্রস্ফুটিত নীলোৎপলের মত সৌন্দর্য্যশালিনী যমুনা নদী, এবং
প্রাণিবর্গের আনন্দদায়ক বৃন্দাবনকেও প্রফুল্ল নয়নে দর্শন করিলেন ॥ ৫৫ ॥

শ্রীমান্ ব্রজরাজ প্রভৃতিও সকলে পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন ।
আহা ! রবিসুতা যমুনার এই স্থানে পারস্থিত বন সমূহের কি অপূর্ব্ব রূপ ! যে
যমুনা নিশ্চয়ই প্রতিবিশ্ব সংযোগে বৃন্দাবনের সীমাভাগ অন্তরে ধারণ করিয়া,
বহুবিধ রম্য পটু বস্ত্রের মত শোভা পাইতেছে । আহা ! এই বৃন্দাবনে যত

(০) শ্রীং তর্পণে ভাবে ক্রিপ্ শ্রী, শ্রীতিরিতার্থঃ । তাং নয়তি প্রাপয়তি যৎ তৎ, প্রাণি-
বৃন্দানাং তৎ প্রাণিবৃন্দশ্রীণি, বৃন্দাবনমিত্যশ্চ বিশেষণং । অতঃ ক্লীবে ক্লষঃ ।

নীলাভং সিত-পীত-লোহিত-প্রসূনালিভিনিঃসরদাসারবিদ্যোত-
মানবিদ্যুৎকাতিরোহিতরোহিত (ক) নীরদবদাভাসমানং
দূরতোহপ্যমৃতপ্রমর্ষয়তি। যস্য চাক্ষুত্রিপিষ্টপদমট্-পদ-
পদতয়া ব্যক্তদৌল্লভ্যং সমাকর্ষি-সৌরভ্যং ত্রাণাভ্যাগতানাং
দূরমারভ্য প্রত্যাগমিসভাজকসভ্যবৃন্দমিব লভ্যতে ॥

যস্য চ বিচিত্রপত্রিকৃত্রিমকলকলিলকাললীসঙ্কুলকোলাহল-
কুলমাকর্ষণমন্ত্র ইবার্থগ্রহণং বিনাপি সর্কণকং জন্যং
নিজাশ্রয়াভ্যর্গমাকর্ষতি ॥ ৫৬ ॥

নিঃসরন্ আসারো যস্মাৎ, বিদ্যোতমানা বিদ্যুৎ যজ, অতিরোহিতং রোহিতং স্বজুঃ শরৎশুভ্র
এবজুতো নীরদো মেঘঃ স ইব প্রকাশমানং অমৃতপূর্ণং। বৃন্দাবনপক্ষে অমৃতং হ্রদং, মেঘপক্ষে জলং
অষ্টেতি অষ্টত্রিপিষ্টপদং বৈকুণ্ঠাদি তৎস্বরূপতয়া প্রত্যাগমীতি সভ্যানামাগমং বীক্ষ্য প্রত্যাগন্তং
শীলমন্ত্ৰ এবজুতসম্মানকসভবৃন্দমিব। বিচিত্রেতি বিচিত্রাণাং পরিধাং পার্শ্বাণাং ইব কৃত্রিমঃ কলো
যো মধুরধ্বনিস্তেন কলিতা মিশ্রিতা যা কাকলী মধুরাক্ষটধ্বনিস্তয়া সঙ্কুলং ব্যাপ্তং যৎ কোলাহলং
মহাধ্বনিসমূহঃ। সর্কণেতি কর্ণেন সহ বহুমানং জন্তাঃ প্রাণমাঃ নিজপ্রিয়ঃ শ্রীকৃষ্ণস্তস্য
নিকটং ॥ ৫৬ ॥

প্রকার মাধুরী আছে, সেই সকল মাধুর্যের ক অপূর্ণ প্রণালী। যে বৃন্দাবন
নিশ্চয়ই নীল প্রভা ধারণ করতঃ কৃষ্ণ, পীত এবং রক্তবর্ণ পুষ্পসমূহ দ্বারা
ধারাসমুদায়ী শোভমান বিদ্যুৎকাত্তি দ্বারা রক্তবর্ণ এবং সরল ইন্দ্রপদ সমবেত
মেঘের ত্রায় প্রকাশমান হইয়া, দূর হইতেও অমৃত প্রবাহ বর্ষণ
করিতেছে। যে বৃন্দাবন স্বর্গস্থিত ভ্রমরীদিগকেও আকর্ষণ করিয়াছেন বলিয়া
অথবা স্বর্গনিবাসী ও গন্ধলোভাক্রষ্ট ঘটপদদিগের আদার ভূমি বলিয়া যাহার
চিন্তাকর্ষক সৌরভ, দুর্লভরূপে ব্যক্ত হইয়াছে, অথচ নাসিকেন্দ্রিয়রূপ অতিথি-
গণ যে দূর হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যাগমন করিয়া সম্মানকারী সভাগণের মত
জ্ঞাত হইয়া থাকে, অর্থাৎ সামাজিক সভ্য গৃহী যেমন দূর হইতেই অতিথিকে
গৃহে আনিয়া সংকার করে অথবা অতিথিগণ দূর হইতেই তাদৃশ গৃহীর কীর্তি
শ্রবণ করিয়া গমন পূর্বক সংকৃত হয়, সেইরূপ শ্রীবৃন্দাবনের অত্র দুর্লভ

তদেবং পশ্যতোঃ শৃণুতোরপি সতৃষ্ণয়ো রামকৃষ্ণয়োগোপাঃ
গাঃ পারয়িতুং ব্যাপারং কারয়ামাসুঃ ॥ ৫৭ ॥

নীরং তরণিকন্যায়াস্তীরং চ তরণে সদা (ক) ।

গোময়ং গোময়ময়ং ক্ষণাদজনি সর্ববতঃ ॥ ৫৮ ॥

তীর্ণাস্থ গোষু তথা কর্ণীরথা দবতীর্ণাস্থ পরিজনপরিচ্ছদ-
সহিতাস্থ গোপবনিতাস্থ কাশকুশশরবংশবরৈরলক্ষ্মীর্ণানিশ্চিত-
পরম্পরনন্দপ্রবরাজী রাজপদ্ধতিরিব অসম্বাদিতয়া সাধিতা ॥

তদেবমিতি । পারয়িতুং যমুনামৃতারয়িতুং ॥ ৫৭ ॥

নীরমিতি নীরং জলং তরণে তরণসময়ে গোময়ং গবাং প্রাচুৰ্য্যযুক্তং গোময়ময়ং গোবিষ্ঠা-
প্রচুরং ॥ ৫৮ ॥

তীর্ণেতি কর্ণীরথাং বস্ত্রাচ্ছাদিতশকটায় দোলায়া বা । অলমিতি অলং কম্পাণঃ কাব্যার্থস্তেন
রূপেণ নিশ্চিতা যা পরম্পরনন্দা প্রবরাজী ভেলকশ্রেণী সা রাজমার্গ ইব অধ্বতয়া পথরূপত্বেন

পুষ্পগন্ধ সুদূর স্বর্গস্থিত ভ্রমরগণকেও আকৃষ্ট করিয়া থাকে । যে বৃন্দাবনের
বিচিত্র বিহঙ্গদিগের কৃত্রিম মধুর ধ্বনি মিশ্রিত, কাকলী ব্যাপ্ত মহাকোলাহল ধ্বনি
সমূহ, আকর্ষণ মন্ত্ৰের মত, অর্থ গ্রহণ ব্যতিরেকেও সর্কণ শরীরধারী জীবকে
আপনার আশ্রয়স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের নিকটে আকর্ষণ করিয়া থাকে ॥ ৫৬ ॥

অতএব এইরূপ প্রকারে কৃষ্ণ এবং বলরাম যখন সতৃষ্ণভাবে ঐ সকল বিষয়
দেখিতে এবং শুনিতে লাগিলেন, তখন গোপগণ এই দুই জনের ধেনুদ্বিমুখে পার
করাইবার নিমিত্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন ॥ ৫৭ ॥

অনবরত পার হইবার সময়ে সূর্য্যতনয়া যমুনার জল এবং তীর, ক্ষণকালের
মধ্যে, সর্বতোভাবে রাশীকৃত গোসংযুক্ত এবং প্রচুর গোবিষ্ঠা ব্যাপ্ত অর্থাৎ তীর
গোময়ে এবং নীরভাগ গোগণে ব্যাপ্ত হইয়াছিল ॥ ৫৮ ॥

(ক) সদাস্থলে “তদে”তি গোব্রানন্দ-বৃন্দাবনপাঠঃ ।

ততশ্চ পারাবারীণভূম্যোরেকতয়াং কৃতায়ামবারীণমিব (ক)
পারীণং মধুপুরী-কালীয়হৃদয়োরন্তরালং তদ্বনভাগং সর্ব্ব এব
গায়ন্তঃ প্রহসন্তঃ ক্রৌড়ন্তশ্চ শকটবটয়াপি প্রবিবিশুঃ ।

তদেবমেবোক্তম্ ;—

“বৃন্দাবনং সম্প্রবিশ্য সর্ব্বকাল সুখাবহং ।

তত্র চক্রুর্জীবাসং শকটৈর্দ্বন্দ্ববৎ” ॥ ৫৯ ॥

রামকৃষ্ণে চ বদ্ধতৃণাবাসাদিতীরোপকণ্ঠাবৎকণ্ঠয়া ভুবি
শকটাদ্বৎপ্লুতো প্লুতসম্প্লুতাহ্বানতঃ সুখসমম্বিতং সখী-

সাধিতা । পারাবারীণভূম্যোকশরকূলভূম্যাঃ অবারীণমতি অবাক্তটগামিনমিব পারগামিনং ।
মধুপুরী তন্নামা প্যাত্তম্যঃ ॥ ৫৯ ॥

তত্র চ রামকৃষ্ণায়াঃ কৃত্যং বর্ণয়তি রামকৃষ্ণাবিত্যাদি ন্যদেন । প্লুতসম্প্লুতাহ্বানতঃ দীর্ঘ-

ধেমু সকল উত্তীর্ণ হইলে, এবং পারজন ও পারচ্ছেদের সহিত গোপাজ্ঞানাগণ,
বস্ত্রাচ্ছাদিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শকট হইতে অবতীর্ণ হইলে পর, কুশ, কাশ, বংশ ও
শরবৃক্ষ সমূহ দ্বারা কঙ্ককুশল লোকের কোশল বিনির্ম্মিত, পরস্পর বদ্ধ সেতু স্বরূপ
অর্থাৎ ঘোড়া ঘোড়া ডোঙ্গাগুলি যেন রাজপথের মত নিরাপদে সাধিত হইয়াছিল ।
তাহার পর নৌকা-সেতুর দ্বারা উভয়তীর ভূমির একটা সম্পাদিত হইলে অর্থাৎ
সেতু হওয়ায় এপার ওপার সমান হইলে পারস্থিত লোক এপারের মত এবং
এ পারের লোক ওপারের মত হইল অর্থাৎ উভয় তীরবর্ত্তী লোকের কোন
প্রভেদ থাকিল না, এক পারের মধুপুরী ভূমি এবং অত্র পারের কালীয় হৃদ
এই উভয় অন্তরালবর্ত্তী স্থান সমস্ত সমান হইয়া গেল । পরে সেই বন বিভাগে,
সকলেই গাইতে গাইতে, হাসিতে হাসিতে, খেলিতে খেলিতে, শকট সমূহের
সহিত প্রবেশ করিল । এই কারণেই শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।১১।১৮ শ্লোকে এইরূপ উক্ত
হইয়াছে যে ; “সর্ব্বকালেই সুখাবহ বৃন্দাবনে প্রবেশ পূর্ব্বক তথায় শকট সমূহ
যোজনা করতঃ ‘অদ্বচন্দ্রাকৃতি গোকূলেব বাসস্থান নির্মাণ করিলেন” ইত্যাদি ॥ ৫৯ ॥

কৃষ্ণ এবং বলরামও সতৃষ্ণভাবে তীরের নিকটে আসিয়া উৎকণ্ঠার সহিত
শকট হইতে ভূতলে লক্ষ দিয়া পতিত হইলেন । দীর্ঘ এবং সুদীর্ঘ আহ্বান দ্বারা

(ক) পরতীয়ন্ত বিপরীতঃ তীবঃ ।

নম্রাধিধায় প্রত্যগ্রমপি প্রত্যগ্রায়মাণবৈচিত্রীগহনং গহন (ক)-
মবগাহনানৌ সব্যাপসব্যয়োঃ পশ্যন্তৌ চরণচারিতামেবা-
চরিতবন্তৌ । তদা চ কিমন্তবর্ণনীয়ং সমস্তং বৃন্দাবনমপি
কৃষ্ণেন স্পৃষ্টং হৃষ্টমেব নির্ণীয় পরামৃষ্টম্ ॥ ৬০ ॥

তত্র চ ;—যদগানং (০) খগ-কাকলীভিরথ যম্মৃত্যং লতাবিভ্রমে
যদ্রোমাঞ্চিতমক্ষুরৈঃ কবিকৃতারোপাৎ পরং সম্মতং ।

সুদীর্ঘস্থানতঃ অধিধায় অনুগামিনঃ কৃষ্ণা প্রত্যগ্রমভিনাং প্রত্যগ্রতি প্রত্যগ্রা শোষিতা দোষ-
রহিতৈব অচরন্তী যা বৈচিত্রী তয়া গহনং নির্বিড়ং । গহনং বনং সব্যাপসব্যয়োক্লামদক্ষিণ-
দিশোঃ চরণচরিতাং পশ্যত্যং গমনবিষয়তাঃ ॥ ৬০ ॥

তদানীন্তনৌ বৃন্দাবনপরিপাটীং বর্ণয়তি পদ্যেন । যদগানমিত খগকাকলীভিঃ পক্ষিণাং মধুর

সুখের সহিত বন্ধুদিগকে অগামী করিয়া নূতন হইলেও নির্দোষ ও বৈচিত্রীপূর্ণ
অরণ্যে প্রবেশ করিয়া, বাম এবং দক্ষিণ দিকে দেখিতে দেখিতে, পদমঞ্চারেই
গমন করিতে আরম্ভ করিলেন । বৃন্দাবন প্রবেশকালের কথা অগ্র আর কি
বর্ণন করিব, শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে প্রবেশ করিয়া সমস্ত বানভাগকে কেবল স্পর্শ নহে
আনন্দিতভাবে নির্ণয় পূর্বক হস্ত দ্বারা স্পর্শও করিলেন ॥ ৬০ ॥

তথায় বিহঙ্গ কুলের কাকলী রবে যে গান শুইয়াছিল, লতাদিগের বিলাসে যে
নৃত্য হইয়াছিল, এবং অক্ষুরদিগের যে রোমাঞ্চ শুইয়াছিল ইত্যাদি বিষয় কবিগণ
কর্তৃক যোগ্য কারণ ব্যতীত আরোপ বা মনুষ্য-বস্তুরূপে বর্ণিত আছে । কিন্তু
ব্রজরাজ-পুত্রের চরণস্পর্শ প্রমোদের পর হইতে বৃন্দাবন ভূমির এই সমস্ত বিষয়

(ক) গহনং বনমতি গৌরপুস্তক-পাঠঃ ।

(০) যদগানং বিপিনস্ত কোকিলকলে নৃত্যং লতাবিভ্রমে

রোম্মমুখিতমক্ষুরৈঃ চ কবিতঃ যোগ্যান্নিদানাদৃতে ।

তন্নিথ্যা যদি কৃষ্ণদগ্ধতি-বশান্তস্মিন্বেতৎ বর্ণ্যতে

সত্যং তর্হি সদাপি তত্তদখিলং যস্মাদ্রীদৃশ্যতে ॥

৬১ শ্লোকস্ত এবং পাঠঃ গৌরানন্দ-বৃন্দাবনপুস্তকে দৃশ্যতে ।

সর্বং তদ্বজ্রাজসূচরণামোদাদ্রীদৃশ্যতে

বৃন্দারণ্যভূবামিতস্ত ন তথা কিন্তু স্মৃতং বাস্তবম্ ॥৬১॥

ততশ্চ তৌ কচিদ্ধিক্রমণেন কচিদ্ভুক্তজনাঙ্কাদ্যাক্রমণেন
বন্ধুভিরাশ্বাদ্যমানাহনবদ্যলালিত্যামৃতৌ শুভশকুনসম্ভূতৌ
বৎসক্ৰীড়নাভিধবমুনা-ঘট্টতঃ সট্টীকরাখ্যং প্রদেশমাসেদতুঃ ॥৬২॥

অথাবতরণতুর্য্যযোযজাতে রাজ্ঞা সমনুজ্ঞাতে তং পশ্চান্নি-
ধায় দক্ষিণপশ্চিমামগ্রে বিধায় সর্বেহসমাকীর্ণবিস্তীর্ণদেশতয়া-
বতীর্ণাঃ ॥ ৬৩ ॥

স্বনৈঃ কবিকৃতরোপাং কবিত্তিঃ কুতো য আরোপো মনুষ্যধ্ববর্ণনং তস্মাৎ বাস্তবং
নহারোপঃ ॥ ৬১ ॥

ততো যমুনাপ্রদেশে শ্রীরামকৃষ্ণায়োর্পিহরণলীলাঃ বর্ণয়তি ততশ্চেত্যাदि গদ্যেন । আশ্বাদ্যৌতি
জাশ্বাদ্যমানং প্রশস্তং লালিত্যামৃতং যয়োস্তৌ । শুভশকুনঃ ভূতো শুভসূচকমৃগাদিমিলিতৌ ॥ ৬২ ॥

সর্বেষামবতরণসময়ে বাদ্যপুরাণের স্থানবিশেষে অবতরণঃ বর্ণয়তি অদেত্যাदि গদ্যেন
অবতরণে যন্তু যথোযো বাদ্যভেদশব্দগুণিন্ জাতে সতি রাজ্ঞা ব্রজরাজেন, তং সট্টীকরাখ্যং
প্রদেশঃ, অসমাকীর্ণেতি । অসমাকীর্ণং বৃক্ষাদিরাহতঃ অগচ্চ বিস্তীর্ণদেশো যেথাঃ তত্তাবতয়া ॥ ৬৩ ॥

পরম সত্য ও বাস্তবিক বলিয়া সমাদিক দৃষ্ট হইয়া থাকে । হাজার পুঙ্খ আরোপ
হয় হউক ॥ ৬১ ॥

তাহার পর কৃষ্ণ এবং বলরাম কোন স্থানে বিক্রম প্রদর্শন করিয়া এবং
কোন স্থানে আশ্বীর জনগণের স্কন্ধাদি প্রদেশে আরোহণ করিয়া বন্ধুগণের সহিত
উভয়ের অনিন্দিত লালিত্যরূপ অমৃত আশ্বাদন করিলে, শুভসূচক মৃগ পক্ষীদের
সহিত মিলিত হইয়া (ক) “বৎসক্ৰীড়ন” নামক যমুনা ঘাট হইতে “সট্টীকর” নামক
স্থানে আগমন করিলেন ॥ ৬২ ॥

অনন্তর ব্রজরাজের আজ্ঞানুসারে অবতরণের বাদ্যধ্বনি উৎপন্ন হইলে ঐ
সট্টীকর নামক স্থানকে পশ্চাৎ করিয়া দক্ষিণ পশ্চিমকে অগ্রে করিয়া, সকলে
বিস্তীর্ণ প্রদেশে পরিব্যাপ্ত করিয়া অন্তীর্ণ হইল ॥ ৬৩ ॥

(ক) বর্তমান কালিয়হ্রদের নৈঋত কোণে একত্রোশ দূরে “সট্টীকর” স্থান বর্তমান আছে ।
শকটদ্বারা নির্মিত বলিয়া বিষ্ণুপুরাণে শকটাবাট বা শকটাবর্ত নামে বিখ্যাত । ভাগবত
১০।১১।১৮ শ্লোকের বৈষ্ণবতোষণী স্তম্ভব্য । (পরে লেখ্য)

লোকহুতিব্যক্তচেষ্টিং তদা নন্দাদিবেষ্টিতম্ ।

বৃন্দাবনমিদং রেজে (ক) স্বপ্নজাগরিতপ্রভম্ ॥ ৬৪ ॥

“তত্র চক্রুর্জীবাসং শকটৈরন্ধচন্দ্রবৎ” । (ভা, ১০।১১।১৮)

যদন্তঃপূরিতং গোভিঃ ক্রমেণ ঘনরীতিভিঃ ॥ ৬৫ ॥ (খ)

গোপুরস্ত পুরঃ কৃত্বা গোবর্দ্ধনধরাধরম্ ।

গোপবাসঃ স তত্রাসীন্নগোপবসতির্থতঃ ॥ ৬৬ ॥

অগেদানীন্তনীং বৃন্দাবনশোভাং বর্ণয়তি লোকেত্যাदि পদ্যোন । স্বপ্নজাগরিতপ্রভং আদৌঃ
স্বপ্নঃ পশ্চাৎজাগরিতঃ স ইব প্রভা যস্ত তৎ, অগ্রে বৃন্দাবনং চেষ্টাহীনং তাদৃগানন্দহীনমাসীদिति
ভাবঃ ॥ ৬৪ ॥

তত্র স্থানে বাসস্থানং যথা ব্যাচরন্ তদ্বর্ণয়তি তজ্জেত্যাदि পদ্যোন । তজ্জেতি যত্র পূর্বং গোপ-
বসতির্নাসীত্তত্র ঘনরীতিভিঃ বিস্তারপ্রচারৈঃ ॥ ৬৫ ॥

তদ্বাসস্থানং নির্দিষ্ট বর্ণয়তি গোপুরস্তেতি পদ্যোন ॥ ৬৬ ॥

লোকদিগের আস্থানে যাহার চেষ্টা ব্যক্ত হইয়াছে এবং নন্দাদি পরিবেষ্টিত
ঐ বৃন্দাবন, তৎকালে “স্বপ্ন জাগরিতপ্রভ” অর্থাৎ অগ্রে নিদ্রিত, এবং পশ্চাৎ
জাগরিতের আয় শোভা পাইয়াছিল ॥ ৬৪ ॥

তথায় ব্রজবাসি-লোকগণ, শকট সমূহ দ্বারা অন্ধচন্দ্রাকৃতি গোধন সকলের
বাসস্থান নির্মাণ করিল । যাহার মধ্যে ক্রমে নিবিড় প্রচার দ্বারা অর্থাৎ ঘন
সন্নিবিষ্ট পালে পালে ধেনুগণকে প্রবেশ করাইয়াছিল ॥ ৬৫ ॥

* হরিবংশেও উক্ত হইয়াছে, ধেনুগণের হিতের জন্য অন্ধচন্দ্রাকারে প্রচুর

(ক) স্বপ্নজাগরিতপ্রভং ইতি গৌরানন্দ-বৃন্দাবনপাঠঃ ।

(খ) + শ্রীহরিবংশে চ ।—নিবেশং বিপুলং চক্রে গবাক্ষব হিতায় চ ।

শকটাবর্ভপথ্যন্তং চন্দ্রাঙ্কাকারসংস্থিতং ॥ ইতি

এবং তদ্বিনে শকটৈরেব চক্রুঃ, দিনান্তরে তু—

কটকীভিঃ প্রবৃদ্ধান্তুথা কটকিভিঃ মৈঃ ।

নিপাতোচ্ছ্রিতশাপাভিরভিগুপ্তং সমস্ততঃ ॥ ইতি

* (খ) পাঠের অনুবাদ ।

+ নিবেশমিত্যাदि শ্লোকৌ শ্রীমদ্ভাগবতে দশমশ্লোকাদশাধ্যায়ে হরিবংশ-বিষ্ণুপুরাণাদিভ্যঃ
শ্রীবৈষ্ণবতোষণ্যং উদ্ধৃতো, এতৌ যৌ গদ্যাগভিতশ্লোকৌ মাণ্ডুপ্যন্তকে ন স্তঃ ।

পৌৰস্ত্যবস্ত্যত্যাগেহপি তত্তন্মৰ্য্যাদম্মাচিতিঃ ।

ব্রজাকারস্তথৈবাসীং কৃষ্ণা-পারে যথা স্থিতঃ ॥ ৬৭ ॥

(ক) অষ্টক্ৰোশীমায়তঃ স ব্রজঃ স্যা-

দগ্ৰে বিস্তীৰ্ণস্ত মধ্যো তদৰ্দ্ধং ।

এতন্মানং চাত্র লোকস্ত দৃষ্ট্য

শক্ত্যানন্তাচিস্ত্যধাম হ্রমেব ॥ ৬৮ ॥

তেষাং শকটসমূহরচিতাবাসো ব্রজাকরোহভবদ্রিতি বর্ণয়তি পৌৰস্ত্যত্যাগাদি পদ্যেন । পৌৰস্ত্য-
বস্ত্যত্যাগে পুরভবাটালিকাদিত্যাগেহপি বর্ণয়তি তঃ পুরতয়া ॥ ৬৭ ॥

অধুনা তদ্বাসস্থানস্ত প্রস্থপরিণাহাত্যাং প্রমাণং নির্দিষ্ট্য তস্ত বিভূত্বমপি বর্ণয়তি অষ্টক্ৰোশীতি
পদ্যেন ॥ ৬৮ ॥

বাসস্থান নির্মাণ করা হইয়াছিল এবং ঐ বাসস্থানে সীমা ভাগে দ্বারদেশে যাহাতে
শকট সমূহ ঘুরিতে ফিরিতে পারে তাহারও ব্যবস্থা করা হইয়াছিল । সেই
দিবসে এইরূপ শকট-শ্রেণী দ্বারা তাঁহারা বাসস্থান করিয়াছিলেন । কিন্তু অল্প
দিবসে অতি দীৰ্ঘ কণ্টকী অর্থাৎ কণ্টকযুক্ত লতা জাতীয় উদ্ভিদসমূহ দ্বারা, কণ্টক
যুক্ত বৃক্ষ সমূহ দ্বারা, এবং প্রোথিত উন্নত শাখা সমূহ দ্বারা চারিদিকে এই স্থান
গুপ্ত হইয়াছিল অর্থাৎ বেড় দিয়া ঘেরিয়াছিলেন । গোবর্দ্ধন পর্বতকে পুর-
দ্বারের সম্মুখে করিয়া তপায় বৃক্ষ রাজির নিকটে গোপ-বাস নির্মিত হইয়া-
ছিল ॥ ৬৬ ॥

পূৰ্বেকার গৃহ ভাগ হইলেও যমুনার পারিস্থিত আবাসের ভায়ে তন্ত্ৰে
মৰ্য্যাদাপূর্ণ ব্রজাকৃতি বাস সকল সেইরূপেই ঘটিয়াছিল । অর্থাৎ যমুনার পশ্চিম-
পারে যে সকল বাস নির্মিত হইল তাহা পূৰ্ণ পারের অর্থাৎ মহাবনের বাস হইতে
কোন অংশে ন্যূন নহে ॥ ৬৭ ॥

এই ব্রজ বা গোষ্ঠ, আট ক্ৰোশ ব্যাপিয়া আয়ত । তাহার মধ্যে গোষ্ঠের
বিস্তার তাহার অৰ্দ্ধ চারি ক্ৰোশ পরিমাণ মাত্র । লোকিক চক্ষে এইরূপ পরিমাণ
স্থিরীকৃত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু শান্ত অমুযায়ী ধরিতে গেলে ইহার ভেজ অনন্ত
এবং অচিস্তনীয় ॥ ৬৮ ॥

(ক) অষ্টক্ৰোশীমায়তঃ গোষ্ঠমেতন্মধ্যে তন্নিবিশ্রুতং চার্দ্রম্ভাঃ ইতি গৌরানন্দ-বৃন্দাবনপাঠঃ ।

মধ্যে রাজ্ঞঃ সন্ন তৎপার্বতস্ত-

দ্ভাতৃণাং তদ্বাহতস্তৎপরেষাম্ ।

যদ্বৎপ্রেমণ্যন্তরঙ্গাদিরীতি-

র্কাসেহপি স্যাদৌচিতি তবদেব ॥ ৬৯ ॥

অথ তত্র পরমশর্মণাগম্যমানসময়ব্রজে পূর্ববদ্ব্রজে
ক্ৰীড়ারতয়োরপি তয়োর্বনদিদৃক্ষা পুনরতীব বিলক্ষণা জাতা ।
ততশ্চ প্রতিদিনমপি গবাবনায় বনায় প্রযাতেন তাতেন সমং
সমন্তত এব ব্রজতঃ স্ম ॥ ৭০ ॥

যত্র ;—

(ক) বৃন্দাবনং গোবর্দ্ধনং যমুনাপুলিনানি চ ।

বীক্ষ্যাসীতভ্রমা প্রীতী রামরানুজাতয়োঃ ॥ ৭১ ॥

তেষাং বাসস্থানং যোগ্যতয়া বর্ণয়তি মধ্যে উক্তি পদ্যেন । প্রেমুণি নিমিত্তে ॥ ৬৯ ॥

অথ তত্র বাসানন্তরং শ্রীরামকৃষ্ণযোর্বোচারণলীলাং বর্ণয়িতুং প্রথমতে অথ তত্রৈতাদি পদ্যেন ।
আগম্যোতি আগম্যমানসময়সমূহে, গবাবনায় গৌরলক্ষণায় ॥ ৭০ ॥

তত্রাপি বৃন্দাবনাদিদর্শনে শ্রীরামকৃষ্ণযোঃ প্রীতিং বর্ণয়তি বৃন্দৈতাদি পদ্যেন ॥ ৭১ ॥

মধ্যে রাজার গৃহ, তাহার পাশ্বে তাঁহার ভ্রাতৃগণের গৃহ, এবং তাহার পরে
অন্তান্ত লোকদিগের বাসস্থান ছিল । প্রেমের তারতন্য অনুসারে তাঁহাদের
যে রূপ অঙ্গুরঙ্গাদি ভাবের পৃথক্-পৃথক্ প্রণালী ছিল, সেইরূপ প্রণালী
বাস-নির্যাসেও উপযুক্ত হইয়াছিল ॥ ৬৯ ॥

অনন্তর ব্রজমণ্ডলে আগমনের পরেও তাহাদিগের সময় সকল, পূর্বের মতই
পরম সুখে অতিবাতিত হইল । অতঃপর বালক দুইটি ক্রীড়াশক্ত হইলেও তাহাদের
পুনর্বীর বন দর্শনেচ্ছা অত্যন্ত প্রবল হইয়াছিল । তাহার পর প্রতাহই গোপালনের
জন্ত বনে গিয়া উভয়ে পিতার সহিত চারিদিকেই ভ্রমণ করিয়াছিলেন ॥ ৭০ ॥

যথায় “বৃন্দাবন, গোবর্দ্ধন পর্বত, এবং যমুনার পুলিন সকল দর্শন করিয়া
বলরাম রামানুজের পরম প্রীতি হইয়াছিল” ॥ ৭১ ॥

(ক) শ্লোকটি গোবুল লীলার অন্তে বৃন্দাবনাগমনের ইহা পরে উক্ত আছে । রামরামানু-
জাতয়োঃ । অত্র রামকেশবয়োর্বপ । ইতি সংখ্যাপাঠঃ ।

যথা ।—

প্রাধান্যাদতিদিব্যরক্ষবিততেব্দাবনং রত্নভূ-

পল্যক্ষাশ্রিতপীঠজেতৃদশদাং বৃন্দস্য গোবর্দ্ধনঃ ।

মৌচূর্ণোদ্রবরঙ্গভূমিবিজয়িস্থল্যাবলেরং শুমং-

কন্যায়াঃ পুলিনালিরুৎসব-শতং দুক্ষে স্ম যুগ্মং তয়োঃ ॥

ইতি ॥ ৭২ ॥

অথ মধুকণ্ঠঃ সমাপনমিদং সাজ্জলিতয়া ব্যানজ ॥ ৭৩ ॥

ঐদৃশস্তনয়োজাতস্তব গোপাধিনায়ক ! ।

পাল্যক্ষরোতি যো বিশ্বং বাল্যস্য চরিতাদপি ॥ ৭৪ ॥

তদেবং তল্লীলানাং সাক্ষাৎপ্রথায়াং কথায়াং বৃত্তায়াং পূর্ব-

বৃন্দাবনাদীনাং রম্যহান্তেবাং দর্শনে তয়োঃসংনো জাত ইতি বর্ণয়তি প্রাধান্যাদতি পদ্যেন ।

প্রাধান্যাদতি পদ্যঃ ত্রিষু যোজ্যং, মৌচূর্ণোদ্রবঃ ৪পূ রচূর্ণজাতঃ, অংশুমৎকন্যায়া যমুনায়াঃ ॥ ৭২ ॥

এতৎপ্রসঙ্গং সমাপয়িতুং মধুকণ্ঠস্য বৃত্তং বর্ণয়তি অপেতাাদি পদ্যেন ॥ ৭৩ ॥

তদ্বৃতিং বাক্যং বর্ণয়তি ঐদৃশ ইতি পদ্যেন ॥ ৭৪ ॥

স্বয়ং কবিস্তৎপ্রসঙ্গং সমাপয়তি তদেবমিত্যাদি পদ্যেন । সাক্ষাৎপ্রথায়া সাক্ষাৎস্থিত্যো

যথা,—অতিশয় মনোহর বৃক্ষশ্রেণীর প্রাধান্য বশতঃ বৃন্দাবন রত্ন ভূমিস্বরূপ, পলাঙ্কের অমুগত আসন সদৃশ প্রস্তর রাশির পাধান্য হেতু গোবর্দ্ধন গিরি, এবং কর্পূরচূর্ণ সম্ভূত রঙ্গভূমি বিজয়ী অক্রটিম ভূমিখণ্ডের প্রাধান্য হেতু সূর্য্য-তনয়া যমুনার পুলিন সকল, কৃষ্ণ-বলরামের শত শত মনোহর উৎসব উৎপাদন করিয়া-ছিল ॥ ৭২ ॥

অনন্তর মধুকণ্ঠ কৃতাজ্জলি হৃদয়া কথা সমাপন করিয়া এই বিষয় বলিলেন, হে গোপাধিপতে ! আপনার এইরূপ পুত্র জন্মিয়াছে যে, যিনি বাল্য-চরিত্র প্রকাশ করিয়াও এই বিশ্বকে পালন করিয়া থাকেন ॥ ৭৩—৭৪ ॥

অতএব এইরূপে তদীয় লীলারামি সাক্ষাৎ পণ্ডিত হইলে পর, পূর্ব পূর্ব

বৃত্তবত্তদিনেহপি সৰ্ব্বৈহপ্যানন্দানামথৰ্ব্বাণাং থৰ্ব্বৈণ কৰ্ব্বু-
রিতা নিজ-নিজালয়ং কলয়ামাসুঃ ॥ ৭৫ ॥

ইতি শ্রীগোপালচম্পুমনু বৃন্দাবনদেশে

প্রবেশো নাম নবমং পূরণম্ ॥

বয়া তস্তাং বৃত্তায়ামাচরিতায়াং পূৰ্ব্বৈতি পূৰ্ব্ববৃত্তং বৃত্তমতীতং যত্র তস্মিন্ দিনেহপি অথৰ্ব্বাণাং
বহুনাং থৰ্ব্বৈণ সংখ্যাবিশেষেণ অমিতসংখ্যায়াং তাৎপর্য্যং তেন। কলয়ামাসুঃ প্রাপ্তা
বভূবুঃ ॥ ৭৫ ॥

ইতি শকার্থবোধিকায়াং নবমং পূরণং ॥ ৯ ॥

দিনের মত সেই দিবসেও সকলেই থৰ্ব্ব সংখ্যক অনেক প্রকার প্রচুর আনন্দ
সমৃদ্ধারা মিশ্রিত হইয়া নিজ নিলয়ে গমন করিয়াছিল ॥ ৭৪ ॥

ইতি গোপালচম্পুকাব্যে বৃন্দাবন প্রদেশে

প্রবেশ নামক নবম পূরণ ॥ ৯ ॥

দশমঃ পূরণম্ ।

(বৎসাসুরাদিবধঃ)

অথ প্রাতরপি পূর্ববৎ কথা প্রথতে স্ম ॥ ১ ॥

যথা ;—

স্নিগ্ধকণ্ঠ উবাচ ;—অথানয়োরতিবাল্যাদূর্দ্ধবিলাসমারভ-
মাণং স্কুমারং কুমারতামেশং বর্ণয়িষ্যাগঃ ॥ ২ ॥

যথা ;—

মুক্তস্তম্ভমুদধদঙ্গ-বলয়ং চাক্ষল্যপর্য্যাকুলং
খেলাচঞ্চদখর্বনেত্র-যুগলং শশ্বৎপ্রহাসাননম্ ।
নানাকৌতুকভাবিতং সখিজনক্ৰীড়বিলাসাস্পদং
বৎসেক্ষাস্পৃহি রামকৃষ্ণকলিতং কৌমারমন্তর্ভজে ॥ ৩ ॥

দশমে পুরণে নানাবিধবাল্যবিলাসনঃ । বৎসাসুরাদিনাশচ বর্ণাতে ভজ্যধামনি ॥ ১ ॥

অধুনা নানাবিধবাল্যবিলাসপূর্বকং বৎসাসুরবধকাণ্ডাৎ বর্ণয়িষ্যাং প্রথমতে অপেত্যাদি গদ্যেন ।
তত্র স্নিগ্ধকণ্ঠবাক্যমাহ অথানয়োরতি গদ্যেন । স্কুমারং কলিতং : ৩ ॥

তৎস্নিগ্ধকণ্ঠকৃতবর্ণনং নির্দিশতি মুক্তস্তম্ভমিত্যাদি পদাঙ্ক্যেন । বৎসেক্ষাস্পৃহি বৎসদর্শন-
কামি ॥ ৩ ॥

দশম পূরণ ।

দশম পুরণে ভজ্যধামে শ্রীকৃষ্ণের নানাবিধ বাল্যলীলা, এবং বৎসাসুর বধ
বর্ণিত হইবে ॥ ০ ॥

অনন্তর প্রাতঃকালেই পূর্বমত কথা আরম্ভ হইয়াছিল ॥ ১ ॥

যথা,—স্নিগ্ধকণ্ঠ বলিলেন, অনন্তর আমরা এই কৃষ্ণ-বলরামের অত্যন্ত বাল্য-
কালের পর, শৈশব সমাপ্তি সূচক লালিত লীলা বিলাস বর্ণনা করিব ॥ ২ ॥

যথা ;—শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম যেমন কৌমার দশা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আমি
অন্তরে সেই কৌমার দশাকে ভজনা করি : এই অবস্থায় তাঁহারা স্তম্ভ উদ্ধ পরি-
ত্যাগ করিয়াছিলেন ; সমস্ত অঙ্গে সৃগঠন উন্নত হইয়াছিল ; চপলতায় আকুল

অপি চ ;—

শুভ্রশ্যামৌ নীলপীতাভ-বস্ত্রৌ

(ক) ভূঙ্গী-পারী-ধ্বানশিক্ষাসু দক্ষৌ ।

ক্রীড়ালোলৌ মিত্রবর্গে বিচিত্রং

চিত্রীয়েতে রামকৃষ্ণৌ কুমারৌ ॥ ৪ ॥

এতদবধি চ বস্ত্র-পরিধানং ক্রমেণ নিশ্চিতং (খ) জাতম্ ॥

যথা ;—

বস্ত্রং দধতি জননী-নিহিতং প্রযত্নাৎ

ক্ষিপ্ৰং চ বন্ধন-ধিয়া স্বয়মুজ্জ্বহতি ।

ভূয়স্তদর্দতি বিভর্তি চ যস্য চার্কং

ত্রীড়াং বিকল্য লঘু নিত্যয়তি স্ম কৃষ্ণঃ ॥ ৫ ॥

শুভ্রৈতি । ভূঙ্গী বটী অর্থাৎ গোদোহনসাধনরজ্জুঃ, পারী দোহনপাত্রং তস্য ধারণাদিধ্বানঃ গোদোহনসময়ে তাদৃশবাক্যপয়োগঃ তেষাং শিক্ষায়াঃ সুনিপুণৌ ॥ ৪ ॥

এতদ্বিতি পদ্যং । বস্ত্রমিতি পদ্যাক্ষং বন্ধনধিয়া মাতা যঃ বস্ত্রাভীতি বুদ্ধা অর্দতি যাচতে যস্য চ বস্ত্রস্ত চার্কং বিভর্তি সমপ্রধারণাক্রান্তৌ লজ্জাঃ বিকল্য লঘু শীঘ্রং যথা স্তাৎ নিত্যয়তি অনবরতং করোতি ॥ ৫ ॥

হইয়াছিল ; দীর্ঘ নেত্রবৃগল খেলায় কাঁপিতেছিল ; বারংবার মুখে হাস্ত আসিয়া-ছিল ; বিবিধ কৌতুককর লীলায় নিমগ্ন হইয়াছিল ; এই অবস্থা সহচরগণের ক্রীড়া বিলাসের আধার হইয়াছিল ; এবং এই কোমার দশাধ বৎস দর্শন করিতে অত্যন্ত ইচ্ছা হইয়াছিল ॥ ৩ ॥

অপিচ কুমার শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণবর্ণ এবং বলরাম শুভ্রবর্ণ ছিলেন । একজন পীতাম্বর আর একজন নীলাম্বর । গো-দোহন সাধন রজ্জু (ছাঁদন দড়ী) এবং দোহন পাত্রের শব্দ শিক্ষা বিষয়ে উভয়েরই সুনিপুণ এবং ক্রীড়ায় চঞ্চল ছিলেন এবং বন্ধুবর্গের উপর বহুবিধ আশ্চর্যা ভাব উৎপাদন করিতেন ॥ ৪ ॥

এই অবধি ক্রমে ক্রমে নিশ্চিতরূপে বস্ত্র পরিধান কার্যে শিক্ষা হইয়াছিল ।

(ক) শূঙ্গী পারীতি ইতি পাঠে দেখুবেশেষনাম ।

(খ) নিশ্চিতং ইতি মাণ্ডুপুস্তকে নাস্তি ।

তত্র নিত্যমেব গোজাতমনুষ্যাতেন তাতেন সহ যাতবন্তৌ
সমস্তাদলং তৌ ভ্রমতঃ ॥ ৬ ॥

যথা ;—

আগচ্ছতাং তত্র বনে জনানাং
স্নেহার্থিনাং ক্রোড়গতো পিতৃশ্চ ।
অপৃচ্ছতাং তৎপ্রতিবস্ত বাল্য-
বযচ্ছতাং শশ্ম চ রাগকুফৌ ॥ ৭ ॥

তত্র চ নিবার্যমাণাবপি বিস্ফার্যাহম্পূর্বিকয়া গোগো-
যুগং গোগোযুগযুগং গোমড়্গবমপি যুগপদ্বশয়ন্তাবক্রীড়িতাম্ ।

অথ তয়োগোষ্ঠিগমনশিক্ষাং বর্ণয়তি তনোত্যাদিগদোন । অলমতিশয়ঃ ॥ ৬ ॥

তত্রাপি তয়োক্কাল্যালোবিশেষঃ বর্ণয়তি আগচ্ছতামিতি পদোন । প্রতিবস্ত সকলদ্রব্যং
বুদ্ধাদি চ ॥ ৭ ॥

তত্র তয়োগোষ্ঠিঃ সহ ক্রীড়াঃ বর্ণয়তি নিবার্যমাণাং পদোন বিস্ফার্যাহম্পূর্বিকয়া প্রগল্ভা যা
অহম্পূর্বিকা তন্মা গোগোযুগং পুপকপুপক গোদ্বয়ং এবং পরব গোগোযুগশ্চ যুগং দ্বয়ং অপরেতি

যথা—তিনি সমস্তে জননী-সমর্পিত বস্ত্র পরিধান করিতেন এবং শীঘ্রই বন্ধন
করিবে ভাবিয়া স্বয়ং পরিত্যাগ করিতেন । পুনর্বার তিনি ঐ বস্ত্র প্রার্থনা
করিতেন, এবং যে বস্ত্র অঙ্গে পরিধান করিতেন, তাহার পর সমগ্র বস্ত্র ধারণ
করিতে না পারিলে লজ্জিত হইয়া শীঘ্র অনবরত পরিধান করিতেন ॥ ৫ ॥

গো সমূহের অমুগামী পিতার সহিত কৃষ্ণ বলরাম, নিতাই সেই স্থানে গমন
করিয়া চারিদিকে অত্যন্ত ভ্রমণ করিতেন ॥ ৬ ॥

যথা :—বালক কৃষ্ণ এবং বলরাম, সেই বনে স্নেহভরে যে সকল লোক
আগমন করিত, তাহাদের এবং পিতার ক্রোড়ে বসিয়া সেই বনজাত সমস্ত বস্তু
এবং বুদ্ধাদির কথা জিজ্ঞাসা করিতেন এবং এইরূপে সেই সেই জনগণের সুখও
প্রদান করিতেন ॥ ৭ ॥

তথায় উভয়ে নিবারিত হইলেও বিস্ফারিত “অহম্পূর্বিকা” অর্থাৎ “আমি
অগ্রে যাইব—আমি অগ্রে যাইব” এইরূপ প্রবলপ্রগল্ভ বাক্য দ্বারা কখনও

অনন্তরমপি পরস্পরমপরস্পরসদ্রবমেব দ্রবন্তৌ বিঘটিত-
ধেনুদুহসজ্জটাবুদ্ধতা ধেনুর্বষভানপি শৃঙ্গগ্রাহং নিবর্তয়তঃ স্ম ।
কিঞ্চ পঞ্চকেনাপি পশূন্ গৃহীত স্ম ॥ ৮ ॥

দিনকতিপয়ে পুনরেবং গতসময়ে তদেতদুপধার্য ব্রজেশ্বর্যা
পতিং প্রতি প্রণয়ক্ষুরুপালন্তং ভণিতম্ ।

কিনিদমপূর্বমিব কুর্বন্তি তত্রভবন্ত ইতি । তেন চ
লজ্জাতকৌ সজ্জতা তৌ বঞ্চয়তা বনং চঞ্চতামুনানুমতা তং চ
তং চ সা চ সা চ তন্মাতাবনগমনতন্তনয়মতিপ্রণয়ান্নিরুদ্ধ-
বতী ॥ ৯ ॥

ন বিদ্যতে পরস্পরয়োঃ সন্ বিদ্যমানো বরো যত্র গদ্বখাস্তাং মৌনৌ ভূয়া দ্রবন্তৌ, বিঘটিতেতি
বিশেষণ ঘটতিচালিতো ধেনুদুহাণাং সংঘটৌ বাভ্যাং তৌ শৃঙ্গগ্রাহং শৃঙ্গরবেণ নাম গৃহীয়া যদ্বা
তেষাং শৃঙ্গং গৃহীত পঞ্চকেন পঞ্চনংখ্যাকং কৃদা ॥ ৮ ॥

এবং বনগমনে আহারকালে অতিক্রান্তে ব্রজেশ্বর্যা বাৎসল্যকৃত্যং বর্ণয়তি দিনকতিপয়েতাদি-
গদ্যেন । উপালন্তং প্রণয়তিরকারবাক্যং । এন ব্রজরাজেন চ লজ্জাতকৌ লজ্জাং শঙ্কাক তৌ
রামকৌ চঞ্চতা গচ্ছতা “চক্ষুগটৌ” সা সাচ রোহিণী যশোদা চ ॥ ৯ ॥

ধেনুদুহ, কখনও ধেনুর যুগ্ম যুগ্ম এবং কখনও বা ছয়টী ধেনু, এককালে বশীভূত
করিয়া ক্রীড়া করিয়াছিলেন । তৎপরেও পরস্পর অবিচ্ছেদে পরিহাসের সহিত
দৌড়িতে দৌড়িতে ধেনু এবং বৃষ সকল চালিত করিয়া উদ্ধত ধেনু এবং বৃষ-
দিগকে শৃঙ্গ গ্রহণ করিয়া নিবৃত্ত করিয়া ছিলেন । অপিচ, উভয়েই পাঁচ পাঁচটী
পশু গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ৮ ॥

এইরূপে পুনর্বার কতিপয় দিবস অতীত হইলে, এবং আহারের কাল
উত্তীর্ণ হইলে, ইহা অবধারণ করিয়া ব্রজেশ্বরী, পতির প্রতি প্রণয়পূর্ণ তিরস্কার
বাক্য প্রয়োগ করিয়া বলিলেন—এই শিশু দুইটীকে বনে লইয়া যাওয়াতে আপনার
পক্ষে কি এক অভূতপূর্ব কার্য্য করা হইতেছে না ? আপনি কেন এরূপ কার্য্য
করিতেছেন ? তখন ব্রজরাজ কৃষ্ণ এবং বলরামকে লজ্জিত এবং শঙ্কিত দেখিয়া
উত্তরকে বঞ্চনা করিয়া বন গমন করিবার কালে রোহিণী এবং যশোদাকে

নিরুদ্ধো চ তাবুৎকণ্ঠাবিক্কাবরোদিষ্ঠাম্ । তত্র চ কদাচি-
দহ্নায় নিহ্নবমারভ্য পিতুরভ্যর্গং গচ্ছন্তৌ সবয়োভ্যঃ স্তুখং
যচ্ছন্তৌ বত্সাপিরিকল্য ব্রজবাহিরুপশল্যাস্থৈর্কবৎসপালৈ-
ক্বালৈঃ কৃতমেলন্তৌ খেলন্তৌ তৎপালায়মানৌ মুমূদাতে ॥১০॥

তদেবং তয়োঃসকৃৎকৃতিমনুভূয় ভূয়ঃ (ক) শ্রীব্রজভূপতী
দম্পতী স্তুখসমুদয়মানতায়াগপি ভয়দুয়মানমনস্তয়া মন্ত্রয়া-
মাসতুঃ ; যদি গোসঙ্গাবস্থানং বিনা ন স্মাতুং পারয়তস্তর্হি
ব্রজসদেশদেশে বৎসানেব তাবৎ সঞ্চারয়তামিতি । তদেতদেব
ব্রজরাজঃ সহজাদিভিন্নান্নবিদ্ভিঃ সহ মন্ত্রসহতয়াবিচার্য্য তন্ত্র-

তদেবমপি তয়োঃচাপল্যং যজ্ঞভূতং তদ্বর্ণয়তি নিক্কাক্ষিতাদি গদ্যেন । অহ্নায় কটিতি, নিহ্নবং
গোপনং, অভ্যর্গং স্নানং, বত্স পশুনাং অপরিচিতা উপশল্যাস্থৈঃ উপশল্যং গ্রামান্ত্রভাগঃ তৎপালয়-
মানৌ তাৎপর্য্যং বৎসযুগং ॥ ১০ ॥

অথ তয়োস্তাদৃশচাপল্যং দৃষ্ট্বা ব্রজশয়োঃ মন্ত্রণা বভূব ৩০ বর্ণয়তি তদেবমিতি গদ্যেন ।

অনুমতি করেন । কৃষ্ণ-জননী যশোদা এবং রাম-জননী রোহিণী, স্ব স্ব পুত্রকে
স্নেহ হেতু বনগমন হইতে নিবারণ করিলেন ॥ ৯ ॥

সেই কৃষ্ণ বলরাম নিবারিত হইয়া উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে রোদন করিতে লাগি-
লেন । সেই স্থানে একদা তৎক্ষণাৎ গুপ্তভাবে পিতার নিকটে গিয়া সহচর-
দিগকে স্তুখ প্রদান করিয়া ও পথ চিনিতে না পারিয়া ব্রজের বাহিরে গ্রামের
সন্নীপস্থিত বৎসপাল বালকগণের সহিত একত্র মিলিত হইয়া, খেলিতে খেলিতে
বৎস যুগের স্থায় ক্রীড়া করিতে লাগিলেন ॥ ১০ ॥

অতএব এই প্রকারে কৃষ্ণ-বলরামের বারংবার কৃতকার্য্য অনুভব করিয়া
পুনর্বার ব্রজরাজ এবং ব্রজেশ্বরী স্তুখানুভব করিলেও ভয় সম্ভূত মনে মন্ত্রণা
করিলেন । যদি ধেমুগণের সহিত একত্র অবস্থান না করিয়া উভয়ে থাকিতে
না পারে, তাহা হইলে ব্রজের নিকটবর্ত্তী প্রদেশেই বৎসদিগকে চরাইতে থাকুক ।

(ক) শ্রীব্রজভূপতিরিত নন্দো যশোদাচ । অন্যোরেকশেষে শ্রীব্রজভূপতী ইতি দ্বিবচনং
“দ্বীপুংসয়োঃ শিষ্যো না” ইতি পুমানবশিষ্টঃ ।

বিদ্বিঃ পুণ্যদিনমবধার্য্য পুণ্যাহবাচনাদিকমপি সঞ্চাধ্য তাভ্যাং
গোবালপালনারম্ভমাচারয়াম্ভুব ॥ ১১ ॥

তাভ্যামেব সহ মহাগোপালা মহং বিধায় মনসি চ
সুখং নিধায় (ক) নিজ-নিজ-বালান্ বৎসপালান্ কলয়ামাসুঃ ।
যশ্চ চাদৌ জননী-জনিতেন মজ্জনসজ্জনেন ভোজন-ভজনেন
বসন-বসনেন সদলঙ্করণধরণেন বেত্র-নেত্র-মুরলী-গবলানাং বল-
নেন চ বলকৃষণে শোভাং লেভাতে ॥ ১২ ॥

সুখেতি । সুখং সমুদয়মানং অনুভববিষয়ং যত্র তদ্ব্যবভাষ্যং ব্রজসদেশদেশে ব্রজনিকটস্থানে সহজা-
দিভির্ভাতৃভিঃ তদ্বিভিন্তিঃ তদ্ব্যং কৰ্তব্যতা তাভ্যাং তয়োৰ্ভাৱা ॥ ১১ ॥

তদাতু তয়োঃ প্রীত্যর্থং বৃদ্ধগোপানাং কৃত্যং বর্ণয়তি তাভ্যামেবেত্যাদি গদ্যেন । মহমুৎসবং
কলয়ামাসুঃ কারয়াষুভূবুঃ । যশ্চ বৎসপালনমহং মজ্জনসজ্জনেন সজ্জনা বেশরচনা, ভোজন-
ভজনেন ভোজনদ্রব্যাণাং সেবনেন, বসনবসনেন বস্ত্রশ্চ পরিধানেন । উপলক্ষণে তৃতীয়া । বেত্রেত্যাদি
বেত্রং প্রসিদ্ধং, নেত্রং গোবন্ধনরজ্জুঃ, মুরলী প্রসিদ্ধা, গবলং মহিষশৃঙ্গং তেষাং বলনেন
ধারণেন চ ॥ ১২ ॥

অতএব ব্রজরাজ মন্ত্রজ্ঞ ভ্রাতৃগণের সহিত মন্ত্রণা কাণ্যে বিশেষ সংলগ্নভাবে
এইরূপ বিচার করিয়া, কৰ্তব্যতার নিশ্চয়জ্ঞ পণ্ডিতগণের দ্বারা পুণ্যদিন অবধান
করতঃ পুণ্য দিবসে স্বাস্থ্য বাচনাদি পূর্বক ঐ কৃষ্ণ এবং বলরাম দ্বারা গোবৎস-
পালনের আরম্ভ করাইলেন ॥ ১১ ॥

মহাগোপগণও উৎসব সহকারে মনে মনে সুখী হইয়া ঐ কৃষ্ণ-বলরাম
সহিত নিজ-পুত্রাদিগকে বৎস পালন করাইতে লাগিলেন । যে উৎসবের প্রারম্ভে
জননীকৃত বেশাদি রচনা, ভোজন-সেবা, বস্ত্র-পরিধান, বেত্র, গোবন্ধন রজ্জু,
মুরলী এবং মহিষশৃঙ্গ ধারণ করিয়া, কৃষ্ণ-বলরাম পরম শোভা প্রাপ্ত হইয়া-
ছিলেন ॥ ১২ ॥

(ক) নিধায় স্থলে “বিধায়ে”তি গৌরপাঠঃ ।

কৃষ্ণস্থানীতে উপানহৌ নহি নহি কারেণ বহিঃচকার।
কুলপরম্পরাগতধনগোধনসমারাদনধর্ম-মর্ম্মবাধনং হি তৎপ্রসাধন-
বশাস্তবতীতি। ততঃ কৃষ্ণভাবমনুভবতা রামেণাপি তথানু-
মতম্ ॥ ১৩ ॥

বস্থধা তু স্থধা-সেকমেব তেন সাতিরেকং স মন্বানা তদীয়-
চারু-চরণসঞ্চরণস্বরেশদেশ-প্রদেশমপ্যালক-কণ্টকাগবগুণং তদ-
বস্ত্ররেণুনপি পুষ্পারেণুনিব ধেনুনাং প্রথরথুর-চক্ষুরতা-থুরলী-
ব্রজ-ব্যাজতন্তুখা চকার। যথাচ হরিবংশে প্রশংসনং “অখিলি-
কণ্টকবনং” ইতি ॥ ১৪ ॥ (ক)

তদনন্তরবৃত্তং বর্ণয়তি কৃষ্ণেত্যাदि পদেন। তদিত্তি, গোবনসেবনবশাং তথাহুমতঃ উপানদ-
স্বীকারঃ ॥ ১৩ ॥

তেন চ ভূমেঃ সৌভাগ্যং বর্ণয়তি-বস্ত্রবেত্যাदि পদেন। বস্থধা পৃথগ্বী স্থধা অমৃতং তেন

আর বখন শ্রীকৃষ্ণের জন্ত চর্ম্মপাছুকা আনয়ন করা হইল, তখন শ্রীকৃষ্ণ না
না করিয়া চর্ম্মপাছুকা দূরে নিক্ষেপ করিলেন। আমাদের কুলপরম্পরাগত ধন
স্বরূপ যে গোধন, তাহার আরাধনা করা আমাদের ধর্ম্ম, অথচ, সেই গোকুলের
আরাধনারূপ ধর্ম্মের মর্ম্মপীড়া, কেবলমাত্র নিশ্চয়ই এই চর্ম্মপাছুকার পরিচ্ছদে
ওইতে পারে, অর্থাৎ যে গোগণ আমাদের কোলিক ধন, তাহার চর্ম্ম দ্বারা নিশ্চিত
পাছুকা পদে ধারণ করিলে কোলিক ধর্ম্মের মর্ম্মে পীড়া দেওয়া হইবে। তাহার
পর কৃষ্ণের ভাব অনুভব করিয়া বলরামও চর্ম্মপাছুকার পরিত্যাগ স্বীকার করিয়া-
ছিলেন ॥ ১৩ ॥

আর বস্থঙ্করাও চর্ম্মপাছুকা স্বীকার না কবাত্তে এবং শ্রীকৃষ্ণের চরণসঞ্চারণ

(ক) চক্ষুরগণনানি গোধনানি তু নুন কৃততদবধানানি তদাশুক্ল্যায় প্রথরথরথুরথননথুরলীভি-
ম্বস্ত্ররেণুনিপি পুষ্পারেণুনিব বিধায় ককঁরাকণ্টকাদিকমপি পশুশস্ত্রা সদ্ধায় তদীয়চরণপ্রচারভূমিঃ
স্থপস্কারভয়া কারয়ামাহঃ। বস্থধা তু স্থধাসেকমেব তদীয়চরণসঞ্চারণেন মন্বানা পুন্ধ্যা সহ
চ যোগং তদ্বানা তদানুকূল্যাবশেষং নিরবণে চকার। যথা চ পদিরবনাদিকমপি স্থপস্কারায়
সম্যগধিকং ভবতি। যথা চ সর্ব্বত্র তদীয়চরণকিসলয়া-লয়তন্মরংখালেখানামুদয়ঃ সর্ব্বমুদয়নং
ভবতীতি প্রকৃতমমুসরামঃ। ইতি পাঠান্তরং গৌরানন্দ-বৃন্দাবনপুস্তকে।

যথাচ সর্বত্র তদীয়চরণকিশলয়-সূক্ষ্মরেখালেখানামুদয়ঃ
সর্বমুদয়নং ভবতীতি প্রকৃতমনুসরামঃ ॥ ১৫ ॥

তদেবং মহামঙ্গল-সঙ্গততয়া বৎসচারণোৎসবমনুক্ৰিয়মাণে
প্রয়াণে সমুদ্রগতশোভাসমুদ্রকবিচিত্রচ্ছত্র-চামর-পট্টপটাদি নানা-

উপানদস্বীকারেণ তদীয়েত্যাदि তদীয়চরুচরণয়োঃ সঞ্চরণং যত্র তাদৃশো যঃ সুবেশদেশ-
প্রদেশস্তমপি, প্রথরেত্যাदि, প্রথরথুরাণাঃ :চক্ৰতাথুরলী বিদারণতাশিক্ষা তত্ত্বা ব্রজঃ সমুদ্রস্ত
ব্যজতস্থলতঃ ॥ ১৪ ॥

তত্ত্বা ভূমেস্তাদৃশদৌভাগ্যে কারণং বর্ণয়তি—যথাচেত্যাदि গদ্যোন। তদীয়েত্যাदि লেখা শ্রেণী।
সর্বমুদয়নং সর্বানামুদাঃ হবাণামুদয়নং প্রকাশো যত্র তদ্ব্যখ্যাতঃ ॥ ১৫ ॥

ততো ভূতাজনবালকানাং সহ গমনং বর্ণয়তি—তদেবামিত্যাदि গদ্যোন। সমুদ্রগতেত্যাदि সম্য-
গুদগতা শোভা যন্ত সচাসৌ সমুদ্রকস্তাষূলপাত্রং স চ বিচিত্রচ্ছত্রাদিসামগ্রীঃ তয়োঃ সংগ্রহে

দ্বারা নিশ্চয়ই যেন অতিরিক্ত অমৃতসেক বিবেচনা পূর্বক বৃন্দার সহিত মিলিতা
হইয়া যে স্থানে শ্রীকৃষ্ণের সূচাক চরণের সঞ্চরণ হইত, সেই স্থানের ভূভাগ
হইতে কঙ্কর ও কণ্টকাদির আবরণ দূর করিয়া দিল; এবং ধেনুগণের প্রথর থুর
দ্বারা ভূমি বিদারণ করিবার ছলে এবং তাহার নিয়ত আনুকূল্যের জন্ত তদীয়
পথের অগণ্য ধূলি সকলকে সাবধানে যেন পুষ্পরেণু সমূহের মত নিষ্পাণ করিল।
এই কথা হরিরঞ্জেও উক্ত হইয়াছে যে, “ঝিল্লি” (ঝিঁঝিঁ পোকা) এবং কণ্টক-
শূন্ত বৃন্দাবনবন প্রাণসন্মীয় ইত্যাদি ॥ ১৪ ॥

আরও দেখুন, সকল স্থানে শ্রীকৃষ্ণের চরণপল্লবের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রেখা সমূহের
উদয়ে সকল লোকেই হর্ষ প্রকাশ হইয়া থাকে। অতএব এক্ষণে আমরা প্রকৃত
বিষয়ের অনুসরণ করিতেছি ॥ ১৫ ॥

অতএব এইরূপে মহামঙ্গলিক ব্যাপারে সংলগ্ন হইয়া বৎসচারণের উদ্দেশে
প্রস্থান করিলে, শোভাবিরাজিত তাসূল এবং বিচিত্র ছত্র, চামর ও পট্টবসনাদি
বিবিধ সামগ্রীর সংগ্রহে ব্যগ্রহস্ত হইয়া জগতের মঙ্গলকারক এবং দেববিজয়ী

সামগ্রী-সংগ্রহব্যগ্রীভূতকরা ভুবনশুভঙ্করা জিতবৃন্দারকাঃ
কিঙ্করদারকাস্তাবনুসরন্তঃ কিমপ্যন্তঃস্বখমনুবভূবুঃ ॥ ১৬ ॥

তত্র চ মাতরপিতরাবারভ্য প্রত্যগার-দ্বারং সৰ্ব্বাভিরনৰ্ব্বা-
চীনাভির্বরবর্ণিনীভির্মহাধনৈনিঃশ্রজ্যমানৌ দীপায়মানমর্ণিভ-
নীর্নাজ্যমানৌ প্রফুল্লস্বরভিপ্রসূনৈরভিরম্যমাণৌ মঙ্গলসংজ্ঞসঙ্গত-
গীতৈঃ সঙ্গায়মানৌ যথাইং (ক) তদন্তুকরচন-কান্তি-সমুত্তিভিঃ
সন্তোষ্যমাণৌ পুরস্তাদ্বিকীর্ণ-বিস্তীর্ণনয়নৈর্নির্বর্ণ্যমানৌ গুরুনভি-
বাগ্ন নিরবদ্যবাদ্যপ্রসাদ্যমানকৌতুকপ্রততং প্রতস্থাতে ॥ ১৭ ॥

ব্যগ্রীভূতাঃ করা ঘেষাং তে, বৃন্দারকা দেবোঃ, কিঙ্করদারকাঃ ভূতাজনবালকাঃ, কিমপি অনি-
কচনীয়ঃ ॥ ১৬ ॥

বৎসগণ-চারণায় চলিতুমুদ্যত্যোন্তয়োঃ সন্তোঃ নদবৃত্তমভূতবর্ণয়তি তত্র চেতাদি খন্দোন ।
প্রত্যগারদ্বারং গৃহদ্বারং প্রতি নির্জ্জ্যমানৌ অর্পান্তেবাঃ কণ্ঠে লাল্যমানৌ । তদন্তুকৈতি
৩স্তাগারদ্বারস্ত অস্থিকে নিকটে বা রচনা শ্রেণীপ্লবকনিঃশ্রজ্যঃ তস্তাঃ শোভাসমূহৈঃ নির্বর্ণ্যমানৌ
দৃশ্যমানৌ । নিরবদ্যোতিঃ, নিরবদ্যঃ দোষরহিতঃ নং বাদ্যঃ তেন প্রসাদ্যমানঃ কৌতুকপ্রততঃ
বিস্তারো যত্র তদ্ব্যথা স্তাং ॥ ১৭ ॥

কিঙ্কর বালকগণ কৃষ্ণ বর্ণরামের অনুসরণ করিল ; এবং হৃদয়ের মধ্যে কোন এক
অনিলাচ্য সুখের অনুভব করিয়াছিল ॥ ১৬ ॥

তথায় পিতা মাতা হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত অনির্কচনীয় প্রধান রমণীগণ
প্রতি গৃহের দ্বারদেশে মহাধন সমূহ দ্বারা ই উভয় বালকের বরণ করিলেন ।
প্রদীপতুল্য রত্নরাজি দ্বারা উভয়ের আর্পিত করিল । প্রফুল্ল অথচ সৌরভপূর্ণ
কুমুমশ্রেণী দিয়া তাঁহাদের গাত্রে পুষ্পরষ্টি করিল । মঙ্গলশ্রেণী পরিপূর্ণ সঙ্গীত
দ্বারা উভয়ের গুণকীর্তন করিতে লাগিল । উভয়ের নিকটে বর্ণাযোগ্য বাক্যের
মাধুর্য্য উভয়কেই সমুপ্ত করিল, সম্মুখে বিস্তীর্ণ নয়ন নিক্ষেপ করিয়া উভয়কে
দেখিতে লাগিল । পরে উভয়েই গুরুগণের অভিবাদনা করিয়া অনিন্দিত বাদ্য
বিরাজিত কৌতুকরাশি দেখিতে দেখিতে প্রস্থান করিলেন ॥ ১৭ ॥

(ক) তদন্তুকবচন ইতি গৌরানন্দ বৃন্দাবনপাঠঃ ।

যত্র দিব্যগণাশ্চ তদ্বদেব দীব্যান্তি স্ম ॥ ১৮ ॥

ততশ্চ—

বেণু-বেত্র-দল-শৃঙ্গ-বটীভিঃ

কন্দুক-ভ্রমর-দারু-নটীভিঃ ।

ক্রীড়িনৌ শিশুগোস্তজ্ঞাতে

নীলপীতবসনৌ রুচ্যতে ॥ ১৯ ॥

তদনু দূরতঃ সূরততয়া পুরতঃ পশ্চাদৃশঃ(ক) স্মৃতিনঃ কৃতিনঃ
পর্যব্রুতিরে ॥ ২০ ॥

গত্রতি । তদ্বদেব গোপগণা ইব ॥ ১৮ ॥

‘তদা তে বেণুর্দ্যুতিবৎ’ শুভ্রভাতে তদ্বর্ণয়তি—বেণুর্হাদি পদেন । বটী গোবন্ধনরজ্জুঃ দারু
নটী কাষ্ঠপুত্তলিক’, শিশুগোস্তজ্ঞাতে শিশুভিঃ সহ যো গণাঃ স্তসমুহস্তম্ভাষ্যে ॥ ১৯ ॥

‘ততো বৃন্দগোপানা’ রাজে আগমনং বর্ণয়তি । তদ্বদিত্যাদি পদেন । পর্যব্রুতিরে পর্যব্রুতা
বহুবঃ ॥ ২০ ॥

যে স্থানে স্বর্গবাসী দেবগণও ঠিক সেইরূপ নিম্নজ্ঞান, নীরাজন, পুষ্পবর্ষণ,
মঙ্গল গান, স্তুতিবাক্য সম্ভাষণ এবং দর্শনাদি দ্বারা ব্যবহার করিয়া
ছিলেন ॥ ১৮ ॥

তাহার পর নীলগায়র এবং পীতগায়র, বেণু, বেত্র, দল, শৃঙ্গ, গো-বন্ধন রজ্জু,
কন্দুকের ভ্রমর এবং কাষ্ঠপুত্তলিকা দ্বারা ক্রীড়া করিয়া শিশুগণের সহিত বৎস-
গণের মধ্যে শোভা পাইয়াছিলেন ॥ ১৯ ॥

ঐ উভয়ের পশ্চাৎ পৃথিব্যানু এবং কৃত্তী বৃদ্ধ গোপগণ দয়ালু নিবন্ধন সম্মুখে
দৃষ্টি করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলেন ॥ ২০ ॥

(ক) “পিতৃভ্যঃসদৃশস্তে কাশ্চিৎ প্রৌঢ়ানুঢ়াবধানান্ বিধায় চারপ্রদেশবিচারমভিধায় চ ক্রমত
এবাব্যাক্রমতঃ ক্রমমাণাঃ” ইতি পশ্চাদৃশঃ ইত্যং পরং স্মৃতিনঃ ইত্যতঃ পূর্বং পাঠান্তরং গৌরানন্দ-
বৃন্দাবন-পুস্তকেষ্ণু ।

রাম-রামানুজাদয়শ্চ কিঞ্চিদক্ষিত্বা—

বিসার্য বৎসানাবার্য পারিতঃ শাস্ত্রলে স্থলে ।

খেলাং চক্রুগিথো মেলাদাবেলাং ভোজনাগতেঃ ॥ ২১ ॥

যথা ;—

বেণুং বাদয়তোঃ ফলাদি করতোঃ শিজ্জতুলাকোটিভা-
গজ্জি ভ্যাং ক্ষিপতোর্বামানুকরণৈঃ সংযুধ্যতোরেতরোঃ ।

ভ্রাত্রোনির্জায়নোন্মিথো দ্রববশাত্তুচ্চৈঃ সখায়শ্চ তে

পার্ষিগ্রাহতয়া যুগং বিদধতঃ কোলাহলং চক্রিরে ॥ ২২ ॥

ততশ্চ তৌ বৎসাংস্তুগৈরাপ্যায় জলমাপ্যায় সর্বান্
বিলোকিতবন্তৌ । শ্রীকৃষ্ণস্ত তেযু কস্মাচ্চদগুণাদিকগুণ-
খণ্ডেনে বহিদগুণতকণ্ঠাবগুণেনে “মাতরং মিলিতমিচ্ছসি ?

তত্র শ্রীরামকৃষ্ণপ্রভৃতীনাং বঁড়ন বর্ণয়তি রামেতাদি পদেনে । বিদ্যাং বৎসান্ পরাঙ্গুণীকৃত্য
আবায় চ মিথো মেলাং পরস্পরমিলনাং আবেশাৎ ভোজনকালাগমনং স্যামাং নাপ্য ॥ ২১ ॥

অথবা তস্যোক্তালাবঁড়াপরিপাট্য বর্ণয়তি বেণুমিথাদি পদেনে । শিজ্জদ্বিতী শিজ্জস্তীয়া তুল-
কাটিনুপূরঃ তাং ভজ্যেতে যৌ অঙ্গুণী গাভ্যাং, পার্ষিগ্রাহতয়া সগায়তয়া ॥ ২২ ॥

অথবা তয়োঃ সাধারণং বৎসগণপালনং তৎশেষত্যাদিনাং বর্ণয়ন্তী কৃষ্ণস্ত বিশেষণ বর্ণয়তি ।

বলরাম এবং কৃষ্ণ প্রভৃতি সকলেই কিঞ্চিৎ দূর গমন করিয়া বৎসদিগকে
প্রথমতঃ ইতস্ততঃ কিঞ্চিৎ এবং পরে তাহাদিগকে দলবদ্ধ করিয়া, চারিদিকে
নবদুর্বাদলপূর্ণ গ্রামলপ্রদেশে, পরস্পর মিলিত হইয়া, ভোজনের আগমন কাল
পর্যন্ত খেলা করিয়াছিলেন ॥ ২১ ॥

যথা, ছুই ভ্রাতা বেণু বাজাইতে লাগিলেন, ফলাদি বিকরণ করিতে লাগিলেন,
নুপুরপবনিস্রব্ধ চরণস্বরল দ্বারা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভাবে গমন করিতে লাগিলেন ;
বৃষের অনুকরণ করিয়া নৃদ্ধ কবিতা লাগিলেন, পরস্পর পরস্পরকে জয় করিতে
লাগিলেন এবং পরস্পর অত্যুচ্চ স্বেদ শব্দতঃ সেই সকল সখা পার্ষিগ্রহণ পূর্বক যুদ্ধ
করিতে করিতে কোলাহল করিয়াছিল ॥ ২২ ॥

তাহার পর কৃষ্ণ এবং বলরাম, তুণরাশি দ্বারা বৎসদিগকে আপ্যায়িত করিয়া

মেলয়িম্যামী”তি তৎকর্ণে মিথঃ কপোলমেলনপূর্বকবৃথাবর্ণনেন
চ তমুপচর্য্য সুখমুপলব্ধবান্ ॥ ২৩ ॥

অথ ভ্রাতরৌ সখিভির্জলাপ্লবনকেলিমাচর্য্য বন্যবেশবিশেষ-
মপ্যাস জ্য চরণচর্য্যয়া চরন্তাবপূর্ব্বমুগ-পক্ষিণঃ সমন্তাল্লক্ষ্যন্তৌ।
বৈলক্ষ্যমাসেদতুঃ ॥ ২৪ ॥

তত্র চ ;—

রুত মনু কুরুতন্তৌ লীলয়া যস্য জন্তোঃ

সমুদয়তি তদীয়ং জ্যাংমাত্রং তদাশু ।

ভণিতমথ বিধন্তস্তদ্বিরুদ্ধস্য তস্মিন্

যদি ভয়মনু তস্মাল্লীয়তে তজ্জবেন ॥ ২৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণাভির্গদ্যাদি গদ্যেন। কস্ত বৎসস্ত কণ্ঠাবশুষ্ঠনেন কণ্ঠাচ্ছাদনেন তমুপচর্য্য তঃ
সন্তোষ্য ॥ ২৩ ॥

অথনা শ্রীরামকৃষ্ণাঃ সাধারণঃ লীলাস্তরং বর্ণয়তি- অণ্ডেতাদি গদ্যেন। চরণচর্য্যয়া পদ-
সম্ভাবগতা ॥ ২৪ ॥

তথ প্রাকৃতবালকবন্তয়োঃ দীড়নং বর্ণয়তি- রুতমিত্যাদি পদ্যেন। সমুদয়তি অর্থান্বলতি
ভণিতঃ শব্দ- তদ্বিরুদ্ধস্য সিংহবাঘাদিরূপস্ত তস্মিন্ কালে বিরুদ্ধাং ভয়ং লক্ষীকৃত্য জবেন
দ্বিরেণ ॥ ২৫ ॥

এবং জল পান করাইয়া সকলকেই অবলোকন করিতে লাগিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ
সেই সকল বৎসের মধ্যে কোন এক বৎসের গণ্ড প্রভৃতি স্থানের কণ্ডুয়া
(চুলকানা) পণ্ডন করিবার জন্ত বাতদণ্ড দ্বারা তাহার কণ্ঠদেশ অবলম্বন করিয়া
“যদি তুমি জননীকে নিকটে মিলিতে ইচ্ছা করিয়া থাক, তাহা হইলে আমি
মিলিত করিয়া দিব” এইরূপে তাহার কর্ণে পরস্পর কপোল সংযোগ করিয়া বৃথা
কথা বর্ণনা পূর্ব্বক তাহাকে সন্তুষ্ট করিয়া সুখলাভ করিয়াছিলেন ॥ ২৩ ॥

অনন্তর উভয়ে সহচর গণের সহিত জলসন্তরণাদি কেলি করিতে লাগিলেন,
এবং বিশিষ্ট বন্যবেশে সজ্জিত হইয়া পদসঞ্চারে ভ্রমণ করতঃ চারিদিকে অপূর্ব্ব
পশু পক্ষী লক্ষ্য করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন ॥ ২৪ ॥

তৎপরে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম লীলা পূর্ব্বক যে জন্তুর শব্দ অমুকরণ করিতেন,

ততশ্চাহায় মধ্যাহ্নাশনমাদায় স্ব-স্ব-ধামতঃ সমাগতাভিস্তুহু-
চিতাভির্ব্বিনিতাভিজ্ঞানতানন্দনঃ শ্রীমান্নন্দনন্দনঃ সখি-বৃন্দ-
মানন্দয়ন্ বাণীয়মানবেগুরণিতেনাকারণয়া মঞ্জু সঙ্কলয়ামাস ।
সঙ্কলিতাংশ্চ সখীনেণীদৃশঃ শ্রেণীকৃত্য চাদৃত্য চ সমুপবেশিতান্
সুবেশিতান্ মধ্যমধ্যাসিতশ্যামরামান্ ভোজনকামান্ ক্রমানিশা-
মনয়া যামনয়া জেময়ামাস্তুঃ ॥ ২৬ ॥

যত্র নৰ্ম্মণা শশ্মদানায় কিঞ্চিৎ কশ্চিৎ কিঞ্চিৎকশ্চিদ্ধিশ-
জ্ঞাঘে শজ্ঞাঘে চ । যত্র চ তৈর্ব্বিবদমানানাং সম্বদমানানাং

অধুনা মধ্যাহ্নসময়কৃত্যং বর্ণয়িতুঃ প্রথমতে ততশ্চেত্যাদি গদ্যেন । বাণীয়মানেতি, বাণী বাক্ সেব
আচরণং যৎ বেগুরণিতং তেন আকারণয়া আহ্বানেন মঞ্জু, শাশ্বৎ এণীদৃশস্তা বানত্রা মধ্যং মধ্যে
অধ্যাসিতৌ শ্যামরামৌ যেষু তান্, ক্রমেতি, ক্রমেণ নিশামনং দর্শনং যত্র তথা যামনয়া যামনা
পরিবেষণং তয়া জেময়ামাস্তুঃ ভোজয়ামাস্তুঃ ॥ ২৬ ॥

তেষাং সর্দেষাং ভোজনেপি মদন্ত জাতং তদ্বর্ণয়িতু যত্রেত্যাদি গদ্যেন । বিশজ্ঞাঘে
নিশ্চয়ামাস । বিবদমানানাং বিপ্রতিপদ্যমাননয়া বিচিৎ বদতীনাং মদনঃ বদতীনাঞ্চ অজ্ঞানাং

তৎকালে সেই জাতীয় জন্তু মাত্রই তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হইত । অনন্তর যদি
তঁাহারা তঁাহাদের বিরুদ্ধ সিংহ ব্যাঘ্রাদির শব্দ অনুকরণ করিতেন, তৎকালেই
সেই কালে বিরুদ্ধ জন্তু হইতে ভয় লক্ষ্য করিয়া শীঘ্র সেই শব্দ লীন হইয়া
যাইত ॥ ২৫ ॥

এই সকল লীলার পর মধ্যাহ্ন কালের ভোজন লইয়া স্ব স্ব গৃহ হইতে তঁাহা-
দের সমবেগ্য নারীগণ শীঘ্র উপস্থিত হইলে, তঁাহাদিগকে দেখিয়া শ্রীমান্ নন্দ-
কুমারের আনন্দ উৎপন্ন হইত, এবং পরে তিনি সত্চরাদিগকে আনন্দিত করিবার
জন্তু অবিকল বেন মানব ভাষার মত বেণু দ্বারা শব্দ করিতেন এবং সেই শব্দ দ্বারা
তঁাহাদিগকে শীঘ্র আহ্বান করিয়াছিলেন । পরে বজ্রগণ মিলিত হইলে যুগলোচনা
নারীগণ শ্রেণী বদ্ধ করিয়া এবং আদর করিয়া সুসজ্জিত বালকদিগকে উপবেশন
করাইয়া মধ্যস্থলে ক্রমঃ বলরামকে বসাইয়া, তঁাহারা ভোজন করিতে ইচ্ছুক
হইলে, যথা ক্রমে পরিবেষণ পূর্ব্বক তঁাহাদিগকে ভোজন করাইল ॥ ২৬ ॥

যে ভোজনকালে কোতুক করিয়া সুখ দান করিবার জন্তু কোন এক বালক,

চান্দ্রাসাং বচনপ্রতিবচনশ্রবণকৌতুকানন্তরং ধাত্রীগণপাত্রী
কাচিদ্ধু দাসেরবালকান্ প্রতি ফেলা-বিসর্জনরঞ্জনায় পূর্তি-
ব্যঞ্জনয়া ভোজ্যবিভৃষ্যতামনুচরিয়ুং কৃষ্ণং প্রতি সকাঙ্কু
জগাদ—॥ ২৭ ॥

ময়া যত্নাদেতদ্দ্রবমধুরমারাদুপহৃতং

জনন্যা রামস্ত প্রযতনযুজা সাধিতমিদম্ ।

ভবন্মাত্রা চাস্ত স্বদনবিধয়ে দত্তশপথং

মূল্যঃ সন্দিগ্ধে তন্নিখিলম্পয়ুঙ্ক্ষু ত্রয়মপি ॥ ২৮ ॥

বনিতানাং, ধাত্রীগণপাত্রী ধাত্রীগণে সোদ্রা, দাসেরবালকান্ কিস্করবালকান্, ফেলতি ফেলা
ভক্তশেষস্তত্র ত্রায়েন যৎ রঞ্জনং প্রীতিজননং তস্মৈ ॥ ২৭ ॥

সাঁ ধাত্রীগণপাত্রী শ্রীকৃষ্ণ প্রতি যদাহ তদ্বর্ণয়তি ময়ে ত্র্যদি পদেযন। স্বদনবিধয়ে আশ্বাদনায়
উপযুক্ত সেবক, ত্রয়মপীতি, মদুপকৃতমেকং রামজনন্য। সাধিতমেকং ভবন্মাত্রাভ্যেতি তমেকমেব
ত্রয়ং ॥ ২৮ ॥

কোন এক পাণ্ড সামগ্রীর নিন্দা করিল। এবং ঐ সময়ে ঐ সকল বালকদের
সহিত কতিপয় রমণী বিবাদ করিতেছিল, এবং কতিপয় রমণী যথাযথ কথা
বলিতেছিল। ঐ সমস্ত নারীর বাক্য এং প্রত্যুত্তর শুনিবার কৌতুক সমাপ্ত
হইলে, কোন এক উপযুক্ত ধাত্রী, দাসী পুত্রদিগের প্রতি ভুক্তাবশিষ্ট খাদ্য সামগ্রী
পরিত্যাগ করিয়া প্রীতি উৎপাদন করাতে শ্রীকৃষ্ণ যখন ভোজনে বীতরাগ হইয়া
গমন করিতে উদ্যত হইলেন, তখন কাকূক্তি পূর্বক বলিতে লাগিল ॥ ২৭ ॥

আমি যত্ন করিয়া দ্রবীভূত এবং মধুর খাদ্য নিকটে লইয়া আসিয়াছি। রামের
জননী যত্নপূর্বক প্রস্তুত করিয়া এই বস্তু দিয়া পাঠাইয়াছেন। এবং তোমার মা
এই বস্তু আশ্বাদন করিবার জন্য, দিবা দিবা বারংবার বলিয়া পাঠাইয়াছেন।
অতএব তিন জনের এই সমস্ত বস্তু তুমি ভোজন কর ॥ ২৮ ॥

তদেবং কৌতুকবিশেষেণ জাতে ভোজনশেষে রচিতাচমনং
তমনন্তগুণকমনং (ক) সা পুনঃ কর্পর-রসপূর্ণপূর্ণপূর্ণিত-
সচূর্ণস্বর্ণবর্ণপূর্ণপুট-দানপূর্ণ সরমেঘবাদীং ; লাল্য পাল্যমান-
মাতৃসন্দেহতয়া বাল্যমপহায় তূর্ণমেব ব্রজসদনং পূর্ণমাচর-
ণীয়ম্ ॥ ২৯ ॥

অথ কিঞ্চিদূরং গচ্ছা তস্মৈ তেমাং চ খেলামেলাভিনিবেশং
মহা গ্রীবাং পরাবর্ত্য নর্ত্যমানময়নতয়া সমর্পাংস্তংপালকান্
বালকান্ (খ) প্রভাবাচ ;—তরে ! রে ! শীঘ্রমেবায়ং প্রাণ-
য়নীয়ো ব্রজধরগীশপ্রণয়িতাঃ প্রাণস্য প্রাণ ইতি ॥ ৩০ ॥

অথ ভোজনপর্বারমানে তস্মাৎ প্রীতিকার্যং বচনক বর্ণয়তি - তদেবমিত্যাदि গদ্যেন । অনন্তেহি
অনন্তগুণেন মনোরমং, সা ধানীগুণপাত্রী, কর্পরেনাদি কর্পররসস্য পূর্ণেণ সমূহেন পূর্ণক পূর্ণরো
ধবাক্ষেন পূর্ণিতক চূর্ণসংভিভেদেণ বৎ স্বর্ণবর্ণপূর্ণপুটং তস্য দানপূর্ণসমঃ সখা স্রাৎ, পূর্ণং তু পুং ॥ ২৯ ॥

৩০তঃ সা সর্বান বালকান্ প্রতি যত্নবাচ স্বর্ণবর্ণাঃ পদেত্যাদি গদ্যেন । খেলেনি ক্রীড়ায়ঃ
মিলনান্তিমস্তং নর্ত্যমানময়নতয়া নয়নে ভঙ্গুরমতিবর্ণাঃ । প্রাণয়নীঃ পক্ষসেণ আনয়নীঃ প্রণয়িতা
বজ্ররাজমহিসাঃ ॥ ৩০ ॥

অতএব এই পক্ষারে কৌতুক বিশেষে রামাও দামপ্রভৃতি তিতকারী সখাদিগের
সহিত ভোজন কার্যা শেষ হইলে, অনন্ত গুণশালী শ্রীকৃষ্ণ (একসঙ্গ) আচমন
করিলেন । তখন ধাত্রী পুনর্বার কর্পর রসরাশি পূর্ণ পুগ (স্রাব) পরিপূর্ণিত,
চূর্ণ সহিত স্বর্ণ বর্ণ তাম্বল বীটিকা (পানিব গিলি) প্রদান পূর্বক তাতারক বলিতে
লাগিলেন । বৎস ? জননীর আদেশ পালন করা কর্তব্য । অতএব বাল্যচাপল্য
পরিতাগ করিয়া, শীঘ্রই ব্রজ গহ পরিপূর্ণ করা কর্তব্য ॥ ২৯ ॥

অনন্তর কিয়দূর গমন করিয়া, শ্রীকৃষ্ণের এবং সেই সকল বালকদিগের
খেলা বিষয়ে সংযোগের একাগ্রতা নিবেদন করিয়া গ্রীবা পরিবর্তন করিয়া এবং
নয়ন ভঙ্গী পূর্বক গোচারণ পট্ট-ংস পালক বালকদিগকে বজ্রল, অরে রে ।

(ক) কমনং উচ্যনন্তরং “রামদামাদিভিঃ সহিতং সচিহ্নং” ইতি গৌরানন্দ-বল্লভনপুস্তকপার্থঃ ।

(খ) বালকানিহি মাণ্ডপ্তকে নাস্তি ।

তদেবং গতাসু তাসু সাগ্রজঃ স তু দুষ্পরিহরবাস্পাচ্ছেদ্য-
সপুষ্পতৃণমুখান্ বৎসান্ ব্রজাভিমুখান্ বিধায় শনৈশ্চারয়ন্
গায়ন্ নৃত্যন্ হসন্ ক্রীড়ন্ (ক) দিবিচরৈব্রাক্ষণৈব্রাক্ষণৈঃ
সুযমানঃ স্মনোভিষ্চ স্মনোভির্ষ্যমাণঃ স্বগৃহায় বত্স
জগৃহে ॥ ৩১ ॥

ততশ্চ বৎসাবাসং যাবৎ সাগ্রজমিত্রব্রজতয়া যথাক্রমং
বিক্রমমাণস্তত্র চ বৎসান্ সঙ্কত্য কৃতকৃত্যতয়া রমমাণস্তল্লাবণ্য-
দর্শনেন হর্ষমাণস্তৎপ্রাগেব সর্বৈব্রজবাসিভিরূপব্রজ্যমানঃ

তৎ শ্রীহী শ্রীকৃষ্ণো গচ্চকার তদ্বর্ণয়তি--তদেবমিত্যাদি গদ্যান। দুষ্পরিহরোহি, দুষ্পরিহরো
যো বাস্পঃ লোহাগ্রঃ তেন ছেদ্যানি সপুষ্পতৃণানি মুণেশু যেযাং তান্, দিবিচরৈঃ দেবৈঃ ব্রাক্ষণৈ-
ত্রাক্ষণঃ পুত্রৈঃ সনকাদিভিঃ, ব্রাক্ষণৈবিত্রৈঃ স্মনোভির্দেবৈঃ দ্বিতীয়ৈঃ পুষ্পৈঃ ॥ ৩১ ॥

ততো বদ্যদ্বদন্তমভূতদ্বর্ণয়তি--৩৩শ্লোকাদি গদ্যান। সাগ্রজেতি অগ্রজেন সহ মিত্রব্রজো
যস্য তস্তাবতয়া বিক্রমমাণঃ পাদবিক্ষেপঃ ক্রন্দনং তত্র চ বৎসাবাসে একীকৃত্য, লঙ্ঘ্যতি। লঙ্ঘন

বৎস পালগণ ! তোরা ব্রজ-রাজ মহিষীর প্রাণের প্রাণ এই শ্রীকৃষ্ণকে লীষাই লইয়া
আয় ॥ ৩০ ॥

অতএব এইরূপে সেই সকল নারী গমন করিলে, শ্রীকৃষ্ণ ও অগ্রজ বলরাম
বৎসগণের মুখে ছনির্কার বাস্পচ্ছেদ্য (খ) এবং পুষ্প সমবেত তৃণরাশি অর্পণ
করত ব্রজের সমুখবর্তী করিয়া ধীরে ধীরে চরাইতে লাগিলেন। তখন তিনি গান,
নৃত্য, হাস্য এবং ক্রীড়া করিতে লাগিলেন, স্বর্গবাসী ব্রহ্মপুত্র ঋষিগণ বেদ-বাক্য
তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। দেবগণ তাঁহার উপরে পুষ্প বৃষ্টি করিতে লাগি-
লেন। পরে তিনি নিজ গৃহে গমন করিবার জন্ত পথ অবলম্বন করিলেন ॥ ৩১ ॥

তাঁহার পর তিনি অগ্রজ এবং মিত্রগণের সঙ্গিত পরিপাটী পূর্বক বৎসগণের
আবাসে যাইবার জন্ত পদক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তথায় বৎসদিগকে একত্র
মিলিত করিলে তাঁহারা কৃতার্থতা লাভ করাতে তিনি আনন্দিত এবং তাঁহাদের

(ক) ব্রাক্ষণৈঃ বেদবিশেষজ্ঞৈঃ ব্রাক্ষণৈঃ দ্বিজৈঃ ।

(খ) স্প বায়ুর আঘাতে বাহা ছিন্ন হইয়া যায় তাদৃশ স্নকোমল তৃণকে বাস্পচ্ছেদ্য কহে ।

প্রাতর্বিদেব মঙ্গলেনামঙ্গলমানঃ স্বমাতরপিতিরাদীন্ বন্দমান-
 স্তেভ্যো লক্ষ্মহানন্দমানঃ স্বালয়ং কলয়মানঃ স্নানাদিপূর্বকং
 দিব্যমম্বরঃ বলয়মানঃ শীত্ৰমেব ভোজনং ভজমানঃ পুনরপি
 গোদোহভূমিগমনেন স্তথং যজমানস্তত্তমাতৃ-নামভিক্ষৎসান্
 জয়মানঃ সমুদয়স্তদগমনব্যতিক্রমাৎ প্রহাসময়মানঃ প্রভুক্ষানি
 দুক্ষানি চ তানি কিস্কর-নিকরেণ গৃহং হারয়মাণঃ পুনরালয়মাগম্য
 ক্ষণকতিপয়ং মাতরমানন্দ্য তামনু বিন্দমানন্দ্রশালিকাং
 বিশ্রাম্য শ্রয়মাণঃ সর্ষেয়ামতির্হর্ষং ববর্ষ । প্রস্রাপ্য চ তঞ্চ
 তঞ্চ সাচ সাচ মাতা পরিতঃ পরিজনকুমারান্ সম্বিধাপ্য গৃহ-
 ব্যবহারায় বৃহদ্ধাম জগাম ॥ ৩২ ॥

মহানন্দেন মানং চিত্তসমুদয়ং সঃ কলয়মাণো গচ্ছন্ত যজমানঃ সমুদয়মানঃ সমুদয়স্তদগম্যঃ
 প্রভুক্ষানি প্রকর্ষেণ মোচিতানি ভবমাণঃ পাপয়মাণঃ অন্ত পশ্যতি চন্দ্রশালিকামট্টালোপরি-
 গৃহং ॥ ৩৩ ॥

লাবণ্য দর্শনে ভরী হইলেন । তাহাদের পূর্বেই সমস্ত ব্রহ্মবাসী লোক, তাঁহাদের অনু-
 গমন করিতে লাগিল । প্রভাত কালক্ৰমে তিন মাস্তিক সজ্জাঃ সজ্জিত হই-
 লেন । স্বকীয় পিতা মাতাদিগকে বন্দনা করিলেন । তাঁহাদের নিকট হইতে
 সমধিক আনন্দ এবং প্রভোচিত সম্মান লাভ করিলেন । নিজ গৃহে গমন করিতে
 লাগিলেন । তথায় গিয়া স্নানাদি কার্য সমাপন পূর্বক দিব্য বস্ত্র পরিধান
 করিলেন । শীঘ্রই ভোজন করিয়া পুনর্বার গোদোহন স্থলে গমন করিয়া স্তথ প্রাপ্ত
 হইলেন । তাহাদের মাতৃগণের নাম করিয়া বৎসদিগকে ডাকিতে লাগিলেন
 সবেগে তাহাদের গমনের ব্যতিক্রম তত্ত্বগত হামাইতে লাগিলেন ।

প্রচুর পরিমাণে যে সকল বস্তু দোহন করা হইয়াছিল, ভূতা সমুদ দ্বারা সেই
 সকল গৃহে পাঠাইতে লাগিলেন । পুনর্বার গৃহে আসিয়া কিছুক্ষণ জননীকে
 আনন্দিত করত পশ্চাৎ তাহাদের বন্দনা করিলেন । বিশ্রাম করিবার জন্য অট্টা-
 লিকার উপরিভাগ চন্দ্রশালিকা (বা চিলে কোঠা) অবলম্বন করিয়া সকলের
 উপর অতি হর্ষ বর্ষণ করিলেন । সেই সেই জননী সেই সেই নিজ নিজ পুত্রকে

তদেবং দিনকতিপয়ে পরমরমণেন গমিতসময়ে স তু
নৃশংসঃ কংসনামা যথার্হবর্ণকৃতবর্ণনতঃ সমাকীর্ণতত্তদ্বন্দাবনা-
গমনাদিরভাস্তঃ স্বাস্ত্ৰশ্চিন্তয়ামাস ॥ ৩৩ ॥

হস্ত ! সত্যতাসারেণ দেব্যা বচনানুসারেণ নন্দগোপ-
ভিস্ততাদস্ত এব স কোহপি গোপিতঃ সম্ভাব্যতে যেন (ক)
নৃতনাবয়বেনাপি দুঃসহমহসঃ পৃথনাদয়ঃ সহসা গান্ধীর্ষ্যাবতেন
বীৰ্য্যাতিশয়েনালস্তনীয়তাং লস্ন্তিতাঃ । ত্রস্ত্যতি চ তস্ত্য নাম-
ধামবশাগম হৃদয়ং । তস্মাদসৌ ছলত এবোৎকলনীয়ঃ ।

অধুনা লীলাস্তরং বর্ণয়িত্ব প্রথমতে- - তদেবমিত্যাদি গদ্যেন । গমিতসময়ে সাপ্তিকালে,
যথার্থেতি "যথার্হবর্ণঃ প্রাধিবরপদপৰ্শচরম্পশ" ইত্যমরঃ । চরকৃতবর্ণনাত্ ॥ ৩৩ ॥

তত্র কংসস্ত দুঃসহগাচিন্তনং বর্ণয়তি হস্তেত্যাদি গদ্যেন । নন্দেতি, নন্দগোপস্ত শিস্তেইব

নিদ্রিত করিয়া চারিদিকে দাসী পুত্রদিগকে সন্নিহিত করিয়া, গৃহকাৰ্য্যের জন্ত বৃত্ত
গৃহে গমন করিলেন ॥ ৩২ ॥

অতএব এইরূপে পরম কোতূকের সহিত কিছুদিন অতিবাহিত হইলে সেই নৃশংস
কংসাসুর, নিজের চরকথিত বর্ণন দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের বন্দাবনে আগমনাদি বাস্তা
শ্রবণ করিয়া নিজ মনে চিন্তা করিতে লাগিল ॥ ৩৩ ॥

হায় দেবীর সত্যতাপূর্ণ বচনানুসারে নন্দগোপের শিশুরূপ কেন এক
কপটতাই বসুদেবাব্দ কড়ক যে গুপ্ত হইয়াছে ইহা যেন বোধ হইতেছে । যে
শিশু নূতন শরীর ধারণ করিলেও অসহ্য তেজঃসম্পন্ন পৃথনাদিগকে, ক্রমে গান্ধীর্ষ্য-
বেষ্টিত সনধিক শোঁধ্য দ্বারা বধ করিয়াছে । তাহার নামের প্রভাবেই আমার
হৃদয় ভীত হইতেছে । অতএব ছলনা করিয়াই তাকে বধ করিতে হইবে ।
হায় ! কিন্তু তাগরাও উত্তরোত্তর অতিরিক্ত সমুচিত ছল প্রয়োগ করিতেও ক্রটি

(ক) নূতনোত্তর নূনতেনি গৌরপুস্তকপাঠঃ ।

হস্ত ! ছলানপ্যন্তরমূত্ররমতিরিক্তং যুক্তমেব তে প্রবৃদ্ধবন্তঃ ।
তথাপি কদর্থিতীভূয় ব্যর্থীভূতাঃ, ইতি বিচায্য পুনরপি ; তং
প্রণিধিং সন্নিধিং নিকাযাতঃ সমানাব্য পপ্রচ্ছ ;—অয়ে ! স্বয়ে-
দমপ্যবকলিতং, জাতৌ কস্ম্যাং তস্মাদরঃ স্নেহভরশ্চ পরমঃ
পরায়শ্চতে ? । স উবাচ ;—দেব ! গোবৎসেষু তদ্বৎসেকঃ
প্রতীয়তে ॥ ৩৪ ॥

কংস উবাচ ;—সমাগম্যতাং নিজমেব হস্ত্যাং । পুনশ্চান্য-
মুবাচ ;—আকার্য্যতাং পুরতঃ স বৎসাস্তরঃ । সচ শচীপতেরপি
ক্লমনঃ সসম্ভ্রমবিক্রমক্রমতয়া তেনানীয় সমর্পিতঃ পানীয়লববদ-
দ্রবপ্রবণতাবস্ত্র এব তস্মৌ । তেন চ সম্বন্ধতামাশংসন্ পাংশু-

দন্তঃ কাপট্যং যন্ত সঃ গোপিতোঃখান্নস্বদেনাদিভিঃ আলম্বনীয়তাং মারগবিষয়তাং প্রাপিতাং । ধাম
প্রভাৎ, উৎকলনীয়ো নিনাশনীয়ঃ । প্রণিধিঃ চরং । নিকাযাৎ গৃহাৎ, তদ্বৎসেকঃ স্নেহোদ্ভেদকঃ ॥ ৩৪

চরবাণ্যং নিশমা কংসো বদন্ত তদ্বৎসিতঃ কংস উবাচ । গদোন । চরবাকো
ক্লমনঃ স্নানিকরঃ, সসম্ভ্রমেতি, সম্ভ্রমনিরুমাভাঃ কমে গতিবস্ত্র তদ্বাবহয়া । জবেতি

করে নাই । তথাপি তাহারা অপমানিত হইয়া নিফলমনোরথ হইয়াছে । এই-
রূপ বিচার করিয়া পুনর্ব্বার সেই দূতকে (গৃহ তটতে) নিকটে আনাইয়া জিজ্ঞাসা
করিণ । হে দূত ? তুমি কি ইহা জানিয়াছ যে, কোন্ জাতিতে তাহার সমধিক
আদর এবং পরম স্নেহ আছে । দূত বলিল, মহারাজ ? গো বৎসগণের উপর
তাহার স্নেহোদ্ভেদক আছে প্রতীয়মান হইতেছে ॥ ৩৪ ॥

কংস বলিল, তুমি তোমার অট্টালিকায় সমাক্রুপে গমন কর । পুনর্ব্বার
অপরকে বলিল, সেই বৎসাস্তরকে এক্ষুণ্ণে আহ্বান কর । সেই বৎসাস্তর শচী-
পতি ইন্দ্রেরও স্নান উৎপাদন করিয়া থাকে । সেই ব্যক্তি সমস্তকে বিক্রমের
প্রণালী প্রকাশ করিয়া তাহাকে আনয়া সমর্পণ করিল । যেরূপ নিকিণ্ত জল-
বিন্দু স্থির হইয়া থাকে সেইরূপ ঐ ব্যক্তি স্থির অবস্থ প্রাপ্ত হইল । সেই জল-
সম্বন্ধ প্রাপ্ত হইলে ধূলি রাশি যেরূপ গলিয়া যায়, সেইরূপ কংসরাজ, ঐ বৎসা-

সজ্জবল্লরূপং কংসস্তু পাংশু তং স্তমিব শশংস ! বৎস বৎসা-
সুর ! গচ্ছ নন্দস্ত ব্রজং । গচ্ছা চ বৎসাংশ্চারণতঃ কুমারয়ত-
স্তৎকুমারস্ত সদেশমাসাদ্য নিজং বৎসবেশমুৎপাদ্য তস্তাপকার
মারভষ ॥ ৩৫ ॥

ততঃ স চ যথা জ্ঞাপয়ন্তি রাজ্জামাজ্ঞাপকা ইতি তদ্বচন-
রচনানুপথ্যায়া তৎপ্রতিশাসনাদত্রাসমেব তত্রাজগাম । যত্র
স্বচ্ছে বৎসক্ৰীড়ননামনি যামুনকচ্ছে তদ্বিধমারককন্মা ব্রজরাজ-
জন্মা বৎসান্মানয়ন্নয়নবিষয়ং বিষধরমিব তং চকার ॥ ৩৬ ॥

দেবস্ত বেগস্ত প্রবণতা স্থিরতা অবস্থা যস্ত সংগথা জলকণা স্থিরীভূত তিষ্ঠতি তদ্বৎ । সম্বন্ধতা
ত্বং মে ভ্রাতা লক্ষণংস ইত্যত্র ভবিষ্যতি ভ্রঃ, উপাঃ ৬ অষ্টাগোচরং যথা স্তাৎ শশংস কথয়ামাস ।
কুমারম্নতঃ কুমার প্রবচনতঃ কু কুংসিতং মারয়ত ইতি দৈবার্থঃ ॥ ৩৫ ॥

অতঃ কংসাক্রোশো বৎসাসুরো যচ্চকার ওদগম্যত তত ইত্যাদি গদোন । ওদচ ইতি ওদ-
বাক্যস্ত যা রচনা বিশ্রান্তান্ত্ররূপপথঃ অনুগত আয়া যন্ত সং স্বচ্ছনির্ম্মলে কচ্ছে তটে ॥ ৩৬ ॥

সুরের সহবাসে গলিয়া গিয়া, গোপনে তাঁহাকে পুত্রের মত বলিতে লাগিলেন ।
বৎস ? বৎসাসুর ? নন্দের ব্রজে গমন কর, গমন করিয়া, যিনি বৎসদিগকে
চরাইতেছেন, এবং যিনি খেলা করিতেছেন, সেই বালকের নিকটে গমন করিবে ।
তথায় আপনার বৎস-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, তাহার অনিষ্টোৎপাদন করিও ॥ ৩৫ ॥

অনন্তর “মহারাজের আজ্ঞাবহ ব্যক্তিগণের স্বরূপ আজ্ঞা” সেই বৎসাসুর এই
কথা বলিয়া তাঁহার উল্লিখিত পথে গমন করিয়া, তদীয় অনুশাসন বশতঃ
নির্ভয়েই তথায় উপস্থিত হইল । ঐ স্থানে “বৎসক্ৰীড়ন” নামক যমুনানদীর
জল-বহুল নির্ম্মল প্রদেশে, বৎসাসুর প্রভৃতি হিংস্র স্বভাবের লোকদিগের পক্ষে
মারণ কর্ম্মশীল, ব্রজরাজ-কুমার, বৎসদিগকে আদর করিতেছেন । তখন ঐ
অসুর বিষধরের মত তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিল ॥ ৩৬ ॥

অথ মৎসরতন্তুত ইতঃৎসরতন্তুত্ৰ গন্ধানুসন্ধানতঃ কৃৎস্নান্
খট্টদেশমটতঃ শকৃৎকরীন্ ব্যগ্রং পশ্যতঃ পশ্যন্নগ্রজং ব্রজরাজ-
তনুজ্ঞনরহঃ সব্যাজং ব্যাজহারঃ—বৃহদ্ভাতঃ ! প্রাতরনায়াতঃ
পরিচীযতে বা কোহয়মুপতোয়ং প্রতীযতে বৎসঃ ॥ ৩৭ ॥

রাম উবাচ ;—ভ্রাতর্নহি নহি,

কৃষ্ণ উবাচ ।—নিরূপ্যতাম্ ? ।

রাম উবাচ ;—ভীষণপ্রকৃতিরিব প্রতীযতে ।

কৃষ্ণ উবাচ ; পূর্বজ ! পূর্বদেবোহয়ং ? ।

রাম উবাচ ;—সত্যং ; যস্মাদস্মাত্ৰ বৎসেস্ত চাকস্মাদদৃষ্টিজা
দৃষ্টিরস্ত দৃশ্যতে ।

কৃষ্ণ উবাচ ;—যদি ভবদাদিন্টং স্মান্তহে তং (ক) দিষ্টান্ত-
মাসাদয়ামি ।

রাম উবাচ ;—লোকতঃ কলঙ্কতঃ শক্রে ।

তমস্মপ্রকৃতিং জাহ্না শ্রীকৃষ্ণা যথা কৃতবান্ তদগম্যতঃ—অপেত্যাং গদ্যেন । “ৎসর
ছন্নগতো” । ছলেন গচ্ছতঃ খট্টদেশমক্ষুপদেশং, সব্যাজং সচ্ছলং, উপতোয়ং ভোয়সমীপে ॥ ৩৭ ॥

তত্র রামকৃষ্ণয়োরাক্রোচাকাং বর্ণয়তি রাম উবাচ গদ্যেন ; অদৃষ্টিজা “অদৃষ্টঃ স্মাদসৌম্যো

অনন্তর বৎসাসুর সগর্বে ইতস্ততঃ কপট গতিতে তথায় বিচরণ করিতে
লাগিল । তাহার গন্ধ পাইয়া তৃণ-বহুল প্রদেশে যে সকল বৎস চরিতেছিল, ঐ
সকল বৎস ব্যাকুলভাবে দর্শন করিতে লাগিল । তখন শ্রীকৃষ্ণ ঐ সকল বৎস-
দিগকে ব্যাকুল দেখিয়া নিঃজনে জ্যোষ্ঠকে বর্ণনাঃ লাগিলেন । জ্যোষ্ঠ ভ্রাতঃ !
প্রাতঃকালে আসে নাই অথচ জলের সমীপে এই কোন্ বৎসকে দেখিতে পাই-
তেছি ? ॥ ৩৭ ॥

বলরাম বলিলেন, ভাই ? না, না । কৃষ্ণ বলিলেন, নিরূপণ করুন । বল-
রাম বলিলেন তাই ত ভাই ! ভীষণ প্রকৃতি বলিয়াই প্রতীত হইতেছে । কৃষ্ণ
বলিলেন, জ্যোষ্ঠ ! এই বৎস একটা অসুর । বলরাম বলিলেন, সত্য বটে, কারণ

(ক) স্মাৎ পক্ষত কালধর্মো দিষ্টান্তঃ প্রলয়োহত্যয়ঃ । ইত্যমরঃ ।

কৃষ্ণ উবাচ ;—মরণে দিত্যপত্যতাপরমাগত্য প্রত্যক্ষী-
ভবিষ্যত্যশ্র । ততঃ কোহপি নাপবদেত । রামঃ সহস্রমুবাচঃ ;—
দ্বিবন্তপ ! সচ্ছলমেতং সচ্ছলমেব মন্দং মন্দমভ্যবস্কন্দ ॥ ৩৮ ॥

অথ শ্রীবৎসবক্ষাশ্চ বৎসানন্ত্যাশ্চ চুচুকারেণ সন্নিদধানঃ
কণ্ঠগণ্ডপিচিণ্ডাদৌ কণ্ঠমুপনয়মানঃ সর্বতঃ ক্রীড়ন্ গায়ন্ পর্ব
তন্নগ্নিবাসীং ॥ ৩৯ ॥

ততস্তস্মাপি লব্ধাছিদ্রস্মন্যশ্র কূটময্যা স্ককণ্ঠবিষটনে-
চ্ছয়া নিকটমটতস্তদকর্কশমুদ্রয়া সহসা তামহিত্বা (তান্ হিত্বা) তঃ
সপুচ্ছপাদং গৃহীত্বা ভ্রময়ামাস ॥ ৪০ ॥

হক্ষী"ভামরঃ । আদিষ্টমাজ্ঞপ্তং দিষ্টাস্তঃ সূত্ৰাঃ প্রাপয়ামি । দিত্যপত্যতাপবদেত
ন নিন্দেৎ । অভ্যবস্কন্দ সংগচ্ছ ॥ ৩৮ ॥

তদেবং মন্ত্ৰণানন্তরং শ্রীকৃষ্ণস্তঃ নাশরিভুং বাৎ ছলনাং চকার তাতঃ বর্ণয়তি অদেত্যাং গদেয়ন ।
পৰ্ব উৎসবং ॥ ৩৯ ॥

৩তস্তস্ম মারণলাভাং বর্ণয়তি--তত ইত্যাদি গদোন । কূটময্যা ছলময্যা । তদিত্যে তদা
অককশমুদ্রয়া মেহাবলোকনাদিনা তামকর্কশমুদ্রামহিত্বা ন ত্যজুঃ ॥ ৪০ ॥

আমাদের এবং বৎসগণের উপর ইহার অকস্মাৎ অসৌম্য দশন পূর্ণ অর্থাৎ
ক্রুরভাবে দৃষ্টি পতিত হইতেছে । কৃষ্ণ বলিলেন, যদি আপনি অনুমতি করেন,
তাহা হইলে আমি ইহাকে বিনাশ করি । বলরাম বলিলেন লোকবাদ ও কলঙ্কবাদ
হইতে শঙ্কা করি । কৃষ্ণ বলিলেন, মৃত্যু হইলে এই ব্যক্তি অমর, তাহা
প্রত্যক্ষ হইবে । তাহাতে কেহই অপবাদ দিবে না । বলরাম সানন্দে বলিলেন,
হে বিপক্ষ-সন্তাপন ! শ্রীকৃষ্ণ ! এই অমর অত্যন্ত ছলযুক্ত, অতএব তুমি
সচ্ছলভারে ধীরে ধীরে ইহার নিকটে গমন কর ॥ ৩৮ ॥

অনন্তর শ্রীবৎসলাঞ্জন শ্রীকৃষ্ণ, অগ্ন্যস্ত্র বৎসদিগকে চুচুকার রূপ সাক্ষেতিক
আহ্বান শব্দে নিকটস্থ করিয়া, এবং কর্ণ, গণ্ডস্থল ও উদরাদিস্থলে কণ্ঠ (চুল-
কোনা) অপনয়ন করিয়া, চারিদিকে খেলিতে খেলিতে, গাইতে গাইতে, যেন
উৎসব বিস্তার করিয়া বিদ্যমান রহিলেন ॥ ৩৯ ॥

তাহার পর ঐ অমর মনে করিতে লাগিল যেন, আমি কৃষ্ণকে বিনা

(ক) যাবচ্ছঃ পরিবর্তনং ভ্রময়তা বৎসস্য চক্রেহমুনা
তাবচ্ছঃ প্রতিপৎক্রমাম্মিরগমক্রপান্তরং চাগমৎ ।

ক্রীড়ায়াঃ ফল-পাতনর্থমিব চ ক্ষিপ্তে কপিথোপরি
জ্ঞাতৃত্বং নটবৎ কলাঞ্চ পৃথুকাস্তে তস্য শাস্ত্রাঘিরে ॥ ৪১ ॥

অথ দেবৈঃ প্রশ্নানি বৃষ্টানি হসিতানি চ ।

ন নাসয়া নচ দৃশা ভিন্নত্যাং নেতুগীশিরে ॥ ৪২ ॥

তস্য মারণে যদ্বৃত্তমভূতদর্শয়তি যাবচ্ছ ইতি পদোদ্যমঃ । যাবচ্ছ ইতি বীজায়াং শস্ প্রত্যয়ঃ ।
যাবৎ যাবৎ । তাবচ্ছস্ত্যাবৎ ত্যাবৎ প্রতিপৎক্রমাৎ বুদ্ধিপরিপাট্যা নিরগমং হস্তাভ্যাং নির্গন্ত-
মিষ্টবান্, জ্ঞাতৃত্বং অববোধকং নটবৎ কলাঞ্চ শিল্পকর্ম চ তস্য শ্রীকৃষ্ণস্ত ॥ ৪১ ॥

ততো বৎসাস্থরবধে দেবানাং হর্ষহতাং বর্ণয়তি অপেত্যাং পদোদ্যমঃ । ন নাসয়া নচ দৃশেতি
প্রশ্নানাম্ গন্ধশ্চৈক্যাং হসিতানাঞ্চ স্তম্ভজন্তুয়েন তুল্যরূপদ্বাচ্ ভিন্নত্যাং প্রাপয়িত্বং তানি তানি
ন সমর্থিতানি ॥ ৪২ ॥

করিবার বেশ ছিদ্র (পথ) লাভ করিয়াছি। এইরূপ ভাবিয়া কপটতা পূর্বক নিজের
কণ্ঠে অপনয়ন করিতে ইচ্ছা করিয়া নিকটে আসিল। তখন শ্রীকৃষ্ণ সরল ভাব
দেখাইয়া এবং স্নেহপূর্ণ নয়নক্ষেপে সরল চিহ্ন পরিভ্যাগ না করিয়া, পুচ্ছ এবং
পাদের সহিত তাহাকে গ্রহণ করিয়া ঘুরাইতে লাগিলেন ॥ ৩০ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বৎসাস্থরকে ঘুরাইয়া যত প্রকার পরিবর্তন করিলেন, ক্রমে তৎ বুদ্ধি-
পরিপাটী নির্গত হইল, এবং রূপান্তর প্রাপ্ত হইল। পরে যখন তিনি ক্রীড়া
করিয়া ফল পাড়িবার জন্ত ঐ বৎসাস্থরকে কপিথ (কএদ্বেল) বৃক্ষের উপর
নিক্ষেপ করিলেন, তখন গোপ শিশুগণ শ্রীকৃষ্ণের দ্বান-শক্তি এবং নটের মত শিল্প-
নৈপুণ্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিল ॥ ৪১ ॥

অনন্তর দেবগণ আনন্দে পুষ্পবৃষ্টি এবং হস্তাবৃষ্টি করিল ; সমস্ত পুষ্পের গন্ধ এক
প্রকার, অথচ হস্তরাশিও সুখ জন্ত বলিয়া পুষ্পের তুল্য রূপ। এই কারণে
নাসিকা এবং চক্ষুদ্বারা ঐ পুষ্পবৃষ্টি এবং হস্তবৃষ্টির প্রভেদ বুঝিতে পারা যায়
নাই ॥ ৪২ ॥

(ক) যাবৎ ইতি সংখ্যাশব্দাং “সংখ্যাকার্য্যবীজায়াং” ইতি চশস্, যাবচ্ছঃ ।

তদনু চ পরিহাসভাসমানহাসং দিব্যসভাসদস্তদ্বদমবদংশ্চ,
নুনমেতদেব দেববৈরিবৈরিগস্তাৎপর্য্যং পর্য্যবস্ৰাত ॥ ৪৩ ॥

বয়ং গাং গোপালাঃ পরিচিন্মহে তদ্বিমপি

প্রতিচ্ছিন্নরূপেহ প্যনুর্মাতিনিদানব্যতিকরাৎ ।

অতো রে রে বৎসাকৃতিস্মররিপো ! মদ্বিধকরাৎ

কথং তে মোক্ষঃ স্মাদিহ লম্বাস চেৎ প্রেত্য ভবতু ॥ ৪৪ ॥

তদেবং—

তৌ বৎসাদপি রক্ষন্তৌ সর্বং লোকং ররক্ষতুঃ ।

যদর্থং প্রাতরাশাদি যাস্মিন্ দৈত্যবধাদি চ ॥

ততশ্চ তদ্দিনেহপি শ্রীকৃষ্ণরাময়োঃ স্বধামসমাগমনং পূর্ব-

অনন্তরং তেষাং কৃত্যন্তরং বর্ণয়তি তদনুচোঁত গদ্যেন । পরিহাসেন সহ ভাসমানো হাসো
যত্র তদ্ব্যথা স্ত্রাৎ । দেববৈরিবৈরিগঃ শ্রীকৃষ্ণশ্চ ॥ ৪৩ ॥

তত্র শ্রীকৃষ্ণতাপস্যাং নির্দিশতি বয়ামত্যাঁদ পদ্যেন । নিদানব্যতিকরাৎ কারণমিলনাৎ
মোক্ষং স্মাদিত পরিভ্রাণং কথং স্ত্রাৎ চেদ্বদি মোক্ষমিচ্ছসি তদা স মৃত্যৌ ভবতু ॥ ৪৪ ॥

তদনন্তরপুত্রং বর্ণয়তি তদেবামত্যাঁদ গদ্যেন । তদ্বিষ্টগণঃ শ্রীকৃষ্ণমিত্রসমূহঃ সমাবৃতবান্ ।

তৎপরে স্বর্গীয় সভাসদগণ বা দেবগণ, পরিহাসে হাসের তরঙ্গ উঠাইয়া
বলিতে লাগিলেন ;—অসুরবৈরী শ্রীকৃষ্ণের নিশ্চয়ই এইরূপ তাৎপর্য্য পরিণত
হইতেছে ॥ ৪৩ ॥

যথা—আমরা গোপাল, আমরা ধেনুর পরিচয় পাইয়াছি । অতএব যদি
কেহ রূপ গোপন করে তথাপি আমরা অল্পমানের কারণ সহযোগে, সেই ধেনুর
শত্রুকেও জানিতে পারিয়া থাকি । অতএব অরে রে বৎসাকৃতি দেব-বিপক্ষ !
আমার হস্ত হইতে তোমায় কিরূপে মোচন হইবে ? যদি তোমার এই মোক্ষে
বাসনা থাকে, তাহা হইলে মরণাবসানে সেই মোক্ষ সজ্জিত হউক ॥ ৪৪ ॥

অতএব এইরূপে ঐ কৃষ্ণ এবং বলরাম, বৎসদিগকে রক্ষা করিয়া সকল লোক-
দিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন । যাহাদের জন্ম প্রাতঃকালে ভোজনাদি এবং
যাহাদিগকে রক্ষা করিতে গিয়া অসুর বিনাশাদিও ঘটিত । তাহার পর সেই

বদেব জাতং, কিন্তু তদ্বৃন্তমনিষ্টমিতি তদিষ্টগণঃ সর্ব এবাব-
রিষ্ট, তচ্চ ন জানে কিস্বদন্তী কিস্বদন্তী শ্রাদিত সচিস্তী-
ভূয় ॥ ৪৫ ॥

কংসস্ত তস্মাদ্বৎসপাদপি বৎসাস্থরনির্বাসনমপসর্পস্থখা-
দ্বিষমিব কর্ণরক্ষু স্পর্শমাত্রেণান্তঃ সমু্য ভৃশং দৃশৌ নিমীলয়া-
মাস । তেন (ক) দশমামিব দশাং প্রাপিতঃ স তু মর্জিতাঃ
কথঞ্চিৎবহিরবধাপিতঃ সাক্ষমেব তৈরিদমচারু বিচারয়ামাস ।
হন্ত সম্ভাবিতা দম্ভান্নিতা বহবঃ প্রস্থাপিতা ন তু তৈর্ভদ্রং
কিঞ্চিদপি সাক্ষতম্ । তেবাং (খ) বীপ্সাবীপ্সা হি ন হীপ্সাং
ত্রাতবতী প্রত্যুত তানেব প্ৰাতবতী ; ততঃ কিং কুশ্মঃ ॥ ৪৬ ॥

অথনা কংসবৃত্তং বর্ণয়তি তদন্তেত্যাদি । কংসস্ত ইত্যত্র দ্বিৎ বীপ্সায়াং লোকাপবাদঃ, সচিস্তীভূয়
চিস্তয়া সহ বর্তমানো ভূহা । ৪৫ ॥

তন্নাশনং নিশমা কংসো যথাবর্ত্তং ৪৫ তে কংসাস্থরাদি বাদেন । বৎসপাৎ শ্রীকংসঃ
নির্বাসনং মৃত্যুং অপসর্পস্থখং চরিত্রং অস্তঃ নাভ্য চিত্রে সংযোজ্য । দশমাং দশাং মৃত্যুপাতঃ
মূচ্ছাং বহিরবধাপিতঃ কষ্টেন চেতনং কংসঃ প্রচীর অগাধ । সম্ভাবিতাঃ কৃপানিষ্টকরণে দোষাঃ,

দিবসেও শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামের পৃথকতাই নিজগুণে অগম্যন ঘটিয়াছিল । “কিন্তু
বৎসাস্থরের বধ বৃদ্ধান্ত ‘অনিষ্টকর’ জানিলা যে এই জনগণিতে কিরূপ
ঘটাইবে ; ইহা ভাবিয়া তাহার প্রিয়বন্ধুগণ তাহা আবরণ করিয়া রাখিল ॥ ৪৫ ॥

কিন্তু এদিকে কংস, বৎস পালক শ্রীকৃষ্ণ হইতে বৎসাস্থরের নির্বাসন বৃত্তান্ত,
চর-মুখে কর্ণরক্ষু স্পর্শমাত্রে অন্তরে আনিয়া বারংবার নেত্রদ্বয় নিমীলিত করিয়া
রহিল । কংসাস্থর মৃত্যুপ্রায় দশমাদশা (বা মূচ্ছা) প্রাপ্ত হইলে, অমাত্যগণ
অতিকষ্টে তাহাকে বাহিরে মচেন্তন করিল । পরে তিনি ঐসকল মন্ত্রিবর্গের

(ক) চক্ষুরাগ, মনঃসজ্জতি, ভাবনা, ও উদ্ভ্রিয় ইত্যে নিবৃত্তি, নিস্রাজ্জিত, কণ্ঠতা,
নির্জজ্ঞতা, উন্মাদ, মূচ্ছা, মরণ । এই দশপ্রকার দশা শাস্ত্রে বর্ণিত আছে ।

(খ) “বীপ্সাবীপ্সা” ইতি গৌরানন্দ-বৃন্দাবনপাঠ । দন্ড, বি আপ, হা, এষাং সন্, ততঃ অঃ স্থিয়াং
আপ্ । ইৎ বীপ্সা বীপ্সা বীপ্সা ইতি পদত্রয়ং নিপন্নং । সাৎ প্রকারস্ত ব্যাকরণেহুৎসন্ধেয়ঃ ।

মস্ত্রিণ উচুঃ ;—দেব ! কেবলং বকমত্রে বলমবলস্বামহে ।
যতস্তদ্ভাতারো দন্তসংসারাঃ (ক) গন্তীরায়ন্তে ॥ ৪৭ ॥

কংস উবাচ ;—আং আং মম সুহৃন্তমঃ স এব কেবলস্তত্র
প্রস্থাপনায় স্থাপ্যতামিত্যানায় তথা দিষ্টঃ সদনিষ্টঃ স দুষ্টঃ
কংসপুঙ্কঃ সম্প্রতি বকস্থলনামানং নন্দীশ্বরগিরি-সমীপধামান-
মুপসরসং প্রদেশং ভাবিকৃষ্ণপ্রবেশমাধগম্যাভিগম্য গিরিশৃঙ্গ-
ভ্রমারন্তং দন্তং দধমানস্তসৌ । যত্র তুল্যপর্যায়তয়া দন্ত এব
গহ্বরায়তে স্ম ॥ ৪৮ ॥

কপটমুক্তাঃ ভদ্রং মম হিতং । রীপারীপা রত্নধাতোরূপং নির্বিকারপ্রাপ্তীচ্ছা অতিশয়াৎ
বিক্রান্তিঃ, ঙ্গপাং ব্যাপ্তীচ্ছাং, ন রক্ষিতবতী পাতবতী “পা ভক্ষণে” বিনাশিতবতী ॥ ৪৬ ॥

ততঃ সাক্ষয়িত্বং মস্ত্রিণো যদাহস্তদ্বর্ণয়তি দেবেতাদি গদ্যোন । বকং বকাহরং, বলং দৈন্ত্যং
তদ্ভাতারো বকভাতৃগণা দন্তসংসারাঃ কাপট্যং সমাক্ষারো যেষাং তে ॥ ৪৭ ॥

তদেবং নিশম্য তাঃ মন্ত্রণাঃ হিতং বুদ্ধা যচ্চকার তদ্বর্ণয়তি আং আং ইত্যাদি গদ্যোন ।
আং আং স্মৃতাং স্মৃতাং, উপসরসং সরঃ সমীপং, গিরিশৃঙ্গভ্রমারন্তং পর্বতশৃঙ্গভ্রমন্ত উপক্রমো যস্মাতঃ
তুল্যপর্যায়তয়া গিরিশৃঙ্গসাদৃশ্যতয়া দন্তং কাপট্যং ॥ ৪৮ ॥

সহিতই এইরূপ কুৎসত মন্ত্রণাহ করিতে লাগলেন । হায় ! শ্রীকৃষ্ণের আনষ্ট-
কার্য্যে একান্ত স্থনিপুণ, বহুতর অহঙ্কারী ব্যক্তিকে প্রেরণ করিয়াছিলাম, কিন্তু
তাহারা কেহই, কিছুই মঙ্গল সংগ্রহ করিতে পারে নাই । তাহাদিগের বারংবার
কপটতার প্রার্থনা, কখনও আমার অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারে নাই, বরং তাহা-
দ্বারাই তাহারা মৃত্যুলাভ করিয়াছে, অতএব আমরা কি করিব ॥ ৪৬ ॥

অমাত্যগণ বলিলেন, মহারাজ ! এই বিষয়ে কেবল একমাত্র বকাসুরকে একটা
বলস্বরূপ জানিয়াই আমরা অবলম্বন করিতে পারিতেছি । কারণ যাহারা বককে
জানে, তাহারাই কপটতাকে একমাত্র উৎকৃষ্ট সারপদার্থ ভাবিয়া গাভীর্য্য ধারণ
করিয়া আছে ॥ ৪৭ ॥

কংস বলিলেন, হাঁ, স্মরণ হইয়াছে—স্মরণ হইয়াছে । একমাত্র কেবল
বকাসুরই আমার সুহৃদ্বর বিদ্যমান আছে । তাহাকেই তথায় পাঠাইবার জন্ত
নিযুক্ত কর । সজ্জনের অনিষ্টকারী কংস পালিত নিতান্ত দুষ্ট সেই বকাসুর,

(ক) যতস্তদ্ভাতাবেব দন্তসন্তারা ইতি গৌরানন্দ-বৃন্দাবনপাঠঃ ।

তদা চ শ্রীগোপালবলিতা গোপালবালা গোবালান্ পালয়ন্তঃ
পানীয়ং পায়য়ন্তঃ কূলমনুস্থাপয়ন্তঃ স্বয়মপি পয়ঃ-পানময়ন্তঃ
পরম্পরং প্লাবয়ন্তঃ স্নপয়ন্তঃ সমুখায় চ কলাপয়ন্তশ্চিক্রীড়ুঃ ।
কলাপয়ন্তশ্চ পুষ্পাহরণায় পরতঃ প্রচারমাচেরুঃ । তমাচরন্তশ্চ
তং বকমীক্ষামাসুরুৎপ্রেক্ষামাসুশ্চ । অহো ! গিরিরয়ং দূরত
এব কৃতঃ পুরস্তস্য শৃঙ্গং । ততঃ সদ্য এবাদঃ শতমন্যুনা
মন্যুনা শতকোটিত্রোটিতমিতি ঘটতে ; পুনর্নিচায়া চ
প্রোচুঃ ;—নেদং গিরিশৃঙ্গং সঙ্গচ্ছতে ; কিন্তু জন্তুবিশেষঃ

তদা চ গোপবালকানাং বৃত্তঃ বর্ণয়তি তদা চেতাদি গদ্যোন । শ্রীগোপালবলিতাঃ শ্রীকৃষ্ণমলিতাঃ,
গোবৎসান্ অয়ন্তঃ প্রাপ্তবন্তঃ, কলাপয়ন্তঃ পুষ্পাদিনা ভূষিতাঃ, কলাপয়ন্তো মনুরপুচ্ছং ধাবয়ন্তঃ,

এইরূপে আদিষ্ট হইয়া, সম্প্রতি নন্দীধর পদতের সমীপবর্তী “বকস্থল” নামক
স্থানে, সরোবরের নিকটবর্তী প্রদেশে ভাবী শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ নিতান্ত অবগত
হইয়া, গিরিশৃঙ্গ ভ্রমণকারী ছিল অবলম্বন করিয়া বিদ্যমান ছিল অর্থাৎ এমন
ভাবে অবস্থিত হইল, যেন তাহাকে দেখিয়া হঠাৎ একটা গিরিশৃঙ্গ বলিয়াই বোধ
হয় । এবং যে স্থানে গিরিশৃঙ্গের সাদৃশ্য ধারণ করিয়া দম্ভই যেন গহ্বররের মত
বিরাজ করিয়াছিল ॥ ৪৮ ॥

তৎকালে শ্রীগোপাল কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া গোপ-শিশুগণ গোবৎস-
দিগকে পালন, জলপান, তীরে অবস্থিত এবং অন্যান্য ও জলপান পৃথক্ পরম্পর
পরম্পরকে জলে নিমগ্ন করিয়া, স্নান ও জল হইতে গাত্রোত্থান করত অলঙ্কার
পরিয়া ক্রীড়া করিয়াছিল । অলঙ্কার পরিয়া পুষ্পাহরণের জন্য চারিদিকে সঞ্চরণ
করিয়াছিল । সঞ্চরণ করিতে করিতে সেই বককে দেখিতে পাইয়াছিল এবং
উৎপ্রেক্ষা করিয়াছিল, ওহে ! দূরে এই যে পর্বত রহিয়াছে, ইহা কোথা হইতে
আসিল ? ইহার সম্মুখে শৃঙ্গ দেখিতে পাইতেছি । তাহার পর সদ্য সদ্যই যেন
শটীপতি ইন্দ্র, ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বজ্রধারা এই শৃঙ্গ ছেদন করিয়া দিয়াছেন
বলিয়া বোধ হইতেছে । পুনর্বীর নিরূপণ করিয়া বলিল, ইহা পর্বতশৃঙ্গ বলিয়া

সোহয়ং মন্তুমিব (ক) চিকীৰ্ষম্মিতশীৰ্ষং বর্ততে । যত উগ্র-
স্পশ্যতয়া খরতাচক্ষুচুক্ষুতয়া চ বক ইব পরামুশ্যতে ॥ ৪৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ;—

আকারাৎ পক্ষিতুল্যঃ স্রাদ্ভ্যাপারাম্ চ পক্ষিবৎ ।

বকঃ কিং নবকঃ সাক্ষাৎ কূটবৎ স্থিতিরীক্ষ্যতে ॥ ৫০ ॥

অত্র তত্র জিগমিমন্মেব সমিষল্লিফটাবিশিফং কূটশব্দং
পঠিতবান্ ॥ ৫১ ॥

যদ্য শ্রীকৃষ্ণঃ মণ্ডয়ন্তঃ প্রচারং গতিং । শতমন্ত্যানা ইন্দ্রেণ মন্ত্যানা কোধেন, ত্রোটিং বজ্রচ্ছিন্নং
নিচাধ্য নিশ্চিত্য, মন্তমপরাধমিব, খরতেতি, পরতা ভীক্ষা যা চক্ষুরেষ্ঠং তেন প্যাততয়া ॥ ৪৯ ॥

তত্র চ শ্রীকৃষ্ণস্ত বিভাবনাং বর্ণয়তি আকারাদিতি পদ্যেন । কূটবৎ পর্বতশৃঙ্গমিব ॥ ৫০ ॥

তদা তু সচ্ছলমেব যৎ কৃত্যং চকার তদ্বর্ণয়তি অব্যেত্যাদি পদ্যেন । সমিষেতি মিমেষ ছলেন
সহ শ্লেষযুক্তং কৈতবশব্দং ॥ ৫১ ॥

বোধ হইতেছে না, কিন্তু কোন জন্তু বিশেষ হইবে । এবং ঐ জন্তু যেন অপরাধ
করিয়া নতমস্তকে বিগ্ৰহমান রহিয়াছে । যেহেতু ভীষণ ভাব ধারণ করাতে এবং
ভীক্ষুতা গুণে বিখ্যাত চক্ষুদ্বয় পাকাতে যেন বক বলিয়াই বিবেচনা করা
যাইতেছে ॥ ৪৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, আকারে পক্ষিতুল্য হইতে পারে, কিন্তু চেষ্টায় পক্ষীর মত
নহে । ইহা কি কোন নূতন বক ? যাহাকে সাক্ষাৎ পর্বত শৃঙ্গের মত অব-
স্থিত দেখিতেছি ॥ ৫০ ॥

এই কথা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাহার নিকটে গমন করিতে ইচ্ছা করিয়াই,
কপটতার সহিত শ্লেষসংঘটিত ছল শব্দ উচ্চারণ করিলেন ॥ ৫১ ॥

অথ সমুদ্রদণ্ড-বরুণ-সখি-মণ্ডলমণ্ডিতঃ পুণ্ডরীকলোচনস্তং
জানন্নপ্যজানন্নিব তস্মৈ তুণ্ডসন্নিধিমেব গমনেন্‌বধিক্ষকার,
স্পর্শবিষ-বিষধর-বিশেষকুমারঃ কৌতুকাতিরেকবশাদ্ভেক-
শ্চেব ॥ ৫২ ॥

ততশ্চ গণ্ডপদং মন্যমানঃ স চ মণ্ডুক ইব কুণ্ডলিপোগণ্ডং
তং নিজগার ন তু কিঞ্চিং কুঞ্চয়িতুমপি শশাক ; কিন্তু হন্ত !
হন্ত ! স্ফূর্তিং প্রতি সন্তমসধর্ম্মণা তেন কন্মণা শ্রীরাম-দামাদীনু
প্রাণৈর্বিবকলিতাং কলয়ামাস ॥ ৫৩ ॥

ততঃ শ্রীকৃষ্ণো বকাস্থরনিকটং যথা গতবান্ তদ্বর্ণয়তি অণেতাদি গদ্যেন । সমুদ্রোতি
সমুদ্রদণ্ডানাং লণ্ডানাং বরুণঃ সমুদ্রো যেমাং তৈঃ সখিমণ্ডলৈর্মণ্ডিতঃ ভূষিতঃ শোভিতঃ ॥ ৫২ ॥

ততো বকাস্থরঃ শ্রীকৃষ্ণঃ যথা গলিতবান্ তদ্বর্ণয়তি ততশ্চেতাদি গদ্যেন । গণ্ডপদং কিঞ্চুকং,
মণ্ডুকঃ ভেক ইব সর্পস্ত তুণ্ডঃ নিজগার গলিতবান্, স্ফূর্তিং সাক্ষাৎকারঃ, সন্তমেতি গাঢ়াক্তম
ইব সমানো ধম্মো যস্ত তেন যদ্বপা সাক্ষাৎকারঃ নিরুদ্বি ॥ ৫৩ ॥

অনন্তর স্পর্শ বিষয় বিষধর শিশু যেরূপ অতিশয় কৌতুক বশতঃ ভেকের নিকটে
গমন করিতে উদ্রত হয়, সেইরূপ কমললোচন কুমার শ্রীকৃষ্ণ উদ্বিগ্ন উৎক্লিষ্ট
দণ্ডসমুদ্ভারী সহচরবৃন্দে পরিবেষ্টিত হইয়া, তাহাকে জানিলেও, যেন না জানিয়া,
তাহার চক্ষুর সন্নিধানে গমনের অনুষ্ঠান করিলেন ॥ ৫২ ॥

তাহার পর ভেক যেরূপ কঞ্চুলিকা (কেঁচো) ভাবিয়া সর্পশাবকের মস্তক
গিলিয়া ফেলে, সেইরূপ সেই বকাস্থর শ্রীকৃষ্ণের মুখখানী গিলিয়া ফেলিল । কিন্তু
কিছুই কুঞ্চিত করিতে সমর্থ হইল না । কিন্তু হায় ! হায় ! গাঢ় অন্ধকার
যেরূপ দর্শন শক্তির বা আলোকের লোপ করে, সেইরূপ তিমিরধর্ম্ম সদৃশ সেই
নিষ্ঠুর কন্ম দ্বারা বলরাম শ্রীদাম প্রভৃতির হৃদয়ে দিকলতা উৎপাদন করিল ॥ ৫৩ ॥

স্ব-ভ্রাতৃবীর্যং জম্বুয়া বিদমপি
 প্রলম্বকারির্বকচেষ্টিতেহৃদিতঃ ।
 ভৈশ্বীকৃতে তস্মৈ গতো যথৈব স
 প্রেমা হি সর্বঙ্গিলভাবমুচ্ছতি ॥ ৫৪ ॥

অথ বকঃ স্বককঠাবটে কুপীটযোনিবৎ প্রকটতেজস্কং তং
 ঝটিতু্যজ্জগার । ততশ্চ সোহয়ং মম হৃদয়মভ্রাক্ষীদিতি বিভাব্য
 পুনস্তন্নিগরণযোগং নাদ্রাক্ষীৎ কিন্তু ততঃ পরাধুখঃ স পুনর্ব্বক
 ইব মূৰ্খঃ সুর-শাত্রববকস্তেজোমাত্রগাত্রতয়াবগতমপি তং
 ত্রোটি-কোটিভ্যাং ত্রোটিয়িতুমুদযুক্ত ।

স তু শৌচীৰ্য্যাকোটিশ্বরস্তংত্রোটি করাভ্যাং বিঘটয়ংস্তং

তদ্বৃষ্ট্ৰ। শ্রীরামঃ প্রেমবৈকল্যং জাতং তদ্বর্ণয়তি স্বভ্রাতৃবীর্যমিতি পদ্যেন । ভৈশ্বীকৃতে
 কল্পিণীবিবাহে, শ্রীকৃষ্ণঃ গতো সত্যং বিপক্ষভয়েন যথা প্রেমা গতঃ সর্বঙ্গিলভাবং সর্বগ্রসিতাং
 প্রাপ্নোতি ॥ ৫৪ ॥

তদেবং বকঃ শ্রীকৃষ্ণঃ গ্রসিত্বা তমসগং মহা উজ্জগারেতি বর্ণয়তি অথ বক ইত্যাদি পদ্যেন ।

যদি চ প্রলম্বাসুরের বিনাশ কর্তা বলরাম, জন্ম হইতেই নিজ ভ্রাতার বল
 জানিতেন তথাপি ভীষ্মনন্দিনী কল্পিণীর বিবাহে শ্রীকৃষ্ণ গমন করিলে, যেরূপ
 তিনি কাতর হইয়াছিলেন, সেইরূপ বকাসুরের চেষ্টাতেও পীড়িত হইলেন ।
 কারণ, প্রেম পদার্থ সকলকেই গ্রাস করিয়া থাকে অর্থাৎ প্রেমের নিকট সকল
 ভাব পরাস্ত হয় ॥ ৫৪ ॥

অনন্তর বকাসুর, নিজকণ্ঠ গর্ভে প্রজলিত অনলের মত সেই শ্রীকৃষ্ণকে শীঘ্র
 উদ্গিরণ করিল । তাহার পর ঐ অসুর “শ্রীকৃষ্ণ আমার হৃদয় যেন ভাজিয়া
 দগ্ধ করিয়া ফেলিল” এইরূপ ভাবিয়া পুনর্ব্বার তাহাকে গিলিবার উপায় ত দেখি-
 তেই পাইল না, পরন্তু তাহার পর দেবশক্র সেই বক মূৰ্খের মত, তাঁহার শরীর
 তেজস্বিতায় পরিপূর্ণ জানিলেও তাঁহাকে চক্ষুদ্বয়ের অগ্রভাগ দ্বারা পীড়ন করিতে
 উদ্যোগ করিল । কিন্তু ভীম যেরূপ জরাসন্ধকে বিনাশ করিয়াছিল, অথবা

সপাটবং পাটয়ামাস ভীমো জরাসন্ধমিব বালো বীরণমিব
বা ॥ ৫৫ ॥

(ক) যত্র বৃন্দারকা দারকাশচ ক্রমাৎ মুমুদিরে ॥ ৫৬ ॥
যথা ;—

বকাসুরে বৎসসুরারিঘাতিনা

হতে সুরা নৰ্ত্তন-বাদ্যবৰ্ত্তনাঃ ।

তে নন্দনানপ্যতিসেতুতাং গত।

মল্ল্যাদ্যমল্লয় মুদা বরীরয়ুঃ ॥ ৫৭ ॥

স্বকঠাবটে স্বগলগর্ভে কুপীটঘোনিরগ্নিঃ ত্রোটিকোটিতাঃ শুষ্ঠাগ্রাভাং ছেদয়িতুং সঃ শ্রীকৃষ্ণঃ তত্রোটি
তস্ত চক্ষুঃস্থং । বীরণমগ্রস্থিতুং ॥ ৫৫ ॥

যত্রোতি গদাং স্থগমং ॥ ৫৬ ॥

দেবদাঁনাং হনকৃত্যং বর্ণয়তি বকাসুরে ইত্যাদি পদোন । অতিসেতুতাং অতীততাং
অতি গীততামিতি পাঠে মহাচর্চ্যঃ মল্ল্যাদ্যঃ মনিকাপ্রভৃতিপুংস্ উল্লয় ছিঃ ॥ ৫৭ ॥

বালক যেরূপ বীরণ বুক্ষ (বেনার গাছ) বা গৃহস্থপূর্ণকে উৎপাটন করে, সেইরূপ
অসীম বলবীৰ্য্যশালী শ্রীকৃষ্ণ, তাহার তৃণ্ড এবং কর দ্বারা বিশিষ্ট করিয়া নিপুণতার
সহিত তাহাকে বিনাশ করিয়াছিলেন ॥ ৫৫ ॥

ঐস্থানে দেবগণ এবং বালকগণ যথা ক্রমেই আনন্দিত হইয়াছিল ॥ ৫৬ ॥

যথা—বৎসাসুর নিহন্তা শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক বকাসুর নিহত হইলে ঐসকল দেবগণ

(ক) যত্রোতি গদাস্ত পূৰ্বে—

যদ। মুরারিঃ নিজগার কল-

স্তদ। সপাঃ সবল। মুমুচ্ছঃ ।

উল্লগীর্ণবান্ যর্হি তদাঘচেতন

স্বভাবজং প্রেম পবানপেক্ষ ॥ *

এতৎ পদ্যং বৃন্দাবনানন্দ-গৌরপুস্তকেষু দৃশ্যতে ।

* যখন বকাসুর মুরারিকে হারিয়া ফেলিয়াছিল, তখন সখাসকল বলরামের
সহিত মুচ্ছিত হইয়াছিল । যখন আবার শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দিগরণ করিয়াছিল, তখন
আবার সকলেই চেতনা প্রাপ্ত হইয়াছিল । স্বাভাবিক প্রেম কখনও পরের
অপেক্ষা করে না ॥

শ্রীকৃষ্ণাভিপ্ৰায়মুৎপ্ৰেক্ষমাণাঃ সাদ্ভুতং প্রেক্ষমাণা বকমুপ-
জহস্শ্চ ॥ ৫৮ ॥

যথা ;—প্রসারয়ন্ত্বং গ্রাসনায় চক্ষুং

সাহায়কং তত্র ময়াপ্যকারি ।

বিদীর্ণমাসীদ্যদি সর্বমঙ্গং

মমাস্তি দোষঃ ক নু মূঢ় ! কহ ! (ক) ॥ ইতি ॥ ৫৯ ॥

তত্র চ ;—যত্রাথ কৃষ্ণে মিলিতে বকোদরা-

দ্বলাদয়ো জীবনমাশু ভেজিরে ।

তত্রাঙ্গ-কম্প-স্বরভঙ্গ-সঙ্গতং (খ)

বৈবর্ণ্যমুচ্ছেৎ কিমু বর্ণনীয়তাম্ ॥ ৬০ ॥

কিঞ্চ শ্রীকৃষ্ণাভিপ্ৰায়মিতি গদ্যাং স্তম্ভমং ॥ ৫৮ ॥

তেষামুপহাসবাক্যং বর্ণয়তি প্রসারয়তি ইতি পদ্যোদন । কহ হে বক ॥ ৫৯ ॥

অথ শ্রীরামাদীনাং প্রেমজ্ঞাতবৈকল্যং বর্ণয়তি যত্রাথেত্যাदि পদ্যোদন । কিম্বিতি অন্তঃ কিং বর্ণ-
নীয়তাং প্রাপ্নুয়াৎ ॥ ৬০ ॥

নৃত্য বাস্তব করিয়া, নন্দনবন হইতেও মল্লিকাদি পুষ্পচ্ছেদন পূর্বক আনন্দের পরা-
কাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া সর্বে ঐ সকল পুষ্প বারংবার নিক্ষেপ করিয়াছিলেন ॥ ৫৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায় উৎপ্ৰেক্ষা করিয়া এবং আশ্চর্যা ভাবে নিরীক্ষণ করিয়া
বকাসুরকে পরিহাস করিয়াছিলেন ॥ ৫৮ ॥

যথা—হে মূঢ় বক ! তুমি গ্রাস করিবার জন্ত চক্ষু বিস্তার করিয়াছিলে, আমিও
তদ্বিষয়ে সাহায্য করিয়া ছিলাম । ইহাতে যদি তোমার সমস্ত অঙ্গ বিদীর্ণ হইয়া
থাকে, তাহা হইলে আর আমার দোষ কোথায় ! ॥ ৫৯ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ বকাসুরের উদর হইতে নির্গত হইয়া মিলিত হইলে বলরাম

(ক) ক্রুৎ ঞ্চোঙ্কোংথ বকঃ কহঃ পুঙ্করাহসন্ত সারসঃ । ইত্যমরঃ ।

(খ) যস্মিন্ বকাস্তাদুদিতহপি তেহর্ভকা

জিজীবুরস্মিন্ মিলিতে বকাস্তকে ।

তেষাংকম্প-স্বরভঙ্গ-সঙ্গতং ইতি গৌরানন্দ-বৃন্দাবনপাঠঃ ।

অথ সর্বের সময়ব্যগ্রতয়া শীত্রেমেব তস্মিন্ সরসি মিলিত্বা
স্নাত্বা তং প্রদেশং হিত্বা কৃষ্ণং গৃহীত্বা গৃহায় প্রতস্থিরে ॥ ৬১ ॥

কৃতগৃহাগমনা ব্রজবালকা-

স্তদখিলং খলু ব্রহ্মবর্ণয়ন্ ।

বকখগম্য তথাকৃতিতা তথা

শিশুকৃতা মৃতিরেবমভূদিতি ॥ ৬২ ॥

তদ্বার্তাযুগলেন গোকুলভুবাং দক্ষঞ্চ সিন্ধুঞ্চ যং-

প্রত্যঙ্গং তদিদং লয়ায় ভবিতৈত্যেবং জনৈঃ শঙ্কিতম্ ।

পশ্চাৎ প্রতু্যত রোমহর্ষমদধাদ্যন্ততু যুক্তং পরা

বার্তা তত্র বরায়ুতাদপি পরা তৈরেবমাস্বাদ্যত ॥ ৬৩ ॥

অধুনা গোপালবালকানাং গৃহাগমনং বর্ণয়তি অপেতাদি পদ্যেন ॥ ৬১ ॥

গৃহাগমনানন্তরং ব্রজবালকানাং কৃতং বর্ণয়তি কৃতেত্যাदि পদ্যেন ॥ ৬২ ॥

অধুনা বকখগম্যং শ্রীকৃষ্ণঃ তেন চ বকস্য বর্ণনং প্রত্যবগত্য গোকুলবাসিনাং বিষাদহর্ষভাবং
বর্ণয়তি তদ্বার্তেত্যাदि পদ্যেন । লয়ায় প্রলয়ায়, বার্তা বৃত্তান্তঃ ॥ ৬৩ ॥

প্রভৃতি সকলেই যে স্থানে শীঘ্র জীবন লাভ করিয়াছিলেন, তথায় যে তাহাদের
অঙ্গকম্পন, স্বর-ভঙ্গ এবং মালিঞ্চ ঘটবে, তাহা কি আর বর্ণনা করিতে হইবে ॥ ৬০

অনন্তর সকলে সম্পূর্ণ ব্যাকুলতার সতি শীঘ্রই সেই সরোবরে মিলিত হইয়া,
স্নান করত সেই প্রদেশ পরিভ্রাম্য পূর্বক বৎসদিগকে গ্রহণ করেন এবং গৃহের
উদ্দেশে প্রস্থান করিল ॥ ৬১ ॥

ব্রজ-বালকগণ গৃহে আগমন করিয়া, বকপক্ষীর ঐরূপ আচরণ, এবং বাল-
গোপাল কর্তৃক তাহার মৃত্যু হইয়াছিল, এই সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিল ॥ ৬২ ॥

এই ছই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া গোকুলবাসী লোকদিগের যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দঙ্ক
এবং সিন্ধু হইয়াছিল, ইহাতে প্রলয় ঘটিবে, জনগণ এইরূপ আশঙ্কা করিয়াছিল ।
পশ্চাৎ তাহাদের যে রোমাঞ্চ ঘটিয়াছিল, ইহাও বরং নিতান্ত অঙ্গস্ত নহে ।
যেহেতু তাহারা তথায় উৎকৃষ্ট অমৃত হইতেও মনোহর উৎকৃষ্ট বৃত্তান্ত, এইরূপে
আস্বাদন করিতে লাগিল ॥ ৬৩ ॥

ততশ্চ তে সর্বৈ সমুদ্বিগ্নমুদিতাঃ সমুদিতা বিত্রাসনন্দ-
নিষ্পন্দশ্রীমন্নন্দ-মন্দিরজনবৃন্দমনুবিন্দমানাঃ শ্রীগোবিন্দ-বদনার-
বিন্দমশ্রসন্দিতাঃ সন্দরীদৃশ্য পরামৃশ্য চ বকান্তানামশান্তানাং
মরণে কারণং পরস্পরমুচুঃ ॥ ৬৪ ॥

অশ্রু বালশ্রু কিং পূর্বং কিমপূর্বং ব্রজেশিতুঃ ।

কিমর্থং বা পূর্বমাগস্তে চক্ৰুস্তে হংসা যতঃ ॥ ৬৫ ॥

তদেবং প্রপঞ্চেহবতীর্ণানামপি শ্রীমন্নন্দাদীনাং তদ্বর্ণনানন্দা-

অথ তেষাং পরস্পরবচনং বর্ণয়তি ততশ্চেত্যাदि গদ্যেন । সমুদ্বিগ্নমুদিতা আদৌ সমুদ্বিগ্নাঃ
পশ্চাৎ মুদিতাঃ সমুদিতা মিলিতাঃ, বিত্রাসানন্দাভ্যাং নিষ্পন্দং যথা শ্রুতং । অশ্রুসন্দিতা অশ্রুং নেত্র-
জলং সন্দিতং ক্ষরিতং যেষাং তে সন্দরীদৃশ্য পুনঃ পুনঃ দৃষ্ট্য়া ॥ ৬৪ ॥

তেষাং পরস্পরকথনং বর্ণয়তি অশ্রুত্যাदि গদ্যেন । বালশ্রু কৃষ্ণশ্রু পূর্বমগ্রে কিমপূর্বং সং-
কৰ্শজন্তাদৃষ্টং । আগঃ অপরাধং যতোহপরাধাৎ ॥ ৬৫ ॥

অথ গোকুলবাসিনাং প্রপঞ্চধৰ্ম্মা কাণ্ড দুঃ বর্ণয়তি তদেবমিত্যাदि গদ্যেন ॥ ৬৬ ॥

তাহার পর তাহারা সকলে অগ্রে উদ্বিগ্ন এবং পশ্চাৎ আনন্দিত হইয়া একত্র
মিলিত হইল । সকলেই আনন্দ এবং ভয়ে নিস্তরু ভাব ধারণ করিয়া, শ্রীমান্
নন্দরাজের গৃহস্থিত লোকদিগকে প্রাপ্ত হইয়া, অশ্রুজল মোচন করিতে করিতে
বারংবার শ্রীকৃষ্ণের মুখারবিন্দ দর্শন ও স্পর্শ করিয়া পরস্পর বকাসুর্ পর্য্যন্ত শেষ
সমুদয় দুর্দান্ত অসুরগণের মরণের কারণ বলাবলি করিতে লাগিল ॥ ৬৪ ॥

এই বালকের কি পূর্বজন্ম কৃত কোন পুণ্য ছিল ? এবং ব্রজরাজেরও-কি
জন্মান্তরীণ কোন পুণ্য ছিল ? পূতনা হইতে বক পর্য্যন্ত ঐ সমস্ত অসুরগণ কি পূর্বে
কোন অপরাধ করিয়াছিল ? অপরাধ না করিলেই বা শ্রীকৃষ্ণ, তাহাদিগকে বধ
করিলেন কেন ? ॥ ৬৫ ॥

অতএব এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র বর্ণন রূপ আনন্দে পরিপূর্ণ, জগতে অব-
তীর্ণ শ্রীমান্ নন্দ প্রভৃতির সাংসারিক নিয়মে সঙ্কীর্ণ ভাব বর্ণনা করিতে লাগিল ।
পূজাপাদ শুকদেবও এইরূপ বলিয়াছেন যথা— । “এইরূপে নন্দ প্রভৃতি গোপগণ

দদীনানাং প্রপঞ্চধর্মেণ সঙ্কীর্ণতাং ন বর্ণয়ামাস্হঃ । উচুশ্চ
শ্রীবাদযায়গচরণাঃ ।—

“ইতি নন্দাদয়ো গোপাঃ কৃষ্ণরাম-কথাং মুদা

(ক) কুর্বন্তো রমমাণাশ্চ নাবিন্দন্ ভববেদনাম্ ॥” ইতি ॥৬৬॥

তদেতদ্বকনিগ্রহনমুগ্রমুগ্রসেন-চুম্পুতঃ শ্রোত্রেণাপীয় ব্যগ্র-
চেতা বভূব, ভাবয়ামাস চ ;—হন্ত ! সর্ব এব মায়াতিরিক্ততা-
প্রয়োক্তারস্তত্র রিক্তাকৃতাঃ । সর্বং লুম্পন্তস্তে চুলুম্পামাসিরে
চ । তর্হি ব্যোমার্ভিধ'নদানবমাত্রমত্র পাত্রং পশ্যামঃ ।

সর্বমায়াময়-ময়-তনয়ঃ প্রখ্যাতবলবলয়ঃ স হি মহীয়ান্ ।
ইতি পদ্মাবর্তী-জরঠ-জঠরজন্মা সম্মাননয়া তমানায্য তৎকার্য্যায়
পর্য্যাপয়ামাস ॥ ৬৭ ॥

অথ চরমুখাঙ্কবিনাশনং প্রত্যবৃত্তং কংসস্ত চিত্ত্বনং বর্ণয়তি তদেতদিতিাদি গদ্যোন । নিগ্রহনং
মরণং । কংসঃ । রিক্তাকৃতাঃ শূঙ্কাকৃতাঃ চুলুম্পামাসিরে “চুলুম্পা মোপে” পুস্তা বভূবুঃ প্রখ্যাতবল-
বলয়ঃ বিখ্যাতবলমণ্ডিতঃ । পদ্মাবর্তীতি পদ্মাবত্যা শুদ্ধাকৃত্যো জরঠঃ কঠিনো জঠর উদরং তস্মাজ্জন্ম
যস্য স কংসঃ পর্য্যাপয়ামাস প্রাপিতবান্ ॥ ৬৭ ॥

সহস্রৈ কৃষ্ণ এবং বলরামের কথা বলিয়া, এবং আনন্দিত হইয়া ভবযন্ত্রণা জানিতে
পারেন নাই” ইত্যাদি ॥ ৬৬ ॥

অতএব এইরূপে উগ্রসেনের কুসন্তান কংস, কর্ণ দ্বারা বকাগ্ররের মৃত্যু সম্বাদ
শ্রবণ করিয়া, ব্যাকুল চিত্ত হইল, এবং চিন্তাও করিতে লাগিল । হায় ! সকলেই
অতিরিক্ত মায়া প্রয়োগে নিপুণ, এবং সকলেই ছেদন করিতে সমর্থ । কিন্তু
তাহারা সকলেই মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়াছে । তাহা হইলে এই বিষয়ে একমাত্র “ব্যোম”
নামক এক দৈত্যকে উপযুক্ত পাত্ররূপে দর্শন করিতেছি । এবং ব্যোমাসুর

(ক) ভববেদনাং ন অবিন্দন্ । ইত্যনেনেব প্রপঞ্চধর্মেণ সহ শ্রীমদ্ভগবাদীনাম্ অসঙ্কীর্ণতা
প্রমাণিতা ।

স চাগম্য ব্যোমনামা কৃতব্যোমাবলম্বতয়াশ্চক্ষেণ
বীক্ষমাণঃ কাব্যকারণ্যধরণীধরসম্মিধানতঃ সমমত্যর্ভকবৃন্দে-
নাত্যর্ভকতয়া নিবীড়ক্ৰীড়াসন্দর্ভং শ্রীবশোদা-গর্ভজাতং
শ্রীরোহিণ্যর্ভকং বিনা সমায়াতং দদর্শ বিমমর্শ চ ॥ ৬৮ ॥

এতে খলু ভোঃ ! দাস্তাঃ পুত্রাঃ (ক) লক্ষ্যন্তে যত্র চ
মেঘীচোরশ্চ কুল ! পশ্যতো হর ! দেবানাং প্রিয়ৈতি পরম্পরং
সম্বোধয়ন্তুঃ ক্রীড়ন্তি । তে চৈতে মেঘতৎপোষকতন্মোষকায়-
মাণা রমমাণা লক্ষ্যন্তে । যত্র চ মেঘা মোষ্যমাণা অপি ন
ভাবন্তে । পোষকশ্চ তেষাং বহলানাং সম্ভালনায় দুর্বলায়ন্তে

অথ কংসাকুণ্ডো ব্যোমাসুরো যথাচচার তদ্বর্ণয়তি স চেত্যাदि পদ্যেন । কুর্তোক্ত কৃত্য কামা-
শ্রয়তয়া অশ্চক্ষেণ সাকল্যেন অত্যর্ভকবৃন্দেন ষ্টিতবালকসমূহেন সহ নিবীড়ক্ৰীড়াসন্দর্ভং নির্গতা
ক্ৰীড়া লক্ষ্য যত্র এবম্ভূতঃ ক্রীড়ারঃ সন্দর্ভো রচনা যন্ত তং ॥ ৬৮ ॥

তস্য বিমশনপ্রকারঃ বর্ণয়তি এত ইত্যাদি পদ্যেন । মোষকশ্চোরঃ মোষ্যমানাশ্চোষ্যমানা
বহলানামনেকানাং দুর্বলায়ন্তে ন সমগ্ৰিতাঃ নিবোধিতয়া মৌনেন প্রচ্ছন্নং গোপনং যথা দ্রাব্য ।

সর্বমায়াময় নয়দানবের পুত্র, বিখ্যাত বীর্ষাশালী এবং মহাপরাক্রান্ত । এইরূপে
পদ্মাবতীর কঠিন গর্ভজাত কংসাসুর সম্মাননের সহিত তাহাকে আনাইয়া, সেই
কার্য্যে প্রেরণ করিলেন ॥ ৬৭ ॥

সেই ব্যোম নামক অশুর আগমন করিয়া আকাশপথ অবলম্বন পূর্বক
সাকল্যরূপে দেখিতে লাগিল, দেখিল যে, কাম্যাবনের নিকটে সমবয়স্ক বালক
বৃন্দের সহিত বালক ভাব অতিক্রম করিয়া এবং নির্লজ্জ অর্থাৎ স্বাধীনভাবে
ক্রীড়া সন্দর্ভ গ্রহণ করিয়া, শ্রীবশোদা-নন্দন আগমন করিয়াছে । কেবল তাঁহার
সঙ্গে শ্রীরোহিণী-কুমার আসেন নাই । তাহা দেখিয়া ঐ অশুর চিন্তা করিতে
লালিলেন ॥ ৬৮ ॥

অহো ! তোমাদের সকলকেই ত দাসীর পুত্র অর্থাৎ ক্ষুদ্র বলিয়া লক্ষ্য হইতেছে ।
যে স্থানে ইহারা “হে চোরশ্চ কুল ! হে পশুতোহর ! হে দেবানাং প্রিয় !”

(ক) লক্ষ্যন্তে । যত্র চ মেঘী ইত্যংশঃ গৌরানন্দ-বৃন্দাবনপুস্তকেষু নাস্তি ।

মোষকাস্ত্র নির্ঘোষতয়া প্রচ্ছন্নমেবাগচ্ছন্তি। অয়ং তু তৎ-
পোষকায়মাণঃ শ্যামধামা কুমারঃ প্রভাকর-সহস্রপ্রভাবভাবিত-
তয়া নান্নাধিধসন্নিধেয়সান্নধানস্তুর্ক্যতে। তথাপ্যস্মাকময়মেবাব-
সরো বরো (ক) নাবরণীয়তামনুসরতি, অত্র হি তস্মা নিরবধানস্ম
বহিষ্চরপ্রাণতুলাং বলমানা বালক। বিনৈবার্ত্তিং হর্ন্তব্য ভবেয়ুঃ।
ততো ব্যগ্রীভূতঃ সোহয়মগ্রীয়স্চ বিনা বিগ্রহং গ্রহীতব্যতামৃচ্ছেৎ।
সামিকৃতং তু ন স্বামিনে রোচিম্যতে। তদেতাধিচারয়ংশ্চোর-
বদাচারগোপ-দারক-প্রকারস্তদীয়নিবিড়-ক্রীড়ায়াং প্রবিবেশ।
প্রবিশ্য চ নিবিড়কান-কৃতপ্রবেশতয়া পোষকাভিনিবেশমতি-

প্রভাকরেতি স্ব্যসহস্রস্র প্রভা দাপ্তিরঃ। যঃ প্রভাকরেন ভাবিততয়া, শ্রীকৃততয়া, অন্নধিধানঃ
প্রাপ্যঃ সন্নিধানং যন্ত এবমুচ্যেতা ন, আবরণীভূতা প্রচ্ছাদনীয়ত্বঃ বলমানাঃ সঙ্কতাঃ অগ্নীয়াঃ প্রধানঃ
বিগ্রহো যুদ্ধঃ ঋচ্ছেৎ প্রাপ্তুয়াং, সান্নিভূতমদ্রুতং, স্বামিনে কংসায়, চোরবর্ণিত চোরবদাচারো
মেঘামেঘস্তূতা যে গোপবালকঃ স্তস্যনিব প্রকারঃ সাদৃশ্যং যন্ত যঃ। অপক্ৰময়ামাস্

পরস্পর এইরূপ নিন্দনীয় সম্পাদন (খ) করিয়া ক্রীড়া করিয়া থাকে। ইহাদের
সকলকেই মেঘ, মেঘ-পালক এবং মেঘ-চোরের মত ক্রীড়া করিতে দেখিতেছি। যে
স্থানে মেঘ সকল অপজত হইলেও কথা করিতে পাবে না। পালকেরা মেঘ
সকল বহুসংখ্যক বলিয়া তাহাদিগকে নিরূপণ করিতে অসমর্থ। মেঘাপহারকেরা
নিঃশব্দে গোপনেই আগমন করিয়া থাকে। কিন্তু গ্রামলকাণ্ডে এই বালক, এই
সকল মেঘের পালকের মত। সহস্র প্রভাকরের প্রভা প্রত্যপে সংবলিত বলিয়া
এই বালক আমাদের সন্নিধানে আসিতে পারিবে না বলিয়া বোধ হইতেছে। তথাপি
আমাদের এই প্রধান অবসর, ইহাকে গোপন করিয়া রাখা উচিত নয়। বালকটী
এক্ষণ অসাবধান হইয়া রহিয়াছে ইহার বহিঃসংসারী জীবনের সাদৃশ্য প্রাপ্ত এই
সকল বালকদিগকে নিশ্চয়ই ঐন্দ্র ক্রেশে ভরণ করিতে পারা যাইবে। তাহার

(ক) বরো নাবরোবরণীয়তাং ইতি - রানন্দ-বৃন্দাবনপুস্তকপাঠঃ।

(খ) চোরস্ত কুল পশুভোহয় স্বর্ণকার অর্থাৎ দর্শককে অবজ্ঞা করিয়া স্বর্ণাপহারী।

দেবপ্রিয়।

ক্রমতস্তান্ মেঘায়মানান্ ক্রমশ্চতুঃপঞ্চাশেষমপক্রময়ামাস ।
অপক্রম্যাপক্রম্য চ গিরিগুহায়াং (ক) নিগূহমানঃ পুনঃ পুনরয়-
মানঃ পেশস্কারি-তানুসারী প্রস্তরাস্তরগতস্তদ্বারমাবহার ॥ ৬৯ ॥

এতজ্জাত্বা নির্জরারিপ্রহারী শিষ্টান্ কষ্টন্তং (খ) হরন্তং
কুমারান্ ব্যগ্রীভূতঃ সিংহবদগ্রামসিংহং বিক্রত্যারাদগ্র-হীম্য-
গ্রহীচ্চ ॥ ৭০ ॥

অন্তর্দ্বাপয়ামাস । অপক্রমঃ পলায়নং, নিগূহমানঃ সম্বরণং কুর্কন, অয়মানো গচ্ছন, পেশস্কারিতানু-
সারী পেশস্কারী কীটবিশেষস্তদাবমগুগচ্ছন তদ্বারং গিরিগুহায়াং ॥ ৬৯ ॥

তস্ম তাদৃশকদাচারণ জাত্বা শ্রীকৃষ্ণস্তং যথা নাশয়ন্তদ্বর্ণয়তি—এতদ্বিতি পদ্যেন । নির্জরারি-
প্রহারী দেবারিনাশী কষ্টন্তং কষ্টশব্দাদায়ল্গস্তাৎ শত্, স্তগ্রহীৎ নিগূহীতবান্ ॥ ৭০ ॥

পর ব্যাকুল হইয়া ইহাদের অবীথর, বিনা যুদ্ধে ধৃত হইতে পারিবে । কিন্তু
ইহার অদ্বৈক কার্য্য করিতে পারিলে প্রভু কংস সন্তুষ্ট হইবেন না । এইরূপ
বিচার করিয়া চোরের মত ব্যবহার এবং গোপ-শিশুর প্রকৃতি অবলম্বন করিয়া
তাহাদের নিবিড় ক্রীড়ার মধ্যে প্রবেশ করিল । প্রবেশ করিয়াই নিবিড় অরণ্যে
প্রবেশ করতঃ পালকাভিমান পরিত্যাগকারী, সেই সকল মেঘ তুল্য বালকদিগকে
ক্রমে চরি পাঁচটী অবশিষ্ট রাখিয়া হরণ করিল । বারংবার পলায়ন করত গিরি-
গুহায় লুকাইয়া রাখিয়া পুনঃ পুনঃ আগমন পূর্বক কোন কীট বিশেষের ভাব
অবলম্বন ও প্রস্তরচ্ছাদন দ্বারা সেই গিরি-গুহার দ্বার আচ্ছাদন করিয়া
রাখিল ॥ ৬৯ ॥

সিংহ যেরূপ গ্রাম্য সিংহের (কুকুরের) নিকট দৌড়িয়া গিয়া তাহাকে গ্রহণ
করে এবং তাহাকে পীড়ন করে ; সেইরূপ অম্বর প্রহারী শ্রীকৃষ্ণ শিষ্ট বালক-

(ক) নিগূহমান ইতি গৌরানন্দ-বৃন্দাবনপাঠঃ ।

(খ) কষ্টন্তং ইতি মাণ্ডপাঠঃ ।

স্বাস্থ্যব্যাঙ্গাং স্পষ্টভূমিষ্ঠমানং
কৃষ্টা ডিম্বাংস্তং ততঃ ক্ষৌণিপৃষ্ঠে ।
আপাত্যাথ প্রাণবত্মানি রক্ষন্
ব্যগ্রীকৃত্যলম্ব্যকল্পং চকার ॥ ৭১ ॥

তদেবং সংহতসংহননমপ্যেতং নিঃসন্ধিবন্ধনং বিশ্বজ্য
তৎপদ-পদ্ধতিং সংসৃজ্য তদুপ্তিধ্বারমনুসসার ॥ ৭২ ॥

ততশ্চ ;—

সদ্যো নির্ভিদ্যাপিধানং গুহায়া-
স্তত্রাবিশ্য দ্যোতমাবিশ্চকার ।
তস্মান্তেষাং চার্ভকাণাং সমস্তা-
দাত্মালাভাদ্য ওমন্ত উচ্চহার ॥ ৭৩ ॥

তত্ত্ব নাশপ্রকারং বর্ণয়তি স্বাক্ষেপে পদ্যেন । “স্পষ্টভূমিষ্ঠমানং” স্বাস্থ্যব্যাঙ্গাং হীনতাহেতোঃ স্পষ্টং
ভূমিষ্ঠমাভূমৌ তিষ্ঠতি ভূমিষ্ঠঃ স এব মানঃ মন্যমানঃ যস্য তং ভূমিনিপাত্মমত্যাগঃ । কৃষ্টা বলকান্
আকৃষ্য প্রাণবত্মানি প্রাণনাগান্, আলম্ব্যকল্পং বধ্যসদৃশং ॥ ৭১ ॥

ততস্তত্ত্ব সূত্রদেহং বিশ্বজ্য শ্রীকৃষ্ণো বলা ভববরং পাবিবেষ স্বদ্বর্ণয়তি— তদেবমিত্যাदि গদ্যেন ।
সংহতসংহননং দৃঢ়সারীরং “দৃঢ়সন্ধিপ্তং সংহতং” ইত্যমরঃ । নিঃসন্ধিবন্ধনং নির্গতানি সন্ধিপ্তানবন্ধনানি
যস্য তং, তৎপদপদ্ধতিং তস্য পদচিহ্নযুক্তমার্গং তদুপ্তিধ্বারং, “উপ্তিঃ কারা চ রক্ষা চ জীর্ণক
বিবরণং ভুব” ইতি শাস্ত্রতঃ ॥ ৭২ ॥

গুহাং প্রবেশ্য তেষাং বলকানাং মুচ্যতাং কৃত্তবানিতি বর্ণয়তি— সদ্য ইতি পদ্যেন । দ্যোতং
দিগকে কষ্ট দিয়া ঐ অশ্বর ধরণ করিতেছে জানিয়া ব্যাকুলভাবে তাহার নিকটে
গমন পূর্বক তাহাকে ধারণ করিলেন এবং পীড়ন করিলেন ॥ ৭০ ॥

অনন্তর স্বকীয় অঙ্গের ক্ষুদ্রতাগণতঃ ব্যাকুলদিগকে আকর্ষণ করিয়া যাহার
ঃমর্যাদা স্পষ্টই ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল তাহাকে ভূতলে নিক্ষিপ্ত করিয়া পরে তাহার প্রাণ
পথ সকল রোধ এবং ব্যাকুল করতঃ যজ্ঞবধ্য পশুর মত করিয়াছিলেন ॥ ৭১ ॥

অতএব এইরূপে তাহার শরীরের সন্ধিস্থান সকল দৃঢ়তা বিশিষ্ট হইলেও
শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে সন্ধি-বন্ধন হইতে বিচূত করিয়া পরিত্যাগ করিলেন, এবং
তাহার পদক্ষেপের চিহ্ন দেখিয়া সেই ভুবিবরের দ্বার অহুসরণ করিলেন ॥ ৭২ ॥

তাহার পর তৎক্ষণাৎ গুহার আচ্ছাদন বিদারণ পূর্বক তাহার মধ্যে প্রবেশ

যেষাং ছুঃখং তদুগ্ৰহাগত্ রোধে
 তদ্বন্মাসীদ্যদ্বদেতদ্বিয়োগে ।
 দৃষ্ট্বা কস্মাদেনমেতে বকারিং
 প্রাণান্ প্রান্তাকর্ষণেনেব জগ্মুঃ ॥ ৭৪ ॥
 সর্কে তস্মাদুখিতা (ক) বেদনার্তা-
 স্তদ্বদার্তং কৃষ্ণমহায় চক্রুঃ ।
 সোহপি স্মাভূতং প্রতিধ্বানদস্তাং
 ক্রন্দন্নাসীদিত্যমীভিব্যভাবি ॥ ৭৫ ॥

প্রকাশঃ তস্মা গৃহায়া আয়লাভাদায়নোঃপ্রাপ্তেঃ, তমঃ গৃহাপক্ষে অন্ধকারং, অভকপক্ষে-
 মুচ্যতাং ॥ ৭৩ ॥

তত্র শ্রীকৃষ্ণদর্শনে তেষাং প্রাণপ্রাপ্তিরিবাবুর্দিত বর্ণয়তি---যেষামিতি পদ্যেন। এতদ্বিয়োগে এতস্ম
 কৃষ্ণস্ত বিচ্ছেদে, এতে অভকাঃ। প্রাপ্তেতি প্রাপ্তে নিকটে যদাকর্ষণং তেনেব, কৃষ্ণং প্রাপুঃ ॥ ৭৪ ॥

তদা তে বালকা যদ্যাবাবিষ্টঃ শ্রীকৃষ্ণং দদৃশুস্তং বর্ণয়তি—সর্কে ইতি পদ্যেন। অহায় ঝটিত
 স্মাভূতং পর্বতঃ তস্মা যোমস্র ক্রন্দনস্র প্রতিধ্বনিচ্ছলাং ব্যভাবি অভকৈবিশেষণে ভাবিতং ॥ ৭৫ ॥

করিয়া দীপ্তি প্রকটিত করিলেন। তখন গৃহার চারিদিকে যে অন্ধকার এবং
 সেই সকল বালকদিগের যে অজ্ঞান-তিমির ছিল, শ্রীকৃষ্ণের অবির্ভাবে উভয়ের
 অন্ধকারই বিনষ্ট হইল ॥ ৭৩ ॥

যাহাদের শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিরহ হওয়াতে যেরূপ ছুঃখ হইয়াছিল, সেই গিরি-
 গৃহার বিবর রোধ করাতে যাহাদের সেইরূপ ছুঃখ হয় নাই, সেই সকল করাতে
 গোপ বালক অকস্মাৎ বকাসুর হস্তা শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া যেন নিকটে আকর্ষণ
 প্রাণ প্রাপ্ত হইল ॥ ৭৪ ॥

তাহারা সকলে তথা হইতে উঠিয়া রোদন কাতর হইয়া তৎক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণকেও
 যেন রোদন কাতর করিয়াছিল। সেই পর্বতও যেন যোমাসুরের ক্রন্দনের
 প্রতিধ্বনিচ্ছলে ক্রন্দন করিয়াছিল, গোপ-বালকেরা বিশেষরূপে এই বিষয় ভাবিয়া-
 ছিল ॥ ৭৫ ॥

(ক) রোদনার্তা স্তদ্বদার্তং ইতি বৃন্দাবন-গৌরানন্দপাঠঃ।

তস্মাৎ কৃষ্টাস্তেন তং বেষ্টয়ন্তঃ

শশ্বভস্য স্পৃষ্টিতো নষ্টছুঃখাঃ ।

দৃষ্টাদৃষ্টপ্রাণমত্যন্তভীষ্মং

ব্যোমং হৃষ্টা মিত্রগোষ্ঠীমুপেষুঃ ॥ ৭৬ ॥

অথ পরিমিলিতৈর্বিচিত্রমিত্রৈ-

ভূবি দিবি দেবগণৈস্তদোপলভ্য ।

অপহৃতিচরিতং নিজক্রমাত্তৈঃ

কথিতমাসৌ কলয়ন্ ব্রজে বিবেশ ॥ ৭৭ ॥

অত্র ব্যোমং দিষ্টাস্তদমং দৃষ্টা কুসুমবৃষ্টিকৃষ্টিদানব-
দ্বেষ্টভিরয়ং শ্রীকৃষ্ণাভিপ্রায়ঃ স্পষ্টং পরায়ুষ্কং ॥ ৭৮ ॥

ততো বালকানাং হৃদকৃত্যং বর্ণয়তি তস্মাদিত্য পদ্যোন। অদৃষ্টপ্রাণং ন দৃষ্টং প্রাণো যত্র তং
মৃতমিত্যর্থঃ । (দৃষ্টপ্রাণং ইতি পাঠে শত্রুপ্রাণং) ভীষ্মমতিভয়ঙ্করং উপগতাঃ ॥ ৭৬ ॥

অথ সমিত্রস্তা শ্রীকৃষ্ণস্তা বজ্রপ্রবেশং বর্ণয়তি অংগত্যাদি পদ্যোন। উপলভ্য স্তব্ধা “উপাং
স্তব্ধা”বিত্তি শব্দঃ । (উপলভ্যঃ ইতি পাঠে স্তব্ধাঃ) অপহৃতিচরিতং ব্যোমকর্তৃকচৌর্যবৃত্তান্তং,
নিজক্রমাৎ তেন ধ্বংসাক্রমণাৎ, (নিজঃ ক্রমাৎ ইতি পাঠঃ বহুত্র) কলয়ন্ প্রকাশয়ন্ ॥ ৭৭ ॥

অথ ব্যোমাসুরবধং দৃষ্ট্বা হর্ষেণ দেবগণাস্তব শ্রীকৃষ্ণাভিপ্রায়ং যং পরায়ুষ্টবহুস্তং বর্ণয়তি
অত্রেত্যাदि গদ্যোন। দিষ্টাস্তদমং স্তব্ধানাং গন্তং, দেবেঃ ॥ ৭৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণ গোপ শিশুদিগকে সেই স্থান হইতে আকর্ষণ করিলেন। তাহারাও
তাহাকে বাঁধবার বেষ্টন করিয়া তদীয় স্পর্শে ছুঃখ বিসর্জন দিল। অত্যন্ত
ভীষণ সেই ব্যোমাসুরকে প্রাণ শূন্য দেখিয়া আহলাদিত চিত্তে বন্ধুভায় আগমন
করিল ॥ ৭৬ ॥

অনন্তর তৎকালে ভূতলে বন্ধুগণ এবং স্বর্গে দেবগণ একত্র মিলিত হইয়া
শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে লাগিল। অবশেষে বন্ধুগণ, অসুর কর্তৃক আমরা যে চোরিত
হইয়াছিলাম সেই সকল বৃত্তান্ত বলিতে লাগিল। তিনি ক্রমে তাহা প্রকাশ
করিতে করিতে বজ্রে প্রবেশ করিলেন ॥ ৭৭ ॥

অনন্তর ব্যোমাসুরকে কালদষ্ট দেখিয়া পুণ্য বৃষ্টিকারী অসুরদ্বেষ্টা দেবগণ,
স্পষ্টরূপেই শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছিল ॥ ৭৮ ॥

ক্রীড়ায়ামত্র চোরাণাং শ্বাস-রোধো বিধীয়তে ।

ব্যোমস্ত্বং ব্যোমতাং প্রাপ্তস্তস্মাচ্ছেৎ করবাণি কিম্ ? ॥

ইতি ॥ ৭৯ ॥

অথ কথকঃ কথাসমাপনমুবাচ ;—

ঈদৃক্ কৌতুকবান্ পুত্রস্তব গোপ-নরাধিপ ! ।

বৎসাদিত্রয়মানিত্তে লীলয়া যস্ত্ব পঞ্চতাম্ ॥ ৮০ ॥

তদেবমগ্নী সাক্ষাদিব ব্যোম-বধমনুভূয় ভূয়সা স্তথেন বিলস-
ন্থথেন ললিতা গৃহায় চলিতা বভূবুঃ ॥ ৮১ ॥

ইতি শ্রীগোপালচম্পূমনু বৎসাস্ত্রাভ্যুৎ-

সাদনং নাম দশমং পূরণম্ ॥ ১০ ॥

হেথাং তৎপরামর্শবাক্যং নির্দিশতি ক্রীড়ায়ামিতি পদেন । ব্যোমতাং শূন্ততাং, তস্মাৎ
শ্বাসরোধাৎ ॥ ৭৯ ॥

কথক ইদানীং প্রসঙ্গঃ সমাপয়িতুং প্রকৃত্তে অপেত্যাদি পদেন ।

প্রসঙ্গসমাপনে কথকবাক্যং নির্দিশতি—ঈদৃগিতি পদেন । বৎসাদিত্রয়মিতি বৎসবক-
ব্যোমাস্ত্ররূপত্রয়ং, পঞ্চতাং মৃত্যুতাং ॥ ৮০ ॥

স্বয়ং কবিঃ প্রসঙ্গঃ সমাপয়তি তদেবমিতি পদেন ॥ ৮১ ॥

ইতি শব্দার্থবোধিকায়ং দশমং পূরণম্ ॥ ১০ ॥

এইস্থানে ক্রীড়া করিলে চোরদিগের শ্বাস রুদ্ধ হইয়া যায় । অতএব হে ব্যোম
তুমি সেই শ্বাসরোধ হেতু যদি ব্যোমস্ত্র বা শূন্তভাবে প্রাপ্ত হইয়া থাক অর্থাৎ
মরিয়া যাও ; তাহা হইলে আর আমি কি করিব ? ॥ ৭৯ ॥

অনন্তর কথক কথা সমাপন করিয়া বলিলেন, হে গোপরাজ ! আপনার এক্রপ
পুত্র জন্মিয়াছেন, যিনি গীলা প্রকাশ পূর্বক বৎস প্রভৃতি তিন জন অস্ত্রকে
পঞ্চত্ব প্রাপ্ত করাইয়াছেন ॥ ৮০ ॥

অতএব এইরূপে তাঁহারা যেন প্রত্যক্ষভাবেই ব্যোমাস্ত্রের বধ অনুভব
করিয়া বহুতর স্তখে এবং প্রফুল্ল মুখে বিরাজিত হইয়া গৃহের উদ্দেশে গমন করিয়া
ছিলেন ॥ ৮১ ॥

ইতি শ্রীগোপালচম্পূকাবো বৎসাস্ত্র প্রভৃতির

বিনাশ নামক দশম পূরণ ॥ ০ ॥

একাদশং পূরণম্

ব্রহ্মমোহনম্ ।

অথ পূর্ববৎ প্রভাততঃ প্রভাতায়াং সভায়াং মধুকণ্ঠঃ
মোৎকণ্ঠমুবাচ ॥—১ ॥

তদেবং পূর্ববদেব দেবন-কৃতুকতঃ পূর্বদেবমারয়োঃ কুমারয়ো-
রনয়োঃ কোমারমতিরুত্তকল্পমাসীৎ ॥ ২ ॥

একাদশে পূরণে তু অশাস্ত্রাবমোচনঃ । বিশেষমোহননিশ্চুক্তিরূপ্যতে তদ্ব্যজাগতিঃ ॥

তদেবং বৎস-বক-ব্যোমাস্ত্রাণাং নাশনলীলাং বর্ণয়িত্বা অধুনা অশাস্ত্রমোচন-ব্রহ্মমোহনমোচন-
লীলাং বর্ণয়িত্বং প্রক্ৰমতে অণেতাদি গদ্যেন । প্রভাততঃ প্রাতঃকালান্ধোঃ তদ্দিনে মধুকণ্ঠঃ
কথক আসীৎ ॥ ১ ॥

তন্মধুকণ্ঠবাক্যং বর্ণয়তি তদেবমিত্যাদি গদ্যেন । দেবনকৃতুকতঃ হীড়াকৌতুহলতঃ, পূর্ব-
দেবমারয়োরশ্রুতান্ মারয়ন্তৌ যৌ তয়োঃ, অতিবৃদ্ধকল্পঃ অতিবর্জুলত্বাৎ সংপূর্ণমিব যদ্বা গত-
প্রায়মিব ॥ ২ ॥

একাদশ পূরণে অশাস্ত্রের বদ, বিপাকার মোহ ত্যাগ এবং তাঁহার বজ্রে আগমন
বর্ণিত হইবে ।

অনন্তর পূর্বের মত প্রভাত কাল উজ্জল সভায় মধুকণ্ঠ উৎকণ্ঠার সহিত
বলিতে লগিলেন ॥ ১ ॥

অতএব এই প্রকারে অবিকল পূর্বের মত ক্রীড়া কোতুক করিতে করিতে
অশ্রু নিহস্তা কৃষ্ণ-বলরামের কোমার দশা প্রায়ই যেন অতীত হইয়াছিল ॥ ২ ॥

যৌ খলু ।—

শুভ্র-শ্যাম-রুচী রুচীমকুরুতাং পৌগণ্ডলক্ষ্মীকূতে

চাপল্যেন মুনেরপি স্ম কুরুতশ্চিত্তং মিলচ্চাপলম্ ।

নানাক্রীড়িত-মাধুরীবরকলাশিক্ষা-কলাপং গতো

বেণুদান-সুধাং সুধাংশুবদনাবাতত্য চিক্রীড়তুঃ ॥ ৩ ॥

অথ কদাচিদতিপ্রাতরগুতো জাগ্রতো নিজবিহারতো
জগদেব পাতুঃ শ্রীরামভ্রাতুর্বাদৃচ্ছিকীয়মিচ্ছা জাতা, প্রাত-
ভোজনমপ্যদ্য নির্জজনবন এব যোজনীয়মিতি । ততশ্চ কৃতপ্রাতঃ-
ক্রিয়স্তং প্রার্থনায় রচিতমাতৃপ্রিয়স্তদনুজ্ঞয়া গচ্ছন্ শৃঙ্গরব-সংজ্ঞয়া

অথ বাল্যে পৌগণ্ডপ্রবেশঃ বর্ণয়তি যৌ খলু শুভ্রভ্রাতৃপদোদন । রুচীঃ দীপ্তিঃ পৌগণ্ড-
শোভানিমিত্তায় মিলচ্চাপলং চাক্ষল্যবৃত্তং, ক্রীড়িতমিত্যত্র ভাবে ক্তঃ । কলাপং সমুহং আততা
বিস্তীৰ্ণা ॥ ৩ ॥

তদেবঞ্চ সতি শ্রীকৃষ্ণঃ প্রাতঃভোজনং বন এব সম্পাদয়িতুঃ যদ্ব্যস্তিত্বচিত্তং ব্যাপারং চকার তং
বর্ণয়তি অপেত্যাদি গদোন । পাতুঃ রক্ষকস্ত, তৎপ্রার্থনায় ভোজনদ্রব্যান্ত্র বাচনায়ৈ, রচিতমাতৃ-

শুভ্রকান্তি এবং নীলকান্তি যে দুই জন, পৌগণ্ড-শোভার জন্ত ইচ্ছা করিয়া-
ছিলেন । তাঁহারা বাল্য চাপল্য দ্বারা (অশ্লের কথা দূরে থাক) মূনিরও হৃদয়ে
চাক্ষল্য উৎপাদন করিতেন । নানাবিধ ক্রীড়া করিবার জন্ত যে সকল প্রধান
মাধুরী কলা থাকা আবশ্যক, উভয়েই সেই সকল বিবিধ মাধুর্য্য কলা শিক্ষা
করিয়াছিলেন । এইরূপে চন্দ্রবদন কৃষ্ণ-বলরাম বেণুর সঙ্গীতরূপ সুধা বিস্তার
করিয়া ক্রীড়া করিয়াছিলেন ॥ ৩ ॥

অনন্তর একদা অত্যন্ত প্রাতঃকালে সকলের অগ্রে জাগরিত হইয়া নিজের
বিহারচ্ছলে জগতের একমাত্র রক্ষা কর্তা বলরামের ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণের যদৃচ্ছা ক্রমে
এইরূপ ইচ্ছা জন্মিয়াছিল । অথ নির্জজন বনমধ্যেই প্রাতঃকালের ভোজন
সম্পাদন করা যাইবে । তাহার পর প্রাতঃকৃত্য সমাপনপূর্ব্বক ঐ বিষয়ের

সাগ্রজং সখিব্রজং জাগরয়ামাস । ঋটিতি চাটিত্বা শৃঙ্গটিকমধ্য-
মধ্যান্ত্র ক্ষণকতিপয়ং তৎপ্রতীক্ষণং প্রতীক্ষণং ব্যাপারয়ামাস ॥ ৪

শয্যোথায়ং বিদ্রুত্য মিলিতেষু সবয়ঃসমবায়েষু রামমা-
গময়িতুমুর্দ্ধং বর্তমানস্তন্মানবেন (০) বার্তানুবর্তয়ামাসে ॥ ৫ ॥

যথা চ প্রোবাচ তদ্বাচিকমসৌ ।— হন্ত ভোঃ ! কৃষ্ণ ! স্বয়া
সহ ক্রীড়াভূষণগপ্যহং বিরুদ্ধবিধিনা নিরুদ্ধ এবাম্মি । যদক-
স্মাৎ কস্মাদপি (ক) পুরুকুলজন্মা মন্মাতুলঃ পরমাতুলনির্বন্ধা-
ন্মামবলোকয়িতুমাগম্য হর্ষ্য এব স্বাবরসাধর্ম্যমাসাদিতবানস্তুি ।

প্রিয়ঃ রচিতে মাতুঃ প্রিয়ো যেন সং । শৃঙ্গবদসংজ্ঞয়া শৃঙ্গবরেণ যা সংজ্ঞা বনগমনস্থচনা তয়া,
সাগ্রজং রামসহিতং অটীরা গহ্না, শৃঙ্গটিকং চতুষ্পথং ব্যাপারয়ামাস দৃষ্টিং যোজয়ামাস ॥ ৪ ॥

ততঃ সর্বো সপায়ে মিলিতা বহুভূঃ শ্রীরামঃ মেলয়িতুং যচ্চকার তদ্বর্ণয়তি শয্যোথায়মিত্যাদি
গদ্যেন । শয্যোথায়ং শয্যায়া উপায়ং সমবায়ঃ সমুৎ উর্দ্ধং বর্তমানঃ অর্থাৎদণ্ডায়মানঃ তন্মানবেন
তস্ত ভূতাদ্বারা ॥ ৫ ॥

তত্র শ্রীরামো যদুবাচ তদ্বর্ণয়তি—যথা চেত্যাদি গদ্যেন । অসৌ রামঃ বিরুদ্ধবিধিনা প্রতি-
বন্ধকেন তন্মাতুলঃ স চাসৌ মাতুলশ্চেতি সং, পরমেনিতি অতিশয়প্রযুক্ত্যং, স্বাবরেতি, বুদ্ধবৎ

প্রার্থনা করতঃ জননীর প্রিয় কার্যা করিয়া অবশেষে তাঁহার আজ্ঞানুসারে
যাইতে যাঁইতে শৃঙ্গধ্বনির সঙ্কেতে জ্যেষ্ঠ বলরামের সহিত সহচরদিগকে জাগরিত
করিলেন, এবং শীঘ্র গমন করিয়া চতুষ্পথের মধ্যে উপবেশন করিয়া কিয়ৎক্ষণ
তাঁহাদের প্রতীক্ষা করিয়া দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥

অনন্তর সমবয়স্ক সহচরগণ শয্যা হইতে উঠিয়া দৌড়িয়া আসিয়া, একত্র
মিলিত হইলে, কতক্ষণে বলরাম আসিবেন, ইহার জন্ত শ্রীকৃষ্ণ দণ্ডায়মান হইয়া
রহিলেন । তৎপরে তাঁহার ভূতা আসিয়া তাঁহাকে সম্বাদ প্রদান করিল ॥ ৫ ॥

তিনি বেক্লপ বলিয়া দিয়াছিলেন, ঐ ভূতা আসিয়া অবিকল তাঁহার আদিষ্ট
বাক্য বলিতে লাগিল । বাক্য যথা—আভা ! ভাই কৃষ্ণ ! তোমার সহিত

(০) উর্দ্ধং বর্তমানঃ শ্রীকৃষ্ণঃ বার্তা চ ইত্যন্তরত্ব কৰ্ম্মভেদ উক্তার্থে প্রথমা “অন্তে তু যথেষ্টং
ষিচধ্ব” ইত্যুক্ত্যং । ইত্যানন্দ টীকা । অন্তবর্তয়ামাস, ইতি তু মাণ্ডপাঠঃ ।

(ক) পুরুকুলজন্মে ইতি মাণ্ডপুস্তকপাঠঃ ।

অদ্য চ তবাবীবা প্রাতরান্ত-জাগরতয়া সমীহিতবিশেষমুহিত-
বানস্মি । তস্মাদ্ভবতা যা লীলা ভাবয়িতুং ভাবিতা সাবশ্যং
ভাবয়িতব্যা । নব্যারম্ভে বিক্ষম্ভঃ খল্বপ্রতিবন্ধসিদ্ধিসম্ভাবনাং
স্তুম্ভয়তীতি ॥ ৬—৮ ॥

অথ বর্ণ্যমানং তদাকর্ণ্য স চ কমলসবর্ণতাবিলসদাকর্ণ্য-
লোচনঃ প্রতিপন্নক্ৰীড়ারোচনঃ সখীমুবাচ ;—ভবতু ভবন্তু
এব স্ব-স্ব-ভবনাদ্বিহঙ্গিকায়াং কাচমায়োজ্য ভোজ্যভক্তং ভক্ত-

স্থিরতাং প্রাপ্তবান্, প্রাতরিত প্রাভঃকালে আস্তো গৃহীতো জাগরো যন্ত তদ্ভাবতয়া সমীহিতং
চেষ্টিতবিশেষং ভাবয়িতুং লোকে প্রাপয়িতুং ভাবিতা চিস্তিতা, বিক্ষম্ভঃ “ভবোদ্ধম্ভকো
ভূতভাবিবৎশশচন”মিতি নাট্যচন্দ্রিকা, স্তুম্ভয়তি ক্রিয়াছিলধেন ফলতীত্যর্থঃ ॥ ৬—৮ ॥

তদেব শব্দা শ্রীকৃষ্ণো যদকরোত্তমবর্ণয়তি—অপেত্যাদি গদ্যোন । কমলেন্দি, পদ্মতুল্যতয়া
উপলক্ষিতে বিলসতী কর্ণসীমাপর্যাস্তে লোচনে যন্ত স চ শ্রীকৃষ্ণঃ প্রতিপন্নক্ৰীড়ারোচনঃ প্রতিপন্ন-
মঙ্গীকৃতং ক্রীড়ায়া রোচনমভিলাষো যস্য সং, বিহঙ্গিকা “বাক্” ইতি প্রসিদ্ধা হস্তাং, কাচঃ শিক্যাং
ভোজ্যভক্তং ভোজ্যোদনং, ভক্তেতি অনুরক্তনিযোজাজনেষু প্রযোজ্যং তত্তদনুকূলতাবিশিষ্টং আনায্য

ক্রীড়াভিলাষী হইলেও কোন এক বিরুদ্ধ প্রতিবন্ধক আসিয়া আমাকে নিবারণ
করিয়াছে । কারণ অকস্মাৎ পুরুবংশ জাত আমার সেই মাতুল, কোন এক
অপূর্ব নির্বন্ধ বশতঃ আমাকে দেখিতে আসিয়া, অট্টালিকার মধ্যেই বৃক্ষাদি-
স্থাবর পদার্গের মত স্থিরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন । অদ্য অত্যন্ত প্রত্যুষে তুমি
জাগরণ করিতে তোমার যে কোন একটা বিশেষ বাসনা ছিল, তাহাও অনুভব
করিয়াছি । অতএব তুমি যেরূপ লীলা করিতে বাসনা করিয়াছ, তাহা অবশ্যই
সম্পাদন করিবে । দেখ, কোন এক নূতন কার্যের আরম্ভে প্রতিবন্ধ ঘটিলে
তাহা কেবল প্রতিবন্ধ-বিরহিত কার্যের সিদ্ধির সম্ভাবনাকে স্তুম্ভিত করে, অর্থাৎ
যথাকালে ফলপ্রদ হইতে দেয় না ॥ ৬—৮ ॥

অনন্তর বলরামের ভৃত্য-মুখ হইতে এই বর্ণিত বাক্য শ্রবণ করিয়া কমল তুলা
সুন্দর আকর্ণ-লোচন শ্রীকৃষ্ণ, ক্রীড়াভিলাষ স্বীকার করিয়া লইয়া বজ্রদিগকে
বলিলেন ; আচ্ছা, তাহাই হউক, তোমরা ভাই সকলে স্ব স্ব গৃহ হইতে বিহঙ্গিকা
(বাঁক) আনিয়া, তাহার মধ্যে শিক্য (শিকে) নিযুক্ত করিয়া, তত্ত্বং বিষয়ের

নিযোজ্যজনং প্রযোজ্যতত্ত্বপযোজ্যমানায়া বনায় গমনায়
 ত্বরয়ন্ত । অশ্বজ্ঞানী চ ভব্যানাং ভাজনভূতভোজনদ্রব্যানাং
 দ্রুতমেব সজ্জন-বর্গেণাশ্বভ্যং বিসজ্জনমর্জ্জয়িষ্যতি ইতি
 (ক) তথা বিহিতে হিতেষু বালক-সমুদায়-মুদামুদারচেষ্টাঃ
 পুরস্কৃতবৎস-চয়েষ্টাঃ কাননং প্রবিষ্টবান্ । যত্র চ বৎস-
 পালবালকাঃ প্রতিঘস্রং সহস্রশ এব তেন মিশ্রতয়া বিশ্রয়ন্তে ।
 তেষাং বৎসান্চায়ুতপ্রযুতনিযুতা-সঙ্খ্যায়ুতা বর্ণ্যন্তে । কৃষ্ণ-
 বৎসানাং সঙ্খ্যা পুনরসঙ্খ্যাসংজ্ঞা সঙ্গীয়তে ।

আনয়নং কারয়িত্বা ভব্যানাং প্রশস্তানাং বিসজ্জনং দানং কারয়তি । বিহিতে কৃতে সতি হিতে
 ইতি হিতকারিবালকসমূহানাং যা মুদঃ প্রীতয়স্তাসাং জনিকা রম্যা চেষ্টা যন্ত । ভাববাচিপ্রত্যয়াং
 ষষ্ঠী । পুরস্কৃতেতি অগ্রসরো বৎসসমূহ ইষ্টঃ প্রিয়ো যন্ত সং ।

উপযুক্ত অণচ অধুরক্ত এবং আজ্ঞাকারী জনগণের প্রযুক্ত খাদ্য এবং অন্য আনয়ন
 করাইয়া বনে গমন করিবার জন্ত সজ্জন হও । আর আমাদের জননীরা পাত্রস্থিত
 প্রশস্ত খাদ্য সামগ্রী সকল শীঘ্রই সজ্জন সমূহ দ্বারা আমাদিগকে পাঠাইয়া দিবেন,
 এইরূপে হিতৈষী বালকদিগের প্রীতির জন্ত হিতাশুচান করিয়া, উদারচেতাঃ
 শ্রীকৃষ্ণ, প্রিয় বৎসদিগকে অগ্রে করিয়া, কাননে প্রবেশ করিলেন । এইরূপ
 জন-শ্রুতি আছে যে, প্রতিদিন সহস্র সহস্র বৎস-পালক শিশুগণ, শ্রীকৃষ্ণের সহিত
 একত্র হইয়া ঐরূপে বনে গমন করিত । ঐ সকল বৎসগণের সংখ্যাও অগুত,
 প্রযুত এবং নিযুত বলিয়া বর্ণিত হইত । আর শ্রীকৃষ্ণ যে সকল বৎস চরাইতেন,
 তাহাদের সংখ্যা অসংখ্য বলিয়া কীর্তিত হইত ।

(ক) ইতি শব্দস্যানন্তরং নিজেহিতে ইতি গৌরানন্দ দানবনপাঠঃ ।

ততশ্চ ;—

আপূর্ণশৃঙ্গমুরলীনিযুতং সবৎস-

যুথায়ুতারবমুদীরিতহুতিমিশ্রম্ ।

কৃষ্ণশ্চলন্থ বনায় বলন্ত চিত্তং

লোলং চকার জগতা সহ কৌতুকায ॥ ৯ ॥

অথ গহনং গাহমানা (০) মণি-জাতরূপাভ্যাং স্তৃষ্ট জাতরূপা
অপি বালাঃ ফল-প্রবালাদিভিরলঙ্কতমাত্মনাং কৃতবন্তঃ । যথা ;—
নিকায়ো দুৰ্য্যচকাচ-গুঞ্জা-পুঞ্জমপ্যপযুজতে স্ম, নহি বিলাস-

অথ সখিসমুদয়মিলিতস্ত শ্রীকৃষ্ণস্ত বনগমনলীলাঃ বর্ণয়িতুং তত্র পরিপাট্যং বর্ণয়তি—
আপূর্ণেত্যাদি পদ্যেন । আপূর্ণানাং স্ব-স্ব-শব্দেন পূরিতানাং শৃঙ্গমুরলীনাং নিযুতং যত্র তদ্বস্থা
স্তাৎ স কৃষ্ণঃ বৎসযুথানাং যদযুতং তস্তারবঃ শব্দো যত্র তদ্বস্থা স্তাৎ, উদীরিতেতি উদীরিতা যা
হুতিরাহ্বানং তয়া মিলং যথা স্তাৎ ॥ ৯ ॥

তেমাং মণিস্বর্ণাদিভিঃ রূপবব্ধেপি বস্ত্রফলাদিভীরূপং বর্ণয়তি—অথেষ্টাদি পদ্যেন । জাত-

তাহার পর শ্রীকৃষ্ণ যখন বনে গমন করিতে লাগিলেন, তৎকালে নিযুত
সংখ্যক শৃঙ্গ এবং মুরলী শব্দিত হইয়া উঠিল, অযুত সংখ্যক বৎসগণের শব্দ উথিত
হইতে লাগিল ; এবং সেই সঙ্গে তাহাদের আহ্বান শব্দও মিশ্রিত হইয়াছিল ।
এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ, কৌতুক করিয়া জগতের সহিত বলরামের চিত্ত সম্পূর্ণ চঞ্চল
করিয়াছিলেন ॥ ৯ ॥

অনন্তর বালকগণ ক্রমে বন মধ্যে প্রবেশ করিল । যদিচ ঐ সকল বালক-
দিগের দেহ, স্বর্ণ রত্নাদি দ্বারা সুন্দররূপে সজ্জিত হওয়াতে বিশেষ শ্রী ধারণ
করিয়াছিল, তথাপি তাহারা বন মধ্যে ফল প্রবালাদি দ্বারা স্ব স্ব দেহ অলঙ্কৃত
করিয়াছিল । তাহারা গৃহে গিয়াও শিক্ষা স্থিত সেই দুর্লভ গুঞ্জাফল সমূহও

(০) মণিময়-স্বর্ণময়ভূষণেণ ভূষিতাঃ ।

বহুলতাকুলানামিদং বহুমূল্যমিদং ন তন্তুল্যমিতি বিচারঃ
সঞ্চরতি । কার্পণ্যমেব খলু পণ্যং গণ্যতাং নয়তি বিলাসিতা
পুনর্দৃশ্যতামেব পরামৃশ্য হৃষ্যতীতি ॥ ১০ ॥

অথ তে * শিক্যিতান্ন-পাত্রাণি বৃক্ষ-শাখাস্বলম্বিত-
গাত্রাণি বিধায় কৃষ্ণ-ক্রান্ত-তরঙ্গসঙ্গতরঙ্গতয়া চাপল্যবিশেষঃ
শ্লেষয়ামাস্বঃ ॥

“মুখোন্তোহন্যোশিক্যাদীন্ জ্ঞাতানারাম চিক্ষিপুঃ ।

তত্রত্যাশ্চ পুনর্দ্রাক্ষসস্তশ্চ পুনর্দ্রুঃ ॥” (ক) ॥ ১১ ॥

শোভাঃ । নিকাষ্যে গৃহে, দ্রব্যাদেতি নিন্দাজনিকা যাচা প্রার্থনা যত্র এবম্বৃত্তং কাচগুণ্যসমূহমপি ।
অপণ্যং অস্ততাং নিন্দাং গণ্যতাং নয়তি নিন্দামুৎপাদয়তীত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

ততস্তেষাং ক্রাঁড়াকৌতুকং বর্ণয়তি—অপেত্যাং গদ্যেন । কৃষ্ণেতি, কৃষ্ণা ক্রান্ত-তরঙ্গ-
সঙ্গতঃ প্রাপ্তো রঙ্গো যেষাং তদ্ভাবতয়া ॥

তং চাপল্যবিশেষং বর্ণয়তি—মুখস্থ ইতি পদ্যেন ॥ ১১ ॥

ভক্ষণ করিয়াছিল । যাহারা সমদিক বিলাসপ্রিয়, তাহাদের “এই বস্তু বহুমূল্য
এই বস্তু তাহার সমান নহে” এইরূপ বিচার ঘটিতে পারে না । নিশ্চয় রূপণতাই
কেবল নিন্দা উৎপাদন করিয়া থাকে । অর্থাৎ রূপণ ব্যক্তি বিলাসিতার দিকে
লক্ষ্য না করিয়া ধন ব্যয়ের দিকেই লক্ষ্য করে, আর বিলাসিতা কেবল দৃশ্য
ভাবকেই পরামর্শ বলিয়া দৃষ্টে হইয়া থাকে অর্থাৎ বিলাসী ব্যক্তি ধনের দিকে লক্ষ্য
না করিয়া যাহা সুদৃশ্য বস্তু তাহার গুণেই মুগ্ধ হয় ॥ ১০ ॥

অনন্তর তাহারা শিক্যস্তিত অন্নপাত্র সম্বল, বৃক্ষ শাখার গাত্রে লম্বমান
করিয়া, শ্রীকৃষ্ণের কটাক্ষ মিশ্রিত রঙ্গের সহিত বিশেষ চপলতার পরিচয় দিয়াছিল ।
“কেহ কেহ পরম্পরের জ্ঞাত শিক্য প্রভৃতি বস্তু সকল হরণ করিয়া দূরে নিক্ষেপ
করিয়াছিল । সেই স্থানস্থিত বন্ধুগণ ভাঙ্গা করিয়া পুনর্দ্রাক্ষ দূর হইতেই সেই
সকল বস্তু দান করিয়াছিল” ॥ ১১ ॥

* শিক্যিতং শিক্যোপরি স্থাপিতং বস্তু । তারকাদিহাং উক্তং । রক্ষাদি নিপ্তিতঃ ভাণ্ডাদি-
স্থাপনোপযোগি শিক্য ইতি যন্ত্র ভাষ্য । কাচিৎশিক্যিতে ইত্যমরঃ ।

(ক) শ্লোকোহয়ং বৃন্দাবনানন্দগৌরপুস্তকেষু নাস্তি ।

তত্র চৌর্যাদিকং যথা ;—

৭। যষ্ট্যাদেনর্গণাসন্নপহরণকরা যে হতস্বাস্তথা যে
দূরে প্রক্ষেপকা যে প্রতিহরণকৃতস্তে চ তে চাশু সর্বৈ ।
শ্রীকৃষ্ণ-ক্রবিধুতিপ্রতিলবলযুতাশালিতত্ত্বিলাসৈঃ
প্রত্যেকং স্বীয়যোগ্যং নিগমনমবিদুস্তত্র নৈবাশ্রয়ন্তঃ ॥ ১২ ॥

তদেবমেব সংযোগাদযথা তদেকস্বথযোগ এব তেষাং
ভোগস্তথা বিয়োগাদপি ।

যথা—

“যদি দূরং গতঃ কৃষ্ণেণ বন-শোভেক্ষণায় তম্ ।

অহংপূর্বমহংপূর্বমিতি সংস্পৃশ্য রেমিরে ॥ ১৩ ॥

তত্র ক্রীড়ায়াং তেষাং চৌর্যাদিকং বর্ণয়তি—যষ্ট্যাদেৱিতি পদ্যেন । অপহরণকরাশ্চৌর্যকারকা
হতস্বাস্তথা স্বং স্বীয়ং শিক্যাদিকং যেষাং তে প্রতিহরণকৃতঃ পুনরর্পণকারকাঃ । শ্রীকৃষ্ণেতি শ্রীকৃষ্ণ
ক্রবিধুত্যা ক্রচালনেন প্রতিক্ষেপে যে শীঘ্রতাশালিন স্তত্ত্বিলাসাস্তৈঃ নিগমনং নিশ্চয়ং ॥ ১২ ॥

তেষাং শ্রীকৃষ্ণপ্রাণৈকত্বং নির্দিশতি—তদেবমিত্যাदि পদ্যেন । ভোগ উপভোগঃ ॥

ততঃ শ্রীভাগবতীয়পদ্যেন সাধয়তি—যদীত্যাদিনা ॥ ১৩ ॥

তথায় চৌর্য প্রভৃতি যথা :—যাহারা কোতুক করিয়া যষ্টি, শূঙ্গ, বেণু, বেত্র,
শিক্য এবং ভোজনাদির অপহরণ করিত ; যাহারা ঐ সকল বস্তু স্বকীয় বলিয়া
গণ্য করিত এবং যাহারা ঐ সকল বস্তু দূরে-নিক্ষেপ করিত, এবং যাহারা—ঐ যষ্টি
প্রভৃতি বস্তু আনয়ন করিয়া পুনর্বার প্রতাপর্ণ করিত ; তাহারা সকলেই শীঘ্র
শ্রীকৃষ্ণের ক্রচালন দ্বারা প্রতিক্ষেপে অন্নতা, শীঘ্রতা বা মনোজ্ঞতা যুক্ত তত্ত্ব কল্প
সূচক লীলা বিষয়ে, প্রত্যেকেই স্বস্ব যোগ্য বিষয়েরই নিশ্চয় করিতে
পারিয়াছিল, কিন্তু অত্র বিষয় কি কোন বিষয়ই জানিতে পারে নাই ॥ ১২ ॥

অতএব এই প্রকারেই তাঁহাদের একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ সংযোগ যেরূপ সুখ-সম্বলিত
ভোগ হইয়াছিল, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের বিয়োগেও তাহাদের সেইরূপই সুখসংযুক্ত
ভোগ ঘটিয়াছিল । যথা—“যদি শ্রীকৃষ্ণ বন-শোভা দর্শন করিবার জন্ত দূরে

অশ্রু চার্থঃ সমশ্রু দর্শ্যতে, তত্র স্পর্শনং যথা—

(ক) গোপ্যঃ প্রস্থাপ্য সর্বত্র সখি-ততিমঘজি-

দ্বীক্ষিতুং বন্য-লক্ষ্মীম্

দূরেহগাং (খ) কৃষ্ণদৃষ্টিঃ ক্রমশ ইহ তদা

সা নিবৃত্তা বিদূরাং ।

সৌরভ্যাত্মাগনেত্রা মধুপ-কুলতুলা

সজ্জশস্ত্রং দ্রবন্তী

(গ) স্পৃষ্টাহম্পূর্বিকায়ামহমহমিকয়া

পৃচ্ছন্তী চাননন্দ ॥ ১৪ ॥

অসোতি গদ্যঃ স্বগমম্ ॥

অপ গোপনবিনয়ো ভবন্ অদর্শিতং সর্বত্র ইতি বন্যলক্ষ্মীয়া প্রস্থাপ্য বন্যলক্ষ্মীয়াং ত্রিষ্টুং
দূরে অগাদিতি বর্ণয়তি -গোপা ইতি পদ্যেন। কৃষ্ণদৃষ্টিঃ বান্যতয়া কথয়া। সৌরভ্যেতি
কৃষ্ণগাত্রসুগন্ধাত্মা আত্মাণং নেত্রা প্রাপ্যকো বস্ত্রাঃ সা, মধুপকুলতুলা সমরবৃন্দমদূশা দ্রবন্তী গচ্ছন্তী
অহংপূর্বিকায়াম্ অহমগ্রে ধারয়ামীত্বাক্তা অগ্রে ধারণঃ অহমিকা অহমগ্রে স্পৃষ্টবানিতি। গব-
পূর্বিকায়ান্নগ্রাবনঃ ॥ ১৪ ॥

গমন করিতেন” তাহা হইলে তাহারা “আমি অগ্রে ধারণ করিব, আমি অগ্রে
ধারণ করিব” এইরূপে গমনপূর্বক তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া ক্রীড়া করিত তাৎপর্য্য
এই যে, শ্রীকৃষ্ণের বিরোগ ঘটিলেও, পুনশ্চ শীঘ্রই শ্রীকৃষ্ণকে এই এই ভাবে
যাইয়া দর্শন ও স্পর্শন করিব বলিয়া যে আনন্দ হইয়াছিল তাহাতেই জানিতে
হইবে যে সংযোগের আশ্রয় বিরোগেও প্রকারান্তরে সূত্র হইয়াছিল ॥ ১৩ ॥

ইহার অর্থ সংক্ষেপে দর্শিত হইতেছে, তন্মধ্যে স্পর্শ যথাঃ—অবাস্তুর
বিনাশী শ্রীকৃষ্ণ প্রচ্ছন্নদেহে বৎস অঘেষণের জন্ত সমস্ত সহচরবৃন্দকে পাঠাইয়া,
বনশোভা দেখিবার জন্ত দূরে গমন করেন। তৎকালে ক্রমশঃ ঐ স্থানে সেই
সহচরগণ, দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক দূর হইতে নিবৃত্ত হইয়াছিল। পুষ্্পের সৌরভে

(ক) গোপ্যঃ ইত্যত্র বৎসভাঃ ইতি, প্রস্থাপ্য স্থলে প্রেমা ইতি বৃন্দাবনানন্দ-গৌর-পাঠঃ।

(খ) কৃষ্ণদৃষ্টিরिति গৌরানন্দ-বৃন্দাবন পাঠঃ।

(গ) অহমগ্রে যাত্ৰামীতি ধাবনক্রিয়া অহম্পূর্বিকায়াম্ পরস্পরঃ প্রত্যাহ্বারঃ অহমহমিকা।

রমণং যথা—

মিথোহপি স্নিগ্ধভাবানাং কৃষ্ণকৌতুকদত্তয়ে ।

(ক) আহোপুরুষিকা তেষামালোকি স্পাঙ্কিনামিব ॥ ১৫ ॥

জগুরেকে বেণুনা তৎপ্রচ্ছাদনপরাঃ পরে ।

বাদয়ন্তে। বিবাণানি হাসয়ামাস্থরচ্যুতম্ ॥ ১৬ ॥

ব্যঞ্জয়ন্তুস্তত্র কেচিৎ পূৰ্বেষাং গ্রাম্যরীতিতাম্ ।

তান্নিবার্য্য স্বয়ং ভৃঙ্গৈ-র্জগুস্তদ্বৎ পিকৈঃ পরে ॥ ১৭ ॥

তেষাং রমণং বর্ণয়তি—মিথোহপীত্যাদি পদ্যেন । স্নিগ্ধভাবানাং স্নিগ্ধচিত্তানাং দত্তয়ে ইতি ভাবে ত্তিদ্ভিনায়েত্যাৰ্থঃ । আহোপুরুষিকা দৰ্পোখায়সম্ভাবনা ॥ ১৫ ॥

তেষাং রমণে বিশেষং বর্ণয়তি—জগুরিত্যাদিকৈরষ্টভিঃ পদ্যৈঃ । তস্ত্র শ্রীকৃষ্ণস্ত বিবাণানি শৃঙ্গাণি ॥ ১৬ ॥

পূৰ্বেষাং বিবাণবাদনপরাণাং গ্রাম্যরীতিতাং প্রাকৃতব্যবহারং । পিকৈঃ কোকিলৈঃ ॥ ১৭ ॥

ভ্রমরগণ বেকুপ ধাবমান হয়, সেইরূপ তাহারাও শ্রীকৃষ্ণের সৌরভাভ্রাণে, দলে, দলে, তাঁহার প্রতি ধাবমান হইয়া, তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া, “আমি অগ্রে ধারণ করি” এই বলিয়া অগ্রে ধায়ন, এবং আমি অগ্রে স্পর্শ করিয়াছি’ এই বলিয়া গর্জনের সহিত এইরূপ আত্মশ্লাবা করিয়া আনন্দিত হইয়াছিল ॥ ১৪ ॥

রমণ অর্থাৎ ক্রীড়া যথা :—ঐ সকল সহচরগণ, পরস্পর সরলচিত্ত হইলেও, শ্রীকৃষ্ণকে কৌতুক দান করিবে বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণ অহঙ্কৃত ব্যক্তিগণের মত ঐ সকল বন্ধুগণের দৰ্প-সম্ভূত আত্ম সম্ভাবনা দর্শন করিয়াছিলেন ॥ ১৫ ॥

তন্মধ্যে কেহ কেহ ঐ বিষয় গোপন করিবে বলিয়া বেণুদ্বারা গান করিয়াছিল । কেহ কেহ শৃঙ্গ সকল বাজাইয়া শ্রীকৃষ্ণকে হাসাইয়াছিল ॥ ১৬ ॥

তন্মধ্যে কেহ কেহ পূৰ্ণবর্তী লোকদিগের গ্রাম্যরীতি বা অসভ্য অশ্লীল ভাব ব্যক্ত করিতে লাগিল । অপরে তাহাদিগকে নিবারণ করিয়া, স্বয়ং ভ্রমর-

(ক) দৰ্পাৎ বা আত্মসম্ভাবনা সা আহোপুরুষিকা । অমরকোষে ক্ষত্রিয়বর্ণে ১০০।১০১ শ্লোকো দ্রষ্টব্যো । ময়ূরবাংসকাদিহাৎ এতে নিষ্পন্নঃ ।

গোপালানাং জবঃ শ্লাঘ্যো গানাদ্যং ভিক্ষুতাপরম্ ।
 ইথং কেচিদ্ভ্যঞ্জয়ন্তঃ পক্ষি-চ্ছায়েন দুদ্ভবঃ ॥ ১৮ ॥
 কেহপি সর্বানুকর্তৃব্রহ্মগুণাধিক্য-সূচকাঃ ।
 হংস-কহ্ল-ময়ূরাণাং গোষ্ঠী-মধ্যং প্রপেদিরে ॥ ১৯ ॥
 কেচিদ্ভাংশনটীং বিদ্যামাত্মনো ব্যঞ্জিতুং মুদা ।
 বিড়ম্বিতৈঃ কীশ-ডিম্বৈঃ সহ শাখাসু বভ্রমুঃ ॥ ২০ ॥
 তত্র সর্ব-কনিষ্ঠাস্তু স্ব-নিষ্ঠামাত্রতৎপরঃ ।
 “সাকং ভেকৈর্বিবলজন্তুঃ সরিতঃ অবসংপ্লুতাঃ ॥” ২১ ॥

জবো দ্রুতগমনঃ, ভিক্ষুতা সন্ন্যাসিধর্মঃ ॥ ১৮ ॥

কহ্লঃ বকঃ ॥ ১৯ ॥

বাংশনটী, বংশনির্মিতপুত্তালবিদ্যাং, বিড়ম্বিতরূপহাসিতঃ, কীশডিম্বৈঃপানপ্রবর্তকৈঃ ॥ ২০ ॥

স্বনিষ্ঠাচারঃ শ্রীকৃষ্ণসন্তোষগৎ তৎপরঃ, অবসংপ্লুতাঃ শ্রোতব্যাপ্তাঃ ॥ ২১ ॥

শব্দে গান করিয়াছিল, কেহ কেহ বা কোকিলের মত শব্দে গান করিয়া-
 ছিল ॥ ১৭ ॥

গোপগণের সেই বেগ প্রশংসনীয়, কিন্তু গানাদি কার্য্য সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম । কেহ
 কেহ এই প্রকার ভাব ব্যক্ত করিয়া বিহঙ্গ সমূহের ছায়ার সাহিত ধাবমান
 হইল ॥ ১৮ ॥

কেহ কেহ “আমি সকলের অনুকরণ করিতে পারি, এবং সেই কারণে আমার
 জ্ঞানের আধিক্য হইয়াছে” এইরূপভাব প্রকাশ করিয়া হংস, বক এবং ময়ূর-
 দলের মধ্যে গমন করিল ॥ ১৯ ॥

কেহ কেহ সহর্ষে আপনার বংশ নির্মিত পুত্তলিকা বিছা প্রকাশ করিবার
 নিমিত্ত, উপহাসাম্পদ বানর শিশুগণের সহিত শাখায় শাখায় ভ্রমণ করিয়া-
 ছিল ॥ ২০ ॥

তন্মধ্যে যাহারা সকলের কনিষ্ঠ ছিল, তাহারা শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষরূপ নিজ নিজ
 ধর্ম্মে তৎপর থাকিয়া ভেকদিগের সহিত লঙ্গন করিতে করিতে, নদীর স্রোতে
 পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল ॥ ২১ ॥

“বিহসন্তঃ প্রতিচ্ছায়াং শপন্তশ্চ প্রতিশ্বনান্ ।”

হসন্তঃ কৃষ্ণ-সন্তোষং লসন্তঃ সন্ততং দধুঃ ॥ ২২ ॥

কর্তুং প্রতিধ্বনৌ শাপং প্রতিবিশ্বে বিড়ম্বনম্ ।

মুদন্ বালান্ মুদং লেভে প্রতিশাপাদিতো হরিঃ ॥ ইতি ॥ ২৩ ॥

এষা গতিশ্রমায়িক-দৃগ্ধিমোহনী

জ্ঞাতাত্মনাং ভক্তিমতাং চ দূরগা ।

যাসাদিতা কৃষ্ণমনুজজাভটক-

রিতি স্ফুটং শ্রীশুকদেব-নিশ্চিতিঃ ॥ ২৪ ॥

তদেবং লীলামন্ত্যামপি তিতংসতি কংসদ্বিষি দীব্যংস্ত ৫

প্রতিশ্বনান্ প্রতিধ্বনান্ ॥ ২২ ॥

প্রতিধ্বনৌ শাপং কর্তুং মুদন্ প্রেরয়ন্ এবং প্রতিবিশ্বে বিড়ম্বনং কর্তুং মুদন্ ॥ ২৩ ॥

তদেবং তেবাং ক্রীড়াপদ্ধতিঃ কামিজ্ঞানিভক্তিমতাক্ষ দুর্জয়েতি বর্ণয়তি—এষেত্যাদি পদ্যেন ।

গতিশ্রমার্গঃ জ্ঞাতাত্মনাং জ্ঞানিণাং, আসাদিতা আপন্ন্য ॥ ২৪ ॥

এবং বিহারং বর্ণয়িত্বাহবুনা অযাশ্রয়বধলীলাং বর্ণয়িতুং তৎ প্রসঙ্গমুখ্যায়তি তদেবমিত্যাদি

কেহ কেহ প্রতিমূর্তির উপর পরিহাস করিয়া, প্রতিধ্বনির প্রতি অভিশাপ দিয়া, হাসিতে হাসিতে, এবং খেলিতে খেলিতে, সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষ উৎপাদন করিয়াছিল ॥ ২২ ॥

শ্রীকৃষ্ণ প্রতিধ্বনি বিষয়ে অভিশাপ করিতে বালক দিগকে প্রেরণ করিয়া, প্রতিবিশ্ব বিষয়ে বিড়ম্বনা করিতে বালকদিগকে প্রেরণ করিলেন এবং এই প্রতিশাপাদি হইতে আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন ॥ ২৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া ব্রজবালকেরা যেরূপ বালা লীলার পদ্ধতি পাইয়াছিল, সেই পদ্ধতি মায়াবিগণের জ্ঞান-শক্তিকে আবরণ করিয়া দেয়, এবং তাহা আত্মতত্ত্ব ও ভক্তিনিষ্ঠ ব্যক্তিগণেরও অনেক দূরে অবস্থান করে, ইহা শ্রীশুকদেব গোস্বামী স্পষ্টাক্ষরে নির্দেশ করিয়াছেন ॥ ২৪ ॥

মহান কৃষ্ণবর্ণ মেঘ যেরূপ জ্যোতিষ্ক মণ্ডলীর নিকটে আবিস্কৃত হয়, সেইরূপ

সর্বকলাবিদ্বৎস্ব বিসরজ্জ্বলেষু বৎসপালেষু বকী-বকয়োরনুজঃ
কশ্চিদঘনামা দনুজস্তদ্বজ্রানি বর্ততে স্ম, জ্যোতিস্মণ্ডলেষু প্রচণ্ড-
কালজলদ ইব যং খলু কংসঃ শশংস ॥ ২৫ ॥

অয়ে ! মদীয়মহাসহায় ! বিশ্বয়মপহায় শ্রয়তাম্ ? ত্বম-
জগরভাবেন সদা জাগররহিত এব শাশ্যমানতানিষ্ঠং তিষ্ঠন্ন
জানাসীতি হি ত্বং জাগরয়ামাসিমে ।

অথ উবাচ—জগদীশ ! কামমাদিশ্যতাম্ ?

অথ দেবকীবিবাহগতাহ-নভঃসভ্য-বাণীমারভ্য সর্বকথা-
শংসনপূর্বকং কংস উবাচ ।—তদেবং প্রত্যেকং নূতননূতনা-
রন্ধমিষ-বিষময়পুতনাदिषু ধূতফলপ্রয়াসালিষু সর্বঙ্গিললীলতয়া

গদ্যেন । ত্রিতঃসতি বিস্তারয়িতুমিচ্ছতি সতি বিসরজ্জ্বলেষু বিসরন্ জ্বলঃ কুহকং যেভ্যস্তেহু
প্রচণ্ডকালজলদঃ মহাকৃষ্ণবর্ণো মেঘঃ ॥ ২৫ ॥

তদা তু কংসাসুরদেহোঃ বাক্যবাক্যমভূৎ স্বর্ণরাজঃ—অয়ে ইত্যাদি গদ্যেন । বিশ্বয়ং গর্ভং ।
জাগররহিতো নিদ্রা এব শাশ্যোতি পুনঃ পুনঃ শ্যমানভাবনিষ্ঠং জাগরিতো ভব ॥ নভঃসভ্যবাণীং
দেববাণীং । নূতনেতি, নবনবারকচ্ছলেন সহ যদ্বিষং তেন প্রচুরা পুতনাঃ প্রযুজ্যন্তে । ধূতেনি ধূতং

এই প্রকারে কংসাসুরদেহো শ্রীকৃষ্ণ অত্র প্রকার লীলা বিস্তার করিতে ইচ্ছা
করিলে, এবং কুহক-জাল-বিস্তারী সর্বকলা-নিপুণ ঐ সকল বালক ক্রীড়া করিলে
বকী এবং বকের কনিষ্ঠ, অঘাসুর নামক কোন এক দৈত্য, তাঁহাদের পথে উপ-
স্থিত হইয়াছিলেন । যে অঘাসুরকে কংসও বলিয়াছিলেন ॥ ২৫ ॥

হে মদীয় মহাসহায় ! তুমি বিশ্বয় পরিত্যাগ করিয়া শ্রবণ কর । তুমি অজগর
রূপে সর্বদা জাগরণ শূন্য হইয়াই বারংবার শয়ন কার্যো আসক্ত আছ । ইহাতে
যে অনিষ্ট ঘটয়াছে তাহা তুমি জানিতে পার না । এই হেতু আমি তোমাকে
জাগরিত করিয়াছি । অঘাসুর বলি, প্রভো ! আপনি যদৃচ্ছাক্রমে আজ্ঞা
করুন ॥

অনন্তর দেবকীর বিবাহ দিবসে দেববাণী হইতে আরম্ভ করিয়া, সমস্ত কথা
কথন পূর্বক কংস বলিল, অতএব এইরূপে বিষময় পুতনা প্রভৃতি মদীয় সহায়গণ

ভবানদ্যানবদ্যাগতিঃ । ইহ চ রাবণস্ত কুন্ত্যত্যকৌন্ত-
মশকুনভিয়াচ্ছাদ্য পূর্বেষাং পূর্বদেবানাং বৃত্ত ইবেত্যপি
প্রত্যাখ্যায়ৈদমাখ্যৎ । ধ্রুবং ধ্রুবস্তেব তব চাত্র ভাত্রমিত্র-
নির্যাতনমবশ্যবশ্যতামহীতি ॥ ২৬—২৭ ॥

তদেবং ভব্যপ্রসব্যমপ্যপলভ্য ক্ষুটমসভ্যতয়া শীঘ্রমসৌ-
বক-ভাতৃকঃ কৃষ্ণভাতৃকাণাং তেষাং পুরতঃ প্রচরন্ প্রচুরতরাঙ্গ-
মুরঙ্গ-রূপমাস্থায় স্থিতঃ । কিন্তুথাসৌ তথাসীদযথান্নপথাহধি-
কৃতপ্রথাচলতয়া প্রথয়ামাসে ॥ ২৮ ॥

নগ্নগা নাগধগ্নতামুপাদিশান্তিরমীভঃ উচে চ ॥ ২৯ ॥

খণ্ডিতং ফলং যত্র এবন্তৃত্য প্রয়াসপ্রণী যেষাং তেষু । অনবদ্যা প্রশস্তা অশকুনভিয়া অন্তভয়েন
পূর্বদেবানামস্মরণাং অপি অশকুনভিয়াপি ধ্রুবস্ত উত্তানপাদপুত্রস্ত । ভাত্রেতি ভাতৃঃ বকস্ত শত্রোঃ
কৃষ্ণস্ত নিবাতনং মারণং অবশ্যবশ্যত্যাং অবশ্যং বশ্য আয়ত্তন্তত্তাবতাং ॥ ২৬—২৭ ॥

তদনন্তরং অসৌ বদাচরন্তধ্বংসিত—তদেবমিত্যাদিগদ্যেন । ভব্যপ্রসব্যঃ শুভপ্রতিকূলং
উরঙ্গরূপং সর্পরূপং । আন্থপথেতি, আন্থপথে অধিকৃতা যা প্রথা কাপট্যং তত্রাচলতয়া । প্রথয়ামাসে
বিস্তৃতবান্ ॥ ২৮ ॥

ত ন শ্রীকৃষ্ণদগীনাং বৃত্তান্তঃ বর্ণয়তি—নগ্নগেত্যাদি গদ্যেন । অমীভিরভ্যেকৈঃ ॥ ২৯ ॥

নব নব কপটতা প্রকাশ করিয়াছিল কিন্তু তাহাদের সমস্ত প্রয়াস ফল, বিফল
হইয়া গিয়াছে, অপিচ তোমার সর্বগ্রাসিনী লীলা বর্তমান থাকাতে আজ তুমি
আমার একমাত্র অনিন্দিত উপায়স্বরূপ বিদ্যমান আছ । এই স্থানে “রাবণের
কুন্ত” এই অকৌন্ত বাক্যটিকে অমঙ্গল ভয়ে আচ্ছাদিত করিয়া “যেন পূর্ববর্তী
অমুরদিগের মধ্যে বৃত্তান্ত” এই কথাও প্রত্যাখ্যান পূর্বক এইরূপ বলিতে লাগি-
লেন । তুমি উত্তানপাদ পুত্র ধ্রুবের মত দৃঢ় সঙ্কল্প । অতএব তোমার ভাতা
বকাসুরের পরম শত্রু শ্রীকৃষ্ণের বধ-সাধন করা নিশ্চয়ই তোমার অবশ্য কর্তব্য
বলিয়া বোধ হইতেছে, সে কার্য তোমারই আয়ত্ত ॥ ২৬—২৭ ॥

অতএব এই বাক্য মঙ্গলের এবং সভ্যজনোচিত আচারের বিরোধী বলিয়া
জানিতে পারিলেও সেই বকভাতা প্রকাশে সেই সমস্ত কৃষ্ণ-ভাতাদিগের সম্মুখে
শীঘ্র সঞ্চরণ করিয়া, দীর্ঘাকার এক সর্পমূর্তি অবলম্বন করিয়া রহিল । কিন্তু পরে

উদ্যদগরতয়া জাগ্রদ্বত্মজগরঃ পুরঃ ।

সমগ্রং গ্রসিতা তস্মাদস্মান যদি বকিম্যতি ॥ ৩০ ॥

তদেতদভিধায় শ্রীকৃষ্ণ-মুখকমলং নিধায় বাঢ়ং করতাড়না-
ল্লসন্তো হসন্তো মহাগিরি-গুহান্তর্ব্বভদ্রক্সান্তরং প্রবিবিশুঃ ।
জ্যোতির্ব্বলয়ঃ পশ্চিমাচলমিব ॥ যতো ময়ূখবৎসমগ্রাবৎসাশ্চ
তদ্বত্মাযচ্ছন্তি স্ম ॥ যত্র নিষিষিৎসন্নপি শ্রীবৎসলক্ষ্মা নাব-
সরমবাপ,কিস্তু ভাবিনিজলীলানিশ্চলতয়া বিস্ময়মাপ,পশ্চাত্তাপ-
মাপদপ্যনৌ যেন হি তেবাং বত্সাপ্যনুবর্ত্তমানস্তত্র প্রবিবেশ ।

নীহারকুস্মাটিকাঘটিততমশ্চক্রবালে প্রচণ্ডমার্ত্তগুণ্ডলমিব ।

তেবাং বাক্যং নির্দিশতি উদ্যদিত পদ্যেন । উদ্যদগরতয়া উদ্যান গরো বিষং যত্র তত্ভাবতয়া
তস্মাৎ বত্সানি জাগরিতহাৎ বকিম্যতি বক ইবাচরিয়তি মতো ভবিষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

ন কেবলং তে তাদৃশবাক্যমুদ্যদগুহ তথুগরক্সং প্রাবিশ্বারিত বর্ণয়তি—তদেতদিত্যাদি-
গদ্যেন । জ্যোতির্ব্বলয়ঃ সূর্য্যাদিঃ স যথা অদর্শনং প্রাপ্নোতি ন তু নশ্চতি তথা ॥

তস্মিন্নপি বৎসানাং প্রবেশং বর্ণয়তি—যত ইত্যাদি গদ্যেন । যচ্ছন্তি স্ম অগচ্ছন ॥

তদানীং শ্রীকৃষ্ণস্তেবাং রক্ষণোপায়ঃ যথা চকার তদ্বর্ণয়তি—যত্রে ইত্যাদি গদ্যেন । নিষিষিৎসন্
নিষেধং কর্ত্তুমিচ্ছন্নপি । বিস্ময়ং আশ্চর্য্যং, আপং প্রাপ্তং, যেন ভাপেন । চক্রবালো মণ্ডলং তস্মিন্
মার্ত্তগুঃ সূর্য্যঃ

যদা শ্রীকৃষ্ণস্তথুগং প্রবিবেশ তদা তৎপ্রভাবজ্ঞানরহিতানামমূরাগাঞ্চ কৃত্যং বর্ণয়তি—যত্রে-

ঐ সর্প নিজ স্বভারের অনুযায়ী প্রথামত অটলভাবে সেইরূপে বর্ত্তমান ছিল,
যাহাতে গোপবালকগণ পরিত্রাসপূর্ব্বক ভীতাকে সর্পদম্ভাবলম্বী বলিয়াই এখিত
করিয়াছিল ॥ ২৮—২৯ ॥

পশ্চিমধ্যে সম্মুখে এক অজগর সর্প বিম উদ্দিগরণ করিয়া জাগরিত হইয়া
রহিয়াছে । অতএব এই সর্প যদি আনাদিগকে সম্পূর্ণ গ্রাস করে, তাহা হইলে
এই সর্প বকাসুরের মত মরিয়া যাইবে ৩০ ॥

এইরূপ কথা বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণের মুখপদ্ম দেখিয়া এবং অতিশয় হস্ত তাড়না
করিয়া খেলিতে খেলিতে, হাসিতে হাসিতে মহতী গিরি-গুহার মধ্যভাগের স্রুত,
তাহার মুখমধ্যে তাহার প্রবেশ করিল । সূর্য্যদেব যেরূপ পশ্চিমাচলে প্রবেশ

যত্র হ্রারিপ্রভাবাচতুরাঃ হ্রাঃ হ্রারয়শ্চ মুহুরাদারাদপি
হস্তহস্তকারং চক্ৰুঃ । যত্র চ তেষামুভয়েমাং তত্তদ্বর্ণনতঃ
সমানমাননকুলযুগলং তত্তদ্বর্ণনতঃ ক্রমাদ্রুয়ং বিজয়মুদ্ভাবয়া-
মাস (ক) ॥ ৩১—৩৬ ॥

বক-চেষ্টামনুতিষ্ঠতস্তস্ম্য তু পাপিষ্ঠস্য কণ্ঠে সোহয়-
মকুণ্ঠধামা কৃষ্ণনামা ব্রজনৃপতপঃপ্রতাপময়যোগমায়া-সহায়তয়া
কেশিপ্রবেশি-স্ব-ভুজদিব্যভুজঙ্গমবদ্ববধে ॥ ৩৭ ॥

তাদি গদ্যেন । হ্রারীতি । কৃষ্ণপ্রভাবাবিজ্ঞাঃ, হ্রারয়োঃ হ্রাঃ আরাধারাং দূরং নিকটং প্রাপ্য
হস্তকারং দেবপক্ষে আর্জিৎ অশ্বরপক্ষে হর্ষং । সমানেতি সমানং মাননং পরিমাণং যন্ত এবমুতং
কুলদ্বয়ং দেবকুলমশ্বরকুলঞ্চ যন্ত সমানং মানেন হিংসয়া সহ বর্তমানং মাননং মননমেব মাননং
স্বার্থে টপ । সমানং মাননং যন্ত তচ্চ তৎকুলযুগলক্ষেতি, তৎকর্তৃ ॥ ৩১— ৩৬ ॥

তদা চ শ্রীকৃষ্ণচেষ্টিতং বর্ণয়তি—বকেত্যাди গদ্যেন । কেশীতি কেশদৈত্যকণ্ঠে প্রবেশিতুঃ

করেন, তাহারাও অবিকল সেইরূপ ভাবেই প্রবেশ করিল । সুতরাং কিরণ-
মাণার মত বৎসগণ সেই পথের অনুসরণ করিল । ঐ কালে শ্রীবৎসলাঞ্জন
শ্রীকৃষ্ণ, নিষেধ করিতে ইচ্ছা করিলেও অবসর পাইলেন না । কিন্তু তিনি ভাবী
নিজ লীলার কর্তব্য বিষয়ে স্থির হইয়া বিশ্বয়াপন্ন হইলেন এবং পশ্চাৎ—অনুতপ্তও
হইলেন । প্রচণ্ড মার্ভগু মণ্ডল বেক্রপ নীহার কুজাটিকা ঘটিত তমোরাশির মধ্যে
প্রবেশ করে, সেইরূপ তিনি তাঁহাদের পথ অনুসন্ধান করিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ
করিলেন । এইরূপ প্রবেশে বাহারা শ্রীকৃষ্ণের মহিমা জানিতেন না, সেই সকল
দেবতা এবং অশ্বরগণ, বারংবার নিকটে এবং দূরে পরস্পর যথাক্রমে, (আহ্লাদ
এবং দুঃখ প্রকাশক) হাহাকার করিয়াছিল । এইরূপ প্রবেশে দেবকুল এবং
অশ্বরকুলের মুখমণ্ডল হা, হা, এই দুই কণ্ঠের (অর্থাৎ হা হা কারের) সম্পূর্ণ
ভাবে ধারণ করিয়াছিল । অথচ সেই উভয় ভাবাক্রান্ত মুখমণ্ডল যথাক্রমে ভয়
এবং ভয় আশঙ্কা করিয়াছিল ॥ ৩১—৩৬ ॥

ঐ পাপিষ্ঠ অঘাসুর বকাসুরের মত চেষ্টা করিতে লাগিল । ব্রজরাজের

(ক) উভয়স্থলে “তত্তদ্বর্ণনতঃ” ইতি বৃন্দাবনানন্দগৌরগাঠিঃ ।

স তু জাতশ্বাসরোধঃ পরিত্যক্তবোধশ্চ ক্ষণকতিপয়মাসীৎ ।
তদূৰ্দ্ধং পাটিতমূৰ্দ্ধানং প্রাণমপহায় পূতনাশময়িতুঃ সঙ্গতঃ পূতঃ
পূতনাভ্রাতুরাত্মা নিত্যনূতনাং (ক) সদগতিমবাণ্ডুমস্ত্য বহিরা-
গমনং প্রতীক্ষতে স্ম ॥ ৩৮ ॥

স শ্রীবৎসবৎসস্ত তমস্তহত্য বৎসবৎসপান্ মুচ্ছিতানমৃতবৃষ্টি-
ময়দৃষ্টিপ্রচারেণ সঞ্চরিতচেতনা নাচরম্মনীভিঃ সমং গমনবত্নানা
তস্মামির্জ্জগাম স্বৰ্ভানুমুখাদমৃতভানুরিব ॥ ৩৯ ॥

শীলমস্ত্য এবমুতো যো ভুজঃ স এব দিব্যভুজস্বয়ঃ স ইব বনুধে তন্ত্ৰৈত্বর্ণনপূৰ্ণচরিত্বাৎ
ভূতবর্নিন্দেয়ঃ কৃত ইতি জ্ঞেয়ং ॥ ৩৭ ॥

তদানীং তস্ত্য যাবস্থা জাতা তাং বর্ণয়তি—সদ্বিত্যাदि गद्येन । बोधो ज्ञानं, पाटितमूर्द्धानं
विदारितो मूर्द्धा येन तं प्राणं आत्मा जीवः । अग्रे श्रीकृष्णः ॥ ३८ ॥

ततः श्रीकृष्णः सधिवत्सगणैः सह तन्मुखात् यथा निर्ज्जगाम तद्वर्णयति—स इत्यादि गद्येन ।
श्रीवत्सवत्सः श्रीवत्सो वक्षसि यस्तु नः अस्तहृत्य तं जीवमग्रहीत् । संचरितेति संचरिता सङ्गतौ
चेतनां येषां तान् । तस्मादयमुक्ता ॥ अमृतभाण्डस्त्यः ॥ ३९ ॥

তপস্ত্য প্রভাব-পূর্ণ যোগমায়ার সাহায্যে কেশিনামক অস্ত্রের শরীর যে বাহ
ভূজ প্রবিষ্ট হইয়া বৃদ্ধি পাইয়াছিল সেইরূপ অর্থাৎ স্বীয় বাহুরূপ ভূজের মত
অকৃষ্ট প্রতাপ সম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণ ঐ পাপিষ্ঠের কণ্ঠে বৃদ্ধি পাইয়াছিলেন ॥ ৩৭ ॥

কিন্তু কিরংক্ষণ ব্যাপিয়া ঐ অস্ত্রের শ্বাস রোধ হইল, এবং তৎপরে তাহার
জ্ঞানও লোপ পাইল । তৎপরে তাহার মস্তক ছিন্ন এবং প্রাণ বহির্গত হইল ।
পূতনাত্রাতার আত্মা পূতনাবিনাশীর সহিত সঙ্গত হইয়া পবিত্র ভাব ধারণ করিল,
এবং নিত্য নবভাব যুক্ত সদগতি পাইবার জন্ত তাঁহার বহির্গমন প্রতীক্ষা করিতে
লাগিল ॥ ৩৮ ॥

শ্রীবৎসলাঞ্জন শ্রীকৃষ্ণ, তাহাকে অস্ত্রে বধ করিলেন, নিজের অমৃতবৃষ্টিময়
দৃষ্টিসঞ্চার দ্বারা মুচ্ছিত বৎস এবং বৎসপালদিগকে চৈতন্ত্য করিয়া, শীতান্ত

(ক) সদগতি স্থলে সঙ্গতি পাঠঃ বৃন্দাবনপুস্তকে ।

ততশ্চ হিমাচলাদগ্নপ্রবাহাণামিব তেষাং প্রবাহে জাতে
তস্মাত্ত্যজ্যোতিরজিতস্মাগ্ন-সম্ভ্রামিঃসংজ্জতি তেজসি নিমগ্নদেব
জগজ্জনেন দদৃশে চণ্ডজ্যোতির্জ্যোতিষি জ্যোতিরিব ॥ ৪০ ॥

যত্র ব্রহ্মপুরঃসরাঃ সুরাঃ সুরবত্সানি পুরতঃ স্থিতাঃ সুরতরু-
পুষ্পস্তবকবৃষ্টিভিঃ স্তবকুতসংস্তবতৌর্য্যত্রিকাদিপ্রস্তাবসৃষ্টিভি-
স্তব ব্রজরাজ ! তনুজং পূজয়ামাস্বরূপজহস্বরূপ্যধাস্বরম্ ॥ ৪১ ॥

মম স্পর্শ-মাত্রাদ্ভবজ্জ্ঞাতি মাত্রং

বিনশ্যত্যকস্মাত্তমস্তেজসো বা ।

ইদং জ্ঞাতবানপ্যাখ্যাশ্বর ! ত্বং

কথং মাগয়াসীরিতীবাহ কৃষ্ণঃ ॥ ৪২ ॥

ততো যদ্যুত্তমভূত্তদ্বর্ণয়তি—ততশ্চেত্যাदि গদ্যেন । অঙ্গনজ্বাদঙ্গনমুহাং বিচ্যুতে তেজসি
চণ্ডজ্যোতির্জ্যোতিষি জ্যোতিঃ পুণ্যতেজসি বর্ণিকণেব ॥ ৪০ ॥

তত্রিৎ দৃষ্টা ব্রহ্মাদমো দেবা বৎকৃত্যং চকুস্তদ্বর্ণয়তি—যত্রেত্যাदि গদ্যেন । স্তবতি স্তব-
নিমিত্তায় কুতো যঃ সংস্তবঃ স্ততিভূমিস্তস্মিন্ তৌর্য্যত্রিকাদিপ্রসঙ্গস্তস্য সৃষ্টিবৈঃ ॥ ৪১ ॥

শ্রীকৃষ্ণাভিপ্রায়ানুসারেণ তেষামুপহাসবাক্যং বর্ণয়তি—মমেষত্যাदि গদ্যেন । বেতি বাশঙ্ক
ইবার্থে । তেজসঃ স্পর্শাৎ তম ইব অঘাসীরাগতবান্ ॥ ৪২ ॥

যে রূপ রাত্নমুখ হইতে নির্গত হয়, সেইরূপ ঐ সকল সহচরবৃন্দের সহিত যে পথে
গমন করিয়াছিলেন সেই পথ দিয়াই তাহার মুখ হইতে নির্গত হইলেন ॥ ৩৯ ॥

তাহার পর হিমালয় হইতে ভাগীরথীর প্রবাহ রাশির মত তাহার উদর হইতে
তাহাদের বহির্গমন ঘটিলে, সকলের অজ্ঞেয় শ্রীকৃষ্ণের আত্মজ্যোতি, তদীয় অঙ্গ-
সমূহ হইতে নির্গত তেজে লীন হইয়া গেল । যে রূপ সূর্য্যের তেজে অগ্নিকণার
তেজ মিশাইয়া যায়, সেইরূপ জগন্নিবাসী জনগণ, ঐ তেজ তদীয় শরীরে নিমগ্ন
হইতে দেখিয়াছিল ॥ ৪০ ॥

যথায় ব্রহ্মাদি দেবগণ, আকাশে শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে থাকিয়া স্তব-বাক্যের
সহিত নৃত্যগীত বাস্ত্যাদির সৃষ্টি করিয়া এবং কল্পতরুর পুষ্পস্তবকের বর্ষণ করিয়া,
স্তবনীয় ব্রজরাজ-পুত্রকে পূজা, এবং অঘাসুরকে উপহাস করিলেন ॥ ৪১ ॥

হে অঘাসুর ! তেজঃসংযোগে যে রূপ অন্ধকার বিনষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ

অথবা—

সৰ্বাংস্ত্বং খৰ্ব্বকোটীঃ পশু-পশুপ-শিশুন্ গ্রস্তবান্মাং তথাপি
গ্রস্তং নিশ্মাতুমৈষীরিতি স্তুতদতয়া প্রাপমন্তুদীয়ম্ ।
সঙ্কোচাদ্গন্তুমিচ্ছন্ বহিরথ ভুজগ ! প্রাণবর্গস্তবাগা-
ন্মমিৰ্ব্বন্ধোহপি মূৰ্দ্ধ্ণঃ স্ফুটনকৃতিতয়া ধিগ্গতঃ কিং বিদধ্যাম্ ॥

ইত্যেবং ॥ ৪৩ ॥

ততশ্চ—তস্মাৎ কলিতগণতয়া তরুনিচয়াদাচিতকাচিত-
দিব্যাদীদিবিতয়া চাতিচপলং চলিতস্য তস্য কাচনাতিদূরা

হর্ষণে পক্ষান্তরং বর্ণয়তি—অথবেতি সর্বাংস্বমিতি পদ্যেন । খৰ্ব্বকোটীরখাদিসংখ্যান্ । ঐষীঃ
ইচ্ছাং কৃতবান্ । বদীয়মন্তঃ বন্ধুদয়ঃ প্রাপ্তবানহং, সঙ্কোচাস্তব প্রাণবর্গো মুখমুদয়াং ॥ ৪৩ ॥

ততঃ শ্রীকৃষ্ণঃ সর্গাভিঃ সহ যাং লীলাং প্রকটয়ামাস তাং বর্ণয়তি—তস্মাদিত্যাদি গদ্যেন ।
কলিতং মিলিতং । তরুনিচয়াং বৃক্ষসমূহাচ্চিত্তং গৃহীতং দিব্যং দীদিবি অল্পং যস্য তদ্ভাবতয়া । আয়-
তেতি আয়তো যো বনকলাপো বনসমূহস্তস্য পরিমলেন স্তগন্ধেন যুক্তা আপো যস্য এবভূতো যঃ

আমার স্পর্শমাত্রে তোমার সমস্ত জ্ঞাতি অকস্মাৎ বিনষ্ট হইতেছে । ইহা তুমি
জানিয়াছিলে, তথাপি তুমি কেন আমার কাছে আসিয়াছ ? শ্রীকৃষ্ণ যেন
এই কথাই বলিতে লাগিলেন ॥ ৪২ ॥

অথবা তুমি অসংখ্য বৎস এবং বৎসপালক শিশুদিগকে গ্রাস করিয়াছ ।
তথাপি তুমি তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া পুনরবার আমাকে গ্রাস করিতে
ইচ্ছা করিয়াছিলে । আমিও এই হেতু স্তুত দান করিবার উদ্দেশে তোমার জন্ম
প্রাপ্ত হইয়াছিলাম । তৎপরে সঙ্কোচ হেতু বধ করিতে ইচ্ছা করিয়া তোমার
ভুজঙ্গত্বলা প্রাণবায়ু সকল, বাহিরে আসিয়াছিল । হায় ! ধিক্ ? আমার
নির্বন্ধ ও তোমার মন্তক বিদীর্ণ করিয়া চলিয়া গেল ? অতএব আমি কি
করিতে পারি । শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে ঐ কথা বলিলেন ॥ ৪৩ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গিগণ সমাভিবাহারে সেই বৃক্ষসমূহ হইতে মনোহর শিক্য-
স্থিত অন্ন সংগ্রহ করিয়া অতি চঞ্চলভাবে চলিতে লাগিলেন । গমন কালে আয়ত
বন সমূহের সৌরভবৃক্ষ ও জলপূর্ণ সরোবর, মধ্যপথে বর্তমান থাকাতে কোন

ভূরায়তবনকলাপপরিমলাপসরোবরাস্তরতয়া বরাপ্যবরতামাস-
সাদ ।

যামুপসদ্য চ সদ্যঃ সুখাবকসিতমুখপঙ্কজঃ পঙ্কজলোচনঃ
স্বং রোচনং বচনগোচরমাচচার ॥ ৪৪ ॥

যথা—

ভাষ্মহো যোগবিকাসহৃদগত-

প্রভাসুজাতং মধুসূদনপ্রভম্ ।

পশ্যন্তু মিত্রাণি স্ত্রীজীবনালয়ং

মহান্মনস্তল্যতরং সরোবরম্ ॥ ৪৫ ॥

সরোবরঃ স এব অন্তরং মধ্যং যস্তান্তর্য্যবতয়া বরাপি শ্রেষ্ঠাপি ক্ষুদ্রতাং প্রাপ । যামুপসদ্য
স্বং ভূমিং প্রাপ্য সরোচনং স্বাভিপ্রেতং ॥ ৪৪ ॥

তৎশ্রীকৃষ্ণস্ত স্বাভিপ্রেতং বাক্যং বর্ণয়তি—ভাষ্মদিত্যাदि পদ্যচতুষ্টয়েন । ভাষ্মদিতি পূৰ্ব্বা-
তেজোযোগেন বিকাশো যন্ত, হৃদগতা রম্যা প্রভা দীপ্তিযাস্ত এবস্তুতং পদ্মবৃন্দং যত্র ত
মধুসূদনা ভ্রমরাস্তৈঃ প্রভা যন্ত । স্ত্রীজীবনালয়ং স্ত্রীস্বরজলাশ্রয়ং, মহতাঃ মনস্তল্যশ্চরো গতি-
ৰ্যন্ত তং ॥ ৪৫ ॥

এক অনির্বচনীয় দূরবর্তী ভূমিখণ্ড মহৎ হইলেও তৎকালে অল্প পরিমাণ যুক্ত
হইয়াছিল । যে ভূমিখণ্ড প্রাপ্ত হইয়া কমললোচন শ্রীকৃষ্ণের মুখপদ্ম-তৎক্ষণাৎ
সুখে বিকসিত হইয়া উঠিল । এবং পরে তিনি নিজের অভিপ্রেত বিষয় বাক্য-
ধারা বলিতে লাগিলেন ॥ ৪৪ ॥

যথা, হে বন্ধুগণ ! তোমরা দেখ, কেমন এক সরোবর রহিয়াছে । এই
সরোবরে যে সকল পদ্ম আছে, তাহাদের হৃদয়স্থিত প্রভা সূর্য্যতেজঃ স্পর্শে
বিকাশ পাইয়াছে । ভ্রমরের সহযোগে ইহার প্রভা বৃদ্ধি পাইয়াছে, পরিষ্কার জল
ইহাতে বিস্তারিত আছে, এবং পবিত্র মনের মত নির্মল বলিয়া বোধ
হইতেছে ॥ ৪৫ ॥

এষা বনালী সরসী তথা মিথো
 গুণেন পুষ্টা গুণিতেন সর্বদা ।
 আদ্যা রসেন দ্বয়পূরণী যতঃ
 প্রসূনসৌরভ্যশতেন পুষ্যতে ॥ ৪৬ ॥
 ক্ষুরতি পুলিনমঙ্গুং কোমলং বালুকাভিঃ
 কুসুম-ফল-বন-ক্ষাপ্রাবৃতং সূক্ষ্মদূর্ব্বম্ ।
 যদিহ মৃগজনানাং বৃক্ষলক্ষালয়ানা-
 মুপবিমলজলান্তং ভাতি শয্যায়মানম্ ॥ ৪৭ ॥
 “তত্র ভোক্তব্যমস্মাভিদিবারুঢ়ং ক্ষুধাদিতাঃ ।
 বৎসাঃ সমীপেহপঃ পীত্বা চরন্ত শনকৈস্তৃণম্ ॥” ৪৮ ॥

তত্র বনশ্রেণীঃ সরস্যাশ্চ সৌগন্ধ্যং বর্ণয়তি—এষেতি পদ্যেন । আদ্যা বনালী রসেন
 সাধুযোগে দ্বয়পূরণী নেত্রদ্বাণৌ পূরয়তীত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥

তত্র পুলিনং বর্ণয়তি—ক্ষুরতীতি পদ্যেন । কুসুমেনি, কুসুমকং ফলকং বনং জলকং তৈষুক্তা
 বা স্মা ভূমিস্তয়া প্রাবৃতং যৎ পুলিনং । উপবিমলজলান্তং উপ সমীপে বিমলজলন্ত অন্তঃ সীমা বত্র
 ৩৭ ॥ ৪৭ ॥

অত্রোতি মৃগমং ॥ ৪৮ ॥

এই বনশ্রেণী এবং সরসী অর্থাৎ সরোবর, পরস্পর প্রশস্ত বা সমধিক গুণে
 সর্বদাই পরিপুষ্ট হইয়া আছে । তন্মধ্যে প্রথম বনশ্রেণী পুষ্পরাশির শত শত
 সৌরভে পরিপুষ্ট এবং দ্বিতীয়া সরসীরস অর্থাৎ জল কিম্বা মধুরাদি নানারসে
 পরিপুষ্ট হয় ॥ ৪৬ ॥

দেখ, এই স্থানে কেমন নির্মল পুলিন শোভা পাইতেছে । বালুকারাশি দ্বারা
 কেমন কোমল হইয়াছে । পুষ্প, ফল এবং জল সংযুক্ত ভূমি দ্বারা এই পুলিন
 আবৃত হইয়া রহিয়াছে । সুস্বাদু সুস্বাদু সর্ব্বাঙ্গ শোভা পাইতেছে । লক্ষ লক্ষ
 বৃক্ষরূপ গৃহের সমীপে নির্মল জল যেন সীমার স্ফায় হইয়া রহিয়াছে, এবং সেই
 স্থান পশুগণের শয্যারূপে যেন বিরাজ করিতেছে ॥ ৪৭ ॥

আমরা এই মহৎ পুলিনে দিবসে আহার সম্পাদন করিব, কারণ বেলা অনেক

অথ সমং ভূমিস্থিতিং সংযুজ্য ভোজনজননার্থং রচিতমজ্জনেষু
কৃতমিথঃসজ্জনেষু তেষু স্নহস্জনেষু প্রথমতস্তাবদেবং জাতম্ ॥৪৯

কৃষ্ণং মধ্যে লব্ধরন্তঃ সখায়ঃ

সর্বং তত্তদ্বিস্মরন্তঃ স্ব-দুঃখম্ ।

তৎকাস্তীনাং সন্ততং পাতুকামা-

স্তম্বুর্ষদ্বং পূর্ণচন্দ্রং চকোরাঃ ॥ ৫০ ॥

ততশ্চ—

তৎপালনতৃষ্ণেন কৃষ্ণেন যত্নেন যোজিতভোজনেষু সব-
য়োজনেষু কাচিদন্যা শোভাধন্যাং তাং বন্যাং শোভয়ামাস ॥৫১॥

তদেবং ভোজনস্থাননির্ণয়ানন্তরং তেষাং বৃত্তং বর্ণয়তি—অণেত্যাদিগদ্যেন । সমং ভূমিস্থিতিং
সমা ভূমির্গন্তামিত্যর্থং অব্যয়ীভাবঃ সজ্জনং সঙ্গঃ ॥ ৪৯ ॥

তেষাং শ্রীকৃষ্ণে অমুরাগঃ বর্ণয়তি—কৃষ্ণমিত্যাदिপদ্যেন । স্বদুঃখমথমুখপ্রবেশাদিকং, তৎ-
কাস্তীনাং কৃষ্ণাঙ্গশোভানাং ॥ ৫০ ॥

তত্র সর্বেষাং তেষাং তুল্যস্বপদানার্থং শ্রীকৃষ্ণস্ত কৃত্যং বর্ণয়তি—ততশ্চেত্যাदि গদ্যেন । তৎ
তেষাং সখীনাং, বন্যাং বনসমূহং ॥ ৫১ ॥

হইয়াছে । এবং এই সকল ক্ষুধার্ত বৎসগণ নিকটে জলপান করিয়া ধীরে ধীরে
তৃণ ভক্ষণ করিতে থাকুক ॥ ৪৮ ॥

অনন্তর সেই সকল বন্ধুগণ সমান ভূমিতে খাদ্যসামগ্রী রাখিয়া ভোজন করি-
বার জন্য জলমগ্ন হইয়া পুনর্ব্বার পরস্পর একত্র মিলিত হইলে, প্রথমে এইরূপ
ঘটিয়াছিল ॥ ৪৯ ॥

যথা—সেই সকল সখা শ্রীকৃষ্ণকে মধ্যে লাভ করিয়া তন্ত্বে সমস্ত আত্মদুঃখ
ভুলিয়া গেল । পরে চকোরগণ যেরূপ পূর্ণচন্দ্রের স্নহ পান করিতে ইচ্ছা করে,
সেইরূপ তাহারা সকলে সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের প্রভাপটল পান করিতে বাসনা করিয়া
অবস্থান করিয়া রহিল ॥ ৫০ ॥

তাহার পর শ্রীকৃষ্ণ বৎসদিগকে পালন করিবেন বলিয়া সর্ভৃষ্ণভাবে সমবয়স্ক
বন্ধুদিগকে খাদ্য সামগ্রী বিভক্ত করিয়া দিলেন । তৎপরে অত্র কোন এক প্রকার
প্রশংসনীয় শোভা, সেই বনভূমি সুশোভিত করিল ॥ ৫১ ॥

যথা—

অন্তরাস্তরমিলদ্বলয়ানাং বন্ধুবাল্যবয়সামধিমধ্যম্ ।

সর্বতোহভিমুখতাং হরিরাগাল্লীলয়া ভ্রমদপূর্ববনটাভঃ ॥ ৫২ ॥

বিভ্রদেধুং জঠরপটয়োঃ শৃঙ্গ-বেত্রে চ কক্ষে

বামে পাণৌ মস্থণকবলং ব্যঞ্জনান্য়ঙ্গুলীষু ।

তিষ্ঠন্মধ্যে প্রিয়সবয়সাং হাসয়ন্ হাসিতৈস্ত-

দিব্যে লোকে কলয়তি মুদা ভুক্তবান্ বালকৃষ্ণঃ ॥ ৫৩ ॥

তদেবং পরমোৎসবরতেষু তেষু বৎসাঃ কচ্ছদেশাদনচ্ছ-
তার্ণপ্রদেশং প্রবিশ্য প্রচ্ছিন্না বভূবুঃ ।

প্রচ্ছিন্নেষু চ তেষু বিচ্ছিন্নভোজনরতীশ্চিত্রততীঃ স্বস্থয়ন্

তেন চ শ্রীকৃষ্ণস্য যা শোভা জাতা তাং বর্ণয়তি—অন্তরেত্যাদিপদ্যদ্বয়েন । অন্তরাস্তরেতি
পৃথক পৃথকরূপেণ মিলন বলায়ঃ বেষ্টনং গেষ্টেনাং অধিমধ্যং মধ্যমধিকৃত্য । ভ্রমদতি, ভ্রমন্
যোঃ পূর্ব আশ্চর্যানটঃ স ইব আচাঃ দাঁপ্তবস্ত্র স যথা অতিবেগেন সর্বমুখতাং য়াতি ॥ ৫২ ॥

তত্র ভোজনলীলাং শ্রীভাগবতীয়পদ্যাদৃশেনাদ্যেন ব্যঞ্জয়তি বিভ্রদিত্যাदिना । দিব্যে লোকে
দেবগণে দর্শনং কুরুতি সতি ॥ ৫৩ ॥

অবুনা ব্রহ্মমোহনাদিপ্রসঙ্গং বর্ণয়িতুং তত্র কারণসুখাপয়তি—তদেবমিত্যাदि गद्येन । কচ্ছ-
দেশাৎ নদীকূলাৎ অনচ্ছতার্ণপ্রদেশং অনচ্ছানি গহ্বরানি তৃণবৃন্দান বত্র তং প্রদেশং । বিচ্ছিন্নেতি

যথা—সমবয়স্ক শিশুগণ মনোহর বাল্যকাল লাভ করিয়া পৃথক পৃথক রূপে
বেষ্টন করিলে, শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের প্রত্যেকের মধ্যে ভ্রমণশীল অপূর্ব নটের মত
সকল দিকেই সমান মুখ রাখিয়া খেলা করিতে লাগিলেন ॥ ৫২ ॥

বালক শ্রীকৃষ্ণ জঠর বেষ্টিত বসনের মধ্যে দেহু, এবং কক্ষদেশে শৃঙ্গ ও বেত্র
ধারণ করিয়া বামহস্তে মস্থণ খাদ্যাগ্রাস স্থাপন করত সমস্ত অঙ্গুলির ছিদ্রমধ্যে
ব্যঞ্জন সকল লইয়া সমবয়স্ক বন্ধুগণের মধ্যে উপবেশন পূর্বক তাহাদিগকে
হাসাইতেছেন এবং বন্ধুগণও তাঁহাকে হাসাইলে পর সহর্ষে ভোজন করিতেছেন,
দেবগণ ভগবানের এই বাল্যভোজন দীলা দেখিতে লাগিলেন ॥ ৫৩ ॥

অতএব এই প্রকারে সেই সকল সহচরগণ, পরম উৎসবে রত হইলে,
বৎসগণ পুলিন হইতে গিয়া তৃণসমূহ যুক্ত আশিল প্রদেশে প্রবেশ করত লুকাগ্নিত

তদবস্থ এব স্বয়ং নীরদ্ধ বনাবনীধ্ব-মধ্যমধ্যাসিতানবীধুর্গমার্গান্
বিচিতি কৃতকৃত্যতারাহিত্যং প্রতীত্য চ নিবৃত্য তত্র চ মিত্র-
বর্গানপরিচিতি বৈচিত্র্যবশাদুভয়ানপি সভয়ান্ মত্বা বিচিকিৎসন্
বিচিকায়, কায়-ক্লেশতঃ কেশবঃ সোহয়ং কিস্তয়া চিস্তয়ামাস
চ ॥ ৫৪ ॥

অহো মাতৃগাং যচ্ছিশুকুলমস্তুভ্যোহপি দয়িতং
স্থিতিং বৎসস্বেন প্রসজতি তথা বৎসপতয়া ।
তদেতন্মৎপ্রাণপ্রতিকৃতি-শরীরং ক নু গতং
যদর্থং দুষ্টাহেজ্জঠরমবিশং হা ! বিষময়ম্ ॥ ৫৫ ॥

বিচ্ছিন্না ভোজনে রতিযাসাং তাঃ, স্বস্থয়ন্ স্বস্থং কুর্কন্, তদবস্থঃ বিভ্রদেগুমিত্যাদিলক্ষণাক্রান্তঃ,
নীরদ্ধেতি নিষ্ছিদ্রং গহনং বনঞ্চ অবনীধ্বঃ পর্বতঃ তয়োঃপ্রাণাং, বীধুর্গমার্গান্ বীধুঃ জলং প্রতীত্য
বিবৃধ্য তত্র চ পুলিনে অপরিচিতি ন দৃষ্ট। সভয়ান্ ভ্রাসেন সহ বর্জমানান্ বিচিকিৎসন্ সংশয়ং
কুর্কন্ বিচিকায় অশ্বেষয়ামাস, কিস্তয়া ইদং কিস্তুতমিতি ॥ ৫৪ ॥

তেনাপি তত্র সখীনাং বৎসানাং প্রাপ্ত্যা শ্রীকৃষ্ণে যথা চিস্তিতবান্ তদ্বর্ণয়তি—অহো ইত্যাদি-
পদ্যেন । অহো ইতি খেদে । অস্তুভ্যঃ প্রাণেভ্যঃ । শিশুকুলং পরিচায়য়তি বৎসস্বেন বৎসবৎসপতয়া চ
শিশুকুলং স্থিতিং প্রসজতি । তৎশিশুকুলং মমপ্রাণপ্রতিকৃতিরেব শরীরং যন্ত তৎ দুষ্টাহেজ্জঠরমবিশং ॥ ৫৫
হইয়া গেল । বৎসগণ প্রচ্ছন্ন হইলে বন্ধুগণের ভোজনানন্দও বিচ্ছিন্ন হইয়া
পড়িল । তিনি ঐ সকল বন্ধুকে স্মৃষ্ করিয়া, শৃঙ্গ বেত্রাদি ধারণ করিয়াই, স্বয়ং
নিবিড় বন-ব্যাপ্ত পর্বতের মধ্যস্থিত জলহর্গ সকল অন্বেষণ পূর্বক কর্তব্য বিমূঢ়
হইয়া ফিরিয়া আসিলেন । তথায় বন্ধুবর্গের সহিত আলাপ করিয়া, চিত্তের
ব্যাকুলতা হেতু উভয় পক্ষই ভয়াকুল ভাবিয়া সংশয় পূর্বক ঐ শ্রীকৃষ্ণ অন্বেষণ
করিলেন, এবং কায়ক্লেশে ‘ইহা কি ঘটয়াছে’ এইরূপে চিন্তা করিতে
লাগিলেন ॥ ৫৪ ॥

আহা ! এই শিশুকুল জননীদিগের প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তম । ইহারা বৎস
এবং বৎসপালক ভাবে অবস্থান করিতেছে । ইহাদের শরীর, আমার প্রাণাপেক্ষাও
প্রিয়তম । হায় ! আমি যাহাদের জন্য দুষ্ট অযাশুরের বিষপূর্ণ উদরে প্রবেশ
করিয়াছিলাম, সেই শিশুগণ কোথায় গেল ? ॥ ৫৫ ॥

তদেতদগুণ-গুণগণনিধানস্ত তস্য নিরবধানমপি ন চিত্র-
মধ্যস্থতি ।

এষ হি প্রেমময়লীলাবেশ-বশ্যতামাপন্নঃ কদাচিদবশ্যং
পশ্যন্নপ্যপশ্যন্নিব ভবতি । তদা হি সদ্য এবদং প্রত্যপদ্যত ।
আং ব্রহ্মণঃ খল্বিদং কৰ্ম্ম । মম পুনরেতাবন্তং কালং সংজজ্ঞান্য-
মানসখি-সজ্ঞ-প্রণয়াসঙ্গ-বশাল্লজিতজ্ঞানতয়া ন তদনুসন্ধানং
জাতম্ । নচ তেন বিরোধিতয়েদমাচরিতম্ । কিন্তু ময়ি
প্রেমস্বেদমসংহিতস্য তস্য ব্রজহিতস্য সম্প্রতি মদ্বৈভবং প্রতি
বিশেষযাফ্যপ্রতীক্ষ্যাজাতেত্যেবমেবাচরিতম্ । যত এব খলু
মায়া-বৈভবতস্তদন্যস্থানস্থিতস্মান্যমেবান্যত্র বন্যভূমাবাক্ষ্য পুন-

ননু সর্কেষাং মায়াপহস্তম্মায়াবীণস্য স্বয়ং ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য ব্রহ্মমায়ামোহিতত্বে মহান্ বিরোধ
আপদ্যেত ইতি বিভাব্য তৎসমাধানায় শ্রীকৃষ্ণস্য কৃতাং বর্ণয়িতং প্রকৃত্যেত তদেতাদি মহাগদ্যেন ।
গুণেতি বিশেষগুণসমূহাশ্রয়স্ত । অধ্যস্ততি অধিগচ্ছতি । অবশ্যং সৰ্ব্বথা বর্তব্যং । আং জাতং ।
সঙ্কল্পজ্ঞেতি, অতিশয়েন মিলিতো যঃ সখিসমূহস্তস্য প্রণয়েণ যোঃসঙ্গসমূহস্তস্য বশাৎ লজিতজ্ঞানতয়া
পরিত্যক্তবোধেন বিরোধিতয়া সৰ্ব্বজ্ঞস্য মমাসঙ্গবদাচরিততদর্শনায় প্রেমস্বেদমসংহিতস্য প্রেম-
স্থিরতামিলিতস্ত । বিশেষেতি বিশেষদর্শনপৌনঃপুংস্তাং । তদনন্তেতি আয়তনং তৎস্থানস্থিতং

অতএব শ্রীকৃষ্ণ প্রধান গুণসমূহের আধার হইলেও, তাঁহার এইরূপ
অসাবধানতাও কি আশ্চর্য্য ভাব প্রাপ্ত হইল না? এই শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই
প্রেমপূর্ণ লীলাবেশের অদীনতা প্রাপ্ত হইয়া একদা কন্তব্য বিষয় দেখিয়াও যেন
দেখিতে পাইলেন না । তৎকালে কিন্তু তৎক্ষণাৎ তিনি এইরূপ জানিতে পারি-
লেন । হাঁ, আমার স্বরণ হইয়াছে, ঠাঁ নিশ্চয়ই ব্রহ্মার কার্য্য । আর আমি
এতকাল পুনঃ পুনঃ সম্মিলিত বন্ধুগণের প্রণয়ে আসক্ত থাকায় সংজ্ঞাশূন্য হইয়া
ছিলাম, এই কারণে তাহাদের অনুসন্ধান কারিতে পারি নাই । এবং ব্রহ্মাও
বিকল্প ভাবিয়া এই কার্য্য করেন নাই । কিন্তু তিনি ব্রহ্মের হিতৈষী বলিয়া
আমার প্রতি তাঁহার যে স্থিরতর প্রেম আছে, এই হেতু সম্প্রতি আমার বৈভব
বিশেষের দর্শন প্রতীক্ষা করিয়া এইরূপ কার্য্য করিয়াছেন । নিশ্চয়ই যাদুশ

স্তত্রৈব পুলিনে প্রতিকূষ্য তত্তদ্বন্দ্বমনেনাগোপায়ি । ততো
ন বিরোধিবুদ্ধিরসৌ । বিরোধিষু মদ্বুদ্ধিবীর্যায়োনিদ্রাগমেহপি
জাগরুকতাকলিতা । ততো বয়ং ভক্তে তস্মিন্নস্মকস্মৃষ্ঠতামেব
ঘটয়িষ্যামঃ । তত্র চ প্রায়ঃ শ্রীমৎপিতৃচরণাভিপ্রায়ময়তয়া যা
মম যোগমায়া সাহায়কমায়াতি, যদি তামেব সম্প্রতি চাবলশ্বেয়,
তদা স্বয়মেব তত্তদ্রূপতাং লভেয়, নান্যদ্বি মদ্বিতানাং তেষাং
সাম্যং ভজেদिति ।

যেন চ শতানন্দস্য ব্রজানন্দস্য চ মন্দতা মন্দতাং বিন্দেত ।
তদেবং চিন্তয়ন্নেব সহ স্নহল্লোকশৌকং চিন্তয়ামাস—হন্ত !
হন্ত ! কথং তান্ মাং বিনা তান্ তান্ বিনা সময়ং গময়িষ্যা-
মীতি ॥ ৫৬ ॥

মন্ত্বে ইতি অনেন ব্রহ্মণা গোপিতং বিরোধিষু ব্রহ্মণো বিরোধবিষয়েষু যতস্তেন তেষামপহরণাৎ
নিদ্রাগমে নিদ্রায়া আগমনেহপি তস্মিন্ ব্রহ্মণি । ময়তয়েত্যত্র প্রাচুর্যার্থে ময়ট, তাং যোগমায়াং
মদ্বিতানাং মন্তো হিতং পোষণং যেষাং স্বরূপশক্তিবিদ্যমানিত্যর্থঃ । মন্দতা মুদ্রতা অমন্দতা-
মুকুটং ॥ ৫৬ ॥

মায়া বিভবে আমি কখন ভাবি নাই যে, আমি অন্তস্থানে আছি । এই হেতু
আমাকে এই বনভূমিতেই আকর্ষণ করিয়া পুনর্বার সেই পুলিনেই প্রত্যাকর্ষণ
পূর্বক ব্রহ্মা, বৎস এবং ব্রজশিশুদিগকে গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন । অতএব
ব্রহ্মার বুদ্ধি বিরুদ্ধ নহে । কারণ, নিদ্রার আবির্ভাব হইলেও আমার বুদ্ধি এবং বল
যে জাগরুক তাহা তিনি অবগত হইয়াছেন । অতএব আমরা সেই ভক্তের উপর
বাল্যকার্যেরই নিপুণতা ঘটাইব । তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত পিতৃদেবের সেইরূপ প্রচুর
অভিপ্রায় থাকাতে যে যোগমায়া প্রায়ই সাহায্য করিয়া থাকেন । যদি আমি সম্প্রতি
সেই যোগমায়াকে অবলম্বন করি তাহা হইলে নিজেই সেই সেই রূপ ধারণ করিতে
পারিব । একরূপ হইলে নিশ্চয়ই অশ্রু কোন বস্তুই আমার হিতৈষী হইয়া সেই
সকল বৎসপালকদিগের সাদৃশ্য লাভ করিতে পারে না । ইহাতে ব্রহ্মা এবং
ব্রজবাসীদিগের আনন্দের যে অল্পতা ও আধিক্য পাইতে পারে । এইরূপ

ততশ্চ—

যস্য যস্য চ শুচা গুণরূপং

চিস্তয়ন্নভজত স্বতয়াথ ।

তস্য স্মৃষ্টু ধুতভেদতয়াহসৌ

জজ্জিবান্ প্রযতনং ব্যতির্য্য ॥ ৫৭ ॥

ইতি তথানুসন্ধায় স্বতন্তুভদ্রাল-বৎসাদি-রূপাণি সন্ধায়
সর্বসমাধাননির্বন্ধায় দিনান্তরবদেব ব্রজাগমনদেবনেন গেহং
গেহং প্রবেশমাসীনস্তাং সন্ধ্যামবক্ষ্যাং চকার ॥ ৫৮ ॥

তন্মাতরস্তু দিনান্তরাদপ্যন্তরঙ্গতরমানন্দং বিন্দন্তি
স্ম ॥ ৫৯ ॥

অধুনা তন্তু ফলিতং বর্ণয়তি—যস্তেত্যাदिपदेन । স্বতয়া স্বস্ত ভাবেন ॥ ৫৭ ॥

তদেবং নিশ্চয়ানন্তরং শ্রীকৃষ্ণা যদাচ্যার তদ্বর্ণয়তি—ইতীত্যাदिगदोन । দেবনং ক্রীড়নং ॥ ৫৮ ॥

তত্র প্রথমং তন্মাতৃণাং মোহনং বর্ণয়তি তন্মাতরস্তিত্যাदि गदोन । অন্তরঙ্গতরং স্বসম্প-
কীয়স্থাপতিশয়ং ॥ ৫৯ ॥

চিন্তা করিয়াই তিনি সেই সঙ্গে বন্ধুলোকের শোকের বিষয় চিন্তা করিতে
লাগিলেন । হায় ! হায় ! কিরূপে সেই সকল বন্ধুগণ, তাহাদিগকে এবং আমাকে
না পাইয়া সময় যাপন করিবে, এবং আমিই বা কিরূপে তত্ত্বং বন্ধুদিগকে না
পাইয়া সময় যাপন করিব ॥ ৫৬ ॥

অনন্তর তিনি স্বকীয়ভাবে শোকাকুল হইয়া চিন্তা করিতে করিতে যে যে
সখা ও বৎসের গুণ ও রূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহার বিনা যত্নে সেই সেই
ব্যক্তির সহিত অভিন্ন, সুন্দর ভাবে সেইরূপই হইয়াছিলেন ॥ ৫৭ ॥

এইরূপে অনুসন্ধান করিয়া স্বতই সেই সেই বালক এবং বৎসাদির রূপ
ধারণ করিয়া সমস্ত সমাধান করিবার প্রত্যাশায় ঠিক অগ্নি দিবসের মতই, ব্রজাগমন
ক্রীড়া করিয়া, প্রত্যেক গৃহে প্রবেশ করিয়া সেই জননীকে সমান ভাবে বন্দনা
করিলেন ॥ ৫৮ ॥

তাহাদের মাতৃগণ, অগ্নি দিবস অপেক্ষা শ্রুতয়ের অধিক আনন্দ লাভ করিয়া-
ছিলেন ॥ ৫৯ ॥

তথাহি ;—

স্বতে গোপেশ্বর্যা নিজ-নিজ-স্বতপ্রত্যয়মুদা
তথা তন্মিত্রত্বক্ষুরণসুখ-লক্ষ্ম্যা দ্বিগুণিতম্ ।
পুরাবদ্বাৎসল্যাং ব্রজপুর-পুরক্ষ্মীর্বিদধতী-
স্তদীয়া সংসিদ্ধির্দধিনুত তদ্ভাতি তদিব ॥ ৬০ ॥
যদ্যপ্যেকস্বরূপা ব্রজ-নৃপতিস্বতস্থাপরে বালবৎসা
জাতাস্থহঁপ্যমী তৎপ্রতিমপদমধুস্তত্র নেত্যেব যুক্তং ।
তদ্রূপং তদ্গুণালিস্তদমিতবিহাতিশ্চাশ্রয়ঃ খন্ডমীষাম্
তস্থাপি স্বস্থ চিত্রস্থিতিকৃদাতি যতস্তত্র তত্রোভ্যধায়ি ॥ ৬১ ॥

তন্মোহনঃ কার্যোগাপি নির্দিশতি স্বতে ইত্যাদি পদ্যেন । তন্মিত্রত্ব শ্রীকৃষ্ণকৃষ্ণস্বতসম্পত্ত্যা
ব্রজপুরক্ষ্মীরিতি হেতুকর্ম্ম । তদীয়া বাৎসল্যসম্বন্ধিনী সংসিদ্ধিঃ । প্রেমাতিশয়ঃ । তদিবেতি “রাম-
রাবণয়োর্বৃদ্ধঃ রামরাবণয়োরিবে”তিবৎ প্রয়োগঃ ॥ ৬০ ॥

তাসামপি মোহনে কারণঃ বর্ণয়তি যদ্যপীত্যাদি পদ্যেন । তৎপ্রতিমপদং কৃষ্ণসদৃশস্বরূপং ।
নেতি । কিস্ত স এবতি যুক্তং, তত্র তত্র শ্রীভাগবতাদৌ রসামৃতসিকৌ চ ॥ ৬১ ॥

দেখ, পুত্রের উপর গোপেশ্বরীর পূর্বে যে বাৎসল্য ভাব ছিল, সেই আনন্দ এবং
নিজ নিজ পুত্রে “ইহারা শ্রীকৃষ্ণের মিত্র” এইরূপ সুখ-শোভা দ্বারা তাহা দ্বিগুণ
হইয়াছিল । এবং যখন তাহারা শ্রীকৃষ্ণের স্বভাবেই কৃষ্ণ তুল্যসজ্জত পুত্রাদিকে
নিজ নিজ পুত্রাদিরূপে অবগত হইয়াছিল । সুতরাং বাৎসল্যভাব উত্তর কালেও
ঠিক পূর্বের মত শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৬০ ॥

যত্বপি অপর বালক এবং বৎসগণ ব্রজরাজ তনয়ের একতা প্রাপ্ত হইয়াছিল
বটে, তাহা হইলেও তাহারা শ্রীকৃষ্ণের নিজস্বরূপ ধারণ করিতে পারে নাই, এই
কথা বলাই উপযুক্ত । কারণ, শ্রীমদ্ভাগবতাদি এবং হরিভক্তিরসামৃতসিদ্ধি
প্রভৃতি গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে, সেইরূপ সেই গুণ সমূহ, সেই অপরিমিত বিহারকে,
নিশ্চয়ই ঐ সকল বৎস এবং বৎস পালকগণ অবলম্বন করিয়া আছেন, এবং
তাহাতে তাঁহারও নিজের বিচিত্র মর্যাদা সমুদ্ভূত হইয়া থাকে ॥ ৬১ ॥

তদেবং হানপ্রায়স্য তস্য হায়নস্য পুরণায় পঞ্চমাণ্যহানি যদা
হীনানি তদা তু কৃষ্ণবিষয়ক-স্নেহজাতীয়মনু স্বপরতৎপরতয়া-
স্তেষু বালাদিয় সম্যগবগম্যমানতয়া রামোহপি বিস্মিত্য তেন
সহ প্রশ্নোত্তরে বিনিমিত্য বিনিশ্চিত্য চ স্থিতবান্, কিন্তু তেষাং
সখীনাগখিলানাং বিপ্রলম্বলম্বিতকটেন নিজানুজে রুচ্যতয়া
পঞ্চমাণ্যহানি তেন সহ বঃ নাজিঘায়। ব্রহ্মা তু তত্র গুপ্ত-
মাগতঃ শ্রীকৃষ্ণেন তর্কিতে স্য ॥ ৬২ ॥ ৬৩ ॥

যথা ;—

(ক) আগচ্ছেভূপযাতি পশ্চতি পুরঃ পশ্চাত্তথা পার্শ্বতঃ ।

স্বাত্মানং পরিতঃ স্তৃণোত্যনুপদং সঙ্কাম্যতি ভ্রাম্যতি ।

অথ শ্রীরামস্য বানান্যে মতঃ ৩৩ ৥ তু ভূপযাতিঃ তদবসিদ্ধাদি পদোদ্যোতঃ হানপ্রায়স্ত
গতপ্রায়স্ত । তেন শ্রীকৃষ্ণেন । নানিবাচনং যবান্ “হৃৎপতো নাইঃ” ॥

অথন শ্রীকৃষ্ণঃ মোচয়িতুং প্রবৃত্তস্ত ব্রহ্মদেবোহপি মতঃমোচনং জ্ঞাতঃ তদেব বর্ণয়িতুং প্রবর্ততে—
ব্রহ্মেত্যাদি পদোদ্যোতঃ ৩২ ৬৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণো যথা তং তর্কিতবান্ ভূদর্শনতি—আপচ্ছতীত্যাদি পদোদ্যোতঃ । ভূপোতি পাচ্ছাদয়তি

অতএব এই প্রকারে যখন এক বৎসর কাল গত প্রায় হইল, এবং যখন এক
বৎসর পরিপূর্ণ হইতে পাঁচ ছয় দিবস মাত্র অবশিষ্ট আছে, তখন কৃষ্ণ বিষয়ক
স্নেহ প্রকার লক্ষ্য করিয়া, এবং ঐ স্নেহ ঐ সকল বালাকাদির বিরাগমান আছে,
ইহা আশ্রয় এবং পরে সমাক্রুপে জানিয়াছে, ইহা অবগত হইয়া বলরামেরও
বিস্ময় জন্মিল। পরে শ্রীকৃষ্ণের সহিত প্রশ্ন এবং উত্তর বিনিময় করিয়া, অবশেষে
নিশ্চয় করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সেই সকল সতচরণের বিয়োগ জনিত কষ্টে,
নিজ কনিষ্ঠের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া পাঁচ ছয় দিন, তাঁহার সহিত বনে গমন করেন
নাই। কিন্তু ব্রহ্মা সেই স্থানে গোপনে আগমন কারলে শ্রীকৃষ্ণ অনুমান করিতে
পারিয়াছিলেন ॥ ৬২ ॥ ৬৩ ॥

যথা :—এই ব্রহ্মাই ভঙ্কর, যে তেহু চারিদিকে মুখ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন।

(ক) “আগচ্ছেভূপযাতি” ইত্যত্র “ব্রহ্মাদেতি পরৈঃ” ইতি বৃন্দাবনানন্দ-গৌরপাঠঃ।

লৌপ্তা। লৌপ্তসবৎসবৎসপ-গণং * সন্দিগ্ধমালোকয়-

তেষ্য প্রত্যবভাতি স প্রতিদিশং বক্তুং দধৎ স্তেনকঃ ॥ ৬৪ ॥

অথ ব্রহ্মা তেবামৰ্ব্বাচীনানাং প্রাচীনানাং চ বালাদীনানাং
রূপাদিভিঃ পরস্পরভেদমাকলয়্য চেতসাশ্চর্য্যমাচর্য্য চার্ব্বাচঃ
পরিবিন্দন্ সৰ্ব্বতোহপ্যতিদৃষ্টমহিষ্ঠতা ভূয়িষ্ঠান্ দৃষ্টবান্ ॥৬৫॥

ব্রহ্মাণং পশ্যতি শ্রীদামাদি-মিত্রে তু স্বমিত্রাণামেবানয়-
নেচ্ছা জাতেতি যদৃচ্ছয়া তদন্থেষণাবস্থা প্রাপ্তভূতা সাম্প্রতি-
কাশ্চান্যন্তভূতাঃ ॥ ৬৬ ॥

সংজ্ঞামতি বিভেতি । লৌপ্তা লোভাশ্রিতঃ লৌপ্তনবৎসবৎসপগণঃ চৌর্য্যধনরূপসবৎসবৎসপ-
সমূহঃ । এব ব্রহ্মা । স্তেনকপ্তস্বঃ ॥ ৬৪ ॥

তন্ত মোহনপ্রকারঃ বর্ণয়তি—অথৈতাদি গদ্যেন । পরিবিন্দন্ লভমানঃ । অতিদৃষ্টেতি
সকলোভ্যাহপি অতিশয়েন দৃষ্টা যা মহিষ্ঠতা তয়া ভূয়িষ্ঠান্ ॥ ৬৫ ॥

তদাহু শ্রীকৃষ্ণস্তস্য মোহনবৈশিষ্ট্যায় পূর্ববৎ সখ্যাদীনামন্থেষণং যথা চকার তদ্বর্ণয়তি—ব্রহ্মাণ-
মিত্যাди গদ্যেন । সাম্প্রতিকঃ স্বরূপশক্তিবিলাসঃ ॥ ৬৬ ॥

আমি নিশ্চয়ই হইকে ব্রহ্মা বলিয়া জানিতে পারিয়াছি । এই ব্যক্তি আসিতেছে
আবার ঘাইতেছে সম্মুখ, পশ্চাৎ এবং পার্শ্ব ভাগে দৃষ্টিপাত করিতেছে । আপনাকে
সৰ্ব্বতোভাবে গোপন করিতেছে, প্রতিক্ষণে ভীত হইতেছে এবং ভ্রমন করিতেছে,
লোভা হইয়া চৌর্য্য বৃত্তি দ্বারা উপার্জিত ধন সমূহের মত বৎস এবং বৎসপাল-
দিগকে সন্দিগ্ধভাবে দর্শন করিতেছেন (ইহাই ত চোরের চিহ্ন) ॥ ৬৪ ॥

অনন্তর ব্রহ্মা ঐ সকল ক্ষুদ্র এবং বয়োজ্যেষ্ঠ বালক প্রভৃতির রূপ গুণাদি দ্বারা
পরস্পরের অভেদ জানিতে পারিয়া মনে মনে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া এবং ক্ষুদ্রদিগকে
লাভ করিয়া, সৰ্ব্বাপেক্ষা সমধিক মহত্ত্ব গুণ বৃত্ত ব্যক্তিদিগকে দর্শন করিলেন ॥৬৫॥

শ্রীদাম প্রভৃতি মিত্রগণ ব্রহ্মাকে দর্শন করিলে, মিত্রদিগকে আনয়ন করিবার
জন্ত তাঁহার স্বকীয় ইচ্ছা হইয়াছিল । এই কারণে যদৃচ্ছাক্রমে তাহাদিগকে
অন্থেষণ করিবার অবস্থা আবিস্কৃত হয় । এবং তদানীন্তন স্বরূপ শক্তির বিলাস
সকল অন্তর্ভূত হইয়া গেল ॥ ৬৬ ॥

* সন্দিগ্ধঃ ইত্যতঃ—“আলোকয়তে, তস্মাৎ প্রতিভাত্যাববুদিশঃ” ইতি গৌরানন্দ-বৃন্দাবনপাঠঃ

তদেবং নানা-বৈভবতঃ (ক) কমলভবস্ত্র ত্রপ্ততয়ানুতপ্ত-
তয়া চ যা রচিতাবাচীনতা সা স্বয়ং প্রণামায় পরিণমতি
স্ম ॥ ৬৭ ॥

তত্র চ ;—

একমেকমধঃকুহ্ম মুখং তত্র চতুৰ্মুখঃ ।

নমমন্তুমুখশ্চৌকীভাবাৎ পূৰ্ণিং জগাম ন ॥ ৬৮ ॥

যদ্যপি ন নমন্তুমুদে, বিধিরেকাস্থানবাগ্ভাবাৎ ।

তদপি হরেন্মুখচন্দ্রা, -লোকালোপান্মুদং লেভে ॥ ৬৯ ॥

ততো ভয়াভিশয়েন ব্যগ্রো ব্রহ্মা তদপরাধক্ষমাপণায় যথাচচার তদ্বর্ণয়িত- তদেবমিগাদি-
গদ্যেন । ত্রপ্ততয়া লজ্জাপ্ততয়া, অন্ততপ্ততয়া অন্ততপ্তয়েন চ, অবচীনতা নম্রতা ॥ ৬৭ ॥

অপরাধক্ষমাপণায় প্রণামস্থাপণ্যতাঃ বর্ণয়তি—একমেকেতি পদ্যেন । তত্র প্রণামে ॥ ৬৮ ॥

তস্মৈকস্ত মুগস্তাপুষ্কীভাবেহপি স্মৃৎমেব জাতং তৎপ্রকারং বর্ণয়তি—যদাপিগাদি পদ্যেন ।
অনবাগ্ভাবাৎ উকীভাবাৎ, মুখ্যেতি মুখচন্দ্রদর্শনাবিচ্ছেদাৎ ॥ ৬৯ ॥

অতএব এইরূপে নানাবিধ বৈভব দর্শন করিয়া কমল-যোনি ব্রহ্মার লজ্জা
এবং অনুতাপ জন্মে, এবং তাহাতেই তাঁহার মনে নম্রতা আসিয়া উপস্থিত হয় ।
কিন্তু সেই নম্রতা স্বয়ং প্রণামের উদ্দেশে পরিণত হইয়াছিল ॥ ৬৭ ॥

সেই প্রণাম কালে চতুৰ্মুখ এক এক মুখ অবনত করিয়া তথায় প্রণাম করিতে
লাগিলেন, কিন্তু অগ্র মুখ উদ্ধ হইয়া থাকাতে তিনি পূৰ্ণি প্রাপ্ত হইলেন না ॥ ৬৮ ॥

যত্বপি বিধাতা একমুখ উদ্ধ হওয়াতে প্রণাম করিয়া প্রমুদিত হইতে পারেন
নাই সত্য, কিন্তু উদ্ধমুখ দ্বারা ঐকৃষ্ণের মুখ চন্দ্র দর্শনের বিচ্ছেদ না ঘটাত্তে
আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন ॥ ৬৯ ॥

অথাপকৃষ্ণম্ভ্যঃ সন্নন্যগতিতয়া স্নেহা বেধাঃ স্তবকে-
নেব স্তবকেনেক্তবাংশচ কৃষ্ণম্ । যত্র চ চতুর্ভবিত্তৈরানুবান
ইব নুবনসৌ সর্বমহানপি যৎকিঞ্চিদ্গোকুলানুগতানুগতিমেব
প্রতিনিজানুমতিমাততান ॥ ৭০ ॥

যথা চাহ স্ম—

“তদু রি ভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যং
যদ্গোকুলেহপি কতমাজিহুরজোহভিবেকম্ ।
যজ্ঞীবিতং তু নিখিলং ভগবান্ মুকুন্দ-
স্তুত্বাপি যৎপদরজঃ শ্রুতিমুগ্যমেব ॥” ইতি ॥ ৭১ ॥

ততোহপরাধভঞ্জনায় স্ততিবৃন্দককারণে বর্ণয়তি—অপেতাদিনা । স্তবকেন পুষ্পগুচ্ছেনেব
জ্ঞেবেন ? যএ চ যজনে আনুবান ইব একদা চতুর্ভিমুখৈঃ স্তবনৈব সর্বমহান্ লোকেশনাং,
গোকুলেত ব্রজবাসিজনানুগতিমাততান্ প্রতি ॥ ৭০ ॥

তত্র প্রমাণস্য শ্রীভাগবতীয়পদ্যমুথাপয়তি—তদুচ্যুতি ॥ ৭১ ॥

অনন্তর স্নেহা বিধাতা আপনাকে নিরুপস্থিত বিবেচনা করিয়া অবশেষে গতান্তর
না দেখিয়া, পুষ্প স্তবকের মত স্তব দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করিলেন । যে পূজার
স্তবকারী ব্যক্তির মত, সর্বাপেক্ষা প্রধান হইলেও তিনি চারি মুখ দ্বারা স্তব করিয়া
যৎকিঞ্চিং ব্রজবাসিজনগণের অনুগতির প্রতি নিজের অনুমতি বিস্তার
করিলেন ॥ ৭০ ॥

এই বিষয়ে তিনি শ্রীমদভাগবতের বচন বলিতে লাগিলেন । এই গোকুলের
ভূমিতে যদি কোনও নিরুপস্থিত জন্ম ঘটে, তাহাও সম্পূর্ণ ভাগ্যের কথা । আর কারণ
ঐ স্থান শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসীগণের পাদপদ্মের ধূলি দ্বারা অভিষিক্ত হইয়া আছে,
সুতরাং ইহাতে জন্মগ্রহণ করিলে আমিও ঐ ধূলিতে অভিষিক্ত হইব । অপিচ,
ভগবান্ মুকুন্দ বাহাদের অখিল জীবন স্বরূপ । অত্বাপি বাহাদের পদে পদে ধূলি,
সমস্ত বেদগণ অবেষণ করিয়া থাকেন ॥ ৭১ ॥

তদেবং ব্রজমহিমহিগকর-কর-নিকরজড়ীভূতা বয়ং নোপ-
পত্তিপ্রত্যাসত্তিং লভামহ ইত্যলমতিবিস্তরেণ ॥ ৭২ ॥

স্নিগ্ধকণ্ঠ উবাচ ;—

অথ শ্রীমদ্ব্রজযুবরাজেন তত্র কিমুক্তম্ ? মধুকণ্ঠঃ সস্মিত-
মুবাচ ;— ॥ ৭৩ ॥

ন কিমপি ; কিন্তু তত্র স্তুতিসময়ে তাবৎ ॥

গোবিন্দঃ স্মিতমতনোং স্তবানমেনং

দৃষ্ট্বা যৎ কিমপি দদর্শ তত্র চিত্রম্ ।

একস্মিন্ বদতি চতুস্মুখে হি তস্মিৎ—

শ্চহারো দধতি কৃতীরীতিভ্রমঃ স্মাৎ ॥ ৭৪ ॥

এবং স্তবানামেকদেশঃ বর্ণয়ন্ মধুকণ্ঠঃ সৰ্বাঃ স্তুতিবৃন্দং বর্ণয়িতুন্ শক্তে। যথাবদন্তবর্ণয়তি—
তদেবমিত্যাদি গদ্যেন । ব্রজমহিমোঃ ব্রজমহিমেব চন্দ্রঃ স্তু কিরণসমুদৈর্জড়ীভূতাঃ । উপপত্তি—
প্রত্যাসত্তিং সিদ্ধান্তনৈকট্যং ॥ ৭২ ॥

তত্র স্নিগ্ধকণ্ঠমধুকণ্ঠয়োৰুক্তিপ্রত্যুক্তৌ বর্ণয়তি—অপেত্যাদি গদ্যেন ॥ ৭৩ ॥

স্তুতিসময়ে শ্রীকৃষ্ণে, ব্রজগো যদেকমাশ্চবামদর্শয়ন্তবর্ণয়তি গোবিন্দ ইত্যাদিগদ্যেন । স্মিতং
মন্দহাস্যং তত্র স্তুতিসময়ে একস্মিন্নিতি চতুর্গাং মুখানাং মধ্যে একস্মিন্ মুখে বদতি সতি চহারো
কৃতীঃ শব্দান্ দধতীতি সন্নিমঃ স্মাৎ, কৃতীগীতায় শ্রীরামেতি জনাৰ্দ্দনেতিবৎ সমাসঃ সোচব্যঃ,
ইদং পদ্যং গ্রন্থাস্তরে দৃশ্যং ॥ ৭৪ ॥

অতএব এই প্রকারে আমরা ব্রজের মাঙ্গল্য রূপ চন্দ্র কিরণ স্পর্শে জড়ীভূত
হইয়া সিদ্ধান্তপথে উত্তীর্ণ হইতে পারি না । অতএব আর বাহুল্যে প্রয়োজন
নাই ॥ ৭২ ॥

অনন্তর স্নিগ্ধ কণ্ঠ বলিল, তৎপরে শ্রীমান্ ব্রজরাজতনয়, তথায় কি বলিয়া
ছিলেন ? মধুকণ্ঠ সস্মিত মুখে বলিলে নাগিলেন ॥ ৭৩ ॥

সেই স্তবকালে কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ, ব্রজকে স্তব করিতে দেখিয়া মৃদুমধুর হাস
করিয়াছিলেন । এবং কোন এক অপূৰ্ণ চিত্র দর্শন করিয়াছিলেন । তাঁহার

স্তুভ্যন্তরকালতস্ত ;—

বয়ং গোপাশ্চার্থবন্তো ব্রহ্মা চ ত্বমনর্থবান্ ।

ক্রমস্থাং কিমিতিবায়মবদন্ স্থিতমাতনোৎ ॥ ৭৫ ॥

শ্লিষ্টকণ্ঠ উবাচ ;—পরিসেধত্যাপি বেধসি কিং কিঞ্চি-
দপ্যুক্তম্ ॥ ৭৬ ॥

মধুকণ্ঠ উবাচ ;—তৎ-পর্য্যবসানে (ক) থলু নিজরূপরূপতয়া
সর্বপর্য্যাপ্তিমন্দিরপি পশ্চাদাবিভূতবদ্বিক্রীলাদিভিঃ পরিতোষ-
পোষমশ্যমানঃ স ধন্যঃ স্বজনপ্রেমজিতঃ শ্রীমানজিতস্তান্ ব্রজ-
বালাদীনেবামেভুং যদা বাজ্ঞানানঞ্চ তদাজলিবদ্ধব্যক্তিতাং
সংজ্ঞামনুসমনুজ্ঞাং নাচমানং বিরিঞ্চিং খল্বেবং লম্বিতততুপা-

শ্রীকৃষ্ণস্ত দ্বিত্যপ্রকাশনে তাৎপর্য্যঃ বর্ণয়তি—বয়মিতি পদেদান। অর্থবস্তুঃ তাৎপর্য্যজ্ঞাঃ,
অনর্থবান্ অভিপ্রাধানভিহ্বা, অয়ং শ্রীকৃষ্ণঃ দ্বাং কিং বয়ম্ উভৌ অবদন্ সন্ স্থিতং ততান ॥ ৭৫ ॥

পরিসেধত্যাপি পঞ্চত্যাপি সেধতে গতিবিত্তি যদ্বিনিষেধঃ ॥ ৭৬ ॥

ততো মধুকণ্ঠঃ শ্রীকৃষ্ণস্তাভিপ্রায়ং দোষয়ন্ একগণঃ স্বধাম পেমগণং বর্ণয়তি—তৎপৰ্য্যাবসানে
ইত্যাদিগদোন। সম্ভার্মর্থচনাঃ অর্থানর্থীনতা, এবমিতিাদি এবং প্রকারেণ, লম্বিতঃ প্রাপ্তো যন্ত-

চারি মুখের মধ্যে একটি মুখ বলিলে পর, চারিজন ব্রহ্মা শব্দ সকল উচ্চারণ
করিতে লাগিল। তাহাতেই সস্তম্ব ঘটিয়াছিল ॥ ৭৪ ॥

স্তবের পবক্ষণে “আমরা গোপ আমরা তাৎপর্য্য জানি আর তুমি ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের
অভিপ্রায় জান না ; আমরা আর তোমাকে কি বলিব” এই কথা শ্রীকৃষ্ণ না
বলিয়া মৃদুশাস্ত্র বিস্তার করিয়াছিলেন ॥ ৭৫ ॥

শ্লিষ্টকণ্ঠ বলিল—ব্রহ্মা গমন করিলেও কি কিছু বলা হইয়াছিল ? ॥ ৭৬ ॥

মধুকণ্ঠ বলিল, সেই স্তবের অবসানে নিশ্চয়ই নিজের অন্তরূপ রূপ ধারণ
করাতে, সর্ব প্রকার পর্য্যাপ্তি পাইলেও ঐ সকল পশ্চাৎ আবিভূত বালকাদির
সহিত পরিপূর্ণ পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন না। এজন্ত সেই ধন্যবাদী আত্মীয় জনের
প্রেমে বশীভূত, শ্রীমান্ অজ্ঞেয় শ্রীকৃষ্ণ, সেই সকল ব্রজ বালকদিগকে আনয়ন

(ক) স্তব-পর্য্যবসানে ইতি গোবিন্দ-বৃন্দাবনপাঠঃ ।

লন্তনশ্মশিতমনুজ্ঞাপয়ামাস । যদি তত্রভবতামাজ্ঞা বিজ্ঞায়তে
তদা তান্ পূর্বমেবানুসংহিতান্ সংনিহিতানানয়ামীতি ॥ ৭৭ ॥

ততশ্চ বিরিঞ্চিঃ কিঞ্চিন্নয়নিটিলতাঘটিতমুনিব্রতস্থনিকু-
পিতনিজ-দুর্নীতিতয়ানুজ্ঞায়াঃ কস্মকর্ভুং ব্যক্তীকুর্ষন্ ভক্তি-
ভরাসক্তিপূজীকৃতপুলকসঙ্কুলতয়া স্বাপরাধময়বাধাব্যাকুলতয়া
চ ত্রিঃ পরিক্রমা বহুশঃ প্রণম্য চ নিজহৃদ্যামেব জগাম ॥ ৭৮ ॥

গোপালচন্দ্রেন নমস্কৃতং যত্র তদযথা জ্ঞাত্বা । তত্র তেষামানয়নে তত্রভবতাং সম্মানপাত্রাণাং
অনুসংহিতান্ অনুসন্ধানকরান্ । পূর্বমিতি নৈকতাং প্রাপয়ামি ॥ ৭৭ ॥

তদেবং ব্রহ্মা যাহা যাহা কিয়ামনুষ্ঠায় নিজালয়গম্যং তাং তাং বর্ণয়তি -- ততশ্চেত্যাদি পদোদয় ।
কিঞ্চিদিত্যি কিঞ্চিন্নমস্ক যাহা নিটিলতাপ্রাপ্তিস্থয়া ঘটিতং মুনিব্রতং মৌনং যস্য স্থনিকুপিতা
নিজদুর্নীতিতয়া সচ সচ তদ্যাবতয়া কস্মকর্ভুং অনুজ্ঞাপনে কস্মদ্বং অনুজ্ঞায়াং কর্ভুং, ভক্তীতি
ভক্তাভিগম্যাত্মনা পূজীকৃতানি যানি পুলকানি ইত্যং সঙ্কুলতয়া ব্যাপ্ততয়া । স্বাপরেতি স্বাপরাধজ
বাধঃ পশুনাং হৃদ্যাক্ষেতে, বা ব্যাকুলতা স্বস্তত্যা তয়া চোপলক্ষিণঃ । নিজহৃদ্যাম্ নিজালয়ং ॥ ৭৮ ॥

করিবার জন্ত যখন ঠাছা করিলেন, তখন বিধাতা অঞ্জলি বন্ধন করিয়া অধীনস্থ
স্বীকার পূর্বক তাঁহার নিকটে অত্যাতি ভক্তি করিতে লাগিলেন । বিধাতার এই
রূপ স্থিতি নাকো শ্রীকৃষ্ণ কোতৃকের সহিত যুদ্ধ ভাঙ্গ করত তাঁহাকে অনুজ্ঞা
করিলেন যে, আপনারা বিশিষ্ট ও সম্মান পাত্র সুতরাং যদি আনয়ন কার্যে
আপনাদের আজ্ঞা জানিতে পারি, তাহা হইলে পুৰুষেই অনুসন্ধানকারীদিগকে
সন্নিধানে আনয়ন করিব ॥ ৭৭ ॥

তাহার পর বিধাতা কিঞ্চিদনয়ন প্রাপ্তি বিষয়ে মুনিব্রত (মৌনভাব) স্বীকার
পূর্বক এবং আপনার দুর্নীতি সম্যকরূপে নিজারিত হওয়াতে অনুজ্ঞা সম্বন্ধে কস্মদ্ব
এবং কর্ভুং ব্যক্ত করিয়া, ভক্তিভরে ত্রৈলোক্যিকতা দেখাইলেন । বোমাঞ্চ
সংযোগে পরিপূর্ণ দেহ হইয়া স্বপ্নে অপরোধ মার্জন করিবার জন্ত সুস্থ ভাবে তিন-
বার প্রদক্ষিণ পূর্বক অনেকবার প্রণাম করিয়া আপনার অটালিকায় গমন করি-
লেন ॥ ৭৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণশ্চ মনসি তস্মাপরাধং মনাগপ্যনাগময়ন্নাগময়মানঃ
প্রাগ্দিষ্টসিদ্ধি-বেশক্রিয়ানতিক্রমতয়াবস্থিতাংস্তান্ বৎসাংস্তৎ-
সদৃগবৈষ্ণবৎসপালৈর্গেলয়ানাস (ক) ॥ ৭৯ ॥

তথৈব হি তেমাং কালদেশবিপর্যয়া পর্যালোচনায়
দ্রাহণদেবেন(খ) স্নেহমোহদোহন্যনবদ্যবিদ্যেয়মুদ্ভাবিতা ॥৮০॥
এতদেবোক্তম্ ।—

“ততোহনুজ্ঞাপ্য ভগবান্ স্বভুবং প্রাগবস্থিতান্ ।

বৎসান্ পুলিনগানিষ্ঠে যথা পূর্বসখং স্বকম্ ॥” ইতি ॥৮১॥

ভা। ১০। ১৪। ৪২।

ততঃ শ্রীকৃষ্ণস্তান্ বৎসান্ ত্রৈলোক্যমপৈঃ সহ যথা মেলয়ামাস তদ্বর্ণয়তি—শ্রীকৃষ্ণশ্চ ত্র্যাদি-
গদ্যেন! মনাগপি ক্রমদপি তমবোধয়ন্ আগময়মানঃ কালহরণেন তং প্রস্থাপয়ন্। প্রাগিত্যদি
পূর্বকালে উপদিষ্টেন সহ বর্তমানা যা বেশক্রিয়া তামন্যত্রকমিতুং শীলমস্মৈ এবমুচ্যে। যঃ ক্রমঃ
পরিপাটী তদ্ভাবতয়া তৎসদৃগবৈষ্ণবঃ পূর্বসদৃশাবস্থাবিশিষ্টঃ ॥ ৭৯ ॥

নহেবং চেৎ তেঃ কিং কালদেশবিপর্যয়ো ন জ্ঞাতো যেন কশ্চিদপি সন্দেহো নোদ্ভাব্যেতি ইতি
বিভাব্য তৎসমাধানায় বৃত্তং বর্ণয়তি—তথৈবে ত্র্যাদি গদ্যেন। দ্রাহণদেবেন ব্রাহ্মণ। স্নেহমোহ-
দোহনৌ স্নেহমোহয়োঃ পূর্বৌ ॥ ৮০ ॥

এতৎপ্রামাণ্যায় শ্রীভাগবতীয়পদ্যদ্বয়মুথাপয়তি—ততোহনুজ্ঞাপ্যেত্যাদি। যথাপূর্বসখং যথা-
পূর্বং সখায়ৈ! যদ্ব তৎ ॥ ৮১ ॥

শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে অল্প মাত্রও তাঁহার অপরাধ বিবেচনা না করিয়া বরং ক্ষমা
প্রকাশই করিলেন। পূর্ব নিদ্রিষ্ট সময়োচিত বৎসগণ বেশ ভূষা এবং কার্য্যকে
অতিক্রম না করিয়া পরিপাটীরূপে অবস্থিত আছে, তাহা সমান অবস্থাপন্ন বৎসপাল-
দিগের সহিত মিলাইয়া দিলেন ॥ ৭৯ ॥

নিশ্চয় ঐরূপ প্রকারেই তাহাদের দেশ কালের বৈপরীত্য পর্যালোচনা না
করিবার জন্য ব্রহ্মা, এইরূপ স্নেহবর্ধনীয় অনিন্দিত বিদ্যা উদ্ভাবন করিয়া-
ছিলেন ॥ ৮০ ॥

শ্রীমদভাগবতেও এই কথা উক্ত হইয়াছে যে, অনন্তর বিধাতা নিজ ব্রহ্ম-

(ক) দেশ-বেশ-ক্রিয়ানতি ইত্যাদি বৃন্দাবনানন্দ গৌরপাঠঃ ।

(খ) স্নেহদোহনীতি ইতি গৌরানন্দ-বৃন্দাবনপাঠঃ ।

অথ তে ;—

“উচুশ্চ স্নানদঃ কৃষ্ণং স্বাগতং তেহতিরংহসা ।

নৈকোহপ্যভোজি কবল এহীতঃ সাধু ভুক্ত্যতাং ॥” ইতি ॥ ৮২

ভা । ১০ । ১৪ । ৪৫ ।

“ততো হসন্ হমীকেশোহভ্যবহৃত্য সহার্ভকৈঃ ।

দর্শয়ংশ্চৰ্ম্মাজগরং শ্যবৰ্ত্তত বনাদব্রজন্ ॥” ৮৩ ॥

ভা । ১০ । ১৪ । ৪৬ ।

চৰ্ম্ম চেদমেতাবন্তং সময়ং যথাবদেব যোগমায়াস্তদ্ব্যাপিত-
মিতি গম্যম্ ॥ ৮৪ ॥

উচুশ্চৈত স্নানমঃ ॥ ৮২ ॥

ততঃ শ্ৰীকৃষ্ণশ্চেষাং মায়ামোহং শৃণ্বা হসন্ যদগং চৰ্ম্ম কৃত্বান্ তত্তদ্বর্ণয়তি— তত ইতি শ্ৰীভাগ-
বতীয়াপদ্যেন ॥ ৮৩ ॥

নতু বৎসরমধ্যেইপি প্রজবাসিভিঃ কৃষ্ণ কথং ন দৃষ্টং তত্র সিদ্ধান্ত সাধয়তি চৰ্ম্ম চেদমিত্যাदि-
গদ্যেন ॥ ৮৪ ॥

লোকে বাইবার অল্পজ্ঞা লাভ করিয়া, যে স্থানে স্বীয় সখাগণ ছিল, সেই পুলিশে
পূৰ্ণস্থিত বৎসদিগকে আনয়ন করিলেন ॥ ৮১ ॥

অনন্তর সেই সকল সহচরগণ অতিশয় বেগ সহকারে শ্ৰীকৃষ্ণকে বলিয়াছিল ।
তুমি সুখে আগমন করিয়াছ ত ? কেহই একটিও গ্রাস ভোজন করে নাই । এই
দিকে আইস, ভাল করিয়া ভোজন কর ॥ ৮২ ॥

তাহার পর হমীকেশ হাত পৃষ্ঠক বালকদিগের সহিত ভোজন করত,
অজগরের চৰ্ম্ম দেখাইয়া, বন হইতে লঙ্কা ফিরিয়া আসিলেন ॥ ৮৩ ॥

এতদিন পর্য্যন্ত যোগমায়াই বে কেবল এই অজগরের চৰ্ম্ম গোপন করিয়া
রাখিয়াছিলেন, ইহা জানিতে হইবে ॥ ৮৪ ॥

ততশ্চ সম্বৎসরপ্রসর-বৎস-বৎসপালবালবিরহবিরহান্মহতা-
নন্দেন মহিতস্তৈরেব সহিতঃ সংহিত-সম্পদব্রজং ব্রজং
প্রবিশন্ তত্তত্বমুখ্যাদ-বৎসপরাবর্তনায় নিদিশন্ পূর্বপূর্বতো-
হপ্যপূর্বং পর্ব পর্বতি স্ম ॥ ৮৫ ॥

তথা হুক্তম্ । --

“বহঁ-প্রসূন-বনধাতু-বিচিত্রিতাঙ্গঃ

প্রোদ্দাম-বেণু-দল-শৃঙ্গরবোৎসবাঢ্যঃ ।

বৎসান্ গৃণন্নুগগীতপবিত্রকীৰ্ত্তি-

গোপী-দৃগুৎসবদৃশিঃ প্রাববেশ গোষ্ঠম্ ॥” ৮৬ ॥

ভা। ১০। ১৪। ৪৭।

উদানীং গোষ্ঠাং সমগস্ত শ্রীকৃষ্ণস্ত ব্রজাপমনং বর্ণয়তি—৩৩শে শ্লোকাদিগদোন। সম্বৎসরেতি
সম্বৎসরস্ত প্রসরঃ সঙ্গরণং তেন বৎসানাং বৎসপালবালানাক যো বিরহস্তস্ত বিরহাৎ ত্যাগাৎ।
সংহিতঃ সন্ধিতঃ সম্পদসমূহো যত্র তং! তত্তদ্বিত্যে তেন তেন প্রকারেণ। উল্লগতা মখাদাং সংপদ-
গমনং বৈশেষ্যং বৎসানাং পরিবর্তনায়। পদ উৎসবঃ ॥ ৮৫ ॥

শ্রীভগবতায়পদ্যেন চম্পদিশতি বর্ণিত ॥ ৮৬ ॥

তাঁহার পর সম্বৎসর কাল অতীত হইলে বৎস এবং বৎসপালক বালকগণের
বিরহ ত্যাগ হওয়াতে প্রচুর আনন্দে পূজিত হইয়া, তাঁহাদেরই সহিত বহু সম্পত্তি-
পূর্ণ ব্রজে প্রবেশ করিলেন। তত্ত্বৎ প্রকারে উৎসব প্রবৃত্ত (মার্গভ্রষ্ট বা যুগভ্রষ্ট)
বৎসদিগকে ফিরিয়া আনিতে আদেশ করিয়া, পূর্ব পূর্ব অপেক্ষা অপূর্ব উৎসব
করিতে লাগিলেন ॥ ৮৫ ॥

শ্রীমদভাগবতেও এই কথা উক্ত হইয়াছে। যে—তৎকালে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ,
ময়ূর পুচ্ছ, বনপুষ্প এবং বনধাতু সমূহ দ্বারা বিচিত্রিত হইয়াছিল। বেণুদল এবং
শৃঙ্গের উৎকট শব্দ করিবার উৎসবে সংযুক্ত ছিলেন। বৎসদিগকে চরাইতে
ছিলেন। অনুগামী সহচরগণ, তদীয় পবিত্র কীর্ত্তি গান করিতেছিল। এইরূপে
গোপীগণের নেত্রোৎসবদায়ক শ্রীকৃষ্ণ, গোষ্ঠে প্রবেশ করিয়াছিলেন ॥ ৮৬ ॥

ততশ্চ পিতৃ-সম্বন্ধিভিনন্দসূনুরিতি মাতৃ-সম্বন্ধিভির্যশোদা-
সূনুরিতি তস্মৈ নামানৃদ্য সদ্য এব সিদ্ধিমিতি চিরন্তনমপি তচ্চ-
রিতং জগে ॥ ৮৭ ॥

তদ্বথা ;—

নন্দ-তনুজসূরদ্য বালম্ । হতবান্ হতবানস্মৎকালম্ ॥

ইতি ধ্রুবং ॥

অদ্য যশোদা-সূনুব্যালম্ । হতবান্ হতবানস্মৎকালম্ ॥

ইতি বা ॥

ওষ্ঠাধরামহ জলদতটালিঃ ।

দন্তাবলিরপি দন্তকপালিঃ ॥

শাসভরঃ খরদাবজবাতঃ ।

জিহ্বায়ুগমপি বহ্নিনিপাতঃ ॥

ইত্যুৎপ্রেক্ষিততর্মাণ্যবিধাস্তান্ ।

ব্যতিহাসানচিরতঃ সাস্তান্ ॥

ব্রজপ্রবেশানন্তরং সগীনাঃ হস্তকৃত্যং বর্ণয়তি- পিতৃভোক্তাদিভেদেন ॥ ৮৭ ॥

তেষাং গীতং বর্ণয়তি নন্দেভ্যাদি । অস্মৎকালং সূত্রাহেতুং । জলদতটালিঃ মেঘাডম্বরশ্রেণী
দন্তকপালিঃ পক্ষশৃঙ্গপঙ্ক্তিঃ । বহ্নিনিপাতঃ পথাশ্রয়ঃ । ইত্যাদিতি, ইতিপ্রকারেণ উৎপ্রেক্ষিত-

তাহার পর পিতৃ সম্বন্ধধারী ব্যক্তিগণ ‘নন্দ কুমার’ এইরূপ নাম প্রভৃতি অনু-
বাদ করিয়া এবং মাতৃ সম্বন্ধধারী ব্যক্তিগণ ‘যশোদা নন্দন’ এইরূপ নাম অনুবাদ
করিয়া তৎক্ষণাৎ সফল হইয়াছিলেন । এবং এই কারণেই তাহার পুরাতন চরিত্র
গীত হইয়াছিল ॥ ৮৭ ॥

বথাঃ—অথ নন্দ কুমার সম্প্র বধ করিয়া আমাদের মৃত্যু ভরণ করিয়াছেন ।
অথবা অথ যশোদানন্দন, সেই নন্দ বিনাশ করিয়াছেন, এবং আমাদের মৃত্যু
জানিতে পারিয়াছেন । এই সর্পের ওষ্ঠ এবং অপর দেন মেঘাশ্রয় শ্রেণী, দন্ত
পংক্তি পর্বত শৃঙ্গ সমূহ । নিম্নাস সকল প্রচণ্ড দাবানল জাত বায়ুর মত, এবং

অহিময়হিতাং কল্পয়মানান্ ।
 গিরিরিতি তং বিশতঃ কৃতমানান্ ॥
 তদুদরমধ্যকৃতাভ্যনু বেশান্ (ক) ।
 নিজবিরহাদি বিমুচ্ছিতবেশান্ ॥
 স্নেহ-ভরেণ স্নেহ সমেতান্ ।
 স্বকনেত্রায়ুতবৃষ্টিসচেতান্ ॥
 তস্মাদ্বাহিরথ নিষ্কাশিতবান্ ।
 পুনরিত্য নিখিলং বত দর্শিতবান্ ॥
 প্রাণাদধিকঃ সোহয়ং প্রাণান্ ।
 রক্ষমস্মান্ কুরুতে ত্রাণান্ ॥ ৮৮ ॥

তমানি বিবিধানি অঙ্গানি যৈস্তান্ ব্যাতিহাসান্ পরস্পরহসনানি । স্বাঙ্গান্ স্বস্ত্র তদ্বভূতান্ অহিতাং
 সর্পতাং কৃতমানান্ কৃতং মানং পরিমাণং যৈস্তান্ । বেষঃ প্রসাধনং । তেন কৃষ্ণেন । তন্নেত্রেতি তস্ত্র
 কৃষ্ণস্ত্র নেত্রাসুতবৃষ্ট্যা চেতনেন সহ বর্তমানান্ তস্মাদগোদরাং নিষ্কাশিতবান্ বৎসবৎসপান্ নিষ্কা
 ময়ামাস । ইহ বনে ॥ ৮৮ ॥

জিহ্বাদ্বয় যেন পথের মত । এইরূপে যাহারা বিবিধ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল সম্পূর্ণ-
 রূপে উৎপ্রেক্ষা করিত ; যাহারা সম্পূর্ণরূপে পরস্পর হস্ত করিত, যাহারা সর্প
 লক্ষ্য করিয়া সর্পভাব কল্পনা করিত ; যাহারা ‘পর্বত’ বোধে পরিমাণ করিয়া
 তাহার মধ্যে প্রবেশ করিত ; যাহারা তাহার উদর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল ; নিজ
 বিরহ এবং উদর প্রবেশাদি দ্বারা যাহারা মুচ্ছিতের ভায়ে হইয়াছে, অনন্তর যাহারা
 স্নেহ ভরে সমবেত এবং তদীয় নেত্ররূপ অমৃত বৃষ্টি দ্বারা সচেতন হইলে
 শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে নিষ্কাশিত করিয়াছিলেন ; আশা ? পুনর্বার এই বনে সমস্ত
 বিষয় দেখাইয়া ছিলেন ; প্রাণাধিক এই সেই শ্রীকৃষ্ণ, প্রাণ রক্ষা করিয়া আমা-
 দিগকে পরিত্রাণ করিয়া থাকেন ॥ ৮৮ ॥

(ক) বনুবেশান্ ইতি বৃন্দাবনানন্দগৌরপাঠঃ ।

ইতি শ্রদ্ধা চ তে ব্রজস্থাঃ চিন্তয়ামাস্থঃ ;—সাধু ষাতুকানাং
পাতুকানামমীমাংস কথমিব জাতুকামাঃ সিদ্ধোয়ুরিতি ॥ ৮৯ ॥

তদেবং সিদ্ধে স্থখানুবিদ্ধে তেমাং সমে সমাগমে প্রাতস্ত
বৃহদভাতরমনুগম্য (ক) প্রণয়রম্যরোমমনুনিয় দায়মানবিস্ময়তয়া
তানানীয় তেন চৈকত্র প্রণীয় শ্রীবৎসবৎসঃ পূর্ববদেব বৎস-
পালনমারেভে ॥ ৯০ ॥

অথ পুনর্মধুকণ্ঠঃ সমাপনার সবিস্ময়মিবাহ স্ম —

ঐদৃশস্তনয়ো জাতস্তব গোষ্ঠাধিনায়ক ! ।

ব্রহ্মাণ্ডগ্রামগীর্ষ্য ব্রহ্মাপি গ্রামগীর্ষ্যব ॥ ৯১ ॥

তদেবং শ্রদ্ধা ব্রজস্থা যথোচুস্তদ্বর্ণ্যতি—শ্রদ্ধা তে তদ্যাদি পদ্যেন । পাতুকানাং পাপনাং ॥ ৮৯ ॥

ততঃ শ্রীরামেণ সহ মিলিত্বা যাতঃ লোলা চকার তাং বর্ণয়তি—তদেবমিত্যাদি পদ্যেন । সমে
পূর্বে বৃহদভাতরং বলভদ্রং, প্রণয়রম্যরোম্যং প্রণয়চারুগোষণং প্রকৃষ্টা তেন বলভদ্রেণ । শ্রীবৎসবৎসঃ
শ্রীকৃষ্ণঃ ॥ ৯০ ॥

তদেতৎপ্রসঙ্গং যথা সমাপয়ন্তদ্বর্ণ্যতি অপেত্যাদিপদ্যেন ॥

তত্র মধুকণ্ঠবাক্যং বর্ণয়তি—ঐদৃশ ইতি পদ্যেন । ব্রহ্মাণ্ডগ্রামগীঃ ব্রহ্মাণ্ডপ্রধানং গ্রামগীর্ষ্য
নাপিত ইব কস্মকর্তা ॥ ৯১ ॥

ব্রজবাসিগণ এই কথা শুনিয়া চিন্তা করিয়াছিল ; সাধুজনের ঐত্যাকারী পতন-
শীল এই সকল পাপিষ্ঠদিগেরও কোন না কোন উপায়ে, কখনও অভিলাষ সকল
পরিপূর্ণ হইতে পারে ॥ ৮৯ ॥

অতএব এই প্রকারে তাহাদের সুখপূর্ণ নম সমাগম সুসিদ্ধ হইলে শ্রীবৎস-
লাঞ্জন শ্রীকৃষ্ণ, প্রাতঃকালে জ্যোষ্ঠ ভাতার নিকটে গমন পূর্বক রমণীয় প্রণয়যুক্ত
ক্রোধের সহিত অতুলন করিলেন এবং বিস্ময় প্রদান পূর্বক তাহাদিগকে আনয়ন
করিলেন । বলরামের সহিত এক স্থানে প্রণয় করিয়া, পূর্বের মতই বৎস পালন
করিয়াছিলেন ॥ ৯০ ॥

অনন্তর মধুকণ্ঠ কথা সমাপন কারবার জন্ত সবিস্ময়ে বলিল ! হে গোষ্ঠের

(ক) প্রণয়রম্য—ইতি গোবিন্দ-ব্রন্দাবনপাঃ ।

তদেবং কথকয়োঃ কথাং প্রথয়িত্বা সভ্যেযু সাক্ষাদিব
কলিততত্ত্বংকেলিসন্ধয়োঃ কৃতাজ্জলিবন্ধয়োস্তদ্দিনেহপি পূর্ব-
বদেব সর্বে গৃহবত্নানি বর্তমানানি নিজ-নিজ-স্পৃহণীয়ং কস্মিনিশ্চি-
মাণা অপি তামেব লীলাং বৃংহিতাং জগৃহিরে ॥ ৯২ ॥

ইতি শ্রীগোপালচম্পুমন্বয়ব্রহ্মাঘমোচনং

নামৈকাদশং পূরণম্ ॥

অত্র স্বয়ং কবিস্তংপ্রসঙ্গং সমাপয়তি—তদেবমিত্যাदि পদোদ্যম । সাক্ষাদিবোক্ত সাক্ষাদিব
কলিতা দর্শিতা তত্ত্বংকেলীনাং সন্ধা স্থিতিঘাভ্যাং তয়োঃ সতোঃ । বৃংহিতাং বৃদ্ধাম্ ॥ ৯২ ॥

ইতি শকার্ধবোধিকায়াঃ একাদশপূরণম্ ॥ ১১ ॥

অধিনায়ক ! আপনার এইরূপ পুত্র জন্মিয়াছে যে, ঘাঁহার কাছে ব্রহ্মাণ্ডের অধী-
শ্বর ব্রহ্মাও নাপিতের মত নামাত্র কর্ম্মকর্ত্তা হইয়াছেন ॥ ৯১ ॥

অতএব এইরূপে দুইজন কথক কথার বিস্তার করিয়া সভ্যগণের মধ্যে যেন
সাক্ষাৎ তত্ত্বং লীলা-সন্ধিদর্শন করাইলেন এবং কৃতাজ্জলি হইয়া অবস্থিত থাকিলে,
সেই দিবসেও, পূর্বমতই সকলে গৃহপথে থাকিয়া নিজ নিজ বাঞ্ছিত কর্ম্ম
করিলেও, হৃদয়ে কিন্তু বদ্ধিত লীলাই গ্রহণ করিয়াছিল ॥ ৯২ ॥

ইতি শ্রীগোপাল চম্পুকাব্যে

অবাসুর বধ এবং ব্রহ্মার পাপ মোচন-

নামক একাদশ পূরণ ॥ ০ ॥ ১১ ॥

দ্বাদশং পূরণম্ ।

(গোচারণম্)

অথ পরেদ্যাবি চ কথা প্রথতে স্ম ॥ ১ ॥

যথা স্নিগ্ধকণ্ঠ উবাচ ;—যদ্যপি “কালেনাগ্নেনে”ত্যাদি-
রীত্যা বর্ষত্রয়-ত্রয়-পর্য্যয়েণ তয়োর্ব্বযোগগনা নির্ণীতা তথাপি
কৌমারং তু বর্ষমেকমধিকমধিকুটং । বালবৎসানাং শ্রীবৎস-
বৎসস্ত চ মিথো বৎসরবিরহময়ানুপ্লাসেন ব্যতীতক্ৰণময়সম্বৎ-
সরকালবালবৎসানুরোধেন বা তস্য স্তকীভাবাৎ । ততস্ত-

পূরণে দ্বাদশে পূর্বচম্পূঃ শ্রীরামকৃষ্ণয়োঃ । বর্ণ্যতে সর্গভিঃ সান্নিঃ গোচারণ-প্রচারণং ॥ • ॥

অধুনা পূর্ণপৌণ্ডর্যঃ প্রাপ্তয়োঃ শ্রীঃমকৃষ্ণযোগোচারণলীলাঃ । বর্ণ্যতুং প্রক্রমতে অথৈতাদি-
গদ্যেন ॥ ১ ॥

পরেদ্যাবি পরাহে পরদিনে স্নিগ্ধকণ্ঠো বক্তা তৎপ্রসঙ্গঃ বর্ণয়তি । যথৈতাদি গদ্যেন ॥

তৎস্নিগ্ধকণ্ঠবাক্যং বর্ণয়তি -- যদ্যপি তাদিগদ্যেন । পৰ্য্যয়েণ অতিক্রমেন । বৎসরেতি বৎসরং
ব্যাপ্য বিরহময়েণ বিরহাতিশয়েন যৌহনুভাস আনন্দভাবেন্তেন । ব্যতীতেতি ব্যতীঃ ক্ৰণময়ঃ

দ্বাদশ পূরণে শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামের সহচরগণের সহিত গোচারণ প্রচার
বর্ণিত হইবে ।

অনন্তর পরদিবসেও কথার উপক্রম হইয়াছিল ॥ ১ ॥

যথা:—স্নিগ্ধকণ্ঠ বলিল,যদ্যপি তিন বৎসর কাল অল্প সময়ের মত অতীত হইলে
শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের বয়ঃক্রম গণনার নির্ণয় করা হইয়াছিল, কিন্তু তথাপি কৌমার-
কাল, আর এক বৎসরাদিক কাল ধরিয়া বর্তমান ছিল । বালক, বৎসগণ এবং
শ্রীকৃষ্ণের পরস্পর সমধিক বিরহে আনন্দ না থাকায়, অথবা যাহাদের একবৎসর
কাল অল্পকালের মত অতীত হইয়াছিল, সেইরূপ বালক এবং বৎসগণের অনুরোধে
কৈশোর কালের নিস্তরু ভাব ঘটিয়াছিল । অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের অতিপ্রিয়ানুসারী

দ্রাবানুগামিতয়া রামস্য চ তথা বৃত্তং সূতরামেব বৃত্তম্ । তদ-
নন্তরমথগুং পোগুং তু বর্ষরয়েনৈবাপূর্য্যতাহচিরাল্লকবন্ধুসম্বাসেন
সম্যগুল্লাসেন বাটিতি কৈশোরঘটনাং । তথা চ প্রথাং করবাম
ধেনুকবধাবগমগমনান্তে । তদেবমেব সঙ্গচ্ছতে “কালে-
নাল্পেনে”ত্যাदि ॥

“তাবদেবান্নভূরাহ্মামেনে ক্রটিানেহসা।।

পুরোবদাৎ ক্রীড়ন্তং দদৃশে সকলং হরিম্ ॥” ইতি ॥

“ততশ্চ পোগুবয়ঃশ্রিতা”বিত্যাदि চ ॥ ২ ॥

অথ প্রকৃতমনুসরামঃ ;—তদেবং বিহরতোঃ সর্বেষাং

অলক্ষণ ইব বৎসরকালো যেষাং এবভূতা যে বালবৎসাস্তেবামনুরোধেন বা তন্তু কৈশোরস্ত
তদ্রাবানুগামিতয়া শ্রীকৃষ্ণাভিপ্রায়ানুসারিতয়া । চিরাদিতি অচিরাল্লকো যো বন্ধুনাং সম্বাসন্তেন
হেতুনা বঃ সম্যগুল্লাসঃ মহাপ্লাদিস্তেন । ধেনুকেত্যাदि ধেনুকবধস্তাধমো নানতা অবশেষতা
যত এবভূতং সঙ্গামগমনং তদন্তে । সকলং বৎসবৎসপাদিসংহতং নিগমনং ততশ্চ ত্যাदि ॥২॥

প্রকৃতং নমলীলাবর্ণনং অধুন। কৌমারভ্যাগেন পোগুণে বয়সি বিহরতোঃ শ্রীকৃষ্ণ-

বলরামেরও সূতরাং এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল । কিন্তু পরে অথগু পোগুদশা,
জীবৎসর ব্যাপিয়া পরিপূর্ণ হইয়াছিল । যেহেতু অবিলম্বে বন্ধুগণের সহিত একত্র
সহবাস লাভ করিয়া যে সম্যক রূপে উল্লাস ঘটিয়াছিল, তাহাতে শীঘ্রই কৈশোর-
দশা উপস্থিত হয় । দেখুন, আমরা ধেনুক বধের পর এইরূপ প্রথা করিতে পারি-
তেছি । অতএব এক্ষণে ‘অন্ন সময়’, ইত্যাদি বাক্য সঙ্গত হইতে পারিতেছে । সেই-
রূপে আত্মযোনি ব্রজা, ব্রজলোকের পরিমাণে ক্রটি পরিমিত কালে, পূর্বের মত
সম্বৎসর ব্যাপিয়া চতুষষ্টি (ক) কলাবিং শ্রীহরিকে ক্রীড়া করিতে দেখিয়াছিলেন ।
তাহার পরেই উভয়ে পোগুণ বয়স অবলম্বন করেন ইত্যাদি ॥ ২ ॥

অনন্তর আমরা প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করিতেছি । অতএব এই প্রকারে

মনোহরতোরনয়োঃ পঞ্চমং বর্ষমাঞ্চং কৌমারতঃ পারভূতং বয়ঃ
সময়াঞ্চক্রে ॥ ৩ ॥

যথা ;—

ঐষমোহভবদমৌ পরুৎপরা-

র্যেবমাদিনিখিলৈর্বদাগনি ।

হন্ত ! তর্হি সহসা বকান্তু ॥

প্রাণকান্তি বিজহৌ কুমারতাং ॥ ৪ ॥

উদগচ্ছদ্বুদ্ধিশক্তি প্রথম-রুচিজয়িশ্রামতা-শুভ্রতায়ুক্

কিঞ্চিদ্বিস্তীর্ণবক্ষঃপ্রভৃতি বলয়িতায়ামনেত্রাদিগাত্রম্ ।

কেশং বেষং চ পূর্ব দধিকার্মতিময়ংকোশশিক্ষাপ্রবীণং

পৌগণ্ডং প্রাগচণ্ডং ক্ষুলদলমনয়ো র্মাং দিদৃক্ষুং করোতি ॥৫॥

রামযোগোচারণলালাঃ বর্ণয়িতুং প্রকৃত্যে তদেবমিত্যাদিপদ্যেন । আঞ্চং আগতং
সং ॥ ৩ ॥

তদা পৌগণ্ড-শোভা প্রকল্পেতি বর্ণয়তি—ঐষম ইত্যাদিপদ্যেন । অসৌ শ্রীকৃষ্ণঃ ঐষমঃ
অগ্নিন্ বর্ষে পরুৎ পূর্ণাগ্নিন্ বর্ষে পরারি পূর্ববতবর্ষে আদিনা তৎপূর্ববর্ষে ভূতবৎ বর্তমান
ইত্যেবং যদা নিখিলৈরুন্নৈরগাঁপ্তস্তর্হি তদেত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

তদাত্ত পূর্ণপৌগণ্ডবয়োষক্সো যথাবিরাগীওবর্ণয়তি উদগচ্ছদিত্যাদিপদ্যেন । উদগচ্ছন্তী বুদ্ধি-
শক্তির্ভবতেন প্রথমস্ত কৌমারস্ত কান্তিজয়িনী শ্রামতা শুভ্রতেতাভ্যাং যুক্ মিলিতা, শ্রামতেতাদি

সকলের মনোহরণকারী কৃষ্ণ বলরাম বিহাব করিতে থাকিলে, ইহাদের পঞ্চম
বৎসর প্রাপ্ত, কোমার কালের পরবর্তী বয়স উপাস্ত হইয়াছিল ॥ ৩ ॥

যথা—এই শ্রীকৃষ্ণ এই বৎসরে, পূর্ববৎসরের পূর্বতর বর্ষে এবং তাহারও
পূর্ববর্ষে বর্তমান, যখন সকল লোক, এইরূপ গণনা করিল, তখন বকাস্থরনিহন্তা
সহসা শোভা প্রাপ্ত হইয়া কোমারকাল পরিত্যাগ করিলেন ॥ ৪ ॥

ক্রমে কৃষ্ণ এবং বলরামের সৌন্দর্য্য উপস্থিত হইল । এই অবস্থায় বুদ্ধিশক্তি
প্রকাশ পাইতে লাগিল । শ্রীকৃষ্ণের শ্রাবলতা এবং বলদেবের শুভ্রতা, কোমার-
কালের দীপ্তি জয় করিয়া মিলিত হইল । কিঞ্চিং বিস্তীর্ণ বক্ষঃস্থল প্রভৃতি অঙ্গে

তদা চ কদাচিচ্ছ্রীব্রজরাজ্ঞী সভান্তঃ প্রাতরায়াতা শ্রীমদভি-
নন্দ-পত্নী সযত্নীভবন্তী তাং পপ্রচ্ছ ;—যাতঃ ! কৃষ্ণমাতরদ্য
সদ্যঃ প্রাতরেব কুত্রে বা ভবজ্জাতঃ প্রযাতঃ ॥ ৬ ॥

ব্রজরাজ্ঞী তু সহাসমাহ স্ম ;—হন্ত ! তদেতদুপরিবর্ত-
মানচর্য্যসময়পর্য্যন্তং তস্তোদ্বৰ্ভনস্নানপরিধানময়ানি কৰ্ম্মাণি ময়া
নির্মীয়ন্তে স্ম । সম্প্রতি মদপি (ক) লজ্জামাসজ্জন্ স্বকসবয়ঃ-
সেবকপ্রিয়ঃ পৃথগেব কৃততৎক্রিয়ঃ স মা সময়ী সমায়াতি ।
আগত্য চ প্রত্যহং মাং পিতরং যথাযথামিতরং চ গুরুজনং
পুরুগৌরবং নমস্কারেণ পুরস্করোতি ॥ ৭ ॥

কৃষ্ণে জ্ঞানতা রামে স্তুততা, কিৰ্দ্ধিত কিৰ্দ্ধিত্যাদিনা বলয়িতমায়ামনেবাদির্গাত্রঃ যত্র তৎ ।
অধিকারিতমধিকমানং অয়ং প্রাপ্নুবৎ, আগচণ্ডঃ কৌমারদপি স্নেহমলিতং ফুলং বিকাসিতং
সৎ দিধৃগুঃ দশনেচ্ছাবিশিষ্টং ॥ ৫ ॥

অধুনা শ্রীকৃষ্ণরামযোগোচারণলালাপ্রসঙ্গে ব্রজরাজ্ঞী সহ অভিনন্দনপত্নীনাং বাক্যাবাক্য
বর্ণয়তি—তদেতাদিখ্যদ্যেন । ভবজ্জাতঃ কৃষ্ণঃ ॥ ৬ ॥

চর্য্যমচরণং, মদপি মতোহপি স্বকসবয়ঃ সেবকপ্রিয়ঃ আত্মভূত্যং যয়ো যেষাং তে, সেবকাঃ
প্রিয়া বস্ত্র সঃ । সময়ী কালবিজ্ঞাপনে মধ্যে বা ॥ ৭ ॥

নেত্রাদির এবং গাত্রের দৈর্ঘ্য সমবেত হইল । কেশ এবং বেশ পূৰ্ব্বাপেক্ষা অধিক
পরিমাণে বৃদ্ধি পাইল । এই অবস্থায় উভয়ের কেলিশিক্ষা বিষয়ে নৈপুণ্য জন্মিল ।
কৌমারদশা হইতে পৌগণ্ড দশায় অধিক স্নেহ উদ্ভিত হইয়াছিল । অতএব
উভয়ের এইরূপ পৌগণ্ড দশা প্রকাশ পাইয়া আমাকে তাঁহাদের দশন বিষয়ে
অত্যন্ত আভাষী করিতেছে ॥ ৫ ॥

অনন্তর একদা শ্রীমতী ব্রজেশ্বরী প্রভাত কালেই সভার মধ্যে আগমন
করিলেন । শ্রীমান্ অভিনন্দের সহধর্ম্মিণী যত্নবতী হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা
করিল । হে যাতঃ ! অর্থাৎ যা কৃষ্ণ-জননি ! অদ্য অবিলম্বে প্রাতঃকালে কোথায়
বা তোমার পুত্রটী গমন করিল ? ॥ ৬ ॥

ব্রজেশ্বরী সহান্ত্রে বলিলেন, আহা ! এই সময়ে এবং ইহার পূর্ববর্ত্তী সময়েও বাহা

(ক) মং ইতি অস্মদ শব্দস্ত পঞ্চম্যেকবচন-প্রয়োগঃ ।

কিঞ্চ তদবধি যদা সন্ধ্যায়াং ময়া ধ্যায়মানাগমনঃ সহবৎসঃ
সমাগচ্ছতি তদা তদুপরি বারি বারত্ৰয়ং ভ্রময়িত্বা পিবন্তী জীবন্তী
ভবামি স্ম । সম্প্রতি তু সশপথমেধমানযত্নবতা তৎপ্রতিষেধতা
তেন মম হস্তৌ বিহন্তৌ ক্রিয়েতে । এবমেব রৌহিণ্যেযশ্চেতি ।
তদেতদবধিচীনাং তদ্বর্ণনমপূর্বতয়াকর্ণ্য তন্মুখং নির্বৰ্ণ্য সৰ্ব্বা
হসন্তি স্ম ॥ ৮ ॥ ৯ ॥

তদবধিঃ, অথাস্তরবধিঃ। বারিঃ, তদেতদবধিচীনাং, এধমানযত্নবতা বদ্ধমানযত্নবিশিষ্টেন ।
তেন কৃপেন বিহন্তৌ, তস্মৈ ধারণশক্তিবিহীনে । রৌহিণ্যে রামোতিপি ॥

ততোঃ সদবধিভ্যস্তরমভ্যন্তরধর্ম্যতি— তদেতদিত্যাদিগদ্যেন । নির্বৰ্ণ্য দৃষ্ট্য ॥ ৮ ॥ ৯ ॥

করিতে হইবে, সেই সময় পর্য্যন্ত, আমি তাহার তৈলাদি স্ফূর্ণ, স্নান, এবং পরি-
ধানাদি কার্য্য সকল সম্পাদন করিয়াছি । সম্প্রতি আমার নিকট হইতেও লজ্জা
আশঙ্কা করিয়া, আপনার সমবয়স্ক সেবকগণের প্রিয় হইয়া, এবং পৃথগ্ ভাবেই
তত্ত্ব কার্য্য সমাধা করিয়া মধ্যে মধ্যে আমার নিকটে আসিয়া থাকে । এইরূপে
আদিরা প্রত্যহ আমাকে তাঁহার পিতা বজ্রেশ্বরকে, এবং অত্ম গুরুজনকে, প্রচুর
গৌরবের সঙ্গিত যথাযোগ্য নমস্কার দ্বারা পুরস্কার দিয়া থাকে ॥ ৭ ॥

অপিচ অথাস্তরের বধ দিবসাবধি আমি তাহার আগমন চিন্তা করিতে থাকিলে
যখন সন্ধ্যাকালে বৎসগণের সঙ্গিত আগমন করে তখন আমি তাহার উপরে তিন-
বার জল ঘুরাইয়া পরিশেষে সেই জল পান করিয়া পাচিয়া আছি ; কিন্তু সম্প্রতি
তাহার সমধিক যত্ন গ্রহণ এবং নিষেধ করিয়া আমার দুইহস্ত বিহস্ত অর্থাৎ
তাহাকে ধরিবার শক্তি শূন্য করিয়াছি । রোহিণীনন্দন বলরামও এই রূপই
করিয়া থাকে । এই যশোদার নূতন বর্ণনা অপূর্ব ভাবে শ্রবণ করিয়া, এবং
তাঁহার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া সকল নারী হাস্য করিয়াছিল ॥ ৮—৯ ॥

সা পুনরুবাচ ।—তদেতদবাল্যমিব চ তস্যাসময়ময়ত্বাদ্বাল্য-
মেব মত্বা স্মখমুপলভামহে । অনেন তু দুঃখাক্রিয়ামহে ॥ ১০ ॥

সৰ্ব্বাঃ উচুঃ ;—(ক) হন্ত ! কিন্তু ? সা প্রাহ ;—স্বয়-
মচিরাদেব গবাং বিচারমন্তরা চিচারয়িষিতং যৎ । সৰ্ব্বা উচুঃ—
নাত্রাপ্যন্থথা মন্যস্ব । গোপকুলতিলকায়মানবালকানাং স
এষ এব স্বভাবঃ সৰ্ব্বত্র নাভাবমাসীদতি ; কিমুত তেষপি
পরমচিত্তচরিত্রস্ত তস্মৈতি ॥ ১১ ॥

অব্যাং শিশুহাভাবমিবেতৎ, তস্য বাল্যস্ত অসময়ময়ত্বাদকালভবত্বাৎ, অনেনেত্যাদি পরো-
ক্তেন ন দুঃখং দুঃখং কুর্ষ্ব ইত্যর্থ, ডাচ্ কুর্ষ্বণি প্রত্যয়ঃ ॥ ১০ ॥

বিচারং প্রণিধানং বিনা চারয়িতুমিচ্ছন্তি যৎ । নাভাবং গোচারণাভাবং, তেন্ গোপবালকেষু
মধ্যে ॥ ১১ ॥

যশোদা পুনরুবাচ বলিলেন, এইরূপ অশৈশবের মত তাহার অসময় জাত বাল্য
কালই বিবেচনা করিয়া আমরা স্মখী হইয়া থাকি । কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে
দুঃখিত করিয়া থাকে ॥ ১০ ॥

সকল নারী শঙ্কিত ভাবে বলিল, আহা ! সে আবার কি প্রকার ! যশোদা
বলিলেন, স্বয়ং অবিলম্বে ধেনুগণের প্রণিধান ব্যতীত গোচারণের ইচ্ছা হইয়াছে ।
সকল নারী বলিল, আপনি এই বিষয়ে অল্পপ্রকার আশঙ্কা করিবেন না । গোপকুল-
জাত বালকগণের এই রূপই স্বভাব ? ইহাতে কোন স্থানে গোচারণের অভাব
দেখিতে পাইবেন না । যখন সৰ্ব্বত্র এইরূপ রীতি আছে, তখন ঐ সকল গোপ-
শিশুর মধ্যে পরম বিচিত্র স্বভাব সম্পন্ন সেই শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে আর আমরা
কি বলিব ? ॥ ১১ ॥

(ক) সৰ্ব্বাঃ শশঙ্কমুচুরিতি বৃন্দাবনানন্দ-গৌরপাঠঃ ।

অথ ব্রজরাজস্য সদস্যপি তস্য বৃত্তমিদং বৃত্তমাসীৎ যথাহ
স্ম সাস্ম্যতং সমাসমৌ সন্নন্দ-নন্দনৌ নন্দিতসমাজঃ শ্রীমন্নন্দ-
রাজঃ ॥ ১২ ॥

ভো ! আয়ুস্মন্তাবদ্য জাত ইব যুস্মদ্রাতৃজাতঃ স যথা
সম্প্রতি যুবাং প্রতি বর্ততে ন তথা মামিতি লক্ষ্যতে । যতঃ
কিঞ্চিৎসঙ্কুচিতবিলোচনেন মামবলোচনালোচ্যতে । যুবাভ্যাং
সহ তু মধুরবার্তাং বর্তয়মেব দৃশ্যতে ॥ ১৩ ॥

সন্নন্দ উবাচ ; -সাম্প্রতমেবেদম্ । যতঃ সাম্প্রতং তত্র-
ভবতা তত্র শিক্ষাময়বীক্ষা গান্ধীৰ্য্যমাচর্য্যতে । আবাত্যাং তু
কৌমারকালীনেহপি তস্মিন্নতিশালীনে বিধেয়তয়া পর্য্যা-
লোচিচুং ন পার্য্যতে ॥ ১৪ ॥

ততো ব্রজরাজসদস্যপি যঃ প্রদক্ষা জাতস্তং বর্ণয়তি অদেতাদিগদোন ॥ ১২ ॥

তদব্রজরাজবাক্যং কথয়তি -ভো ইত্যাদিগদোন । যুস্মদ্রাতৃজাতো মম পুত্ৰঃ ॥ ১৩ ॥

ততস্তাভ্যাং যৎ কিঞ্চিৎ তদ্বর্ণয়তি সাম্প্রতমেবেত্যাদিগদোন । সাম্প্রতং যোগ্যমেবেদং, তত্র-
ভবতা পূজোন, অতিশালীনবিধেয়তয়া অতিশয়পুষ্টতয়া আঞ্জাকারিৎসবন পাগ্যতে ন শক্যতে ॥ ১৪ ॥

অনন্তর ব্রজরাজের সভাতেও শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ চরিত্র ঘটয়াছিল । সভা-
গণের আনন্দদাতা শ্রীমান্ নন্দরাজ, মুদ্রতাস্ত্রে নিকটস্থ সন্নন্দ এবং নন্দনকে যেরূপ
বলিয়াছিলেন ॥ ১২ ॥

তাহা এই যথা—হে দীর্ঘজীবী ভ্রাতৃদয় ! অদ্যজাত বালকের আয় তোমাদের
সেই ভ্রাতৃজাত (আমারপুত্র) শ্রীকৃষ্ণ, সম্প্রতি যেরূপ তোমাদের দুইজনের প্রতি
বাবজার করিয়া থাকে, আমার প্রতি সেরূপ নহে, ইহা জানিতে পারিতেছি ।
যেহেতু আমি তাহাকে দেখিতে পারিতেছি যে, সে কিঞ্চিৎসঙ্কুচিত নয়নে আমাকে
দেখিয়া থাকে । কিন্তু সে তোমাদের দুই জনের সহিত মধুর আলাপ করিয়া থাকে
ইহাই দেখিতে পাই ॥ ১৩ ॥

সন্নন্দ বলিল, ইহা উপযুক্তই হইয়াছে । কারণ, আপনি পূজাব্যক্তি ।
সম্প্রতি আপনি শ্রীকৃষ্ণের উপর সম্পূর্ণ শিক্ষা দর্শনের জন্ত গান্ধীৰ্য্য করিয়া থাকেন

পশ্য পশ্য ।

প্রথমং নর্মামিহ মাতরমথ পিতরং ত্বাং তথৈবাস্মান্ ।

প্রত্যুষঃ প্রতিস্থহৃদং সৎ কুরুতেহসাবতীব বাল্যেহপি ॥১৫॥

অথ ক্রমাগতেষু বৎসলতয়া সমানগতেষু তদাকর্ণনার্থ-
মকিঞ্চিদ্বাদিষু শ্রীমদুপনন্দাভিনন্দাদিষু তদ্বর্ণ্যমানমন্ত্ৰ-মুখা-
দাকর্ণ্য সানন্দবিকসিতমন্দহসিতভ্রাজিষু পুনঃ সন্মন্দ-নন্দনৌ
প্রতি শ্রীব্রজরাজ উবাচ ।— ॥ ১৬ ॥

তবস্তাবেকান্তগনুভবস্তাবনুগম্য তৌ রম্যকাতরান্ধি-প্রান্তা-

তত্র শ্রীকৃষ্ণস্য সদা পয়ঃ নীতিশিক্ষণমাসীদিতি বর্ণয়তি—প্রথমমিত্যাदिপদোদ্যমঃ, নমঃ
প্রণামং ॥ ১৫ ॥

তদা চ শ্রীকৃষ্ণরামযোগোচারণে ব্রজরাজস্য তদভ্যুত্থবর্ণগত চ সম্প্রীতিজাতা তৎপ্রকারঃ বর্ণয়তি -
অপেতাদিগদোদ্যমঃ । অকিঞ্চিদ্বাদিষু মৌনিষু ॥ ১৬ ॥

একান্তং রহস্যং রম্যোতাদিরম্যমথ চ কাতরমিখদিকদিগঃ অক্ষোঃ প্রান্তঃ শেষভোগোঃ যথোক্তৌ,

কিন্তু আমরা দুইজনে, শ্রীকৃষ্ণ কোনার দশায় বিদ্যমান থাকিলেও তাকে আচ্ছা-
কারী বলিয়া চিন্তা করিতে পারি না ॥ ১৪ ॥

দেখুন, দেখুন, শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত বালাকালেও এই স্থানে প্রথমে মাতাকে,
অনন্তর আপনি পিতা বলিয়া আপনাকে এবং সেইরূপ আমাদিগকেও প্রণাম
করিয়া থাকে । পরে প্রতিদিন প্রভাত কালে প্রত্যেক বন্ধুকে সম্মান
করিয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

অনন্তর ক্রমাগত সমনতাবলম্বী শ্রীমান্ উপনন্দ, অভিনন্দ প্রভৃতি সকলেই
এই কথা শুনিবেন বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলে, এবং তাহারা সেই বর্ণিত বাক্য,
অগ্রমুখ হইতে শ্রবণ করিয়া আনন্দ বিকসিত মন্দ হাস্তে বিরাজ করিতে থাকিলে
পুনর্বার শ্রীমান্ ব্রজরাজ, সন্মন্দ এবং নন্দনের প্রতি বলিতে লাগিলেন ॥ ১৬ ॥

তোমরা দুইজনে রহস্য অল্পভব করিয়া কৃষ্ণ বলরামের অঙ্গুগমন কর । পরে

বসকুৎপ্রাতরারভ্য প্রার্থিতবস্তাবিব হঃ পূর্ব্বৈহি সমস্তাদ্ভ্রাত-
রাবতিদূরাদদৃক্ষাতাম্ ; তৎ কিমুচ্যতাম্ ॥ ১৭ ॥

নন্দন উবাচ ;—তদানীমেবেতি কিং বক্তব্যম্ । কিন্তু
চিরাদেব তয়োস্তুদভিরুচিতমুপচিতমস্তি । সঙ্কুচিতভাবাভ্যা-
মাবাভ্যাং তু ভবৎস্ব ন শ্রাবিতম্ ।

ব্রজরাজ উবাচ ;—কিন্তুৎ ?

সন্নন্দঃ সন্তিতমুবাচ ;—স্বয়মেব গবাং সেবনমিতি যৎ ।
উপনন্দ উবাচ ;—কিমুচ্যতুস্তৌ ?

সন্নন্দ উবাচ ;—আবয়োঃ প্রথমবয়োহতীতয়োস্তাতচরণানাং
স্বয়ং গোচারণমনাচারতামাচরতীতি ॥ ১৮ ॥

হঃ পূর্ব্বৈহি গততৃতীয়দিবসে, ভ্রাতরৌ রামকণৌ অতিদূরদেশঃ দ্রষ্টুমৈচ্ছতাং তৎ সত্যং
কিং ? ॥ ১৭ ॥

তদানীমেবেতি গততৃতীয়দিবস এবোতি উপচিতং বন্ধিতং সঙ্কুচিতভাবাভ্যাং ভাবোত্তিপ্রায়ঃ,
অনাচারতাং অযুক্ততাং, গোচারণতামাভ্যাং আপর্য়তি “চরণগৌ আপর্য়তি চ” ॥ ১৮ ॥

তোমরা দুইজনে রমণীয় অগচ কাতর নেত্র প্রাপ্ত বিশিষ্ট সেই দুই ভ্রাতার নিকটে
প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া বারংবার যেন কিছু প্রার্থনা করিয়াছিলে ।
অনন্তর গত তৃতীয় দিবসে চারিদিকে অলুপক্ষান করিয়া অতি দূরদেশে ঐ দুই
ভ্রাতাকে দেখিতে পাইয়াছিল । সে সম্বন্ধে কি বলিতে চাও ॥ ১৭ ॥

নন্দন বলিল, তৎকালের কথা আর এখন কি বলিব । কিন্তু বহুকাল
হইতেই দুই ভ্রাতার ঐকপ অভিশাপ বন্ধিত হইয়া আছে । কিন্তু আমরা দুইজনে
সঙ্কুচিত হইয়া আপনাদিগকে তাহা শ্রবণ করাই নাই । ব্রজরাজ বলিলেন,
তাহা কি ? সন্নন্দন মৃদুশব্দে বলিল, “স্বয়ংই ধেনুগণের সেবা করা” । উপনন্দ
বলিলেন, তাহারা দুইজনে কি বলিয়াছে । সন্নন্দ বলিল, তাহারা বলিলেন,
“আমাদের দুই জনেরই প্রধান বয়স অতীত হইয়াছে, এক্ষণে পূজ্যপাদ পিতৃদেবের
স্বয়ং গোচারণ কার্য্য কখনও ব্যক্তি সম্ভব নহে” ॥ ১৮ ॥

তদেতদ্বর্ণ্যমানমাকৰ্ণ্য তয়োমুখং নিৰ্বৰ্ণ্য সবিষ্ময়ং তুষ্ণী-
 স্তুষুতয়া বিরাজমানে ব্রজেশানে সৰ্ব্বৈহপি তমুচুঃ ;—
 যদ্যপ্যদ্য জাতাবিব স্জজাতাবমু তথাপি ক্রমং বিনা বুদ্ধি-
 নিক্রমস্ত বলসম্বলনস্ত চ সদ্ভাবাদস্মাকং বিস্মায়কাবেব ভবতঃ ।
 ইতস্ত্ব ন বিস্মায়কৌ ভবতস্তপঃপ্রভাব এব খল্বেবং ভাব-
 মাবহতীতি । ন খলু তত্ত্বংখলানাং যৎ পরিমলনং জাতং
 তত্র সহায়তানাং সহায়তা কাচিদপি পরিচিতা তস্মান্মঙ্গলমেব
 সঙ্গতং ভবিষ্যতীতি ॥ ১৯ ॥

অথ তদা চ কদাচিন্নিজগৃহণ্যাপি সহ রহসি শ্রীব্রজরাজস্য
 স এষ প্রস্তাববিশেষ আসীৎ । যত্র চ তৌ পুত্র-প্রেমযান্ত্রিততয়া
 তদেতন্মাত্রিতবন্তৌ । পশ্যামঃ সময়বিশেষমিতি ॥ ২০ ॥

ততো যদবস্তমভূতদ্বর্ণ্যত—তদেতাদিগদ্যেন । নিৰ্বৰ্ণ্য দৃষ্টৌ, ব্রজেশানে ব্রজেন্দ্রে । ইতস্ত্ব
 পরোক্তকারণাদ্, এব ভাবঃ বুদ্ধাদিসম্ভাবঃ, পরিমলনং সৰ্পতোভাবেন মরণং অত্র রস্যা লঙ্ঘনং ।
 সহায়তানাং আশুকুলানাং সহায়তা সাহায্যং ॥ ১৯ ॥

তদেবং তত্র ভাটুণান্নমোদনে জাতে নিজজায়য়া সহ যাং মঙ্গলাং চকার তাং বর্ণয়তি -
 অণেতাদিগদ্যেন । তৌ একাধীশৌ ॥ ২০ ॥

এই বর্ণিত বাক্য শ্রবণ ও উভয়ের মুখ দর্শন করিয়া, সবিষ্ময়ে মৌনাবলম্বন
 পূৰ্ব্বক ব্রজরাজ অবস্থিতি করিলে, সকলেই তাঁহাকে বলিতে লাগিল ; যজ্ঞপি
 অজ্ঞজাত বালকদ্বয়ের মত এই দুই পুত্র ব্যবহার করিতেছে, তথাপি ক্রম বাতীত
 বুদ্ধির প্রকাশ এবং বলের সংযোগ হওয়ায়, উভয়েই আমাদের বিস্ময় উৎপাদন
 করিতেছে । পরে যে কারণ উক্ত হইয়াছে, তাহা দ্বারা এই দুই জনে
 বিস্ময়কারী নহে । আপনার তপস্তার মতিমা নিশ্চয়ই এইরূপ বুদ্ধি প্রভৃতি
 ভাব উৎপাদন করিতেছে । তত্ত্বং জুষ্টগণের যে সৰ্পতোভাবে মরণ হইয়াছে,
 তদ্বিষয়ে নিশ্চয়ই সমস্ত আশুকুল্যের কোনও রূপ সাহায্য পরিচিত হয় নাই ।
 অতএব অবশুই মঙ্গল সঙ্গত হইবে ॥ ১৯ ॥

অনন্তর তৎকালে কোন এক দিবসে নিজ গৃহিণীর সহিত নিৰ্জনে শ্রীব্রজ-

তদা চ দিনকতিপয়ানন্তরং সভায়াং ভাসমানায়াং শ্রীব্রজ-
রাজস্য বৈলক্ষ্যমালক্ষ্য সর্বেহনর্বাচীনগোপা মিথো নিরীক্ষ্য
হসন্তি স্ম ॥ ২১ ॥

তত্র চ শ্রীব্রজরাজে কথং কথমিতি সস্মিতমুক্তবতি বদন্তি
স্ম ।—যদস্মাভিরকস্মাদ্বিস্মায়নমনুভূতং তদেব ভবন্তিরপীতি
সম্ভাব্যতে । ব্রজরাজ উবাচ—কথ্যতাং তাবতথ্যং ভবন্তিঃ ?
সর্ব উচুঃ ;—যদ্যপি চিরত এবদং চরিতং তথাপি ভবতাপি
গোচরিতেন গো-চরিতেনাভীব রচিতং । যৎ খলু সর্বং
গোজাতং ন তু ভবজ্জাতমন্তরাপদমপি পদঃ প্রদদাতি ।
কথঞ্চিন্তেনৈবাগ্রাবস্থিতেনাগ তাঃ প্রস্থাপিতাঃ সন্তি ॥

তদনন্তরং যদব্রজমহুত্ত্বর্গয়াতি—তদা চে চ্যাদিগদ্যেন ॥ ২১ ॥

তদা তু ব্রজরাজস্য মপেযাক বাক্যবাক্যে বর্ণয়তি—তত্র চে চ্যাদিগদ্যেন । চিরতঃ বহুকালে

রাজের সেই রূপই বিশেষ এক প্রস্তাব ঘটয়াছিল । যে প্রস্তাবে উভয়েই
পুল্পপ্রেমে নিমগ্ন হইয়া এই রূপই মদ্রণা করিয়াছিলেন ; আইস আমরা
সময় বিশেষ প্রতীক্ষা করি ॥ ২০ ॥

তৎকালে কিছুদিনের পর প্রদীপ্ত সভামধ্যে শ্রীমান্ ব্রজরাজের বিস্ময় দর্শন
করিয়া সমস্ত প্রাচীন গোপসকল, পরস্পর নিরীক্ষণ করিয়া হাস্ত
করিয়াছিল ॥ ২১ ॥

তথায় শ্রীব্রজরাজ “কেন কেন” এইরূপে সচাশ্বে বলিলে পর, সকলেই
বলিতে লাগিল । আমরা যেমন অনুভব করিয়াছি তাহা এই যে, শ্রীকৃষ্ণ
আমাদিগকে ভুলাইয়াছে, এখন বোধ হইতেছে, আপনারাও সেইরূপ অনুভব
করিয়াছেন । ব্রজরাজ বলিলেন, তবে আপনারা সভা কথা বলুন । সকলে
বলিল, যত্নপি বহুকালের পর এইরূপ অনুষ্ঠিত হইয়াছে সভা, কিন্তু তথাপি আপনিও
গোচারণ লক্ষ্য করিয়া এইরূপ করিয়াছেন । কারণ সমস্ত গোবৃন্দ আপনার
পুল্প বাতীত নিশ্চয়ই পদাক্রমণীয় (পাদচারোপসৃক্ত) ভূমিখণ্ড ব্যাপিয়াও পদক্ষেপ
করে না । অতঃ শ্রীকৃষ্ণ অগ্রে অবস্থান করিয়া অতিকষ্টে সেই সকল দেখু

ব্রজরাজ উবাচ ।—তদিদমকস্মাৎ কথং জাতম্ ? সর্ব্ব উচুঃ ;—ভবংপুত্রঃ কুত্রচিদ্যত্র স্নেহং ব্যঞ্জয়তি তত্র সর্ব্বত্র চৈবং দৃশ্যতে । ব্রজরাজ উবাচ ;—তর্হি কিমগর্হিতমর্হিতং স্মাৎ ? সর্ব্ব উচুঃ ;—যত্র গত্যান্তরং নাস্তি তৎ খল্বনন্তরমেব বিধাতুং যুক্তং । বভু তত্রভবন্তস্তত্র ভীতায়ন্তে তৎ পুনর্ব্বৎস-পালনেহপি ন তুচ্ছায়তে ; কিন্তু ভবন্তপ এব প্রতপতি প্রতী-পানিতি প্রতীয়তে । তস্মাদ্ভবতাদ্ভবতামনুজ্ঞা ; যা পর-ম্পরয়াপি পরম্পরমপ্যমঙ্গলং তারয়িষ্যতি ॥ ২২ ॥

অথেদমাকর্ণ্য নিব্বর্ণনত এব জ্ঞাপিতানুজ্ঞানিজসমাজে শ্রীমন্মন্দ-

গোচারিতেন গোপরিচর্যয়া । ভবজ্জাতং অন্তরা বিনাপি পদং বাবদায়ং, তেন কৃষ্ণেনৈব ভা গাবঃ । অগর্হিতং গোচারণং অর্হিতং পূজাং স্মাৎ । ভবন্তপঃ তপস্তা ॥ ২২ ॥

রাম-কৃষ্ণয়োঃ প্রথমগোচারণে সময়ং নির্বেহুং যদ্বন্তমভূতদ্বর্ণয়তি অপেদমিত্যাদিগদ্যেন । আকর্ণ্য প্রমা নিব্বর্ণনতঃ শ্রবণতঃ, জ্ঞাপিতেতি জ্ঞাপিতা অনুজ্ঞা যত্র এবমুভো যো নিজসমাজঃ

প্রেরণ করিখাছেন । ব্রজরাজ বলিলেন, অকস্মাৎ এরূপ কাণ্ড কেন ঘটিল ? সকলে বলিল, আপনার পুত্র, যে কোন বিষয়ে স্নেহ প্রকাশ করেন, সেই সমস্ত বিষয়েই এইরূপ দেখা গিয়া থাকে । ব্রজরাজ বলিলেন, তবে কি অনিন্দিত গোচারণ পূজা হইতে পারে ? সকলে বলিল, যে স্থানে গত্যান্তর না থাকে, সেই স্থানে নিশ্চয়ই তৎকালে সেই বস্তুর অনুষ্ঠান করা উচিত । আর আপনারা পূজ্যপাদ হইয়াও তথায় যে ভীত হইয়াছিলেন, বৎস পালন করিলেও পুনর্ব্বার কিন্তু তাহা তুচ্ছ হইতে পারে না । কিন্তু আপনার তপস্তাই প্রতিকূল ব্যক্তিদিগকে ক্লেষ দান করিয়া থাকে, ইহা প্রতীত হইতেছে । অতএব আপনাদের অহুমতি হউক, যে অহুমতি পরম্পরা ক্রমেও প্রচুর অমঙ্গল নাশ করিবে ॥ ২২ ॥

অনন্তর এই কথা শুনিয়া শ্রীমান্ নন্দরাজ শ্রবণ মাত্রেই নিজ সভাসদগণের উপর অহুমতি প্রদান করিলে, শ্রীমান্ উপনন্দ, সকলের অহুমতি লাভ করত আনন্দলাভ পূর্ব্বক বিখ্যাত কীর্ত্তিসম্পন্ন দৈবজ্ঞ পণ্ডিতদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন ।

রাজে সর্বানুগতিলকানন্দঃ শ্রীমানুপনন্দঃ প্রথিতসমজ্ঞান্ সময়জ্ঞান্
জিজ্ঞাসয়ামাস, তৈরপি বুধশ্রবণ-সুখপ্রদমঙ্গলশ্রবণ-সম্পদ-বুধ-
শ্রবণবিশিষ্টায়ামবহুলবাহুলাফটম্যাং বহুলাপালনং (বহুলং) এত-
দিষ্টমিত্যাদিষ্টম্ । শ্রীমন্নন্দাদয়শ্চ সর্বৈ দুন্দুভিনর্ঘোম্ণেণ ঘোষে
তস্মিন্মির্বিবশেনমহাস্পত্যয়মহমহমিকয়া মহং(ক) প্রচারয়ন্তুস্তদ্বৎস-
চারণবৃহত্বৎসবনপ্যাতিচরন্তুস্তৎ (খ) সমাচরন্তু স্ম ॥ ২৩ ॥

একৈশ্বকস্য চেষ্টন্তু বঁষ্ট্রাণি স্যুঃ সদাহযুতম্ ।

তদা তদ্বক্তৃমিচ্ছন্তু নদ্যায়ুঃ সৰ্বদায়ুতম্ ॥ ২৪ ॥

নিজসভানন্দমস্ত তস্মিন্, সপ্তেধামত্মমাত্মনঃ তদবধা ত্রাং, প্রণতিসমজ্ঞান্ প্রণতিং প্যাতা সমজ্ঞা
বুদ্ধিযেধাং তান্ জ্যোতিৰ্ভিদঃ তে জ্যোতিৰ্ভিদো, বুধেতি ব্ধানাং অবগম্যপ্রদঃ মজ্জলং
বস্মাং এবভূতে শ্ৰবণে সজ্জোঃ সো ব্ধবরিস্তস্মিন্ যং শ্ৰবণং অবগামজ্জোঃ তেন বিশিষ্টায়্য
অবজ্জলা শ্ৰীয়া বঃ বজ্জাশ্চিদাঃ কাড়িকমানাশ্চিদাঃ সজ্জাঃ বজ্জানানাং ধেনুনাং পালনাং । যোসে জে,
অহস্মিতয়ং দিবসসহঃ, অহমস্মিতয়ং, পরস্মৈমাধুগায়স্য, মধুংসবঃ তদ্বৎসবৃহদ্বৎসতরধেমু-
চারণং ॥ ৩৩ ॥

‘‘শ্রীকৃষ্ণা বৃষ্ণা বর্ণনাঃ কৃত’’ ন কোর্ভাশা শাস্ত্রাভিঃ বর্ণয়তি - একশ্রেণ্যাদিপদেন ॥ ২৪ ॥

জ্যোতিষিৎ পণ্ডিতেরাও আদেশ করিয়াছিলেন যে, কাঙ্ক্ষিত মাসের শুক্লপক্ষীয় অষ্টমী তিথিতে শ্রবণা নক্ষত্রসং বৃদ্ববারে এই পেল্লগণের পালনই উত্তম কার্য। এই সকল বিষয়ের কথা শ্রবণে শ্রবণ করিলেও পণ্ডিতগণের শ্রবণে মঙ্গল জনক স্থথ উৎপন্ন হয়। প্রীমান নন্দ প্রভৃতি সকলে ছদ্ম্ভি বাদ্যের সহিত সেই ব্রজমধো, নির্বিশেষে তিন দিবস, পরস্পর আত্মশ্লাঘা করত, উৎসব প্রচার পূর্বক সেই বৎস চারণরূপ বৃত্ত উৎসবকেও অতিক্রম পূর্বক কেবল সেই কৃষ্ণ কর্তৃক গোচারণের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন ॥ ২৩ ॥

এক এক বক্তার মুখ যদি দশ সহস্র হয় এবং তাহাদের পরমাণু যদি দশ

(କ) “ମହାପ୍ରଚାରୟତ୍ବ” ଈତି ବ୍ର. ଏନାନନ୍ଦ-ଗୌରୀପାଠ: ।

(খ) “সুদ্ব্যসচারণঃ ব্রহ্মসত্ত্বমপাতিতব্রহ্মস্বং” বীও মাণ্ডুপাঠঃ, পাঠোদয়ঃ টীকাকৃতঃ

सम्प्रतः।

দিগ্‌দর্শনং তু যথা ;—

গোপালোচিতনব্যবেষবলনৈরক্ষাবিধানৈর্দ্বিজা-

দ্যাশীর্ভিঃ স্তুদিনাহলভ্যরচনৈব্রজ্যাহ্নীরাজনৈঃ ।

সঙ্গানাস্থিতবাদ্য-নৃত্য-নিকরৈঃ শশজ্জয়াদ্যারবৈঃ

শ্রীমান্ গোপমহেন্দ্রসূনুরগমদ্রামেণ ধেনূরনু ॥ ২৫ ॥

তদনুগতিরীতিরীতিব চ গম্ভব্যা । বাদ্যগীতমঙ্গলপরীতং
পুরোধসঃ পুরোধায় ধেনুঃ সন্নিধায় তাশ্চ পাদ্যাदिভির্জিতা
বিধায় মধুরগ্রাসৈস্তাসাং সমগ্রাণাং তৃপ্তিমাধায় তাস্ম নতিপ্রভু-
তিভির্মানুপপাদয় পুনশ্চ প্রদানদক্ষিণাভিঃ পুরোহিতাদীনক্ষীণা-

তদ্ব্যবহৃতকদেশং বর্ণয়তি—গোপালোচিতৈতি পদ্যেন । বলনৈরিত্যাদৌ উপলক্ষণে তৃতীয়া ।
স্তুদিনেতি, মঙ্গলাহলভ্যরচনগীতিযোগ্যনিরাজনৈরিত্যর্থঃ । ব্রজ্যা গীতিঃ । অর্হো যোগাঃ । সঙ্গানং
সমাক্‌গীতং, ধেনূরনু ধেনুনাং পশ্চাৎ রামেণ সহ ॥ ২৫ ॥

গোচারণার্থং বনগমনে পরিপাট্যং বর্ণয়তি—তদবিত্যাদি গদ্যেন । ইতীব চ

সহস্র বৎসর হয়. তবে তাহারা একদিনের গোচারণের বিষয় বলিতে ইচ্ছা
করিতে পারে ॥ ২৪ ॥

তন্মধ্যে সামান্য মাত্র কথিত হইতেছে ।

যথা :—গোপালের উপযুক্ত নববেশে সজ্জিত হইয়া রক্ষাবিধান ঔষধাদি
ধারণ ও ব্রাহ্মণাদির আশীর্বাদ গ্রহণ পূর্বক মঙ্গল দিবসে সভ্য বাক্য সমূহের
সমুচিত নীরাঞ্জনা লইয়া স্নানধুর সঙ্গীত সমবেত বাজ্ঞ এবং নৃত্য সকল দর্শন
এবং শ্রবণ করিয়া ও অবিরত বাজ্ঞাদির শব্দ শুনিয়া শ্রীমান্ গোপরাজ পুত্র,
বলরামের সঙ্গিত, ধেনুগণের পশ্চাৎ গমন করিলেন ॥ ২৫ ॥

ধেনুগণের অনুগমন রীতি এই প্রকারই জানিবে । বাদ্য এবং সঙ্গীত দ্বারা
মঙ্গলাচার পূর্বক পুরোহিতদিগকে অগ্রে করিয়া, ধেনুদিগকে সন্নিহিত করিয়া,
এবং পাদ্য অর্ঘ্যাদির দ্বারা তাহাদের পূজা করিয়া, মধুর গ্রাম দ্বারা সেই সমস্ত
ধেনুদিগের তৃপ্তি উৎপাদন করিয়া, প্রণাম দক্ষিণাদি কার্য্যদ্বারা তাহাদের সম্মান

নন্দান্ সন্ধায় শ্রীমৎপিতৃচরণাদীন্ মঞ্জুলাঞ্জলিবলিতমগ্রতো
নিধায় স্থিতবতি সাগ্রজে তন্মিম্ববরজে শ্রীমাংস্তৎপিতা ব্রজরাজ-
স্তাবন্মাণিময়লকুটীং (ক) তৎকরে ঘটয়ামাস । শ্রীমতী
তন্মাতা চ ব্রজরাজ্ঞী ভালে তিলকং নিদধে, নিধায় চ
সা ॥ ২৬ ॥

রাম ! প্রাগস্ত্য পশ্চাদ্ভব সুবল ! যুবাং শ্রীলদামন্ ! সুদামন্ !
দোঃ পার্শ্বস্থৌ ভবেতং দিশি বিদিশি পরে সন্ত চাত্মীয়বন্ধোঃ ।
ইথং হস্তে বিধৃত্য প্রতিশিশু দিশতী তত্র কৃষ্ণস্ত মাতা
তত্তৎকর্ণাপিকারশ্রিয়মপি দদতী নেত্র-নীরৈরাসিক্ত ॥ ২৭ ॥

এবংপ্রকারঃ । অর্কগানন্দান্ ন ক্ষীণ আনন্দো যেবাং পূর্ণানন্দান্, অবরজে কৃষ্ণে । লকুটী
যষ্টিঃ ॥ ২৬ ॥

তদা শ্রীব্রজরাজ্ঞ্যা বাৎসল্যকৃত্যং বর্ণয়তি রাম ! প্রাগম্যোতি পদেন । অস্ত কৃষ্ণস্ত আত্মীয়-
বন্ধোঃ কৃষ্ণস্ত । প্রতিশিশু শিশুন্ প্রতি । অসিক্ত সিক্তবতী ॥ ২৭ ॥

করিয়া, এবং পুনস্কার প্রদান এবং দাক্ষণাদারা পুরোহিতাদিগকে পূর্ণানন্দ করি-
লেন, মনোহর অঞ্জলিবন্ধ পৃথক পৃথ্যপাদ শ্রীমান্ পিতৃদেবকে অগ্রে রাখিয়া
জ্যোষ্ঠের সহিত শ্রীমান্ শ্রীকৃষ্ণ অবস্থান করিলে, তদীয় পিতা শ্রীমান্ ব্রজরাজ,
একগাছি মণিময় যষ্টি, শ্রীকৃষ্ণের হাতে অর্পণ করিলেন । শ্রীকৃষ্ণের জননী
শ্রীমতী ব্রজেশ্বরীও তাঁহার ললাটে তিলক পরাইয়া দিলেন ॥ ২৬ ॥

তথায় শ্রীকৃষ্ণের জননী, শ্রীকৃষ্ণের ললাটে তিলক পরাইয়া বলিলেন, বৎস
বলরাম ! আত্মীয়গণের বন্ধু এই শ্রীকৃষ্ণের অগ্রে তুমি অবস্থান কর । বৎস
সুবল ! তুমি ইহার পশ্চাতে অবস্থান কর, বৎস শ্রীমন্ দামন্ ! হে শ্রীমন্ সুদামন্ !
তোমরা দুইজনে শ্রীকৃষ্ণের হস্তদ্বয়ের পার্শ্বে অবস্থান কর । আর অত্নাত্ত বালক
সকল, অত্নাত্ত দিকে অবস্থান করুক । এইরূপে প্রত্যেক শিশুকে আদেশ
করিয়া, এবং তত্তৎ কর্ণের অধিকার শোভাও দান করিয়া, নেত্রজলে বালক-
দিগকে অতিসিক্ত করিয়াছিলেন । ২৭ ॥

(ক) লকুটী লাগিতি যস্তাঃ প্রসিদ্ধাঃ । সা চ লুট্রা জ্যেষ্ঠা প্রায়শো লিঙ্গসামান্যাদকার্ধে
ঋণ্ । যথা—ঘটঃ ঘটী । বনং বনী । ইত্যাদিঃ ।

অথ রোহিণীবৃংহিতশু(রু)চিসম্পদ্বপনন্দ-গৃহিণীসংহিতমহিত-
মহিলাভিঃ সহিতং যথাযথং সম্ভ্রমিতে নানামঙ্গলে ভুবি দিবি চ
(ক) মহামহবহলকুশল-কুতুহল-কোলাহলমনুমাতরং পিতরং
কাংশ্চিদন্তাংশ্চ নমস্কৃত্য কৃতকৃত্যতয়া জিহি-জিহি-কারেণে-
রিতাশ্চ গাবঃ স্বাভিমুখমেব স্থিতা ন প্রস্থিতবত্য ইত্যনুপপত্ত্যা
প্রত্যাসন্নান্ গুরুন্ পরাবর্ত্য তাসাং পুরত এব সবলসখং স
প্রস্থিতবান্ । প্রস্থিতবতি চ তত্র শ্যামবর্ণে তর্ণকাগ্রমতা-
নির্ব্বর্ণনেবেব মন্দং মন্দং গচ্ছন্তং গাবস্তমহগচ্ছন্ ॥ ২৮ ॥

ততঃ সরামস্ত কৃষ্ণস্ত সোভিঃ সহ বনপ্রস্থানং বর্ণয়তি—অথেষ্যাদিগদ্যেন । রোহিণীত্যাदि ।
রোহিণী বৃংহিতা বৃদ্ধা শুচিঃ প্রশস্তা সম্পদ্যস্তা এবস্তুতা যা উপনন্দগৃহিণী তয়া সংহিতা মিলিতা
মহিলাঃ সম্মানিতাঃ বা মহিলাঃ স্থিযঃ তাভিঃ সহিতং যথা স্মাৎ । মহামহেত্যাदि মহতা মহবহলেন
উৎসবপ্রচুরেণ সহ কুশলকুতুহলকোলাহলে। যত্র তদ্বৎ স্মাৎ পরাবর্ত্য গৃহে প্রেমিয়ন্ত। শ্যামবর্ণে
কৃষ্ণে, তর্ণকেতি বৎসানামগে পমনদশনেবেত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

অনন্তর পূজ্য এবং সম্মানিত নারীগণ, রোহিণী কর্তৃক পরিবর্তিত প্রশস্ত
সম্পত্তি যুক্ত, উপনন্দ পত্নীর সহিত মিলিত হইলে, ভূতলে এবং দেবলোকে যথা-
বিধি নানাবিধ মঙ্গল কার্য্য সম্ভবীকৃত হইলে, সমধিক ও প্রচুর উৎসব দ্বারা মঙ্গলময়
কৌতুক কোলাহলের সহিত, মাতা পিতা এবং অন্তান্ত কতিপয় লোকদিগকে নম-
স্কার করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ কৃতার্থ হইলেন । অনন্তর তিনি “জিহি জিহি” ইত্যাকার
শব্দে ধেনুদিগকে প্রেরণ করিলেন । কিন্তু তাহারা তাঁহার সম্মুখেই রহিল, প্রস্থান
করিল না । এইরূপ অসঙ্গত দেখিয়া বলরামের সখা, সেই শ্রীকৃষ্ণ নিকটবর্তী
গুরুজনদিগকে গৃহে প্রেরণ করিয়া, ঐ সকল ধেনুর সম্মুখেই প্রস্থান করিলেন ।
সেই নীলবর্ণ শ্রীকৃষ্ণ প্রস্থান করিলে, বৎসগণের অগ্রে গমন দর্শন করিবার জন্তই
যেন শ্রীকৃষ্ণ ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিলেন, এবং ধেনুগণ তাঁহার অনুগমন
করিতে লাগিল ॥ ২৮ ॥

(ক) মহামহবহলকুশল ইতি বৃন্দাবনানন্দ-গৌরপাঠঃ ।

তদেবং শ্রীকৃষ্ণরামাবেতাবথ স্বানুগমনকমন(মন)কান্ জননী-
জনকপ্রধানপ্রবয়স্কান্ জনান্ কথংকথমপি ততঃ পথং
শ্লথয়িত্বা স্বাত্মানমপি তল্লোচনশৃঙ্খলামোচনান্মোচায়িত্বা সখিভি-
রপ্যখিলবিলান্তি(ম্বি)ললিতৈর্নবগোপমহসোপবলিতৈঃ সহ সহসা
হসন্তৌ লসন্তৌ চারায় মध्ये মध्ये স্তক্কানিখলগবীকৌ লক্ক-
মনোগবীকৌ সুবলিতচলিতং গোবর্দ্ধন-দিশমুদ্दिश्य চলতঃ স্ম ।
যত্র গাবঃ সঙ্কেতিতস্বরাদিবিশেষেণৈব মিথঃ সঙ্কীর্ণা
বিকীর্ণাশ্চ ভবন্তি স্ম । ন তু দণ্ডেনোপঘাতং বিশীর্ণাঃ
ক্রিয়ন্তে স্ম ॥ যত্র চ সখিষু তাভ্যাং সহ পরস্পরং
মণ্ডয়ন্তেবু নন্দয়ন্তেবু ক্রীড়াজনয়ন্তেবু চ পরমকৌতুকমাবির্ভবতি
স্ম ॥ ২৯ ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণরামগোবর্দ্ধনাদিপ্রবেশদীলাং বর্ণয়তি--তদেবমিত্যাদিগদ্যেন । কথমপি কথঞ্চিৎ-
প্রকারেণ ততঃ পথস্তদ্ব্যধিনমাগাৎ । তদিত্যেবং জনস্বাদীনং লোচনমেন শৃঙ্খলং লোহরজ্জুঃ
তেন বনমোচনং বননং তস্মাৎ । আপ্যলোভ আপ্যনানি বিলস্তানি পিষ্টশয়ানি ললিতানি ঈপিতানি
যেষাং তৈঃ, মহসা জ্ঞানেন স্তক্কানিখলগবীকৌ স্তক্কানিখলাং গব্যাং মাভ্যাং হৌ । লক্কমনোগবীকৌ
লক্কমনোরথৌ সুবলিতচলিতং যথা পদবিজ্ঞানং যথা স্মাৎ । সঙ্কীর্ণা মিলিতাঃ বিকীর্ণা অমিলিতাশ্চ
দণ্ডেনোপঘাতং দণ্ডেনোপঘাত্য মণ্ডয়ন্তেবু হিত্যাদিষু ক্রিয়ু শীলার্গে প্রযত্নঃ ॥ ২৯ ॥

অনন্তর এইরূপ নিয়মেই এই কৃষ্ণ এবং বলরাম জননী, জনক, এবং প্রধান
প্রধান প্রাচীন ব্যক্তিদিগকে আপনাদের অনুগমনে কৃতঃকল্প জানিতে পারিয়া
ছিলেন, স্মরণ্য কোন প্রকারে সেই বনপথে গমনচ্ছা হইতে তাঁহাদিগকে শিথিল-
বদ্ধ করিয়া, এবং আপনাদিগকে ও তাঁহাদেব নেত্ররূপ লৌচ-বন্ধন-রজ্জু হইতে মুক্ত
করিয়া, নবীন গোপতেজে পরিব্যাপ্ত সমধিক বিবিধ বিলাসকারী সহচরবৃন্দের
সহিত, সহসা হাসিতে হাসিতে এবং শোভা পাইতে পাইতে, বিচরণের জগ্ন মध्ये
मध्ये নিখিল ধেমুদিগকে স্তক্ক কৰ্ণা, লক্ক মনোরথ হইলেন । যথাবিধি পদ
বিজ্ঞান পূর্বক, গোবর্দ্ধন পন্থের উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন । যে স্থানে ধেমুগণ
বিশেষ বিশেষ সাক্ষেতিক শব্দাদি দ্বারাই পরস্পর কখন মিলিত হইত, এবং কখন

তদেতন্নির্বৰ্ণ্য দেবৈৰ্বৰ্ণিতং যথা ॥ ৩০ ॥

প্রত্যেকং গাব এতা বহিরাপি চ হরেঃ প্রাণরূপা যদাসাং
শশ্বত্ত্বেণৌ চ তৃপ্তিং ক্ষুধি চ কলয়তি ক্ষুধিকারং স এষঃ ।

আনীয়ানীয় চেতা নিজ-হৃদি বিদধদব্রূণসৌখ্যং দধানঃ
ল্লিষ্যন্নু চৈৰ্বিচিষ্মন্নশনমূপদদৎ পালয়ন্ স্নেন ভাতি ॥ ৩১ ॥

উশ্রাণাং প্রাণসাম্যং বহতি হরিরমৃন্তং বিনা রিক্তচিত্তা-
শ্চিত্তপ্রায়াঃ সমস্তাদ্যদিহ বনততি-শ্রীনিভা বিস্মুরন্তি ।

তাল্লাভাদব্রূণদৃষ্টিশ্রবণসরসনস্পর্শযোগাদ্ বলন্তে ।

কিস্তু স্মৃতিত্রেমেতদ্বহিরূপবলিতং তেষু তং স্বাদয়ন্তি ॥ ৩২ ॥

নির্বৰ্ণ্য দৃষ্ট্য ॥ ৩০ ॥

তৎ পরমকৌতুকং বর্ণয়তি—প্রত্যেকমিত্যাदिपदोन् । আসাং গবাং, অশনং ভোজনং ॥ ৩১ ॥

যথা ধেনুযু শ্রীকৃষ্ণস্ত ভাবস্তথা ধেনুনাং তন্মিল্লিতি বর্ণয়তি—উশ্রাণামিত্যাदिपदोन् । উশ্রাণাং
ধেনুনাং অমৃঃ উপ্রাঃ চিত্তপ্রায়া আশ্চর্য্যাবল্লাঃ, চিত্তপ্রায়স্বঃ নির্দিগতি— যদিহেত্যাদি—বনততি

বিযুক্ত হইত । কিন্তু দণ্ড দ্বারা আঘাত করিয়া কখনও তাহাদিগকে পৃথক্ করি-
তেন না । এবং যে স্থানে সহচরগণ কৃষ্ণ এবং বলরামের সহিত পরস্পর পরস্পরকে
অলঙ্কৃত, আনন্দিত এবং ক্রীড়ায় নিমগ্ন করিলে, পরম কৌতুক আবির্ভূত
হইয়াছিল ॥ ২৯ ॥

এইরূপ দর্শন করিয়া দেবতাগণ বর্ণনা করিয়াছিলেন ॥ ৩০ ॥

যথা—আপচ এই প্রত্যেক ধেনুই শ্রীকৃষ্ণের বহিঃস্থিত প্রাণতুল্য । কারণ,
এই শ্রীকৃষ্ণ এই ধেনুগণের তৃপ্তি হইলে বারংবার তৃপ্তি, এবং ইহাদের ক্ষুধা হইলে
বারংবার ক্ষুধাজনিত বিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । ইনি ইহাদিগকে বারংবার
আনয়ন পূর্বক, আপনার বক্ষঃস্থলে করিয়া, ঘ্রাণ সুখলাভ করত, আলিঙ্গন ও
অত্যন্ত অবেষণ পূর্বক তাহার সংগ্রহ করিলেন এবং সেই খাদ্য তাহাদিগকে দান
এবং পালন করিয়া আপনি শোভা পাইতেছেন ॥ ৩১ ॥

শ্রীকৃষ্ণ ধেনুগণের প্রাণ সাদৃশ্য ধারণ করিতেছেন । ঐসকল ধেনুগণও শ্রীকৃষ্ণ
ব্যতিরেকে শূন্য হৃদয়, চিত্তিভের স্রাব হইয়াছে যে হেতু চারিদিকে এইস্থানে বন-

আহুতং কুরুতে হরিঃ সখিজনং সোহপ্যেনমেবং তথা
বক্তি শ্লিগ্যাতি জিহ্বতি প্রহসতি ক্ষকং স্পৃশন্ কর্ষতি ।
আস্তাং তচ্চ মহাদ্ভুতং শৃণুত ভো ! যদ্যন্তরং তর্ক্যতে
নৈবাত্মা পৃথগস্ত তস্মৈ চ ভবেদিত্যেব বিজ্ঞায়তে ॥ ৩৩ ॥

বদতি সখিসমূহঃ কৃষ্ণরামাবিতীদং
কচিদিপি বিনিমায় প্রাহ তত্তচ্চ যুক্তম্ ।
কলয়ত যদিমাবপ্যাঅনঃ স্থান এব
ক্ষুটিগিহ বিদধাতে যান্মথস্তত্র তত্র ॥ ৩৪ ॥

শ্রীনিভা বনসমূহশোভাকুল্যাঃ । তন্নাত্মাং কৃষ্ণশ্চ প্রাপ্তেঃ । স্বার্থেত্যাदि রসনেন আশ্বাদেন সহ
স্পর্শঃ স্বাগাদীনাং পক্ষানাং যোগাৎ বলন্তে কুল্লন্তি তেহু স্বাগাদিষু ॥ ৩২ ॥

গোষ্ঠে শ্রীকৃষ্ণাদীনাং বিলাসং বর্ণয়তি—আইত্মিত্যাदिপদাঘয়েন । সোহপি সখিজনোহপি ।
এনং কৃষ্ণঃ । আত্মা বিলাসরূপত্বাৎ ॥ ৩৩ ॥

তত্র চ মিত্রাণাং প্রেমকৃত্যঃ বর্ণয়তি—বদতীত্যাदिপদ্যেন । বিনিমায় শ্রীরামশ্চ প্রাপ্তভাবেন
আত্মনঃ পরমাত্মস্বরূপত্বাৎ ॥ ৩৪ ॥

শ্রেণীর শোভার তুল্য ইহয়া বিরাজ করিতেছে । তাহারা শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইলে
স্রাগ, দর্শন, শ্রবণ, রসন এবং স্পর্শ যোগ হেতু ক্ষুধিত্তি পাইয়া থাকে । কিন্তু ইহাই
আশ্চর্য্যের বিষয় যে, তাহারা স্বাগাদি বিষয় সম্বলিত শ্রীকৃষ্ণকে বাহিরে আশ্বাদন
করিয়া থাকে ॥ ৩২ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বন্ধুজনকে আহ্বান করিতেন, বন্ধুজনও শ্রীকৃষ্ণকে ঐরূপে আহ্বান
করিত, তাঁহার সহিত কথা কহিত, তাঁহাকে আলিঙ্গন করিত, আশ্রয় করিত,
উপহাস করিত, এবং স্কন্ধস্পর্শ করিয়া আকর্ষণ করিত । এই বিষয়ের কথা
এখন থাকুক, ওহে ! তোমরা এষ্ট একটা মহাশ্রুত্যা শ্রবণ কর । যদি তোমরা
পরস্পরের প্রভেদ স্বীকার কর, তাহা হইলে কখনও শ্রীকৃষ্ণ এবং তদীয়
বন্ধুজনের আশ্রয় পৃথক হইতে পারে না : কেবল ইহাই জানিতে পারা যায় ॥ ৩৩ ॥

সহচরগণ কখন কখন ‘রামকৃষ্ণ’ এই কথার পরিবর্তে ‘কৃষ্ণ-রাম’ এইরূপ
কথাও বলিতেন, ইহাও উপযুক্ত হইয়াছে । যেহেতু তোমরা এই দুই জনকে

অথ তদেবং চ স্থিতে পূর্বত এব তদীয়বিমলপরিমল-
মাধুরীধারানন্দিত-বিদূরগবুন্দাবনস্থির-চরজীবাবলীভিজীবাভূতয়া-
জীব্যমানো সম্প্রতি তু সৰ্বা এব তা দেবতাপূৰ্বাঃ পরমা-
পূৰ্বদৰ্শনস্পৰ্শনাদিভিল্লপৰ্কৰ্ণঃ কুৰ্বাতে স্ম ॥ ৩৫ ॥

যাঃ খলু সৰ্বাতিযায়িস্থখদায়িতয়ান্বেষামপি পুণ্যায় পুণ্য-
ফলায় নৈপুণ্যমাসেছুঃ ॥ ৩৬ ॥

তত্রৈব চ সৰ্বস্বখশংসিনী বংশী সৰ্বমাত্মানং চ কৃতার্থতাং
প্রাপিতবতী ॥ ৩৭ ॥

তদনন্তরবৃত্তং বর্ণয়তি—অথৈতাদি গদ্যেন । তদীয়েতাদিসুগমং । জীবাভূতয়া জীবনোপায়ত্বেন ।
আজীব্যমানো উপজীব্যো । সৰ্বা জীবাবলয়ঃ । পরমেতি পরমাপূৰ্বদৰ্শনস্পৰ্শনাদিভিঃ করণৈল্লক্ণং
পৰ্কৰ্ণ উৎসবো যৈঃ তে ॥ ৩৫ ॥

তাঃ পূৰ্বোক্তবৃন্দাবনস্থিরচরজীবাবলীনাং মাহাত্ম্যং বর্ণয়তি—যা ইত্যাদি গদ্যেন । সৰ্বকতি,
সৰ্বমতিযন্তং অতিক্রমিতুং শীলমস্ত এবন্তুতং যৎ স্থখং তদায়িতয়া ॥ ৩৬ ॥

তএপি চ বংশিকায় মাহাত্ম্যাতিশয়ং কৃতার্থতাল্পং বর্ণয়তি । তত্রৈবেত্যাদি গদ্যেন ॥ ৩৭ ॥

পরমাত্মার স্থানীয় বলিয়া জানিও । এই হেতু ইহারা হই জনে, এই স্থানে, পরস্পর,
প্রকাশে তত্ত্বং বিষয়ে এইরূপ বিধান করিয়া থাকেন ॥ ৩৪ ॥

অনন্তর এইরূপ ঘটনা ঘটিলে, পূৰ্বেই তদীয় বিমল পরিমল মাধুরীর প্রবাহ
দ্বারা আনন্দিত হইয়া অত্যন্ত দূরবর্তী, বৃন্দাবনের স্থির সঞ্চারী জীবগণ, প্রাণের
মত কৃষ্ণ বলরামকে সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিল । এইরূপে বৃন্দাবনস্থ জীবগণের
উপজীব্য, ঐ হই ভ্রাতা, পরম অপূৰ্ব দৰ্শন স্পৰ্শনাদির দ্বারা দেবতা প্রভৃতি সমস্ত
জীব সমূহকে উৎসবান্বিত করিয়াছিলেন ॥ ৩৫ ॥

ঐ সকল জীবশ্রেণী, নিশ্চয়ই সৰ্বাপেক্ষা অধিক সুখদান করাতে অত্রাশ্র জীব-
গণেরও সুন্দর পুণ্যফলের জন্ত নৈপুণ্য প্রাপ্ত হইয়াছিল ॥ ৩৬ ॥

সেই স্থানেই সৰ্বসুখদায়িনী বংশী, সমস্ত জীব জন্ত এবং আপনাকে কৃতার্থ
করিয়াছিল ॥ ৩৭ ॥

যতঃ ;—

(ক) ন তদ্বনং যন্ন বিহারমঙ্গলং

নায়ং বিহারঃ শুভগীতভূম্য যঃ ।

গীতং ন তদ্বনং হি বংশিকাকৃতং

বংশী ন সা কৃষ্ণ-মুখানুগা ন যা ॥ ৩৮ ॥

তদ্দিনে তু কান্তঃ সোহয়ং ব্রহ্মান্তঃ কর্ণান্তঃ ক্রিয়তাম্ ।

উদীর্ণমুরলীকলঃ স্বগুণগাতৃগোপাবৃতি-

বলেন সহিতঃ স্ফুর্দ্বিবিধমাধুরীবিস্তৃতিঃ ।

রসার্দ্ৰগনিশাসিতং তদতিহাদ্ভিজাং গবাং

হিতং স্বজনচিত্তবদ্বননথাবিশম্মাধবঃ ॥ ৩৯ ॥

তস্মাৎ কৃতার্থতামভিনয়েন বর্ণয়তি—ন তদ্বনমিত্যাদি পদোদ্যমঃ ॥ ৩৮ ॥

তদ্দিনেত্যাদিগদ্যানস্তরং—অথ তদ্দিনে শ্রীকৃষ্ণস্ত্রয়প্রবেশপ্রকারং বর্ণয়তি উদীর্ণেত্যাদি পদোদ্যমঃ । স্বগুণগাতৃ, স্বগুণগায়কৈর্গোপৈরাণ্যত্রয়স্ত্রয়ং । স্বজনাচ্যুতবৎ যথা স্বজনচিত্তানি বিশতি তদ্বৎ ॥ ৩৯ ॥

কারণ, যে বনে বিহারের মঙ্গল ঘটে নাই, সেই বনই নয় ; যে বিহারে শুভ সঙ্গীত পরিপুষ্ট হয় না ; তাহা বিহারের মধ্যে গণ্যই নহে । যে সঙ্গীত, বংশী দ্বারা নির্মিত না হয়, তাহা সঙ্গীতই নহে ; এবং যে বংশী, শ্রীকৃষ্ণের মুখানুগত নহে, তাহা বংশী বলিয়া গণ্যই হইতে পারে না ॥ ৩৮ ॥

কিন্তু সেই দিবসে সেই এই মধুর ব্রহ্মান্ত, বর্ণগোচর করুন । সেই শ্রীকৃষ্ণ, মুরলীর অক্ষুট মধুর ধ্বনি করত, নিজগুণ গায়ক গোপগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, বল-রামের সহিত স্নানর বিবিধ মাধুর্য বিস্তার করিলেন । পরে বারম্বার মুহুর্ত্ত হাসিয়া, আত্মীয় জনের হৃদয়ের মত, রসাসক্ত, এবং ধেমুগণের হিতকর প্রীতিপূর্ণ অরণ্যে প্রবেশ করিলেন ॥ ৩৯ ॥

(ক) অত্র একাবল্যলঙ্কারপ্তরকণং যথা—পূৰ্ব্বং প্রতি বিশেষণত্বেন পরং পরং । স্বাপ্যভে-
হপোহভে-বাচেৎ স্তাভেদৈকাবলী দ্বিধা ॥ ইতি সাহিত্যদর্পণে ১০ ।

স চ নিতাস্ত-প্রিয়জন-ভানঃ কাননান্তঃসারস-রস-গন্ধ-
বাহ-গন্ধবাহ-বাহিত-নবপল্লবপাণিভিঃ ক্ষুরমধুরসখি-ততিং
মধুপতিমালিঙ্গনুৎসঙ্গসংস্রবং বিধায় সানুব্রতমধুব্রত-খগ-মৃগ-
মঞ্জুগুঞ্জিতাদিব্যঞ্জনয়া খেলিতুমিব প্রোৎসাহয়ামাস। ততশ্চ
কৌতুকবিশেষলন্তনায় ব্রজরাজতনুজঃ সাস্মিতমীক্ষমাণঃ
সবিস্ময়বতুৎপ্রেক্ষমাণশ্চ নিজাগ্রজং প্রাতি সাদরনম্নগন্ধপ্রবান্ধ-
বনবর্ণনং নিৰ্ম্মমে ॥ ৪০ ॥

যথা ;—নুনং ভবান্ বিশ্বপতির্নামাস্ত য-

দ্বলিং গৃহীত্বা তরবঃ পদং তব।

পশ্য প্রসূনাদিশতেন তন্নত-

প্রবালশাখাশিখয়া স্পৃশন্তি তে ॥ ৪১ ॥

তদা তু শ্রীকৃষ্ণ বৃত্তং বর্ণয়তি—স চেত্যাদি গদ্যেন। সারসেতি সারসানাং পদ্মানাং রস
আশ্রাদ্যো যো গন্ধস্তং বহতি যো গন্ধবাহন্তেন বাহিতানি যানি নবপল্লবানি তাস্থেব পাণয়ো হস্তা-
ন্তেকপল্লবকৃতং। সানুব্রতেতি, সানুব্রততা অমুগতা যে মধুব্রতখগমৃগাস্থেবাং যৎ মঞ্জু মনোহরং
গুঞ্জিতং ধ্বনিঃ তদাদেৰ্য্যঞ্জনয়া ব্যক্তিকরণেন। সাদরেতি সাদরনম্নসখিপ্ৰবান্ধবামৃগঃ যদ্বনং
তস্ত বর্ণনমিহার্থঃ ॥ ৪০ ॥

তচ্চ কাব্যেণ বর্ণয়তি নুনমিত্যাদি পদ্যপঞ্চকেন। বলিং পুষ্পফলাদিরূপং ॥ ৪১ ॥

সেই শ্রীকৃষ্ণ নিতাস্ত প্রিয় জনের মত ভান করিয়া বনের মধ্যে কমল কুলের
আশ্রাদ যোগ্য গন্ধ বাহক সমীরণ বাহিত নব পল্লবরূপ হস্ত সমূহ দ্বারা মধুর সহ-
চরগণ বিরাজিত বলরামকে আলিঙ্গনও ক্রোড়ে করিয়া, নিজের অঙ্গুগত ভ্রমর,
পক্ষী এবং মৃগদিগের মনোহর গুঞ্জনাশ শব্দ ব্যক্ত করত, যেন খেলিতে উৎসাহিত
করিলেন। তাহার কৌতুক বিশেষের সৃষ্টি করিবার জন্ত ব্রজরাজতনয় মৃ-
হাস্তের সহিত দেখিয়া এবং সবিস্ময়ে উৎপ্রেক্ষা করিয়া নিজ জ্যেষ্ঠের প্রাতি আদর
সহকারে পরিহাস সঙ্কল্পীয় প্রবন্ধ বিশিষ্ট বন বর্ণনা করিতে লাগিলেন ॥ ৪০ ॥

নিশ্চয়ই আপনি বিশ্বপতি। যেহেতু তরুগণ ফল পুষ্পাদির বলি (পূজার
উপকরণ) লইয়া আপনার চরণে প্রণাম করিতেছে। দেখুন, ঐ সকল বৃক্ষ, শত

হুং রাজসে দেব ! বনেহত্র সাম্প্রতং ।

বয়ং ন পশ্যাম তথাপি তামসাঃ ।

ইতীব চক্ষুস্মতি জন্মলন্তনং

বৃক্ষা বৃণানান্চরণং তবান্ধিতাঃ ॥ ৪২ ॥

গায়ন্তি ত্বাং যট্পদাশ্চানুবাস্তাঃ

শ্রীরোহিণ্যাঃ পুত্রমন্তহিতঞ্চ ।

ইথং মিত্রাণ্যাহুরুহেহহমেবং

সর্বেশঙ্কঃ নত্বমা সন্মুখীনাঃ ॥ ৪৩ ॥

হুং রাজসে ইতি শ্রুতমং ॥ ৪২ ॥

গায়ন্তি । হুং সপেশো ন ভবসি অপি তু সর্বেশ এব, অনী যট্পদাঃ সন্মুখীনা ন ? অপি তু সন্মুখীনা এব ॥ ৪৩ ॥

শত বিস্তীর্ণ পুষ্পাদি এবং নবপল্লব ও শাখা সমূহের অগ্রভাগ দ্বারা আপনার পাদ-
স্পর্শ করিতেছে ॥ ৪১ ॥

হে দেব ! আপনি এই বনে সাম্প্রতি বিরাজ করিতেছেন, তথাপি আমরা তমো-
গুণ সম্পন্ন বলিয়া আপনাকে দেখিতে পাই না । এই কারণে বৃক্ষ সকল চক্ষুস্মানু
ব্যক্তিগণের কুলে জন্ম প্রার্থনা করিবে বলিয়া আপনার চরণ অবলম্বন
করিয়াছে ॥ ৪২ ॥

আপনি যখন ক্রীড়া বিষয়ের জন্য অবস্থিতি করেন তখন জদয় হিতকারী
রোহিণী-নন্দনের অঙ্গগমন করিগা তুঙ্গ সকল আপনাকে গান করিয়া থাকে,
মিত্রগণ এইরূপ বলিয়া থাকেন, আমিও এইরূপ বিবেচনা করিতেছি । আপনি
কি সর্বেশ্বর নছেন ? অর্থাৎ অবশ্যই আপনি সর্বেশ্বর, এবং ঐ সকল যট্পদগণ কি
সাধু মুনিবর নহে ? অর্থাৎ অবশ্যই সাধু মুনিবর হুলা ॥ ৪৩ ॥

সুরম্যং নৃত্যন্তি প্রমদশিখিনঃ স্নেহবলিতং
 হরিণ্যঃ পশ্যন্তি স্ফুটমুছুকলং বিভ্রতি পিকাঃ ।
 নটা রাগাঃ সূক্তপ্রপঠনবিদঃ কাননসদা-
 মগী ধন্যা যস্মাদ্বিদধতি তবারাদতিথিতাম্ ॥ ৪৪ ॥
 অজ্জি স্পর্শৈর্ধারিত্রী-গিরি-তৃণ-সরিতস্তে নখশ্রেণিলেখ-
 ত্রীমচ্চিত্রৈর্বিচিত্রদ্রুমসমুদয়গছোতবীরুদ্বিভেদাঃ ।
 স্নিগ্ধেক্ষাভিশ্চ ধন্যা মৃগ-বিহগ-গণা হৃন্মহোভিস্ত বাতা
 দীপ্তিং কাপ্যত্র গোপীত্রততিরিয়মহে যৎস্পৃহা সা রম্যাপি
 (ক) ॥ ৪৫ ॥

সুরম্যমিতি । কাননসদাং বনে বিদ্যমানানাং মধ্যে ॥ ৪৪ ॥

অজ্জীতি । পূর্বলোকোক্তধন্যাঃ অত্র যোজ্যঃ । নপতি নথপঙ্ত্যা যো লেখো লিপিরিব
 তেন ত্রীমন্তি যানি চিত্রাণি তৈরুপলক্ষিতা বিচিত্রদ্রুমসমুদয়ং গচ্ছন্তি যে দ্যোতাঃ প্রকাশঃ এব
 বিদ্বাদ্বিভেদান্তে চ ধন্যাঃ । হৃন্মহোভিঃ অত্র বনে কাপি গোপীবিততিরিয়ং হৃন্মহোভির্হৃদয়-
 সম্বন্ধিতেজোভির্দীপ্তিং বাতা ধন্যা । গোপীত্রততিঃ শারিবা-লতা স্নেঘেন গোপীসমূহঃ অহে
 আশ্চর্য্যে যৎস্পৃহা যস্মৈ হৃদে স্পৃহা যজ্ঞাঃ সা ॥ ৪৫ ॥

প্রমত্ত ময়ূরগণ মনোহর ভাবে নৃত্য করিতেছে, হরিণীগণ স্নেহ পূর্ণনয়নে দর্শন
 করিতেছে, কোকিল কুল প্রকাণ্ডে মৃদু মধুর অস্ফুট শব্দ করিতেছে । বনবাসি-
 জীবগণের মধ্যে ইহারাই ধন্য, যেহেতু মণ্ড ময়ূর এবং শ্রোত্রসুখদ শব্দ পঠন বেত্তা
 পিককুল, আপনার নিকটে আতিথ্য গ্রহণ করিতেছে ॥ ৪৪ ॥

আপনার চরণ স্পর্শে পৃথিবী, পর্বত, নদী এবং তৃণ পধ্যস্ত ধন্য হইয়াছে ।
 আপনি নথপঙ্তি দ্বারা লিখিয়া থাকেন, তাহা দ্বারা শোভামান চিত্র সমূহে পরি-
 পূর্ণ, সেই সকল বিচিত্র বৃক্ষশ্রেণী প্রকাশিত পুঞ্জরূপ বিহ্যং সমূহও ধন্য । স্নিগ্ধ
 দৃষ্টি দ্বারা মৃগ এবং বিহঙ্গ সকল ধন্য হইয়াছে । এইবনে কোন এক গোপী ত্রততি
 (শারিকা লতা) আছে, অথচ পক্ষান্তরে গোপী সমূহ আছে, তাহারাও ধন্য, কারণ

(ক) স্নিগ্ধেক্ষাভিশ্চ ধন্যা মৃগ-বিহগগণা বক্ষসঃ সঙ্গলাভ্যুদেবা তত্রাপি গোপীত্রততিরতি-
 তরাং যৎ স্পৃহা সাপি লক্ষ্মীঃ । চতুর্থচরণশেষে “সাপি লক্ষ্মীঃ” ইত্যনন্ম বৃন্দাবন গৌরপাঠঃ ।

তদেতন্মর্শণা তেষাং শর্ম্ম স্ফুটমুত্তময়ন্ শ্রীমদ্বন্দাবনবন-
শোভামপি স্মিবে তানুপলভয়ন্ পশূনপি মানসগঙ্গা-রোধাংসি
লভয়ন্ স্বয়মপ্যয়মতিতরাং রেমে । তচ্চ প্রাত্যহিকপ্রায়মেবং
প্রথয়িষ্যামঃ (ক) ॥ ৪৬—৪৭ ॥

তদেবং শ্রীরাং রময়ন্ সর্কেষাং মিত্রাণাং স্ফুটমুত্তময়ন্ স্বয়মপি শ্রীকৃষ্ণে যথা রেমে তদ্বর্ণয়তি—
তদেতদিত্যাদি গদ্যেন । তেষাং মিত্রাণাং, স্মিবে আশ্রয়নমিব । তচ্চেতি স্ফুটং ॥ ৪৬—৪৭ ॥

তাহারা হৃদয়ের তেজোদ্বারা দীপ্তি পাইয়াছে । আহা ! সে হৃদয়ের জন্ত লক্ষ্মী
দেবীও ইচ্ছা করিয়া থাকেন ॥ ৪৬ ॥

অতএব এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণ অখিল সহচর গণের সহিত হস্ত পূর্বক কোতুক
দ্বারা তাঁহাদের স্তূপ উদ্দীপিত করিয়া, যেন আপনার জ্ঞায় তাঁহাদিগকেও শ্রীমদ্ব-
ন্দাবন নামক অরণ্যের শোভা লাভ করাইয়া পশুদিগকেও মানস গঙ্গার তীরে
লইয়া গিয়া, আপনিও অত্যন্ত শোভা পাইয়াছিলেন ॥

সেইরূপ ক্রীড়া যে আরও প্রত্যহ এইরূপে ঘটিত, তাহাও আমরা বর্ণনা
করিব ॥ ৪৬—৪৭ ॥

(ক) “পিতৃব্যায়ৈ ক্ষাদবতরণমাপ্তঃ স তু ভবন্
পিতৃগোপেশস্ত্রাঙ্গপদমগ্গাঙ্গম্বিধিনা ।
অতস্ত্বং গোপীনাং পরিণয়নমাপ্তাসি তদীয়ং
লতা গোপীনাম্মী তব হৃদয়লগ্না প্রপয়তি ॥

অথাঙ্গলস্ত্রাঙ্গপদমগ্গাঙ্গম্বিধিনা স্মিতমাচরণবাহুঃ,—তবাদৃশ এব তাদৃশগুণগণভাগীভবঃ
কথমন্তঃ তত্র গণ্যং করোতীতি” ইতি বৃন্দাবনানন্দ-গৌরপুস্তকপাঠঃ । (খ)

(খ) আপনি আপনার ক্ষত্রিয় পিতৃব্য হইতে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, এবং ধর্ম্ম
বিধানে আমার পিতা গোপেশ্বরের পুত্র-পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন । সুতরাং আপনি
গোপীদিগকে পরিণয় করিবেন । অতএব এই গোপী নাম্মী লতা, আপনার হৃদয়-
লগ্ন হইয়া প্রথিত হইতেছে ।

অনন্তর জ্যেষ্ঠ বলরাম, অমৃতের অমৃতায়মান বাক্য আশ্বাদন করিয়া, মুহূর্ত্তে
বলিলেন । তোমাদের মত মহৎ ব্যক্তিহ তাদৃশ গুণরাশি প্রাপ্ত হইবার একমাত্র
প্রভু । কে আর অপরকে তদ্বিষয়ে গণ্য করিতে পারে ।

যথা ;—রমতে রামং পরিতঃ কৃষ্ণঃ ।

সখীগণগীতগুণেষু সতৃষ্ণঃ ॥

অনুগায়তি পিকষট্পদ-গানম্ ।

পরিজল্পতি শুক-হংস-সমানম্ ॥ ক ॥

এবং চক্র-চকোর-বকাদি ।

অনুরোতি স্ফুটহাসবিবাদি ॥

দ্বীপিমুখার্চিতভীতি পশূনাম্ ।

রুতিমিব সৃজাত ভয়ায় শিশূনাম্ ॥ খ ॥

পক্ষি-মৃগাদিকমহরহরচলম্ ।

বিরচিতনামভিরাহ চ সকলম্ ॥

ভ্রমতি সখা যদি তস্মিন্ কোহপি ।

* কর্ষতি বিহসন্ প্রণয়মুতাপি ॥ গ ॥

তচ্চ রমণং বর্ণয়তি--রমতে ইত্যাদি গীতেন । অহু লক্ষীকৃত্য স্ফুটহাসবিবাদি স্পষ্টহাসেন বিবাদিতুঃ শীলমস্ত তৎ । তস্মিন্ কৃষ্ণে । কৃতেতি কৃতং গবাং গোপানাঞ্চ মনোরমঃ

যথা:—শ্রীকৃষ্ণ বলরামের চারিদিকে খেলা করিতেন । সচচরগণ যে সকল গুণ কীর্ত্তন করিত, তিনি সেই সকল গুণ শ্রবণ করিতে সতৃষ্ণ থাকিতেন । কোকিল এবং ভ্রমরগণের গান শুনিয়া অবশেষে পশ্চাৎ অবিকল সেইরূপ গান গাইতেন । শুকপক্ষী এবং হংসের মত জল্পনা করিতেন ॥ ক ॥

এইরূপে চক্রবাক চকোর এবং বক প্রভৃতি পক্ষিগণের তুলা শব্দ করিতে পারিতেন । তিনি স্পষ্ট হাস্য দ্বারা বিবাদীর মত শব্দের অনুকরণ করিতেন । তিনি শিশুদিগকে ভয় দেখাইবেন বলিয়া, ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণের নিকট হইতে ভীতি পশুগণের মত যেন শব্দ করিতেন ॥ খ ॥

তিনি প্রত্যহ পশুপক্ষী প্রভৃতি এবং সমস্ত পৰ্ব্বতকে নাম ধরিয়া ডাকিতেন । যদি সেই স্থানে কোন সখা ভ্রাস্ত হইত, তথাপি তিনি প্রণয়ের সহিত হাস্য

* কর্ষতি বিহসন্ পণমমুতোহপি । ইতি আনন্দ বৃন্দাবনগীরপাঠঃ ।

দূরগপশুমাহ্বয়তি চ নাম্না ।
 কৃতগো-গোপ-মনোরমসান্না ॥
 গব্যাহুতো শিখিনাং হুতিঃ ।
 জাশ যদমৌ ঘনরুতিভূতিঃ ॥ ঘ ॥
 ব্যতিযুজ্ঞানো ভ্রাত্রা স্বকরম্ ।
 শংসতি হসতি সখীহতনিকরম্ ॥
 সখিভির্বিশ্রময়ন্নয়মার্যাম্ ।
 প্রণয়তি তৎপদলালনকার্যাম্ ॥ ঙ ॥
 স্থললিতপল্লবতল্লবিধানঃ ।
 স্থলদুরুস্তিরগৃহ্নিধানঃ ॥

নাম মধুরোচ্চারণং যত্র তেন নাম্না । অসৌ কৃষ্ণঃ ঘনরুতিভূতিঃ মেঘশব্দস্ত সন্তা যস্মাৎ সং ।

করিয়া তাহাকে আকর্ষণ করিতেন ॥ গ ॥

তিনি সমস্ত ধেনু এবং গোপদিগের মনোহর নাম উচ্চারণ করিয়া দূরবর্তী পশুর আহ্বান করিতেন । তিনি ধেনু সমূহকে আহ্বান করিতে গিয়া ময়ূর-দিগকেও আহ্বান করিতেন । যে হেতু শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক ধেনু সমূহের আহ্বানে মেঘ শব্দের সত্তা বা ঐশ্বর্য ছিল ॥ ঘ ॥

কখন বলরাম শ্রীকৃষ্ণের সহিত হস্ত ধারণ করিতেন, এবং কখন বা শ্রীকৃষ্ণও বলরামের সহিত হস্ত ধারণ করিতেন । কখন শ্রীকৃষ্ণ সখাদিগের বাঞ্ছিত বিষয় সকল বলিয়া হস্ত করিতেন, এবং কখন বা তিনি সখাদিগের সহিত আৰ্য্য * বল-রামকে বিশ্রাম করাইতেন । তিনি বলরামের পদ সেবার কার্য্য প্রার্থনা করিতেন ॥ ঙ ॥

কখন তিনি সুরমা পল্লব শয্যায়ায় শয়ন করিতেন, এবং কখন বা বজ্রগণের

* আৰ্য্য লক্ষণ এই- “কুলং শীলং দয়া দানং ধর্মঃ সত্যং কৃতাজ্ঞতা । অদ্রোহ ইতি যেষেত-
 ত্তানার্য্যান্ সংপ্রচক্ষতে ॥” অর্থাৎ কুল, শীল, দয়া, দান, ধর্ম, সত্য, কৃতাজ্ঞতা এবং অহিংসা
 এই সমস্ত সদগুণ শাস্ত্রী পুরুষের ব্যক্তিকে আবশ্যক উল্লেখ করা হইয়া থাকে । অপিচ “আৰ্য্য-
 পুত্রোতি সঘোষাঃ পতিঃ পত্নীজনেন বৈ” । অর্থাৎ পুত্রজন পতিকেও আৰ্য্যপুত্র শব্দে সম্বোধন
 করিতে পারেন ।

কেলিশ্রমমনুকৃতশয়নেহঃ ।
 পুণ্যতমৈরুপবীজিতদেহঃ ॥ চ ॥
 অত্র চ কৈরপি লালিতচরণঃ ।
 অশ্মভৃৎখাত্রদপরিচরণঃ ॥
 যঃ স্নিগ্ধানাং গানবিনোদৈঃ ।
 নিদ্রাগিতবান্ স্বরকৃতমোদৈঃ ॥ ছ ॥
 স্মরতাং তন্নঃ কিমপি মনঃস্থম্ ।
 সময়ং সহতে নান্যাবস্থম্ ॥
 বয়মিহ কে বা লুৰ্দ্ধম্ভাঃ ।
 লুৰ্দ্ধা যস্মিন্ শুকমুখধন্যাঃ ॥ জ ॥ ৪৮ ॥

ব্যতিযুগ্মানঃ পরস্পরং মিলনং কুর্দ্বান্ । পুণ্যতমৈঃ সপিভিঃ কৈরপি মিত্রৈঃ । অশ্মভৃৎখাত্রদ-
 পরিচরণঃ অশ্মাং অভিলাষমাত্রদঃ পরিচরণং যন্ত সং । স্বরকৃতমোদৈঃ মধুরগীতজনিতহর্ষৈঃ ।
 অশ্মানি হৃগমানি ॥ ৪৮ ॥

উরুমধ্যে স্থির ভাবে মস্তক রাখিয়া নিদ্রা যাইতেন । ক্রীড়া করিয়া পরিশ্রম
 হইলেই তিনি শয়নের চেষ্টা করিতেন এবং পবিত্র তম বন্ধুগণ তাঁহার দেহে
 বীজন করিত ॥ চ ॥

ঐ সকল বন্ধুগণের মধ্যে কতিপয় সখা, তাঁহার পদ সেবা করিত । তাঁহার
 পদ সেবা করিতে আমাদের (বন্ধুগণের) কেবল মাত্র অভিলাষ হইত । যিনি
 সরল বন্ধুগণের গান বিনোদে এবং গীত জনিত হর্ষে নিদ্রা যাইতেন ॥ ছ ॥

অতএব আমরা যখন তাঁহাকে স্মরণ করি, তখন আমাদের হৃদয়স্থিত
 বাসনা, সময়ের অত্র অবস্থা অর্থাৎ তৎকালোচিত সেবা স্মরণ ভিন্ন অত্র কার্য্য সহ
 করিতে পারে না, আমরা আপনাকে লুৰ্দ্ধ বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকি ।
 অতএব এই বিষয়ে আমরা অত্যন্ত সামান্য । কারণ, যঁাহার প্রতি শুকদেব
 প্রভৃতি প্রশংসনীয় মহাত্মগণ লুৰ্দ্ধ হইয়া আছেন ॥ জ ॥ ৪৮ ॥

তদেবমেব বন্ধুবলয়িতে লীলাবলয়ে পূর্ববল্লিলয়াদাক-
লিতমিষ্টমিষ্টান্নাদিকং রসনয়া শ্লিষ্টং বিধায় গবাং জালং
চালয়ন্ পালয়ন্ সাগ্রজব্রজরাজতনুজঃ সবয়োভিরায়তীগব- *
মবসরমবগত্য গোত্রামাত্রাণাং ততিং শনৈরুপব্রজমনৈষীৎ ।
নীহা চ তার্ণকবাৎসকভেদানাং তথা স্ত্রীগবীনাং তাস্বপ্যুপসর্যা-
সন্ধিনী-প্রষ্ঠৌহী ধেনু-বন্ধয়ণী-গৃষ্টি(ক)-প্রবেষ্টুকা-সমাংসমীনা-
নৈচিকী-কপিলা-বশা-গোপতিপ্রভৃतीনাং তত্র চ (খ) গঙ্গাদি-

তত্রাপি চ গোপালনপরিপাক- বর্ণয়তি- তদেবমিত্যাদি গদ্যেন । বন্ধুবলয়িতে মনোরম-
মিলিতে । রসনয়া শ্লিষ্টং জিহ্বাসংলগ্নং, আয়তীগবং, আয়াস্তি গাবো যস্মিন্ কালে তং অবসরং,
গোত্রামাত্রাণাং ততিং গোমাত্রসমুৎ । উপসয়া ক্ষতুমতী, সন্ধিনী বুধাক্রান্তা, প্রষ্ঠৌহী প্রথমগর্ভিণী
ধেনুর্নবপ্রসূতা, বন্ধয়ণী চিরপ্রসূতা, গৃষ্টিঃ সপ্তপ্রসূতা, প্রবেষ্টুকা বহুসূতা, সমাংসমীনা প্রতিবর্ষ-
প্রসূতা, নৈচিকী গোদুত্তমা, কপিলা প্রসিদ্ধা, বশা বন্ধ্যা, গোপতিঃ কামধেনুঃ, তেষু পুঙ্গবেষু আর্ণভাঃ

অতএব এইরূপ নিয়মেই নীলা সমূহ, মনোহর ভাবে মিলিত হইলে, পূর্বেরকার
মতই গৃহ হইতে সংগৃহীত মিষ্ট এবং মিষ্টান্ন প্রভৃতি খাদ্য সামগ্রী,
রজ্জু বন্ধ করিয়া, ধেনুদিগকে চালন এবং পালন করিয়া, সমবয়স্ক
বন্ধুগণ এবং জ্যেষ্ঠ বলরামের সহিত ব্রজরাজ-কুমার, ধেনুগণের আগমন
কালের অবসর জানিতে পারিয়া, ক্রমে ক্রমে গোধন সমূহ মাত্র, ব্রজের নিকটে
লইয়া গেলেন । তাহাদিগকে তথায় লইয়া গিয়া তর্ণক এবং বৎসদিগকে
পৃথক্ পৃথক্ অবস্থান করাইলেন । স্ত্রী-গোদিগের মধ্যে ক্ষতুমতী ধেনু, বুধা-
ক্রান্ত ধেনু, প্রথম গর্ভিণী ধেনু, নব-প্রসূতা ধেনু, চিরপ্রসূতা ধেনু, একবার
প্রসূতা ধেনু, বহুসূতা ধেনু, প্রতিবর্ষ প্রসূতা ধেনু, গো-গণের মধ্যে উত্তমা,
কপিলা, বন্ধ্যা, এবং কামধেনু প্রভৃতিকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বাস করাইলেন ।
গঙ্গা এবং কালিন্দী প্রভৃতি ধেনুদিগকেও ঐরূপে বাস করাইলেন । পুঙ্গবের
(পুরুষ গো) মধ্যে ষণ্ডতায়োগা, বৎসতর-জাতককুং (বাহার ঝুঁটি বা চুঁড়া
উঠিয়াছে) পূর্ণককুং (বাহার ঝুঁটি পূর্ণ হইয়াছে) দম্য ভাব প্রাপ্ত, মহোক্ষ

আয়াস্তি গাবো যত্র তং আয়তীগবং দায়ংকালে ইত্যর্থঃ ময়ূরবাৎসকাদি সমাসঃ ।

ক) পরেষ্টুকেতি ইতি বৃন্দাবন-গৌরানন্দপাঠঃ (৩) গবাদিনাম্নাং ইতি বৃন্দাবনপাঠঃ

নান্নাম্ তথা পুঙ্গবানাং তেষু চার্ষভ্য-দম্য-জাতককুৎপূর্ণকু-
জ্জাতোক-মহোক-বুদ্ধোক-যুগ্য-প্রাসঙ্গ্যশাকট-প্রষ্ঠবাট্ প্রমুখানাং
তত্র চ হংসাদিনান্নাং পরংকোটীনাং কুটান্ পৃথক্ পৃথগ-
বীবসৎ । তত্র তত্র নস্তিতানাপি শিবকবন্ধানচীকরৎ ॥৪৯॥

ততশ্চ পূর্বপূর্বস্মাদপ্যপূর্বতয়া মঙ্গলবস্তুনিকরকরৈঃ
পুৰস্কৃতকিতিদেব-নরদেব-পুৰঃসরৈ ব্রজবাসিবরৈরুপব্রজ্য
নীরাজ্য চ সপশুপালবলঃ স গোপালঃ সদনং সাদরমাসাদয়া-
মাসে । প্রসাদয়ামাসে চ সুললিতলালনয়া জনিতসুখজননী-
মুখপুৰস্কীজনেন ॥ ৫০ ॥

বণ্ডতাযোগ্যঃ, দম্যঃ বৎসতরঃ, জাতোকঃ দম্যভাবপ্রাপ্তঃ, বুদ্ধোকো জরঙ্গবঃ, যুগো যুগবহনে
নিযুক্তঃ, প্রাসঙ্গ্যে যো বালিবাহকো বৃষঃ, শাকটঃ শকটবাহক প্রষ্ঠবাট্ অভ্যাসার্থলাঙ্গলপার্শ্বে বন্ধঃ
অবীবসৎ বাসয়ামাস । নস্তিতান্ নাসিকানিহিতরঙ্জুন । শিবকবন্ধান্ শিবকং কীলকং তেষু
বন্ধান্ ॥ ৪৯ ॥

অধুনা শ্রীকৃষ্ণ ব্রজপ্রবেশঃ বর্ণয়তি ততশ্চেত্যাদি পদ্যেন । নীরাজ্য নীরাজতো ভূত্বা ॥৫০॥

(মহান্ বৃষ,) জরদগব (বুদ্ধ বৃষ) যুগ বহনে নিযুক্ত, বালিবাহক বৃষ, শকট বাহক
অভ্যাসার্থ লাঙ্গল পার্শ্বে নিবদ্ধ (কৃত্রিম লাঙ্গলে আবদ্ধ এবং হংস বক প্রভৃতি
কোট সংখ্যারও অধিক গোরুন্দ, পৃথক্ ভাবে বাস করাইলেন । তন্মধ্যে যাহা-
দের নাসিকা বিদ্ধ (নাক ফোড়া) হইয়াছিল, সেই সকল বৃষদিগকেও কীলক
বদ্ধ করিয়াছিলেন অর্থাৎ গোঁজে বাঁধিয়াছিলেন ॥ ৪৯ ॥

অতঃপর পূর্ব পূর্ব অপেক্ষাও সমধিক আশ্চর্য্য ভাবে প্রধান ব্রজবাসী ব্যক্তিগণ,
মাঙ্গলিক বস্তু নিচয় হস্তে করিয়া, এবং ভূদেবও ভূগতিদিগকে অগ্রে করিয়া

* তর্ককন্তুকালগ্রহতঃ । উপসর্বা গর্ভগ্রহণে প্রাপ্তকাল । সন্ধিনী বৃষভেণাক্রান্ত ।
প্রজৌহী বালগর্ভিণী । ধেনুঃ নবপ্রসূতিকা । বক্ষয়ণী চিরপ্রসূতিকা । সক্রুৎপ্রসূতা গৃষ্ঠিঃ বহুসূতঃ
পরেষ্ট্রুকা সমাঃসমী নাসায়ৈবং প্রতিবর্ষং প্রসূয়তে । উত্তমা গোষু নৈচিকী । বশা বক্ষ্যা । যণ্ডো
গোপতি । আর্ষভ্যঃ বণ্ডতাযোগ্যঃ । দম্যবৎসতরো সমৌ । উৎপন্ন উক্কা জাতোকঃ । যুগাদীনাং
বোঢ়ারো যুগ্যাঃ । প্রাসঙ্গ্যশাকটঃ । প্রষ্ঠবাট্ যুগপার্শ্বগঃ ।

অথ ক্ষণমাত্রং তত্র বিশ্রম্য গোদোহনায় নির্গম্য রম্যদোহ-
পাত্রসন্দোহং কিস্করনিকরকরাহুতং বিধায় গবাস্থানীমভিনিধায়
মহামহিম-গোপ-সমূহমনুকৃতোপবেশং শ্রীব্রজ-নরেশমনুজ্ঞাপ্য
বৎসমোচনমাত্রাপ্য ধেনুক-মধ্যাস্থিতঃ স্বস্তিবাচনাदि-প্রশস্তং
সমস্তচিত্তমোহনং গোদোহনং নাম কৰ্ম্ম প্রথমং নিৰ্ম্মমে ॥ ৫১ ॥

তত্র চ গৃহান্নিৰ্গমনং যথা—

হাটিকলকুটীপাণিম'গিচিতিনির্যোগরাজদুষ্কীঃ ।

জিতগজরাজবিলাসঃ সবলঃ কৃষেণ যযৌ গোষ্ঠম্ ॥ ৫২ ॥

ততঃ শ্রীকৃষ্ণেন প্রথমং গোদোহনকৰ্ম্ম যথা বিহিতং তদৰ্ণয়তি—অথৈত্যাদিগদ্যেন । গবাস্থানীং
গোসভাং, অনু সহ ধেনুকেতি স্বার্থে কঃ ॥ ৫১ ॥

তত্র সন্নিপাত্য কৃষ্ণস্য গোদোহনার্থং নির্গম্য বর্ণয়তি—তত্রচেতি গদ্যেন । তদা সন্নিপাত্য
কৃষ্ণস্য গোদোহনোচিতং বেষণং বর্ণয়তি—হাটিকেত্যাদি গদ্যেন । স্বর্ণযষ্টিপাণিঃ মণিচিতেতি
মণিভিঃ সম্বন্ধো যো নিষোগো গোবন্ধনরজ্জু'সেন রাজদ্বিলসদুষ্কীঃ যন্ত সঃ ॥ ৫২ ॥

তাঁহার নিকটে গমন এবং তাঁহাকে নীরাজন করত পশুপাল এবং বলদেব সমবেত
সেই গোপালকে সমাদর পূর্বক গৃহে আনয়ন করিলেন, এবং সুখসংযুক্ত জননী
প্রভৃতি পতিপুত্র বিশিষ্ট নারীগণ, সুন্দর ভাবে লালন করিয়া তাঁহাকে প্রসন্নও
করিলেন ॥ ৫০ ॥

অনন্তর সেইস্থানে ক্ষণকাল মাত্র বিশ্রাম করিয়া গো-দোহনের জন্য নির্গত হই-
লেন । নির্গত হইয়া রমণীয় দোহন পাত্র সকল, কিস্করগণ দ্বারা আহরণ করত
সেই সকল পাত্র গোষ্ঠে রাখিলেন । মহামহিম গোপগণের নিকটে আসীন শ্রীমদ্
ব্রজরাজের আজ্ঞা লাভ করিয়া, বৎস মোচনের অনুমতি পাইয়া, ধেনুগণের মধ্যে
উপবেশন করত স্বস্তিবাচনাদি দ্বারা অথচ সকলের চিত্তমোহন কারী প্রশান্ত
গোদোহন নামে কৰ্ম্ম, প্রথমে সম্পাদন করিতে লাগিলেন ॥ ৫১ ॥

তাঁহার মধ্যে গৃহ হইতে নির্গমন যথাঃ—শ্রীকৃষ্ণ যখন গোষ্ঠে গমন করেন,
তৎকালে তাঁহার হস্তে স্বর্ণযষ্টি নিহিত ছিল; রত্নখচিত গোবন্ধন রজ্জুদ্বারা তাঁহার

দোহনং যথা ;—

শ্রীমৎপট্টবটাপ্তমৌক্তিকলসম্মিযোগরাজংকচৌ

গাতানন্দবরাস্তরীয়রুচিভিশ্চিত্রাধরাস্ত্রিশ্রয়ো ।

উর্দ্ধঙ্গ্ কৃতিসংহিতাগ্রচরণৌ জানুদ্বয়ান্তঃ স্থিত-

স্বর্ণামত্রধরৌ সিতাসিততনুর্ধেনুর্দুহাতে স্ব তৌ ॥ ৫৩ ॥

ততশ্চ ।—ঘটোদ্রীনাং তাসাং নাতিদুক্ষানামপি দুক্ষানি
(তু) প্রচুরং দুক্ষানি বিধায় গবাদিসম্ভালনমনুগোপান্ সন্নিধায়
তানি চ পিতৃঃ পুরস্তামিধায় করাভ্যামঞ্জলিং সন্ধ্যায় স্থিতবন্তৌ

তদা শ্রীরামকৃষ্ণৌ যজ্ঞপথরৌ তদ্রুচিতক্রিয়ৌ যথা গোদোহনং চক্রহস্তদ্বর্ণয়তি—শ্রীমদিতি
পদ্যেন । শ্রীমদিত্যাদি শ্রীমন্ শোভাবিশিষ্টৌ যঃ পট্টবটঃ পট্টরজ্জুঃ তপ্তামাপ্তানি মৌক্তিকানি
তৈলসন্ যো নিযোগো গোবন্ধনরজ্জুস্তন রাজস্তঃ কচাঃ কেশা যয়োস্তৌ । গাঢ়েতি গাঢ়েন
দৃঢ়রূপেণ আনন্ধং বন্ধং বন্ধরাস্তরীয়ং শ্রেষ্ঠপরিধেয়বস্ত্রং তস্মৈ কাস্তিভিঃ চিত্রা বিচিত্রা অধরাস্ত্রা
নাভেরধোভাগস্ত শ্রীঃ শোভা যয়োস্তৌ উর্দ্ধঙ্গ্ উর্দ্ধদীর্ঘস্থূলজান্ । জানুদ্বয়ান্তঃ জানুদ্বয়মধ্যে স্থিতং
স্বর্ণামত্রং স্বর্ণপাত্রং তদ্ব্যবহৃত্য ॥ ৫৩ ॥

ততো ধেনুতরীনাং প্রচুরানি দুক্ষানি দুক্ষা বর্জমানৌ রামকৃষ্ণৌ রজরাজেন যথোপবেশিতৌ
তদ্বর্ণয়তি—ঘটোদ্রীনামিত্যাদি পদ্যেন । ঘটোদ্রীনাং কুন্তস্তনীনাং দুক্ষানি বিধায় দোহনবিধয়ানি
কৃৎস্নানুগোপান্ হীনগোপান্ তানি চ দুক্ষানি তেন পিত্রা তদীয়ৈতি তদীয়গোদোহনসম্বন্ধিনী য়া

উক্ষীয শোভা পাইতে ছিল ; এবং বলরামের সহিত গজেন্দ্র গমনের বিলাস জয়
করিয়া ছিলেন ॥ ৫২ ॥

দোহন যথাঃ—সেই কৃষ্ণাঙ্গ এবং শ্বেতাঙ্গ দুইভ্রাতা, যৎকালে -ধেনুদিগকে
দোহন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তৎকালে সুন্দর পট্টবস্ত্রের রজ্জুতে সংক্রান্ত মুক্তা-
সমূহ দ্বারা গোবন্ধন রজ্জু শোভা পাইতে লাগিল, এবং সেই গোবন্ধন রজ্জু দ্বারা
উভয়ের কেশ কলাপ বিরাজ করিতেছিল । দৃঢ়বন্ধ ও উৎকৃষ্ট পরিধেয় বস্ত্রের
প্রভায় উভয়েরই নাভির অধোভাগ স্থিত অঙ্গ সমূহের শোভা বিচিত্র হইয়াছিল ।
উভয়েরই জাহ্নু দীর্ঘ এবং স্থূল ছিল, এবং উভয়েই জাহ্নুদ্বয়ের মধ্য স্থিত স্বর্ণপাত্র
ধারণ করিয়া ছিলেন ॥ ৫৩ ॥

তাহার পরেও ঘটোদ্রী (যাহাদের ঘটের মত ওলান বা পালান) সেই সকল

সন্তো তেন দূরতন্তদীয়তুরীয়কক্ষাপূরিতচাতুরীনিরীক্ষণস্থ-
স্থগিতেন ভূয়োভূয় শচাতুর্য সব্যাপসব্যায়োরূপবেশিতো ॥ ৫৪ ॥

যত্র চ—

অক্ষা তন্ত্যাপসব্যেন সব্যং তচ্চকুমে বলাৎ ।

অপি সব্যেনাপসব্যং রামং কৃষ্ণং দিদৃক্ষুণা ॥ ৫৫ ॥

তথাহি প্রায়শ্চতুর্বিধপূর্ণতা স্থাৎ চতুর্বিংশত্বারো বেদাঃ, চারি, যুগানি, চারো বর্ণা, আশ্রমাশ্র
অন্তরং মনোবুদ্ধিচিন্তাহঙ্কাররূপং চতুর্ভিধামৈর্দ্বিবেতাদি। তুরীয়া। সংপূর্ণা যা কক্ষাঃ স্পর্ধা তয়া,
যদ্বা তদীয়া গোষ্ঠসম্বন্ধিনী যা তুরীয়কক্ষা স্থানবিশেষস্তত্ত্বাপূরিতা যা স্ততস্ত চাতুরী অন্তঃ
পূর্ববৎ, আপূরিতা যা স্ততস্ত চাতুরী তন্ত্য যন্নীরীক্ষণস্থং তেন স্থগিতেন স্তস্তিতেন তেন
পিত্রা ॥ ৫৪ ॥

তদা তয়োর্দর্শনে ব্রজরাজস্ত প্রাতিকাযাং বর্ণয়তি- অন্ধে-ত্যাди পদ্যোন। সব্যং বামদিশং।
অপসব্যেন দক্ষিণেনাক্ষা ॥ ৫৫ ॥

ধেহুদিগকে অত্যন্ত দোহন না করিলেও, অল্পদোহনে প্রচুর দুগ্ধ লাভ করত
এবং বৎসাদি নিরূপণের জন্ত গোপদিগকে নিযুক্ত করিলেন। এবং ঐ সকল দুগ্ধ,
পিতার সম্মুখে রাখিয়া, উভয় হস্তে অঞ্জলি বদ্ধ পূর্বক ডাই-ভ্রাতা অবস্থান করি-
লেন। তখন ব্রজরাজ দূর হইতে গোদোহন সম্বন্ধীয় তুরীয় বা সম্পূর্ণ স্পর্ধা হয়।
(কারণ, প্রায়ই চারিটি বস্ত্র দ্বারা পূর্ণতা ঘটে, চারিবেদ, চারিযুগ, চারিবর্ণ, চারি
আশ্রম, অন্তঃকরণ ও মন বুদ্ধি চিন্তা মহাকার স্বরূপ; এবং চারি প্রহরে দিবা)।
ঐ স্পর্ধা পরিপূর্ণ চাতুরী দর্শনের স্থখে স্থগিত হইয়া, বারংবার আহ্বান পূর্বক
উভয়কে বাম এবং দক্ষিণ পার্শ্বে অববেশন করাইলেন ॥ ৫৪ ॥

যে স্থানে ব্রজরাজের চক্ষু, কৃষ্ণ বলরামকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করিয়া, সবলে
সেই বামপার্শ্ব এবং দক্ষিণ চক্ষু, দক্ষিণপার্শ্ব আকর্ষণ করিল ॥ ৫৫ ॥

কিঞ্চ ;—

একহেতুময়মেব লোচনে দ্বে চ বাষ্পমপরত্র বিন্দতঃ ।

রামকৃষ্ণযুগপদ্বিলোচনে তে তু গোপনপুতেৰ্যথাযথম্ ॥৫৬॥

তথা হি ।—

সব্যমক্ষিতনুজাদ্বুজোশিতুভ্রাতৃজাংপুনরসব্যমশ্রবৎ ।

যত্র মানসমপি স্বয়ং দ্বিধাভিদ্যতাত্ৰমিমমিত্যবুধ্যত ॥৫৭॥

ততশ্চ ।—

(ক) অয়িমানয়িমান্ কুর্কষন্ত্যানন্ত্যান্ সন্মৈঃ সমম্ ।

সোহভিতো রামকৃষ্ণাভ্যাং শোভিতো গৃহমায়যৌ ॥৫৮॥

শ্রীকৃষ্ণরাময়োর্দর্শনে ব্রজরাজস্ত লোচনয়োরশ্রুপাতো জাতস্তদ্বর্ণয়তি একহেতুময়মেবেত্যাদি-
পদ্যেন । রামেতি, রামকৃষ্ণয়োরাধারয়োৰ্যুগপদদর্শনং যাত্ৰ্যং তে ॥ ৫৬ ॥

একদা তস্য শ্রীকৃষ্ণরাময়োর্দর্শনস্থপালাভেন নেত্রদ্বয়মপি রুরোদেতি বর্ণয়তি—সব্যমিত্যাদি-
পদ্যেন । সব্যং বামনেত্রং । তনুজাং শ্রীকৃষ্ণং প্রদৃশ্য ভ্রাতৃজাং বলভদ্রং প্রদৃশ্য অসব্যং দক্ষিণং ।
মানসং চিত্তং অশ্রমিবশ্চলো যত্র তদ্বপা স্তাং ॥ ৫৭ ॥

ততো ব্রজরাজস্ত গৃহগমনং বর্ণয়তি—অয়িমানিতি পদ্যেন । অয়িমানিতি তদেন্দ্রীয়ভাষা ।
অন্ত্যান্ আগচ্ছতেতি আহ্বানং কুর্কন্ । সন্মৈশ্চল্যৈর্গোপৈঃ সহ ॥ ৫৮ ॥

অপিচ, গোপরাজ নন্দের দুইটি চক্ষু, এককালে কৃষ্ণ বলরামকে দর্শন করিবে
বলিয়া ঐ কৃষ্ণ বলরাম বিষয়ে যথাবিধি একটী মাত্র কারণ বোধ করত অশ্রু বর্ষণ
করিতে লাগিল ॥ ৫৬ ॥

পুত্রকে দেখিয়া ব্রজরাজের বামচক্ষু হইতে এবং ভ্রতৃপুত্র বলরামকে দেখিয়া
দক্ষিণ চক্ষু হইতে অশ্রু নির্গত হইয়াছিল । যাহাতে অশ্রু ছলে মনও স্বয়ং দুই
প্রকারে বিভক্ত হইয়াছিল, ইহাও তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন ॥ ৫৭ ॥

তাহার পর “অয়িমান্ অয়িমান্” তদেন্দ্রীয় ভাষায় “অন্ত্যান্ অন্ত্যান্” অর্থাৎ
“আইস আইস” এইরূপে আহ্বান করিয়া, সেই ব্রজরাজ, সমান গোপগণের সহিত,

(ক) অগ্রিমানগ্রিমান্ ইতি বৃন্দাবনানন্দ-গৌরপাঠঃ ।

(ক) গৃহমাগত্য চ সৰ্বমাত্মগোষ্ঠীং মিষ্টান্নাদিভিঃ স্তুৰ্ভু
ভুক্তামকার্ষীং ॥ ৫৯ ॥

ততশ্চানন্দবিসৃষ্টেষু শিষ্টেষু রাগকৃষ্ণে নীজ-নীজ-ধাম
সমাগম্য রম্যতমশয্যামধিশয্য মাতৃভ্যামুপচর্যমাণৌ পরিচারকৈঃ
পরিচর্যমাণৌ স্তথং নিদদ্রুতুঃ ॥ ৬০ ॥

অথ স্নিগ্ধকণ্ঠঃ সমাপনদ্বিগ্ধং (খ) (তদিদং) বাক্যং সাঞ্জলি
ব্যানজ ॥ ৬১ ॥

গৃহমাগমা ন যদাচচাৰ তদ্বৰ্ণনং গৃহমিত্যাদি গদ্যেন ॥ ৫৯ ॥

অথ ঐকুণ্ডবনায়োঃ শয়নলীলাঃ বৰ্ণয়তি—ততশ্চ ইত্যাদি গদ্যেন। নিদদ্রুতুনিদ্রাং
প্রাপত্তুঃ ॥ ৬০ ॥

অধুনা তৎপ্রসঙ্গং সমাপয়িত্ব স্নিগ্ধকণ্ঠঃ কৃত্যং বৰ্ণয়তি—অথ ইত্যাদি গদ্যেন ॥ ৬১ ॥

সমভাবে, চারিদিকেই কৃষ্ণ-বলরাম কল্পিত স্তম্ভোদ্ভিত হইয়া গৃহে আগমন করি-
লেন। অথবা তিনি প্রধান ব্যক্তিগণকে অগ্রে এবং নীচ ব্যক্তিগণকে পশ্চাৎ
করিয়া, সমভাবে সমান ব্যক্তিগণের সহিত পার্শ্বে কৃষ্ণ-বলরামকে লইয়া গৃহে
আসিয়া ছিলেন ॥ ৫৮ ॥

তিনি গৃহে আসিয়া সমস্ত আত্মীয় গোষ্ঠীকে মিষ্টান্নাদি দ্বারা উত্তমরূপে সন্তুষ্ট
করিয়াছিলেন ॥ ৫৯ ॥

অনন্তর শিষ্ট ব্যক্তিগণ আনন্দিত হইলে, কৃষ্ণ এবং বলরাম, নিজ নিজ গৃহে
আগমন করিয়া, রমণীয় শয্যায় শয়ন করিলে, উভয়ের জননী লালন করিতে
লাগিলেন, পরিচারকগণ উভয়ের পরিচর্যা করিতে লাগিল, পরে উভয়েই স্তথঃ
নিদ্রাগত হইলেন ॥ ৬০ ॥

তাহার পর স্নিগ্ধকণ্ঠ কৃতজ্ঞ হইয়া কথা সমাপ্তি সূচক এই কথা বলিতে
লাগিল ॥ ৬১ ॥

(ক) গৃহমাগত্য ইত্যন্তঃ পূৰ্ণঃ “তৌষাণিকপৰ্য্যাকুলভাৰ্জিত শেখঃ” ইতি পাঠঃ আনন্দ-
বৃন্দাবন-গৌরপুস্তকেষু।

(খ) সমাপনদ্বিগ্ধং ইতি গৌরপাঠঃ।

ঈদৃশস্তনয়ো জাতস্তব গোপধরা-পতে ! ।

(ক) শুকোহপি যাতি যৎকীর্তিং গায়ন্মেবান্নবিস্মৃতিম্ ॥৬২॥

অথ শ্রীদামাদি-চমৎকারসারপ্রদপ্রথনশ্চ তদেতৎকথনশ্চ
শ্রবণান্তে সৈবেয়ং লীলেতি প্রান্তে তত এব বহির্বৃত্তি
উপশান্তে গোলোকধরিত্রীকান্তে জনে চ শ্রেণীপ্রান্তে তৌ
সূতস্তুতৌ যথা ব(হ)দ্ধাঞ্জলিতয়াবিস্মৃতৌ চিরত এব পূর্বপূর্ববৎ-
প্রীতিদানেন বাসপ্রস্থাপিতৌ (বাসং প্রস্থাপিতৌ) বিধায় (তে)
সর্বৈ যথা স্বসাবাসাদিকমাসাদিতবন্তঃ ॥ ৬৩ ॥

ইতি শ্রীগোলচম্পূগনু গোচারণপ্রচারণং

নাম দ্বাদশং পূরণম্ ॥ ১২ ॥

তং স্নিগ্ধকণ্ঠবাক্যং নিদিশতি ঈদৃশ ইত্যাদি পদ্যেন । শুকোহপি নিষ্ঠুর্ণব্রজনিষ্ঠোহপি ॥ ৬২ ॥

ততঃ শ্রয়ং কবিস্তুতংপ্রদজ্ঞঃ সমাপয়তি অথৈতাদি পদ্যেন । শ্রীদামাদীনং চমৎকারসারং
প্রদদাতি এবস্তুতং প্রথমং বিস্তারো যশ্চ তস্য প্রান্তে শেষং যাতে শ্রেণীপ্রান্তে শ্রেণীসমানধর্ম্মাক্রান্তা
সা অন্তঃসীমা যশ্চ তস্মিন্ জনে চ বহির্বৃত্তিত উপশান্তে বাসপ্রস্থাপিতে বাসগৃহে প্রোষিতৌ ॥ ৬৩ ॥

ইতি শব্দার্থবোধিকায়ঃ দ্বাদশং পূরণং ॥ ১২ ॥

হে গোপ-ভূপতে ! আপনার একরূপ পুত্র জন্মিয়াছে যে, শুকদেবও বাঁহার স্তুতি
গান করিয়া আশ্চর্য্য-বিস্মৃতি প্রাপ্ত হইরাছিলেন ॥ ৬২ ॥

অনন্তর শ্রীদামাদির এইরূপ আশ্চর্য্য সারপ্রদ বিস্তারিত কথা শ্রবণ করিয়া,
এই সেই লীলা সমাপ্ত হইল, সেই কারণেই গোলোকরাজ ব্রজেশ্বর বাহু বৃত্তি
হইতে নিবৃত্ত হইলেন, । জনগণ শ্রেণী-বদ্ধ হইয়া অবস্থান করিলে, সেই দুইজন
সূত-কুমার, যথাবিধি কৃতাজলি ভাবে অবস্থান করিলেন । বহুক্ষণের পরই পূর্ব
পূর্ব মত নিয়মে প্রীতি সহকারে, বহুবিধ বস্তুদান করিয়া ঐ দুই জনকে গৃহে
প্রেরণ করা হইল, এবং তৎপরে সকলেই যথাবিধি স্ব-স্ব আবাসে গমন
করিল ॥ ৬৩ ॥

ইতি শ্রীগোপাল চম্পূকাব্যে গোচারণ

প্রচার নামক দ্বাদশ পূরণ সম্পূর্ণ ॥ ১২ ॥

(ক) আশ্চর্য্যামাশ্চ যৎ কীর্ত্ত্য যান্তি আগায়বিস্মৃতিং । ইত্যনন্দবৃন্দাবন-গৌরপাঠঃ

ত্রয়োদশং পূরণম্ ।

(কালিয় দমনং)

অথ প্রতিপ্রাতরিব শ্রীমদ্বজরাজমাজে বিরাজমানে কথাং
কথয়িতুং সমুৎকণ্ঠো মধুকণ্ঠো নিজান্তশ্চিন্তয়ামাস ॥ ১ ॥

ধেনুচারণারম্ভলভ্তকাদনে ধেনুকালস্তঃ খলু শ্রীবাদরায়ণিনা
তদীয়চারণাবসরসাম্যানুসারিণা তৃণাবর্তকর্তনবৎ (ক) পূর্ব-
মেব বর্ণিতঃ । বহুতস্ত পৌগণ্ডপ্রান্ত এব পণ্ডয়া নির্ণীতঃ ।
তদ্বিবসাবসানে বেষ্মপ্রবেশে কৈশোরাংশাবেশবর্ণনাৎ । অতঃ

ত্রয়োদশে পূরণে তু কালিয়দমনং । তথা দাবানলাপানং বর্ণ্যতে কৃষ্ণকবুকং ॥ ০ ॥

অথ কবিঃ কালিয়দমনদাবানলদগুনলাভাং বর্ণয়িতুং প্রকমতে । তত্র মধুকণ্ঠশ্চিন্তে যচ্চিন্তনং
চকার তদ্বর্ণয়তি—অথৈতাদি মহাগদোন । লভ্তকং প্রাপকং । ধেনুকালস্তঃ ধেনুকাস্থরনাশঃ ।

ত্রয়োদশ পূরণে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক কালিয়-দমন, এবং প্রচণ্ড দাবানল নির্বাণ
বর্ণিত হইবে ।

অনন্তর পূর্বে পূর্ব প্রত্যেক প্রাতঃকালের মত, শ্রীমান্ বজরাজের সভা বিরাজ-
মান হইলে, কথা বলিবার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত ও উত্তম মধুকণ্ঠ, আপনার মনে মনে
চিন্তা করিতে লাগিল ॥ ১ ॥

নিশ্চয়ই বাস-নন্দন শুকদেব, ধেনুচারণের অবসরের সাদৃশ্য অনুসরণ করিয়া,
তৃণাবর্ত বিনাশের মত, পূর্বেই ধেনুচারণের আরম্ভ হইয়াছে ধেনুকাস্থরের বিনাশ
বর্ণনা করিয়াছেন । বাস্তবিক কিং পৌগণ্ডদশার আবেশেই শাস্ত্রোক্ততা বৃদ্ধি
দ্বারা তাহা নির্ণয় করিয়াছেন । যে হেতু সেই দিবসের অবসানে গৃহ প্রবেশ

(ক) “তৃণাবর্তকর্তনবৎ” ইতি তু বৃদ্ধাবনানঙ্গগৌরবং প্রকেনাস্তি ।

শ্রীপরাশরেনাপি কালিয়দমনানন্তরাবসর এব সোহয়ং সাবসরঃ
কৃতঃ, শ্রীহরিবংশে চ স্পষ্টমেব—“দমিতে সর্পরাজে তু
কৃষ্ণেন যমুনাত্মদেব” ইত্যুক্ত্বা ধেনুকবধঃ সমারন্ধঃ । তদেব
যুক্ত্যপি ব্যক্তাভবতি । কার্ত্তিকবর্ত্তমানশুক্লাষ্টম্যাং গোচারণা-
রন্তসম্ভবদিনতয়া পাদ্মে স্পষ্টতয়োক্তিদৃষ্টা । পক্কতালফল-
কালো ভাদ্র এব তত্র চ ধেনুকনিধূননপ্রসিদ্ধিঃ । তস্মাৎ কালিয়-
দমনমেব প্রথমং প্রথয়িষ্যাম ইতি । স্পষ্টং ত্বিদমভ্যাচক্ষ ॥২॥

কবয়ো যে ভূবি খ্যাতিস্ত এবাকবয়ো মতাঃ ।

সুখমায়াম্ভুতীত্যেবং সুদুঃখং বর্ণয়ন্ত্যমী ॥

ইতি ভূমীকামাসজ্য পুনরাহ স্ম ॥ ৩ ॥

তদীয়েতি, তদীয়স্ম ধেনুচারণাবসরস্ম সাম্যং সমানতামনুসর্ত্তং শীলমস্ম তেন, কর্ত্তনং নাশনং তদ্বৎ,
পৌগণ্ডপ্রান্তে পৌগণ্ডশেষে । পণ্ডয়া বেদোচ্ছলয়া বুদ্ধ্যা নির্ণীতঃ ॥ ১—২ ॥

তত্র কালিয়দমনবীলা পরমদুঃখময়ী তস্মা বর্ণনে শ্রোতৃণাং দুঃখং স্মাদতন্তুস্তা কবিত্বমিতি
নিভাব্য স্পষ্টমাহ কবয় ইত্যাদি পদ্যেন । অকবিরে হেতুমাহ সুপমিতি ॥ ৩ ॥

বিষয়ে কৈশোর দশার আংশিক অভিত্রায় বর্ণিত হইয়াছিল । অতএব শ্রীপরাশর
মুনিও কালিয়-দমনের পরবর্ত্তী সময়েই অবসর বুঝিয়া এই বিষয় নির্দেশ করিয়া-
ছেন । “যমুনা হ্রদে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তক সর্পরাজ কালিয়ের দমন হইলে ” শ্রীহরি
বংশেও এই কথা স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়া ধেনুকাসুরের বধ আরন্ধ হইয়াছে । তাহাও
যুক্তি দ্বারা ব্যক্ত হইতেছে । কার্ত্তিক মাসের শুক্লপক্ষীয় অষ্টমী তিথিতে, গোচারণা-
রন্তের সম্ভবপর দিবস, ইহাও পদ্মপুরাণে স্পষ্টরূপে উক্ত হইয়াছে ইহা দেখা
যায় । যে কালে তাল ফল পক্ক হয়, তাহার নাম ভাদ্র । সেই ভাদ্র মাসেই
ধেনুকাসুর বধ প্রসিদ্ধ হইয়াছে । অতএব আমরা প্রথমেই কালিয়দমন বর্ণনা
করিব । এইরূপ চিন্তা করিবার পর স্পষ্টই এই কথা বলিতে লাগিলেন ॥ ২ ॥

যে সকল কবি ভূতলে বিখ্যাত, তাঁহারা অকবি, অর্থাৎ কবি বলিয়া গণ্য
নহে । যে হেতু ঐ সকল কবি, সুখের আশায় অত্যন্ত দুঃখের বিষয়ই বর্ণনা

অথবা—

সুখং বা বীৰ্য্যং বা তদিহ পরমং যৎপ্রতিসুখং

প্রতীপং নির্জিত্যানবরতমতুল্যং বিজয়তে ।

কবিশ্চ শ্রেয়ান্ স ক্ষুরতি খলু যন্তুংপরতয়া (ক)

সদা তত্তদায়ায়ন্নপি ন পরিতস্তৃপ্যতিতরাম্ ॥ ৪ ॥

অতঃ কালিয়নির্যাপনফলং তদিদং ব্রতমাপাততঃ স্তুত্বঃ-
সহমপ্যায়ত্যাং প্রত্যাশুবল্লসুখসহচরতয়া বর্ণনমেবাস্মাভিরা-
কর্ণনীয়মেব চ যুগ্মাভিরিতি নাচিহ্না সকম্পমূবাচ ॥ ৫ ॥

তদেবমর্জুনিষু পর্যাগেব চিরাৎ চার্যমাণাস্ত পারিকালিয়-

যদ্বা শ্রীকৃষ্ণলীলামাত্রাণাং সুগদঃপরমংতপি ভক্ত্যা তদেকনিষ্ঠতয়া সদা ওদর্শনে কাবয়ং শ্রেয়
ইতি বানক্তি সুখমিত্যাदि পদোদয়। প্রতিপং সমুখং, প্রতিপং পাতকুলং, তৎপরতয়া
তদেকনিষ্ঠতয়া, সদা তৎসুখং নামাং বা হৃদ্যত্বতয়া নাতিশয়ং প্রীতিতি ॥ ৪ ॥

তদেবং তাদৃশলীলায়াঃ কাল্যণং কদৰ্য্যমিতি নির্দ্ধাৰ্য্য যথাত্ত ওদর্শয়তি এত ইত্যাদি-
পদোদয়। নির্যাপনং দন্তং নিঃসারণং বা। পরতয়াং ভবিষ্যৎকালে ॥ ৫ ॥

তৎ সকম্পবাক্যং বর্ণয়ঃ — তদেবমিত্যাदि পদোদয়। অর্জুনিষু দেহুযু। পরীতি পরিবর্জনার্থঃ
করিয়া থাকেন। এত কথা বলিয়া মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। পরে পুনরায়
বলিতে লাগিলেন ॥ ৩ ॥

এই বিষয়ে পরম স্নেহট হউক, অথবা পরম বীৰ্য্যই হউক, যিনি সমুখবর্তী
প্রতিকূল বিষয় জয় করিয়া অল্পম ভাবে উৎকর্ষ লাভ করেন, এবং নিশ্চয়ই তদ-
গত চিন্তে সৰ্বদা তত্ত্ব বিষয়ের গান করিয়া একবারেই, কিছুতেই তৃপ্তি লাভ
করেন না, সেই কবিত শ্রেয়স্কর হইয়া ক্ষুণ্ণি পাইয়া থাকেন ॥ ৪ ॥

অতএব কালিয় দমন, আপাততঃ অত্যন্ত অসহ্য হইলেও ভবিষ্যতে প্রত্যেক
বিষয় হৃদয়ে যে সকল বলল সুখ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে, ইহা তাহারই সহচর বলিয়া
আমরা বর্ণনা করিব, আপনারাও শ্রবণ করবেন : এইরূপ প্রার্থনা করিয়া কম্পিত
ভাবে বলিতে লাগিল ॥ ৫ ॥

অতএব এই প্রকারে কালিয় সর্পের আশ্রয় স্বরূপ যে জলাশয় তাহার আশা
পরিত্যাগ করিয়া, অথবা কদর্য্য জলাশয় পরিত্যাগ করিয়া, চারিদিকে ধৌগণ

(ক) যন্তুদ্বিতয়া ইতি বৃন্দাবনানন্দ-গৌরপাঠঃ ।

জলাশয়াশয়মেব (খ) চলিতুং খলু শ্রীবলরামঃ সমনুজ্ঞাং
কলয়াঞ্চক্রে, শ্রীব্রজেশ্বর্যাঃ শিক্ষিতচর্য্যানুগমাৎ শ্রীবলাবরজস্য
তু তস্য চিরত এবাবিরতং তদ্দিদৃক্ষা ন ক্ষীণাসীৎ ।

বহলেন কুতূহলেন জন্মত এব দুর্জজনতেজসামসহনভায়া-
মবিকলেন তেজস্বিতাবলেন চ ॥ ৬ ॥

তদেবং স্থিতে সদাবদেকদাপি (দেব কদাপি) কৃষ্ণাগ্রজন্মনঃ
শ্রবণাখ্যং মাসিকং জন্মক্ষমতিথিবৎ প্রার্থিতং ব্রজ-সদসি
সমাসসাদ । তদা চ সঙ্কর্ষণঃ স খলু হর্ষণমঙ্গলস্পন্দাদ্যা-
সঙ্গতঃ স্বগৃহ এব সঙ্গত আসীৎ ॥ ৭ ॥

তদা চ কাসাঞ্চনাভিনবানাং গবামতিপ্রত্যাসন্নপ্রসবানা-

কালিয়জলাশয়াশয়ঃ, আশয়শব্দ আধারবাচী কদয়াবাচী চ অতঃ কালিয়জলাধারকদয়াস্থানং,
শ্রীবলেতি শ্রীকৃষ্ণস্য সহনভায়াং সহভায়াং ॥ ৬ ॥

পূর্বং কালিয়দণ্ডে শ্রীরামঃ প্রতিবন্ধক আসীৎ কদা তু তস্য গোষ্ঠে আগতির্দৃশ্যং, স এব
কালিয়দমনকালঃ অতোহুনা তদ্দিনে শ্রীরামস্য গোষ্ঠাগমনে হেতুং বর্ণয়তি—তদেবমিত্যাदि-
গদ্যোন । শ্রবণাখ্যং শ্রবণয়া আপ্যায়িত্ব তৎ ॥ ৭ ॥

তদেবং তদ্দিনে যদ্বৃত্তমভূতদ্বর্ণয়তি—তদা চেত্যাদিগদ্যোন । স্বাবনীয়াতয়া যেন রক্ষণীয়ভয়া
সঞ্চারিত হইতে লাগিল, শ্রীমান্ বলরাম নিশ্চয়ই সেই কালিয় হৃদে গমন করিবার
জন্ত অহুজ্ঞা করিয়াছিলেন । শ্রীমতী ব্রজেশ্বরীর শিক্ষালব্ধ অনুষ্ঠানের অনুসারে,
বহুতর কোতূহল বশতঃ, জন্মাবধি দুর্জনের তেজ সহ্য করণ বিষয়ে অপ্রতিবৃত্ত
তেজস্বিতার বল ছিল বলিয়া বলরামের কনিষ্ঠ সেই শ্রীকৃষ্ণের বহুকাল হইতে
অবিরত সেই কালিয় দর্শনেচ্ছা ক্ষয় প্রাপ্ত হয় নাই ॥ ৬ ॥

অতএব সর্বদাই এইরূপ ঘটিলে, একদা বজ্র সভায় শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ বলরামের
শ্রবণা নামক জন্ম নক্ষত্র, অতিথির মত উপস্থিত হইয়াছিল । তৎকালে সেই বল-
রাম, নিশ্চয়ই হর্ষ জনক মঙ্গলিক স্নানাদি কার্য্যে রত থাকিতে আপনার গৃহেই
থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলেন ॥ ৭ ॥

তৎকালে কতিপয় অভিনব ধেমু, যাহারা আসন্ন প্রসবা হইয়াছে, তাহাদিগকে

(খ) পরিকালিয়ালয়জলাশয় ইতি বৃন্দাবনানন্দ-গৌরপাঠঃ ।

মবশ্যমেব স্বাবনীয়তয়া বিনাপি তং বনীমমুগতসখঃ শ্রীদামসখঃ
প্রস্থিতবান্ । কিন্তু সন্তোজনসময়সময়নে সময়ং বিধায়
তদা চ লন্ধে বিপ্রলন্ধে রবসরে তদিতরং প্রতি যঃ কালকূট-
তুলাঃ কালকূটস্তম্ভয়-কালিন্দীয়কালীয়হৃদহরিতমেব হরিতং
হরিস্বধাবারিধিরবজগাহে ॥ ৮ ॥

তত্র গবামগ্রেসরা যে গোপকুমারবরাস্তেষু চানাশিতং
গবীন-নবীন-বনবিভাগাবকলন-কলিতবহল-কুতূহলকাত-রভসতঃ
কিঞ্চি-দ্বিলম্বগালম্বগানেষু নিদাঘ-দ্রাঘীয়স্তৃষণ-ব্যাকুলমগ্রিম-
গোকুলং কালিয়বিষাকুলং কৃষণ-জলং পিবতি স্ম । (ক)
পানমাত্রাচ্চ বিচেতনতয়া নিপপাত ॥ ৯ ॥

তং রামং বনীং অল্পবনং, সন্তোজনসময়স্ত সময়েনে সঙ্গতো সময়ং প্রতিজ্ঞাঃ, বিপ্রলন্ধেৰ্বকলনারাঃ
কালকূটতুলাঃ প্রাণহারিয়মতুলাঃ, কালকূটো বিষপুঞ্জঃ। হরিতং দিশং ॥ ৮ ॥

ততঃ কালিয়স্ত দমনে হেতুম্ব্যাপয়তি তত্রৈত্যাदि গণ্যেন । অনাশিতমিত্যাदि । যত্র পুরা
গোচারণং নাত্ত্বং যন্নবীনবনং তস্ত বিভাগঃ স্থানবিশেষস্তাবকলনেন দর্শনেন কলিতং অনিতং
বহলকুতূহলং তেন জাতো যো রভসো রেগস্তম্ভাৎ । নিদাঘেতি, গ্রৈশ্মিকমুদীর্ঘতৃষণব্যাকুলং, অগ্রিম-
গোকুলং অগ্রিমং গবাং কুলং সমূহো যত্র তৎ ॥ ৯ ॥

অবশ্যই আমার স্বয়ং রক্ষা করা উচিত, এই ভাবিয়া সেই শ্রীদামের সখা শ্রীকৃষ্ণ
বলরাম বাতীত অত্যাশ্রয় সহচরগণের অমুগত হইয়া ক্ষুদ্র বনে প্রস্থান করিলেন ।
কিন্তু সমাক্রমে ভোজনকাল উপস্থিত হইলে, প্রতিজ্ঞা করিয়া তৎকালে বঞ্চনার
অবসর প্রাপ্ত হইলে, অত্বে প্রতি যে প্রাণনাশক যমতুলা যে বিষপুঞ্জ আছে, সেই
কালকূটপূর্ণ কালিন্দী যমুনায় কালিয় হৃদের দিকে, শীঘ্র সেই কৃষ্ণরূপ সুখা সমুদ্র,
গমন করিলেন ॥ ৮ ॥

তথায় প্রধান গোপ-কুমার সকল, ধেমুগণের অগ্রে গমন করিতে লাগিল ।
যে স্থানে পূর্বে কখনও ধেমুগঃ বিচরণ করিয়া ঘাসাদি ভক্ষণ করে নাই, এইরূপ

(ক) “পানমাত্রাচ্চ বিচেতনতয়া নিপপাত” ইত্যাদি “পতন্তি স্ম” ইতি গণ্যস্তং পাঠঃ আনন্দ-
পুস্তকে নাস্তি ।

ক্ষণতন্তে চাগ্রেসরাস্তদবলোকশোকধরা দেহ-জিহাসয়া
সহসা স্বয়মপি ধয়ন্তঃ পতন্তি স্ম ॥ ১০ ॥

ইয়ং পুনর্যোগমায়ায়া এবানপায়া গতিঃ । বা খলু
খলানামুৎকলনায়াসম্ভবমপি সম্ভাবয়তি ॥ ১১ ॥

অথ মুহূর্তপূর্তবাগতোহয়ং তোয়দ-শ্যামলমূর্তিস্মৃর্তানেব
তান্ পশ্যন্নশ্যাদৃশশ্যামলতামাজগাম বিললাপ চ ॥ ১২ ॥

তদা গবাং তাদৃশীমবস্ত্রাং দৃষ্ট্বা গোপানাং যদ্বৃত্তমভূতদ্বর্ণয়তি—ক্ষণ ৩ ইত্যাদিগদ্যোন । অগ্রেসরাঃ
গোপকুমারাঃ । ধয়ন্তঃ পিবন্তঃ ॥ ১০ ॥

নমু শ্রীকৃষ্ণমিমাংসাং তাদৃশী বাক্যঃ কথং জাতা তত্র চ শ্রীকৃষ্ণস্ত প্রতীক্ষা যুক্তৈব তত্র সমাধানার্থং
হেতুং বর্ণয়তি—ইয়মিত্যাদি গদ্যোন । অনপায়া বিঘ্নরহিতা ॥ ১১ ॥

তদা শ্রীকৃষ্ণস্ত্রাণম্যা গাঃ গোপালাশ্চ তাদৃশান্ দৃষ্ট্বা গাং গাং অবস্থামাপতবান্ তাং তাং
বর্ণয়তি—অথেত্যাদি গদ্যোন । মূর্তান্ মুচ্ছিতান্, অশ্যাদৃশশ্যামলতাং বিবর্ণতাং ॥ ১২ ॥

গোসঙ্কর বিরহিত নবীন বন বিভাগ দর্শন করিয়া প্রচুর কোতূহল বশতঃ ঐ সকল
বন্ধু পূর্বাপর বিবেচনা হারাইয়া কিঞ্চিং বিলম্ব করিলেন । ঐয়কালের সুদীর্ঘ
তৃষ্ণায় ব্যাকুল হইয়া অগ্রগামী ধেনুগণ, কালিয় সর্পের বিন মিশ্রিত, যমুনার জল
পান করিল এবং পান করিবামাত্র অচেতন হইয়া পতিত হইল ॥ ৯ ॥

ক্ষণকাল মধ্যে সেই সকল অগ্রসর বালকগণ, তাহা দেখিয়া শোকাবুল হইল,
এবং দেহ পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিয়া সহসা আপনারাও সেই জল প্রান করিয়া
পতিত হইল ॥ ১০ ॥

কিন্তু ইহা যে যোগমায়ারই বিঘ্ন বিরহিত উপায় নাত্র তাহাতে আর অনুমাত্রও
সন্দেহ নাই । যে উপায় নিশ্চয়ই ছষ্টদিগকে নিধন করিবার জন্ত, অসম্ভব
বিষয়ও সম্ভবপর করিয়া তুলিয়া থাকে ॥ ১১ ॥

অনন্তর মুহূর্তকাল গত না হইতেই নবধন শ্রাম শ্রীকৃষ্ণ আগমন করত
তাহাদিগকে মুচ্ছিত দেখিয়া, আপনি অত্র প্রকার কৃষ্ণবর্ণ বা মালিন্য প্রাপ্ত হই-
লেন, এবং বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥ ১২ ॥

তে চ চেতিতাঃ সৰ্বে চিরায বিচারপ্রচারং নানুচরন্তি
স্ম । যস্মাদাত্মান-মঘনামধরবিষধরবিষমবিষমোহাদ্রক্ষিতবন্ত-
মঘদ্বিমমেব তত্র তত্র ভ্রমন্তমনুভূয় ভূয়ঃ স এবং চেতনামূলমিতি
নিশ্চিতবন্তঃ ॥ ১৫ ॥

কৃষ্ণস্ত তান্ বিলুলিতবেশান্ লক্কোপবেশান্ দৃষ্ট্ৱা যুগপদেব
সৰ্বান্ দৃষ্ট্ৱা (ক) পৃথক্ পৃথগেবান্ধিক্ষিতবান্ ॥ ১৬ ॥

তদুত্তমমেব—যদস্ম্য খল্বৌৎপত্তিক এবায়মুপপত্তিমতীত-
বান্ গুণঃ । যদ্বাবভাবনঃ শ্রান্তত্ৱানুরূপরূপাবিভাবনমসৌ
যৌগপদ্যমুপসদ্য বহুত্রাপি সদ্য এবাপদ্যত ইতি ॥ ১৭ ॥

তদা চ তদ্বিত্রাণাঃ স্বপ্নজীবনহেতুঃ শ্রীকৃষ্ণ এবৈতিনিশ্চয়ঃ প্রাহুরভূদিতি বর্ণয়তি—তে
চেতাদি গদ্যেন ॥ ১৫ ॥

তদেবং শ্রীকৃষ্ণ মহানন্দকৃতাঃ বর্ণয়তি—কৃষ্ণস্তিতাদি গদ্যেন । লক্কোপবেশান্ লক্ক-
স্থানান্ ॥ ১৬ ॥

তদেবং সতি একদা সৰ্কেষাং পৃথক্ পৃথগালিঙ্গনে ঐশ্বর্যমেব হেতুরিতি বর্ণয়তি—যদন্তেত্যাদি-
গদ্যেন । উপপত্তিঃ সঙ্গতিঃ সিদ্ধান্তঃ বা । যদ্বাবভাবনঃ যন্ত ভাবে অনুস্মরণে ভাবনা
যন্ত ॥ ১৭ ॥

নের অভিপ্রায়ে, যাহারা সম্মুখ প্রদেশে ছিল না, তাহাদের চৈতন্ত্য তৎকালে
জানিতে পারেন নাট, কিন্তু কিছু বিলম্বেই তাহা জানিতে পারিলেন ॥ ১৪ ॥

তাহারাও সকলে চৈতন্ত্য প্রাপ্ত হইয়া বহুক্ষণ পর্য্যন্ত বিচার এবং সঞ্চরণের
অনুষ্ঠান করিল না । যে হেতু অঘ নামধারী ভৃঙ্গের বিষম বিষ মুচ্ছা হইতে
যিনি আশ্রয়লাভকারী সেই অঘশত্রু শ্রীকৃষ্ণকেই তত্তৎ স্থলে ভ্রমণ করিতে অনুভব
করিয়া, এক্ষণে পুনর্বার তিনিই চৈতন্ত্যের মূল এইরূপ নিশ্চয় করিয়াছিল ॥ ১৫ ॥

আর শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের বেশ ভূষা বিশিষ্ট এবং তাহাদিগকে স্থান প্রাপ্ত
দেখিয়া এক কালেই সমস্ত বন্ধুদিগকে আকর্ষণ করিয়া পৃথক্ পৃথক্ আলিঙ্গন
করিলেন ॥ ১৬ ॥

একথাও উক্ত হইয়াছে যে, ইহার উৎপত্তি কালেই এই গুণই সিদ্ধান্ত বা যুক্তি
পথ যখন অতিক্রম করিয়াছে । যখন ঐ গুণ যাহার অনুস্মরণ করিতে ভাবনা

তত্র বালৈর্শিলনং যথা ;—

দৃষ্টিবাস্পমিতা তনুস্তিমিততামস্তম্ভতিলীনতা-

মিথং সঙ্গতিসাধনে তু নিখিলেহভীক্ষুং গতে ব্যর্থতাম্ ।

কিং সৌখ্যং কিমসৌখ্যমেতদিতি চ ক্ষুধ্তিঃ বিনাবস্থিতৌ

কক্ষিৎ কোহপি ন কিক্ষিছুজ্জিতুমভুচ্ছক্তিপ্রযুক্তশ্চিরম্ ॥ ১৮ ॥

গোভির্যথা ;—

গাবো হৃক্ষতিঘোষণা বলয়িতাঃ কৃষ্ণং লিহন্ত্যশ্চিরা-

ভদ্বাহবয়বেষ্টেনে বিলসৎকণ্ঠ্যঃ সমুৎকণ্ঠিতাঃ ।

যত্নাত্যাজিততদগ্রহাশ্চ পশুতৈঃ ক্ষিপ্তাশ্চ তনুশ্চিরং

তাস্তদ্বক্তৃস্থধাকরদ্যুতিস্থধাপীতাবতৃপ্তেক্ষণাঃ ॥ ১৯ ॥

মিত্রে: সহ শ্রীকৃষ্ণস্ত মিলনে তেষাং স্তব্ধতাদিপ্রাপ্তিং বর্ণয়তি—দৃষ্টিবাস্পাদিপদ্যেন-।
কোহপি জনঃ কক্ষিজনং কক্ষিদলমপি উজ্জিতুং ত্যক্তুং শক্তিপ্রযুক্তঃ শক্তো নাতুং ॥ ১৮ ॥

তথা গোভিঃ সহ শ্রীকৃষ্ণস্ত মিলনে তাসাং তৎপরিভাষণাভিঃ বর্ণয়তি—গাব ইত্যাদিপদ্যেন
যত্নাদিতি যত্নে ত্যাজিতাঃ কণ্ঠ্য গ্রহা ধারণানি যাসাং তাঃ, তা গাবাঃ । তদ্বক্তৃত্বী শ্রীকৃষ্ণমুগ্মেব
স্থধাকরস্ত কাস্তিরেব স্থধা তস্তাঃ পানেন অবতৃপ্তে নয়নে যাসাং তাঃ ॥ ১৯ ॥

করে, সেই স্থানেই এক কালীনের মত তৎক্ষণাৎ অহরূপ রূপের আবির্ভাব প্রাপ্ত
হইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

তথায় বালকদিগের সহিত মিলন যথা:—দৃষ্টি বাস্পাকুল, শরীর নিস্তব্ধ, এবং
আন্তরিক বৃদ্ধি বিলীন ; এই প্রকারে অখিল মিলন সাধন, বারংবার যথা হইলে
এবং ইহা কি সুখ ? অথবা ইহা কি দুঃখ ? এইরূপে ক্ষুধ্তি বাতিরেকে অবস্থান
করিলে, শক্তি প্রযুক্ত কেহ কাহাকে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত অন্ন সময়ের জন্তও পরিভাণ
করিতে সমর্থ হয় না ॥ ১৮ ॥

ধেমুগণের সহিত মিলন যথা:—ধেমুগণ হস্তার শব্দে একত মিলিত হইয়া,
বহুক্ষণ পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ চাটিতে লাগিল । শ্রীকৃষ্ণ যখন দুই হাত দিয়া
বেষ্টন করিলেন, তখন তাহাদের গলদেশ শোভা পাইতে লাগিল । পরে পশু

তদেবং সতি তস্য ভাববিশেষোদ্ধবঃ সমুদ্ভাব্যতে । পূৰ্ব্ব-
মেবায়ং শ্রীযুক্তকৃষ্ণঃ পারাবারভবিষ্যুহ্মনুচরিসুহুঃখদানধ্বষণঃ
কৃষ্ণাধিষ্যাস্য কালিয়স্য নিরাকরিসুহুঃখোহপি তৎপত্নীভ্যো-
হপত্রপিসুতয়া চিরায় তুষ্ণীং বভূব । সম্প্রতি তু গো-গোপালকাল-
ধৰ্ম্মাপাতজাতাসহিষুতয়া বর্দ্ধিসুহুঃখোঃ সৃষ্ট, জাতঃ ॥ ২০ ॥

ততশ্চ সাবহিখংখিমুবাচ—অহো বয়স্যাঃ ! পশুথ(ক) অত্রোদ-
কুম্ভ-স্তুম্ভবিদ্যা-কুতাবকাশ-প্রকাশমান-হুদিনী-হুদ-স্থিতস্ব-সদনে

অমুনা কালিয়ং দণ্ডয়িতুং পাবৰ্ত্তমানস্তত্র কারণং সম্ভবম্য সখীন্ প্রতি যদাহ ঐবর্ণয়তি—তদেব-
মিত্যাদিগদ্যেন । পারাবারেতি—উভয়কুলয়োভবনশীলৌ যৌ স্থাবরজঙ্গমৌ তয়াহুঃখদানবর্ণণ-
শীলস্ত কৃষ্ণাধিষ্যাস্য কৃষ্ণা যমুনা বিষ্ণ্যঃ স্থানং যন্ত অপত্রপিসুতয়া লজ্জাশীলতয়া । কালধর্ম্মো
মৃত্যুঃ ॥ ২০ ॥

সখীন্ প্রতি বাক্যং বর্ণয়তি—ততশ্চেত্যাদিগদ্যেন । সাবহিখং আকারস্তাপ্তসহিতং । উদ-
কুম্ভেত্যাদি । উদকুম্ভস্ত স্তুম্ভবিদ্যা কুতোবকাশো যন্ত এবং প্রকাশমনো যো হুদিনীহুদস্তাম্

পালগণ, যখন যত্ন করিয়া উৎকৃষ্টিত ধেমুগণের কণ্ঠ গ্রহণ ত্যাগ এবং তাহাদিগকে
নিষ্ক্ষেপ করিল, তখন তাহারা শ্রীকৃষ্ণের মুখচন্দ্রের দীপ্তিগ্রহ পান বিষয়ে অতৃপ্ত
নয়নে বহুগণ অবস্থান করিয়াছিল ॥ ১৯ ॥

অতএব এইরূপ বটিলে শ্রীকৃষ্ণের ভাব বিশেষের উৎপত্তি উদ্ভাবিত হই-
তেছে । পূর্বকট এই সীমান্ শ্রীকৃষ্ণ, উভয় তীরস্থ স্থাবর জঙ্গম পদার্থের হুঃখ-
দায়ক, যমুনা নিবাসী কালিয় সর্পের নিরাকরণে সতৃষ্ণ হইলেও, তাহারা পত্নী-
গণের নিকট হইতে লজ্জিত ভাবে বহুগণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন । কিন্তু
সম্প্রতি গো এবং গোপালগণের মৃত্যু আগমনে অসহ বোধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের
ক্রোধ উত্তমরূপে বাড়িয়া উঠিয়াছিল ॥ ২০ ॥

তাহার পর আকার গোপন পূর্বক বলিলেন, হে বয়স্কগণ ! তোমরা দর্শন
কর । এই স্থানে জল কুম্ভের স্তুম্ভবিদ্যা দ্বারা অবকাশ স্থান প্রকাশ করাতে যে
যমুনা হুদ প্রকাশ পাইতেছিল, সেই হুদরূপ নিজ গৃহে, কালিয় নামক দুর্দান্ত সর্প

কালিয়াখ্যমন্দদন্দশূক্তিষ্ঠতি । তেন (চ) দুর্ক্টিনিষ্ঠ্যুতয়া সর্ব্ব
এবাথর্ব্ববিষজ্বালয়া জ্বলিতাঃ পর্য্যগ্দেশা দৃশ্যন্তে । উপর্য্যপ্যুৎ-
পতিতাঃ পতত্রিংশচাত্র পতিতা ইত্যাত্মনেত্রোভ্যাং প্রতীয়তাম্ ।
যেভ্যস্ত (প্রাণা) জগৎপ্রাণাশনভয়তঃ সদ্য এব বিপ্রতিপদ্যেব
স্বয়মুৎপত্তন্তঃ কদাপি ন ন্যবর্ত্তন্ত । সোহয়ং পুনরুত্থাৎকৃত্যমৃত-
সেক এক এব কালকূটজ্বালাকদম্বসম্বলিতোহপি কদম্বঃ (•)
জ্বলিতদলাদিতয়া লালসীতি তস্মাদস্তোপরিগকোটরিপিঠরে
ক্ষুটং তদনবদ্যমমৃতমদ্যাপি বিদ্যত ইতি প্রসহাহমারুহ
পশ্যামি । ভবন্তস্ত গাঃ কিঞ্চিদদূরচরতয়া চারয়ন্তশ্চরন্ত ।
তদেতদবদন্ বিগতকদম্বঃ (কঙ্কবদম্বঃ) কদম্বমধিরুহ পারিকরং

স্থিতে শস্ত্র সদনে আলায়ে । কালিয়নামনিমিত্তসর্পঃ অথকো মহান্ যেভ্যস্তাদৃশদেবেভ্যঃ, গরুড়াদিতি
গরুড়েন কৃতোহমৃতেন সেকো যস্য সঃ । কদম্বঃ সমূহঃ । কদম্বো নোপঃ । অস্ম্য কদম্বস্য উপরিগ-

বাস করিত । ঐ সর্প মন্দ ভাবে থুংকার নিক্ষেপ করিত তাহা দ্বারা সমধিক
বিষ-জ্বালা উৎপন্ন হইত । সেই বিষ-জ্বালায় চতুষ্পাশবর্ত্তী সমস্ত প্রদেশই জ্বলিতে
থাকিত । উপরে যে সকল পক্ষী উড়িতেছে, তাহারাও বিষের জ্বালায় এই স্থানে
পতিত হইতেছে । ইহা তোমরা নিজ চক্ষে প্রত্যক্ষ কর । যে সকল পক্ষী হইতে
প্রাণ বায়ু সকল, পবনাশন কালিয়ার ভয়ে তৎক্ষণাৎ বিপদাপন্ন হইয়াই যেন
উড়িয়া গিয়া পতিত হইত আর কখনও তথা হইতে নিবৃত্ত হইত না । আর এই যে
কদম্ব বৃক্ষ দেখিতেছে ইহার শরীর বিষ জ্বালা সমূহে সংযুক্ত হইলেও, কেবল গরুড়
ইহার উপরে অমৃত সেক করিতে (ক) সুরম্য পত্র পল্লবদির সহিত একাকী
অতিশয় শোভা পাইতেছে অর্থাৎ এক কদম্ব ভিন্ন অপর বৃক্ষ সকল বিষ জ্বালায়
সরিয়া গিয়াছে । অতএব ইহার উপরিস্থিত কোটর রূপ গৃহের মধ্যে সেই অনি-

(•) অয়ং কদম্বঃ কালিয়ব্রহ্ম পূর্ব্ববর্ত্তী । সচ বৈশাখস্ত শুক্লাদশাং পূর্ণতি । ইতি
তোষণীধৃতবরাহ পুরাণে দৃষ্টতে ১৩০২৮১৩৮ । জ্বালয়্যাপি কৃতালম্ব ইতি গৌরানন্দবৃন্দাবন পাঠঃ ।

(ক) এইটী তোষণীধৃত মত কথা—

সমূহ স্বয়ং কিরণগণায়তঘনাঘনঃ সান্নিধ্যমাত্রনির্মিতসাধর্ম্যে
তস্মিন্ কালিয়হর্ম্যে নির্মলজলক্ৰীড়াকুতুকায পপাত ॥ ২১ ॥

যত্র চ তত্র সর্পহৃদগতজলং (ক) ধনুঃশতমুদসর্পং । তচ্চ
শ্রীব্রজরাজতপঃ (প্রতাপ) ফলশ্চ সঙ্ঘাতীতবলশ্চ তশ্চ ন চিত্র-
মিত্যেব মন্তব্যম্ । যেন হি পৌগণ্ডতয়া নাতিপ্রচণ্ডমপি তদেব
তদ্বপুঃশৃংগ-কোটিবদতীবোদ্ধগুতয়া তত্র কুণ্ডলীনাং ভাতি স্ম ।

কোটরপর্গরে উপরিগতকোটরগৃহে । কিরণেতি কিরণগণা এব অমৃতানি জলানি তেষাং
বহুকো মেঘাঃ । সাধর্ম্যে অর্থাৎসিদ্ধিহারাধানে কালিয়হর্ম্যে কালিয়রূপমেব অট্টালিকাস্থিন্ ॥ ২১ ॥

তদনন্তরং যদ্বৃত্তমভূতদ্বর্ণয়তি—যত্র চেত্যাদিগদোদয় । চণ্ডাংশুঃ স্বেদাঃ । অমর্যেতি অমরহস্তী
ত্রৈবাতন্তস্ত বারণে বিনামস্তস্ত যঃ ক্রমঃ পরিপাটী তত্কাবতয়া ক্রমঃ পরিপাটী যশ্চ, তত্কাবতয়া ঘূর্ণন-

দিত অমৃত, অত্যাপি বিদ্যমান আছে । এই কারণে আমি সহসা এই কদম্ব বৃক্ষে
আরোহণ করিয়া দশন করি । আর তোমরা কিয়দূরে গমন করিয়া ধেনুদিগকে
চরাইয়া বিচরণ কর । অতএব এইরূপে তাঁহার মুখ বিকৃতি দূর হইয়া গেল ।
তৎকালে কমল বদন শ্রীকৃষ্ণ, কদম্ব বৃক্ষে আরোহণ পূর্বক, বন্ধ পারিকর হইয়া,
কিরণ সমূহ রূপ জলরাশির মেঘস্বরূপ হইলেন, এবং মেঘ যেরূপ অট্টালিকার
মধ্যে প্রবেশ করে, সেইরূপ কালিয় রূপ অট্টালিকার মধ্যে সন্নিধান মাত্রে
মেঘের সাধর্ম্য নির্মাণ করিয়া, নির্মল জল ক্রীড়া কোতুকের জন্ত পতিত
হইলেন ॥ ২১ ॥

যে স্থানে সর্প হৃদস্থিত জল, শত ধনুকের মত উজ্জ্বল উথিত হইল । যিনি
শ্রীমান্ বজরাজের তপস্তার ফল স্বরূপ, এবং বাহার শক্তি অসীম, সেই শ্রীকৃষ্ণের

(ক) ধনুঃশতং—চতুঃশতহস্তং । যবত্রয়েণ একান্বলিঃ, অঙ্গুলিচতুষ্টয়েন একমুষ্টিঃ, মুষ্টি-
ষট্‌কেন হস্তং, হস্তচতুষ্টয়েন ধনুঃ । “নথঃ কিঞ্চ চতুঃশতং” । ইতি অমরটীকা দ্রষ্টব্য । তত্র
তু লক্ষণান্তরমস্তু যথা—চতুর্ধ্বংশতান্বলিভির্হস্তং তদ্বিধো বিদ্বঃ । সহস্রৈরষ্টভঃ খ্যাতং
হস্তকৈঃ ক্রোশনামকং । বাচস্পতিস্ত—চতুর্ধ্বংশতান্বলির্হস্তশচতুর্ধ্বস্তাবৃতং ধনুঃ । ধনুস্তর-
সহস্রস্ত ক্রোশঃ ক্রোশঘনং পুনঃ । গব্যং ক্রীড় গব্যতিঃ গোকৃতং গোতমকং তৎ । ইত্যাদি ।

ততশ্চ তস্তা মরবারণবারণবিক্রমক্রমতয়া ঘূর্ণদুজাপূর্ণবার্ষোষ-
জর্জরগয়া ধমিতস্তদুৎকর্ষাসহনসমাজঃ (ক) সহসাহিরাজঃ
বায়লীলাস্তরীপান্তঃ স্বয়ং ক্রীড়াহর্ষতঃ স্মিতং বর্ষন্তং পীতাংশুক-
বিদ্যুদ্ভরং করচরণাধররোহিতাকরং বনমালাশচীপতিচাপধরং
সুসলিলতনীলবনবরং তমেবাসসাদ ॥ ২২ ॥

সম্প্রতিহু কৃতবৎকারসারসঙ্গগন্ধকেন্ধনবদীপ্য (কেন্ধন-
বহীর্ষ) মানমেতমাত্মনা চছাদ ননাদ চ । কেবলবাল(তা)মানিতা-
ময়াসহিষুতয়া ধ্বংগমৌ নাগজিষু রাভৌহপি ন নিবর্ততে স্ম ॥ ২৩

কৃত্যঃ আপূর্ণো যো জলগজস্তন যম্মদনং হুং । তদ্রংকনাগহননমাজঃ হস্তিভুল্যঃ । স্বীযেতি স্বীয়-
নীলমা । অন্তরীপো দ্বীপঃ বিহারস্থানং যস্তান্তর্যো পীতাংশুকমেব বিদ্যুজ্জাতং যন্ত । যন্তা
বিদ্যুতামৃতস্থানং যন্ত তং । কৰোতি করচরণাধরাণি কুঙ্কমানামুৎপত্তিস্থানং যন্ত তং । বনমালেতি
বনমালৈব ইন্দ্রধনুস্তদ্রূপীতি তং । সুসলিলেতি সুসলিলেতি যো নীলমেবন্তম্যং রম্যং ॥ ২২ ॥

১৩তঃ কালিয়ো বদুশ্চেষ্টিতঃ চকার তদ্বর্ণয়তি—সম্প্রতিহুতাদিগদ্যেন । কুরোতি কৃতে । বৎকার-

পক্ষে ‘তাদৃশ কার্য্য বিচিত্র নহে’ ইত্যাদীকার করিতে হইবে । যেহেতু নিশ্চয়ই
তখন শ্রীকৃষ্ণের পোগণ দশা । অতরাং তাঁহার শরীর তৎকালে অতিশয় প্রচণ্ড
হইল না । কিন্তু তাঁহার সেই কমল শরীরই কোটি সূর্য্যের মত প্রচণ্ড ভাব সেই
সময়ে সর্পগণের নিকটে শোভা পাইয়াছিল । অনন্তর দেবগণের পরিভ্রাণকারী ও
হস্তির বক্রমের মত তাঁহার পরিপাটি থাকাতে, ঘূর্ণমান বাহু যুগল ও পরিপূর্ণ জল
ময় ধারা মর্দন করিয়া তাহাকে তিরস্কার করা হইল । ঐ সর্পের সজাতীয় আত্মীয়
হুংগণ, তাঁহার উৎকর্ষ সহ্য করিতে পারিল না । তখন সর্পরাজ সহসা স্বকীয়
নীলার দ্বীপ মধ্যে স্বয়ং ক্রীড়া হর্ষে মৃদু মধুর হাস্যকারী, পীত বসন রূপ বিদ্যুৎ
সমূহ যুক্ত হস্ত, পদ, এবং অধর রূপ সরল ইন্দ্র ধনুর ত্বা, বন মালারূপ ইন্দ্র ধনুক
যুক্ত, সুরমা, নীল ও উৎকৃষ্ট মেঘের মত, সেই শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইল ॥ ২২ ॥

সম্প্রতি কিন্তু যে গন্ধকে ত্রৈলোক্যের বিশেষের সার ভাগের অভিসন্ধিকৃত হইয়া
ক, এবং সেই গন্ধকেই যাহার কাষ্ঠ, শ্রীকৃষ্ণ তাদৃশ কাষ্ঠের অনলের মত হইতে

অথ কালীয়স্য বরুণপাশপাশীয়মানাভোগাশনীয়মানাশী-
রাশিভ্যাং যাহংকৃতিপূর্ণাকৃতিস্তস্মাচ্চূর্ণীকৃতিকৌতুকায যোগ
মায়াময়কঙ্কটসজ্জাতিতাস্পতাস্পতস্তৃণাবর্তকর্তনঃ সমুদ্রবর্তনঃ স
মুহূর্তং তথৈব বর্ততে স্ম । যত্র হি তস্মাদহিতমাভোগিনঃ (ক
শতমেকাতিরেকাভোগা মর্কটিকা-জালবদ্ধিঘটিতশক্তয়ঃ সন্তি
স্ম । আশিশচ তুলবর্তিতুলাং কলয়ামাসুঃ ॥ ২৪ ॥

সারে সন্ধঃ সন্ধানং যজ এবভূতো যো গন্ধকস্তেন যুক্তেনবৎ দীপ্যমানঃ তং কৃষ্ণং । কেবলো
কেবলং বনবিশিষ্টমাস্ত্রানং মন্ত্রেতে কেবলবনিতানামানীতস্ত ভাবস্তনয়ী যা অসহিষ্ণুতা তয়া পৃথক
প্রগল্ভঃ, নাগজিহ্বঃ সর্পশ্রেষ্ঠঃ ॥ ২৩ ॥

ততঃ শ্রীকৃষ্ণস্তদ্বৎসাহবুদ্ধয়ে বৎ কৃতবান্ তদ্বর্ণয়তি—অণেত্যাদিগদ্যেন । বরুণেতি বরুণপাশ
ইব পাশীয়মানো বন্ধনসাধনো য আভোগঃ শরীরং অশনীয়মানঃ অতিবুভুক্ষাধিতো য আশী-
রাশিবিষদন্তসমূহস্তাভ্যাং অহঙ্কৃতিপূর্ণাকৃতিরহঙ্কারেণ পূর্ণাকারঃ । যোগেতি যোগমায়াময়ে যঃ
কঙ্কটঃ কবচস্তেন সংযতিনি অঙ্গানি যন্ত সং । তৃণাবর্তন্ত কর্তনো নাশনঃ । সদেতি সতামহিততমে
যঃ আভোগঃ শরীরং তদ্বিশিষ্টন্ত । মর্কটিকা “মাকড়সঃ” ইতি খ্যাতা তস্মাৎ জালবৎ, আশিশঃ বিষদন্ত-
পত্নী ক্রয়ঃ ॥ ২৪ ॥

লাগিলেন । সর্পরাজ এইরূপ শ্রীকৃষ্ণকে আপনি আচ্ছাদন করিল, এবং শব্দ
করিতে লাগিল । ঐ সর্পরাজ কেবল আপনাকে বলশালী বলিয়া বিবেচনা
করিত । এই কারণে সে কাহাকেও সহ্য করিতে পারিত না । সুতরাং অত্যন্ত
প্রগল্ভ ঐ সর্পরাজ, পীড়িত হইয়াও নিবৃত্ত হইল না ॥ ২৩ ॥

অনন্তর বরুণ পাশের মত বেঠনোপযুক্ত শরীর এবং ক্ষুধাঘ্রিত বিষ দন্ত সমূহ
দ্বারা ঐ কালিয় সর্পের যে মূর্তিমান্ অহঙ্কারের মত পরিপূর্ণ আকার ছিল,
তাহাকে চূর্ণ করিতে পারে, এইরূপ কৌতুক দেখিবার জন্ত, যোগমায়াময় কবচ
দ্বারা তাহার শরীর সজ্জাতিত ছিল । এই জন্ত সেই তৃণাবর্ত বিনাশী, তাহার উপর
উঠিয়া মুহূর্তকাল, সেইরূপেই বিজ্ঞমান ছিলেন । তাহার উপরে শ্রীকৃষ্ণ বিজ্ঞমান
থাকাতে সজ্জনের অহিতকারী সেই কালিয় সর্পের একাধিক শত ফণা, মর্কটিকা

ভিমা ৪৮পেজ, চন্দ্রকরে ছাপা ও অক্ষর উৎকৃষ্ট । প্রসিদ্ধ চারি সম্পাদকের
সাক্ষর-প্রাচীন টীকা, সাধন নূতনব্যাখ্যা এবং বঙ্গানুবাদ সহিত ।

টীকার পরিচয়—

১। ভাবার্থদীপিকা (শ্রীধরস্বামিকৃত, এই টীকা সর্ববাদিসম্মত ও সর্ব-
দায়ক) ।

২। বৃহৎ বৈষ্ণবতোষণী । শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামিকৃত । এই টীকা
কাল পর্য্যন্ত দুর্লভ ছিল, হস্তাক্ষরী গ্রন্থও সমগ্র দেশের মধ্যে কেবল শ্রীকৃষ্ণাবন,
প্রাধিকুলেও প্রভৃতি স্থানে ২। ১ খানীর বেশী শুনিতে পাওয়া যায় নাই । এবার
ই অতীব দূরীভূত হইল ।

৩। শুকপদ্ম (রামানুজমতানুযায়ী শ্রীমদর্শনস্বরূপ কৃত) ।

৪। শ্রীভাগবতচন্দ্রিকা (বিশিষ্টাদেবতাসিদ্ধান্তযুক্ত প্রবীণ শ্রীযুক্ত বীররাঘবা-
চার্য্যপ্রণীত) ।

৫। পদ্মরসাবলী—(মধ্বসম্মত দ্বৈতবাদসিদ্ধান্তধুরন্ধর শ্রীযুক্ত বিজয়ধ্বজতীর্থকৃত) ।

৬। ক্রমসন্দর্ভ—(শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সম্মত অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্বের মীমাংসক
শ্রীপাদ শ্রীজীবগোস্বামিকৃত) ।

৭। সুবোধি—(বিষ্ণুস্বামিসিদ্ধান্তনির্বাহক শ্রীপাদ বল্লাভাচার্য্যকৃত) ।

৮। সারার্থদীপী—(গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যসিদ্ধান্তানুগামী শেখ-আচার্য্য শ্রীপাদ
বিখ্যাতচক্রবর্তিকৃত) ।

৯। বৈষ্ণবাস্তরী—(চক্রবর্তিপাদের সমকালিক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যসম্মত
বেদান্তব্যাখ্যান-পেশভাষ্যকার শ্রীবলদেববিজ্ঞানভূষণকৃত) ।

১০। সিদ্ধান্তদীপ—(নিবাহক মতানুগত দ্বৈতবাদী শ্রীশুকদেবাচার্য্যকৃত) ।

এতদ্বিন্ন—নবমাবলী শ্রীযুক্ত শচীনন্দনগোস্বামি ভক্তিরত্নকৃত সরল সাধন
ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদিত । শ্রীশ্রীগৌড়রাজর্ষি কাশিধাক্ষারাদিগণিত শ্রীমহারাধক
মণীন্দ্রচন্দ্রমণি মহোদয়ের সম্পূর্ণ ব্যয়ে বঙ্গদেশীয় পাবনা—তাড়াশের ভূম্যধিকারী
বন্দ্যোপাধ্যায়ী রায় শ্রীযুক্ত বনমালি রায়বাহাদুরের স্থাপিত শ্রীকৃষ্ণাবনসিদ্ধ
দৈবকীমনন্দ প্রণীত পণ্ডিত নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারিকর্তৃক সম্পাদিত ।

নিম্নলিখিত স্থির পত্র পাঠাইলে গ্রন্থ প্রাপ্ত হইবেন ।

প্রাচীন গ্রন্থ প্রকাশের বিজ্ঞপন ।

কাশীমবাজারের শ্রীম গোড়-রাজর্ষি মাননীয় মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ মহোদয়ের চেষ্টায় প্রাচীন গ্রন্থ প্রকাশ হইতেছে । ইহার খা চাইবার জন্য প্রকাশিত হইয়াছে । ব্যয়-নির্বাহের আংশিক সাহায্য জ্ঞান-মাহাত্ম্যের জন্য এই বিক্রীত হইতেছে ।

১। নাটক চন্দ্রিকা—শ্রীপাদ রূপগোস্বামিপ্রণীত । ললিতমাহাত্ম্য গ্রন্থের সুমধুর উদাহরণসহিত । লীলাস্বাদ ও অলঙ্কার শাস্ত্রের প্রবর্তন আনবিশেষে সুললিত গ্রন্থ, বঙ্গভাষায় অনূদিত । মূল্য ৬০ আনা, ৫: মা:

২। সিদ্ধান্ত-চন্দ্রোদয়—শ্রীমুকুন্দদাসপ্রণীত । বৈষ্ণবশাস্ত্রমুগত মনোহর নানা প্রকার উদাহরণসহিত সিদ্ধান্তগ্রন্থ । শ্লোকাংশের বঙ্গানুবাদসহিত । মূল্য ৬০ আনা ।

৩। গোড়ীয় বৈষ্ণবচাৰ্য্যাপ্রবর শ্রীপাদ জীবগোস্বামির অক্ষর কীর্তিত "শ্রীগোপালচন্দ্র" নামক মহাগ্রন্থ টীকা ও বঙ্গানুবাদ সমেত প্রস্তুত হইল । এই গ্রন্থ গম্ভীরমিশ্রিত । উভয়ের সংখ্যা ন্যূনাধিক ২৭ হাজার বৈষ্ণবশাস্ত্রমধ্যে এত বড় বৃহৎ গ্রন্থ আর নাই । বৈষ্ণবতোষণী, হরিবংশ, ভাগবতমৃত, হরিভক্তি-বিলাস ও নানাপুরাণের নানাস্থানের সিদ্ধান্তস্বরূপ ইহাতে একত্র সংগৃহীত আছে । গোলোকতত্ত্ব, বৃন্দাবনতত্ত্ব, শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা হইতে ব্রজোৎসব, শ্রীরাধাদির বিবাহ, অগ্নিপন্নীক, বহুদেবগৃহে যশোদানন্দনের প্রকাশ, মাথুরসিদ্ধান্ত, শ্রীকৃষ্ণের বংশাবলী, আভীরতত্ত্ব এবং লীলাতত্ত্ব প্রভৃতি বৈষ্ণবগণের পন্থোক্তনীয় যাবতীয় সিদ্ধান্ত, নানা পুরাণ দর্শনাদি প্রমাণের দ্বারা সমীক্ষিত হইয়াছে । বৈষ্ণবগণের সিদ্ধান্তগ্রন্থ মধ্যে এখানীকে সম্রাট বলা যাইতে পারে । এই খণ্ডে ৩ পুরণে গোলোকতত্ত্ব, নিত্যলীলা ও শ্রীকৃষ্ণজন্মকথা প্রকাশিত হইল । পূর্বচন্দ্র শেখ হইলে গ্রন্থের মূল্য স্থির হইবে ।

৪। শ্রীহরিনামামৃত (বৈষ্ণবব্যাকরণ) উক্ত শ্রীজীবগোস্বামিপ্রণীত । শ্রীহরেকৃষ্ণচাৰ্য্য ও শ্রীগোপীচরণদাসবেদান্তভূষণকৃত টীকাসহিত প্রস্তুত হইল । সমস্ত প্রাচীন ব্যাকরণের সার ও শেষ বলিয়া ব্যাকরণের সমগ্রনির্মিত পরিপূর্ণ, অথচ সহজ ও সুখপাঠ্য । ব্যাকরণজ্ঞান ও ভগবদ্ভাস্যকীর্তন একাধারে হয়, এই ভাবে গ্রন্থকর্তা ইহা রচনা করিয়াছেন । অগ্রিম ১ পাঠাইয়া গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইবেন । মূল্যাদি পরে জ্ঞাতব্য ।

কাশীমবাজার-রাজধানী,
(মুর্শিদাবাদ)
জ্ঞান বৈষ্ণব, ১৩১৭

বিন্যাস—শ্রীরাসবিহারিমাধ্যমী,

সম্পাদক ।

294.51/JIV/S



20726

